ঠগীকাহিনী

ঠগীকাহিনী

ঠগী আমির আলির আত্মকথা

ফিলিপ মেডোস্ টেলর প্রণীত

Confessions of a Thug গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা ৯

এপ্রিল ১৯৫৮

Bengali Translation of the novel

Confessions of a Thug

by Phillip Meadows Taylor

নূতন সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৬৮

মূল্য ১৫·০০

প্রকাশক : শ্রীসুশীলকুমার মল্লিক, সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ॥ মুদ্রক : গোপাল কুণ্ডু, জানীন প্রেস, ৫১/১০ রাণী হর্ষমুখী রোড, [illegible] গ্রন্থক : নব গৌরাঙ্গ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-৯।

প্রকাশকের নিবেদন

ঠগীকাহিনীর লেখক ফিলিপ মেডোস্ টেলর ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর লিভারপুলে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সাগরপারের এই কলকাতা শহরে এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রাণোচ্ছল ও উৎসাহী তরুণকে সওদাগরি আপিশের বাঁধা-কাজ বেশিকাল করতে হয় নি। ১৮২৬ সালে হায়দরাবাদের নিজামের সেনাবিভাগে দায়িত্বপূর্ণ এক পদ লাভের সুযোগ হল তাঁর। সে-সুযোগের অপব্যবহার করেন নি ফিলিপ। তাঁর গুণপনায় নিজাম মোহিত হলেন— দরবারে তাঁর প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেল সেই অনুপাতে। স্বীয় ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানোর সুযোগ পেলেন তিনি। নিজামের রাজ্যে তাঁর বিবর্ধমান খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কথা ভারতের ইংরেজ শাসকদেরও কর্ণগোচর হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শেষ হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চল শাসনের ভার দিয়ে পাঠালেন। ১৮৬০ সালে ফিলিপ যখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন তখন তিনি 'কর্নেল' পদে উন্নীত হয়েছেন। তদুপরি পেয়েছেন C. S. I খেতাব। এর পরে আরো কিছুকাল তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮৭৬ সালের ১৩ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রশাসন সংক্রান্ত বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কর্নেল টেলর বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন (*Confessions of a Thug* ১৮৩৯, *Tipoo Sultan* ১৮৪০, *Tara* ১৮৬৩, *Seeta* ১৮৭৩, *A Noble Queen* প্রভৃতি)। উপন্যাস-গুলি একসময়ে খুবই জনসমাদর লাভ করেছিল। এর মধ্যে যে-উপন্যাসটির সঙ্গে পাঠক সাধারণ সর্বাধিক পরিচিত তা হল *Confessions of a Thug*। কর্নেল টেলরের জীবৎকালেই এ-বইয়ের অনেকগুলি সংস্করণ হয়। সুদূর ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনো পর্যন্ত এ-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা তিলমাত্র হ্রাস পায় নি। ১৯২৬ সালে বিলেতের অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস

তাঁদের বহুখ্যাত World's Classics গ্রন্থমালাভুক্ত করে এ-বইটিকে সম্মানিত করেন। এমনকি ১৯৬৭ সালেও ইংল্যাণ্ড থেকে এ-বইয়ের একটি মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে— 'ইংরেজি সাহিত্যের রত্নমালা রূপে চিহ্নিত হয়ে।' স্লীম্যান সাহেবের তৎপরতায় যে-ঠগীদলের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে— তাদের রোমহর্ষক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পরবর্তী কালের মানুষের কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে-কৌতূহলই এ-বইয়ের জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ নয়। তার কারণ হিসেবে লেখকের অসামান্য লিপিকুশলতার কথাও সেইসঙ্গে বিচার্য। সম্পূর্ণ বাস্তব তথ্যের সঙ্গে সরস রচনাভঙ্গি যুক্ত হওয়ার ফলেই এই দীর্ঘায়তন উপন্যাস পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হয় না।

বর্তমান বঙ্গানুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। কাহিনীপ্রিয় বাঙালি পাঠকের কাছে এখনো এ-বই সমান উপভোগ্য বিবেচনায় এটি পুনঃপ্রকাশিত হল।

ঠগীকাহিনী

ঠগী আমির আলির আত্মকাহিনী

ভূমিকা

বর্ত্তমান গ্রন্থে (মূলগ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত মেডোস্ টেলার [Colonel Meadows Taylor C. S. I.] এই ভূমিকাটি বিলাতী পাঠকবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন ; কারণ, গ্রন্থখানি প্রসঙ্গত বিলাতেই প্রকাশিত হয়। আমাদের পাঠকগণ বাঙ্গালী, কাজেই আমাদিগকে দুই এক স্থল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে লিখিতে হইয়াছে। যাহা হউক, মূল গ্রন্থকারের বর্ণনা-প্রণালী ও ভাব যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা গিয়াছে।) যে ভয়াবহ পাপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ সত্য। ঘটনাপুঞ্জকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইবার জন্য এবং গ্রন্থের নায়ক আমির আলির দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ও ভীষণ জীবনকাহিনী সাধ্যমত পাঠকপাঠিকাবৃন্দের রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য স্থানে স্থানে কল্পনার সামান্য মাত্র আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩২ অব্দে আমির আলির সহিত গ্রন্থকারের (অর্থাৎ কর্নেল মেডোস্ টেলরের) পরিচয় হয়। যে সমস্ত ঠগীদস্যু ধৃত হইয়া গবর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করে, ও নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া অন্যান্য দস্যুবৃন্দকে ধরাইয়া দিতে ও তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতে সম্মত হয়, আমির আলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ব্যক্তি অন্যান্য দস্যুর সহিত সগরদ্বীপ হইতে নিজাম রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত দস্যু নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার প্রসঙ্গে যে সকল পৈশাচ হত্যাকাণ্ড ও লোমহর্ষক দস্যুতার কথা প্রকাশ করে, তাহা সমগ্র-দেশব্যাপী এমন একটা বিভীষিকাময় উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, লোকে তাহা কখনই বিস্মৃত হইবে না। আমি তাহাদিগের বর্ণিত আত্মকাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে যে প্রকার বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম— ভাষার সাহায্যে সেই বিস্ময় ও ভয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দের চিত্তে উদ্দীপিত করা আমার সাধ্যাতীত। বক্ষ্যমাণ উপাখ্যানের সত্যতার প্রমাণস্বরূপে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমির আলি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে যে, সে জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে সাতশত উনিশটি নরহত্যা করিয়াছে! আমির আলি বাহাদুরি লইবার জন্য যে মিথ্যা কথা বলে নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, অন্যান্য দস্যুগণের সাক্ষ্যে আমির আলির এই আত্মকাহিনীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একদিন আমির আলি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিল, "আমি বার বৎসর কারারুদ্ধ ছিলাম, নতুবা আমার হত্যাসংখ্যা এতদিনে একহাজার হইত।"

সুবিশাল ঠগীদলভুক্ত এই সমস্ত দস্যু দেশবাসীদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্রে বাস করিত, অথচ কেহই তাহাদিগকে সন্দেহ করিত না ; ইহা বড়ই আশ্চর্য্য

বলিয়া মনে হয়। ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে সকলদিকেই পরিবর্ত্তনের প্রবাহ এত প্রখরবেগে প্রবাহিত হইতেছে যে, এক শতাব্দী পুর্ব্বের ভারতবর্ষ আমাদের নিকট সুদূরবর্ত্তী স্বপ্নরাজ্যের মত প্রতীত হয়।

ভারতবর্ষ একটি সুবিস্তৃত মহাদেশ। এই মহাদেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া কখনই একজন রাজচক্রবর্ত্তীর শাসনাধীন ছিল না। এই দেশ খণ্ড খণ্ড প্রদেশসমূহে বিভক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। প্রত্যেক নৃপতিই নিজ নিজ রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কিন্তু শাসন পদ্ধতি প্রায়ই কিছু শিথিল ও অযোগ্য ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী নৃপবৃন্দের মধ্যে বড় একটা সদ্ভাব প্রায়ই থাকিত না— পরস্পর পরস্পরকে হিংসা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যগণ দেশব্যাপী শান্তি রক্ষার জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সন্ধিবন্ধন করিতেন না, কাজেই রাজপথসমূহে পথিকগণের গতায়াত বেশ নিরাপদ ও উপদ্রবশূন্য ছিল না। অবশ্য কোন কোন রাজার অধীনে কোন কোন প্রদেশে সময়বিশেষে শাসনকার্য্য বিশেষ নিপুণতার সহিত পরিচালিত হইত এবং রাজকর্ম্মচারিগণের ভয়ে দস্যু তস্করেরা কোনওরূপ দৌরাত্ম্য করিতে সাহস করিত না; কিন্তু এ প্রকারের সমগ্র দেশব্যাপী সুশাসন প্রাচীন ভারতের অদৃষ্টে কখনই ঘটে নাই।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষে পথিকগণের গমনাগমনের জন্য সাধারণ যানবাহনাদির ব্যবস্থা কোন সময়েই ছিল না— পথঘাটেরও সুব্যবস্থা ছিল না, আর লোকের অভ্যাস ও রীতিনীতি কিছু অধিকমাত্রায় স্থিতিশীল ছিল। অনেক দূরদেশে যাইতে হইলেও— হয় পদব্রজে, নয় ঘোড়ায় চড়িয়া— যাইতে হইত। এই প্রকারে একদল যাত্রী দূরদেশে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আর একদল অপরিচিত যাত্রীর সাক্ষাৎ পাইলে অসঙ্কোচে তাহাদের সহিত মিলিত হইত— কারণ এই প্রকার দলপুষ্টি ব্যতিরেকে দস্যুতস্করাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অন্য প্রকার উপায় ছিলনা। কোম্পানির আমলে সৈন্যদিগের গমনাগমনের জন্য যে কয়টি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই কয়টী রাস্তার অবস্থা কিছু ভাল ছিল; অবশিষ্ট রাস্তাগুলিকে রাজবর্ত্ম না বলিলেও চলিত। চলিত ভাষায় তাহাদের 'মাঠান' রাস্তা বলে। উহা সমতল প্রান্তরের বুকে লোকচলাচলের জন্য পদচিহ্ন দ্বারা গঠিত একটা দাগ মাত্র। এই দাগ, বন, জঙ্গল, পর্ব্বত ও অকর্ষিত প্রান্তরের উপর দিয়া চলিয়াছে— নিকটে গ্রাম কচিৎ কখনও এক আধটি দেখিতে পাওয়া যায়— তাহাতেও লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প— দুইটি গ্রামের মধ্যে বহুদূর ব্যবধান— তথায় জনমানবের চিহ্নমাত্রও নাই। এইরূপ অবস্থায় দস্যুগণ যে অসহায় পথিকবৃন্দকে হত্যা করিবে বা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে, ইহার আর বিচিত্র কি? ফলে, সমগ্র দেশে নানাবিধ নামে অভিহিত অগণ্য দস্যুদল নির্ভয়ে বিচরণ করিত— ইহারা

বিবিধ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিত— কেহ কেহ ছদ্মবেশে ছোটখাটো চুরি জুয়াচুরি করিত, কেহ কেহ দল বাঁধিয়া পথিকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। এই দস্যুদলের মধ্যে ঠগীদের দলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। ইহাদের একতাও যেমন— ভীষণ পাপকার্য্য সম্পাদনে নিপুণতাও তেমনি। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও লোকক্ষয়কারী ছিল।

কোনও নগর অতিক্রম করিবার সময় প্রবাসী যাত্রীদল নগরের সহিত বড় একটা সম্বন্ধ রাখিত না— নগর হইতে কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইত। কখন কখন তাহারা নগরে প্রবেশ করিত বটে, কিন্তু প্রধানতঃ নগরের বাহিরে গাছের ছায়ায় অথবা প্রান্তরে তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করিত। কাজেই কোন্ লোক কোন্ গ্রাম হইতে কোন্ গ্রামে যাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যাইত না। ভারতবর্ষে অনেক জাতি, অনেক ধর্ম্মাবলম্বী ও অনেক প্রকারের ব্যবসায়ী লোকের বাস। সুতরাং ঠগ ও অন্যান্য দস্যুতস্করেরা প্রয়োজনমত নানাপ্রকারের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিতে পারিত— কেহও কোনরূপ সন্দেহ করিত না। ইহা ছাড়া, আর্থিক বিনিময়ের জন্য এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে অনেক মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রেরিত হইত, ইহাও সকলেই জানিত কাজেই ছদ্মবেশী দস্যুদলের নিকট প্রভূত ধনরত্ন থাকিলেও কেহ কখনও কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিত না। অনেকে, সঙ্গে অনেক ধনরত্ন আছে, একথা পাছে কেহ জানিতে পারে বলিয়া, অনেক সময়ে দীন পরিচ্ছদ গ্রহণ করিত। এতদ্ব্যতীত পাথেয় খরচের জন্যও সকলকেই কিছু না কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। কোনও নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময় সীমান্তস্থিত রাজকর্ম্মচারীরা পথিকদের দ্রব্য-সম্ভার তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উপযুক্ত মাশুল আদায় করিয়া লইত— কাজেই কোনও জিনিস লুকাইয়া লইয়া যাওয়ারও উপায় ছিল না। যে সমস্ত কর্ম্মচারী মাশুল আদায় করিত, তাহাদের অধীন অনেক লোকের সহিত ঠগী ও অন্যান্য দস্যুদলের যোগাযোগ থাকিত ; কাজেই পথিকদের মধ্যে কাহার নিকট কি আছে, সে সংবাদ দস্যুরা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইত।

আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহাও নিরূপিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের সকল অংশেই অনেক বুনিয়াদী জমিদার ও গ্রামের প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত এই সমস্ত ঠগী দস্যুদলের বংশপরম্পরাক্রমে গোপনে যোগাযোগ ছিল। এই সমস্ত জমিদার ও রাজকর্ম্মচারী দস্যুদিগের নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্য উপেক্ষা করিত এবং দস্যুরা কোনওরূপে বিপন্ন হইলে গোপনে তাহাদের সাহায্য করিত ও আশ্রয় দান করিত। দস্যুরা লুণ্ঠন করিয়া যাহা পাইত, এই সমস্ত জমিদার ও রাজকর্ম্মচারী নিয়মিতভাবে তাহার অংশ পাইত। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে কতগুলি করিয়া সন্ন্যাসী, ফকির ও সাধু বাস করিত। এই সমস্ত লোক লোকালয়ের বাহিরে

বৃক্ষবেষ্টিত গৃহে বাস করিত। এই সকল স্থান দস্যুদলের আশ্রয়স্থল ছিল। ফকির বা সন্ন্যাসী নিরীহ পথিকগণকে আহার্য্য ও আশ্রয় দানের প্রলোভনে ভুলাইয়া আনিয়া দস্যুদের হস্তে সমর্পণ করিত। দেশের এই প্রকার অবস্থা ছিল বলিয়াই ঠগী সম্প্রদায়ের ন্যায় সুবিশাল দস্যুদল ভারতব্যাপী হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিবাদে দস্যুতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ঠগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এতৎ সম্বন্ধে কতকগুলি কিংবদন্তী মাত্র প্রচলিত আছে। কর্নেল স্লিম্যান (Colonel Sleeman) এইরূপ অনুমান করেন যে, মোগল ও তাতার জাতীয়েরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করার বহুকাল পরে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমানদল ভারতবর্ষ মধ্যে লুণ্ঠন করিত। এই সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই ঠগীদলের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। হিন্দুরা বলে যে, ভবানী দেবী হইতেই এই ঠগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কথাটা সত্য হওয়াই সম্ভব ; কারণ, ঠগী-দস্যু— হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন-- সকলেই ভবানী বা কালীর পূজা করিয়া থাকে— এবং হিন্দুদিগের অনুষ্ঠানের অনুরূপ কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিত। জনশ্রুতি অনুসারে এই সম্প্রদায় বহু প্রাচীন কালের, কিন্তু আকবরের রাজত্বকালের পুর্ব্বে ইহাদের অস্তিত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে অনেকগুলি ঠগী দস্যু ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর খ্রীষ্টীয় ১৮১০ অব্দ পর্য্যন্ত দুই একজন দেশীয় রাজা দুই একজন দস্যুকে কচিৎ ধরিয়া শাস্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তৎপুর্ব্বে ইহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলেন না। ঐ বৎসর কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ী যাইবার সময় ও বাড়ী হইতে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে অনেক সৈন্যের সংবাদ না পাওয়ায় প্রধান সেনাপতির (Commander-in-Chief) মনে বড়ই সন্দেহ হয়। তিনি ঠগী দস্যুগণের বিরুদ্ধে সতর্ক হইয়া থাকিবার জন্য সৈন্যদলে এক হুকুমনামা প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় ১৮১২ অব্দে ঠগীদিগের হস্তে লেপ্টেনাণ্ট মন্‌শেল (Lieut. Monsell) নিহত হয়েন। হত্যাকারীরা যে সমস্ত গ্রামে বাস করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, অনুসন্ধানের জন্য মিঃ হ্যালহেড্ একদল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া সেই সমস্ত গ্রামে গমন করেন। কিন্তু তিনি দস্যুদিগের কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, বহুসংখ্যক ঠগী দস্যু সিন্দৌসী পরগনার অন্তর্ভুক্ত পল্লীসমূহে বাস করে— এবং আত্মরক্ষার জন্য বংশানুক্রমে সিন্ধিয়ার রাজসরকারে নিয়মিত-ভাবে কর দিয়া থাকে। হিসাব করিয়া নির্ণয় করা গেল যে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত গ্রামে নয়শতেরও অধিক দস্যু বসতি করে। মিঃ হ্যালহেডের সৈন্যদলকে বাধা প্রদান

করার ফলে দস্যুগণ ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইল এবং এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় ১৮১৬ অব্দের পূর্ব্বে বন্দীদিগকে দলন করিবার জন্য কোনওরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা হয় নাই— ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়; কারণ বন্দীদিগের বৃত্তান্ত তৎপূর্ব্বে সকলেই জানিত। মান্দ্রাজের একখানি সাহিত্য পত্রিকায় ডাক্তার সারবুডের লিখিত এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে দক্ষিণ ভারতবর্ষের ঠগীদিগের যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও আচরণ বর্ণিত হয়, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, ডাক্তার সারবুডের লিখিত এই প্রবন্ধের বর্ণিত বিষয় যে সত্য, উপন্যাস নহে, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। যাহা হউক, এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৮৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশেই, বিশেষতঃ বুন্দেলখণ্ড ও পশ্চিম মালবপ্রদেশে, মেজর ব্রথ্‌উইক্‌, কাপ্তেন ওয়ার্ডলো ও কাপ্তেন হেন্‌লি কর্ত্তৃক অনেক দস্যুদল ধৃত হয়। অনেকেই বিচারে পথিকগণের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়— কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা দেশমধ্যে বিশেষ রকমের কিছু আন্দোলন বা উত্তেজনা হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এই দস্যুদিগের যে নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্প্রদায় আছে, অনেকের মনে এরূপ সন্দেহই হয় নাই। যাঁহারা অন্যের নিকট এই প্রকারের কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই, কাজেই সমগ্র দলকে দলন করিবার জন্য কোনওরূপ আয়োজন বা বিপুল উদ্যম হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩০ অব্দ ও তৎপূর্ব্বের কয়েক বৎসর ঠগীদিগের অত্যাচারের বড়ই ভয়ঙ্কর রকমের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। কাজেই ইংরাজ গবর্নমেণ্ট এ প্রকারের দেশব্যাপী অত্যাচার দমন করিবার ব্যবস্থা না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। মিঃ স্টক্‌ওয়েল, স্মিথ, উইলকিন্‌সন্‌, ব্রথ্‌উইক্‌ প্রমুখ রাজকর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইল। যে সমস্ত ঠগী দস্যু ধরা পড়িয়াছিল— তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বলা হইল যে, যদি তোমরা তোমাদের অপরাধ স্বীকার কর ও তোমাদের অন্যান্য সহচরগণকে ধরাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিল। যে সমস্ত দস্যু গবর্নমেণ্টের এই প্রস্তাবে সম্মত হইল, তাহাদের মধ্যে ফিরিঙ্গিয়া একজন প্রধান। এই ফিরিঙ্গিয়া দস্যুদলেও খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

কর্নেল স্লিম্যান, নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের রাজনীতিক প্রতিনিধি (Political Agent) ছিলেন। তিনি আশাও করেন নাই যে, এই সমস্ত দস্যু নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া সহচরগণকে ধরাইয়া দিতে সহায়তা করিবে। যাহা হউক, দস্যু ফিরিঙ্গিয়া তাঁহার সমক্ষে সকল কথা স্বীকার করিল। সে সমস্ত

কথা এত ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যে, কর্নেল সাহেব প্রথমতঃ তৎসমুদয়ে পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি এই সময়ে একটি বৃক্ষকুঞ্জে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলেন। অপরাধস্বীকারকারী দস্যুর (approver) কথামত ঐ স্থান খনন করিয়া তেরটি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইল। দস্যু বলিল যে, নিকটবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ খনন করিলে আরও অনেক কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। দস্যুর উক্তির এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার পর, তাহার কথায় আর অবিশ্বাস রহিল না। ফলে এই দস্যুর কথামত কার্য্য করা হইল এবং দস্যুগণ লুণ্ঠন কার্য্যে বাহির হইবার জন্য যে সময়ে রাজপুতনায় সমবেত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হইল।

এই সময় হইতে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ঠগীদলন কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রত্যেক দল হইতেই দুই একজন করিয়া 'বিভীষণ' সংগৃহীত হইল। তাহারা অভয়লাভ করিয়া আত্মদোষ অকপটে স্বীকার করিয়া ঘরের সন্ধান পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে প্রদান করিল। এই সন্ধানদাতাগণ মৃত দেহ প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিল, খনন করায় সেই সেই স্থান হইতেই অসংখ্য নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িল।

এইরূপে দেখা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ঠগীগণ অকুতোভয়ে দস্যুতা করিতেছে। প্রথমতঃ মধ্যপ্রদেশসমূহেই ইহাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল— কিন্তু যেমন দূর দূর স্থান হইতে 'বিভীষণের' আমদানী হইতে লাগিল, অমনি বুঝিতে পারা গেল যে, ঠগীদের ব্যবসায় প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে পরন্তু উহা ভারতব্যাপী— হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, কচ্ছদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত, এমন প্রদেশ নাই যথায় ঠগীগণের কর্ত্তৃক নিহত শত শত নিরীহ পথিকের কঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকিয়া দেশব্যাপী অরাজকতার নির্ব্বাক নিদর্শনরূপে বিরাজ না করিতেছে!

এই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৮৩১-৩২ অব্দে এই ঘটনা লইয়া ভারতবর্ষে যে উত্তেজনা ও বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কিছুতেই স্বীকার করিলেন না যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অথচ তাঁহাদের এত নিকটে এতদিন ধরিয়া এ প্রকার নীরব লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড অভিনীত হইয়াছে। কর্নেল স্লিম্যানের বিস্ময়োদ্দীপক ও সুদক্ষ গ্রন্থের ভূমিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ পাঠ করিলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

'খ্রীষ্টীয় ১৮২২, ১৮২৩ ও ১৮২৪ অব্দে নর্ম্মদানদীর উপত্যকার অন্তর্ভূত নরসিংহপুর জেলার শাসন-ভার আমার হস্তে ছিল। আমার এলাকার মধ্যে কোথায়ও অতি সামান্য রকমের চুরি অথবা ডাকাতি হইলে আমার নিকট তাহার সংবাদ আসিত। জেলার মধ্যে এমন কোন ছোট বড় চোর বা ডাকাত ছিল না, যাহার

স্বভাবচরিত্র ও গতিবিধির সমস্ত সংবাদ আমি না রাখিতাম। আমার কাছারি হইতে দশরশিরও কম দূরে কুণ্ডিলি নামক একখানি গ্রাম ছিল। যদি কেহ আমাকে আসিয়া বলিত যে, এই কুণ্ডিলি গ্রামে একদল নরঘাতক বাস করে, অথবা আমার কাছারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী সগর ও ভূপালের মধ্যবর্ত্তী রাজপথের পার্শ্বস্থ মণ্ডীশ্বর গ্রামের বিশাল বৃক্ষকুঞ্জে সহস্র সহস্র লোক নিহত হয়, অথবা হিন্দুস্থান বা দক্ষিণাপথ হইতে বড় বড় দস্যুদল আসিয়া প্রত্যেক বৎসর কয়েক দিন করিয়া এই কুঞ্জে অবস্থিতি করে এবং নিকটবর্ত্তী রাজপথসমূহে নিরীহ পথিকগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, আবার দুইজন ধনাঢ্য জমিদার এই সমস্ত দস্যুদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহারা সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করিত এবং এই জমিদারদ্বয়ের পূর্ব্বপুরুষেরাই দস্যুদিগের ব্যবহারের জন্য এই বৃক্ষকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। এই প্রকারের কথা যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। মুণ্ডীশ্বরের কুঞ্জমধ্যে শত শত পথিকের মৃতদেহ প্রোথিত রহিয়াছে। আমি যে সময়ে নরসিংহপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, সেই সময়েই কুণ্ডিলিগ্রামে বাস করিয়া একদল নরঘাতক দস্যু জুনা ও হায়দরাবাদ নগর পর্য্যন্ত রাজপথসমূহে রাহাজানি করিত।

স্লিম্যান সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই বন্দীগণ কতদূর সাহসিকতার সহিত রাজকর্ম্মচারিগণের চক্ষের সমক্ষে থাকিয়া আপনাদিগের অরাজকতাকর দস্যুব্যবসায় পরিচালনা করিত। ইহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। হিঙ্গলীর সৈন্যাবাসে (Cantonment) ঐ জেলার ঠগী সর্দ্দার হরি সিংহ বাস করিত। ঐ হরি সিংহ তথায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, কাজেই তাহার সহিত অনেক ভদ্রলোকের কারবার ছিল। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মেডোস্ টেলর সাহেবের সহিত ঐ ব্যক্তির বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল। কাপ্তেন রেনল্ডস্ যখন ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন, তখন একদিন হরিসিংহ বোম্বাই হইতে কতকগুলি কাপড় আনাইবার অনুমতি-পত্র আবেদন করিয়া প্রাপ্ত হইল। ঐ সময়ে অন্য স্থানের অধিবাসী একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী কতকগুলি বস্ত্র লইয়া আসিতেছিল। হরি সিংহ তাহার অনুচরগণের নিকট এই সংবাদ পাইয়াছিল। অনুমতি-পত্র লইয়া হরি সিংহ চলিয়া গেল এবং সেই বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে তাহার অনুচর ও বাহকগণের সহিত পথিমধ্যে হত্যা করিয়া তাহার বস্ত্রগুলি লুণ্ঠন করত হিঙ্গোলীতে লইয়া আসিল এবং প্রকাশ্যভাবে সৈন্যাবাসে তাহা বিক্রয় করিল। সে পরিশেষে গ্রেপ্তার হওয়ায় এ কথা যদি স্বীকার না করিত, তাহা হইলে তাহার এই গুপ্ত কথা কেহই জানিতে পারিত না। এই হরি সিংহ ও তাহার দস্যুদল সৈন্যাবাসের বাজারের মধ্যেই অনেক নরহত্যা করিয়াছে এবং

প্রহরীগণের অবস্থিতি স্থানের অতি সন্নিকটে নির্ব্বিবাদে তাহাদের দেহ মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়াছে। এই সমস্ত কবর যখন খনন করা হয়, তখন মেডোস্ টেলর তথায় উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত দস্যু ধৃত হইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা একটির পর আর একটি কবর দেখাইয়া দিতে লাগিল। প্রত্যেক কবরের মধ্যে অনেকগুলি করিয়া নরকঙ্কাল বাহির হইতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! পরিশেষে দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া আর বেশী কবর খনন করাইল না। সৈন্যাবাস হইতে যে সদর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার পার্শ্বেই একটি নদীর খাল ; সেই খালের মধ্যে এই সমস্ত মৃতদেহ প্রোথিত হইত।

ঠগীদিগের ভয়ঙ্কর কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ভারত-সরকারের মনোযোগ সহজেই এদিকে আকর্ষণ করিলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক ও তাঁহার সদস্য সভা বিশেষ আগ্রহের সহিত ঠগীদলন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।' যে সমস্ত জেলায় ঠগীর দৌরাত্ম্য হইত, সেই সমস্ত জেলায় সুদক্ষ কর্ম্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত করা হইল। স্বাধীন রাজন্য-মণ্ডলীর সহিত এই মর্ম্মে ব্যবস্থা করা হইল যে, তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে যে সমস্ত লোক ঠগীদলের অন্তর্ভূ্ত হইবে, তাঁহারা তাহাদের উপর কোনওরূপ দাবী দাওয়া রাখিবেন না। অনেক জমিদার ও গ্রামের প্রধান লোক ঠগীদিগের সহায়তা করিয়া ইংরাজরাজের চেষ্টা বিফলীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে ঠগীদলন-সংকল্প বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত সফলতা লাভ করিল। পুলিশ ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও আর কোথাও যাইতে দিত না। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনকারী দস্যুগণ ঘুরিতে লাগল।

ঠগীদলন বিভাগের বড় সাহেব যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ; ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ এই সাত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ঠগী গবর্নমেণ্টের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ইহাতে পরিদৃষ্ট হইবে।

পিনাং প্রভৃতি স্থানে দ্বীপান্তরিত	..	১০৫৯
ফাঁসি	...	৪১২
যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত	...	৮৭
জামিন অভাবে কারারুদ্ধ	...	২১
ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য কারারুদ্ধ	...	৬৯
বিচারে খালাস	...	৩২
জেল হইতে পলাতক,	...	১১
জেলে মৃত্যু	...	৩৬
		১৭২৭

সরকারী পক্ষাবলম্বনকারী	...	৪৮৩
অভিযুক্ত হইয়াও অদণ্ডিত	...	১২০
এখনও বিচার হয় নাই কারাগারে আছে	...	৯৩৬
		৩২৬৬

কাপ্তেন হরল্‌ড্‌স্‌ বলেন যে, ইহা ছাড়া আরও ১৮০০ জন দুরন্ত দস্যুর নাম রহিয়াছে ; কিন্তু এখনও তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় নাই। ইহা ছাডা আরও কত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঠগীদিগের অত্যাচারে কত ধন রত্নই না লুণ্ঠীত হইত, কত লোকই না নিহত হইত! এই ঘাতকগণের হস্তে বৎসর বৎসর কত সহস্র সহস্র নিরীহ পথিকই না অকালে শমন সদনে গমন করিয়াছে! ভাবিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ও পিণ্ডারী যুদ্ধের গোলযোগের সময় ঠগীদিগের ব্যবসায় বড়ই নির্ব্বিঘ্নে চলিত। খ্রীষ্টীয় ১৮৩১ অব্দের পুর্ব্বে তাহাদের সম্পূর্ণরূপ দমনের জন্য কখনই কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। যখন ঠগীদিগের অত্যাচারকাহিনী প্রকাশিত ও দেশমধ্যে প্রচারিত হইল, তখন সরকারী কর্ম্মচারিগণ দেশীয় লোকদের নিকট হইতে প্রত্যহ হাজার হাজার দরখাস্ত পাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত দরখাস্তে তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহাদের অমুক আত্মীয় বা অমুক বন্ধু কিছুদিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন ; ঠগীরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে, সরকার বাহাদুর যদি তাহার মৃতদেহের সন্ধান বলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহের যথাধর্ম্ম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়াও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। দস্যুদিগের অত্যাচারে দেশবাসিগণ কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে দস্যুতার যে সমস্ত প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে— তদ্ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও দস্যুতা করা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। গঙ্গাবক্ষে জলদস্যুগণের ব্যাপার ইহার উদাহরণ। পিতামাতাকে হত্যা করিয়া তাহাদের পুত্রগণকে ক্রীতদাসরূপে এবং কন্যাগণকে নৃত্য-ব্যবসায়ী গণিকাগণের নিকট বিক্রয় করা, আর এক প্রকারের জঘন্য অপরাধ ; ইহাও ভারতবর্ষে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।

এই ভূমিকা ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। সেই সময়ে ঠগীদলনের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে— ইংরাজ-শাসিত প্রদেশে— সর্ব্বসমেত আঠার জন কর্ম্মচারি ছিলেন। বিলাতের অধিবাসিগণ যাহাতে ঠগীদিগের ভীষণ ব্যবসায়ের বিবরণ অবগত হইয়া ঠগীদলনের জন্য আরও উদ্‌যোগী হয়েন, সেই জন্যই এই গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

আমির আলির কথারম্ভ

সাহেব, তুমি আমার জীবনের ইতিহাস শুনিতে চাহিয়াছ ; তুমি আমাদের দেশে অনেক দিন রহিয়াছ, আমাদের দেশের আচার পদ্ধতি সমস্তই তোমার জানা আছে, তুমি আমার জীবনের ইতিহাস বেশ বুঝিতে পারিবে। তুমি নাকি আমার জীবনের এই ইতিহাস তোমার দেশের লোকের নিকট বর্ণনা করিতে চাও। সে ভাল কথা, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। আজ আমি ইংরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আজ আমি ইংরাজের চাকর, কিন্তু এই বদ্ধ অবস্থার মধ্যেও যখন সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে— সেই অতীত সাহসিকতাপূর্ণ বীরোচিত কার্য্যাবলীর বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন হৃদয় গৌরবে ও উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বন্ধন ছেদন করিয়া চলিয়া যাই, সেই উদার আকাশের নিম্নে উন্মুক্ত প্রান্তরের বক্ষে স্বাধীন ও অবাধ গতিতে সেই নির্ভীক সঙ্গীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আবার মনের আনন্দে দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া বেড়াই।

কিন্তু হায়, সে দিন চলিয়া গিয়াছে! সাহেব! মানুষমাত্রেই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। জীবন সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তোমাদের আইনে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, জীবনভিক্ষা পাইবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, এবং স্বদলভুক্ত প্রাচীন সহচরগণকে ধরাইয়া দিতেছি। সাহেব! তুমি জান, আমি কি প্রকার অধ্যবসায়ের সহিত আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। আমার দলের সেই সমস্ত নির্ভীক লোক আজ কোথায়? দৈবক্রমে সময়ে সময়ে যাহাদের সহিত একযোগে দস্যুতা করিয়াছি, তাহারাই বা আজ কোথায়? তাহাদের মধ্যে বোধ হয় আজ কেহই স্বাধীন নাই— আইনের বিচারে অনেকেই দণ্ডিত হইয়াছে। যাহারা এখনও ধৃত হয় নাই, তাহারা আজ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ভগ্নপ্রাণে ইতস্ততঃ লুকাইয়া বেড়াইতেছে, তোমাদের চর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। আর কয়দিনই বা তাহারা এভাবে থাকিবে? তোমরা যে প্রকারে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছ, তাহাতে শীঘ্রই তাহারা ধরা পড়িবে।

তাহারা ধরা পড়িবে বটে, কিন্তু এই ঠগীদল কিছুতেই নির্ম্মূল হইবে না। এই ঠগীবৃত্তির প্রভাব কত? ইহার প্রভাবে মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে, এই ঠগীদল কিছুতেই নির্ম্মূল হইবে না, ইহা নির্ম্মূল হইতে পারে না। দেখ সাহেব, শত শত, সহস্র সহস্র দস্যু তোমাদের হস্তে শাস্তি পাইতেছে, কিন্তু কয়েদির সংখ্যা কি

কমিতেছে? না, সংখ্যা কমে নাই, বরং দিন দিন ইহা বাড়িতেছে। ফাঁসির দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া তোমাদের কৃপায় যে সমস্ত দস্যু যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেই তোমাদের প্রত্যহ নূতন নূতন দস্যুর নাম ও সন্ধান বলিয়া দিতেছে। সে কত নাম। এ সমস্ত দস্যুর নাম ধাম আমিও জানিতাম না। যে সমস্ত প্রদেশে ঠগী আছে বলিয়া কেহই কখন সন্দেহ করে নাই, সেই সমস্ত প্রদেশেও ঠগীদলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এখনও সমস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই বলিতেছি, ঠগীদল নির্ম্মূল হইবে না, ইহা নির্ম্মূল হইতে পারে না।"

আমি* বলিলাম, "আমির আলি তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা খুবই সত্য। তোমাদের ব্যবসায় পূর্ব্বের মত এখন পর্য্যন্ত খুব জোরেই চলিতেছে; কিন্তু ইহা আর অধিক দিন চলিবে না। দেখিতেছ না, তোমাদের দলের লোকদের পুলিশ বন্য পশুর মত এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে; আর ধরিতে পারিলে, হয় ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দিতেছে, নয় কালাপানিতে নির্ব্বাসিত করিতেছে। এ প্রকারে তোমাদের দলের লোক আর কতদিন কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে। ইংরাজ রাজ একপ্রাণে ঠগী-দমন কার্য্যে লাগিয়াছেন। ভারতবর্ষে এমন এক সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও থাকিবে না, যথায় ঠগীরা দস্যুবৃত্তি করিতে পারিবে, ইহা স্থির জানিও।"

আমির আলি কহিল "সাহেব, তুমি ভুল বুঝিতেছ। ঠগীবৃত্তির দ্বারা মানুষের প্রাণে যে উৎকট উত্তেজনার উদ্ভব হয়, তাহা তুমি জান না, সেই জন্যই এমন কথা বলিতেছ। আমি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, একজনও ঠগী জীবিত থাকিলে সে আবার নূতন সঙ্গী জুটাইয়া দল সংগঠন করিবে। সাহেব, এখন তুমি বিশ্বাস করিতেছ না। আচ্ছা আমার জীবনের ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ কর। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে আমার কথা সত্য কিনা।"

সাহেব, তোমরা ইংরাজ। আচ্ছা ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমরা শিকার করিতে কত ভালবাস। শিকার করিতে করিতে তোমাদের মনে কেমন একটা উত্তেজনা জন্মায় বল দেখি? এই উত্তেজনায় তোমরা কেমন আত্মহারা হইয়া পড়? দিন চলিয়া গেল, মাস চলিয়া গেল, খেয়াল নাই। একটা বাঘ, অথবা মহিষ, অথবা শূকর অথবা হরিণের জীবন বিনাশ করিবে বলিয়া তোমাদের মনে এত আনন্দের উদয় হয়, তোমাদের সমস্ত শক্তি ঐ উদ্দেশ্য সাধনের কেন্দ্রীভূত হয়, এমন কি এজন্য তোমরা জীবন পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন কর। আচ্ছা সাহেব বল দেখি, ঠগীদের শিকার-কৌতুক তোমাদের অপেক্ষা কত অধিক। মানুষ তাহার শিকারের লক্ষ্যস্থল বস্তু—ঠগী দস্যু মানব জাতির বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদিগের বিনাশের বস্তু।

* অর্থাৎ গ্রন্থকার মেডোস্ টেলর (Colonel Meadows Taylor C. S. I.)

আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক, কি ভয়ানক! তোমরা পিশাচ, তোমরা রাক্ষস। প্রত্যহ তোমাদের লোক সহস্র সহস্র নরহত্যা করিতেছে, তাহার সংবাদ আমরা পাইতেছি; মানুষ যে তোমাদের শিকারের বস্তু তাহা ঠিক, অন্ততঃ তোমার পক্ষে তাহা খুবই ঠিক ছিল! যাক্ তুমি এখন তোমার আত্মকাহিনী বলিয়া যাও।"

আমির আলি তখন বলিল, "বলিতেছি, আমি কোন কথাই লুকাইব না; তুমি কি আমার খুব ছেলেবেলাকার কথা— যাহা আমার মনে আছে,— সমস্তই শুনিতে চাও।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি তোমার জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া লইব ও বিলাতের লোকদের জানাইব। তোমার মত একজন সুবিখ্যাত লোকের আনুপূর্ব্বিক জীবন বৃত্তান্ত পাইলে, তাহারা বড়ই কৌতুহলের সহিত পাঠ করিবে।"

আমির আলি বলিল "তবে সাহেব, আরম্ভ করিতেছি। খুব শৈশবের কথা এই পর্য্যন্ত মনে পড়ে যে, হোল্‌কারের রাজ্যে একটি গ্রামে আমি বাস করিতাম; খুব সম্ভবতঃ এই গ্রামই আমার জন্মভূমি। আমার পিতামাতার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। এখন অনুমান হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই খুব সম্ভ্রান্ত ছিলেন, কারণ আমি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার গায়ে দিতাম ও দাস দাসীরা আমার সেবা করিত। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, একটি উন্নতদেহা, গৌরাঙ্গী স্ত্রীলোককে আমি মা বলিতাম; একটি বৃদ্ধা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, সে আমার লালন পালন করিত। আর একটি অল্পবয়স্কা, আমার অপেক্ষা ছোট, আমার একটি ভগিনী ছিল। এই ভগিনীটিকে আমি প্রাণের অধিক স্নেহ করিতাম। ইহা ব্যতীত বিশেষ কথা বড় কিছু মনে নাই। তাহার পরের একটি ঘটনা মনে পড়ে। সেই ঘটনাটি মনের মধ্যে এখন স্পষ্টভাবে আঁকা রহিয়াছে। সেই ঘটনাটি আমাকে আমার বর্ত্তমান জীবনের পথে লইয়া আসিয়াছে।

"হঠাৎ একদিন বাড়ীতে একটা খুব গোলযোগ উঠিল, সকলেই ব্যস্ত, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিষ পত্র বাঁধা হইতেছে; দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম বাড়ী ছাড়িয়া আমাদের অন্যত্র যাইতে হইবে। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল। পরদিন প্রভাতে আমরা বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমার মা ও আমি একখানি ডুলিতে চড়িলাম, বৃদ্ধ চম্পা আমার ছোট ঘোড়াটিতে উঠিল, আর আমার পিতা তাঁহার সুবৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন। আমাদের পাড়ার অনেকগুলি লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রহরী হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

"গ্রাম পরিত্যাগ করার পর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে, আমরা এক সহরের বাজারের মধ্যে একটি খালি দোকান ঘরে বিশ্রামের জন্য উপস্থিত হইলাম। সে দিন আমাদের সেইখানেই থাকিতে হইবে। পিতার সেখানে কিছু কাজ ছিল, তিনি আমাদের সেখানে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, মা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক,

তিনি বাহিরে আসিতে পারেন না। তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, যেন আমি বাহিরে না যাই। আমাকে নিষেধ করিয়া মা ভিতরের ঘরে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। চম্পা তখন খাবার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল, অনুচর প্রহরীরা কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি দেখিলাম, আমি এখন স্বাধীন, তাহার উপর মা বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কাজেই বাহিরে যাইবার লোভ আমি কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না। রাস্তায় কতকগুলি ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করিতেছিল; আমি বাড়ীর বাহিরে গিয়া তাহাদের দলে মিশিলাম ও তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলাম। আমরা খুব লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিতেছি, এমন সময়ে একজন মধ্যবয়স্ক লোক, দেখিতে বেশ সুন্দর, আমাদের কাছে আসিয়া আমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছি, এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমার সঙ্গে অন্যান্য যে সকল ছেলে খেলা করিতেছিল, তাহারা সকলেই গরীব, কেবল আমারই গায়ে ভাল কাপড় জামা ছিল এবং সোনারূপার গহনাও ছিল; সেই জন্যই বোধ হয় লোকটির দৃষ্টি আমার উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার পিতার নাম ইয়ুসুফ খাঁ— তিনি আমাকে ও আমার মাকে লইয়া ইন্দোরে যাইতেছেন।"

লোকটি বলিল, "ও, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, কল্য তোমাদের সহিত পথে দেখা হইয়াছিল। তোমার মা গরুর গাড়ী চড়িয়া আসিতেছিলেন নয়?"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলাম "কি রকম? আমার মা গরুর গাড়ী চড়িয়া আসিবে কেন? আমার মা পাল্কী চড়িয়া যায়, আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকি, পিতা এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়েন; আমাদের সঙ্গে চম্পা আছে, অনেক জোয়ান আছে; আমার পিতা একজন পাঠান। আপনি কি মনে করেন আমার মা একজন চাষার স্ত্রীর মত গরুর গাড়ী চড়িয়া যাইবে?"

লোকটি একটু আদর করিয়া বলিল "তাইত, তাইত। তুমি বড় ভাল ছেলে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক; আমার ভুল হইয়াছে; তা বেশ, বেশ। তুমিও খুব শীঘ্র একটা বড় ঘোড়ায় চড়িবে, আর আমার মত ঢাল, তলোয়ার লইবে, কি বল? তা যাহাই হউক, তুমি সন্দেশ খাইতে ভালবাস না? দেখ দেখ, হালুইয়ের দোকানে কেমন গরম গরম জিলিপি সাজান রহিয়াছে!— এস না, কিছু জিলিপি ক্রয় করা যাউক।"

হালুইয়ের দোকানে থরে থরে মিষ্টান্ন সাজান রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড়ই লোভ জন্মিল। একবার ভয়ে ভয়ে আমাদের বাসা ঘরের দিকে চাহিলাম ও লোকটির সঙ্গে হালুইয়ের দোকানে গেলাম।

লোকটি আমাকে এক ঠোঙ্গা মিষ্টান্ন কিনিয়া দিল ও বলিল, এইগুলি বাড়ী লইয়া গিয়া এখন খাইবে। আমার কোমরে একখানি রুমাল ছিল, মিষ্টান্নগুলি

তাহাতে বাঁধিয়া বাসার দিকে চলিলাম। যে সমস্ত বালক আমার সহিত খেলা করিতেছিল, তাহারা এতক্ষণ দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল— এবং আমার মিঠাইগুলি দেখিয়া তাহাদের মনে খুব লোভের সঞ্চার হইতেছিল। লোকটি আমাকে বিদায় করিয়া অন্যদিকে যেমন কিছুদূর গিয়াছে, অমনি তাহারা কাদা ও ঢিল লইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। একটি সাহসী বালক অগ্রসর হইয়া আমার হাত হইতে মিষ্টান্নগুলি ছিনাইয়া লইবার জন্য আমার সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়া দিল। আমি সাধ্যমত তাহাকে বাধা দিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্যান্য বালকেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পরিশেষে সকলে মিলিয়া জোর করিয়া আমার হাত হইতে মিষ্টান্নগুলি কাড়িয়া লইল। শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত নহে, একটি অধিক বয়স্ক বালক আমার গলার হারছড়াটি কাড়িয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। আমি নিরুপায় হইয়া সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। যে লোকটি আমাকে মিঠাই কিনিয়া দিয়াছিলেন, তিনি আমার চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তথায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বালকেরা কে কোথায় পলাইয়া গেল। তিনি তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া গেলেন। চম্পার সহিত তাঁহার দেখা হইল, তিনি চম্পার হাতে আমায় অর্পণ করিয়া বালকদিগের সহিত মারামারির কথা সমুদয় বলিলেন— এবং পুনরায় যাহাতে আমি একাকী বাসার বাহিরে যাইতে না পাই, সেজন্য বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

আমি তখনও কাতরভাবে কাঁদিতেছিলাম; মা নূতন লোকের গলার আওয়াজ শুনিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি মা'র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। আরও তাঁহাকে বলিলাম যে, যে লোকটি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই চম্পার সহিত কথা কহিতেছেন। মা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে ভদ্রলোকটিকে ডাকিলেন এবং তিনি যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, বালকের পিতা এখন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনি যদি আর এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে এখানে একবার আসেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইবে। আপনি তাঁহার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, এ কথা শুনিলে, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন এবং আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইবেন।

"সন্ধ্যার সময় আসিব" বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই পিতা ফিরিয়া আসিলেন, সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার করিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম, মা আমাকে শান্ত করিয়া হালুইয়ের দোকান হইতে মিঠাই আনাইয়া দিলেন। এই মিঠায়ের

জন্যই আমার এত লাঞ্ছনা। দেখ সাহেব, এই প্রকারের সামান্য সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়াই আমার অদৃষ্ট গঠিত হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই লোকটি আর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাসায় আসিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। তাহার পর অন্যান্য প্রকারের অনেক কথা হইল। সমস্ত আমার স্মরণ নাই। আমার এই পর্য্যন্ত বেশ মনে আছে যে, অন্যান্য কথার মধ্যে 'ঠগ' এই কথাটি আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের নিকট শুনিলাম। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতে আমি আরও এটুকু বুঝিলাম যে, আমরা যেখানে রহিয়াছি, এখান হইতে ইন্দোর যাইতে পথিমধ্যে অনেক 'ঠগ' আছে— এবং তাহারা আমার পিতাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিল।

তাহারা আরও বলিল যে, তাহারা ইন্দোরের রাজসৈন্য, বিশেষ কার্য্যের জন্য এই অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিল, এখন কার্য্য শেষ করিয়া ইন্দোরে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের দলে অনেক লোক আছে, আমরা যদি তাহাদের সহিত একত্রে যাত্রা করি, তাহা হইলে পথে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমার বন্ধু আমার সহিত বড়ই সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম; তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, কাল তিনি আমাকে তাঁহার ঘোড়ার পৃষ্ঠে নিজের অগ্রে বসাইয়া লইয়া যাইবেন। কাল ঘোড়ায় চড়িব ভাবিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল, লোকটির উপরও আমি বড় তুষ্ট হইলাম— লোকটির ব্যবহার বড়ই করুণ ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার সঙ্গে যে আর একটি লোক আসিয়াছিল তাহাকে আমার মোটেই ভাল লাগিল না— সে লোকটির আকৃতি বড়ই কদর্য্য। যাহা হউক, এই লোকটির সম্বন্ধে ক্রমশঃ আমাকে অনেক কথাই বলিতে হইবে।

পরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। গ্রামের বাহিরে একটি আম বাগান। আমাদের পরিচিত লোক দুইটি ও তাঁহাদের দলের অন্যান্য লোক সেই বাগানে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে সেই বাগানে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আমরা একত্রে গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই প্রকারে আমরা দুই দিন চলিলাম— আমার বন্ধু আমায় পূর্ব্বে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা যথাযথ পালন করিলেন, আমি তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার সম্মুখে প্রায়ই বসিতে পাইতাম। অনেক সময়ে আমি একাকী অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতাম, তিনি নিম্নে অবতরণ করিয়া অশ্বের লাগাম ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। অশ্বটি বড়ই শান্ত, আমি প্রাতঃকাল হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূর্য্যকিরণ অত্যন্ত প্রখর ও অসহনীয় হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতাম, বেলা বেশী হইলে মাতার ডুলির মধ্যে প্রবেশ করিতাম। তৃতীয় দিনে আমার পিতা ও আমার বন্ধু উভয়ে

নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পাশাপাশি যাইতেছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার বন্ধু পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ইয়ুসুফ খাঁ! আপনার সঙ্গের ঐ সমস্ত দরিদ্র প্রহরীদের ইন্দোর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি? ইহার পর আমরা যে বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইব, তথা হইতে এই লোকগুলিকে তাহাদের দেশে ফিরাইয়া পাঠাইলে ক্ষতি কি? আমার সঙ্গে অনেক লোক রহিয়াছে, আপনার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। আমি সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করি, আপনিও সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করেন; সুতরাং আমাদের মধ্যে অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই; আপনি ও আপনার পরিবার আমাদের সহায়তায় নির্ভর করিয়া এখন অনায়াসেই যাইতে পারেন। আর দেখুন, পথের যে অংশ বিপদ-সঙ্কুল, দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর উপদ্রুত, সে অংশ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখন যে দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে, সে দেশ বেশ উন্মুক্ত— বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত বড় একটা নাই। সুতরাং দস্যু তস্করের ভয়ও নাই।

পিতা উত্তর করিলেন "আপনি বেশ যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। লোকগুলি আমার সঙ্গে প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ পথ আসিয়াছে, এ সময় তাহাদের ছাড়িয়া দিলে তাহারা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে অনুগৃহীত হইবে।"

পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইলে আমার পিতা সঙ্গী প্রহরীদিগকে বিদায় দিলেন, তাহারা বিদায় প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইল। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, প্রহরীগণ বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে, আমি তাহাদের নিকট আসিলাম। আমার বাল্যকালের বন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গীদিগকে বলিবার জন্য তাহাদের কত কথাই না বলিয়াছিলাম! আমার গলায় ঝুলাইবার একটি প্রাচীন ছিদ্রযুক্ত মুদ্রা ছিল, তাহাদিগকে সেই মুদ্রাটি দিলাম ও বলিয়া দিলাম এই মুদ্রাটি তাহারা যেন আমার ভগিনীকে দেয় এবং তাহাকে এইটি অন্যান্য মাদুলি ও মুদ্রার সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে বলে— তাহা হইলে এই মুদ্রাটি দেখিয়া আমার কথা তাহার মধ্যে মধ্যে মনে পড়িবে। সাহেব, এই মুদ্রাটি আবার আমার হাতে আসিয়াছিল —কিন্তু ওঃ সে কি দারুণ ঘটনা!!!—"

এই পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া হঠাৎ আমীর আলির সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল— তাহার মাংশপেশীসমূহ আকুঞ্চিত হইতে লাগিল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া সে বলিল, "সাহেব, একটি ভৃত্যকে একটু জল আনিতে বল, অনেকক্ষণ কথা কহিয়া তৃষ্ণায় আমি কাতর হইয়া পরিয়াছি।"

আমি বলিলাম "না, না, ইহা তোমার তৃষ্ণা নহে; যাহা হউক, আমি তোমাকে জল আনাইয়া দিতেছি।"

জল আনীত হইল, কিন্তু সে তাহা পান করিতে পারিল না ;— আবার তাহার সমস্ত শরীর পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সে এতক্ষণ বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল ; ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল, তাহার হাতের কড়ি ও পায়ের বেড়ী ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডল ভয়ানক বিকৃত হইল। পরিশেষে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "সাহেব, ইহা দুর্ব্বলতা মাত্র। আমি ইহা সাম্‌লাইতে পারিলাম না। আমার ইতিহাসের বর্ণনার প্রারম্ভেই যে আমার চিত্ত এত বিচলিত হইয়া পড়িবে, তাহা আমি কখনই ভাবি নাই। অতীত ঘটনার স্মৃতিপুঞ্জ একটির পর আর একটি এতই দ্রুতবেগে আমার চিত্তমধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল যে, আমি একেবারে আত্মহারা ও বিচলিত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, এতক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি— তবে আবার বলি।

আমি বলিলাম "বল।"

আমির আলি আরম্ভ করিল "এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র আমাদের প্রহরীরা বিদায় প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ; এখন সন্ধ্যা। আমার বন্ধু আমাদের বাসা ঘরে আসিলেন এবং পিতাকে বলিলেন যে আর আমাদের দুইস্থানে বিশ্রাম করিতে হইবে এবং এই দুইটি বিশ্রাম স্থানের ব্যবধানও অধিক নহে। যদি বলেন, তাহা হইলে একটি সোজা পথ আছে, সে দিক দিয়াও যাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আর এক জায়গায় মাত্র বিশ্রাম করিতে হইবে। এই সোজা রাস্তায় ইন্দোর খুব কাছে। কিন্তু যদি এই সোজা রাস্তায় যাইতে হয় তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে রাত্রি থাকিতে যাত্রা করিতে হইবে। পাল্কীর বাহকগণও বোধ হয় রাত্রি থাকিতে যাত্রা করিতে আপত্তি করিবে না ; যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে তাহাদের বলিবেন যে, পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে একটি মেষ খাইতে দেওয়া যাইবে। এখান হইতে যে গ্রামে আমরা যাইব, সেই গ্রামের প্রধান আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহাকে চাহিলেই একটি মেষ দিবেন, সে জন্য মূল্যও লাগিবে না।

বিনামূল্যে মেষ লইবার কথায় পিতা যেন কিছু বিরক্ত হইলেন, তিনি বলিলেন সে কি কথা, বিনামূল্যে মেষ লইতে যাইব কেন ? আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে, যদি তাহারা তাড়াতাড়ি লইয়া যায়, তাহা হইলে শুধু একটি মেষ কেন, তাহাদের আমি সন্তুষ্ট করিয়া পারিতোষিক দিব।"

আমার বন্ধু বলিলেন "তা ঠিকই ত! তবে কি জানেন, আমরা সিপাহীর কার্য্য করি, পয়সা কড়ি আমাদের বড় একটা নাই। এই বাহু দুইটি আর অস্ত্র শস্ত্রই আমাদের সম্বল— এই জন্যই এরূপ প্রস্তাব করিতেছিলাম।"

পিতা উত্তর করিলেন "সত্য বটে! আমি আমার গ্রামে যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছি—এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই সঙ্গে আনিয়াছি। টাকা নিতান্ত কম নাই।"

টাকার কথা চিন্তা করিয়া গর্ব্বভরে পিতা যেন মনে মনে একটু হাস্ত করিলেন।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা! তোমার সঙ্গে এক হাজার টাকা আছে?" অবশ্য হাজার টাকার অধিক টাকা তখন আমার ধারণাতীত ছিল।

পিতা বলিলেন "কেন, তদপেক্ষা কি অধিক টাকা নাই।" এই প্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত হইল। আমার বেশ মনে আছে এই সময়ে আমার বন্ধু তাঁহার সঙ্গীর সহিত অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বিনিময় করিতেছিলেন।

অতঃপর স্থিরীকৃত হইল যে, অদ্য মধ্য রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইবে, সেই সময়ে আমরা যাত্রা করিব।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা জাগরিত হইলাম। সকলে ধূমপান করিয়া গন্তব্য পথে চলিল। আমি আমার মাতার সহিত ডুলিতে রহিলাম। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সেদিন বেশ পরিস্ফুট জ্যোৎস্না হয় নাই, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছিল, কাজেই আমরা অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। অনেক ক্রোশ অতিক্রম করার পর বাহকেরা পাল্কী নামাইয়া বলিল যে, এই অন্ধকারে কর্দ্দমাক্ত পথে তাহারা আর চলিতে পারিবে না, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই স্থানেই বিশ্রাম করিতে হইবে। পিতার সহিত তাহাদের ভয়ানক বাদানুবাদ হইতেছিল। আমার তখন একেবারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বৃষ্টিও তখন ছাড়িয়াছে। আমি বলিলাম, আমি আর ডুলির মধ্যে থাকিতে পারিব না, আমি আমার বন্ধুর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া যাইব। আমার বন্ধু অন্যান্য সময়ে যত সহজে আমাকে ঘোড়ায় চড়াইতেন, এখন আর তত সহজে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, বাহকেরা তিরস্কৃত হইয়া যখন অগ্রসর হইতে সম্মত হইল, তখন তিনি আমাকে তাঁহার সহিত অশ্বপৃষ্ঠে লইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আজ যেন অনেক সিপাহী নাই বলিয়া মনে হইতেছে। আমার কথায় পিতার চিত্তও এদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনিও বন্ধুকে সিপাহীগণের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু অমনোযোগিতার সহিত উত্তর করিলেন, তাহারা আগাইয়া গিয়াছে। আমরা এতক্ষণ বড়ই ধীরে ধীরে চলিতেছিলাম; যাহা হউক, আমরা শীঘ্রই তাহাদের সহিত মিলিত হইব।

আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পরিশেষে আমরা এক নদীর গভীর গহ্বরে উপস্থিত হইলাম। পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যশ্রেণী। এই স্থানে আমার বন্ধু অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আমাকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি জল পান করিতে যাইতেছেন। আরও বলিলেন যে, অশ্ব আমাকে স্বেচ্ছায় নিরাপদে অপরপারে লইয়া যাইবে। আমি সাধ্যমত অশ্বচালনা করিলাম। প্রায় নদী উত্তীর্ণ হইয়াছি, এমন সময়ে এক চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম— সঙ্গে সঙ্গে দারুণ গোলযোগ— যেন দাঙ্গা হইতেছে। বড় ভয় হইল— কোথা হইতে শব্দটা আসিতেছে দেখিবার জন্য

যেমন পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়াছি, অমনি ভার-কেন্দ্র স্থির রাখিতে না পারিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলাম। নীচে পাথর ছিল, সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলাম, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; এখনও কপালে সেই আঘাতের দাগ আছে।

কিছুক্ষণ ভূমিপৃষ্ঠে পড়িয়াছিলাম; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি যে, যে সমস্ত লোক আগাইয়া গিয়াছে শুনিয়াছিলাম, তাহারা সকলে আমাদের পাল্কী লুণ্ঠন করিতেছে। আমি যথাশক্তি সজোরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। উহাদের মধ্যে একব্যক্তি আমার চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমার নিকটে দৌড়াইয়া আসিল। আমি দেখিলাম, এ সেই আমার বন্ধুর পূর্ব্ব সমভিব্যহারী কদাকার লোকটি। সে উচ্চ কণ্ঠে বলিল— "এই যে তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।" এই বলিয়া সে আমার গলায় একখানি রুমাল জড়াইয়া দিল— আমার নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। এই সময়ে আর একটি লোক ত্বরিত-গতিতে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া চিনিলাম ইনি আমার সেই বন্ধু। তিনি আসিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে কদাকার লোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "উহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পাইবে না"— এই বলিয়া তিনি উহার হাতদু'খানি চাপিয়া ধরিলেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে দারুণ কলহ হইল। পরিশেষে দেখিলাম, উভয়েই কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিল। ইহার পর আমার আর কিছুই মনে নাই। আমার যে কিরূপ ভয় হইয়াছিল বুঝিতেই পারিতেছেন। আমি সংজ্ঞা হারাইতেছিলাম, পরিশেষে সম্ভবতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে যখন আমার সংজ্ঞা হইল। তখন চক্ষু খুলিয়াই দেখিলাম, আমার পিতার, মাতার, চম্পার ও বাহকদিগের মৃতদেহ বিশৃঙ্খলভাবে ভূমিপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা এখন আর স্মরণ নাই। অবশ্যই সে ভাব অতীব ভীষণ ও সর্ব্বথা অবর্ণনীয়। আমার কেবল এই মাত্র মনে আছে যে, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার বিবর্ণ মৃতদেহের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলাম ও পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। তাহার পর আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও আমি মানসনেত্রে মাতার সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখ, বিশেষতঃ সেই নিষ্প্রভ চক্ষুদুইটি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। সাহেব! সে কথা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। মাতার গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। তিনি, আমার পিতা ও আমাদের সহচরবৃন্দ এই প্রকারে নির্দ্দয়ভাবে অকালে কাল কবলে প্রেরিত হইলেন। বহুদিন পরে, একজন প্রাচীন ঠগের প্রমুখাৎ আমি এই হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্ব্বিক ও বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম, যথাস্থানে তাহা বলিব।

পুনরায় যখন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলাম তখন দেখিলাম, আমি আমার জীবন-

দাতা সেই বন্ধুর সম্মুখে রহিয়াছি। তিনি আমাকে ধরিয়া একরূপ বাহুতে বহন করিয়াই লইয়া চলিয়াছেন। বুঝিলাম, এখন আর আমরা রাজপথ ধরিয়া যাইতেছি না। ভীষণ দেশ, যতদুর দৃষ্টি যায় কেবল ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যাণী— ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে। চারিদিকেই জঙ্গল— আমরা এখন এই অরণ্যাণী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। আমার ঘাড়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল, আমার মাথা তুলিবার সামর্থ্য ছিল না। চক্ষু দুইটিও ভয়ঙ্কর ফুলিয়াছে ও অত্যন্ত জ্বালা করিতেছে। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র সমস্ত কথা স্মৃতিপথে আরোহণ করিল। সেই বীভৎস ও শোচনীয় ঘটনাপুঞ্জ স্মরণ হইবামাত্র আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম। এই বনপ্রদেশ অতিক্রম করিবার কালে কয়েকবারই আমার এই প্রকার চৈতন্যোদয় ও পুনরায় মূর্চ্ছা হয়। কিন্তু এই সংজ্ঞাপ্রাপ্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সেই চৈতন্যাবস্থায় কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, আমাদের অশ্ব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল। কারণ, যাহারা অশ্বের সহিত পদব্রজে আসিতেছিল, তাহারা একরূপ দৌড়িতেছিল বলিলেও হয়।

ক্রমশঃ রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্য উদিত হইলেন, দিবালোকে দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিল। আমরা থামিলাম। আমাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া গাছের তলায় একখানি কাপড় পাতিয়া তাহার উপর শোয়াইয়া রাখা হইল। সেই অবস্থায় আমার বন্ধু আমার নিকটে আসিলেন। শোকে ও দুঃখে আমি তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। আমার মনে হইল যে, আমার পিতামাতার হত্যা-ব্যাপারে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই লিপ্ত আছে। শিশুসুলভ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম এবং অনুনয় করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলাম, "আমাকেও মারিয়া ফেল, আমাকেও মারিয়া ফেল।"

তিনি মিষ্টভাষায় আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে শান্ত করিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি ততই উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, "আমাকেও মারিয়া ফেল, আমাকেও মারিয়া ফেল।"

তখন আমার যে কি যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা মুখের কথায় বলিতে পারি না; ঘাড়ে ও চোখে ভয়ানক বেদনা। আমি পরিশেষে নিরুপায় হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি করিতে লাগিলাম। আমার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সেই কদাকার লোকটি আবার আমাদের নিকটে আসিল। এই লোকটির নাম গনেশ। আমার বন্ধুর নাম ইস্‌মাইল।

গণেশ ভীষণ স্বরে ইস্‌মাইলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ ছোক্‌রা কি বলে? ইস্‌মাইল, তোমার কি আর পুরুষত্ব একেবারেই নাই? এখনও তুমি এই ছেলেটার গলায় ফাঁসি দিতে পারিতেছ না? দাও না, এখনই চুপ হইয়া যাইবে। তোমার বুঝি ভয় হইতেছে? দাও তবে আমি উহাকে শেষ করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া লোকটা আমার সমীপবর্ত্তী হইল। আমার তখন একেবারে হিতাহিত বিবেচনা ছিল না। আমি লোকটিকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি দিতে লাগিলাম এবং তাহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিলাম। সে তাহার কটিবন্ধ খুলিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিতে যাইতেছিল— কিন্তু ইস্‌মাইল তাহাকে বাধা দিল ও এ যাত্রাও আমার জীবন রক্ষা করিল। তাহাদের দুই জনের মধ্যে এই লইয়া আবার তুমুল কলহ হইল। পরিশেষে ইস্‌মাইল আমাকে তথা হইতে লইয়া আর একটি গাছের তলায় শোয়াইয়া রাখিল। এই স্থানে দলের অনেকগুলি লোক রন্ধন করিতেছিল, ইস্‌মাইল তাহাদের উপর আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া চলিয়া গেল।

লোকগুলি আমাকে কথা কহাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু আমি কিছুতেই কথা কহিলাম না। সে সময় কি কথা কহিতে পারা যায়? ঘাড়ের ও চোখের ব্যথা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল— আমি কাতরস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। কয়েক ঘণ্টা এইভাবে পড়িয়াছিলাম, তাহার পর একেবারে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। আমাকে দেখিয়া ইস্‌মাইল, আমার নিকট আসিল। এইবার সে আমাকে যে কত সান্ত্বনা করিল, কত আদর করিল, তাহা বলিতে পারি না। সে বলিল, "এখন হইতে তুমি আমার পুত্রস্থানীয় হইলে। আমি তোমার পিতা মাতার হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, ইহাতে আমার কোনই অপরাধ নাই, আমি কি করিব, অন্যলোকে ইহা করিয়াছে।" আমি যেন কথঞ্চিৎ শান্ত হইলাম ও তাহাকে বলিলাম, আমার ঘাড়ে বড় ব্যথা হইয়াছে, ইহার কিছু প্রতিকার এখনই প্রয়োজন। সে আমার ঘাড়ে হাত দিয়া খুব মনোযোগের সহিত দেখিল, ভয়ানক ফুলিয়াছে, ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যেন কিছু বিচলিত হইল; বোধ হয় ভাবিল, আমি এ যাত্রা খুব রক্ষা পাইয়াছি, আর একটু হইলেই মৃত্যু হইত।

তৈল দিয়া ঘাড় বেশ করিয়া মালিশ করিয়া দিল। তাহার পর কতকগুলি গাছের পাতার প্রলেপ দিলে আমি বড়ই সুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলাম, বেদনা উপশম হইল। সে আমার নিকটেই রহিল; আর কতকগুলি লোক আমার চারিদিকে বসিয়া গান করিতে লাগিল, খেলা করিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহারা আমাকে আমোদিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

সন্ধ্যাকালে খাইবার জন্য কিছু দুগ্ধ ও দুটি ভাত পাইলাম; নিদ্রা যাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইস্‌মাইল আমায় একটু সরবৎ দিয়া বলিয়া গেল যে, এই সরবৎ খাইলে বেশ সুনিদ্রা হইবে। বোধ হয়, এই সরবতের সঙ্গে আফিম্ ছিল; কারণ পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমার আর সংজ্ঞা ছিল না। প্রাতঃকালে যখন জাগ্রত

হইলাম, তখন দেখিলাম যে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে ইস্‌মাইলের বাহুযুগলের মধ্যে অবস্থিত। বুঝিলাম, আমরা আবার চলিয়াছি।

এই ভ্রমণ-সংক্রান্ত আর কোন কথাই আমার মনে নাই— কেবল এইমাত্র মনে আছে যে, গণেশ আমাদের সঙ্গে ছিল না। গণেশকে আমি বড়ই ঘৃণা করিতাম, লোকটাকে দেখিলেই আমার বড় রাগ হইত। সে আমাদের সঙ্গে না থাকায় আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। দেখ সাহেব, পরবর্ত্তী সময়ে আমি এই গণেশের সহিত এক সঙ্গে অনেক লুণ্ঠন ও দস্যুতা করিয়াছি, তবুও এই লোকটার উপর আমার এই বিজাতীয় ঘৃণা কখনও দূর হয় নাই।

এখন এই দলে ইস্‌মাইল ও আর সাতজন লোক ছিল। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আমরা এক গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রামে ইস্‌মাইলের বাড়ী— সে আমাকে তাহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিল। তাহার স্ত্রী পরমাসুন্দরী ও যুবতী। ইস্‌মাইল বলিল, এই ছেলেটি আমার এক কুটুম্বের ছেলে। অনেকদিন হইল ইহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। এতদিন নানা কারণে বাড়ী আনিতে পারি নাই, এইবার আনিলাম। মোট কথা, তাহারা উভয়ে আমাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিল, আমিও তাহাদের আদর ও যত্নের প্রভাবে নিজের দুঃখ ও সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমির আলির ভীষণ কৌতূহল

সে সময় আমার বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর। সাহেব, তুমি হয়ত আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছ যে, আমি পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের কথা এত আনুপূর্ব্বিক ভাবে কেমন করিয়া মনে রাখিয়াছি। কথাটা সত্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কারারুদ্ধ হইয়া দিল্লীর কারাগারে ছিলাম। সেই নির্জ্জন কারাগারে বাস করিবার সময় আমি আমার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি মনে পড়িলে তাহাদিগকে মনে মনে পর পর শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইতাম। এই প্রকারে একটির পর একটি ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল। মন বিষয়শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, কাজেই নির্জ্জন স্থানে অন্য কোন কার্য্য না থাকিলে মন অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহের

চিন্তা করে। এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে এমন হইয়া পড়ে যে, যে ঘটনা বহুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহাও স্পষ্টরূপে মনে হয়। আমার সহিত কারাগারে আর একজন প্রাচীন ঠগ ছিল। সে আমার নিকট সেই সময়ে তাহার গত জীবনের সমস্ত কথা বর্ণনা করে। তাহার এই ইতিহাস আমার স্মরণশক্তিকেও অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি, তাহার অনেক কথাই আমি সেই প্রাচীন ঠগের আত্মকথা হইতে প্রাপ্ত হই; কেবলমাত্র দুই একটি ঘটনা আমার মনে ছিল। গণেশের সহিত আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার বিশেষরূপেই মনে ছিল। অনেকদিন পরে গণেশ আমাকে সমস্ত কথাই বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "সে সময়ে আমার এমনি রাগ হইয়াছিল, যে ইস্‌মাইল যদি শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ না হইত, তাহা হইলে সে দিন তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইতে না।"

"সাহেব, তুমি কি আরও শুনিতে চাও? না এ কথা শুনিতে আর ভাল লাগিতেছে না? যদি শুনিতে চাও; তবে ব'ল— তাহার পর কি হইল বর্ণনা করি।

আমি বলিলাম, "বিলক্ষণ, তোমার ইতিহাস যত শুনিতেছি, ততই আগ্রহ বাড়িতেছে। বল, আমি শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।"

আমির আলি পুনরায় আরম্ভ করিল। ইস্‌মাইল ও তাহার স্ত্রী বড়ই যত্নে বড়ই আদরে আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ আমার মত একটি বালক ইস্‌মাইলের গৃহে আবির্ভূত হওয়ায় গ্রামবাসিগণ বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ইস্‌মাইলের মনে মনে বোধ হয় ভয় হইয়াছিল যে, আমি হয়ত একদিন তাহাদের দস্যুতার কথা ও আমার নিজের ইতিবৃত্ত গ্রামবাসিগণকে বলিয়া দিব। এই ভয়ে ইস্‌মাইল আমাকে কখনও তাহার অথবা তাহার স্ত্রীর দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দিত না। তাহার পর, আমি অতি অল্পদিনের মধ্যে অতীতের ঘটনাসমূহ ভুলিয়া গেলাম। সে সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দুই একটি মাত্র কথা মনে ছিল, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট ও অসম্বদ্ধ যে, সে সমস্ত কথা কোনও লোকের নিকট বর্ণনা করিলে, সে তাহার অর্থ মোটেই বুঝিতে পারিত না এবং কাজেই তৎসমুদয়কে বালকসুলভ কাল্পনিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিত।

ইস্‌মাইল নিজগ্রামে বস্ত্রের ব্যবসায় করিত। যে সময় সে বাড়ীতে থাকিত, সে সময় প্রত্যহ বিবিধ প্রকারের বস্ত্রস্তূপ সম্মুখে লইয়া দোকানে বসিয়া থাকিত ও তৎসমুদয় বিক্রয় করিত; কিন্তু ইস্‌মাইলের চিত্ত যে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অসচ্ছন্দ ও চঞ্চল থাকিত, তাহা আমিও বেশ বুঝিতে পারিতাম। মাঝে মাঝে প্রায়ই সে অনেকদিন ধরিয়া বাড়ীতে থাকিত না। সে যে কোথায় গিয়াছে, তাহা বাড়ীর লোক কেহই জানিত না। এইরূপে কিছুদিন যাইলে অকস্মাৎ একদিন সে বস্ত্ররাশি

ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য সম্ভার লইয়া বাড়ী আসিল— এবং এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকান সাজাইয়া ফেলিল।

সে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিত এবং আমিও তাহাকে বিশেষরূপে ভালবাসিতাম। ইস্‌মাইল আমাকে যেরূপ ভালবাসিত, সেরূপ ভালবাসা আমি আমার পিতার নিকটও কখনও পাই নাই, কারণ আমার পিতা উদ্ধত ও ক্রোধন স্বভাবের লোক ছিলেন। আমার নূতন মা'ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার নিজের সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র অপত্য স্নেহটুকু আমারই প্রাপ্য হইল। একটি দিনের জন্যও তাঁহার উপর আমার কোনরূপ বিরক্তি জন্মায় নাই। তিনি সাধ্যমত আমায় স্নেহ ও যত্ন করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। আমি সর্ব্বদাই বেশ মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতাম এবং শৈশবকালে যত প্রকারে সোহাগ ও আদর পাইতে মানব ইচ্ছা করিতে পারে, আমার তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই।

আমার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একবার ইস্‌মাইল বিদেশে গিয়াছিল। এমন সময়ে আমার রক্ষয়িত্রী— তাঁহার স্ত্রী— জ্বররোগে শমনসদনে গমন করিলেন। ইস্‌মাইলের বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত জনৈক প্রতিবেশী আমাকে তাঁহার গৃহে রাখিলেন। বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া ইস্‌মাইল বড় শোকসন্তপ্ত হইল। তাহার সেই কাতরতা আমি জীবনে কখনই বিস্মৃত হইব না। সে শূন্য ভবনে প্রবেশ করিয়া কেবল হাহাকার করিতে লাগিল। আমি তখন নিতান্ত বালক, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া সান্ত্বনা করে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি নীরবে তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ইস্‌মাইল প্রত্যেক শুক্রবারে তাহার স্ত্রীর গোরস্থানে যাইত, ফুল দিয়া তাহা সযত্নে সাজাইত ও শোক-অশ্রু মোচন করিত।

হায় মেরিয়ম্‌! (ইস্‌মাইলের স্ত্রীর নাম মেরিয়ম্‌ ছিল) তোমার মৃত্যু হইয়া ভালই হইয়াছে। আজ যদি তুমি জীবিত থাকিতে, তাহা হইলে কি নিদারুণ মনস্তাপই না তোমায় দগ্ধ করিত! তাহা হইলে আজ তুমি বুঝিতে পারিতে, তোমার হৃদয়েশ্বর স্বামী, তোমার জীবিতসর্ব্বস্ব— যাহাকে তুমি দেবতাজ্ঞানে দিবানিশি পূজা করিতে, সে— একজন নরঘাতক দস্যু, পাষাণহৃদয় ঠগ। আজ তাহার অপরাধ রাজপুরুষগণের গোচরীভূত হইয়াছে, আজ সে রাজদ্বারে দণ্ডিত। মেরিয়ম্‌, তুমি ভাগ্যবতী! তাই সংসার হইতে অকালে প্রস্থান করিয়া এই মর্ম্মন্তুদ দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছ!

সাহেব! তাঁহার স্বামী যে কি, তাহা মেরিয়ম্‌ জানিতেন না। মেরিয়ম জানিতেন, তাঁহার স্বামী একজন ধনবান ব্যক্তি। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, তখনই তাহা পাইতেন, কোন অভাবই অপূর্ণ থাকিত না। ইস্‌মাইল এত সতর্কভাবে

নিজের ব্যবসায় চালাইত যে, মেরিয়মের যদি মৃত্যু নাও হইত, তাহা হইলেও তিনি কখনই জানিতে পারিতেন না যে, তাঁহার স্বামী একজন নরঘাতক ঠগ। যখন ইস্‌মাইল ধরা পড়িল, সে সময় অবশ্য মেরিয়ম্‌ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেন।

এই ঘটনার পর চার পাঁচ বৎসর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই— এবং আমারও বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য কথা মনে নাই। স্ত্রীবিয়োগের পর ইস্‌মাইল গ্রামের বাস পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়া রাজ্যের অন্তর্গত 'মার্ণে' নামক নগরে বাস করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। আমি এক বৃদ্ধ মৌলভীর অধ্যাপনার অধীনে এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলাম। তথায় আমি পারস্য ভাষা পড়িতে ও লিখিতে শিখিতাম।

আর একটু বয়স হইলে দেখিলাম, ইস্‌মাইল প্রায়ই মাঝে মাঝে রাত্রিকালে কতকগুলি লোককে বাড়ীতে লইয়া আসিত। এই লোকগুলি কে এবং কি জন্যই বা সমবেত হয়, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে স্বভাবতঃই বড় কৌতূহলের উদয় হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে আমার মনে হইল, আজ তাহারা নিশ্চয়ই আসিবে। আমার কৌতূহল অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। আমি এক কৌশল অবলম্বন করিলাম। আমি ছল করিয়া শুইয়া পড়িলাম ও ঘুমাইতে লাগিলাম। তাহারা সকলে আসিলে আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে উঠিলাম ; তাহারা যে ঘরে বসিয়াছিল, সেই ঘরের শেষ সীমায় একখানি পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল, আমি সেই পর্দ্দার অন্তরালে আসিয়া ধীরে ধীরে গোপনে বসিলাম।

তাহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ছিল, তাহারা তৎসমুদয় আহার করিয়া এক জায়গায় জড়সড় হইয়া বসিল এবং পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তাহারা এক নূতন ভাষায় কথা কহিতেছিল, আমি সব বুঝিতে পারিলাম না, মাঝে মাঝে কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম মাত্র। তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা বুঝিতে না পারায় আমি বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আমি হিন্দি জানিতাম, সহরের বালকগণের সহিত মিশিয়া সাধারণের ব্যবহৃত ভাষাও বেশ বুঝিতে পারিতাম। অল্পক্ষণ পরে ইস্‌মাইল, আমি যে স্থানে ছিলাম তাহার অতীব নিকটবর্ত্তী এক প্রকোষ্ঠাভ্যান্তরে প্রবেশ করিল। আমার বড় ভয় হইল, পাছে ধরা পড়ি। তথা হইতে সে একটা বাক্‌স লইল। সেই সমস্ত লোকের মধ্যস্থলে বাক্‌সটি উন্মুক্ত হইল। আমি অবশ্য জানিতাম যে, ইস্‌মাইল একজন বেশ ধনী লোক ; কিন্তু এই বাক্‌স হইতে যে অর্থ বাহির করিল, ইস্‌মাইলের যে তত অর্থ আছে, ইহা আমি কখনই মনে করি নাই। এই বাক্‌সের মধ্যে হইতে নানা প্রকারের স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও ছড়া ছড়া মুক্তার মালা বাহির হইল। আরও কত মূল্যবান রত্নপ্রস্তরাদি বাহির করিল। আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। সমস্ত ধন সমান সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ইস্‌মাইল নিজের জন্য এক ভাগ রাখিল, অবশিষ্ট অংশগুলি প্রত্যেককে এক এক ভাগ করিয়া দিল।

তাহার পর তাহারা হিন্দী ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিল। আমি হিন্দী ভাষা বুঝিতাম, কাজেই আমি কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। ইহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ছিল, তাহার শ্মশ্রুরাশি বেশ বিলম্বিত। সে ইস্‌মাইলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ইস্‌মাইল, তুমি আমিরের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছ ? সে প্রায় যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে যদি আমাদেরই দলে লইতে হয়, তাহা হইলে আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, এখন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। সে এই বাড়ীতে থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সে কোন কিছুর সন্ধান পাইয়া তোমার অজ্ঞাতসারে এখান হইতে প্রস্থান করিতে পারে।"

ইস্‌মাইল কহিল, "না, না, তাহার নিকট হইতে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। সে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমাছাড়া সংসারে তাহার কেহ অভিভাবকও নাই। সে কাহার পুত্র জান ?" ইহার পর ইস্‌মাইল পূর্ব্ব কথিত সেই ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। আমি তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

এই দলের মধ্যে আর একজন লোক ছিল, তাহার নাম হুসেন। তাহাকে আমি বেশ ভাল করিয়া চিনিতাম। সে ইস্‌মাইলের হইয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় করিত। হুসেন কহিল, "ইহাতে কি আসে যায় ? ছেলেটি খুব চতুর ও কর্ম্মপটু— তুমি তাহাকে যত অবোধ ও সরল বলিয়া মনে কর, প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাহা নহে, কাজেই সে তোমার ঘরে ইচ্ছামত সর্ব্বত্র অবাধে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। তাহাকে যদি এখন হইতে আমাদের দলভুক্ত না কর, তাহা হইলে সে শীঘ্রই একদিন সমস্ত ব্যাপার জানিয়া ফেলিবে। তদ্ব্যতীত তাহার যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দলে থাকিলে অনেক বিষয়েই সে আমাদের সহায়তা করিতে পারিবে। তাহাকে যদি আমাদের ব্যবসায় শিখাইতেই হয়, তবে এখন হইতে শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। এ কথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সে যত অল্প বয়সে 'গুড়' খাইবে, ততই ইহার স্বাদ উহার নিকটে প্রীতিকর অনুভূত হইবে। আমি একটি ছেলেকে নিজে মানুষ করিয়াছিলাম। একবার যেমন সে কাজে হাত দিল, অমনি সে একেবারে বাঘ হইয়া পড়িল। সে এত নিপুণ হইয়া উঠিল যে, আমাদের মত প্রবীণেরা তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতাম।"

ইস্‌মাইল কহিল, "ঠিক, তুমি যাহা বলিতেছ, আমার মনে হয়, তাহা সর্ব্বথা সত্য। আমি খুব জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এই বালক ভবিষ্যতে খুব বড় বড় কার্য্য করিবে। তাহার যে বয়স, তদপেক্ষা তাহার সাহস ও দৈহিক দৃঢ়তা অনেক গুণে অধিক। কসরতে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে এমন লোক খুব কমই আছে; আমি তাহাকে অতি শৈশব হইতে এই সমস্ত কসরত শিখাইয়াছি; কিন্তু তাহার প্রকৃতি বড়ই ধীর, বড়ই করুণ; কথাটা তাহার সম্মুখে কি প্রকারে উত্থাপন

করিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সময়ে সময়ে ভয় হয়, পাছে সে সম্মত না হয়।"

আর একটি লোক— তাহাকে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই— বলিল, "হায়রে কপাল! এই সব করুণ-হৃদয় বালকই আমাদের দলে আসিয়া খুব কার্য্য-নিপুনতা লাভ করে। তাহাদের চালনা করা, তাহাদের মনোহরণ করা খুব সহজ। আবার বিশ্বাস করিয়া যেমন ইহাদের উপর গুরু কার্য্যে নির্ভর করা যায়, এমন আর অপর কাহারও উপর করা যায় না। প্রসঙ্গটি তাহার নিকট বেশ উপযুক্ত ভাবে উপস্থাপিত কর, আমাদের ব্যবসায়ের গৌরব ও মহত্ত্ব তাহাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দাও; স্বর্গ যে আমাদের নিশ্চিতরূপে প্রাপ্য, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দাও; আমাদের সম্মানভাজন উত্তমশ্লোক ধর্ম্মপ্রচারক আমাদিগের ভোগের জন্য যে সমস্ত দিব্যাঙ্গনা-দানে প্রতিশ্রুত, তাহাদিগের কথা উহাকে বুঝাইয়া বল; ইন্দ্রের স্বর্গ রাজ্য— যাহা আমরা নিশ্চয়ই পাইব— তাহার কথা উহাকে বল; আমরা আমাদের মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস-নিবন্ধন যাহা পাইব— আবার এই পুণ্যকর ব্যবসায় দ্বারা যাহা পাইব— সমস্তই উহাকে বল; এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলে, আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি সে আমাদের দলভুক্ত হইবেই হইবে।"

ইস্‌মাইল উত্তর করিল, "তুমি ঠিক কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছ বলিয়াই মনে হয়। ছেলেটির এমনই স্বভাব হইয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পাইলেই মস্‌জিদের ঐ বৃদ্ধ মোল্লার নিকট যায়। ঐ মোল্লা পবিত্র কোরাণ হইতে স্বর্গ সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শুনাইয়া তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তোমার প্রস্তাবমত কার্য্য করিলে তাহাকে বোধ হয় সম্মত করিতে পারা যাইবে। আমি তাহাকে সব কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিব। আমার বিশ্বাস, সে শীঘ্রই আমাদের দলভুক্ত হইবে।"

হুসেন হাস্য করিতে করিতে বলিল "যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল— একজন আরম্ভকারীর প্রথম চেষ্টা দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। সে এত নিরীহ— তাহার হাতে যখন কাপড় দিয়া তাহাকে বলা হইবে·········"

বৃদ্ধটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চুপ কর, চুপ কর। মনে কর যদি সে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে। তুমি একেবারে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে যাইতেছ। মনে কর, যদি সে শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে সমস্ত ব্যাপারের এক স্বতন্ত্র রকমের অর্থ করিবে এবং হয়ত পলাইয়া যাইবে।"

ইস্‌মাইল কহিল, "না না, সে সব ভয় কিছু নাই,— তোমরা সব অনেক দূর হইতে আসিতেছ, তোমাদের ক্লান্তি বোধ হইতেছে না? মনে আছে ত, কাল আমাদের বহুদূর পর্য্যটন করিতে হইবে। আল্লার দয়ায় কাল বোধ হয় খুব সুবিধাও হইবে।"

সকলে উঠিয়া পড়িল ও বলিল, "তাই ত। চল নিদ্রার চেষ্টা করা যাক্ ; বড় গরম, চল বাহিরে হাওয়ায় শোওয়া যাইবে।"

এই বলিয়া কক্ষ হইতে তাহারা নিষ্ক্রান্ত হইল।

"সাহেব, তুমি বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ, আমার কৌতূহল একেবারে সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইস্‌মাইল কে? এ লোকগুলি কে? আমাকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দারুণ চিন্তায় নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটিবারও চক্ষুঃ মুদ্রিত করি নাই। কৌতূহল এত অধিক হইল যে, আমার বোধ হইতে লাগিল, আমার জ্বর হইয়াছে। আমার যে কেবল জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে লাগিল, তাহা নহে, আমার প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল— ইস্‌মাইল যাহাই হউক, তাহার দলভুক্ত হইতে হইবে। এতদিন সকলে আমাকে বালক বলিয়া জানিত এবং সেইভাবেই আমার সহিত ব্যবহার করিত। এইদিন আর থাকিবে না। সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ বালকত্বরূপ নির্ম্মোক-নির্মুক্ত হইয়া উজ্জ্বলতর নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিব। আমার পিতামাতাই বা কে? তাহাদের কথোপকথন হইতে আমি এটুকু বেশ বুঝিয়াছি যে, ইস্‌মাইল আমার পিতা নহে। আমি সুস্থিরভাবে একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম, অতীত জীবনের কথা যদি কিছু স্মরণ করিতে পারি। কিন্তু কই কিছু মনে পড়ে না!— হতভাগিনী মেরিয়ম্ আমার মা, এই পর্য্যন্তই মনে পড়ে, তাহার অতিরিক্ত কই কিছুতেই মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা করিলাম, আর কিছুই মনে পড়িল না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অতি শৈশবের ইতিহাস, অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী কারাবাসের সময়ে, আমার মনোমধ্যে জাগ্রত হয়। ইহা মনুষ্যের স্মৃতিশক্তির একটা জটিল রহস্য সন্দেহ নাই।

"এতদিন পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, মস্‌জিদের মোল্লা সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক। তিনি কোরাণের অসংখ্য বাক্য আমার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে আমি একরূপ ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন তিনি আমার নিকট স্বর্গরাজ্যের গৌরবসমূহ বর্ণনা করিতেন, প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তির সেবার জন্য যে সহস্র সহস্র দিব্যাঙ্গনা নিযুক্ত হইবে, তাহাদের কথা বলিতেন,— বলিতেন, স্বর্গের এই পরীদিগের রূপ অনিন্দ্য সুন্দর, চক্ষু মণির মত, দন্ত মুক্তার মত, ওষ্ঠ প্রবালের মত, তাহাদের নিশ্বাস কস্তুরির মত সৌরভময়— মণি মুক্তার প্রাসাদ— চারিদিকে চিরযৌবন ও অমরত্বের প্রস্রবণ— তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইত যে, এই সমস্ত নিশ্চয়ই একদিন উপভোগ করিতে পাইব। এই সমস্ত বর্ণনা আমার কল্পনাশক্তিকে বাড়াইয়া দিয়াছিল! এই সমস্ত কথা যখন আমি ইস্‌মাইলের নিকট বর্ণনা করিতাম, তখন সেও আমার মত অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া । সে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, সে কখনও কোরাণ পড়ে

নাই, নতুবা এই সমস্ত সুন্দর বর্ণনা উপভোগ করিয়া সুখী হইতে পারিত। হুসেন কিন্তু তথাপি বলিত, এই মোল্লা একজন মহামূর্খ— তাহাদের নিজেদের ব্যবসায় আরও উচ্চ, মুসলমানদের অপেক্ষা তাহাদের পুরস্কার আরও গৌরবকর।"

আমি ভাবিতাম— ইহাদের আবার পুরস্কার কিরূপ? জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইস্‌মাইল যদি সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া না বলে, তাহা হইলে আমিই তাহাকে খোঁচা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে যখন গাত্রোত্থান করিলাম, তখন দেখিলাম যে ইস্‌মাইল ও তাহার সহচরবৃন্দ চলিয়া গিয়াছে। ইস্‌মাইল আর কয়েকদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। ইস্‌মাইলের এ প্রকার অনুপস্থিতি প্রায়ই ঘটিত। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। বহুদিন হইতেই তাহার কার্য্যাবলী আমার নিকট বড়ই রহস্যসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইত। তাহার ব্যবসায় কি, তাহা আমি জানিতাম না; তবে তাহার এই ব্যবসায়ের সহিত তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সমূহের যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি বেশ জানিতাম। সে যে কেবল বস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাহা কখনই নহে। হুসেন ও অন্যান্য সকলে যে সমস্ত গৌরবময় লাভের কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, তাহা যে বস্ত্রের ব্যবসায়ের দ্বারা লভ্য নহে, ইহা আমি বেশ বুঝিতাম। ইস্‌মাইলও যে এই সমস্ত সমুজ্জ্বল লাভের ও পুরস্কারের আশায় নিশ্চিন্ত, তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। ইহা শুধু বস্ত্রের ক্রয় বিক্রয় নহে, ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে। কিন্তু তাহা কি, আমি ধারণা করিতে পারিলাম না। এই রহস্যের কোন মর্ম্মভেদ করিতে পারি কি না, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য, একবার সেই প্রাচীন মোল্লার শরণাপন্ন হইতে মনস্থ করিলাম।

বৃদ্ধ মৌলভীর নাম আজীজ্ উল্লা; তিনি বড়ই অমায়িক প্রকৃতির লোক। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বড়ই আদর করিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার কি অসুখ করিয়াছে? তোমার মুখাকৃতি উদ্বেগপূর্ণ, বোধ হইতেছে যেন তোমার জ্বর হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "আমার কম্পজ্বর হইয়াছিল, এখন অনেকটা ভাল আছি, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

মুসলমান ধর্ম্মানুসারে দৈনিক প্রার্থনায় যে ভাবে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তিনি আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে কোরাণ খুলিয়া যে সমস্ত শ্লোক খুব ভালবাসি, সেই সমস্ত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলাম। মৌলভী চোখে চশ্‌মা লাগাইলেন এবং শরীর দোলাইতে দোলাইতে আরবীয় ভাষায় লিখিত সেই সমস্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এই আবৃত্তি ও এই ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে আমি অনেকবারই শুনিয়াছি।

তাঁহার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলাম "আচ্ছা, এই গ্রন্থে এমন কোন স্থল আছে কি, যাহা আপনি আমার নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছেন !"

তিনি বলিলেন "না, না, বৎস ! সে কি কথা ? আমি তোমার নিকট কিছুই গোপন করি নাই। এই সুপবিত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতীব সামান্য। কিন্তু আমার গুরুদেব— যাহার পুণ্য আত্মা এখন স্বর্গীয় কল্যাণের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে — তিনি এই গ্রন্থের অনেক টীকা লিখিয়াছিলেন। আহা ! তুমি যদি সেই সমস্ত টীকা পড়িতে বা শুনিতে, তাহা হইলে অনেক গুহ্য কথা জানিতে পারিতে। এই শাস্ত্রে আমার গুরুদেবের বড়ই গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল ; কোন কোন অধ্যায়ের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাভাজন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারে না। তিনি এই সমস্ত অধ্যায়ের প্রত্যেক বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া এক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন— কোন কোন স্থানে প্রত্যেক শব্দ, এমন কি প্রত্যেক বর্ণটির পর্য্যন্ত টীকা লিখিয়াছেন। তিনি এখন সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন— তোমার নিকট আমি যে স্বর্গরাজ্যের কথা বর্ণনা করিয়াছি, তিনি সেই স্বর্গরাজ্যের অতুলনীয় আনন্দের মধ্যে এখন বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছেন। আমি তোমার নিকট এই সমস্ত কেবল আবৃত্তি করিতে পারি। আমি পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত অংশ তোমাকে শুনাইব, তাহা হইলে উহা তোমার মুখস্থ হইয়া যাইবে। এই অংশগুলিই গ্রন্থের সারভাগ।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা আপনি আমাকে যে সমস্ত কথা শিখাইতেছেন, ইহার অতিরিক্ত কোন কথা আপনি কখন শুনেন নাই ? আপনি বালক বলিয়া বোধ হয় সমস্ত কথা আমায় খুলিয়া বলিতেছেন না। আপনার এত বয়স ও অভিজ্ঞতা হইয়াছে, আপনি ইহার অতিরিক্ত কোন কথা কখনও শুনেন নাই ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "কই, কোন নূতন কথা কিছু শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ?— তবে আমাদের ধর্ম্মের কতকগুলি ব্যাখ্যাতা আছে, তাহারা সুফি প্রভৃতি নামে অভিহিত। তাহারা সময়ে সময়ে যুক্তির আবরণ দিয়া অনেক অশাস্ত্রীয় কথা প্রচার করিয়া থাকে। যে সমস্ত লোক অসতর্ক, তাহারা এই সমস্ত লোকের শিক্ষার দ্বারা বিপথগামী হয়। এই সমস্ত লোক ঈশ্বরের অভিশাপ ভাজন, ইহারা চরমে জাহান্নামে যায়। তুমি যদিও যুবক, তথাপি সত্যধর্ম্মের যথেষ্ট সন্ধান পাইয়াছ। তাহাদের হস্তে বঞ্চিত হওয়ার তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস অবশ্যই বদ্ধমূল হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনার কৃপায় তাহা হইয়াছে। আর কিছু নূতন শিখিবার আছে কি না তাহাই জানিবার জন্য আমি আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিতেছিলাম।"

আমি বুঝিলাম, হয় বৃদ্ধের আর কিছু নূতন কথা জানা নাই, আর যদিই বা

জানা থাকে তাহা হইলে আমাকে কিছুতেই বলিবে না। শেষকালে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুদেব, আপনি আমাকে যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যদি সেই সমস্ত শিক্ষা যথাযথ পালন করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কি ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত।"

তিনি বলিলেন "বৎস, মোল্লার ব্যবসা অবলম্বন কর। অবশ্য এ ব্যবসায় গ্রহণ করিতে হইলে অনেক দিন কষ্ট করিয়া গ্রন্থাভ্যাস করিতে হইবে, কিন্তু পরে আর কষ্ট বোধ হইবে না। এ কথা ঠিক জানিয়া রাখিও, পৃথিবীতে যত পদবী বা ব্যবসায় আছে, তাহার মধ্যে মোল্লার ব্যবসায় যেমন ঈশ্বরের প্রিয়, তেমন আর কোন ব্যবসায় নহে। আমি তোমাকে আরবীয় ভাষায় প্রথম শিক্ষা দান করিব। তোমার পিতা তোমার এই সংকল্প অবগত হইলে কখনই ইহাতে আপত্তি করিবেন না। আপত্তি করা কি, আমার বোধ হয়, তাহা হইলে, তিনি তোমার শিক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য তোমাকে দিল্লী পাঠাইয়া দিবেন।"

আমি বলিলাম, আচ্ছা, এ বিষয় আমি ভাবিয়া দেখিব।"

'মোল্লা হইব' এ প্রকারের ইচ্ছা আমার মনে কখনই ছিল না। আমি ভাবিতাম, আজিজুল্লা অত্যন্ত দরিদ্র ও দুঃখী— নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য সে অতি কষ্টে ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করে। পক্ষান্তরে ইস্‌মাইলও মোল্লা নয়, হুসেনও মোল্লা নয়, তাহাদের দলের কেহই মোল্লা নয়। তাহারা যাহাই হউক না কেন, আমাকে তাহাদের দলভুক্ত হইতেই হইবে। যত দিন না তাহা হইতে পারিতেছি, তত দিন কিছুতেই আমার মনের শান্তি হইবে না।

আমি মোল্লার নিকট যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। মোল্লার যতটুকু বিদ্যা, তাহা আমি অধিকার করিয়াছি। পুনরায় যদি তাহার নিকট ভবিষ্যতে কি করিব এই প্রকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তাহা হইলে সে আমার সহিত কেবল তর্ক করিবে ও মোল্লার ব্যবসায় আশ্রয় করিলে তাহাতে কি লাভ ও সুবিধা, তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত বক্তৃতা করিবে। এ সমস্ত কথা শুনিতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই, কাজেই মোল্লার নিকট যাওয়া বন্ধ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম।

আহা! ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি আমি সে সময় মোল্লার ব্যবসায় গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমার আজ এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না! মোল্লার ব্যবসায় কেন? সে সময় অন্য যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবন এতদপেক্ষা অনন্তগুণে সুখকর হইত।

কিন্তু এখন আর অনুতাপ করিয়া কি হইবে? অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? বিধাতার যাহা বিধান তাহাই ঘটিয়াছে, এখন আর বৃথা অনুযোগ করিয়া কি হইবে? ইহাই যদি বিধাতার লিপি না হইবে, তাহা হইলে পিতা দস্যুদিগের হস্তে নিহত হইবেন কেন? ইহাই যদি বিধাতার লিপি না হইবে, তাহা হইলে

আমি ঠগীদলভুক্ত হইব কেন ? নিশ্চয়ই ইহা বিধাতার লিপি। অদৃষ্টের গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারে ? বিধাতার যাহা বিধান, কে তাহার বিপরীতাচরণ করিতে পারে ? কিন্তু সাহেব ! বহুদিন তোমার সেবা করার পর যদি তুমি দেখ যে আমি খুব বিশ্বস্ত, তাহা হইলে কি আমাকে ছাড়িয়া দিবে না ?"

আমি বলিলাম, "না, কখনই না; তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তোমরা ঠগী, তোমরা বড়ই বিপজ্জনক, এই নিরীহ জগতের বুকে তোমাদের কিছুতেই স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, তোমার হাত আবার চুলকাইয়া উঠিবে, যে পথিকের সহিত প্রথম দেখা হইবে, তাহারই গলায় আবার ফাঁস লাগাইয়া দিবে। অল্প দিনের মধ্যে আবার আমাদের নিকট সংবাদ আসিবে যে, আমির আলি জমাদার ৪০। ৫০ জন দস্যু লইয়া পথিকগণের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেছে। আবার তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। কথাটা সত্য নহে কি ?"

আমির আলি হাস্য করিয়া বলিল, "সাহেব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতি যথার্থ কথা। এখন সময়ে সময়ে আমার মনে অনুতাপ হয় বটে, কিন্তু পুনরায় সুবিধা পাইলে নরহত্যার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিব না। সাহেব, কি করিব বল ? যখন 'গুড়' খাইয়াছি, তখন আর স্বভাব পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। যাহাই হউক এখন বরং ভাল আছি, কারণ তুমি যদি আবার আমায় গ্রেপ্তার কর, তাহা হইলে সেবার আর মার্জ্জনা করিবে না। সেবার নিশ্চয়ই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে, কি বল ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় ! তদ্ব্যতীত উপায় কি ? যাক্, তোমার ইতিহাস আবার বলিতে আরম্ভ কর। এই প্রকারে বর্ণনীয় বিষয়ের পরিহার করিলে তুমি আসল কথার সূত্র হারাইয়া ফেলিবে।" আমির আলি পুনরায় আরম্ভ করিল—

"ইহার পর একমাস হইয়া গেল, আমার দিন আর কাটিতে চাহে না। এমন সময় ইস্‌মাইল, হুসেনের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পিতা (আমি ইস্‌মাইলকে পিতা বলিয়াই ডাকিতাম) আমার আকৃতিতে এক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। আমি ইতঃপুর্ব্বে মোল্লাকে তাহার যে কারণ বলিয়াছিলাম, তাহাকেও সেই কারণ বলিলাম। সে আমার কথায় সন্তুষ্ট হইল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সত্যই কি আমি কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া এইরূপ বিরস ও বিবর্ণ হইয়াছিলাম ? না, না, তাহা নহে। আমার নিকট এতদিন যে সমস্ত গুপ্ত রহস্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় জানিবার জন্য আমার মনে দারুণ কৌতূহলের অগ্নিশিখা দিবা রাত্রি প্রজ্বলিত হইতেছে— সেই জন্যই আমার মুখশ্রীর এই পরিবর্ত্তন। রাত্রিতে মোটেই ঘুম হইত না, সর্ব্বদা বিরস ও বিষন্ন হইয়া থাকিতাম। কত কি যে ভাবিতাম, তাহার

সীমা নাই, সংখ্যা নাই— কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? কোন দিকেই কিছু মীমাংসা করিতে পারিতাম না। একদিন সঙ্কল্প করিলাম, আর এখানে থাকিব না— পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্তৃত জগতে অদৃষ্ট পরীক্ষায় বহির্গত হইব। এই উদ্দেশ্যে কাপড় চোপড়ও বাঁধিয়াছিলাম, কিছু অর্থও সঙ্গে লইয়াছিলাম; স্থির করিলাম, সেই রাত্রিতেই চলিয়া যাইব। যখন বহির্গত হইবার সময় হইল, তখন বড়ই শোকসংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলাম, আর যাওয়া হইল না। ক্রমশঃ মনের মধ্যে ভরসা হইল যে, আজ আমার চারিদিকে যে সমস্ত রহস্য-জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, সময়ে নিশ্চয়ই ইহাদের রহস্যোদ্ভেদ হইবে। সঙ্কল্প করিলাম যে, এখন হইতে আমার পিতার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের কার্য্যাবলী বেশ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অনেক কথাই জানিতে পারিব। মনে মনে অনেক প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, পিতা আসিলে তাঁহাকে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিব। প্রশ্নগুলি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, পুনঃ পুনঃ সেগুলির আলোচনাও করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পিতা যখন আসিল তখন তাহাকে তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কেন যে পারিলাম না, তাহা বলিতে পারি না। আমি যে ভীরুস্বভাব ছিলাম, তাহা নহে— আমি স্বভাবতঃ অত্যন্ত সাহসীই ছিলাম। তবে কেন যে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় মনে হইত যে, এই প্রশ্নের উত্তরে পিতা কোন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর কথা বলিবে। এই প্রকারের একটা ভাবনা দ্বারা অভিভূত হইয়াই আমি বোধ হয় পিতার সমক্ষে এ বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারি নাই। যাহা হউক, কেন যে পারি নাই, সে সময় মনে কি ভাবের উদয় হইত, এখন আর তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

একদিন সন্ধ্যাকালে ইস্‌মাইল আমাকে তাহার শয়নকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইল। এই কক্ষে আমি কখনও প্রবেশ করিতে পাইতাম না। আজ এই নূতন প্রকারের অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় সভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, আজ বুঝি আমার অদৃষ্ট-সমস্যার দিন। কক্ষের মধ্যে গিয়া দেখিলাম, ইস্‌মাইল আজ কিছু উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। সে আমাকে বসিতে বলিল। আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম। দেওয়ালের এককোণে একটি তৈলের প্রদীপ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। অস্ফুট আলোকে কক্ষটি বড়ই ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। এই অস্ফুট আলোকে আমার চিত্তের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা পিতার চরণমূলে লুটাইয়া পড়িলাম।

পিতা আদর করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমির! পুত্র! বৎস! তোমার কি হইয়াছে? এ কি, তুমি এমন করিয়া কাঁদিতেছ কেন? কিসের জন্য তোমার

এত দুঃখ হইয়াছে? আমার অনুপস্থিতি সময়ে কি তোমার বিশেষ কোন কষ্ট হইয়াছে? বৎস! সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া বল। তোমার মাতার মৃত্যুর পর আমি ছাড়া তোমার আর কেহ নাই। বল, কোন কথা গোপন করিও না। আমি তোমায় কত স্নেহ করি, তাহা ত তুমি জান। আমি তোমার পিতা, কোন কথা আমার নিকট গোপন করিও না।"

ভাবের উত্তেজনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে যখন কথা কহিতে সমর্থ হইলাম, তখন সশঙ্ক চিত্তে সেই পূর্ব্বকথিত রাত্রিতে আমি তাহাদের নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, সমস্তই আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। আমার কথা শেষ হইলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার বুক কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম, "পিতঃ, আমি অন্যায় করিয়াছি; আমি বালকসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তিতায় এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু কেন বলিতে পারি না, এখন আমার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আর আমি বালক নহি, আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করিতেছি, এখন আমায় যে কার্য্য করিবার ভার দিবেন, আমি তাহাই করিতে পারিব; আমায় পরীক্ষা করুন।"

এই বলিয়া আমি নীরব হইলাম ও বুকের উপর হাত দুখানি জুড়িয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমায় কথায় পিতা বিশেষরূপে বিচলিত হইল। আমি সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে তাহার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার মুখ-বিকৃতিতে বিচিত্র প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসের আভাস পাইতে লাগিলাম। পিতার এরূপ মুখ-বিকৃতি আর কখনও দেখি নাই।

সে কিছুক্ষণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পিতা বলিল, "পুত্র, তুমি যতদূর জানিতে পারিয়াছ, তোমার পক্ষে এতদূর জানা আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল। এখন যখন তুমি জানিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমাকে আমার স্বপথাবলম্বী করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তোমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমার ভবিষ্যৎজীবন খুব গৌরবময় হইবে।"

আমি আবেগভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "আমায় বিশ্বাস করুন, পিতঃ, আমায় বিশ্বাস করুন। আমি বেশ জোর করিয়া বলিতে পারি, আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হইবে না।"

সে বলিল, "তোমার উপর আমার বেশ বিশ্বাস আছে। এখন আমি যাহা বলি, অতীব মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; জানিও ইহার উপর তোমার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে। একবার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলে আর কোন প্রকার দ্বিধাকে মনে স্থান দিতে পাইবে না, আর সংসারাসক্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু একটি পরীক্ষা আছে। তোমাকে কিছুদিন সেই পরীক্ষার অধীন হইয়া

থাকিতে হইবে। তাহাতে তোমার সাহস চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে। তুমি এই পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে? সাহস হইতেছে ত?"

আমি তখন একরূপ বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি উত্তর করিলাম, "সাহস খুব হইতেছে।"

পিতা আমার সংকল্প শ্রবণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তদনন্তর পুনশ্চ বলিল, "আজ আর নয়। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, বড় জোর তিন দিন তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর তোমাকে সমস্ত কথাই বলিব, কিছুই গোপন করিব না।"

আমি বড়ই ভগ্নমনোরথ হইলাম, তবে হৃদয় আশায় উদ্দীপিত হইয়া রহিল। অতঃপর পিতা আমাকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় প্রদান করিল।

ইস্‌মাইল যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিল, যথাসময়ে তাহা পালন করিল। কিন্তু সাহেব, তাহার বাক্যাবলী আমার চিত্তরাজ্যে সে সময়ে যে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা এখন আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। সে আমায় যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব কি? আমার দ্বিধা বোধ হইতেছে, কারণ সর্ব্বপ্রথমে সে আমাকে তাহার অতীত জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইল। আমার ভয় হয় যে, তাহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে আমার আত্মকাহিনীর সূত্র হারাইয়া ফেলিব; তবে ইহাতে তোমার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

আমি বলিলাম, "আমির আলি, এখন আর তাহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে তোমার ইতিহাস সমাধা কর, তাহার পর এই সমস্ত অবান্তর কথা বর্ণনা করিও।"

আমির আলি কহিল, "সাহেব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক। এখন তাহার সমস্ত কথা বলিয়া কাজ নাই, কেবলমাত্র তাহার শেষ কথা কয়টি বলি। সে আমাকে অতি পরিস্ফুট ভাষায় বুঝাইয়া দিল, পৃথিবীতে চারিদিকেই অন্যায় ব্যবহার, চারিদিকেই অবিচার। এই অন্যায় কার্য্যাদি, এই অবিচার নিরীহ মেষশাবকের মত সহ্য করা বীরের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহার প্রতিশোধ চাই। তাহার কথাগুলি চিরকালের মত আমার মানসপটে মুদ্রিত হইয়া গেল। সেইক্ষণ হইতে সমগ্র জগতের উপর আমার নিদারুণ ঘৃণা জন্মিল। আমি বেশ বুঝিলাম, প্রকৃত ধর্ম্ম যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে তাহা কেবলমাত্র এই ঠগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। উপসংহারে সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহারই ভাষায় বলি। সে বলিল: —

"দেখ পুত্র! এতক্ষণ আমি তোমার নিকট আমার জীবন-কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলাম। ইহা হইতে নিশ্চয়ই তোমার যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে। আর আমার সামান্য দুই একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি একজন ঠগী দস্যু। এই ঠগী ব্যবসায় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক।

আল্লা তাঁহার অভ্রান্ত বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং এই ঠগী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। প্রাচীনতম যুগ হইতে এই সম্প্রদায় বংশ পরম্পরানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। যাহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারা আল্লার বিশেষ কৃপাভাজন। সকলে এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এই উদার সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভ্রাতার মত পরম আত্মীয়তা-সূত্রে সম্মিলিত হয়। এই সম্প্রদায়ে কোনওরূপ কপট বিশ্বাসের স্থান নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ, এই সম্প্রদায় ঈশ্বরের কৃপাভাজন ও সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার অনুমোদিত। দেখ পুত্র, আমাদের এই সম্প্রদায় ব্যতীত জগতে কুত্রাপি অকৃত্রিম ধর্ম্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না। জগতের সহিত ব্যবহার করিয়া পদে পদে দেখিতেছি, জগতে সরলতা নাই, অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। এই জগতে প্রত্যেক লোক নিরন্তর অপরকে বঞ্চনা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছে— তাই আমি জগতের নির্ম্মমতার নিকট হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইয়া এই সম্প্রদায়ে সত্যের আশ্রয় লইয়াছি। অহো, এই মহাসত্য ধ্যান করিতেও আমার চিত্ত শান্তিরসে পরিপ্লুত হয়। কি উচ্চ, কি নীচ, আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই সমান উৎসাহে উদ্দীপিত। আমরা যেখানেই যাই না কেন, সর্ব্বত্রই আমাদের এই একই প্রকারের ভ্রাতৃভাব। আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার ও উপায়গত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি বাহ্যিক ও অকিঞ্চিৎকর। হৃদয় সকলেরই একই উপকরণে গঠিত, একই উৎসাহের সহিত সকলেই এক সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর, ইহাই ঠগী সম্প্রদায়ের পরম পুরুষার্থ। আমরা যেখানেই যাই না কেন, সর্ব্বত্রই আমাদের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমরা হিন্দুস্থানের লোক, আমরা যে সমস্ত অঞ্চলের লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, তাহাদের মধ্যেও আমরা অকৃত্রিম অভ্যর্থনা লাভ করি। সকলেরই এক চিহ্ন। তুমি একবার মাত্র আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কি এইরূপ সমাজ গঠন সম্ভব? মানব সমাজে স্বার্থসংঘর্ষ এতই ভয়ঙ্কর, মানবের সমাজ-সংস্থান এতই কলুষিত যে, ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় ব্যতিরেকে পরস্পরের মধ্যে এতাদৃশ সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। প্রথম প্রথম এই ব্যবসায়ের আবরণসমূহ দেখিয়া তুমি কিঞ্চিৎ ঘৃণা বোধ করিবে, কিন্তু এই ঘৃণা দীর্ঘস্থায়ী নহে, শীঘ্রই ইহা চলিয়া যাইবে। কারণ, আমরা আমাদের কার্য্যাবলীর ফলস্বরূপে যে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করি, তাহা এতই উন্নত, এতই গৌরবজনক যে, তাহার আশায় এই সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ হইবে না। তদ্ব্যতীত ইহা অদৃষ্ট, আল্লার বিধান— ইহা একেবারে অপ্রতিরোধনীয়। তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনিই আমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনক্ষম দৃঢ় ও সাহসপূর্ণ হৃদয় দিয়াছেন। তিনি

আমাদিগকে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, আমরা কোন প্রতিবন্ধকতাই গ্রাহ্য করি না। আমাদের তিনি এমন অধ্যবসায় দিয়াছেন যে, আমরা উদ্দেশ্য সাধনে কিছুতেই অকৃতকার্য্য হই না। পুত্র, আমি তোমাকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে চাই, এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাই, এই বলে বলীয়ান্ করিতে চাই। তুমি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া একেবারে উচ্চপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেবল আমার জোরে। তুমি একেবারে যে পদ পাইবে, অন্য লোককে সেই পদ পাইতে বহু বর্ষ শিক্ষানবিশী করিতে হয়। অভাব কাহাকে বলে, তাহা তোমাকে কখনই অনুভব করিতে হইবে না, কারণ আমার সমস্ত ধন সম্পত্তিই তোমার। দৃঢ় হও, সাহসী হও, চতুর হও, বিশ্বাসী হও— আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। ঠগ হইতে হইলে সেই সমস্ত গুণের প্রয়োজন। এই সমস্ত সদ্‌গুণ প্রভাবে তুমি আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্ববিধ সম্মান ও গৌরব লাভ করিবে। ইহারই উপর তোমার জীবনের সফলতা ও উচ্চ পদলাভ নির্ভর করিতেছে। আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি একটি শাখা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়াছ, ইহা দেখিতে পাইলেই, আমার জীবনের সকল সাধ সফল হইবে, তখন আমি সানন্দচিত্তে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল বিশ্রামসুখে যাপন করিতে পারিব। আমির আলি, যখন সকলে তোমার বীরত্ব-কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, যখন সকলে ইস্‌মাইলের পুত্র আমির আলির সাহসিকতার কথা বিস্ময়মুগ্ধভাবে কীর্ত্তন করিবে, তখনই আমি জীবনের চরম সন্তোষ, পরম চরিতার্থতা লাভ করিব। সেই দিন আমি ধন্য হইব। এতদিন পর্য্যন্তই আমি তোমার শিক্ষক ও অভিভাবক রহিলাম।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি বলিলাম, “পিতঃ, আপনাকে আর অধিক কথা বলিতে হইবে না— আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম— আপনি আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন। আপনার প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিবার বহুপূর্ব্বে একদিন আপনি, হুসেন ও আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য লোক নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছিলেন, আমি গোপনে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। আপনারা আমার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। সেই দিন হইতেই আমার মনে ভয়ঙ্কর অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। আমার সর্ব্বদাই ভয় হইত, পাছে আপনারা আমাকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই চিন্তায় আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল ও ভারাক্রান্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে আপনি আমার মুখমণ্ডলে দুঃখ ও অসুস্থতার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এই উদ্বেগই তাহার একমাত্র কারণ। সেইদিন হইতে আমি সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, কবে আপনার নিকট হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিব, কবে আমি আপনাদের দলভুক্ত হইবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিব। এখন আর আমি বালক নহি। আপনি আমার নিকট আপনার নিজের যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আমার চিত্তে যে সকল নূতন ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, এখন আমি সে সমস্ত স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আপনি যেরূপ যশোলাভ করিয়াছেন, সেইরূপ যশোলাভ করিবার জন্য আমার দারুণ আগ্রহ জন্মিয়াছে। আমি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি, কবে আমি আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইব, কবে আমি একমাত্র সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় পাইব? এখন পর্য্যন্ত আমি এই বঞ্চনাময় জগতের কিছুই দেখি নাই। আপনি সংসারের অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে আমার এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, যাহাতে জগতের সহিত আমাকে সম্পর্ক রাখিতে হয়। আপনি ব্যতীত অন্যান্য লোকের মুখেও শুনিয়াছি, সংসার নির্ম্মম, সংসার কলুষিত। আমার মনে হইতেছে যে, আমি যশোলাভ করি, ইহাই আল্লার ইচ্ছা। আপনার পদানুসরণ ব্যতীত যশস্বী হইবার অন্য উপায় দেখিতেছি না; কাজেই আপনি আমাকে যে পথে চালনা করিবেন, আমি সেই পথেই যাইতে সম্মত আছি। আপনি ব্যতীত জগতে আমার দ্বিতীয় বন্ধু নাই। পল্লী যুবকগণের সহিত আমার পরিচয় নাই। আমি পল্লীর সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখি, কারণ তাহারা নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করে। আমি ঐ সমস্ত ব্যবসায়কে অত্যন্ত হীন ও অবজ্ঞাজনক বলিয়া বিবেচনা করি। এই জন্যই আমি কখন কাহারও সহিত মিশি নাই। মোল্লা আমার একমাত্র বন্ধু। আমিও তাহার মত একজন মোল্লা হই ও কোরাণ পাঠে জীবন অতিবাহিত করি, ইহাই তাহার ইচ্ছা। তাহার ব্যবসায় পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ উত্তেজনা নাই। আমি জীবনে খুব অশান্ত ভাবে বিবিধ প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে চাই। মোল্লার শান্ত জীবন আমার আদৌ প্রীতিকর নহে। আমি সিন্ধিয়ার সৈনিকদলভুক্ত হইয়া বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীদের সহিত যুদ্ধ করিব, অনেক সময়েই এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম; এখন আর সে ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। আমি ঠগী হইতে চাই, ঠগী ব্যতীত আর কিছু হইবার আমার ইচ্ছা নাই। পিতঃ! আমি সংসার-পথে আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিতে চাই। আপনি আমার নিকট যাহা আশা করেন, তাহা করিতে আমি অক্ষম হইব না। যশোলিপ্সা আমার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, মৃত্যু ব্যতীত ইহা কিছুতেই শান্ত হইবে না।"

ইস্‌মাইল আবেগভরে উত্তর করিল, "তোমার শত্রুর মৃত্যু হউক! তুমি ব্যতীত

এখন আমার জীবনে আর অন্য সান্ত্বনা নাই। তোমার উন্নতি ব্যতীত আমার অন্য আনন্দ নাই। আমার বেশ মনে হয়, তুমি আমার সাধ পুর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। আমার ধন সম্পদ তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ; কিন্তু আমার শক্তি কতদূর, তাহা তুমি এখনও জান না। হিন্দুস্থানের এই অংশে যত ঠগ আছে, সকলেই আমার আজ্ঞাধীন। আমি যদি সংবাদ পাঠাই, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে এক সহস্র লোক আমার নিকট উপস্থিত হইবে; আমি তাহাদের যাহা আদেশ করিব, তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই পালন করিবে। বিজয়া দশমীর উৎসব সমাগতপ্রায়, সেই সময়ে তুমি আমার এই শক্তি প্রত্যক্ষ করিবে। আগামী বৎসর কি ভাবে লুণ্ঠন কার্য্যাদি চলিবে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমরা উক্তদিনে সম্মিলিত হইব। নূতন বৎসরে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত অনেক বড় বড় কার্য্য করিতে হইবে; কারণ, এখন দেশে চারিদিকেই তুমুল অশান্তি। ফিরিঙ্গীদের সহিত সিন্ধিয়া ও হোলকারের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। এবার খুব কাজ আসিবে বলিয়া ভরসা হয়। আমাদের লোকেরাও অনেক দিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, এখন কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। শিওপুরে আমাদিগের এই সম্মিলনী হইবে। তথাকার জমিদার আমাদের বন্ধু। তিনি অনেক বিষয়েই আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন। সেই দিন আমার সঙ্গিগণের সহিত তোমার পরিচয় হইবে— তুমি যথারীতি ঠগীমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।"

সাহেব, এইরূপে আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইল। কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, আমি বিশ্রামার্থ গমন করিলাম। এখন আর আমি সে লোক নহি, আমি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছি, আমি এখন নবজীবনে প্রবেশ করিয়াছি।

পুর্ব্বে কয়েক দিন মন অত্যন্ত অবসন্ন ও দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল, এখন আমার সেই পুর্ব্ব তেজ ও পুর্ব্ব উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। তখন আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

পিতার সহিত এই কথোপকথন হওয়ার দুই একদিন পরে আমাদের গ্রামের উপান্তবর্ত্তী জঙ্গলে এক ব্যাঘ্রী ও তাহার শাবক কোথা হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামবাসীরা যেদিন প্রথম তাহার সন্ধান পাইল, সেই দিনই সে একজন মেষপালকের প্রাণ সংহার করিল। পরদিন অন্য একজন লোক তাহার দেহ অন্বেষণ করিতে গিয়া ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক নিহত হইল। তৃতীয় দিবসে গ্রামের যিনি 'পেটেল' অর্থাৎ প্রধান জমাদার, তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়া রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গ্রামবাসিগণ এই পেটেলের বড়ই অনুগত ছিল। গ্রামে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রামস্থ সমস্ত লোক একস্থানে সমবেত হইয়া, কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহারই মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, গ্রামস্থ সমস্ত সাহসী ও বলশালী লোক, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও একত্র মিলিত হইয়া, সেই ব্যাঘ্রীকে অনুসন্ধান করিয়া হত্যা করিবে। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমরা সকলে একত্র হইলাম।

এই সময়ে আমাদিগের গ্রামে একজন পাঠান বাস করিতেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিশাল শ্মশ্রু-শোভিত। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই দলের নেতার পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি যেরূপ ভারবান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে পথ চলাই একরূপ অসম্ভব। তাঁহার কটিতে দুইখানি তরবারী, এবং নানা আকারের অনেকগুলি ছোরা। পৃষ্ঠদেশে একখানি প্রকাণ্ড ঢাল, দক্ষিণ হস্তে একটি বন্দুক ও একটি জ্বলন্ত পলিতা। আমরা উপস্থিত হইবামাত্র সে আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সেলাম আলেকম্ ইস্মাইল সাহেব! আপনার মত শান্ত প্রকৃতির লোকও উপস্থিত দেখিতেছি, আবার সাহেবজাদাকেও যে সঙ্গে দেখিতেছি!"

পিতা উত্তর করিল, "হাঁ খাঁ সাহেব! এরূপ বিপদের সময় কি না আসিয়া পারা যায়; বাঘ যদি মারা না পড়ে, তবে তাহার হস্তে কে জানে কবে কাহার প্রাণ যাইবে!"

খাঁ সাহেব উল্লাসভরে গোঁপে চাড়া দিয়া ও নিজের অস্ত্রশস্ত্রগুলি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সগর্ব্বে বলিল, "বাঘ, আজই মারা পড়িবে। আমি এই বন্দুকে অনেক বাঘ মারিয়াছি, আজ আর এটাকে মারিতে পারিব না? এখন কথা এই যে, পলাইয়া না গেলে হয়। যদি একবার সম্মুখে আসে, তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই।"

পিতা বলিল, "সে আমাদের অদৃষ্ট; তবে খাঁ সাহেব আপনি যেরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছেন, তাহাতে চলিবেন কিরূপে, আমি তাহাই ভাবিতেছি। বাঘ যদি আপনাকে তাড়া করে, তাহা হইলে ত আপনি মোটেই পলাইতে পারিবেন না।"

খাঁ সাহেব উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল, "আমি পলাইব? একটা বাঘ মারিতে গিয়া পলাইব? আপনি কি কখন শুনিয়াছেন যে, দিল্‌দার খাঁ তাহার বিপক্ষপক্ষীয় কাহাকেও কখনও পৃষ্ঠ দেখাইয়াছে? একবার বাঘ বাহিরে আসুক না, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন এই সমস্ত অস্ত্রের কি গুণ। আমি একাই এ বাঘকে সাবাড় করিতে পারি। প্রথমে বন্দুক ছুড়িব, বাঘটা জখম হইলে, তাহার পর এই রকম করিয়া তাহার উপর পড়িব"— এই বলিয়া কোষবদ্ধ অসি নিষ্কাসিত করিয়া দম্ভভরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইতস্ততঃ লাফাইতে লাগিল।

এই সামান্য পরিশ্রমেই দিল্‌দার খাঁর ঘনশ্বাস বহিতে লাগিল। সে পুনশ্চ বলিল, "কেমন, এই রকম করিলে বাঘ মরিবে না? দেখ, এসব ব্যাপারে আমার বীরত্ব রুস্তমের মত। একটা বাঘ মারা, সে ত দিল্‌দার খাঁর পক্ষে ছেলেমানুষের

মত খেলা করা। আমি একটা বাঘ ল্যাজামুড়া সমেত খাইয়াই ফেলিতে পারি! যাক্, এখন আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যখন কাজ আরম্ভ হইবে তখন বুঝিবে। দেখ, তোমাদের সকলকে একটা কথা বলি, সে সময় কেহ যেন দিল্‌দার খাঁর সম্মুখবর্ত্তী হইও না। তোমরা পল্লীগ্রামে থাক, কখন কিছু দেখ নাই; আমি আজ তোমাদের দেখাইতে চাই, একটা লোক একাকী কেমন করিয়া একটা বাঘ মারিতে পারে।"

পিতা ধীরে ধীরে আমায় বলিল, "দেখ, আমি দিল্‌দার খাঁকে বেশ জানি। উহার মত দাম্ভিক অথচ ভীরু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। চল আমরাও যাই, সে কি করে দেখা যাক্। সে বাঘের সম্মুখে কেমন লম্ফ করে, দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তবে সে যদি এই ভাবে বাঘের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মারা পড়িবে।"

পিতা বলিল, "মরে মরুক— সে তার কপাল, আমাদের তাহাতে কি? তবে আমি ঠিক জানি বাঘের নিকটে যাওয়া ত দূরের কথা, যে দিকে বাঘ, সে সেদিকেও যাইবে না।"

আমরা দিল্‌দার খাঁর নেতৃত্বাধীনে সেই ব্যাঘ্রীর উদ্দেশে গ্রামের বহিঃস্থিত জঙ্গলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। দিল্‌দার খাঁ তাহার তরবারী ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিল, জ্বলন্ত পলিতাটি একবার ডান হাত হইতে বাম হাতে, একবার বাম হাত হইতে ডান হাতে লয় ও অপর হস্তে সদর্পে গোঁপে চাড়া দেয়। তাহার এই বিশাল গোঁপ খাড়া হইয়া প্রায় চক্ষু স্পর্শ করিতেছিল। আমরা জঙ্গলে উপস্থিত হইলাম— প্রবেশ করিবার সময় মনে হইল যেন দিল্‌দার খাঁ কিছু ভয় পাইয়াছে।

দিল্‌দার খাঁ বলিল, "দেখ বাঘটা বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুদ্র একটা গোবাঘা মাত্র। এত সামান্য একটা বাঘ মারিবার জন্য আর দিল্‌দার খাঁর যাওয়া শোভা পায় না। দেখ, বালকগণ। তোমরা সকলে জঙ্গলের ভিতর গমন করিয়া সেই ব্যাঘ্রীর অন্বেষণ কর, আমি এইখানে অপেক্ষা করিতেছি। যদি সত্য সত্য বড় বাঘই হয়, তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি গিয়া তাহার বিনাশ সাধন করিব।"

আমরা সকলেই তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, তিনি না যাইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। অগত্যা একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আবার চলিলেন।

পিতা জনান্তিকে আমায় বলিল, "দেখ, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ঠিক কি না? চল না শেষ পর্য্যন্ত সে কি করে দেখা যাউক।"

অবশেষে জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে গমন করিবামাত্র আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম, সেই স্থানে অস্থি ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে— নিকটে কতকগুলি ঝোপ। সকলেই স্থির করিল যে, ব্যাঘ্রী ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আছে।

এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া সকলেই উৎসাহান্বিত হইলেন, কেবল সেই বীরপুরুষ দিল্‌দার খাঁকেই যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল।

দিল্‌দার খাঁ বলিল, "দেখ লোকে বলিতেছে, এই বাঘটা 'ভূতো' বাঘ— সেই পাগলা ফকীরের নারকীয় আত্মা এই বাঘটাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই সয়তানের অনুচর ইয়ুসুফ সা এই বাঘের শরীর আশ্রয় করিয়াছে। দেখ তাহা হইলে গুলিতে ত ইহার কিছু হইবে না। এখন দানার সঙ্গে লড়াই করিয়া কি হইবে? কেবল নিজেদের বিপদাপন্ন করা মাত্র।"

এক দুরন্তস্বভাব কৌতুকপ্রিয় গ্রামবাসী যুবক কহিল, "সে কি, খাঁ সাহেব, আপনি কি কৌতুক করিতেছেন? মাদী বাঘকে আবার ভূতে আশ্রয় করে নাকি? এমন কথা ত কৈ কখনও শোনা যায় নাই! আর মনে করুন, যদি তাই হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? আমরা হাজার সা ইয়ুসুফের দাড়ি পোড়াইতে পারি।"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "চুপ কর, অমন অসম্মানজনক কথা বলিও না। তোমরা কি কখন শোন নাই যে মন্ত্রবলে 'ভূতো' বাঘ তৈয়ারি হয়? আমি কি তোমাদের মিথ্যা কথা বলিতেছি? আশিরগড়ে একবার এক ফকীর এই প্রকারের একটা বাঘ তৈয়ার করিয়াছিল। হইয়াছিল কি জান? ফকীর গ্রামের লোকদিগকে বলিল যে, তোমরা আমাকে মাঝে মাঝে একটি একটি করিয়া কুমারী কন্যা দাও। গ্রামের লোক তাহার কথা শুনিল না। এই রাগে ফকীর বাঘ তৈয়ার করিয়া গ্রামের লোকের উপর ছাড়িয়া দিল।" সমস্বরে আমাদের মধ্য হইতে একদল লোক বলিয়া উঠিল, "বটে, বটে, সে বাঘটা কেমন বল দেখি?" খাঁ সাহেবের বাঘের গল্পে লোকে আসল বাঘের কথা ভুলিয়া গেল।

খাঁ সাহেব একহাতে গোঁপ মুচ্‌ড়াইয়া এবং আর একহাতে তাহার কটিবন্ধ কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দম্ভভরে বলিলেন, "কি রকম? রকম আর কি, অন্যান্য সাধারণ বাঘের যেমন মুণ্ড, তার মুণ্ডুটা তার দ্বিগুণ; এক একটা দাঁত, বল্‌ব কি— এক হাত লম্বায়; চোখ দুটো কেমন জান, ও বাবা, যেন পাথুরে কয়লা। একেবারে দপ্‌ দপ্‌ করে' জ্বলছে। রাত্রিকালে চোখ দুটো দেখে মনে হয়, যেন আলো জ্বলছে। তবে বাঘটার লেজ ছিল না—"

খাঁ সাহেবকে আর কিছু বলিতে হইল না, অদূরে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাঘ্রী ও তাহার শাবক লম্ফ দিয়া বাহির হইল।

পূর্ব্বোক্ত কৌতুকপ্রিয় বালকটি বলিল, "খাঁ সাহেব, খাঁ সাহেব! এ ব্যাঘ্রী 'প্রেতাশ্রিত' নহে। দেখিতেছেন না, ইহাদের লেজ রহিয়াছে? ঐ দেখুন, উহারা যেন আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই লেজ নাড়িতেছে।"

খাঁ সাহেব বলিল, "আমি বলিতেছি কি, লেজ থাক্, আর নাই থাক্, এ ব্যাঘ্রীটি প্রেতাশ্রিত। ইয়ুসুফ সা'র আত্মা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

সুতরাং আমি এ ব্যাঘ্রীর সহিত কিছু করিতে পারিব না। এ সয়তানকে বধ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল। দেখ, এ যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এক নিঃশ্বাসে আমাদের সকলকে নরকে নিক্ষেপ করিতে পারে।"

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিল, "ভীরু, কাপুরুষ, দাম্ভিক, গ্রামে বসিয়া কতই না আস্ফালন করিতেছিলে, এখন সে সব কোথায় ?"

খাঁ সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কে আমাকে কাপুরুষ বলিতে পারে ? আমার সহিত অগ্রসর হও, দেখ, আমি কি করিতে পারি।" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে লইয়া যে দিকে গিয়াছিল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে।

কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওদিকে নহে, ওদিকে নহে।" অগত্যা খাঁ সাহেব প্রত্যাবৃত্ত হইল। পিতা বলিলেন, "এসব কি হইতেছে, এ যেন নিতান্ত ছেলেখেলা করিতেছ। বাঘটাকে যদি সত্য সত্য মারিতে হয়, তাহা হইলে এমন করিলে চলিবে না, অধ্যবসায়ের সহিত খুঁজিতে হইবে।"

অতঃপর আমরা ব্যাঘ্রী যে দিকে গিয়াছিল, সেই দিকে চলিলাম। ক্রমশঃ আমরা যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম, তাহা একটি উন্মুক্ত প্রান্তর, পার্শ্বে একটি গণ্ডশৈল, গণ্ডশৈলের উপর ঘন অরণ্যানী।

একজন বৃদ্ধ শিকারী বলিল, "দেখ, আমি ঠিক বলিতেছি, বাঘ এইখানে আছে।"

তখন আমরা ঐ গণ্ডশৈল হইতে প্রায় তিরিশ পদক্ষেপ দূরে। দিল্‌দার খাঁ কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না। সে নিম্নস্বরে কহিল, "দেখ আমি অনেক বাঘ মারিয়াছি, কেমন করিয়া বাঘ মারিতে হয়, তাহা আমি বেশ জানি। তোমাদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত— আমার আর অগ্রসর হইয়া প্রয়োজন নাই। আমি ঐ অদূরবর্ত্তী গুল্ম সন্নিধানে দাঁড়াইয়া থাকি। ঐ দেখিতেছ, ওখানে একটা পথ রহিয়াছে। তোমরা যদি বাঘকে তাড়া কর, তাহা হইলে সে ঐ পথ দিয়াই বাহির হইবে— তখন দিল্‌দার খাঁ কেমন করিয়া বাঘকে অভ্যর্থনা করে তাহা দেখিতে পাইবে। আমি এমন কৌশলে তরবারী পাতিয়া রাখিব যে সে আপনা হইতে তরবারীর উপর পড়িবে, তখন আর কি ? এক কোপেই সাবাড় করিয়া ফেলিব।"

সে যে স্থানটির কথা বলিল, আমরা সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তথায় একটি গুল্ম আছে বটে, তবে স্থানটি সে স্থান হইতে গ্রামে ফিরিবার পথে; তথা হইতে তাহার দূরত্ব দুই তিন রশির কম নহে।

পিতা বলিল, "না না, ওখানে যাইবে কেন, ওখান হইতে বাঘ দেখিতেই পাইবে না।"

খাঁ বলিল, "আমি যাহা বলি বিশ্বাস কর"— এই বলিয়া সে দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

পিতা আমাকে বলিল, "দেখ, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক কি না? সে দূর হইতে যেমন বাঘ দেখিতে পাইবে, অমনি সবেগে গ্রামের দিকে পলাইবে।" অতঃপর পিতা গ্রামবাসিগণকে বলিল, "এখন এস, খাঁ সাহেব ত দূরে বসিয়াই বাঘ মারিবে, আমাদের ত আর তাহা করিলে চলিবে না, এস আমরা অগ্রসর হইয়া অন্বেষণ করি।"

আমরা তিন দলে বিভক্ত হইলাম— দুই দল উভয় পার্শ্ব হইতে জঙ্গল ঘেরিতে চলিল, আর এক দল একটি বক্র পথ ধরিয়া পাহাড়ের পশ্চাদ্দিক দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিবার জন্য মনস্থ করিল। এই তৃতীয় দল যদি পাহাড়ে উঠিয়া বাঘ দেখিতে পায়, তাহা হইলে গুলি করিবে; আর যদি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে পাথর ছুঁড়িয়া বাঘকে জঙ্গল হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। আমরা তখন জঙ্গলের অতি নিকটে, কিন্তু বাঘের কোনও সাড়া শব্দ নাই। একবার তাড়া খাওয়ার পর বাঘ তখন চুপ করিয়া লুকাইয়াছিল। যে দুইটি দল উভয় পার্শ্ব হইতে জঙ্গল বেষ্টন করিল, আমি সেই দুইটি দলের একটিতে ছিলাম। আমার নিকট বিশেষ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কেবল ছিল একখানি তরবারী, আর একখানি পাতলা ঢাল। বাস্তবিক আমি শিকার করিব বলিয়া যাই নাই, কেবল দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখিলাম, যাহারা পশ্চাদ্দিক হইতে পাহাড়ের উপরে উঠিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ একজন, তাহার পর আর তিন জন পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হইল।

তাহাদের মধ্যে একজন জোরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা সব ঠিক আছ, তাড়া করিব?"

আমার পিতা উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ সব ঠিক, তাড়া কর।"

তিন জনে ধরিয়া একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উপর হইতে গড়াইয়া দিল— পাথর গড়াইতে গড়াইতে বজ্রগম্ভীর নিনাদে নীচে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ সকলেই বড় উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু বাঘ আর বাহির হইল না।

পিতা উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "বাঘ দেখিতে পাইতেছ কি? যদি দেখিতে পাও, গুলি চালাও; আমরা প্রস্তুত আছি।"

তাহারা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। পরিশেষে আমরা দেখিতে পাইলাম, একজন লোক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য সকলকে কি দেখাইতেছে।

পিতা বলিল, "এইবার তাহারা বাঘ দেখিতে পাইয়াছে। প্রস্তুত হও, আর বাঘ আসিতে বিলম্ব নাই। তোমরা ভাবিবারও সময় পাইবে না।"

আমাদের সকলেই পলিতা জ্বালাইয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। উপরের একজন লোক বন্দুক তুলিয়া আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জনে গগন বিদীর্ণ করিয়া ব্যাঘ্রশাবক বহির্গত হইল। সে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল, কয়েক হাত আসিয়া আর আসিতে পারিল না; মাটিতে শুইয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাবকটি অবশ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। আমাদের দলের একটি লোক তাহাকে আর একটি গুলি মারিল। এই গুলি খাইয়া সে স্পন্দনশূন্য হইয়া গেল।

পিতা বলিল, "দেখ এই ব্যাপারের যেটুকু কষ্টকর অংশ, তাহা এইবার। এইবার ব্যাঘ্রী ভয়ঙ্কর উত্তেজিত ও একেবারে মরিয়া হইয়া বাহির হইবে। এখানে থাকা বড় নিরাপদ নহে। যাহা হউক, তোমরা নিশানা ঠিক করিয়া দাঁড়াইয়া থাক। বোধ হয় সে এতদূর আসিতেই পারিবে না। আমার গুলি এপর্য্যন্ত কখনও বে-নিশানা হয় নাই— তবে তাহাতে আঘাত কেমন হইবে বলিতে পারি না, কাজেই তোমরাও সব ঠিক হইয়া থাক।"

পাহাড়ের উপরের লোকগুলিকে ডাকিয়া পিতা পুনরায় আর একখানি পাথর গড়াইয়া দিতে বলিল। পাহাড়ের কিনারায় একখানি খুব প্রকাণ্ড পাথর ছিল। অনেক ধস্তাধস্তির পর পাথরখানি খসিল এবং পুর্ব্বের মত গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া বজ্রগর্জ্জনে মাটিতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। এই পাথরখানি গড়াইয়া দেওয়ায় বেশ সুফল ফলিল। ব্যাঘ্রী আমাদের অভিমুখে সবেগে বাহির হইল ও মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি পুর্ব্বে কখনও বাঘ দেখি নাই। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। ব্যাঘ্রী তাহার লেজ খাড়া করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, মাঝে মাঝে লেজের অগ্রভাগ নাড়িতে লাগিল ও তাহার ভীষণ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি মাঝে মাঝে আমাদের দিকে নিবদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, সে কি করিবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। তাহার শাবকের মৃতদেহ তাহার নিকটেই পড়িয়াছিল, এখনও সে তাহা দেখিতে পায় নাই। আমরা সকলে মৃত ব্যক্তির ন্যায় নিস্পন্দ, সকলেরই স্কন্ধদেশে জলন্ত পলিতা। প্রথমে আমার পিতা বন্দুক ছুড়িল, তৎপরে অন্যান্য সকলেও বন্দুক ছুড়িল। আমার বন্দুক ছিল না, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। পিতা যে গুলি ছুড়িল, তাহা বোধ হয় ব্যাঘ্রীকে আঘাত করিল, কারণ সে বিচলিত হইয়া উঠিল। অন্যান্য লোকের নিক্ষিপ্ত গুলি তাহাকে লাগিল না— লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এইবার ব্যাঘ্রীটি ভীষণ নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রবলবেগে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল; আমরাও চীৎকার করিতে লাগিলাম, অস্ত্র দেখাইতে লাগিলাম। ফলে ব্যাঘ্রী আমাদের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া, দিল্‌দার খাঁ যে স্থানে লুকাইয়াছিল, সেই দিকে অপেক্ষাকৃত মন্থর গমনে চলিতে লাগিল।

পিতা বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা! দিল্‌দার এইবার মারা যাইবে। এখন বাঘ কাহাকেও রেহাই করিবে না। এখন কি করা যায়?"

ইত্যবসরে যাহারা অপর পার্শ্বে ছিল তাহারা ব্যাঘ্রীকে দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে সকলেই গুলি ছুড়িল। ব্যাঘ্রী আহত হইয়া একবার দাঁড়াইল, ফিরিয়া তাকাইল, গভীর নিনাদে গর্জ্জন করিল— ও একবার তাহার দাঁত দেখাইয়া সম্মুখ দিকে লাফাইয়া পড়িল। আমার বোধ হয় দিল্‌দার খাঁ কল্পনাও করে নাই যে ব্যাঘ্রী তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়াছিল, কোথায় কি হইতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না।

পিতা বলিল, "দিল্‌দার বাঁচিয়াও যাইতে পারে, তবে আশা খুব কম, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার উপায় কি?"

পিতার কথায় কেহই কোন উত্তর করিল না; আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করত সবেগে ব্যাঘ্রীর অনুবর্ত্তন করিলাম।"

পিতা আশঙ্কামথিত হৃদয়ে কাতরস্বরে বলিল, "পুত্র, আমির আলি, বৎস, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর— তুমি যাইও না, তুমিও নিহত হইবে।"

আমি গ্রাহ্য করিলাম না। আমার সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিবার শক্তি ঐ দলের কাহারও ছিল না। তথাপি কয়েক জন আমার অনুসরণ করিল। আমি খুব জোরে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিলাম, ব্যাঘ্রীর সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, ব্যাঘ্রী অনেকগুলি আঘাত পাইয়াছে ও অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি সে সবেগে চলিয়াছে। ব্যাঘ্রী সেই গুল্ম অভিমুখে অগ্রসর হইল, নিরুপায় দিল্‌দার খাঁ বাধ্য হইয়া গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পথের উপর বাহুবিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম খাঁ সাহেব ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত্ত অতীত হইবামাত্র ব্যাঘ্রী তাহার বুকের উপর বসিল ও ভীষণ ভাবে দংশন করিতে লাগিল। আমার পশ্চাতে যাহারা দৌড়াইয়া আসিতেছিল, তাহারা চীৎকার করিয়া আমায় পলায়ন করিতে বলিতেছে। আমি বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া একলম্ফে ব্যাঘ্রীর সমীপবর্ত্তী হইলাম ও দেখিলাম দিল্‌দার খাঁকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া ব্যাঘ্রী তাহার বুকের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাঘ্রীর উপর তরবারীর আঘাত করিলাম। বিধাতার অনুগ্রহে ব্যাঘ্রীর ঘাড়ে আমার তরবারী গভীর ভাবে প্রোথিত হইয়া গেল। ব্যাঘ্রী লাফাইয়া উঠিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া গেল। আমার মনে হইল ব্যাঘ্রী মরিয়া গিয়াছে। আমি মুহূর্ত্তমাত্র ব্যাঘ্রীকে দেখিলাম। ব্যাঘ্রী প্রায়ই মরিয়া গিয়াছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামান্য মাত্র কাঁপিতেছে— তবে সে তখনও দিল্‌দারের শরীরের উপর। হায় হতভাগ্য দিল্‌দার! দিল্‌দার যদি ভয়-ব্যাকুল হইয়া ঝোপের বাহির না হইত, তাহা হইলে ব্যাঘ্রী কখনই তাহাকে আক্রমণ করিত না। যাহা হউক, দিল্‌দারের জীবন লীলা এই ভাবেই

সমাপ্ত হইল। পিতা তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপনীত হইল, পরম সমাদরে আমাকে আলিঙ্গন করিল, তাহার চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ।

পিতা বলিল, "বালক তুমি নিজের জীবন কি জন্য এত বিপদাপন্ন করিতে গেলে? দিল্‌দারের মত একটা দুর্ব্বৃত্ত কাপুরুষকে বাঁচাইবার জন্য কেন এত হটকারি হইয়া পড়িলে? আমি তোমায় বরাবর বলিতেছি, দিল্‌দার একটা ভীরু। যাহা হউক, বৎস! আজ তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য আমি একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আজ তোমার সৎসাহস ও বীরত্ব আমাদের লজ্জা দিয়াছে।" পিতা সমবেত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ এই বালকের অকুতোভয়তা আমাদের মুখে কালি দিয়াছে। আমির যে ভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত যেরূপ তরবারী চালনা করিয়াছে, আমরা কেহই সেরূপ পারিতাম না। দেখ তরবারী একেবারে হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে! ধন্য সাহস!" পিতা পুনরায় আমায় গভীরভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

বৃদ্ধ বেণী সিংহের নিকট আমি কুস্তি ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়াছিলাম। তিনি তথায় ছিলেন। তিনি সানন্দে বলিলেন, "এই প্রশংসার এক অংশ আমার প্রাপ্য। আমারই শিক্ষার গুণ! ইস্‌মাইল সাহেব! আমি বরাবর বলিতেছি, সাহেবজাদা সর্ব্ববিষয়ে পিতার নাম রাখিবে। ভগবান করুন, সাহেবজাদা লক্ষেশ্বর হউন, সহস্রবর্ষ পরমায়ু হউক।" অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ঠিক হইয়াছে, এই প্রকারের তরবারি চালনা তোমাকে আমি অনেকবার শিখাইয়াছি। তুমি সমান দৌড়িয়া আসিয়া তোমার বামদিকে তরবারী আঘাত করিয়াছ; এভাবে নিশ্চয়তার সহিত তরবারী-চালনা খুব কম লোকেই করিতে পারে। তুমি নৈপুণ্য প্রায়ই আয়ত্ত করিয়াছ; আর সামান্য-মাত্র অভ্যাসের প্রয়োজন, তাহা হইলেই তুমি সর্ব্বাংশেই আমার সমকক্ষ হইবে। আজ আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। সাহেবজাদা! তুমি প্রারম্ভেই যখন এমন সৌভাগ্যের প্রমাণ দিয়াছ, তখন এই বৃদ্ধ রাজপুতকে স্মরণ রাখিও।"

পিতা বলিল, "ঠিক কথা মনে হইয়াছে। বেণী সিং! তোমাকে আমার একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত। বৈকালে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিও।" যথা-সময়ে বেণী সিং যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বেণী সিংএর নিকট বিশেষরূপেই কৃতজ্ঞ। তাঁহার শিক্ষাগুণে আমি যাবতীয় বীরোচিত কার্য্যে বিশেষরূপে পারদর্শী হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বন্দুক ছুঁড়িতে শিখাইয়াছিলেন, তীর ধনুকের ব্যবহার শিখাইয়াছিলেন। আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পারিতাম, সর্ব্বপ্রকার তরবারীর ব্যবহার জানিতাম। এ সমস্ত বিষয়ে গ্রামের কোন যুবকই আমার সমকক্ষ ছিল না।

সেই দিন রাত্রিকালে পিতা আমায় বলিল, "পুত্র আমির! কল্য তোমাকে

আমার সহিত শিওপুর যাইতে হইবে। তুমি আজ যে বীরত্ব সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিলে তোমার ভবিষ্যজীবনের সঙ্গীগণ তোমাকে খুব উচ্চ-চক্ষে দেখিবে। আমরা আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিব, এ সংবাদ ইতঃপুর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছি। সেই সঙ্গে তোমার বীরত্ব-বৃত্তান্তও সকলকে জানাইয়াছি। যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য তাহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবে। আমাদের দলের অনেক লোক এতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত। আমি যদি জমাদার না হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে লইয়া আমি যাহা করিতে চাই, তাহা বহুদিন পুর্ব্বেই উহাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইতাম। এই জন্য অদ্যকার এই ঘটনাটিকে আমি সাতিশয় সৌভাগ্য-লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করি। আজ আমাদের দলে অনেক প্রাচীন সিপাহী ছিল। তাহারা অনেক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছে। তুমি তাহাদের সমক্ষে যে অতুলনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়াছ, তাহার জন্য আমাদের দলের লোক সকলেই তোমাকে বিশেষ সম্মান ও আগ্রহের সহিত দলভুক্ত করিবে।”

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, “সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, নতুবা আমার ন্যায় সামান্য বালক কি প্রকারে এমন কার্য্য সাধন করিবে ?”

পিতা উত্তর করিলেন, “তুমি আর বালক নহ, বালকত্বের ক্ষীণতম কণাটীও তুমি পরিহার করিয়াছ, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। এই পরিবর্ত্তন আকস্মিক হইলেও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আশা করি, এই পুর্ণ-হৃদয়তা চিরদিনই তোমার অধিকারে থাকিবে।”

আমি উত্তর করিলাম, “আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আজ আমি প্রথম রক্তপাত দেখিলাম। মনে হয়, আরও কত শত সহস্র দেখিব।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যাঘ্রী বিনাশের পরদিন প্রত্যুষে পিতার সহিত গ্রাম পরিত্যাগপুর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া শিওপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শিওপুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী স্থান নহে। চতুর্থ দিবসের পুর্ব্বাহ্নে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠগীগণ এই স্থান হইতেই দলবদ্ধ হইয়া স্বকার্য্যে বহির্গত হইবে। এই স্থানেই আমার দীক্ষা হইবার কথা। আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে মনে আশঙ্কারও উদয় হইতেছিল ; জানি না

আমায় কি কি ব্রতপালন করিতে হইবে। 'মহিদিনের' বাটীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তথায় আরও অনেকগুলি ঠগী-নেতা ছিলেন। বিশ্রামান্তে পিতা আমাকে তাঁহাদের দরবারে তাঁহার সহিত যাইতে বলিল। এ বৎসর কি ভাবে কোন্ অঞ্চলে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা এই দরবারেই স্থিরীকৃত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের দশজন দলপতি এই দরবারে ছিলেন, পিতা তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল। সর্ব্বত্র পিতা যেরূপ আদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেন তাহা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, পিতা সকলের নায়ক। আমাকে সকলে বেশ সম্মান দেখাইল। আমার ব্যাঘ্রবৃত্তান্ত পিতা আনুপূর্ব্বিক সর্ব্বজন সমক্ষে বিবৃত করিল। ইহার ফলে সকলেই আমাকে বেশ উচ্চচক্ষে দেখিতে লাগিল। আমার মর্য্যাদা বিশেষরূপেই বাড়িয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন আমার দীক্ষা হইবে; আর দুই দিন বাকি। ঠগীদিগের পক্ষে এবং অন্যান্য সকলের পক্ষেই বিজয়া দশমীর ন্যায় শুভদিন আর নাই। এই দিনে সৈন্যযাত্রা আরম্ভ হয়; ঠগীরাও তাহাদের বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করে। বর্ষা এখন শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রাকৃতিক উপদ্রবে কোনরূপ বাধা পাইবার আর আশঙ্কা নাই। আকাশ বেশ নির্ম্মল, দেশ বিদেশ দলবদ্ধভাবে পর্য্যটন বেশ সুখকর। পথিকেরা দ্রব্যসম্ভার লইয়া দিগ্‌দিগন্তে বহির্গত হইয়াছে, কাজেই ঠগীদিগের কার্য্যারম্ভের ইহাই উপযুক্ত সময়। এই বিজয়া দশমীর দিন আমাদের বরদাত্রী অভীষ্টদেবী ভবানীর পবিত্র দিন। আমি তখনও মুসলমান, কাজেই আমার মনে এক গুরুতর সন্দেহের উদয় হইল। আমি ভাবিলাম যে, বিজয়া দশমী হিন্দুদিগের পবিত্র দিন, তবে আমরা এ দিনকে পবিত্র বলিয়া মান্য করি কেন? আমি হেতু জানিবার জন্য পিতার নিকট আমার সংশয় নিবেদন করিলাম।

পিতা বলিল, "কথাটা তোমাকে বিশদরূপে বুঝাইতে হইলে আমাদের ব্যবসায় কেমন করিয়া স্বয়ং ভগবান হইতে উদ্ভূত হইল, তাহা বুঝাইতে হয়। আমাদের সম্প্রদায়ের উদ্ভব হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকটই এই ঠগীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা। কাফেরের ধর্ম্মের সহিত আবার মুসলমান ধর্ম্মের কি প্রকারের সমন্বয় হইবে?"

পিতা উত্তর করিল, "প্রশ্নটি বড় জটিল। আমি যে যথোচিত মীমাংসা করিতে পারি, এরূপ ভরসা নাই, তবে গুটিকতক কথা বলি। হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক প্রাচীন এবং এই ধর্ম্মও যে ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্মে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা আশ্রয় করিলে একজন সত্যধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে কোন অপরাধ হয় না। আমরা— মুসলমানেরা— কেবল সেই অংশগুলিই গ্রহণ করি, হিন্দুধর্ম্মের সকল বিষয়ের অনুবর্ত্তন করি না। আর সম্পূর্ণরূপে হিন্দু

হওয়াও যায় না। হিন্দুরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজেদের দলে কিছুতেই গ্রহণ করে না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আল্লার একটি অতিগূঢ় অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই তিনি এই ঠগীদল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্যবসায় শিষ্য ও বংশ পরম্পরাক্রমে প্রাচীনতম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাহার নিয়তি আছে, তাহাকে ঠগী হইতেই হইবে। বিধাতার এই ললাট-লিপি কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। আমরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে এই ব্যবসায় পাইয়াছি, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সহিত যোগদান করায় পাপ কি?"

আমি বলিলাম, "সে ত ঠিক কথা। আমি হিন্দুদের সহিত একযোগে কার্য্য করার ঔচিত্যানৌচিত্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দুদের উৎসব মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক কেন স্বীকৃত ও পালিত হয়?"

পিতা বলিল, "কেবল এই বিজয়া দশমীর উৎসবই পালিত হয়। ইহার কারণ এই যে, অভিযানের পক্ষে এই সময়ই উপযুক্ততম এবং হিন্দু ঠগীরা এই দিনটিকে চিরদিনই শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়াছে। যাহা হউক, ঠগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে, এই সম্প্রদায় কত প্রাচীন এবং সেই সময়ে এই সম্প্রদায়ের জন্য ভগবান যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর প্রতিপালিত হইয়াছে। হিন্দুদের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমপুরুষ আদি কারণ হইতে দুইটি শক্তির উৎপত্তি হয়। একটি সৃষ্টি-শক্তি, আর একটি বিনাশ-শক্তি। প্রথম হইতেই এই উভয় শক্তির মধ্যে বিরোধ। এখনও সেই বিরোধ চলিতেছে। সৃষ্টি-শক্তি এত দ্রুতবেগে আপন কার্য্য সাধন করিয়া চলিল যে, পৃথিবী প্রাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বিনাশ-শক্তি তাহার সহিত সমানভাবে অগ্রসর হইতে পারিল না। ভগবান বিনাশ-শক্তিকে প্রথমতঃ সৃষ্টি-শক্তির সহিত সমানভাবে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা দেন নাই বটে, কিন্তু পরিশেষে তাহাকে স্বকীয় অভীষ্টপূরণ-কল্পে ইচ্ছামত যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিলেন। এই বিনাশ-শক্তির অধিনায়ক মহাদেব। বিনাশ-কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনের জন্য অনেকরূপ ব্যবস্থা হইল; তন্মধ্যে মহাদেব-পত্নী—যিনি দেবী, ভবানী, কালী প্রভৃতি অনেক নামে প্রখ্যাত, তিনি—এই উপলক্ষে একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন এবং এই মূর্ত্তিতে জীবন সঞ্চার করিলেন। এই মূর্ত্তিকে জীবন দান করিয়া কালী তাঁহার ভক্তগণকে সমবেত করিলেন—এবং তাহাদের 'ঠগী' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে 'ঠগী'-বিদ্যা শিখাইলেন এবং এই ঠগী-বিদ্যার ক্ষমতা প্রতিপাদনকল্পে নিজে যে মূর্ত্তিটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিটি, আমরা এখন যে উপায়ে নরহত্যা করি, সেই উপায়ে বিনাশ করিলেন। অতঃপর তিনি ঠগীদিগকে এরূপ উন্নত বুদ্ধি ও অপরাজেয় চতুরতা দিলেন যাহার প্রভাবে তাহারা পথিককুলকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হইল। কালী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঠগীরা পৃথিবীতে উপস্থিত হইল। কালী

তাহাদের বলিয়া দিলেন যে, নরহত্যা করিয়া তোমরা যাহা কিছু ধন সম্পদ পাইবে, তাহা তোমাদের পুরস্কার। মৃতদেহ সরাইবার জন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না, এ কার্য্যের ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। এই প্রকারে কত যুগযুগান্তর কাটিয়া গেল। তাহার ভক্তগণকেও মানবজাতির আইনের হস্ত হইতে কালী রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণেরাও তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পন্ন ছিল। জগতের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঠগী-সম্প্রদায়েও পাপ প্রবেশ করিল। অবশেষে এক দল সাহসী ঠগী কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একজন পথিককে হত্যা করিয়া কালীর আজ্ঞামত মৃতদেহ উপেক্ষিত ভাবে ফেলিয়া চলিয়া না গিয়া দেখিতে লাগিল, কালী কেমন করিয়া সেই মৃতদেহ অপসারণ করেন। তাহারা পথিপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যানীর মধ্যে দেবীর আগমন অপেক্ষা লুকাইয়া রহিল— মনে করিল কালী বুঝি তাহাদের দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু মানব কি কখন দেবতার দৃষ্টি এড়াইতে পারে? কালী তাহাদের তদবস্থ দেখিয়া সমীপে আহ্বান করিলেন। কালীর রৌদ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি সন্দর্শনে তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইল; মনে করিল, এখনই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হইবে— এই ভয়ে মূর্খেরা পলায়নের চেষ্টা করিল। কালী তাহাদের ধরিয়া ফেলিলেন, এই বিশ্বাসহীনতার জন্য তাহাদের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন।

বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে কালী তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ আমার এই মূর্ত্তি মানবের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তোমরা আজ যখন আমায় দেখিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমরা নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইতে। যাহা হউক, এবারের মত আমি তোমাদের সে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু তোমরা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ। তোমাদিগকে এই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। আজ হইতে আমি তোমাদিগকে আর রক্ষা করিব না। তোমাদের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের দেহ এতদিন আমি স্বয়ং অপসৃত করিতাম, আজ হইতে আর তাহা করিব না— মৃতদেহ-গোপনের ব্যবস্থা আজ হইতে তোমাদের নিজে নিজে করিতে হইবে। তোমরা সকল সময়ে মৃতদেহ গোপন করিতে সমর্থ হইবে না। ফলে, সময়ে সময়ে পার্থিব রাজশক্তির হস্তে বন্দী হইয়া তোমাদের শাস্তি পাইতে হইবে। ভবিষ্যতে আমি কেবলমাত্র চিহ্ন দেখাইয়া তোমাদের পরিচালনা করিব। আমার আজিকার এই আদেশ কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না— সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে।

ভ্রান্তচিত্ত অবিশ্বাসিগণের এই প্রকারে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু দেবীর এমনই কৃপা যে, তাঁহার সহায়তা হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই। সত্য বটে, অনেক সময়ে আমরা যে সমস্ত মনুষ্যকে হত্যা করি, তাহাদের মৃতদেহ লোকলোচনের গোচরীভূত হয় এবং তন্নিবন্ধন শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঠগীরা অনেক সময়ে ধরাও পড়িয়াছে— কিন্তু আমার জীবনকালে এরূপ

ঘটনা আমি কখনও জানিতে পারি নাই— এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই প্রকারে যাহারা ধরা পড়িয়াছে, তাহারা অন্য কারণে পূর্ব্ব হইতে দেবীর নিকট অপরাধ করিয়াছিল, হয়ত দেবীর সঙ্কেত অথবা উৎসব অবহেলা করিয়াছিল। তাহা হইলেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া যে শক্তি-প্রভাবে আমাদের সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ বিপদের আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, সেই শক্তির আরাধনা করা ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করা কতদূর প্রয়োজন। এই সমস্ত ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়। পরিবর্ত্তন করিলেই দেবী কুপিতা হইবেন। আমরা মুসলমান, কিন্তু আমাদের পবিত্র ধর্ম্মে এমন কিছু নাই, যাহা এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা পালন করিতে নিষেধ করে। আমরা স্বধর্ম্মের নিয়মাবলী যথাযথ পালন করি ; দিবসে পাঁচবার করিয়া নমাজ পড়ি এবং প্রতিমা পূজা করি না। আর দেখ, নিজের ধর্ম্মপালন ব্যতীত ঠগী বলিয়া আমরা যাহা করি, তাহা নূতন করিতেছি না, আমরা যতদিন ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছি, ততদিন হইতেই করিয়া আসিতেছি। এই সমস্ত করা যদি খোদার অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি এতদিন আমাদের উপর বিরক্ত হইতেন ও তাঁহার বিরাগের ফলে নিশ্চয়ই আমাদের সমূহ অনিষ্ট হইত— আমাদের যাবতীয় উদ্যম অকৃতকার্য্য হইত— আমাদের জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না— এবং এতদিনে আমাদিগকে ঠগী সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে হইত, হিন্দুদের সহিত সকল সংস্রব কাটিয়া ফেলিতে হইত।"

আমি বলিলাম, "এইবার আমি সমস্ত তত্ত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আপনার বর্ণিত ইতিহাস অত্যন্ত অদ্ভুত। আপনি যে বলিয়াছেন যে, আমরা বিশেষরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত, তাহা সর্ব্বৈব সত্য। প্রাচীনকাল হইতে যে সমস্ত রীতি চলিয়া আসিতেছে, তৎসমুদয়ে ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা পাপজনক ; সরলভাবে এই সমস্তের অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম্ম। বৃদ্ধ মোল্লা আমাকে শৈশব হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। তাহার নিকট আমি শিখিয়াছিলাম যে, হিন্দুরা পতিত ও ধর্ম্মহীন— সেই জন্যই কাফেরদিগের সহিত আমাদের এই প্রকাশ্য সংস্রব আমার চক্ষে অসমীচীন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। এখন বুঝিতেছি, মোল্লা হয় অজ্ঞ, নয় ধর্ম্মান্ধ।

পিতা বলিল— "আমি যাহা বলিলাম, তাহার অতিরিক্ত আর কোনও কথা বলিতে চাহি না। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বেশ জোর করিয়া বলিতে পারি যে, উচ্চ জাতীয় হিন্দুদিগের সহিত তোমাকে সর্ব্বদাই একসঙ্গে কার্য্য করিতে হইবে। তুমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে যে, কি বিশ্বস্ততায়, কি বন্ধুতায়, তাহারা মুসলমান অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। আমার জীবনের ইহাই অভিজ্ঞতা।"

বিজয়া দশমীর দিন আমার ঠগীসম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণের যথাবিধি অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। আমি স্নান করিয়া বিশুদ্ধ নববস্ত্র পরিধান করিলাম ; পিতা আমার গুরু হইল। সে আমার হাত ধরিয়া একটি কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। এই কক্ষের

মধ্য স্থলে একখানি শ্বেতবস্ত্র বিস্তৃত ছিল। তাহার উপরে ঠগী সম্প্রদায়ের অন্যান্য দলপতিগণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার পুর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পিতা তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে এই বালককে ঠগী সম্প্রদায়ে একজন ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিতে কি সম্মত আছেন?" তাঁহারা সকলে একবাক্যে উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমরা সকলেই সম্মত আছি।"

তৎপরে আমাকে এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল। দলপতিগণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তথায় আসিয়া পিতা উর্দ্ধে চাহিয়া করজোড়ে উদাত্তগম্ভীর নির্ঘোষে বলিল—

"জয় ভবানী, বিশ্বজননী
ভৃত্য আমরা, সকলে তোমার
দানব-দল-দলনী!
আজি, তোমারি চরণ, সেবার কারণ
নবীন ভৃত্য আগত,
পদ-ছায়া দেহ তাহারে—
ইঙ্গিত করি, দেহ জানাইয়া
সম্মতি তব শিবানী।"

আমরা নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! সহসা পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশীর্ষ হইতে বনপেচকের সুগম্ভীর কঠোর নিনাদ শ্রুত হইল।

"জয় ভবানীকি জয়! জয় কালী মাতাজীকো জয়" দলপতিগণের সমবেত কণ্ঠে এই জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া গগণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অতঃপর পিতা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—

"পুত্র! প্রসন্ন ও উৎসাহান্বিত হও— আমরা বড়ই আশাজনক ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছি। এ প্রকার শুভ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইব, এরূপ আশাই করি নাই। এখন তোমার দীক্ষা হইল, দেবী ভবানী তোমাকে তাঁহার ভৃত্যমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।"

পুনশ্চ আমাকে সেই কক্ষ মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল ও আমাকে একখানি ক্ষুদ্র কুঠার দেওয়া হইল। এই ক্ষুদ্র কুঠারই আমাদের ব্যবসায়ের চিহ্ন। আমি দক্ষিণ করতলে একখানি শ্বেত রুমাল পাতিলাম, কুঠারখানি তাহার উপর স্থাপিত হইল। অতঃপর এই কুঠারখানি বক্ষঃপর্য্যন্ত উত্তোলন করিবার জন্য আমাকে বলা হইল। তাহার পর আমি শূন্যে বামহস্তে উত্তোলন করিলে আমাকে এক অতি ভয়ঙ্কর শপথ পাঠ করান হইল। আমি আজ হইতে যে দেবীর সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম, অতঃপর সেই দেবীর স্তব পঠিত হইল। তাহার পর, হস্তে কোরাণ ধরিয়া

সেই শপথ পুনরাবৃত্তি করিলাম। এইবার আমাকে কিঞ্চিৎ গুড় দেওয়া হইল, আমি সেই গুড় খাইলাম। এই প্রকারে আমার দীক্ষা-কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ভবানীর শুভ ইঙ্গিত সহকারে অনুষ্ঠান সমাধা হইলে সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলী পিতার সৌভাগ্যনিবন্ধন যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর পিতা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"পুত্র! আজ তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, সেই ব্যবসায় জগতের মধ্যে মহত্তম ও ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই ব্যবসায় প্রাচীনতম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আজ হইতে তুমি বিশ্বাসী, সাহসিক ও মন্ত্র-শুদ্ধি-পরায়ণ হইবে বলিয়া শপথ করিয়াছ। দৈবযোগে অথবা তোমার কৌশলপ্রভাবে যে কোন মনুষ্য তোমার করতলগত হইবে, তাহাকেই তুমি বধ করিবে। কেবল মাত্র যাহাদের বধসাধন আমাদের ব্যবসায়ের নিয়মাবিরুদ্ধ, তাহাদের বিনাশ করিবে না, ইহাও তুমি শপথ করিয়াছ। ভবানীর আদেশে কয়েকটি সম্প্রদায় আমাদের নিকট পবিত্র। তাহাদের হত্যা করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহাদের বিনাশ করিলেও দেবী সে বলি গ্রহণ করেন না। যেমন ধোপা, ভাট, শিখ, নানকসাহী, মুদারী, ফকীর, নৃত্যকর, গায়ক, ভাঙ্গী, তেলী, লোহার, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং হস্তপদবিহীন ব্যক্তি। এই কয়টি ব্যতীত সমগ্র মানব জাতিই তোমার বধ্য। মানব বিনাশের জন্য তোমার সাধ্যায়ত্ত উপায় কখনও উপেক্ষা করিও না। তবে দেবীর যাহা ইঙ্গিত, তাহা যেন কদাচ অবহেলা করিও না। আর আমার কিছুই বলিবার নাই। এখন তুমি একজন ঠগী। এই ব্যবসায় আশ্রয় করিতে হইলে তোমার আর যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা আমাদের যিনি গুরুদেব, তিনি উপদেশ করিবেন। তাঁহার নিকট অপরাপর যাবতীয় ব্যাপার শিখিবে।"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট হইয়াছে। আমি আমরণ আপনার একান্ত আজ্ঞাধীন। এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা এই, যেন শীঘ্র শীঘ্র আমার উপর এমন কার্য্যের ভারার্পণ করা হয়, যাহাতে আমি আমার অনুরাগ প্রতিপাদন করিতে পারি।"

এই প্রকারে আমি একজন ঠগী হইলাম। সাধারণতঃ লোকে যে ভাবে ঠগী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, আমি যদি সেই ভাবে এই দলে প্রবেশ করিতাম, আমার পিতা যদি এই দলের অধিনায়ক না হইত, তাহা হইলে আমাকে একজন অতি নিম্নপদস্থ সাধারণ ঠগী হইয়া প্রবেশ করিতে হইত। তাহার পর যদি কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কালে অধিনায়কত্বও লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাকে আর এ কষ্টভোগ করিতে হইল না। যদিও তখন আমার বয়স অত্যন্ত অল্প, সে বয়সে দলপতি হওয়া অসম্ভব, তথাপি আমি অন্যান্য সকলের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সকলেই বুঝিলেন যে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ আমার পিতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেই আমি অধিনায়কের পদ প্রাপ্ত হইব।

ঠগী মণ্ডলী নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া যে কারণে এইস্থানে, সমবেত হইয়াছিল, এইবার সেই কথা বলি। এ বৎসরের কার্য্যের জন্য আমার পিতা এই সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, এবার তিন জন দলপতির অধীনে তিনটি বৃহৎ দল লইয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। নাগপুর পর্য্যন্ত সকলে একত্রে যাইবেন, তথা হইতে পিতা তাহার সম্প্রদায়সহ হায়দ্রাবাদ যাইবে; অন্য দুই দলের মধ্যে একদল ঔরঙ্গাবাদ, তথা হইতে খান্দেশের মধ্য দিয়া বহরমপুরে ফিরিয়া আসিবে, অন্য দল ঔরঙ্গাবাদ হইতে পুণা এবং পুণা হইতে যদি পারে সুরাট পর্য্যন্ত যাইবে, সুরাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। তবে যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলে বুরাহনপুর হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। আসল কথা, আগামী বর্ষার প্রারম্ভে তাহাদের পুনশ্চ শিওপুরে সমবেত হইতে হইবে।

এইরূপ স্থিরীকৃত হইবার পর, কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা যাত্রা করিলাম। আমাদের অধীনে ৬০ জন, হুসেনের অধীনে ৪৫ জন, অন্য একজন জমাদার—যাহার নাম লৌস খাঁ— তাঁহার অধীনে ৪৫ জন, মোট ১৫০ জন লোক লইয়া আমরা চলিতে লাগিলাম।

পিতা বর্ত্তমান বর্ষের অভিযানের জন্য যে প্রস্তাব করিল, সকলেই বিনা আপত্তিতে তাহার অনুমোদন করিল। সকলেই বলিল যে, ইস্‌মাইল সাহেব স্বয়ং যখন এই দলের সঙ্গে যাইতেছেন, তখন আর চিন্তা কি? এ দিকে বহুদিন দক্ষিণাপথে যাওয়া হয় নাই, সুতরাং এই অভিযানে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য দলেরা হিন্দুস্থানের মধ্যেই বিচরণ করিবে; যখন যেমন সুবিধা হইবে, সেইরূপ কার্য্য করিবে; এখন হইতে তাহা স্থির করা কঠিন।

যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে ভবানীর ইঙ্গিত কি, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভবানীর সম্মতি ব্যতীত—ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক—কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় নাই। কাজেই যে সমস্ত বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা ভবানীর ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যায়, আমরা তৎসমুদয়েরই অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

যেদিন প্রভাতে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইবার কথা, সেই দিন সমস্ত উদ্‌যোগাদি করিয়া আমরা গ্রাম হইতে অনতিদূরবর্ত্তী পথিপার্শ্বস্থ একটি উন্মুক্ত স্থানে গমন করিলাম। বদ্রীনাথ নামে আমাদের দলভুক্ত একজন সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনায় বিশেষরূপে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পবিত্র কুঠার হস্তে অগ্রগামী হইলেন। এই কুঠারখানিও পূর্ব্বে যথাবিধি অভিষেক করা হইয়াছিল। আমার পিতা ও অপর তিনজন জমাদার বদ্রীনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আমার পিতা সমস্ত দলের অধিনায়ক, এতদুপলক্ষে তাহাকেও একটি কার্য্য করিতে হইল। একটি ঘটির মুখে দড়ি বাঁধা ছিল। এই ঘটিতে এক ঘটি জল পূর্ণ করিয়া পিতা দড়িগাছটি দন্তে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। ঘটিটি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুলিতে

লাগিল। ঐ ঘটি যদি কোন প্রকারে পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত, দারুণ বিপদ উপস্থিত, তাহার আর নিস্তার নাই! তাহা হইলে ঠিক বুঝিতে পারা যাইত, হয় বর্ত্তমান বর্ষে নয় পরবর্ত্তী বর্ষে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম! তথায় আমার পিতা দণ্ডায়মান রহিল। আমাদের দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিবার কথা ছিল, পিতা দক্ষিণ মুখ হইয়া দাঁড়াইল। বক্ষঃদেশে বাম হস্ত রাখিয়া ভক্তি সহকারে ঊর্দ্ধ নয়নে গম্ভীরস্বরে ভবানীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিল—

"করুণা নয়নে চাও হে বিশ্বমাতঃ
তোমারি ভকতমণ্ডলী মোরা,
তোমারি চরণাশ্রিত।
তব স্বহস্তে গঠিত এ দল
তোমারি আদেশ পালিছে,
অভিযানমুখে ব্যগ্র চিত্তে
তব ইঙ্গিত যাচিছে।
অভিমত তব থাকে যদি দেবী,
ইপ্সিত এই লক্ষ্যে
ব্যক্ত করিয়া ইচ্ছা তোমার
দূর কর মন দুঃখে॥

পিতা নীরব হইলে প্রত্যেকেই উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা আবৃত্তি করিল।

দেবীর ইঙ্গিত জানিবার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলের শ্বাস প্রশ্বাসও যেন রুদ্ধ। দীর্ঘকাল আমরা অপেক্ষা করিলাম, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হইবে; কাহারও মুখে একটিমাত্র কথা নাই। এতগুলি লোকের এই ভক্তিপূর্ণ স্তব্ধতা বড়ই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য!

পরিশেষে আমরা ভবানীর ইঙ্গিত পাইলাম। বাম দিকে একটি গর্দ্দভ ডাকিয়া উঠিল— সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রত্যুত্তরে দক্ষিণ দিকে আর একটি গর্দ্দভ ডাকিল। এই ইঙ্গিতে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইল। এ প্রকারের পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিত বহুদিন পাওয়া যায় নাই। সকলেই বুঝিল, এবারকার অভিযানে বিশেষরূপ সফলতা লব্ধ হইবে— এবার লুণ্ঠন কার্য্যে অনেক মূল্যবান বস্তু পাওয়া যাইবে। সকলে সমবেতস্বরে উচ্চ নিনাদে ভবানীর জয়ধ্বনি করিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুকে হাস্য মুখে জানাইল— "এবার বড়ই সুবৎসর।"

দীর্ঘ সাতঘণ্টা কাল পিতা তথায় বসিয়া রহিল; এই অবসরে যাত্রার অন্যান্য উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। সাত ঘণ্টা পর পিতা উঠিল ও আমরা গণেশপুর যাইবার জন্য বাহির হইলাম।

সন্ধ্যায় সময় আমরা যে আড্ডায় বিশ্রাম লইলাম, তথায় পুনরায় বাম পার্শ্ব ও

দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ভবানীর শুভেচ্ছাদ্যোতক ইঙ্গিত বদ্রীনাথ প্রাপ্ত হইল। বদ্রীনাথ বরাবর দলের অগ্রে অগ্রে নিশান ধরিয়া আসিতেছিল ; তাহার হস্তে কুঠার ছিল। এই কুঠারখানি যথাবিধি অভিষিক্ত হওয়ায় এখন তাহার নাম হইয়াছিল, খুস্সি। এই প্রকারে দ্বিতীয়বার ভবানীর ইঙ্গিত লাভ করায় আমাদের সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিলাম, এবার আমরা আশাতীতরূপ সফলতা লাভ করিব। নেতৃগণের উপরও আমাদের বড়ই বিশ্বাস জন্মিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা এক ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিলাম। এই নদীতীরে আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। আমাদের সঙ্গে দাল, রুটি ও গুড় ছিল। সকলে তাহা আহার করিলাম। অগ্রসর হইতে পুনরায় শুভচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। সকলেই একবাক্যে বলিল, এবার আমরা লুণ্ঠনকার্য্যে বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইব।

আমার নিকট এই সমস্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি এ সমস্তের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এই সমস্ত চিহ্নে সকলের যেরূপ গাঢ় ও অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং যে প্রকার নিয়মিত ভাবে নানা প্রকারের পূজাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমার মনে ঐ সমস্তের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ রহিয়া গেল। কারণ আমার নিজের উপর বিশ্বাস এতই অধিক ছিল যে, চিরদিনই আমি মনে করিতাম, এই সমস্ত অনুষ্ঠান নিতান্ত কুসংস্কারমূলক। এই অবিশ্বাসের জন্য ভবানী নিশ্চয়ই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে আমাকে এই অবিশ্বাসের জন্য অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।

কয়েক দিনের মধ্যে আমরা গণেশপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এপর্য্যন্ত আমরা কোনওরূপ কার্য্য পাই নাই। গনেশপুর একটি সহর— আমরা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম না, বাহিরে একটি আমবাগানে রহিলাম। আমাদের দল হইতে সন্ধানকারী সহরে প্রেরিত হইল। ইহারা লোককে প্রলুব্ধ করিয়া দলে লইয়া আইসে। তাহারা সমস্ত দিন ধনশালী পথিকের অন্বেষণে সহরে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। সকলেই ইহাদের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়াছিল। ইহারা ফিরিয়া আসিবামাত্র চারিদিক হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিল, তাহারা শিকার জোগাড় করিতে পারিয়াছে কি না ? দুইজন হিন্দু এই সন্ধানকারীর কার্য্য করিত। ইহাদের মধ্যে একজন বদ্রীনাথ। ইহার কথা আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি। বদ্রীনাথ জাতিতে ব্রাহ্মণ। আর এক জনের নাম গোলাপ, সে ব্যক্তি জাতিতে শূদ্র। উভয়ের কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী বড়ই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। অন্যান্য লোকের মুখে শুনিলাম যে, ইহাদের চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। অন্যান্য লোকের ন্যায় তাহারা সহরে গিয়া কি কতদূর করিল, জানিবার জন্য আমিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় পিতা যখন সভা করিয়া বসিল, তখন আমিও তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

বদ্রীনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "সমস্ত বাজার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। পরিশেষে একজন বেণিয়ার দোকানে গেলাম। এই দোকানে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেণিয়ার সহিত তুমুল কলহ করিতেছিলেন। আমি তথায় যাইবামাত্র এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে সাগ্রহে সম্ভাষণ করিলেন। বেণিয়া নাকি অন্যায়পুর্ব্বক এই ভদ্রলোকের নিকট কিছু টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভদ্রলোক অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছেন; আমি যাইবামাত্র আমাকে মধ্যস্থ মানিলেন ও বলিলেন, মহাশয়। আপনি সাক্ষী রহিলেন, আমি ইহার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কোতয়ালের নিকট নালিশ রুজু করিব।

"বেণিয়াও বড় অভদ্র লোক। সে বড়ই অশিষ্ট ভাষায় ভদ্রলোককে গালাগালি করিতেছিল। অনেক গণ্ডগোলের পর আমি অনেক অনুনয়, মিষ্টবাক্য ও দরকার মত মাঝে মাঝে ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার উপর বড়ই তুষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে দোকান হইতে বাহির হইলাম। পথে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করেন, প্রভৃতি সমস্তই জিজ্ঞাসা করিলাম। ক্রমশঃ কথায় কথায় তাঁহাকে জানাইলাম, এই সহর বড়ই ভয়ানক স্থান, বিদেশী পথিকের পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নহে— এমন কি একরাত্রিও তথায় থাকা উচিত নয়। ক্রমশঃ জানিলাম, তিনি নাগপুরের রাজার পারস্যভাষায় মুৎসুদ্দি, তিনি এখন তাঁহার পুত্রের সহিত নাগপুর যাইতেছেন।

"আমি তাঁহাকে অনেক ভয়ের কথা বলিতে লাগিলাম। পথে অনেক দস্যু আছে, অনেক ঠগী আছে। আমার কথায় তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর বলিলাম, আমরাও একদল পথিক আমরা নাগপুর হইয়া দক্ষিণাপথে যাইব। আমরা পরস্পরের রক্ষার জন্য প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়াছি। সহর নিরাপদ নহে জানিয়া এবং আমাদেরও যথেষ্ট লোকবল আছে বলিয়া আমরা সহরের বাহিরে রহিয়াছি। অতঃপর আমি প্রস্তাব করিলাম যে, তিনিও যদি সহর পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দলে আইসেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। আমার প্রস্তাবে বৃদ্ধ অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি আমাদের দলে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি গোপালকে তাহার নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা এখন জিনিস পত্র বাঁধা ছাঁদা করিতেছে, সূর্য্যাস্ত হইতে হইতেই তাহারা আসিয়া এখানে উপনীত হইবে।"

পিতা সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিল "জয় আল্লার জয় বদ্রীনাথ তুমিই ধন্য! দেখ, এই বৃদ্ধ মুৎসুদ্দির নিকট নিশ্চয়ই অনেক টাকা কড়ি আছে। বৃদ্ধ যদি এখানে আমাদের দলে আইসে, তাহা ত ভালই, আর যদি না আইসে তাহা

হইলেও তাহার নিস্তার নাই— সে ত নাগপুর যাইবেই। দেখ, যদি সে আমাদের দলে না আইসে, তাহা হইলে জন-কতক 'সাবাড়ী' নাগপুরের রাস্তায় আগে গিয়া তাহাদের কবর খুঁড়িয়া রাখিবে— এখানে না পাইলে তাহাকে পথের মধ্যে হত্যা করা যাইবে।

যাহা হউক, সূর্য্যাস্ত হইতে হইতেই বৃদ্ধ মুৎসুদ্দি আমাদের শিবিরে আসিলেন। আমার পিতা ও অপর দুইজন জমাদার শিবিরের বাহিরে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, তিনি একজন বিশিষ্ট ধনবান লোক, কথাবার্ত্তা বড়ই মধুর— অনেক রাজদরবারে ও অনেক ভদ্র সমাজে ভ্রমণ করিয়াছেন। বৃদ্ধের সহিত একখানি শকট ছিল। এই শকটে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন। চারিদিকে কাপড় ঘিরিয়া বেশ নিভৃতস্থানে শকটখানি রাখা হইল। আমার পিতা ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ একখানি কারপেটের উপর বসিয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র স্ত্রীলোকদিগের ব্যবস্থা করিয়া তথায় আসিলেন। বৃদ্ধের পুত্রটি বড়ই সুকান্তিবিশিষ্ট ও দেখিলেই বেশ প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয়। সেই স্থানে দলভুক্ত আরও অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলের মধ্যে বেশ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র মহানন্দে যাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশ্য কি, কি জন্য এত আদর করিয়া তাঁহাদিগকে এস্থানে আনিয়াছে এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা যেখানে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিকটে প্রকাণ্ড গোর খনন করা হইতেছিল। তাঁহাকে ও তাঁহাদের দলের সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়া এই কবরের মধ্যে প্রোথিত করা হইবে, ইহা বহুপূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল।

কথায় কথায় ঐ বৃদ্ধ বদ্রীনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বদ্রীনাথ, আজ তুমি ঐ দস্যুসঙ্কুল গ্রাম হইতে আমাকে এখানে আনিয়া যে কি পর্য্যন্ত ভাল কার্য্য করিয়াছ, তাহা একমুখে বলিতে পারি না। এখানে তোমরা দশজন ভদ্রলোক একত্রে রহিয়াছ। তোমরা সকলে বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সংসারের অনেক দেখিয়াছ; আর ওখানে সকলেই যেন দস্যু— ওখানে থাকিলে আমার রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা হইত না— আর এখানে কোন চিন্তা নাই।"

আমার পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ দস্যু বসিয়াছিল, সে অনুচ্চস্বরে বলিল, "সে বিষয়ে আর চিন্তা কি, খুব ভাল করিয়াই তোমাদের যত্ন করা যাইবে।"

আমি বলিলাম, "কিরূপ?"

সে আমাকে একটি চিহ্ন দেখাইল। এই চিহ্ন হইতেই আমি বুঝিতে পারিলাম

যে সে একজন ফাঁসিদার। তাহারাই গলায় ফাঁস পড়ায়। অদ্যকার কার্য্যের জন্য সে ব্যক্তিই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

সেই ফাঁসিদার পুনশ্চ অতীব মৃদুস্বরে বলিল, "এই লোকটার উপর আমার অনেক কালের জাতক্রোধ আছে, আজ আর তাহার নিস্তার নাই— আজ আমি সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইব।"

লোকটি যখন এই কয়টি কথা বলিল, তখন দেখিলাম, তাহার মুখশ্রী এক বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার? কি হইয়াছিল বল দেখি?"

সে বলিল "না এখন আর সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কল্য রাত্রিতে যখন আমরা মজ্‌লিসে সমবেত হইব— তখন সমস্ত কথা বলিব; সে অনেক কথা। সে কি এখন বলার সময়? এই লোকটার নাম ব্রজলাল, এমন দুর্ব্বৃত্ত আর জগতে নাই। বোধ হয় এ ব্যক্তি জীবনে যত নরহত্যা করিয়াছে, আমাদের দলের কোন ঠগই তত নরহত্যা করে নাই। কিন্তু ইহার আয়ুষ্কাল পুর্ণ হইয়াছে। এক টান্ দিব, আর অমনি বাছার ভবলীলা শেষ হইবে!"

আমি বলিলাম, "আর ঐ ছেলেটি? ছেলেটিকে অবশ্য ছাড়িয়া দিবে, কি বল?"

লোকটি বলিল "আর সে গ্রামে গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিক্! আর আমরা মারা যাই! আপনি ত বেশ কথা বলিতেছেন!"

এই কথা বলিয়া লোকটি বৃদ্ধ আগন্তুকের পশ্চাতে গিয়া বসিল। আগন্তুক তাহাকে সহসা আসিয়া এত নিকটে বসিতে দেখিয়া একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন এবং যেন একটু চঞ্চলও হইলেন।

পিতা বলিল, "থাকুন, থাকুন। উনি আমাদেরই দলের লোক। এ সব স্থানে সন্ধ্যাকালে আমাদের সকলেই সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, এইরূপ ভাবে অবস্থান করাই আমাদের প্রথা। আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একজনকে মধ্যস্থলে বসাই। তিনি গল্প করেন, আর আমরা সকলে তাঁহার গল্প শুনি। এই প্রকারে যতক্ষণ শয়ন করিবার সময় না হয়, ততক্ষণ আমরা অতিবাহিত করি।"

প্রাচীন ঠগী বৃদ্ধ আগন্তুকের পশ্চাতে বসিয়া রহিল। আমি দেখিতে পাইলাম, সে তাহার অস্ত্র লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার অস্ত্র আর কিছুই নহে, একখানি রুমাল মাত্র। সে সেই রুমালখানি একবার একহাতে রাখিতেছে ও অন্যহস্তে টানিতেছে। সমবেত লোকগুলিকে দেখিতে দেখিতে উত্তেজনায় আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বৃদ্ধ আগন্তুকের পার্শ্বে তাহার সেই সুন্দর মুর্ত্তিসম্পন্ন পুত্র বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা নিশ্চিন্তভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, জানে না যে তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের ঘাতকগণ বসিয়া রহিয়াছে, ইঙ্গিত পাইবামাত্রই

তাহাদের বিনাশ সাধন করিবে। আমার হৃদয়ে কেমন যেন করুণার উদয় হইল, অতর্কিতে কে যেন আমার মনে তাহাদিগকে সতর্ক করিতে উপদেশ দিল। আমি যদি সুনিশ্চিতরূপে না জানিতাম যে, কোন প্রকারে দস্যুদিগের মনোভাব তাহাদিগকে জানাইলে আমিও তন্মুহূর্ত্তেই জীবন হারাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতাম। আমার মনে এতই উত্তেজনা হইতেছিল। তাহার পর মনে হইল, এখন আর উহাদিগকে সাবধান করিলেই বা কি হইবে। ক্রমশঃ দেখিলাম হৃদয়ভাব চাপিয়া রাখা অসম্ভব। কাজেই আমি সহসা সে স্থান পরিত্যাগ করত দ্রুতগতিতে উঠিয়া চলিলাম। আমাকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পিতাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসিল।

পিতা বলিল, "তুমি উঠিয়া চলিলে কেন? তোমাকে যে ওখানে থাকিতে হইবে এই তোমার কার্য্যতঃ দীক্ষা। তোমাকে সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক দেখিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি শীঘ্রই ফিরিব, আমি বেশী দূর যাইব না। আমার হঠাৎ কেমন অসুস্থতা বোধ হইতেছে।"

পিতা মৃদুস্বরে বলিল, "দুর্ব্বলচিত্ত! দেখিও, অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিও না শীঘ্রই ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া যাইবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার অসুস্থতা সারিয়া গেল। আমি ফিরিয়া গিয়া আমার পূর্ব্বস্থানে পুনরায় বসিলাম। আমি সেই আগন্তুক বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্রের ঠিক সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। হায় আল্লা! সাহেব, এখন আমার মনে হইতেছে, ঐ বুঝি তাহারা পিতা পুত্রে ঐখানে বসিয়া রহিয়াছে। ঐ যেন পুত্রের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

বলিতে বলিতে আমির আলির মুখ সত্যই বিবর্ণ হইয়া গেল, সে উন্মাদের মত শূন্যনয়নে চাহিতে লাগিল। যাহা হউক, সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া ও চক্ষু মুদিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল "তাজ্জব ব্যাপার! আচ্ছা আশ্চর্য্য ব্যাপার!— তাহারা উভয়ে ঠিক যেন আমার প্রতি চাহিতেছিলেন!— বোধ হয়, বার্দ্ধক্য-বশতঃ দিন দিন আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতেছে! যাহা হউক, আমি তখনও পুনঃ পুনঃ তাহাদের প্রতি চাহিতে লাগিলাম। আমার দৃষ্টি যে অর্থপূর্ণ, ইহা যেন তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। ইংরাজের সহিত নাগপুরের রাজার যে সন্ধি হইয়াছে, বৃদ্ধ তাহারই কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে, এই প্রকারে দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করা, রাজার উচিত হয় নাই। হঠাৎ আমার পিতা সজোরে বলিয়া উঠিল, "আমাকুলে আও।" ইহাই সঙ্কেত বাক্য। চিন্তা অপেক্ষাও ক্ষিপ্রতর গতিতে একজন ঠগী বৃদ্ধের এবং অন্য একজন তাহার পুত্রের গলায় রুমালের ফাঁস লাগাইয়া জোরে টানিয়া ধরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিলাম, তাহারা চিৎ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। তাহাদের

মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হয় নাই। তাহাদের গলা কেবল অস্পষ্টরূপে ঘড়্ ঘড়্ করিতে লাগিল। এই ফাঁসিকে ঠগীরা 'ভুটোটি' বলে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা তাহাদের হস্তধৃত বস্ত্রখণ্ড ছাড়িয়া দিল। চতুষ্পার্শে যাহারা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা দেহ দুইটি লইয়া গেল। কবর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল।

পিতা মৃদুস্বরে বলিল, "এইবার অবশিষ্ট লোকগুলির ব্যবস্থা কর, জনকতক চাকরগুলির কাছে যাও; দেখিও যেন গোলযোগ না হয়। গাড়োয়ান ও অন্যান্য লোককে সাফ্ করা অতি সহজ ব্যাপার।

বৃদ্ধ যে স্থানে স্বকীয় শকটখানি রাখিয়াছিল, কয়েকটি লোক তথায় গমন করিল। ভৃত্যগণ ও শকটচালক এক বৃক্ষমূলে খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিল। একটা ছট্‌ফটানি মাত্র শুনিলাম। তাহাদের কথাটি পর্য্যন্ত কহিবার অবকাশ হইল না।

পিতা আমাকে বলিল, "এস, দেহগুলির কি ব্যবস্থা হয় দেখিবে।" হুসেন আমার বাহু ধরিয়া ত্বরিত গমনে আমাকে কবরগুলির অভিমুখে লইয়া চলিল। আমাদের শিবিরশ্রেণীর পার্শ্বে যে স্থানে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় কয়েক হাত গভীর পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ পথ। ইহার নিম্নদেশে একটি খাত খনন করা হইয়াছে। খাতের পার্শ্বে সদ্যনিহত আটটি নরদেহ শায়িত। বৃদ্ধ, তাহার পুত্র, তাহার দুই স্ত্রী, শকটচালক, দুইজন পুরুষ ভৃত্য, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক— আর একজন ভৃত্য— সে স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের মধ্যে ছিল। দেহগুলি প্রায়ই উলঙ্গ। কি বীভৎস দৃশ্য!

পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "সমস্ত আসিয়াছে ত?"

একজন কবর-খননকারী বলিল, "হাঁ খোদাবন্দ!"

পিতা বলিল, "তবে আর কি, পুঁতিয়া ফেল।" দেহগুলি কবরসাৎ করা হইল, একজনের মাথা আর একজনের পায়ের উপর রাখা হইল।

একজন কবর-খননকারী বলিল, "এখানকার মাটি বড় নরম— ফুলিয়া উঠিলে বড় বিপদ হইবে।" তাহার কথামত শবগুলির তলপেটে ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইল। কবরে মাটি দিয়া তাহার উপরে বেশ করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে স্থানটি এমন হইল যে, কেহই বুঝিতে পারিবে না, তথায় এই মাত্র মাটি খনম করা হইয়াছিল— অথবা আটটি মৃতদেহ তাহার নিম্নে প্রোথিত আছে। সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা নিজ নিজ শয্যায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম।

সাহেব, সে রাত্রি আমি কেমন করিয়া যাপন করিলাম, শুনিতে চাও কি? আমি যতই অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করি, কিছুতেই পারি না। সেই পিতাপুত্রের মূর্ত্তি আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে আসিতে লাগিল। বৃদ্ধের বাক্যগুলি আমার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আর সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, যেন বৃদ্ধের সেই পুত্রের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি আমার চক্ষুর উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার মনে হইতে

লাগিল, যেন সহস্র দৈত্য আমার বক্ষের উপর বসিয়া রহিয়াছে। নিদ্রা আর কিছুতেই আইসে না। যে কার্য্য দেখিলাম, তাহা এতই সুচিন্তিত ও উত্তেজনা-বিহীন নির্ম্মম হত্যা যে, কিছুতেই আমি আপনাকে নিরপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলাম না। এই দৃশ্য দর্শন করিয়াছি বলিয়াই আমার মনে হইতে লাগিল, আমি পাপগ্রস্ত হইয়াছি। কিন্তু পিতা ত ইহাতে যোগদান করিয়াছিল! আমি পিতাকে বড়ই ভক্তি করি। হুসেনও ইহাতে যোগদান করিয়াছে। হুসেনের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা— তথাপি আমার বিবেক আমায় কষ্ট দিতে লাগিল। যতই সে দৃশ্য ভুলিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই পারি না— আমার মন কিছুতেই শান্ত হয় না। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া শিবিরের বাহিরে গেলাম ও উন্মুক্ত আকাশ তলে বসিয়া রহিলাম। চন্দ্র চিরদিন যেমন উজ্জ্বল, আজিও তেমনি, মাঝে মাঝে মেঘের অন্তরালে চন্দ্র-কিরণ নিষ্প্রভ হইতেছে। স্নিগ্ধ ও শীতল বায়ু বহিয়া বহিয়া আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের শান্তি বিধান করিতে লাগিল। আমি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমশঃ আকাশ মেঘাবৃত হইল, চন্দ্রদেব একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন। দুই এক বিন্দু বারিপাত হইল। আমার মনে হইল, আমাদের কার্য্যাবলী সন্দর্শনে চন্দ্রদেব যেন ঘৃণায় মুখ আবৃত করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ায় আমি শিবিরাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করিলাম। আমি ধীরে ধীরে পিতার সন্নিধানে গমন করিলাম। দেখিলাম, সে নিরুদ্বেগে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শয়ন করিলাম। তখন নিদ্রায় আমার নেত্রযুগল নিমীলিত হইয়া আসিল। প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে পিতার আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতা উপাসনায় যোগ দিতে বলিল।

উপাসনার জন্য মাদুর বিস্তৃত হইল— আমি পিতার সহিত উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মনে তখনও সেই বৃদ্ধ ও তাহার পুত্রের মূর্ত্তি জাগরিত হইতেছিল, গতরাত্রির ঘটনা এখনও আমার চিত্তকে নিপীড়িত করিতেছিল।

উপাসনা শেষ হইলে, আমাদের অশ্বসমূহ সজ্জিত হইল। আমরা পুনরায় দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে বাহির হইলাম। এখন আমাদের গণেশপুর হইতে যতদূর সম্ভব দূরে চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা কোন প্রকার সন্দেহের মধ্যে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।

যথাসময়ে আমরা এক বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলাম। পাঁচসিকার গুড় আনিবার জন্য একটি লোক নগরে প্রেরিত হইল। গুড় লইয়া কি হইবে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

পিতা উত্তর করিল, "গত রাত্রিতে আমরা যে সাহসিক কার্য্য করিয়াছি, সেইরূপ সাহসিক কার্য্য সাধন করার পর 'তর্পণী'র যজ্ঞ করার রীতি— ঐ গুড়ে

সেই যজ্ঞ হইবে। এই অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয়, কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নহে।"

প্রেরিত ব্যক্তি গুড় লইয়া ফিরিয়া আসিল। ইতোমধ্যে যজ্ঞস্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পতাকা ও কুঠারবাহী বদ্রীনাথ একখানি কম্বলের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। দলের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লোক ও অন্যান্য বিখ্যাত ফাঁসিদারগণ পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। পিতা কম্বলের নিকট ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করিল। সেই গর্ত্তের নিকট অভিষিক্ত কুঠারখানি, একখণ্ড রজত মুদ্রা ও সেই গুড় স্তূপাকারে রক্ষিত হইল। অতঃপর পিতা কিঞ্চিৎ গুড় লইয়া সেই গর্ত্তে রাখিল এবং উর্দ্ধদেশে যুক্তকর উত্তোলন করিয়া উচ্চ অথচ কাতর কণ্ঠে এই বলিয়া প্রার্থনা করিল :—

"হে দেবি, হে প্রচণ্ডে, হে সর্ব্বশক্তিময়ি! তুমি যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে যাবতীয় বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। জুয়া নায়েক ও খুদী বানোয়ারী অভাবগ্রস্ত হইলে, হে দেবি, তুমিই তাহাদিগকে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়াছিলে। হে দেবি! আমরা কাতরে তোমার চরণপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি, ঐ প্রকারে আমাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর— আমাদেরও সাহায্য কর।"

পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য সকলে অতীব ভক্তিসহকারে এই প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করিল। পিতা জল লইয়া সেই কুঠার ও গর্ত্তের উপর জল ছড়াইয়া দিল। অতঃপর পিতা প্রত্যেককে সামান্য সামান্য গুড় দিল। তাহারা নীরবে ঐ গুড় খাইল। তৎপরে তাহারা জলপান করিল এবং অবশিষ্ট গুড় সাধারণভাবে বিতরিত হইল। সকলেই গুড় পাইল ও ভক্তিসহকারে ভোজন করিল। কেবলমাত্র আমি গুড় পাইলাম না, কারণ আমি তখনও ফাঁস লাগাইয়া নরহত্যা করি নাই। যাহা হউক, পিতা তাহার নিজের অংশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিল। আমি গুড় খাইলে পিতা আমাকে বলিল,—

"এইবার তুমি গুড় খাইয়াছ এবং এখন হইতে তুমি হৃদয়ে হৃদয়ে ঠগী হইলে। এখন তুমি যদি আমাদের দল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এই যজ্ঞোৎসৃষ্ট গুড়ের এমনই প্রভাব। যদি কোনও লোক কোনও প্রকারে এই গুড় পাইয়া দৈবক্রমে তাহা খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে যে পদবীর লোকই হউক না কেন, তাহাকে ঠগী হইতেই হইবে। সে ঠগী না হইয়া কিছুতেই পারিবে না। এই গুড়ের প্রভাব একেবারে অপ্রতিরোধনীয়।

আমি বলিলাম, "ইহা ত বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি এরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?"

পিতা উত্তর করিল, "আমার এখন সময় নাই, নতুবা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত

দিতে পারিতাম। হুসেনকে কিম্বা অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, তাহারাও তোমাকে এ প্রকারের উদাহরণ অনেক বলিতে পারিবে।"

সন্ধ্যাকালে যখন সকলে একত্রে সমবেত হইল, তখন পিতা আমার দুর্ব্বল হৃদয়তার জন্য আমাকে তিরস্কার করিল। পিতা বলিল, "পুত্র! এরূপ আচরণ করিলে চলিবে না। তুমি ব্যাঘ্রী বিনাশের সময় এত সাহসিকতা দেখাইয়াছিলে, কিন্তু কল্যকার এই সামান্য কার্য্যে এত বিচলিত হইয়া পড়িলে। তোমাকে মানুষের মত দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি গুড় খাইয়াছ।"

হুসেন কহিল, "ভাই, সাহেবজাদাকে এরূপ অন্যায় তিরস্কার করা তোমার মত বিজ্ঞজনের শোভা পায় না; তুমিও প্রথমাবস্থায় এতদপেক্ষা অধিক সাহসী ছিলে না, তাহা কি তোমার মনে নাই? তোমার ভিতর যে ভাল উপকরণ আছে, তখন গণেশ তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করে নাই। আমি কত কষ্টে তাহাকে এই কথাটা বুঝাইলাম! এই প্রকারের আরও দুইতিনটি ঘটনা দেখিতে দেখিতে সাহেবজাদার প্রকৃতি একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে।" অতঃপর হুসেন আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিল, "বৎস, ভয় পাইও না। অনেক লোক দলে প্রবেশ করিবার সময় কতই সাহসিকতা প্রদর্শন করে, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে এমন ভীরু হইয়া পড়ে যে, তখন ভার বহন ও কবর খনন ব্যতিরেকে তাহাদের দ্বারা অন্য কোন কার্য্যই হয় না। হুসেনের এই করিতে করিতে চুল দাড়ি পাকিয়া গেল, মানুষ দেখিলেই তাহার ভিতর কি আছে না আছে, হুসেন বেশ বুঝিতে পারে। দেখ বৎস, আমি বলিতেছি, খোদার ইচ্ছায় তুমি তোমার পিতাকেও অতিক্রম করিবে!" পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কিছু নয়, কিছু নয়, সাহেবজাদা এই প্রকারের ঘটনা আরও দুচারিটি দেখুন, তাহার পর তাহার হস্ত পরীক্ষা করিও। দেখিও, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না।"

পিতা বলিল "সে কথা ঠিক। দেখ পুত্র, তোমার মনে কষ্ট দিবার জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করি নাই। আমার ভয় হইল, পাছে এই প্রকারের দুর্ব্বল মনোভাব তোমার চিত্তে স্থায়ী হইয়া যায়। তোমার পার্শ্বস্থ সকলের প্রতি দয়াবান্ হও, আত্মীয় বন্ধুর প্রতি স্নেহশীল হও, দরিদ্রকে করুণা কর, অভাবগ্রস্তকে ভিক্ষা দান কর; এ সমস্ত পালন কর। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তুমি একজন ঠগী, আল্লা তোমার হস্তে যে পথিককে আনিয়া উপস্থিত করিবেন, তাহার বিনাশ বিষয়ে ইতস্ততঃ করা তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তুমি শপথ করিয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ।"

আমি উত্তর করিলাম, পিতঃ আমাকে তিরস্কার করিয়া ভালই করিয়াছেন। আপনার বাক্যাবলী আমার কর্ণের ভিতর দিয়া একেবারে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে।

দেখিবেন, আমি আর কখনও কর্ত্তব্যসাধনে কিছুমাত্রও বিচলিত হইব না। যখনই আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, আমি তখনই রুমাল গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।" তৎপরে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "কল্যকার ফাঁসিদার মহম্মদ আমাকে বলিয়াছে যে, কল্যকার নিহত বৃদ্ধ ব্যক্তির ইতিহাস সে আমাদের নিকট বর্ণনা করিবে। আমি এখন তাহার নিকট সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে চাই।"

প্রায় দশ বারজন লোক সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বেশ কথা, মহম্মদ গল্প বলিতে বড়ই সুনিপুণ। মহম্মদ ঐ কথাই বর্ণনা করুক।"

মহম্মদ তখন দোক্তা মিশাইয়া পান খাইতেছিল। দুই একবার ভাল করিয়া পান চিবাইয়া, পিক ফেলিয়া ভাল করিয়া বসিল ও পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

"নাগপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোরী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমার জন্ম হয়। আপনারা সকলেই জানেন, পিতা একজন ঠগী ছিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই এই ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের শত শত বীরত্বকাহিনী আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অনেক টাকা সঞ্চিতও ছিল। নাগপুরের রাজাকে বিস্তর টাকা নজর দিয়া গ্রামের 'পেটেল'গিরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'পেটেল'গিরি ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষেরা ঠগীর ব্যবসায় করিতেন। আমার পিতামহের নাম ছিল কাসিম, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তিনি একজন মহা সাহসী ঠগী দলপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এপর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে বীরত্বে অতিক্রম করিতে পারে নাই। পিতামহের মৃত্যুর পর আমার পিতা পৈতৃক সম্পত্তি ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের বিধান, তাঁহার সম্পদ স্থায়ী হইল না। হঠাৎ একদিন পেশকারের আদেশ মত একদল সৈনিক আমার পিতাকে নাগপুরের রাজসরকারে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের গ্রামে আসিয়া উপনীত হইল। পিতা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ আকস্মিক রাজাদেশের কারণ কি, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ত যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে রাজকর দিয়া আসিতেছেন; তবে হঠাৎ এ তলব কেন? সিপাহীরা পিতার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না। তখন পিতা সেনানায়ককে উৎকোচ দানে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা তিনি তাহাদের সঙ্গে নাগপুরে চলিলেন, আমি পিতাকে কিছুতেই ছাড়িব না, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। বাধ্য হইয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। আমার তখন বয়স অধিক হয় নাই, বোধ হয় সাহেবজাদার বয়সী হইব। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথ পর্য্যটনান্তে আমরা নাগপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিবামাত্র আমাদিগকে বন্দী করা হইল। হস্তপদ

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক কদর্য্য কারাগারের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হইলাম। তথায় অতি সামান্য আহারও আমাদিগকে দেওয়া হইত না। পান, তামাক, আহার, পরিষ্কৃত বস্ত্রাদির ত কথাই নাই, আমাদের কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হইত না। আমাদের যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা অত্যন্ত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেও আহার করিতে পারে না। দীর্ঘ তিন মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। পিতা কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এবং অভিযোক্তাই বা কে, তাহা জানিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, তাঁহার পরিবার ও বন্ধুগণকে নিজেদের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জনহীন কারাগার মধ্যে আমরা উভয়ে আমাদের কি অপরাধ হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কতই জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিশ্চিতরূপে কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না। পরিশেষে ঐ পাপিষ্ঠ ব্রজলাল — যাহাকে কল্য স্বহস্তে বিনাশ করিয়া আমি আমার দীর্ঘপোষিত সুতীব্র প্রতি-শোধবহ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছি, সে—একদল সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া কারাগারে উপস্থিত হইল। পিতা তাহাকে দেখিয়া জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; স্থির বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল সমুপস্থিত। যাহা হউক, কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ব্রজলালকে চিনিতে পারিলেন, তাহার প্রতি যথেষ্ট কটু-বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

পিতার বাক্য শেষ হইলে ব্রজলাল তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিল— "পেটেলজি! এইবার বোধ হয় তুমি মৃত বণিক জয়সুখদাসের সম্পত্তির তালিকা রাজ সরকারে দাখিল করিতে সম্মত হইবে? মনে পড়ে, তোমাদের গ্রামের জয়সুখদাস, যাঁহার সম্পত্তির তদন্ত করিবার জন্য আমি সেবার তোমাদের গ্রামে গিয়াছিলাম! মনে পড়ে, সেবার আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? কেমন, ঠিক তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ হইয়াছে ত?

পিতা নিরতিশয় উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি একজন ঘোর মিথ্যাবাদী। সে বিষয়ে তুমি আমার নিকট একটি কথাও জানিতে পারিবে না। তুমি কুকুর, তুমি কুকুরের বাচ্চা; কাসিম পেটেলের নিকট যদি খবর পাইতে হয়, কোন উপযুক্ততর ব্যক্তিকে প্রেরণ কর।"

নৃশংস দুর্বৃত্ত কহিল, "আচ্ছা, তাহার উপায় করা যাইতেছে।" এই বলিয়া সে তাহার সঙ্গী সিপাহীগণকে ইঙ্গিত করিল। তাহাদের হস্তে একটি ঘোড়াকে দানা খাওয়াইবার থলি ছিল। এই থলি গরম ভস্মে পরিপুর্ণ। তাহারা পিতাকে ধরিয়া ফেলিল ও তাঁহার নাসিকায় এই থলি বাঁধিয়া পিশাচের মত তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিল। দারুণ আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পিতা যেমন নিঃশ্বাস টানিলেন, অমনি সেই উত্তপ্ত ভস্মরাশি তাঁহার নাসিকা বিবরে প্রবেশ করিল।

পিতার সেই সময়ের যন্ত্রণা অকথ্য। আমার আশঙ্কা হইল, বুঝি পিতার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। ব্রজলাল জানিবার জন্য পিতাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাহা বলিতে পিতা যতবার অসম্মতি জানান, ততবারই এই প্রকারে তাঁহাকে প্রহার করা হয়। অবশেষে পিতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। দুর্বৃত্ত কারাগার হইতে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল যেন জল দেওয়া না হয়। সৌভাগ্যক্রমে প্রাতঃকালে আমরা যে জল পাইয়াছিলাম, তাহার সমস্তটা ব্যয় হয় নাই—খানিকটা জল ছিল। আমি সেই জল লইয়া পিতার মুখে ও নাসিকায় ঝাপ্‌টা মারিতে লাগিলাম। শীঘ্রই পিতার চেতনা হইল, তিনি কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন।

প ঞ্চ ম প রি চ্ছে দ

মহম্মদের কথা সমাপ্তি

"কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পিতা সকাতরে বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, মৃত্যু অবধারিত। কি ভয়ঙ্কর নৃশংস! ধর্ম্ম আছেন, ইহার ফল তাহাকে পাইতেই হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত তাহার কি বিরোধ হইয়াছিল?"

পিতা বলিলেন, "শ্রবণ কর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তুমি তখন নিতান্ত শিশু, জয়সুখদাস নামক আমাদের গ্রামে একজন ধনবান বণিক ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রজলাল নাগপুরের দরবারে, এই জয়সুখদাসের নামে কি মিথ্যা কুৎসা রাষ্ট্র করিয়াছিল বলিয়া জয়সুখ দরবারের মধ্যেই তাহাকে পাদুকা প্রহার করিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। মোট কথা, সেই সময় হইতে জয়সুখদাসের সহিত ব্রজলালের বিরোধ। জয়সুখদাস মৃত্যুকালে আমার হস্তে তাহার পুত্র পরিবার সমর্পণ করিয়া বলিয়া যায়, যেন সাধ্যমত ব্রজলালের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। জয়সুখদাস আমাদের গ্রামের এবং আরও কয়েক খানি গ্রামের রাজস্ব আদায় করিয়া বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা রাজ দরবারে দাখিল করিত। ব্রজলাল জয়সুখের নামে এই মর্ম্মে রাজার নিকট অভিযোগ

করিয়াছিল যে, সে রাজস্বের টাকা অপহরণ করিয়াছে। জয়সুখকে সকলেই সচ্চরিত্র লোক বলিয়া জানিত, কাজেই ব্রজলালের এই মিথ্যা অভিযোগে জয়সুখের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ব্রজলাল তাহার নিকট প্রকাশ্য দরবারে যে অপমানিত হইয়াছিল, তাহা কখনই সে বিস্মৃত হয় নাই। ব্রজলাল সর্ব্বদা সেই অপমানের বিষয় চিন্তা করিত, সর্ব্বদাই ভাবিত কি প্রকারে আমার বন্ধুর সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। নাগপুরের রাজদরবারে জয়সুখের আরও অনেক শত্রু ছিল। কাজেই তিনি সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতেন; কি জানি কখন কি মিথ্যা অভিযোগে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, অথবা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করে। যাহা হউক, জয়সুখদাস মৃত্যু সময়ে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া আমাকে বলিয়া যান, যেন আমি অবিলম্বে তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারগণকে ধনরত্নাদি-সহ তাহাদের জন্মভূমি মারোয়াড় দেশে পাঠাইয়া দিই। আমি তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্তিম উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলাম। পাছে, পথিমধ্যে ঠগীরা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় সঙ্গে আপনার লোকও দিলাম।

জয়সুখদাসের পরিবারবর্গকে স্বদেশে প্রেরণ করার পর এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে এই ব্রজলাল ও অন্য একজন মুৎসুদ্দি, তাহাদের প্রভু নারায়ণ পণ্ডিতের আদেশ লইয়া, জয়সুখদাসের সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে কোনও লিখিত আদেশ ছিল না। আমি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলাম এবং বলিলাম, "আপনাদের কার্য্য নিতান্ত অবৈধ। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের অথবা তাঁহার ধন সম্পত্তির কোনও সন্ধান দিতে পারিব না।" ব্রজলাল প্রথমে আমাকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিল, তাহার পর অনেক কটুকথা বলিল। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া পাদুকাদ্বারা তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার করিলাম। তাহার পর, যখন আমার আদেশমত আমার লোকে তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছিল, তখন গ্রামের সমুদায় অলস বালক দল বাঁধিয়া তাহার অঙ্গে কর্দ্দম ও প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করত যথোচিত অবমাননা করিল।

"তাহার পর অনেক দিন যায়। ব্রজলালের কথা বড় একটা শুনি নাই। এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে, রাজদরবারে সে আমার একজন দারুণ শত্রু। আমার একজন প্রতিবেশী আমার উপর বড়ই অন্যায় অত্যাচার করিতেছিল; আমার জমি বেদখল করিল, আমার ক্ষেত্র হইতে শস্য লুণ্ঠন করিল, আমি রাজদরবারে তাহার নামে নালিশ করিলাম, কিন্তু সুবিধা পাইলাম না। বুঝিলাম, ইহা ব্রজলালেরই কাণ্ড। প্রতিবেশীর অত্যাচার ক্রমশঃ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। আমি রাজদরবারে প্রতিনিধি পাঠাইলাম, তাহাতেও কোন ফল হইল না। শুনিলাম, রাজদরবারে ব্রজলালের বড়ই প্রভাব, তাহার জন্যই আমি তাহাতেও সুবিচার পাইলাম না।

প্রকাশ্য দরবারে আমার লোকদিগের সমক্ষে ব্রজলাল অভিযোগ করিল যে, গ্রামের পেটেলের পদে আমার কোন অধিকার নাই; সে অন্য একজন লোককে প্রকৃত পেটেলের উত্তরাধিকারী বলিয়া খাড়া করিল। আমার লোকেরা ভীত ও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল।

"সে প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। তদবধি আমাকে জব্দ করিবার জন্য ব্রজলাল ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে। আমার নাগপুরের বন্ধুগণ একবার গোপনে জানাইল যে, ব্রজলাল আমাকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাঁহারা আমাকে সাবধান হইয়া থাকিতে বলিলেন, গ্রামে যেন নূতন লোক না আইসে এবং আমি যেন লোকজন না লইয়া স্থানান্তরে না যাই। আমি সাধ্যমত সতর্ক থাকিতাম, তবে আমাদের যাহা ব্যবসায়, তাহার অনুবর্ত্তনে ভীতিবশতঃ কখনও কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। এই ত ব্যাপার। এখন আমরা ঐ পাপিষ্ঠের হস্তগত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই।"

কয়েকদিন আর ব্রজলাল কারাগারে আইসে নাই। পরে যে দিন আসিল, সেদিন আবার পিতাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিল, কিন্তু পিতার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না।

পিতা ব্রজলালকে বলিলেন, "কাপুরুষ কাফের! সাহস থাকে ত আমাকে মারিয়া ফেল! হায় ভগবান! একবার যদি কোন প্রকারে এই কারাগারের বাহির হইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখাইতাম, প্রকৃত মুসলমান নিজের জন্য কি করিতে পারে। দেখ, এখনও বলিতেছি, সাবধান।" ব্রজলাল পিতার এই ব্যর্থ ভীতিপ্রদ কথায় হাস্য করিতে করিতে তখনকার মত চলিয়া গেল।

প্রায় তিনমাস কাল আমরা এই প্রকারে কারারুদ্ধ অবস্থায় রহিলাম। এই সময় একজন সহৃদয় সৈনিক প্রহরী আমাদিগের প্রতি এই অবৈধ নির্ম্মম অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া এবং পিতা তাহাকে অনেক পুরস্কার দিবেন এই আশায়, আমার পিতার লিখিত একখানি আবেদন-পত্র নাগপুরের এক প্রসিদ্ধ সওদাগরের নিকট প্রদান করিয়া আইসে। পূর্ব্ব হইতেই সেই সওদাগরের সহিত আমার পিতার পরিচয় ছিল, এবং পিতার পদচ্যুতির পর হইতে তিনিই আমাদের গ্রামের রাজস্বাদি সংগ্রহ করিতেন।

আমাদিগের দুরবস্থা অবগত হইয়া ঐ সওদাগর নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। যাহাতে আমরা মুক্তি লাভ করি, তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ চেষ্টারম্ভ করিলেন। কিন্তু এই কার্য্য সহজ নহে! ব্রজলাল রাজমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, কাজেই আমাদিগের এই বন্ধুর চেষ্টাসমূহ বিফল হইতে লাগিল। পরিশেষে নাগপুরের যিনি প্রধান ধনাধ্যক্ষ, এই সওদাগরবন্ধু তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ধনাধ্যক্ষেরও রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি আমাদের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে স্বয়ং রাজমন্ত্রীর

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পরদিন আমাদের দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে, আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা বলিতে হইবে। যথা-সময়ে আমরা পেশকারের কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তথায় তিনি নানা জনের নানা প্রকার অভিযোগ শ্রবণ করিতেছিলেন।

পেশ্‌কারের নাম নারায়ণ পণ্ডিত। তিনি বয়সে নবীন হইলেও সকলেই তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। উভয়পক্ষের মতামত বিশেষরূপে শ্রবণ না করিয়া তিনি কোন কার্য্যেই আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এই পাপিষ্ঠ ব্রজলালই তাঁহার মুৎসুদ্দি। ব্রজলাল এমন কৌশলে কার্য্য চালাইত যে, তাহার ধূর্ত্ততা কেহই বুঝিতে পারিত না।

পিতার বিরুদ্ধে ব্রজলাল তাহার অভিযোগ বর্ণনা করিল। সে বলিল যে, রাজ্য মধ্যে কোন ধনবান্ ব্যক্তি গতাসু হইলে, যদি তাহার পুত্র সন্তান না থাকে তাহা হইলে তাহার সম্পত্তির হিসাব নিকাশ রাজদরবারে দাখিল করিতে হয়, ইহাই আইন। সকলেই জানেন, জয়সুখদাস একজন বিশিষ্টরূপ ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তাহার দুই তিনটি কন্যা ছিল, পুত্র সন্তান আদৌ ছিল না। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজসরকারে প্রাপ্য গণ্ডার যথার্থ হিসাব নিকাশ হইতেছে, ততক্ষণ তাহার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করিতে তাহাদের অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যক্তি বোরী গ্রামের ন্যায়সঙ্গত 'পেটেল' নহে। যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে এই 'পেটেল' গিরি পদের হক্‌দার, সে এখন এই পদ ও তৎ-সংলগ্ন ভূসম্পত্তি দাবী করিতেছে। ব্রজলাল উপসংহারে পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! এই ব্যক্তির নামে যাহা অভিযোগ, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিলাম। এই ব্যক্তির নিকট আমি যে প্রকার অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আর বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। আমি দুইবার উহার গ্রামে গমন করিয়াছি, দুইবারই সে আমার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে ও পুনঃ পুনঃ রাজাদেশ অবহেলা করিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছি।"

পিতা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "হায় আল্লা! এব্যক্তি যাহা বলিতেছে, সমস্তই মিথ্যা। আমি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি এ পর্য্যন্ত কখনও বৈধভাবেপ্রাপ্ত রাজাদেশ অমান্য করি নাই। এই দুর্বৃত্তের জন্ম হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে আমি রাজাবাহাদুরের নিমকের ভৃত্য। এই বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রতি এই অকথ্য অত্যাচার কি রাজাবাহাদুর নীরবে সহ্য করিবেন? আমি বলিতেছি,

আমি নিরপরাধ। এই দুর্বৃত্তই আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তজ্জন্য সে ন্যায়তঃ দণ্ডার্হ।"

পণ্ডিত বলিলেন, "তোমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা আমরা আগামী কল্য শ্রবণ করিব। এই অবসরে তুমি তোমার পক্ষ-সমর্থন-কল্পে যাহা বলিতে চাও, তাহা একটি কাগজে লিখিয়া ফেল। তাহা হইলে তুমি অল্প সময়ের মধ্যে সকল কথা বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিবে এবং আমরাও তোমার সমস্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিব।"

অতঃপর পিতা প্রার্থনা করিলেন যে, কারাগারে তাঁহাকে দস্যুতস্করের মত অত্যন্ত হীন ও নির্দ্দয়ভাবে রাখা হইয়াছে, ইহাতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। অতএব জামিনে খালাস দেওয়া হউক। নাগপুরের দুইজন ধনাধ্যক্ষ জামিন হইতে প্রস্তুত আছেন।"

ব্রজলাল অনেক আপত্তি উত্থাপন করিল, কিন্তু পরিশেষে জামিন মঞ্জুর হইল। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাকালে ব্রজলালের আচরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া পারস্য ভাষায় এক দরখাস্ত লিখিত হইল। পরদিন আমরা সেই দরখাস্তখানি লইয়া দরবারে গেলাম। মনে করিলাম, এই দরখাস্ত পেশ হইলে ব্রজলাল বিশেষরূপে অপমানিত হইবে। কিন্তু আমাদের আশা সফল হইল না। নারায়ণ পণ্ডিত এই দরখাস্ত পাঠ করিলেন এবং বিচারের ফলে রায় দিলেন যে, আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করা এবং জয়সুখের পরিবারবর্গকে উৎপীড়ন করা ব্রজলালের পক্ষে উচিত হয় নাই। ইহাতে ব্রজলাল তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছে। জয়সুখের সম্পত্তির উপর সরকারের কোনওরূপ দাবী নাই।

এই রায়ে আরও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আমার পিতাও ব্রজলালের সহিত অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রজলাল যখন জয়সুখের সম্পত্তির হিসাব চাহিয়াছিল, তখন তাঁহার সেই হিসাব অবিলম্বে দাখিল করা উচিত ছিল। রাজদরবারে তাহাকে যখন আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন তাহার বিনা আপত্তিতে হাজির হওয়া উচিত ছিল।"

পিতা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সওদাগর তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন যে, আপনি অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইতেছেন আর কিছু বলিবেন না।"

যাহা হউক, বিচারফলে পিতার সামান্য অর্থদণ্ড হইল! পিতা ভাবিলেন, তাঁহারই জয় হইয়াছে। এই প্রকারে এ ব্যাপার শেষ হইল।

আমরা যখন গ্রামে ফিরিতেছিলাম, তখন সেই বৃদ্ধ সওদাগর পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পেটেলজি, আমি ঐ ব্রজলালকে বেশ ভাল করিয়া জানি! ঐ ব্যক্তি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ; আজ কাল রাজদরবারে তাহার

প্রভুত্বও খুব বেশী। যাহা হউক, এখনও সতর্ক হইয়া থাকিবেন। ঐ ব্যক্তির অনেক অনুচর আছে। কবে কি হয় কিছুই বলা যায় না।"

আমরা বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কয়েক মাস যাইতে না যাইতে দেখি যে, গ্রামের মধ্যে দুএকজন করিয়া কখন কখন নূতন লোক সমাগত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সওদাগরের বিদায়-কালীন উপদেশ স্মরণ করিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি পিতাকে সকল কথা বলিলাম। তিনি রাত্রিকালে প্রায়ই বাহিরে যাইতেন, আমি ও আমার জননী তাঁহাকে নিষেধ করিলাম। তিনি আমাদের কাহারও কথা শুনিলেন না, বরং বাহাদুরী করিয়া আরও বেশী বেশী রাত্রিতে বেড়াইতে লাগিলেন। আমার জননী কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্না ও ভীতা হইলেন; পিতাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আমাকে সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে থাকিতে বলিয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে পিতাকে বাড়ী লইয়া আসার ভার আমার উপর অর্পিত হইল। এইরূপেই অনেকদিন কাটিয়া যায়। পরে একদিন রাত্রিতে কার্য্যগতিকে মাঠ হইতে আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। ফিরিবার সময় পথের কিয়দংশ পার্শ্বস্থ গ্রামের কতকগুলি লোক আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে, তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই অর্দ্ধক্রোশ পথ বড়ই ভীতিসঙ্কুল, সন্ধ্যার পর এ রাস্তায় প্রাণের ভয়ে কেহই যাতায়াত করিত না। আমি এই সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া চলিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সে পথ দিয়া গেলে যাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া তিনি সে পথে চলিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইল। অদৃষ্টের গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারে? ভগবানের ইচ্ছায় যে মরিবে, কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? উভয় পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট গুল্মশ্রেণী, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। আমরা সেই বন্য পথ ধরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে বনের এক পার্শ্ব হইতে বন্দুকের জন্য ব্যবহৃত পলিতার আলোকের ন্যায় ক্ষীণ আলোক-রেখা নিমেষের জন্য আমার দৃষ্টি পথে সহসা আবির্ভূত হইল।

আমি ভীতিব্যাকুল কণ্ঠে পিতাকে বলিলাম, "এই পথে গুপ্তঘাতক আছে; ঐ দেখুন ঝোঁপের আড়ালে বন্দুকের পলিতার মত তিনটা আলো!"

পিতা যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন— "ও কিসের আলো? ও ত জোনাকী পোকা, উহাতেই তোমার এত ভয়? ছি, আমার পুত্র হইয়া তুমি এত ভীরু!"

পিতার মুখ হইতে এই কয়টি কথা নিঃসৃত হইতে না হইতেই, 'গুরুম,' 'গুরুম্' 'গুরুম্' করিয়া তিনটি শব্দ হইল। পিতার মুখে আর কথা বাহির হইল

না, তিনি হতচেতন হইয়া মুখ গুঁজিয়া ভূমিশায়ী হইলেন। আমিও আমার পৃষ্ঠদেশে এবং পদদ্বয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উত্থান-শক্তিবিরহিত অবস্থায় ভূপাতিত হইলাম। আমার অবশ্য সংজ্ঞা ছিল। তিনটি লোক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রুতবেগে আমাদের সমীপবর্ত্তী হইল। তাহারা আসিয়া দেখিল, আমরা উভয়েই নিশ্চেষ্ট। তখন একজন আমাকে চিৎ করিয়া আমার মুখ বেশ করিয়া দেখিল। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিলাম, কারণ বুঝিলাম, চক্ষু খুলিলেই আর উদ্ধার নাই, মৃত্যু অনিবার্য্য।

লোকটি আমাকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল, "ওহে, এত সে নহে।"

আর একজন আসিয়া আমার প্রতি চাহিয়াই বলিল, "এ তার ছেলে— ঐ সে ওখানে পড়িয়াছে, এস উহাকে দেখি।"

এই বলিয়া তাহারা আমার পিতার দেহের সমীপে গমন করিল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল "আহমুদুল্লা, কাজ ফতে হইয়াছে, প্রভুর নিকট বড়ই গৌরবান্বিত হইব। অনেক দিন চেষ্টার পর তবে শিকার হাতে পড়িয়াছে। ব্যাটা শৃগালের মত চতুর ছিল।

ইহার পর আর একজন বলিল, "তবে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই ; এখন যত সত্বর নাগপুরে পৌঁছতে পারি, ততই মঙ্গল। ঘোটকও সজ্জিত হইয়াছে।"

আমি আর অধিক কিছুই শুনিতে পাইলাম না। ক্রমেই আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম এবং প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে গ্রামের লোকজন মশাল হস্তে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে আমাদের গ্রামের শ্রমজীবি বলিয়া চিনিতে পারিলাম। তাহারা প্রত্যেক পথ ঘাট তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে। তাহারা আমার ও আমার পিতার অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পিতাকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা আমাকে একখানি কম্বলে জড়াইয়া গ্রামে লইয়া গিয়া আমাদের গৃহদ্বারে স্থাপন করিল। মেয়েদের কান্নার শব্দে বুঝিলাম, পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

আমার শুশ্রূষার আয়োজন হইল। ভগবানের ইচ্ছায় ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। হত্যাকারী কে, তৎসম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা কহিতে লাগিল। পরিশেষে ব্রজলালকেই এ ব্যাপারের সর্দ্দার বলিয়া সকলের স্থির ধারণা হইল। এই অনুমানের পোষকতা জন্য যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু কি করিব ? প্রতিহিংসার ভীষণ বহ্নি হৃদয় মধ্যে চাপিয়া রাখিলাম।

এত করিয়াও পাপিষ্ঠ ব্রজলালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। একজন নূতন লোক আমাদের গ্রামের পেটেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিল। তাহার সহিত একদল অস্ত্রশস্ত্রধারী সিপাহী। সে ব্যক্তি গ্রামে আসিয়াই ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ

করিল। গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না। আমি 'পেটেলগিরি' পদে যাবতীয় দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। এই সময়ে আমার ভগিনী তাহার শ্বশুরালয়ে গমন করিল। আমি মাতাকেও তাহার সহিত প্রেরণ করিলাম। এখন আমি একাকী। ব্যথিত হৃদয়ে জন্মের মত গ্রাম পরিত্যাগ করত নাগপুরে চলিলাম। ভাবিলাম, তত্রত্য পিতার বন্ধু সেই সওদাগরগণ যদি কিছু প্রতিকার করিতে পারেন। গিয়া দেখিলাম— তাঁহাদেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "রাজসরকারে এখন ব্রজলালের প্রতাপ অত্যন্ত অধিক, তাহার কার্য্যে হস্তার্পণ করা অসাধ্য। তুমি রাজদ্বারে যদি অভিযোগ উপস্থিত কর, তাহা হইলে ব্রজলাল যে তোমার পিতৃহত্যার অপরাধে অপরাধী, তাহা কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না। ফলে এই হইবে যে, তুমিও বিনষ্ট হইবে।" তাঁহারা আমাকে আমার পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত করা বিষয়েও সাহায্য করিলেন না। সুতরাং আমি এখন একেবারে বন্ধুহীন হইলাম। সংসারে এখন আমার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। তখন নিরুপায় হইয়া ঠগী সম্প্রদায়ে যোগদান করিলাম। তাহার পর, এই ভাবেই জীবন কাটিয়া যাইতেছে। বহুদিন হইল, মাতার মৃত্যু হইয়াছে। ভগিনীর অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছে, তিনি বেশ সুখে আছেন, কাজেই অতীতের কথা তাঁহার বড় একটা মনে নাই। এখন আল্লার জয় হউক। আমার শত্রু নিপাত হইয়াছে। কল্য তাহাকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া দীর্ঘকালের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ করিয়াছি। আর অধিক দিন বাঁচিব না। গতকল্য যে কার্য্য করিয়াছি, সেই কার্য্য করিবার জন্য আমি এতদিন জীবন-ভার বহন করিতেছিলাম। আর ভবিষ্যৎ কালের জন্য আমার কোন উত্তেজনা নাই, আমার আর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। এই আমার ইতিহাস।"

মহম্মদের আত্মবিবরণী শ্রবণ করিয়া দলস্থ সকলে দয়ার্দ্র ও চমকিত হইল। সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করত নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিল। এই উপাখ্যান আমার পক্ষে অত্যন্ত উপদেশপ্রদ হইল। আমি বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিলাম যে, আমাদের কার্য্যাবলীতে আল্লার হস্ত আছে। পিতার বর্ণিত আত্মজীবনী হইতে আমি এই বিষয়টা তত স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার মনে হইল, দুর্বৃত্ত ব্রজলাল মৃত্যুর পর জাহান্নার অনন্ত অনল মধ্যে ত প্রবেশ করিবেই, কিন্তু ইহজীবনেও তাহার পাপের দণ্ড হওয়া চাই, এই জন্যই আল্লা তাহাকে আমাদের হস্তে আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "আজ হইতে এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, আমির আলির হস্তে শিকার উপস্থিত হইলেও সে আলস্যবশতঃ কর্ত্তব্য পালন করে নাই।

আমি সর্ব্বাংশে পিতার সমকক্ষতা লাভ করিব।. দেশের লোক জানিতে পারিবে ও বুঝিতে পারিবে যে, আমি দুষ্টজগতের দুষ্টতার দণ্ডবিধানে অতন্দ্রিতভাবে ব্রতী রহিয়াছি। আমার হস্তে আর কাহারও নিস্তার নাই।

সেই দিন হইতে গুরুর শিক্ষার অধীন হইলাম। গুরু একজন প্রাচীন ঠগী, তাঁর ন্যায় ফাঁস-বন্ধন কর্ম্মে নিপুণ লোক কেহই কখন দেখে নাই। ইনি একজন হিন্দু, জাতিতে রাজপুত— বার্দ্ধক্যবশতঃ দেহ শীর্ণ হইলেও দেহ যেমন উন্নত, স্কন্ধদেশ তেমনি বিস্তৃত, সমগ্র অবয়ব পেশীময় ও শিরাযুক্ত। তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যৌবনে তিনি একজন ভীমকায়, মহাবলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এইরূপ শারীরিক সামর্থ্য, তাহার উপর ফাঁস-বন্ধন কর্ম্মে অতুল্য নিপুণতা; যৌবনকালে ঠগী সম্প্রদায়ে তিনি কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়! এতদিন আমি তাঁহার সহিত বড় একটা মিশি নাই, পরিচয়ও বিশেষরূপ ছিল না। মাঝে দুই একটি ভদ্রজনোচিত বাক্যালাপ মাত্র হইয়াছে। আমি পিতার শরণাপন্ন হইলাম ও আমাকে এই ব্যক্তির শিক্ষাধীনে রাখিয়া ফাঁস-বন্ধন কর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

আমার এই স্বেচ্ছাকৃত উপরোধ শ্রবণে পিতা নিরতিশয় প্রীত হইল। এই গুরুর নাম রূপ সিং, এ ব্যক্তি হুসেনের দলভুক্ত। পিতা আমাকে তৎক্ষণাৎ হুসেন ও রূপ সিংএর অধীনে স্থাপন করিল।

পিতা বলিল, "এখন কয়েকদিন আর আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। এ কয়দিন তুমি উহাদেরই অধীনে রহিবে। যে দিন তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, দেখিও সেদিন যেন, আমি তোমায় এই কার্য্য সাধনে সমর্থ দেখিতে পাই।"

পরদিন আমার শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হইল। রূপ সিং আমার শরীরের উপর নানারূপ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। চারিদিন দুগ্ধ ব্যতীত সর্ব্ববিধ পানভোজন বন্ধ রহিল। অভিষিক্ত কুঠারের সমক্ষে অনেক বলি দেওয়া হইল। চারিদিকে অনেক শুভচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। দিবসব্যাপী পর্য্যটনের পর সন্ধ্যামুখে আমরা যখন বৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতাম, তখন একটি পক্ষী দৃষ্ট হইলেই গুরু বলিতেন, এই পক্ষীর আবির্ভাবের অর্থ কি, ইহা শুভ কি অশুভ, ইত্যাদি। প্রাতঃকালে যখন যাত্রা আরম্ভ করিতাম, তখন প্রত্যেক পশু ও পক্ষীর আবির্ভাবের অর্থ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা হইত, আমি গুরুকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু গুরু গম্ভীরভাবে থাকিতেন, আমার প্রশ্নের বড় একটা উত্তর দিতেন না।

একবার তিনি বলিলেন, "দেখ বৎস, আমি যখন তোমার বয়সী, তখন আমাকে লইয়া এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা হইত। ফলে আমি নির্ভীক, পাষাণ-হৃদয়,

চতুর ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিলাম ;— আমার হস্তে কেহ কখন পরিত্রাণ পায় নাই, শত্রুরা চিরদিনই আমার নিকট বঞ্চিত হইয়াছে। আমি ভাগ্যবান ও যশস্বী হইয়াছি। আমি দুইজনকে এইভাবে শিক্ষাদান করিয়াছি, তাহারা অত্যন্ত নিপুণ ও কার্য্যদক্ষ। শীঘ্রই তাহারা জমাদার হইবে। তুমিও আমার শিক্ষার প্রভাবে জীবনে এইরূপ সফলতা লাভ করিবে ; সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না।

পঞ্চম দিবস প্রাতঃকালে তিনি আমার হস্তে একখানি রুমাল প্রদান করিলেন। তদনন্তর স্নান করিয়া, সুগন্ধী তৈলাদি মাখিয়া, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা লইয়া ভবানীর সমক্ষে ফাঁসিদারের দীক্ষায় দীক্ষিত হইলাম। আমার হস্তে বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিবার সময় বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ একটি বিষয় আমি ভুলিয়া গিয়াছি ; এবং সেইটিই সম্ভবতঃ প্রধান বিষয়। এই রুমাল কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি এখনও তোমাকে শিখাই নাই। এই রুমাল ব্যবহারে আমার নিজের একটি বিশেষ কৌশল আছে। তাহা অতি সহজেই শিখাইতে পারা যায়। তুমি শীঘ্রই সে বিদ্যা লাভ করিবে।"

এই বলিয়া তিনি সেই রুমালখানি গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার এক সীমায় একটি ফাঁস দিয়া তাহার মধ্যে একখণ্ড রৌপ্য বাঁধিলেন। রুমালের এই অংশ তাঁহার বাম হস্তে রহিল, অপরাংশ দক্ষিণ হস্তে। উভয় হস্তের মধ্যে যে রুমালটুকু থাকিল, তাহাতে একটি মনুষ্যের গলা বেশ সম্পূর্ণরূপে জড়াইতে পারা যায়। অতঃপর তিনি হস্ত দুইটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উত্থান ভাবে ধরিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, "এখন বেশ মনোযোগপূর্ব্বক দেখ। যখন তুমি রুমালখানি পশ্চাদ্দিক হইতে গলায় জড়াইয়া দিবে, তখন বেশ দৃঢ়ভাবে রুমালখানি ধরিয়া অতর্কিত ভাবে ঘাড়ের পাশ দিয়া আঙ্গুল চালাইয়া উহা ঘুরাইয়া দিবে এবং রূপাবাঁধা দিকটা অন্যদিকে বদ্ধ হইলে ঠিক এই ভাবে হ্যাঁচকা টান দিবে। যদি ঠিক করিতে পার, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।" এই বলিয়া কৌশল দেখাইয়া দিল।

আমি রুমাল লইয়া তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহার সন্তোষ হইল না।

তিনি বলিলেন, "দাও, রুমাল দাও, আমি তোমার গলায় জড়াইয়া পরীক্ষা দেখাইয়া দিতেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, না আমার গলায় পরীক্ষা করিতে হইবে না, পরীক্ষা করিতে গিয়া আমার পঞ্চত্ব লাভ হউক আর কি!"

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তবে তুমি আমার গলায়, পরীক্ষা কর— তোমার হস্তের অবস্থিতি স্থান দেখিলেই বুঝিতে পারিব, তুমি কিরূপ শিখিয়াছ।"

আমি তাঁহার কথামত কার্য্য করিলাম ; বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া হাস্য করিলেন ও বলিলেন, "ওপ্রকারে হইবে না। অমন করিয়া ধরিলে তুমি কখনই মানুষ মারিতে

পারিবে না। ইহাতে একটি ছোট ছেলেও মরিবে না। আমি একবার আমার হাত পশ্চাদ্দিক হইতে তোমার ঘাড়ে ধরি, তুমি আমার হস্তের অবস্থিতি স্থান বেশ ভাল করিয়া অনুভব কর, তাহা হইলেই ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।"

এ প্রকারের শিক্ষাদান-পদ্ধতি আমার প্রীতিকর না হইলেও আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাঁহার শীতল ও রুক্ষ হস্ত স্কন্ধদেশে অনুভব করিয়া আমার রক্ত শুকাইয়া গেল। তিনি অবশ্য আমাকে কোনওরূপ আঘাত করিলেন না। এইরূপে আমি আমার ভুল বুঝিলাম। আমি তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার স্কন্ধের উপর কয়েকবার পরীক্ষা করিলে— তিনি বলিলেন, "এইবার তোমার শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। এখন কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের প্রয়োজন।"

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম, "ভগবানের ইচ্ছায় যখন একবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছি, তখন আর চিন্তা কি? এখন একবার একজনকে ধরিতে পারিলে হয়। একবার আরম্ভ হইলে আর ভয় নাই। বাঘ যতদিন মানুষের রক্তের আস্বাদ না পায়, ততদিন মানুষকে ভয় করে, একবার মানুষের রক্ত জিহ্বা স্পর্শ করিলে আর অন্য রক্ত খাইতে চাহে না। আমারও তাহাই জানিবেন।"

সাহেব! আমার পরবর্ত্তী জীবন-বৃত্ত শ্রবণে বুঝিতে পারিবে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কতদূর সত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমির আলির প্রথম নরহত্যা

অতঃপর আমরা নাগপুরে গমন করি। নাগপুর নগরের উপান্তে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার তীরদেশে আমাদের দলের অধিকাংশ লোক তাঁবু খাটাইল। আমার পিতা ও অন্যান্য কয়েকজন সহরের মধ্যে বাসা লইলেন, কারণ ইতোমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই কার্য্যে কোনরূপ বিলম্ব বা পরিশ্রম হইল না। ব্রজলালের নিকট যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবামাত্র স্বর্ণকার ও ধনী সওদাগরগণ তাহা কিনিয়া লইল।

একজন সওদাগরকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সময় পিতা কথায় কথায় বলিল, আমি হায়দ্রাবাদ যাইতেছি ; আমার সঙ্গে অনেকগুলি লোক আছে। আমার এক ভ্রাতা তথাকার রাজা সিকন্দর সা'র অধীনে কর্ম্ম করেন। আমি এই লোকগুলিকে চাকুরি করিয়া দিব বলিয়া লইয়া যাইতেছি।"

পিতার কথা শুনিয়া সওদাগর আমাদের সমভিব্যহারী হইবার প্রস্তাব করিল। তিনি বলিলেন "আপনি যদি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে আমি আপনাকে ও আপনার লোকগুলিকে এই উপকারের বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থদান করিব। আমি অনেক দিন হইতেই হায়দ্রাবাদ যাইবার জন্য দলবল সহ একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গ অন্বেষণ করিতেছি।"

পূর্ব্বোক্ত সওদাগরের প্রস্তাবে আমার পিতা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্মত হইল। প্রতিজ্ঞা করিল, দুই তিন দিনের মধ্যেই পিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে এবং তাঁহাকে নিরাপদে হায়দ্রাবাদে পঁহুছিয়া দিবে। তদনন্তর সওদাগর পিতাকে বলিলেন যে, তাঁহার সহিত অনেক অর্থ, মূল্যবান মণিমুক্তা ও কিছু পণ্যদ্রব্য আছে, হায়দ্রাবাদে এই সমস্ত বিক্রয় করিলে বিস্তর লাভ হইবে। পিতার সহিত তাঁহার এই সমস্ত কথা অবশ্য সংগোপনেই হইল। এমন কি সওদাগর যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইবেন, পিতাকে তাহা দেখাইলেন। পিতা শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ যখন শিবিরে প্রকাশ করিল, তখন আমাদের সকলের যে কি মহা আনন্দ হইল, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের দলের সকলেই যাহাতে সৈন্যের মত বেশ ধারণ করিতে পারে, তজ্জন্য পিতা কতকগুলি বন্দুক, তরবারি ও ঢাল ক্রয় করিয়া, যাহাদের এই সমস্ত ছিল না তাহাদিগকে দিল। এই কার্য্যের জন্য যে দল নির্ব্বাচিত হইল তাহাতে কেবলমাত্র সুশ্রী ও বলিষ্ঠকায় যুবাপুরুষদিগকেই লওয়া হইল। এই সমস্ত লোক সিপাহীর সাজ পরিয়া যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইল, তখন বড়ই সুন্দর দৃশ্য হইল। ইহাদিগকে পিতা সমস্ত কথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া বলিল ও ঠিক সেনাদলের মত আচরণ করিতে বলিয়া দিল। পিতা আরও বলিয়া দিল, উহারা যেন এরূপ আচরণ করে, যাহাতে কাহারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহের সঞ্চার না হয়।

পরদিন আমরা সওদাগরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠিক সন্ধ্যার পর একখানি ক্ষুদ্র শকটে আরোহণ করিয়া তিনি আমাদের শিবিরে আসিলেন। তাঁহার সহিত দুইজন কি একজন ভৃত্য, ঠিক মনে নাই, দুই তিনটি অশ্ব, অশ্বপৃষ্ঠে তাঁবু ও অন্যান্য জিনিস-পত্রসহ দশটি বলদ ও দুইজন বলদচালক। তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বসমেত আটজন লোক।

অমরাবতীর অভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ঘটে নাই। সন্ধ্যা হইলে যখন আমরা বিশ্রামার্থ উপযুক্ত স্থান দেখিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতাম, তখন পিতা ও হুসেন কোন কোন দিন তাঁহার শিবিরে যাইয়াও তাঁহার সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। আমার সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। লোকটি দেখিতে বৃহৎ ও স্থূল কলেবর। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই লোকটিকে হস্ত পরীক্ষার জন্য প্রথম শিকাররূপে ধরিলে কেমন হয়। আমি আমার অভিপ্রায় পিতাকে জানাইলাম, পিতা অত্যন্ত প্রীত হইল।

পিতা বলিল, "এই কার্য্যের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিবার কথা আমিও চিন্তা করিতেছিলাম। লোকটি যেরূপ স্থূলকায়, তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তোমার এই প্রথম চেষ্টা, এবং কাজটিও সহজ, সুতরাং এ কার্য্যের ভার তোমাকেই দেওয়া যাইবে।" তদবধি এই লোকটিকে আমি আমার প্রথম শিকাররূপে বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

আমি প্রত্যহই আমার শিক্ষকের নিকট যাই, নূতন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করি এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায়ে রুমালের ব্যবহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করি। এই ভাবে দিন চলিয়া যায়। এক দিন আমার গুরু বলিলেন যে, অন্য একজন পথিককে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসা যাউক, তাহাকে বধ করিয়া তুমি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা কর। আমি তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম। আমার আত্ম-শক্তিতে যথেষ্ট আস্থা জন্মিয়াছিল এবং এই সওদাগরকে বধ করিয়াই হস্ত পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম।

অমরাবতী পঁহুছান পর্য্যন্ত পথে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। নগরে উপস্থিত হইয়া আমরা বাজারে বাসা লইলাম। অমরাবতী নগরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু বিস্ময়ের বস্তু কিছুই দেখিলাম না। এই অমরাবতী নগর বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। হিন্দুস্থানের যাবতীয় পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য এই স্থানে আনীত হইয়া পরে দক্ষিণাপথে প্রেরিত হয়। দক্ষিণাপথের যাবতীয় মসলা প্রভৃতি বস্তু এই স্থানে বিক্রীত হইয়া হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে যায়।

অমরাবতী হইতে তিনটি স্থানে বিশ্রাম করিয়া মঙ্গলুর নামক স্থানে যাওয়া যায়। পিতা বলিল, "দেখ, কোথায় কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, মঙ্গলুরে গিয়া তাহার মীমাংসা হইবে। আমার স্মরণ হইতেছে, মঙ্গলুর ছাড়াইয়া অল্পদূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় ও তৎসংলগ্ন গিরিপথ আছে। মৃতদেহগুলি প্রোথিত করার পক্ষে সেই স্থান অতি উৎকৃষ্ট। দেখ, হুসেন, তুমি এক কাজ কর! তোমার লোকেদের মধ্যে কেহ ঐ সমস্ত স্থান ভাল করিয়া জানে কিনা খবর লও, কারণ সমস্ত জায়গা জানে এই প্রকারের একজন লোককে কবর খননকারীদের সহিত পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

সে দিন 'বায়ুম্' নামক এক গ্রামে গিয়া আমরা প্রদোষে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। তথায় সন্ধান করিয়া জানা গেল যে, তিনজন লোক সমস্ত পথ ঘাট অতি উত্তমরূপে জানে। তাহারা একটি উপযুক্ত স্থানের কথাও বলিয়া দিল। পিতা ও হুসেন, তাহাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহারা পরিষ্কাররূপে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিল। পরিশেষে তাহারা যে স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই স্থানটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পিতা এই তিনজনকে পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিল।

এখন আমার মনে হইতে লাগিল, আমার সময় উপস্থিত, কয়েক ঘণ্টা পরেই আমিই যাবতীয় প্রবীণ ঠগীগণের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইব।

সাহেব! ইহা দুর্ব্বলতা কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সময় হইতে আমি সওদাগরের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে লাগিলাম। পথে তাঁহার সহিত দুইতিনবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র, কি জানি কেন আমার হৃদয় যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহা করিয়া কাজ নাই, আবার গ্রামে ফিরিয়া যাই। কিন্তু আর ফিরিবার পথ নাই, আমাকে বীরত্বের খ্যাতিলাভ করিতে হইবে— পিতার স্নেহভাজন হইতে হইবে। ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, বিন্দুমাত্রও ভীরুতা প্রকাশ করিলে আমার সমস্ত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। কাজেই এখন আমি নিরুপায়। সওদাগরকে দেখিয়া একবার কেমন একটা অনিচ্ছার উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে আমার দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলে আমার মনে অন্য প্রকারের ইচ্ছা জাগ্রত হইল। তখন ভাবিতে লাগিলাম কি প্রকারে অবলম্বিত ব্যবসায়ে যশস্বী হইব।

যথাসময়ে মঙ্গলুরে উপনীত হইলাম। একটি প্রকাণ্ড সহর, অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান। অতি প্রাচীনকালে মীর হায়াত কালন্দর বলিয়া একজন সাধু ফকীর ছিলেন। এখানে তাঁহার সুবিখ্যাত সমাধি আছে। এই ফকীরের সমাধি অত্যন্ত পবিত্র; আমরা আমাদের সম্পাদ্য কার্য্যের সফলতামানসে এই স্থানে প্রার্থনা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম। তদনুসারে আমার পিতা, আমি, হুসেন ও অন্যান্য কতিপয় মুসলমান ঐ সমাধি মন্দিরে গমন করিলাম এবং তত্রত্য মোল্লাগণের অনুবর্ত্তন করিয়া যথাবিধি আরাধনা করিলাম। অনন্তর একত্রে দুই-জন মোল্লার সহিত উপবেশন করিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পিতা হুসেনকে একটি ইঙ্গিত করিল, মোল্লারাও তাহা বুঝিতে পারিল। তখন আমরা বুঝিলাম, তাহারাও ঠগী। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, কি আশ্চর্য্য। এই সব শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মোপদেষ্টাগণও আমাদেরই মত ঠগী! কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তার পর দেখিলাম যে, পিতা তাহাদিগকে অত্যন্ত হেয়-জ্ঞান করিতেছে।

সমাধিমঞ্চের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গনে অবতরণ করিবার সময় পিতা মৃদুস্বরে হুসেনকে বলিল— "ইহারা ঠিক ঠগী কিনা আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, আমাদের লোকেরা যেন ইহাদের সহিত আলাপ পরিচয় না করে। ইহারা আমাদের গতিবিধি আর লক্ষ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না, তবে আমাদের সঙ্গে ধনবান শিকার আছে জানিতে পারিলে কিছুতেই ছাড়িবে না।"

হুসেন বলিল, "ঠিক কথা বলিয়াছ। সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমাদের সঙ্গী সওদাগরের কথা যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে।"

সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। আমরা সতর্ক হইয়া বড়ই ভাল করিলাম, কারণ ক্রমশঃ দেখা গেল মোল্লারা বড়ই সন্ধানশীল— আমরা এত ত্বরিত গমনে এত দূর পর্য্যটন করিতেছি, অথচ আমাদের কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যদি তাহাদের নিকট আমরা সমস্ত ব্যাপার গোপন না করিতাম, যদি তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য কি জানিতে পারিত, অথবা যদি আমরা তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে হয় তাহারা আমাদের ধরাইয়া দিত, নতুবা লুণ্ঠিত সম্পত্তির শ্রেষ্ঠভাগ দাবী করিত, আমরা ততখানি তাহাদের দিতে পারিতাম না, কাজেই অত্যন্ত গোলযোগ হইত— এবং হয়ত বিপদ ঘটিত।

উপাসনার পর স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, সওদাগরের একটি লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে বলিল যে তাহার প্রভু অদ্য রাত্রিতে কিছুক্ষণ গ্রামের মধ্যে তাঁহার বন্ধুর গৃহে যেখানে আছেন সেইখানেই থাকিবেন— আজ আর তিনি সন্ধ্যায় গ্রামের বাহিরে আমাদের শিবিরে আসিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রহরী স্বরূপে পিতার নিকট কয়েকজন লোক চাহিয়াছেন। রাত্রিতে তাঁহাকে অপর একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অদূরবর্ত্তী বাসিম্ নামক গ্রামে যাইতে হইবে।

আমাদের দলভুক্ত কয়েকজন লোককে গ্রামে প্রেরণ করাটা পিতা বেশ যুক্তিযুক্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, কারণ গ্রামে যাহারা ঠগী আছে, তাহারা যদি ইহাদের চিনিয়া ফেলে, তাহা হইলে কাজটা ভাল হইবে না। তথাপি সওদাগর যখন চাহিয়াছেন, তখন কি হইবে। উপায় নাই! একটু রাত্রি হইলে কয়েকজনকে গ্রামের ভিতর সওদাগরের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পিতা ভাবিল, রাত্রি অন্ধকারময়— এখন আর তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে? ইতোমধ্যে চতুর্দ্দশ জন কবর খননকারী, দুজন ঐ দেশের পথ ঘাট উত্তমরূপে জানে এইরূপ লোকের সহিত অগ্রগামী হইল। তাহারা বলিয়া গেল, গিরিপথের মধ্যে অনেক খাত ও ঝোপ আছে— সুতরাং তাহারা বেশ উপযুক্ত স্থান অনায়াসেই

প্রাপ্ত হইবে। তাহারা কবর খনন করিয়া যেন আমাদের সংবাদ দেয়— কেন না আমাদের তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে— এ কথাও তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল।

সকলেই শুনিল, আমিই সওদাগরের গলায় ফাঁস পরাইব। অনেকেই আমাকে দেখিতে আসিল এবং উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত করিয়া গেল। সময় যতই নিকটবর্ত্তী হয়, উদ্বেগে আমার হৃদয় ততই স্পন্দিত হইয়া উঠে। পিতা আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে মনে বড়ই তুষ্ট হইল— উল্লাসে তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, আমার সফলতা যেন পিতার মনঃপুত হয়।

আমরা সকলে পুনরায় সমবেত হইলে গুরুর কথামত এক নিকটবর্ত্তী ময়দানে গমন করিলাম। গুরু মধ্য পথে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক বলিলেন :—

"কালি, মহা কালি! তোমার এই নবীন ভক্তের হস্তে পথিকের যদি মৃত্যু হয়, তবে আমাদিগকে ইঙ্গিত ক্রমে জানাও।"

কিছুক্ষণ আমরা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে সহসা রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক গর্দ্দভের গর্জ্জন ধ্বনি আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গুরুর আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঐ শুন, দেবীর এমন কৃপা আর কখন দেখিয়াছ কি ?"

পিতা বলিল, "আল্লার ইচ্ছায়, অনুষ্ঠানের কিছু ত্রুটি নাই— এখন সে অগ্রসর হইয়া বিজয় লাভ করুক। তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে, তোমাকে রুমালে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিতে হইবে।"

গুরু বলিলেন, "শিবিরে ফিরিয়া গিয়া তাহা করিব।" অতঃপর শিবিরে ফিরিয়া গেলে গুরু আমার রুমালখানি লইলেন, তাহাতে যে গ্রন্থি ছিল তাহা উন্মোচিত করিয়া একটি নূতন গ্রন্থি বন্ধন করিলেন এবং গ্রন্থির মধ্যে একখণ্ড রৌপ্য বাঁধিয়া দিলেন। রুমালখানি আমার হস্তে অর্পণ করিবার সময় তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এই সুপবিত্র অস্ত্র গ্রহণ কর। এই রুমালে বিশ্বাস স্থাপন কর। কালীর নামে আমার আজ্ঞা— এই রুমালে কার্য্য উদ্ধার হইবে।"

আমি দক্ষিণ কর পাতিয়া শ্রদ্ধান্বিত ভাবে রুমালখানি গ্রহণ করিলাম এবং কটিবন্ধে ঝুলাইয়া রাখিলাম।

আরও দুই একটি কথার পর আমরা বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে হয় নাই, শীঘ্রই গ্রাম হইতে একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, সওদাগর রওনা হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন— আপনাদের রওনা হইবার জন্ত বলিয়া দিয়াছেন।

আমরা শীঘ্র শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়া জন্তুগুলিকে বোঝাই করিলাম ও তথা হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তার মোড়ে সওদাগরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সওদাগর শীঘ্রই আসিয়া আমাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং আমরা সকলে একত্রে যাত্রা করিলাম।

প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিবাহিত করার পর কবর খননার্থ পুর্ব্বেই যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন লোক ফিরিয়া আসিল। পিতা তাহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভীল, প্রস্তুত?" লোকটি উত্তর করিল, "হাঁ, সমস্তই প্রস্তুত!"

পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "স্থানটি এখান হইতে কতদূর!"

লোকটি বলিল, "আর আধ ক্রোশ মাত্র; এখান হইতে আর সামান্য দূর গেলেই পথ অত্যন্ত প্রস্তরময়— গিরিপথের শেষ পর্য্যন্ত রাস্তা এই প্রকার— এই স্থানটিই বেশ উপযুক্ত।" এই বলিয়া লোকটি অন্যান্য লোকের সহিত দলে মিশিয়া গেল।

অতঃপর সমস্ত লোককে খুব সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। যাহাদিগকে বধ করিতে হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অথচ অত্যন্ত নিকটে কোথাও একজন কোথাও বা দুই জন করিয়া স্থাপিত করা হইল। সওদাগরের লোকেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল— কৌশল করিয়া তাহাদের সকলকে সওদাগরের গাড়ীর নিকটে এক জায়গায় আনা হইল, ইহাতে আক্রমণের সময় বিশেষ সুবিধা হইবে। চারিদিকে গোপনে গোপনে উদ্‌যোগ চলিতেছে দেখিয়া আমি একটু ব্যস্ত হইলাম ও রুমালখানি ভাল করিয়া ধরিলাম। কেবল ভাবিতেছি, কখন ইঙ্গিত হয়, কখন তাহার গলায় রুমাল জড়াইয়া দিই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলির আরও সমীপবর্ত্তী হইলে দেখিলাম পথিপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য আরও গভীর— চন্দ্রকিরণে তাহা আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ এমন অনেক স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলাম, যথায় আমার মনে হইতে লাগিল যে হত্যাকাণ্ড অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, কবরখননকারীরা যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিল, তাহা এ সমস্ত স্থান অপেক্ষা অনেকাংশে আরও ভয়ঙ্কর।

সম্মুখদিক হইতে একজন লোক আসিয়া, মৃদুস্বরে পিতাকে কি বলিল ও চলিয়া গেল। ইহাতে আমার উদ্বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। এইবার একটি নদী, তাহার তীরভূমি যেমন উচ্চ তেমনি বন্ধুর, আবার ভয়ঙ্কর অরণ্যশ্রেণী সমাবৃত। শ্যামবর্ণ পত্রশ্রেণীর মধ্য দিয়া চন্দ্রকিরণ নদীবক্ষে পড়িয়াছে। নদীটি দূর হইতে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত সর্পের মত দেখাইতেছে। আমি মনে করিলাম, এ যেরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, তাহাতে এখানে শত শত তস্কর অনায়াসেই বাস করিতে পারে। এই স্থানে

যদি পথিক দস্যু হস্তে নিহত হয়, তাহা হইলে কেহই তাহার কোন সন্ধান পায় না।

আমি আপন চিন্তায় বিভোর, এমন সময় পিতা পশ্চাৎ হইতে বলিল, "হুঁসিয়ার।" ইহাই প্রথম ইঙ্গিত। পিতা অতঃপর সওদাগরের নিকটে গমন করিয়া বলিল, "আমরা নদীতীরে উপস্থিত, নদীর পাহাড় অত্যন্ত বন্ধুর, নদীবক্ষ বড়ই প্রস্তরময়। আপনাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া অন্ততঃপক্ষে নদীটুকু হাঁটিয়া যাইতে হইবে।" সওদাগর গাড়ী হইতে নামিলেন ও হাঁটিয়া চলিলেন।

অতি কষ্টে শিলাময় বন্ধুর পথ অতিবাহন করিয়া সকলে নদীর নিম্নদেশে উপনীত হইল। আমার পিতা, হুসেন, আমি, সওদাগর, সওদাগরের এক ভৃত্য ও অন্যান্য দু'একটি লোক তখনও নদীবক্ষে সমতল ভূমিতে অবতরণ করি নাই, আমরা ৮৷১০ হাত উপরে ছিলাম। আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছি। রুমাল বেশ সজোরে ধরিয়া আছি। আমার অর্দ্ধ হস্ত পরেই আমার শিকার, বিশ্বস্তভাবে চলিয়াছে। আমি এতক্ষণ সওদাগরের পার্শ্বে ছিলাম, ঠিক পশ্চাতে থাকিলে সুবিধা হইবে ভাবিয়া এইবার ঠিক পশ্চাতে গেলাম। তথা হইতে দেখিলাম, অন্য একজন ঠগী সওদাগরের একজন ভৃত্যের ঠিক পশ্চাৎ লইয়াছে। সওদাগর রাস্তার দিকে দু'এক পা সরিয়া গেল। আমিও সরিয়া গেলাম। সওদাগরকে লক্ষ্য করিয়া আমি যেন তখন তন্ময় হইয়া গিয়াছি— দু'এক পা যে সরিয়া গেলাম, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

এইবার পিতা চীৎকার করিল, "জয় কালী!" আর যাও কোথা! তড়িৎ অপেক্ষাও ক্ষিপ্রতর গতিতে সওদাগরের গলায় রুমাল জড়াইয়া দিলাম। আমার মনে হইল, আমার বাহুতে যেন অমানুষিকশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আমি সজোরে হ্যাচ্‌কা টান দিলাম, মুহূর্তমধ্যে সে পড়িয়া গেল। আমি তখনও রুমাল ছাড়ি নাই, তাহার বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম— এত জোরে রুমাল টানিতে লাগিলাম যে, পরিশেষে আমার হাতে খিল্ ধরিবার যোগাড় হইল। সওদাগরের দেহ নিষ্পন্দ, সে মৃত— আমি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। সে কি ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শরীর মধ্যে রক্ত যেন ছুটিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এ প্রকারের নরহত্যা অত্যন্ত সহজ, আমি এখনই হাজার হাজার লোক মারিয়া ফেলিতে পারি। আজিকার ব্যাপারে আমারই শ্রেষ্ঠ সম্মান, কারণ আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়াছি। ভাবিতে লাগিলাম, আজ সকলেরই আমি প্রশংসাভাজন। এতদিন যাহারা আমাকে শিশু বলিয়া উপেক্ষা করিত, আজ হইতে তাহারাও আমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে।

আমি এই প্রকার চিন্তায়— উন্মাদনায়— মগ্ন, এমন সময়ে পিতা মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ কার্য্য হইয়াছে; উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। এখন আমার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ কবর সমীপে আইস। মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত হইয়াছে। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উত্তমরূপে সমাহিত করাইতে হইবে।

পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নদীবক্ষে অবতরণ করিলাম। একজন লোক আমাদের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যথায় কবর খোদিত হইয়াছিল, তথায় লইয়া চলিল। কয়েকজন লোক সওদাগরের মৃতদেহ লইয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। নদীবক্ষে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম— সম্মুখে একটি উপনদীর মোহনা— তথায় জল নাই; কতকগুলি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কবর কোথায়?" একজন লোক উত্তর করিল, "একটু উপরে; সেখানে যাইতে হইলে কাঁটার মধ্য দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইবে।"

পিতা বলিল, "হউক, চল, দেখা যাউক।" জঙ্গল কাটিয়া একটি সামান্য রন্ধ্র করা হইয়াছিল, সেই রন্ধ্রপথে আমরা কবর সমীপে উপস্থিত হইলাম।

একটি মাত্র কবর খনন করা হইয়াছিল। উহা এত বিস্তৃত যে সমস্ত নদীবক্ষ জুড়িয়া অবস্থিত— গভীরও তেমনি— উত্তোলিত বালুকা ও মৃত্তিকা উভয়পার্শ্বে পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপীকৃত হইয়াছিল। স্থানটি ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন— চন্দ্রকিরণ তথায় প্রবেশ লাভ করিতে না পারায় আমরা তত্রত্য লোকগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। কবর-খননকারীরা তাহাদের অপভ্রংশ ভাষায় কথা কহিতেছিল — আমি তখনও তাহা বুঝিতাম না। পিতা তাহাদের দলপতিকে বলিল;—

"তোমাদের বলিহারি বুদ্ধি; আচ্ছা চমৎকার স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ— শৃগালেও এ স্থানের সন্ধান করিতে পারে না। সম্পত্তি বিভাগের সময় তোমাদের ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। দেখ পীর খাঁ— আমি স্বয়ং কবর দেখিতে আসিয়া ভালই করিয়াছি— ইহাতে তোমার গুণবত্তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিলাম। যাহা হউক, এখন শীঘ্র শীঘ্র পুঁতিয়া ফেল, রাত্রি অনেক অধিক হইয়াছে।

পীর খাঁ উত্তর করিল, "আর বিলম্ব নাই, খোদাবন্দ আর একটা লাস আসিলেই হয়।"

ইতোমধ্যে সওদাগরের দেহ তিন জন লোক কর্ত্তৃক তথায় নীত হইল। দেহগুলির তলপেটে ছিদ্র করিয়া কবর মধ্যে স্তূপাকার করা হইল।

পিতা আমাকে বলিল, "দেখ তলপেটে যদি ছিদ্র করা না হয়, তাহা হইলে মৃতদেহ শীঘ্র ফুলিয়া উঠে এবং শৃগালেরা সুবিধা পাইলেই খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলে। কিন্তু এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে আর তাহার আশঙ্কা থাকে না।"

দেহগুলির উপর রাশি রাশি প্রস্তর, তাহার উপর কণ্টক গুল্ম স্থাপিত হইল, সর্ব্বোপরি বালুকা দিয়া উপরটি নদী বক্ষের সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন করিয়া ফেলা হইল।

পীর খাঁ বলিল, "জমাদার সাহেব, এইবার বোধ হয় সমস্তই ঠিক হইয়াছে। এখন চলুন আমাদের অন্যত্র যাওয়া যাউক। এখানে আর কেহ শেঠজির শরীর

খুঁজিতে আসিবে না।" অতঃপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সাহেবজাদা কেমন সব দেখিলেন?

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট দেখিয়াছি; যদি কখন প্রয়োজন হয়, আমি নিজেও কবর প্রস্তুত করিতে পারিব।"

পিতার ইঙ্গিতমত আমরা চলিয়া আসিলাম। কণ্টকগুল্মে যে রন্ধ্র করা হইয়াছিল, তাহা সযত্নে রুদ্ধ করা হইল—নদীর বালুকায় যে সমস্ত পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, সর্ব্ব পশ্চাতের লোকটি পশ্চাদ্দিকে হাঁটিয়া তাহা ঝাঁট দিয়া লুপ্ত করিতে করিতে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখন আমরা কোন্ রাস্তা ধরিয়া কোন্ দিক্ দিয়া যাইব, তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। বাসিম্ নগরের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। এই নগরে নিহত সওদাগরের অনেক বন্ধু আছে, তাহারা তাহার গাড়ী ও বলদ দেখিয়া যদি কোনরূপে চিনিতে পারে, তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইবার সম্ভাবনা। পিতা উপদেশ দিল, যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হয়, ততক্ষণ সদর রাস্তা ধরিয়াই যাওয়া যাউক—দিবালোক প্রকাশিত হইলে সদর রাস্তা ছাড়িয়া দূরে লোকলোচনের অগোচরে এক নিভৃত স্থানে বিশ্রাম করা যাইবে; সন্ধ্যার পর পুনরায় রওনা হইয়া রাতারাতি বাসিম্ নগর অতিক্রম করা হইবে। এই বিশ্রাম-স্থানে লুণ্ঠিত সম্পত্তির যে অংশ বিভাগ করা সম্ভব, তাহা বিভাগ করা যাইবে। হুসেনের দল এই স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে পথ ধরিয়া যাইতে বলা হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া যাইবে। তদনুসারে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে কয়েকখানি গ্রাম অতিক্রম করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিলাম। তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রান্তর মধ্যে এক আম্র বাগান, বাগানের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কূপ। আমরা সেই স্থান বিশ্রামার্থ নির্ব্বাচন করিলাম। আহারাদির ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে সকলে একবার একত্রে সমাসীন হইল। যথারীতি গুড় আনীত হইলে পূর্ব্বে বর্ণিত ব্যবস্থাক্রমে তর্পণীর যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। এবার আমি অন্যান্য ফাঁসিদারের সহিত কম্বলের উপর বসিতে পাইলাম—এখন আমি তাহাদের সমকক্ষ! যজ্ঞ সমাপ্ত

হইলে পিতার আদেশমত আমি রুমালের গ্রন্থি মোচন করিলাম— আবদ্ধ রৌপ্য-খণ্ড বাহির করিয়া সেইটি ও আরও কয়েকটি টাকা গুরুদেবকে অর্পণ করত ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলাম। আমার দীক্ষার ইহাই শেষ অনুষ্ঠান। আমি এখন একজন ফাঁসিদার, নর-হত্যায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছি— আমি এখন আমার সঙ্গীবৃন্দের সমকক্ষ!

অতঃপর পিতা ও হুসেন গত রাত্রির লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার সেই সমিতির সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। সকলে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, এরূপভাবে যথাযথ বণ্টন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাহার উপর হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর ভাগ করিলে মূল্য কমিয়া যাইবে। এইজন্য স্থিরীকৃত হইল যে, আপাততঃ নগদ অর্থ তৈজস-পত্রাদি ও অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের বস্ত্র সমুদয় উভয়দলের লোক সংখ্যার অনুপাতে দুইটিভাগে বিভক্ত হউক। মূল্যবান হীরক রত্ন ও বুটিদার বস্ত্রাদি আপাততঃ পিতার নিকট থাকুক, পিতা হায়দরাবাদে গিয়া তৎসমুদয় বিক্রয় করিবে— আবার যখন সকলে আড্ডায় সম্মিলিত হইবে, তখন এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিভাগ করা যাইবে।

ইহার পূর্ব্বে ভাগ করিয়া প্রত্যেকে যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। এখন নগদ সাড়ে তিন সহস্র মুদ্রা বিভক্ত হইল— সুতরাং এখন কিছুদিন আর কাহাকেও অর্থাভাব অনুভব করিতে হইবে না। দলের লোকগুলি সকলেই অত্যন্ত মিতব্যয়ী, কেহই কোনরূপ বিলাস বা ব্যসনাসক্ত নহে, দৈনিক আহার্য্যও খুব সামান্য— হয়ত ঘি নাই, কিছু নাই। শুধু রুটি খাইয়াই দুএকদিন চলিয়া গেল।

যাহা হউক, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আম্র কানন হইতে আমাদের শিবির ভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ পরস্পর কোলাকুলি করিয়া পরস্পরের সাফল্য প্রার্থনা করিলেন। হুসেনের দল চলিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের নিকট পর্য্যন্ত আমরা তাহাদের দেখিতে পাইলাম। পরিশেষে তাহারা আমাদিগের লোচন পথের বহির্ভূত হইলে আমরাও তথা হইতে যাত্রা করিলাম।

বাসিম্ যাইবার সাধারণ পথটিতে না গিয়া আমরা একটি নূতন রাস্তা ধরিলাম; ভাবিলাম এই রাস্তা নিশ্চয়ই কোন না কোন বৃহৎ নগরে গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া গেলে প্রথমতঃ আমাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম, দ্বিতীয়তঃ নূতন শিকার পাইবারও সম্ভাবনা। সেদিন প্রায় সমস্ত রাত্রিই উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে দশদিক উদ্ভাসিত, আমরা বেশ সুখেই চলিলাম। যে দেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, সেই দেশ একরূপ শুষ্ক মরুভূমি— মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে জঙ্গল পরিদৃষ্ট হয়। পথিপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে আমরা বড়-একটা প্রবেশ করি নাই, কেবলমাত্র দু'এক স্থানে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অথবা অগ্নি চাহিয়া আনিবার জন্য

গিয়াছিলাম মাত্র। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেই গ্রামবাসীরা বড়ই বিরক্ত হয়। এই সময়ে দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া গমন করিবার সময় গ্রাম্য কুক্কুরগণের-শব্দে গ্রামবাসিগণ জাগিয়া উঠিত। প্রাচীরে ও ফটকে প্রায়ই অস্ত্রধারী লোক দেখিতে পাইতাম। আমাদের সাংখ্যাধিক্য সন্দেহের বিষয় হইলেও আমরা কে, কোথায় যাইতেছি, এ কথা কেহই বড় একটা জিজ্ঞাসা করিত না।

এই প্রকারে আমরা কয়েকদিন যাবৎ পর্য্যটন করিলাম। যে পথে চলিয়াছি, এই পথ যে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহার কিছুই জানি না। আমরা ইচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রকাণ্ড রাজপথ পরিহার করিয়াছিলাম, সুতরাং এই গ্রাম্যপথে যে উপযুক্ত শিকার জুটিবে, তাহারও বড় একটা সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে আমরা এক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখন আর ভয়ের কারণ কিছুই নাই, কারণ যে স্থানে নরহত্যা করিয়াছিলাম, সে স্থান বহুপশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি; সুতরাং আমরা এই প্রশস্ততর পথ ধরিয়া পর্য্যটন করিতেই মনস্থ করিলাম। মনে আশা হইল, বোধ হয় এই রাস্তা ধরিয়া হায়দরাবাদে উপনীত হইতে পারিব। যদি তাহাও না হয়, এমন কোন বড় গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব, যথা হইতে হায়দরাবাদের পথে আমাদের ব্যবসায় অচল রহিবে না। সত্য বটে, আমাদের নিকট অনেক ধন রহিয়াছে। এখনও দুই মাস অতীত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমাদের আশা অতৃপ্ত, আমরা আর অলসভাবে মিছামিছি দিনযাপন করিতে পারিতেছিলাম না।

এই প্রশস্ততর পথটি ধরিয়া কয়েক ঘণ্টা অগ্রসর হইতে হইতে দূরে আম-বাগান ও আম-বাগানের মধ্যে অনেক উন্নত দেবমন্দির পরিদৃষ্ট হইল। বুঝিলাম আমরা কোন সমৃদ্ধিশালী লোকালয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। ক্রমশঃ জানিলাম, এই স্থানটির নাম 'উমারখার'— এই অঞ্চলে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। নগরের চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ কর্ষিত ভূভাগ, প্রচুর পরিমাণে গম ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়।

পিতা বলিল, "দেখ এমন স্থান হইতে যদি কিছু শিকার সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্য। নগরের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করা যাউক, পথিকগণকে ভুলাইবার জন্য 'সথারী' গণ বাজারের মধ্যে ভ্রমণ করুক। চেষ্টা করিলে এই সন্ধ্যাতেই শিকার জুটিতে পারে, কিন্তু শিকার না জুটিলে আমাদের এই শিবির সন্নিবেশ নিতান্ত অকারণ।"

'সথা'র কার্য্য আমি জানিতাম না, সুতরাং উহা আমার এক্ষণে শিক্ষা করা প্রয়োজন। ফাঁসিদারের কার্য্য অপেক্ষা 'সথা'র কার্য্য অধিক গৌরবকর বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ একজন পথিককে ভুলাইয়া সহযাত্রী করিতে অনেকগুলি গুণের প্রয়োজন। প্রথমতঃ মানুষ চিনিবার বিশেষ ক্ষমতার দরকার, দ্বিতীয়তঃ

নিজেকে সচ্চরিত্র ও সাধু বলিয়া সকলের মনে দৃঢ় সংস্কার উৎপাদন করিতে হইবে। তাহার পর, মিষ্ট ভাষা ও নম্র ব্যবহার চাই। বদ্রীনাথের এই গুণগুলি বিশেষ পরিমাণে ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকটি খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ, কিন্তু দেখিতে বড়ই সুপুরুষ। কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। বদ্রীনাথ সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া বলিত যে, সে যতগুলি পথিককে ভুলাইবার জন্য সঙ্গ লইয়াছে, তাহাদের সকলকেই সে স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছে।

আমরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পরিচয় দিলাম, আমরা একদল বণিক, হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছি। সে সময়ে পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক গ্রহণের প্রথা ছিল। মাশুল দারোগার সমীপবর্ত্তী হইলে আমার পিতা কাপড়ের বস্তাগুলি খুলিয়া দেখাইল। দারোগা যেরূপ শুল্ক দাবী করিলেন, পিতা কোনরূপ ওজর আপত্তি না করিয়া তাহা প্রদান করিল। ফলে, তাহারা আমাদিগকে ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত বণিক বলিয়া বিবেচনা করিল, যথেষ্ট সম্মান করিল ও শিবির সংস্থাপনের জন্য নগরের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

শিবিরাদি সন্নিবেশিত হইলে বদ্রীনাথ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "এইবার অতি উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া আমার সহিত আসুন। এখন আপনার পিতা একজন ধনশালী বণিক, আপনি তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ। আমি একজন "ভালা আদ্‌মি", আপনাদের অধীনে কর্ম্ম করি। আর পীর খাঁকে সঙ্গে করিয়া লওয়া যাউক। সে যদিও কবর খনন করে বটে, কিন্তু সে বড় সুদক্ষ 'সখা' — আর ভাল পরিচ্ছদ পরিলে তাহাকে দেখায়ও খুব ভাল। চলুন, এইভাবে আমরা নগর-পর্য্যটনে বাহির হই, নিশ্চয়ই শিকার মিলিবে।"

আহারাদি সমাপনান্তে আমরা যথাবিধি মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম ও শিকারান্বেষণে যাত্রা করিলাম। নগরে প্রবেশ করিয়া একেবারে 'চৌকি'তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় কোতোয়াল ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক বসিয়া রসিয়াছে। তাহাদের চতুর্দ্দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বরকন্দাজ রহিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা বিশেষ সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন ও কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বদ্রীনাথ আমাকে উচ্চ আসনে বসাইয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিলেন। নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আমার পিতার নাম কি, তিনি কোথায় যাইতেছেন, ব্যবসায়ের জন্য তাঁহার নিকট কি কি দ্রব্য আছে, এবং হিন্দুস্থানের বণিকেরা বাণিজ্যার্থে যখন সচরাচর এদিক দিয়া আইসে না, তখন এই নূতন রাস্তা দিয়াই বা আমরা কেন আসিয়াছি, এই সমস্ত প্রশ্ন তাহারা এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, আমার ধারণা হইল, বুঝিবা তাহারা আমাদের সন্দেহ করিতেছে। আমি উত্তর

দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে বদ্রীনাথ আমাকে কথা কহিতে না দিয়া স্বয়ং উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

যে লোকটি এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ব্যাপার কি শুনিবেন? ঐ যে নাগপুর, অমন কুস্থান ত আর জগতে নাই। নাগপুরের লোক মহাপাপী, উহারাই আমাদের পথ ভুলাইয়া দিয়াছে। ভগবান জানেন, কেন উহারা আমাদের ভুল পথ দেখাইয়া দিল। তামাসা করিবার জন্যও হইতে পারে, আর এমনও হইতে পারে— কাহার মনে কি আছে, কিছুইত বলা যায় না— হয়ত দস্যুতা করিয়া পথিমধ্যে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায় উহাদের ছিল। তাহারা আমাদের বলিয়াছিল যে, এই রাস্তা দিয়া গেলেই আমরা সহজে ও অতি শীঘ্র গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিব। যাহা হউক, মহাশয়! আপনাদের এই নগরটি বড়ই মনোরম, এখানকার ভূমি খুব উর্ব্বরা দেখিলাম। নগরটি দেখিয়াই মনে হয়, এখানকার শাসনকর্ত্তা খুব বিজ্ঞ ও প্রজাবৎসল। কি বলেন, জমাদার! যাহা বলিতেছি ঠিক নয়?

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়। এখানকার রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদের সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারাও তাঁহাদের প্রভুর মত সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার। যখন এই প্রকারের সব লোকের হস্তে নগরের শাসন-ভার রহিয়াছে, তখন নগরটি যে রমণীয় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কোতোয়াল সাহেবকেই দেখ না, কেমন মিষ্ট হৃদয়গ্রাহী কথাবার্ত্তা! এই পদে যিনি ইঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনি যে বিশেষরূপে গুণগ্রাহী, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

কোতোয়াল বলিল, "এ সব আপনাদের অনুগ্রহ। কি বলেন!— আমি আপনাদের দাস, আমি এত প্রশংসার যোগ্য নহি। আপনারা যদি একবার আমাদের প্রভুর সহিত পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার সদ্‌গুণরাজির দ্বারা মোহিত হইতেন।

আমি কহিলাম, "অতি উত্তম প্রস্তাবই করিয়াছেন; আপনাদের শাসন-কর্ত্তার চরণমূলে কিঞ্চিৎ নজর দেওয়া বড়ই সুখের বিষয় হইবে। বোধ হয়, তাঁহার মহত্ত্বের অনুরূপই দক্ষিণাপথের রাজধানীর মহারাজ বাহাদুরের মহত্ত্ব হইবে। তাঁহার সহিত কবে আমরা সাক্ষাৎ করিতে পারি?"

আমাদিগের নবপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন— "সন্ধ্যার সময়, উপাসনার পর। সেই সময়ে সাধারণ লোকদিগের অভিযোগ প্রভৃতি তিনি শ্রবণ করেন; সেই সময়ে দরবারে বড়ই ধুম হয়। তিনি নগর হইতে একদল বাঈজি আনিয়াছেন, বাঈজিদিগের সুমধুর সঙ্গীতস্বরে সভাস্থল মুখরিত হয়।"

আমি বলিলাম, "বেশ কথা, আমরা অদ্য সেই সময়ে আসিব। আপনি

অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার প্রভুকে বলিয়া রাখিবেন, আমরা তাঁহার প্রতি অন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে চাই।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন ভদ্রবেশধারী প্রাচীন হিন্দু চৌকীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লোকটিকে দেখিয়া বণিক বলিয়া মনে হইল। তিনি আসিয়াই অত্যন্ত অভদ্রস্বরে একটি থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, যদি বিশ্রাম স্থান না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নগরের শাসন-কর্ত্তার নিকট যাইতে হইবে।

লোকটির রুক্ষ ব্যবহারে কোতোয়াল বড়ই রুষ্ট হইল বলিয়া মনে হয়। অনুরূপ স্পষ্টস্বরে বলিল যে, যদি তিনি ভদ্রভাবে প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জন্য একবিন্দু স্থানেরও ব্যবস্থা করিবেন না।

অতঃপর কোতোয়াল আমাদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখুন দেখি মহোদয়গণ! আপনারাই ইহার বিচার করুণ। আমি শপথ করিতেছি, তাহাকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করিব না। আমি ইহার অপেক্ষা উচ্চদরের কুড়ি হাজার লোক দেখিয়াছি। আবার আমাকে ভয় দেখাইতেছে নালিশ করিবে! যাউক না, চাবুক খাইয়া ফিরিতে হইবে। উহার মত হাজার হাজার লোক প্রত্যহ এখানে আসে। উহাদের থাকিবার স্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা কি সম্ভব? বলুন দেখি, আপনারা ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক।"

বৃদ্ধ বণিক পুনরায় রুক্ষস্বরে বলিল, "তুমি ও তোমার প্রভু সয়তানের অনুচর। যদ্‌বধি আমি নিজামের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছি, তদ্‌বধিই এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে! আমি নিজামরাজ্যের চিরকালই এইরূপ দুর্ণাম শুনিয়া আসিতেছি। এমন রাত্রি নাই, দস্যুতস্করের ভয়ে না ভীত হইয়াছি। ভগবানই জানেন, আমার সহিত যদি প্রহরী থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের এই পাপপুর্ণ নগরের বাহিরে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতাম। এখানকার দোকানদারেরা সকলেই জুয়াচোর। দাইল ময়দা প্রভৃতি কল্য যে দামে কিনিয়াছি, অদ্য এখানে তাহার দ্বিগুণ দাম দাবী করে। রাত্রিতে থাকিবার জন্য বাসা চাহিলে সকলেই প্রত্যাখান করে। মহাশয়েরা, বলুন দেখি এখন আমরা কি করিব?"

আমি তাহার কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বদ্রীনাথ আমাকে কথা কহিতে না দিয়া নিজেই উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। আমি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম যে, বদ্রীনাথ তাহার সহিত ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে কথা কহিতেছেন।

"আপনি দেখিতেছি বড়ই অসন্তুষ্ট স্বভাবের লোক। আপনি কি চাহেন? আপনাকে নিশ্চয় একটি থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে— আপনি সে স্থানটিকে মনোমত বলিয়া বিবেচনা করেন না। অথবা আপনি ভয়ঙ্কররূপ আফিম্ খাইয়াছেন। যান্, বাজারে যান্। থাকিবার স্থান পান ত ভালই, যদি না পান,

রাস্তায় শুইয়া থাকুন; আপনার অপেক্ষা অনেক উচ্চপদবীর সম্ভ্রান্ত লোককে এ ভাবে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে।"

লোকটি একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রথমতঃ আমাদিগের প্রতি, তদনন্তর কোতোয়াল ও তাঁহার লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কোতোয়াল তুষ্টভাবে আমাদিগকে বলিতে লাগিল, "ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আপনারা ভদ্রলোক, এরকম লোককে নগর হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত" ইত্যাদি। পরিশেষে আর কোন কথা না বলিয়া বণিক তাঁহার পাগড়িটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন—ও কাতরস্বরে বিলাপ করিতে করিতে সবেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

লোকটির ব্যবহার দেখিয়া আমরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমি কোতোয়ালকে বলিলাম, "লোকটি বড়ই আশ্চর্য্য রকমের। আমার বোধ হয়, এ প্রকারের অভদ্র লোক প্রায়ই আপনাকে বিরক্ত করিতে আইসে। যাহা হউক, আপনি লোকটিকে ডাকিয়া পাঠান; লোকটি নিজের ব্যবহারের জন্য যাহাতে নিজেই লজ্জিত হয়, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি আমার প্রার্থনামত তাহাকে বলুন যে, তোমাকে আশ্রয় স্থান দিতেছি।"

কোতোয়াল উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা; কিন্তু আপনারা যদি না বলিতেন, তাহা হইলে আমি কিছুতেই উহার থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিতাম না। আমাকে এপ্রকারের অনেক লোকের সহিতই ব্যবহার করিতে হয়। মহাশয় বলিব কি, পথিকদিগের এই সমস্ত উৎপীড়নে আমরা একেবারে উত্যক্ত হইয়াছি। আমার ত আর অসাধারণ শক্তি নাই, আমার অধীনে ত আর দু'চারিটা 'জিন্' নাই যে, যাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সরবরাহ করিব।"

আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই দেখিতেছি, আপনার কাজ বড়ই দায়িত্বপুর্ণ। সকলকে তুষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব নহে।—এই যে সেই সওদাগর ফিরিয়া আসিতেছেন!" বলিতে বলিতে সেই হিন্দু সওদাগর আসিয়া পুনরায় চৌকীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্র কোতোয়াল কহিলেন, তোমার পাগ্ড়ি লও—ভাল-মানুষের মত আর রাগ করিও না। তুমি কিছু শিশু নও যে ভদ্রলোকের সহিত কোন্দল করিবে। তুমি কি কখনও দেশ পর্য্যটন কর নাই? তাই কি এই প্রকার ভদ্রলোকের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিতেছ? তোমার পাগ্ড়িটি লও—আর তোমরা কেহ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া এই ভদ্রলোকের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

লোকটি মুহূর্ত্তের জন্য বড়ই অপ্রতিভ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তাঁহার পাগ্ড়িটি কুড়াইয়া লইয়া বিষন্নভাবে প্রস্থান করিলেন। কোতোয়ালের একজন লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বদ্রীনাথ আমায় ইঙ্গিত

করায় আমিও গাত্রোত্থান করিলাম। আমরা চৌকী হইতে বাহির হইবামাত্র বদ্রীনাথ বলিলেন, "এ লোকটিকে ঠিক পাওয়া যাইবে। দেখুন, কেমন করিয়া উহাকে আয়ত্ত করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইঁহার সহিত অধিক লোকজন নাই, সুতরাং ইঁহাকে হত্যা করাও খুব সহজ হইবে।"

আমরা তাঁহার ও কোতোয়ালের অনুচরের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দূরে দূরে চলিলাম। কোতোয়ালের লোক তাঁহাকে একটি কদর্য্য বাসায় রাখিয়া আসিল। লোকটি বাসার দুরবস্থা দর্শনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কি করেন, মন্দের ভাল বিবেচনায় তাহাই গ্রহণ করিলেন। কোতোয়ালের লোকটি চলিয়া গেল। সওদাগর তখন একাকী, আমরা ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলাম।

বদ্রীনাথ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাম! রাম! শেঠ্‌জি, শেষকালে ইহারা আপনাকে এই কদর্য্য বাসায় রাখিয়া গেল। এ স্থান যে শূকরেরও বাসের যোগ্য নয়। দেখুন, ঐ যে কোতোয়াল, ও মুখে বেশ মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু উহার মত ধূর্ত্ত বদমায়েস বিশ্ব চরাচরে দ্বিতীয় নাই।" তাহার পর, বদ্রীনাথ খুব মৃদুস্বরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তাহার পর আমি বেশ ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই কোতোয়ালের অধীনে অনেক দস্যু আছে, রাত্রিকালে বিদেশী পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কার্য্য। সকালে পথিক যখন এই চৌর্য্যের জন্য কোতোয়ালের নিকট অভিযোগ করিবে, অমনি কোতোয়াল সেই পথিককে প্রহার করিয়া নগর হইতে তাড়াইয়া দিবে। এইরূপ ইহার কার্য্য, নয় জমাদার সাহেব? এইরূপ সকলে বলিতেছে না?

আমি বলিলাম, "তাহাত আমি অনেক দিন জানি। সেই লোকটির কথা তোমার মনে নাই? সেই লোকটি, এই মাত্র কয় ক্রোশ পূর্ব্বে আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে আমাদের বলিয়া গেল, উমারখার নগরের লোক অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, আমরা যেন কিছুতেই নগরের মধ্যে রাত্রি যাপন না করি।

সওদাগর উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন! আমার তাহা হইলে যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে!" এই বলিয়া, সে কাতরভাবে শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। "আমার যথাসর্ব্বস্ব যে ঐ থলিয়া কয়টির মধ্যে আছে! আমি যে অত্যাচারের ভয়ে সুরাট হইতে পালাইয়া আসিতেছি! হায়, আমি যতই বিপদ ছাড়িয়া পালাইতেছি, বিপদ যে ততই ঘনীভূত হইতেছে! ওগো, সবে এই দুই-দিন পূর্ব্বে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া যেমন হঠাৎ একবার চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, অমনি দস্যুরা আমার থলিয়া কাটিবার যোগাড় করিয়াছিল! ওগো, সে দিন যে আমার দুখানি বাসন আর একখানা কাপড় ডাকাতে লইয়া গিয়াছে। এখন আমি আর কি করিতে পারি? সে দিন এক জায়গায় ডাকাত আসিয়াছিল।

আমি ভাবিলাম, যদি ডাকাতদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করি, তাহা হইলে অন্য এক দল ডাকাত আসিয়া থলিয়াগুলি লইয়া যাইবে, কাজেই তাহাদিগকে তাড়া না করিয়া আমি বসিয়া বসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোক সমবেত হইল। আমি আমার চীৎকারের কারণ সকলের নিকট বর্ণনা করিলে, এক দুর্ব্বৃত্ত, সে নাকি গ্রামের 'পেটেল', সে বলিল "কি তুমি আমাদের গ্রামে বসিয়া গ্রামের লোকের অকারণ দুর্ণাম করিতেছ! এতদূর স্পর্দ্ধা।" অতঃপর তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল। আমার সর্ব্বদাই ভয় হইতে লাগিল, এইবার আসিয়া তাহারা আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে। এখন যে কি হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বদ্রীনাথ নিরতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তাইত, ইহারা আপনার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে দেখিতেছি। আপনি এক কাজ করুন। শুনিয়াছি এই নগরের যিনি হাকিম, তিনি নিরতিশয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি — আপনি তাঁহার নিকট গিয়া অভিযোগ করুন।

লোকটি উত্তেজিতস্বরে কহিল, "না, না, না, নালিশ আর আমি কিছুতেই করিব না। আমি গিয়া নালিশ করি, আর উহারা আমার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লউক! তদ্ব্যতীও বড়লোকের নিকট যাওয়াও বড় সহজ নহে, সেখানে তাহাকে নজর দিতে হইবে, তাহার ভৃত্যগণকে পুরস্কার দিতে হইবে; সে বড় ভয়ঙ্কর কার্য। যদি ভৃত্যদের পুরস্কার না দিই, তাহা হইলে অবস্থা আরও ভয়ানক হইয়া পড়িবে। না, না, ভগবানের ইচ্ছায় আমার কিছু অপহৃত হয় নাই; এখন কোনরূপে এই নগর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি, তাহা হইলে রাস্তায় কোন সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাইলে তাহাদের সহিত মিলিত হইব।"

বদ্রীনাথ আমার দিকে ফিরিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ নিভৃতে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আর কি? ঔষধ ত ধরিয়াছে! এখন সে জালে পড়িয়াছে, এইবার জাল গুটাইয়া তীরে তুলিতে পারিলেই হয়।"

"কি রকম?"

"আমি তাহাকে আমাদের শিবিরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করি। আমি প্রস্তাব করিব, আপনি প্রথমতঃ তাহাতে অসম্মত হইবেন; তাহার পর আমি অনেক অনুনয়বিনয় করিলে শেষে সম্মত হইবেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন ত?

হাঁ, আমি ঠিক বুঝিয়াছি।"

পুনরায় আমরা সওদাগরের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

বদ্রীনাথ সওদাগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শেঠজি, আপনি এখন বড়ই

দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আপনি যদি কোন প্রকারে শীঘ্র নগরের বাহিরে যাইতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার যথাসর্ব্বস্ব নিশ্চয়ই অপহৃত হইবে। আপনি আমাদের সহিত আমাদের শিবিরে আসিতে পারেন, অবশ্য যদি জমাদার সাহেবের অনুমতি হয়। কিন্তু কথা এই, আমরা বড়ই সতর্কভাবে থাকি— কোনও লোককে শিবিরের সন্নিধানে যাইতে দিই না। আমরা একজন সম্ভ্রান্ত বণিককে কাশী হইতে হায়দরাবাদে লইয়া যাইতেছি। এই বণিকের নিকট অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি আছে।

বিপন্ন সওদাগর কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভগবান আপনাদের ও আপনাদের সন্তান সন্ততিগণের মঙ্গল বিধান করিবেন— আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে সাহায্য করুন।" অতঃপর আমার পরিচ্ছদ ধরিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব! আপনি আমার মা বাপ; আপনার একটি মুখের কথায় এই গরীবের জীবন রক্ষা হইবে; আপনার একটি মুখের কথায় আমার এই দ্রব্যসমূহ যথাস্থানে উপস্থিত হইবে। ভগবানই জানেন, জমাদার সাহেব, পথে যদি আমার কোন বিপদ হয়, তাহা হইলে আমার স্ত্রী পুত্র একেবারে নিরাশ্রয় হইবে— আমার প্রভুরা আমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যাইবে। জমাদার সাহেব, আপনি ইচ্ছা করিলেই এই দারুণ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারেন।"

আমি ভূমিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "ছি, ছি, আপনি একজন সৎ লোক, এত কাতরভাবে অনুনয় করিতেছেন কেন? আমি যাঁহাকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছি, তিনি বণিকদিগের মধ্যে একজন রাজ রাজেশ্বর। আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারিব না? আসুন, ভগবানের নামে আপনার কোনই ভয় নাই— আমরা আপনার রক্ষাবিধান করিব। আমরাও হায়দরাবাদ যাইতেছি— আপনি ভৃত্যগণের সহিতই থাকিতে পারিবেন। পীর খাঁ আমরা যাইতেছি— তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া আইস।" পীর খাঁ সওদাগরের নিকট রহিল— আমরা দুইজনে চলিয়া আসিলাম। পথিমধ্যে আমরা স্থির করিলাম, সন্ধ্যার পুর্ব্বেই ইহাকে শেষ করিতে হইবে, কারণ সন্ধ্যার পর আমাদিগকে হাকিমের দরবারে যাইতে হইবে।

শিবিরে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই পীর খাঁ ও সওদাগর আসিতেছে দেখিলাম। সওদাগরের সঙ্গে আর একটি লোক— দুইটি ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই করা দ্রব্যাদি।

পিতা বলিল, "এমন জুটিবে, আমি আশা করি নাই। দুইটি ঘোড়ার পিঠে যখন পুরা বোঝাই, তখন একরূপ মন্দ লাভ হইবে না। তবে আগেকারটির মত অবশ্য হইবে না।"

ইহাদিগকে কি উদ্দেশ্যে শিবিরে আনা হইয়াছে, তাহা দলের সকলেই অবিলম্বে

বুঝিল— এবং তাহাদের সহিত বড়ই ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল। কেহ তাহাদের জিনিসগুলি নামাইয়া দিল, কেহ রন্ধনের স্থান ঠিক করিয়া দিল— ইত্যাদি যে প্রকারে যে পারিল, সওদাগরের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে লাগিল। সওদাগর বেশ প্রফুল্লমুখে অন্যান্য লোকের সহিত মিশিয়া গল্প করিতে লাগিল। —হায় মূর্খ! তোমার চতুর্দ্দিকে কি আয়োজন চলিতেছে, তাহার তুমি কিছুই জানো না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইতোমধ্যে আমরা দলস্থ সকলে পরমর্শ করিবার জন্য পিতার তাম্বুর ভিতর সমবেত হইলাম। কাহাকে কি করিতে হইবে, সমস্তই স্থিরীকৃত হইল। ফাঁসি-দারের কার্য্য আমার উপরেই ন্যস্ত হইল, শেঠজি আমার ভাগে পড়িলেন। আমার অপেক্ষা দক্ষতর অনেক ফাঁসিদার আছেন, তাঁহাদের সমকক্ষ হওয়া ও তাঁহাদের অতিক্রম করাই এখন আমার লক্ষ্য। কেবলমাত্র এই ফাঁসিদারের কার্য্য বলিয়া নয়, ঠগীদিগকে যাহা কিছু করিতে হয়, সমস্ত কার্য্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইব, আমি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য্যতার সহিত 'সথার' কার্য্য করিতেছি। এই কার্য্যে সুদক্ষ বদ্রীনাথের পার্শ্বচররূপে আমি কার্য্য করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া মনে মনে বড়ই গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

সান্ধ্য উপাসনার পরেই লোক দুইটিকে বিনাশ করা হইবে এইরূপ স্থির করা হইল।

আমাদের শিবিরে একটি ছোট ছেলে ছিল। তাহার বয়স বার বৎসর। তাহার পিতা আমাদের দলভুক্ত একজন ঠগী। এই বালকটি বড়ই সুন্দর গান গাহিতে পারিত। সে যখন গান করিত, তখন তাহার পিতা সারঙ্গ বাজাইত। সান্ধ্য উপাসনার পর আমরা মজ্‌লিস করিয়া এই বালককে দুএকটি করিয়া পয়সা দিতাম— ইহাতে সে বেশ উপার্জ্জন করিত। অদ্যও আমরা বালকের গান শুনিতে বসিলাম ও আমাদের মজ্‌লিসে যোগদান করিবার জন্য শেঠজিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। শেঠজি ও তাঁহার ভৃত্য আগমন করিল। এই ভৃত্যটি বেশ সুপুরুষ ও বলিষ্ঠ; তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, লোকটি যেওয়ার

দেশীয় রাজপুত। এই জাতীয় লোক সাধারণতঃ বড়ই মহচ্চরিত্র ও সাহসী। আমি লোকটিকে দেখিলাম ; মনে হইল যে, আমি শেঠজিকে বধ করিবার ভার না লইয়া যদি লোকটির ভার লইতাম, তাহা হইলে ভাল হইত। এই লোকটির ভার বদ্রীনাথের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, বদ্রীনাথ যদি ইহাকে বিনাশ করিতে পারে, তবে আমিই বা কেন পারিব না ? আসল কথা, আমার আত্মশক্তিতে এতই বিশ্বাস ছিল যে, লোকে স্বীকার করুক বা না করুক আমি আপনাকে বদ্রীনাথ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতাম। আর একটু চিন্তা করিয়া আমি বদ্রীনাথের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম।

বদ্রীনাথ আমার প্রস্তাব শুনিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার ইচ্ছা হয় করিতে পার ; তবে এই মেওয়ারী রাজপুতেরা বড়ই শক্ত লোক— চিতাবাঘের মত কর্ম্মঠ। সত্য কথা বলিতে কি, এই লোকটির ভার লইতে আমার তত ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি, উপায় নাই ; আর যদিই বা না পারি, তাহাতেই বা কি ? আমার পিছনে আরও কুড়িজন লোক থাকিবে, আমি না পারিলে তাহারা শেষ করিয়া ফেলিবে। আপনি কি উহাকে পারিবেন বলিয়া সাহস করেন ?

হাঁ, আমার খুব সাহস হয়। আমার মোটেই ভয় হইতেছে না। তদ্ব্যতীত আমি নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছি ; আমাকে এখন যশস্বী হইতে হইবে— একটু কঠিন কাজ দেখিয়া বিপদের ভয়ে আমার এখন সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না।"

"দেখুন, আপনি যদি পারেন, তবে ভার লউন ; কিন্তু আমার কথায় ত হইবে না, আপনার পিতার মত লইতে হইবে।"

আমি পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। শেঠজি তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিলেন। যে বালকটি গান গাহিতেছিল, সেও মেওয়ার দেশের। শেঠজির ভৃত্য এই সুদূর প্রবাসে বহুদিনের পর স্বদেশী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া একেবারে উল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা কি করিতেছি, না করিতেছি, সেদিকে তাহাদের কাহারও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

পিতা আমার প্রস্তাব শুনিয়া বলিল, "তুমি কি ঠিক্ পারিবে ? যদি সন্দেহ থাকে, তবে আর ইহার ভার লইবার প্রয়োজন নাই লোকটি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত— কটিতে একখানি ছোরা রহিয়াছে। তরবারিকে তত ভয় নাই, কিন্তু ছোরা বড় ভয়ানক জিনিস— একটু অসাবধান হইলে তুমি সাংঘাতিকরূপে আহত হইতে পার।"

আমি উত্তর করিলাম, "মনে করুন, আমি আহত হইলাম,— সেই ভয়েই

কি আমি বিমুখ হইব ? না না, আমিই ইহার ভার লইব। আপনি অনুমতি করুন কোন চিন্তা নাই।"

পিতা বলিল, "বেশ— আমি তোমাকে কর্ত্তব্যে বিমুখ করিতে চাই না। যদি প্রয়োজন হয়, আমি সাহায্য করিব।"

"পান লেয়াও" এই কথাটি আজিকার ইঙ্গিত রূপে নির্দ্ধারিত হইল। বদ্রী-নাথকে আমার জায়গায় উঠাইয়া দিয়া আমি যখন বদ্রীনাথের জায়গায় আসিলাম, তখন ভৃত্যটির মনে যেন কিছু সন্দেহের উদয় হইল। সে একবার কুটিল নয়নে আমাদিগের উভয়ের প্রতি চাহিল। আমার মনে হইল, সে যেন তাহার ছোরাখানি একটু আল্‌গা করিয়া রাখিল। আমার তখন বড়ই উত্তেজনার সময়, স্নতরাং আমি যাহা দেখিলাম, যাহা ভাবিলাম, তাহা শুদ্ধ কল্পনা কি না, বলিতে পারি না। আমি ভাবিলাম, কি করা যায় ? ভাবিয়া স্থির করিলাম, লোকটিকে দাঁড়াইয়া আক্রমণ করাই সঙ্গত, কারণ তাহাতে আমি অধিকতর বল প্রয়োগে সমর্থ হইব। আমি তাহার দিকে সরিয়া গেলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতাকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম যে, যেমন আমি আমার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিব, অমনি যেন তিনি বিনাশের ইঙ্গিত-ধ্বনি করেন। পিতা আমার অভিপ্রায় বুঝিল। আমি যথাস্থানে উপস্থিত হইলে লোকটি আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল এবং আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে বলিতেছিলাম, তোমাকে সরিয়া যাইতে হইবে না, আমিই সরিয়া যাইতেছি— এমন সময়ে পিতা বলিয়া উঠিল "পান লেয়াও।"

আমার কি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইয়াছিল, এবং সে তাহার সঙ্গীর অবস্থা দেখিতে পাইয়াছিল ? অথবা বিপদ আসন্ন বলিয়া কি পূর্ব্ব হইতেই তাহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল ? কি হইয়াছিল ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু যেমন আমি রুমাল ছুড়িয়াছি, আর অমনি সে তাহার ছোরা খানি বাহির করিয়াছে। আমি যদি রুমাল ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে ত আর আমার নিস্তার নাই, তাহার ছোরা একেবারে আমার বক্ষে আমূল প্রোথিত হয়। আমি রুমাল ছাড়িলাম না, কিন্তু লোকটি এত জোরে ছট্‌ফট করিতে লাগিল যে, আমার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও আমি ঠিক আঁটকাইতে পারিলাম না, সে রুমাল ও তাহার গলার মধ্যে তাহার অন্য হস্ত প্রবেশ করাইয়া ফেলিল। আমার বলিতে যত-ক্ষণ সময় লাগিল, তদপেক্ষা অনেক কম সময়েই এই কার্য্য হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, আমার বিপদ আসন্ন। এই সময়ে আর সৌভাগ্যক্রমে অন্য একজন ঠগী তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ছোরা খানি কাড়িয়া লইত চেষ্টা করিল ; ফলে এই হইল, তাহার মন আমার দিক হইত তাহার দিকে ক্ষণকালের জন্য আবদ্ধ হইল। তখন তাহার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে,— তবুও সে ভয়ানক ঝাঁকা দিতে

লাগিল? পরিশেষে সে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ঠগীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বক্ষে ছোরা বসাইয়া দিল।

লোকটি সজোরে আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইল— প্রস্রবনের ন্যায় রক্ত প্রবাহ তাহার বক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের উভয়কেই একেবারে ভাসাইয়া দিল। রাজপুতের এই কার্য্যে আমার বড় সুবিধা হইল— আমি আবার কব্জীর জোর বেশ ভাল করিয়া প্রয়োগ করিতে পাইলাম,— আর কি তাহার নিস্তার আছে? রাজপুত মরিয়াও মরে না— ভয়ঙ্কর ঝাঁকা দিতে লাগিল — আমি কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়িলাম না। ইতোমধ্যে আমার পিতা ত্বরিত গমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

পিতা জোরে বলিল, "দড়ি কই, দড়ি কই? এ লোক এপ্রকারে মরিবে না, গলায় দড়ি বাঁধিয়া দুই দিক হইতে দুই জন লোকে টান।"

আমি বলিলাম, "না, না, দড়ির দরকার নাই, সে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি একাই পারিব, কাহাকেও আসিতে হইবে না।

ভাগ্যক্রমে লোকটি এইবার মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল, আমি হাঁটু গাড়িয়া তাহার পিঠের উপর বসিলাম। এখন আর তাহার ছোরা চালাইবার শক্তি নাই। শেষে একটা বিকট রকমের ঝাঁকা দিয়া নিস্পন্দ হইল। এই প্রকারে আমার দ্বিতীয় শিকার নিহত হইল।

আমার তখন ঘন শ্বাস বহিতেছে, আমি অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভূমিশায়ী মৃতদেহের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া আমি বুঝিলাম, বড়ই বিপদের সম্ভাবনা ছিল— সাংঘাতিক বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। শারীরিক শক্তিতে নহে,— কেবল কৌশলেই আমি জয় লাভ করিয়াছি। আমাকে সাহায্য করিতে গিয়া ছোরার আঘাতে যে লোকটি আহত হইয়াছিল, তাহার দেহ ইহার দেহের পার্শ্বেই পড়িয়াছিল, সে তখনও মাটিতে মুখ গুঁজিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সকলে আমাকে লইয়াই এত ব্যস্ত হইয়াছিল যে, এতক্ষণ এই হতভাগ্যের দিকে কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই।

আমি বলিলাম, "হায় ভগবান, হায় ভগবান। লোকটিকে চিৎ করাইয়া শোয়াও। উহার পাকস্থলীতে ছোরা বসাইয়াছে, উহার কোন উপায় হয় না?"

কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, তাহার জীবনের কোনই আশা নাই। অবিলম্বেই তাহার মৃত্যু হইল।

নিহত মহম্মদের মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া পিতা বলিল, "আহা মহম্মদ! তুমি বড়ই প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ছিলে!"

আমার পিতা ও আমি একটি ক্ষুদ্র তাম্বুর মধ্যে থাকিতাম। শেঠজি ও

রাজপুতের দেহ তথায় লইয়া যাওয়া হইল। গিয়া দেখিলাম, তথায় একটি প্রকাণ্ড কবর খনন করা হইয়াছে! কবর খননকারিগণের তৎপরতা ও নিপুণতা দর্শন করিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। আমি অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করত সেই শিবির মধ্যে কবর দর্শন করিতে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম, সমস্তই হইয়া গিয়াছে। এখানে যে কখনও মাটি খোঁড়া হইয়াছিল, দেখিয়া তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, আমার ও আমার পিতার শয়ন করিবার মাদুর, সতরঞ্চ ও অন্যান্য বিছানা সেই স্থানে বিস্তারিত হইল।

অতঃপর আমি বদ্রীনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "এখন চলুন, আমরা সুসজ্জিত হইয়া হাকিমের দরবারে যাই।" পিতাকে বলিলাম, "আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন?"

পিতা বলিল, "না আমি আর যাইব না। এখানে একজনের থাকা প্রয়োজন। তোমাদের আজ আনন্দের দিন, তোমরা দুইজনেই যাও।" অতঃপর পিতা কয়েকজন ঠগীকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা সৈনিকের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া ইহাদের অনুগামী হও। দেখিও, যেন সৈনিকের মত সাজ হয়।"

পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিয়া ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আটজন ঠগী আমাদের অনুগামী হইল। অত্যুত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হওয়ায় আমরা যে কেবল সৈনিক পুরুষের ন্যায় দেখাইতেছিলাম, তাহা নহে, আমাদিগকে অত্যন্ত সুন্দরও দেখাইতেছিল। আমি যতদূর সম্ভব সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্রে শোভিত হইয়াছিলাম, বদ্রীনাথ ও পীর খাঁ আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যের পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া তাহারা যে আমার অধীন ইহা প্রমাণীকৃত করিতেছিল।

নগরের তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রথমে কোতোয়ালের চৌকীতে উপস্থিত হইলাম। কোতোয়াল তথায় বসিয়াছিল, সে আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করত নবাবের সহিত আমাদের পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমাদের সহযাত্রী হইল।

দুইটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন উত্তীর্ণ হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলাম। জনৈক সুপুরুষ বৃদ্ধ আমাদিগকে, কি জন্য কোথা হইতে আসিতেছি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। আমাদিগকে উত্তর দিতে হইল না। আমাদের হইয়া কোতোয়াল উত্তর করিল, "ইঁহারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নবাব সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন।" কোতোয়ালের কথা শেষ হইলে আমি বিনয়-সৌজন্যপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "আমরা নবাব সাহেবের অনেক সৎকীর্ত্তি ও আতিথেয়তার কথা শ্রবণ করিয়াছি, তাই মনে করিলাম কার্য্যোপলক্ষে এই নগরের মধ্য দিয়া যাইতেছি,

অথচ যদি নবাব সাহেবের সহিত পরিচয় করিয়া ও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া না যাই, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হইবে।"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "আসুন, আসুন! বিদেশী লোকের সহিত আলাপ করিতে নবাব সাহেব বড়ই ভালবাসেন। আপনাদিগকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হইবেন। আপনারাও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাদের যে কষ্ট হইবে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "কষ্ট কি? কষ্ট কি? নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব, ইহা ত পরম সৌভাগ্যের কথা।

কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। নবাব সাহেব তথায় বসিয়া আছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি লোক। সম্মুখে অনেকগুলি পরমা সুন্দরী নর্ত্তকী রূপের আভায় প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল করিয়া মধুরকণ্ঠে সঙ্গীতলাপ করিয়া সভাস্থ জনগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে। যিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমাদের তথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া নবাব সাহেবের নিকট গেলেন ও অল্প কথায় আমাদের আগমন ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

নবাব সাহেব সজোরে বলিলেন, "একবার সকলে চুপ কর, চুপ কর।" সভাস্থ সকলেই অমনি সমস্বরে নবাব সাহেবের অনুকরণ করিয়া হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল "চুপ কর, চুপ কর।" অতঃপর নবাব বলিলেন, "বিদেশী আগন্তুকগণকে এইবার লইয়া আইস।"

হর্ম্মতল কারুকার্য্যখচিত গালিচায় আবৃত। নবাব সাহেব প্রকোষ্ঠের যে অংশে মশনদে বসিয়াছিলেন, সেই অংশে একখানি অতি শুভ্র বস্ত্র পাতা আছে। বস্ত্রের উপর দিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে হয়। আমরা দ্বারদেশে জুতা খুলিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলাম। তিনি আমাদিগকে নম্রভাবে সেলাম করিলেন; আমি নতমুখে মসনদের সমীপবর্ত্তী হইয়া একখানি মূল্যবান তরবারি নজরস্বরূপে সম্মুখে স্থাপন করিলাম।

আমাদের সহচর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কবুল হুয়া; নবাব সাহেব ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা এই স্থানে আসন গ্রহণ করুণ। আপনাদিগের সুঠাম মূর্ত্তি দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমরা আপনাদের এই সামান্য দরবারে আদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।"

আমি নম্রভাবে এই সৌজন্যের প্রত্যুত্তরস্বরূপে কহিলাম, "আমরা অতি নগণ্য ব্যক্তি, আমরা এ সম্মানের উপযুক্ত নহি।" এই বলিয়া নবাব সাহেবকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি তাঁহার সম্মুখে ভূমিতে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলাম।

আমার ঢাল ও তরবারি আমার পুরোদেশে এপ্রকারে রাখিলাম, যেন তাহাদের সৌন্দর্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর আমি নবাব সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নবাব সাহেব তখন আমার আকৃতি ও পরিচ্ছদের বিষয়ে মুগ্ধভাবে চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়।

নবাব সাহেব বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বড় সুপুরুষ, বয়সে নবীন এবং দেখিলেই মনে হয়, আপনি খুব সাহসী। যাহা হউক, আপনি কে, পরিচয় জানাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হইব। আর আপনার সহচর এই দুইটি ভদ্রলোকের পরিচয়ও জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।"

আমি করজোরে উত্তর করিলাম, "আপনার অনুগ্রহে বিশেষরূপে কৃতার্থ হইলাম। আমি একজন সামান্য সৈনিক, সৈয়দবংশে আমার জন্ম। আমার সঙ্গে কতিপয় অনুচর আছে, আমি তাহাদিগকে লইয়া হায়দরাবাদে চাকুরি অন্বেষণে যাইতেছি। আমি হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছি। আমার পিতা— তিনি এখন বাসায় আছেন— একজন সওদাগর, কিছু পণ্য লইয়া তিনিও আমাদিগের সহিত হায়দরাবাদে যাইতেছেন।" অতঃপর বদ্রীনাথ ও পীর খাঁর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "এই দুই ব্যক্তিও আমার সহচর; ইঁহাদেরও আমি হুজুরে নজর দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি।"

নবাব সাহেব উত্তর করিলেন, "আপনারা সকলেই বলিষ্ঠ বীর পুরুষ, আপনাদের দর্শন করাও আনন্দের বিষয়। আমিও একজন যোদ্ধা, এখন অবশ্য বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি দেখিতেছেন। যোদ্ধ পুরুষ দেখিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়। আপনার সহচরেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন?" তাঁহাদের উভয়কে লইয়া আসিবার জন্য নবাব সাহেব একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন,— বদ্রীনাথ ও পীর খাঁ যথোচিত সম্মান সহকারে মসনদের সমীপবর্ত্তী হইয়া যথারীতি নজর দিল।

শিষ্টাচার ও আলাপ পরিচয় হইয়া গেলে নবাব বাহাদুর নর্ত্তকী ও বাদ্যকরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি এই অবসরে দরবার গৃহটি বেশ উত্তমরূপে দেখিয়া লইলাম।

নবাব সাহেবের নাম নবাব হুসেন ইয়ার জঙ্গ বাহাদুর— যৌবনে বেশ সুপুরুষ ও বলিষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। এখন প্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ। আমি চারিদিকে চাহিতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুবর! কি আর দেখিতেছেন? এখানে আমাদের সমস্ত দীনভাবাপন্ন। কিন্তু কি করা যায়? সরকারী কাজ করিতেই হইবে;— বাড়ী ঘর ও অন্যান্য সমস্ত আসবাব পত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া আসা যায় না। যাহা হউক, আমরা স্থানটিকে যথাসম্ভব ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী করিয়াছি; এখানে ত আমাদের একরূপ বনবাস। কিন্তু দেখুন, এখানেও আমরা

কোকিলকণ্ঠা, মৃগ-নয়ণাগণকে লইয়া আসিয়াছি'। এই সুন্দরী রমণীগণকে কেমন দেখিতেছেন ? ঐ যে অদূরে বসিয়া রহিয়াছে, উহার নাম জোরা— কি অঙ্গলাবণ্যে, কি কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায়, উহার সমকক্ষ হায়দরাবাদে নাই। আর এখন যেটি গান গাহিতেছে, ওটিকে আমরা পথে আসিতে আসিতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু দেখিবেন, অল্প দিনের মধ্যে সে ঠিক জোরার সমতুল্যা হইয়া পড়িবে।

নর্ত্তকী জোরা স্বকীয় নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার রূপ-প্রভায় আমার চক্ষু বলিব কি, একেবারে ঝলসিয়া গেল। আমি এপর্য্যন্ত যত নর্ত্তকী দেখিয়াছি— সে যে তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক সুন্দরী, তাহা নহে ; তাহার অঙ্গলাবণ্য খুব অধিক না হইলেও তাহার মুখাকৃতি বড়ই মনোরম। চক্ষু দুইটি বাস্তবিকই হরিণীর মত। যখন সেই চক্ষুর দৃষ্টি পূর্ণভাবে আমার চক্ষু দুইটির উপর পতিত হইল, তখন আমার মনে হইল যেন তাহার দৃষ্টি একেবারে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে চঞ্চল ভাবে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করে নাই। ধীর নয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার এই দৃষ্টিপাতে আমি কিছু লজ্জাযুক্ত হইলাম। সে ইহা বুঝিল এবং মুখ ফিরাইয়া তাহার সঙ্গিনীগণের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।

নবাব সাহেব আমার প্রতি চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "আর কেন ? তুমি এই সমস্ত অবলার মনোহরণ করিও না। তুমি বড়ই বিপজ্জনক লোক ; তোমার ঐ সুন্দর মুখ, ঐ কন্দর্পনিন্দিত কান্তি অনেক বিপদ ঘটাইতে পারে। যাহা হউক, আপনাদের হিন্দুস্থানের সব খবর বলুন। শুনিতেছি নাকি আপনাদের অঞ্চলে খুব যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে— মারাহাট্টা ও পিণ্ডারীগণ নাকি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে ?

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, এইরূপ কথা চারিদিকে শুনা যাইতেছে বটে। আমরা শুনিয়াছিলাম, সিন্ধিয়া কিংবা হোল্‌কারের অধীনে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম পাওয়া যাইবে। আরও শুনিয়াছিলাম, ফিরিঙ্গীদের সহিত শীঘ্রই তাহাদের যুদ্ধ বাধিবে। আমরা কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম যে, দক্ষিণাপথে চাকুরির চেষ্টা করাই সুবিধা। কারণ, শুনিলাম যে সিন্ধিয়া কিংবা হোল্‌কারের অধীনে আমাদের মত সৈনিকের বেতন খুব অল্প— তাহারা ফরাসী সেনাপতিদের অধিক পছন্দ করে। কারণ ইংরাজের সহিত ইউরোপীয় সেনাপতির নেতৃত্ব ব্যতীত জয়ের সম্ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধ নবাব উত্তর করিলেন, ঠিক কথা, ধর্ম্ম যুদ্ধের দিন চলিয়া যাইতেছে। ইয়োরোপীয়দিগের নূতন নূতন কৌশলের সমক্ষে ভারতবাসীদের বীরত্ব আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। হায়দরাবাদ রাজ্যেও ফিরিঙ্গিরা এমন প্রতিপত্তি

করিয়াছে যে ভগবানই জানেন তাহারা তথা হইতে কখনও বিতাড়িত হইবে কি না? এই সমস্ত ফিরিঙ্গি ত্রৈলঙ্গদেশের কাফেরদিগকে যুদ্ধ-বিদ্যায় এমন পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়।

আমি বলিলাম, "এই বিপদের মধ্যে একটা ভরসা এই, ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের দারুণ শত্রুতা। ভগবানের ইচ্ছায় যদি দুই দলে যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে একদল নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে। তখন মুসলমানেরা চেষ্টা করিলে ফিরিঙ্গি-দের কবল হইতে দেশকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিবে।"

নবাব উত্তর করিলেন, "তুমি নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা কহিতেছ, এ কখন হইতে পারে না। আমরা হায়দরাবাদের লোক, আমরা ইংরাজের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। ইংরাজ আমাদের মহৎ উপকার করিয়াছে। মারাহাট্টাদের অন্যায় দাবী হইতে, হায়দর আলী ও টিপুর উৎপীড়ন হইতে ইংরাজ আমাদের রক্ষা করিয়াছে। টিপু স্থলতান ফরাসীদের পরামর্শমত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ মাটির প্রাচীরের মত অবলীলাক্রমে সেই দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ফলে টিপু স্থলতানের পতন হইল।"

আমি অনুসন্ধিৎসুর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বোধ হয় এই দুর্গ জয় দেখিয়া থাকিবেন?

নবাব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়। আমি তাহা দেখিয়াছি। ওঃ, তুমি যদি দেখিতে, অবাক্ হইয়া যাইতে। দুর্গের ভিতর হইতে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতেছে। আমাদের সিপাহীরা যদি বাহির হইতে দুর্গ প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ধূলার মত উড়িয়া যাইত;— কিন্তু ইংরাজ সৈন্যেরা কি নির্ভীক! একেবারে বিপদে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিড়ালের মত দলে দলে দুর্গ-প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িল! ওঃ, যাহাই বল, তাহারা মানুষের মত মানুষ বটে! আমাদের দেশের লোক যদি উহাদের মত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহারা সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও অধিকার করিতে পারিত না। কিন্তু এখন আক্ষেপ করা অনর্থক। এখন মনে করুন, সিকন্দর সা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছে। রাজকার্য্য সমস্তই ইংরাজের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিজে জেনানার মধ্যে অলস ভাবে দিন যাপন করিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা হইলে আপনি বলেন যে, তাঁহার রাজ্যে আমার চাকুরি জুটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই!"

তিনি বলিলেন, "না তাহা আমি মনে করি না। আপনি খুব সম্ভবতঃ চাকুরি পাইবেন। আপনার মত যুবকের আবার কর্ম্মের অভাব? আপনার আকৃতি দেখিয়াই আপনাকে চাকুরি দিবে।

এইবার নবাব নর্ত্তকীগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এইবার আপনাকে

জোয়ার নৃত্য দর্শন করিতে হইবে। উহার নৃত্য অতীব সুন্দর। যে উহার নৃত্য দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে দল গান করিতেছিল, নবাব সাহেবের আদেশে তাহারা চুপ করিলে জোরা নাচিতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। তাহার ঘুঙুর আনীত হইল, সে তাহা পায়ে বাঁধিল। যন্ত্রীরা যন্ত্রসমূহের স্বর ঠিক করিতে লাগিল। সামান্য মাত্র ভূমিকা করিয়া জোরা উঠিয়া দাঁড়াইল। জোরা যখন বসিয়াছিল, তখন তাহার রূপমাধুরী দর্শনে আমি বিচলিত হইয়াছিলাম; এখন সে উঠিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম, কি অদ্ভুত রূপ লাবণ্য! তাহার যেমন বেশবিন্যাস, তেমনি মনোমুগ্ধকর ভাবভঙ্গী— আমি একেবারে অভিভূত হইলাম।

যন্ত্রীগণ তানলয়যুক্ত মনোরম আলাপ করিতে লাগিল। প্রথমে জোরার সহচরী একটি বালিকা নৃত্য করিল। সে নৃত্য করিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসিল। তখন জোরা মৃদুমন্দ-পদ-কম্পনে পুষ্পিতা দেহলতা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি দেখিলাম, যেন "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।" তাহার পর জোরার গান আরম্ভ হইল। সে সঙ্গীতের আর তুলনা নাই। আমার প্রাণ মন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইল। দুই একটি অন্যান্য গানের পর জোরা একটি গজল্ গাহিতে আরম্ভ করিল।

আমি চিরকালই গজল্ বড় ভালবাসি; শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল এই সুন্দরী মর্ত্তের মানবী নহে— স্বর্গবাসিনী অমরললনা— আমি ইহার চরণ-যুগলে প্রাণ মন জীবন যৌবন সমস্তই বিসর্জ্জন করিতে পারি, হৃদয়েশ্বরীরূপে, জীবনের সাধনারূপে ইহার পূজা করাই আমার জীবনের একমাত্র সার্থকতা। তাহার মদিরতামদ কণ্ঠস্বরে আমি একান্ত বিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া রহিলাম।

জোরা কতক্ষণ গান করিল বলিতে পারি না। আমি মন্ত্রমুগ্ধ ছিলাম, আমার সমস্ত সময়টা এক সুখ স্বপ্নময় লহমার মত মনে হইল। পরিশেষে জোরা নিস্তব্ধ হইল। আমার অবস্থা নবাব সাহেব বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। গান শেষ হইলে তিনি আমাকে এই নৃত্যগীত কেমন লাগিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি উত্তর করিলাম, "অতি সুন্দর, একেবারে অতুলনীয়। আমি জীবনের সর্ব্বসুখে ও সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহার চরণমূলে নিপতিত হইয়া এই জীবন স্বপ্নের মত কাটাইয়া দিতে পারি।"

নবাব আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি এখন বালক; সেই জন্যই এই রমণীর রূপ দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে একেবারে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছ। তুমি কি এই মায়াবিনী জাতিকে এখনও চিনিতে পার নাই? ইহারা রূপের

প্রলোভনে কত শত জ্ঞানীকে আত্মহারা করিয়াছে, সহস্র সহস্র ধনবান ব্যক্তিকে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য ও পথের ভিখারী করিয়াছে। ইহাদের সমুদ্র বলিলেও বলা যায়। সমুদ্রের ভিতর যত দ্রব্যই নিক্ষেপ করা যাউক না কেন, সমুদ্রে পূর্ণতার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ ইহাদের অন্তরের সহিত যতই ভালবাসনা কেন, যতই আদর যত্ন করনা কেন, সমস্তই বিফল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, তাহাদের হৃদয়ে কি ভালবাসা বলিয়া একটা জিনিস নাই? তাহারা কি একেবারেই ব্যবসাদার?"

নবাব সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় যুবক! ইহারা একেবারেই হৃদয়শূন্য ব্যবসাদার। তুমি এখনও অনভিজ্ঞ, তুমি ইহা কি জানিবে?

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল; আমরা নবাব সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। আমরা দরবার-গৃহ হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পশ্চাৎ হইতে আমার বস্ত্র ধরিয়া ঈষৎ টানিল এবং অতি মৃদুস্বরে কহিল, একজন তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর—সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। এখন ধৈর্য্যবলম্বন করিয়া থাক। আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে এবং আমার নিকট সমস্ত কথা জানিতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল; আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। পকেট হইতে মুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলাম। বৃদ্ধা চলিয়া গেল, আমরাও চলিয়া আসিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

আমীর আলির প্রেম

আমার শরীরের রক্ত উৎকণ্ঠায় ও আনন্দে ফুটিতে লাগিল! ভাবিতে লাগিলাম, জোরার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না লাবণ্যবতী যুবতী, হায়দরাবাদে অনেক ধনবান্ ও রূপবান্ ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছে। আমার ভিতর কি এমন কিছু আছে, যাহা দেখিয়া সে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ হইতে পারে? আমি কখনও রাজদরবার দেখি নাই,—বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বালকমাত্র; ভদ্রসমাজের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত তেমন অভ্যস্ত নহি। তবে কি সে আমার বেশভূষা দর্শনে আমাকে অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে? সে কি আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ

করিবার মানসে এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা কোনওরূপ বাক্যালাপ না করিয়া শিবিরের প্রায় সমীপবর্তী হইলাম।

আমাকে চিন্তিত মনে নীরবে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দীর্ঘকাল পরে বদ্রীনাথ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "কি মীর সাহেব! আপনার মুখে আর কথা নাই কেন? নবাবদরবারের আমোদ প্রমোদ কেমন লাগিল? নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত ও রূপলাবণ্যই বা কেমন অনুভব করিলেন? ওঃ, আজ আমরা কি দৃশ্যই দেখিলাম। আমি হিন্দু, কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেপ ারি যে, ইন্দ্রত্বপদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ঐ সুন্দরী মুসলমান রমণীর মত সহচরী পাইব এই আশ্বাস পাইলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ সুন্দরী যদি হায়দারাবাদ নগরে থাকে, তাহা হইলে শত শত ধনশালী সম্ভ্রান্ত যুবক উহার চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করে।

বদ্রীনাথের কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "সত্যই। উহার ন্যায় সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ নবাব তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছে, তাহাতে উহাকে বাহির করা নিতান্ত সহজ নহে। আর মনে কর, যদিই বা আমরা উহাকে বাহির করিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলেই বা উহাকে লইয়া আমরা কি করিব?

বদ্রীনাথ বলিলেন, "কেন, সন্ধ্যার সময় তাহার সঙ্গে আমরা কতই আনন্দ পাইব! যদি দেখি সে আমাদের মতানুবর্ত্তী হইল, তবেত এই প্রকারেই থাকিল, আর যদি বিপরীতাচরণ করে, তাহা হইলে আমরা অন্যান্য লোকের সহিত যেমন করি, উহার সহিতও সেইরূপ করিব।

বদ্রীনাথের কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ক্রোধ হইল। কারণ, সত্য কথা বলিতে কি, এই নর্ত্তকী আমার হৃদয় মন বিশেষভাবে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি ক্রোধের সহিত কহিলাম, "তুমি অতি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন দস্যুর ন্যায় কথা কহিতেছ। আমি কোনক্রমেই তোমাদের ঐ অবলার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে দিব না। যদি আমার অনভিমতে উহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, আমি তোমাদের দল পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইব— তোমরা তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

আমার ক্রোধব্যঞ্জক কথা শুনিয়া বদ্রীনাথ বলিলেন, "না না, মীর সাহেব! রুষ্ট হইবেন না। আমি কেবল মাত্র তামাসা করিতেছিলাম।

আমি বলিলাম, "না, না, আমি রাগ করি নাই। তবে আপনি যখন অতি নির্দ্দয়ভাবে উহার কথা বলিতেছিলেন, তখন আমার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া

গেল। কল্য প্রাতঃকালে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা আলোচনা করা হইবে। পিতার নিকটেও এ প্রস্তাব করা যাইবে। তিনি যদি সম্মত হয়েন তাহা হইলে যুবতী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাতে আমাদিগের নিকটে আইসে, তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে। আমার বিশ্বাস, সে স্বেচ্ছাক্রমেই আসিবে— আমি তাহার কিছু কিছু পূর্ব্বাভাষও পাইয়াছি।"

বদ্রীনাথ অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকার? সে কি আপনাকে কোন কথা বলিয়াছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "ঐ জনতাময় সভাস্থলে সে আর আমার সহিত কি প্রকারে কথা কহিবে? কিন্তু আজ আমি আমার সেই শৈশবের শিক্ষক বৃদ্ধ মোল্লার ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি যে আমাকে পারস্য-ভাষা শিখাইয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহার ফলপ্রাপ্ত হইলাম। জোরা সকলের শেষে করুণ স্বরের যে গানটি গাহিল— সে গানের ভাষা ও যেভাবে সে এই গানটি গাহিল, তাহাতে, আমার অনুমান হইতেছে যে, সে এই পাপিষ্ঠ নবাবের সঙ্গে আর থাকিতে চায় না— এই নবাবের গৃহ তাহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে "কবুতর বু কবুতর, বাজ বু বাজ।" পারাবত পারাবতেরই সহিত এবং বাজপক্ষী বাজপক্ষীর সহিতই মিলিত হয়।

বদ্রীনাথ কহিলেন, "তাহা হইলে সে আপনার প্রতি অভিলাষবতী। আমি ব্রাহ্মণ, আমি আর জোরার ভাবনা কি করিব? আপনিই ইহার যাহা হয় করুন। এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি পারা যায়, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ ব্যভিচারী নবাব একেবারে বোকা হইয়া যাইবে।

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। এবিষয়ে আগামী কল্য আপনি আমার নিকট আরও অনেক কথা শুনিতে পাইবেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলাম। বড়ই সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, পীর খাঁ ও আমাদের দলের অন্যান্য লোক অনেক পশ্চাতে আসিতেছিল; তাহারা আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই। রাত্রিতে শয়ন করিয়া কেবল চিন্তা করিতেছি, আমাদের উদ্দেশ্য কিসে সফল হইবে। আবার মনে করিলাম, এই যুবতীর বিষয় চিন্তা করিয়া কি হইবে? সে দুর্লভ; কিন্তু সেই বৃদ্ধার কথা স্মরণ হইতেই আশা মনো-মোহিনী মূর্ত্তিতে বিবিধ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উপাসনার পর দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। গত কল্য যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের থলিয়াগুলিতে কি আছে, তাহা এই সমিতিতে খুলিয়া দেখা হইবে। পিতা সভাপতির আসন গ্রহণ

করিলে থলিয়াগুলি একে একে তথায় আনীত হইল। এই সমস্ত থলিয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই বহুমূল্য দ্রব্যাদি থাকিবে, নতুবা ইহার মালিক এ গুলির জন্য এত উদ্‌গ্রীব হইবেন কেন? এইরূপ চিন্তা আমাদের সকলের মনে উদয় হইতে লাগিল। প্রত্যেক গাঁট্টরির ভিতর হইতে প্রথমতঃ জীর্ণ ও গলিত অপরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ও তাম্রপাত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। ভিতরে দেখা গেল, ছোট ছোট বাক্স লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্সের ভিতর মণি মুক্তা মাণিক্য হীরক প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্যের প্রস্তর। দুইটি বাক্স একেবারে অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। অলঙ্কারগুলি রত্ননির্ম্মিত। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে দুইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার ছিল। একখানি বাজু, অপরখানি পাপড়ির ঝালর বা শিরপেঁচ।

পিতার এ সমস্ত ব্যাপারে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। পিতা হিসাব করিয়া স্থির করিল, এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ন্যূন কল্পে পনের হাজার টাকা। পিতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করা যায়, এই সমস্ত দ্রব্য দলের লোকগুলিকে সমান সমান ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে, কি এখন কিছু না করিয়া হায়দরাবাদে গিয়া এ সমস্ত উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সমান সমান ভাগ করা যাইবে? অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, হায়দরাবাদে গিয়া বিক্রয় করত নগদ টাকা বিভাগ করিয়া লওয়াই শ্রেয়স্কর।

আমি প্রস্তাব করিলাম যে, হায়দরাবাদে গিয়া এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে বটে, কিন্তু আপাততঃ যে পথ খরচের টাকা নাই। পথে যদি নগদ টাকার যোগাড় না হয়— তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমার মতে, ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য এই স্থানে নবাবের নিকট বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ নগদ অর্থের সংস্থান করা কর্ত্তব্য। নবাবের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিব।

আমার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, পথে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে জোরার সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানা যাইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাইবে। তদনুসারে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমি বদ্রীনাথকে সঙ্গে লইয়া নবাব সাহেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

পথে আমাদিগের বন্ধু সেই কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কোতোয়াল যেন আমাদের সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিতে চাহে, তাহাকে দেখিয়া এইরূপ মনে হইল। আমি বলিলাম, "কোতোয়াল সাহেব, অন্য সময় সাক্ষাৎ হইবে। আপাততঃ হাতে বড় জরুরী কাজ রহিয়াছে— বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, আর বিলম্ব করিলে হয়ত নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। অতএব এখন মার্জ্জনা করুন।"

কোতোয়াল উত্তর করিল, "না না, এখন আর আপনাদের বিলম্ব করাইব না।

আমি অদ্য সন্ধ্যায় আপনাদের শিবিরে যাইব, আপনাদের আমার উপর যদি কোন আদেশ থাকে, শুনিয়া আসিব।"

পথে চলিতে চলিতে বদ্রীনাথ আমাকে বলিলেন, "কোতোয়ালের এ কথার অর্থ, সে কিছু পুরস্কার প্রত্যাশা করে। এই সব লোকের সহিত আমি বহুকাল কারবার করিয়া আসিতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম, "সে ত বুঝিতেই পারা যাইতেছে; যাহা হউক, লোকটিকে ভাল করিয়া পুরস্কার দিতে হইবে। কারণ, যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলে এই লোকটি যেন আমাদের পক্ষ সমর্থন ও প্রশংসা করে। আচ্ছা, কি হইবে, কিছু বলিতে পারেন?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "কি হইবে, না হইবে, তাহা আমি কিছুই অনুমান করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা, যে সমস্ত কার্য্য বেশ নিরাপদে করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত কার্য্য করিয়া বেশ অর্থলাভ হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য করা যাক্। এখন আর ঐ সমস্ত কথায় প্রয়োজন নাই। আমরা নবাবের দেউড়িতে উপস্থিত।"

একজন প্রহরী আমাদের অনুরোধক্রমে নবাব সাহেবের নিকট আমাদের নাম লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে নবাব সাহেবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব সাহেব গত রজনীর ন্যায় আমাদের সহিত অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিলেন। অন্যান্য বিষয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, সেই বিষয়ের কথা আরম্ভ করিলাম। আমি বলিলাম,

"খোদাবন্দ! আমার পিতা সর্দ্দিজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় আপনার নিকট আসিয়া আপনার চরণে উপহার দান করিতে সমর্থ হইলেন না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহরাই প্রতিনিধি হইয়া আমি অদ্য আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি। আপনাকে দেখাইবার জন্য এই মহামূল্য অলঙ্কার-খানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। আমার পিতার বিশ্বাস— এই অলঙ্কার আপনার বিশেষরূপে মনঃপূত হইবে। আর আপনি যদি কৃপা করিয়া এই অলঙ্কারখানি ক্রয় করেন, তাহা হইলে আমার পিতাকেও বিশেষরূপে সাহায্য করা হইবে এবং এতদ্দারা আপনার মস্তকও উৎকৃষ্টরূপে সুসজ্জিত হইবে। এ প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিতে আপনার মত লোকই উপযুক্ত পাত্র।"

এই কথা বলিয়া আমি সেই রত্নখচিত শিরপেঁচখানি নবাব সাহেবের সমক্ষে স্থাপন করিলাম। নবাব সাহেব এই শিরপেঁচখানির সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্রই মুগ্ধ হইলেন— ইহাতে যে সমস্ত প্রস্তর বসান ছিল, সেগুলি খুবই মূল্যবান্। তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া কি ভাবে রত্নসমূহ আলোকে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা উত্তম করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে অলঙ্কারখানি ভূমিতে রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সত্যই অলঙ্কারখানি অতি সুন্দর ও মহামূল্যবান্— আমার মত নবাবের

কেন— বড় বড় বাদশাহেরাও ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ইহা ক্রয় করিবার আমার সাধ্য নাই। উহার যাহা মূল্য, আমার তাহা দিবার সাধ্য নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "ইহা যে বহুমূল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার পিতামহ যখন ইহা ক্রয় করেন, তখন ইহার বিনিময়ে যে অনেক অর্থই দিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর আমাদের সে অবস্থা নাই— এখন আমরা বাধ্য হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঠিক্ মূল্য লইয়া আপনাকে এই অলঙ্কার বিক্রয় করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। আমার পিতার ইচ্ছা এই যে, এই অলঙ্কারখানি আপনারই শিরস্ত্রাণে শোভা পাইবার উপযুক্ত। এই অলঙ্কার আপনার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আপনার মস্তকে থাকিলে এই অলঙ্কার অনেক নবাব বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অতি যথার্থ কথা। যাহা হউক, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে অলঙ্কারখানি একবার জেনানামহলে দেখাইয়া আনি। তাহারা দেখিলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত তুষ্ট হইবে। তাহার পর, ইহার দর দস্তুর হইবে।"

নবাব সাহেবের কথা শুনিয়া উত্তর করিলাম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। জেনানামহলে দেখাইবেন বৈকি? দেখুন খোদাবন্দ, এখন আর আমাদের সেরূপ অবস্থা নাই, পুর্ব্বের মত অবস্থা থাকিলে, এই একখানি অলঙ্কার কেন, থালা পূর্ণ করিয়া এপ্রকারের অলঙ্কার আপনার মত সম্মানভাজন, মহানুভব নবাব বাহাদুরের চরণে উপঢৌকন স্বরূপে দিতে পারিতাম ; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই।

নবাব সাহেব রত্নালঙ্কার হস্তে লইয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অনেকক্ষণ অন্তঃপুরে রহিলেন, আমরা উদ্বেগের সহিত তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা অন্তঃপুর-চারিণীগণের মনঃপুত হইয়াছে।

নবাব সাহেব আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রমণীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, এই রত্নাভরণখানি বড়ই সৌভাগ্যবর্দ্ধক। অতএব আমার অবস্থা বুঝিয়া যাহাতে কিনিতে পারি, এই প্রকারের মূল্য দাবী করিবেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "অন্তঃপুরচারিণীরা এই রত্নাভরণ ঠিক চিনিতে পারিয়াছেন শুনিয়া আমি বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। আমার পিতামহ বড়ই ভাগ্যবান মহাপুরুষ ছিলেন। সৌভাগ্যবর্দ্ধক বলিয়াই তিনি এই আভরণখানি ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি যে মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিতেও আমার ভয় হইতেছে। নবাব সাহেব বাহাদুর! অবশ্যই প্রস্তরগুলির উজ্জ্বলতা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। এই অলঙ্কারখানি আমার পিতামহের বড়ই সাধের ছিল। তিনি বহুবৎসরে একখানি একখানি করিয়া এই প্রস্তরগুলি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। এইগুলি সংগ্রহ করিতেই তাঁহার ছয় হাজার টাকা খরচ পড়ে; চারিদিকের সোনাটুকু ত তাহা ছাড়া; কিন্তু সে সব কথায় এখন আর প্রয়োজন নাই। এই রত্নাভরণের বিনিময়ে পিতা যদি পাঁচ হাজার টাকা পান, তাহা হইলেই নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিবেন।"

নবাব সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "ওঃ! এ খুব বেশী দাম হইল। এ প্রকারের একটি সখের জিনিসে পাঁচ হাজার টাকা দিবার মত আমার অবস্থা নহে। এত টাকা আমি কোথায় পাইব? অবশ্য সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই জিনিসটি দেখিয়া নিরতিশয় প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু যেরূপ মূল্য চাহিতেছেন, তাহাতে ক্রয় করা, আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একজন মণিকারকে ডাকাই, সে কি দাম বলে দেখা যাউক, তাহার পর দর দস্তর হইবে।"

আমি বলিলাম "অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন; আমি আপনাকে ইহার মূল্য বলিবার সময় কোনওরূপ মিথ্যা কথা বলি নাই; যাহা হউক, একজন মণিকার আনাইয়া একবার দর কষাইয়া দেখুন। হয়ত মণিকার আরও কম দাম বলিবে, কিন্তু তাহাতে কি? আমাদের এখন নগদ টাকার যেরূপ দরকার, তাহাতে আমরা আরও কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইব।"

অল্পক্ষণ পরেই একজন মণিকার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে রত্নাভরণ দেখান হইল। মণিকার আভরণটি দেখিবার সময় তাহার চক্ষুদুটিতে যে প্রকার বিস্ময়ের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমি বুঝিলাম, আমরা অন্যায় মূল্য বলি নাই। মণিকার আভরণটিকে আলোকে লইয়া গেল, চোখে চশ্‌মা লাগাইয়া অতীব মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করিল। অবশেষে নাসিকা হইতে চশ্‌মা খুলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া আমি কত দাম চাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিল।— আমি পূর্ব্বে নবাব সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাকেও তাহা বলিলাম।

মণিকার আমার কথা শুনিয়া বলিল, "যে সময়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সময়ে ইহার মূল্য আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই ছিল। কিন্তু আগেকার লোকে যত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিত, এখনকার লোকে আর তত পারে না। সুতরাং চারিদিক চিন্তা করিয়া আমি বলি যে, ইহার মূল্য যদি চারি হাজার ধরা যায়, তাহা হইলে অন্যায় হয় না।"

আমি বলিলাম "এ অত্যন্ত অল্প দাম ধার্য্য করা হইল; না, এ জিনিস আর আমাদের এখানে বিক্রয় করা হইবে না; আমাদিগকে অন্য জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনানুরূপ নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। না, নবাব সাহেব, ইহাতে পোষাইবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের এখন গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি দিউন।" এই বলিয়া আমি আভরণখানি তুলিয়া লইলাম।

নবাব সাহেব বলিলেন, আমি আপনাকে আরও তিনশত টাকা দিতেছি; চারি হাজার তিনশত টাকা, ইহা কি মন্দ দর হইল?

আমি বলিলাম "আচ্ছা পাঁচ শত বলুন; ও জিনিস আপনারই হউক।" উভয় দিক হইতে অনেক দর কষাকষির পর চারি হাজার চারি শত পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে নবাবের কোষাধ্যক্ষ আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে নগদ দিলেন, আর অবশিষ্ট টাকার জন্য হুণ্ডি দিলেন। উহা হায়দরাবাদের একজন সওদাগরের নিকট ভাঙ্গাইয়া লওয়া যাইবে। পুনর্ব্বার নবাব সাহেবকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা তথা হইতে বিদায় লইলাম। এই আমাদের নবাব সাহেবের নিকট শেষ বিদায়।

নবাব সাহেব আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সৈনিক দিলেন, তাহারা টাকার তোড়াগুলি লইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে আমি আমার সঙ্গীকে বলিলাম "আজ অনেক কাজ হইল, কি বলেন? এতগুলি টাকা দেখিয়া পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইবে, সন্দেহ নাই। আর সকলকে এই টাকাগুলি ভাগ করিয়া দিলে উপস্থিত অভাবও মিটিবে। হায়দরাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পথে যদি আমরা কোন শিকার নাও পাই, তাহা হইলেও ইহাতে আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন—"আপনি খুব বাহাদুর, আপনার কথাবার্ত্তা ও শিষ্টাচারের জোরেই ইহা হইয়াছে। আমি যদিও এই ঠগীর ব্যবসায় করিয়া করিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনার মত চতুরতার সহিত কিছুতেই কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতাম না। ওঃ! আপনি যখন আপনার পিতামহের কথা বলিলেন, তখন কতই না মনোযোগের সহিত সকলে শুনিতে লাগিল। বাস্তবিকই আপনার মত চতুরতা একেবারে দুর্লভ।"

"এইরূপে ব্যবহার করিতে করিতেই লোকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। আপনি যেমন পথিককে ভুলাইয়া আনিতে পারেন, আমি তেমনি পারি না বটে, তবে স্থানে স্থানে আমি বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারি বলিয়া এখন মনে বিশ্বাস হইতেছে।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "সময়ে আপনি সমস্ত কার্য্যেই সবিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিবেন। আপনার অদ্যকার এই ব্যাপারে যেরূপ চতুরতা দেখিলাম, তাহাতে আমি ঠিক বলিতে পারি যে, আপনি যদি আমার সঙ্গে কার্য্য করেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই আপনি আমার অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "তাহা ত হইল; কিন্তু কৈ, সে বৃদ্ধার সহিত ত আমাদের দেখা হইল না।"

বদ্রীনাথ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "তাইত, সে মতলবটা এখনও আপনার মাথায় ঘুরিতেছে দেখিতে পাই। আমি ঠিক বলিতে পারি, আপনি গত রজনীতে সেই যুবতীকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, আপনি তাহার জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "না, না ঠিক ততদূর নহে। তবে কি জানেন, ঐ ব্যাপারটায় আমার কিছু আশা আছে। অল্পক্ষন পরে আমাকে আবার ঐ কোতোয়ালের চৌকীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ বাজারে ঐ বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "আমাকে কি আপনার সঙ্গে আসিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "না, না; তাহা হইলে কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। আমাকে একাকী আসিতে হইবে। অন্য কেহ সঙ্গে থাকিলে সকল কথা খুলিয়া নাও বলিতে পারে।"

বদ্রীনাথ। "যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। আপনি যখন ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আপনিই অধিক কার্য্য করিতে পারিবেন।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে আমরা শিবিরে আসিয়া উপনীত হইলাম। সৈনিক ও অর্থবাহকগণকে পুরস্কার দানে তুষ্ট করিয়া বিদায় দেওয়া হইল। থলিয়াগুলি আমার পিতার তাঁবুর মধ্যে আমাদের দলের লোকের দ্বারা লইয়া গেলাম। পিতা তখন ঘুমাইতেছিল। তোড়াগুলিকে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া পিতাকে জাগ্রত করিলাম ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোড়াগুলি দেখাইলাম।

পিতা জাগ্রত হইয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে লাগিল। এই প্রকারে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় কিছু রুষ্ট হইল। কিন্তু হঠাৎ তাহার চক্ষুদুইটি ঐ সমস্ত টাকাপূর্ণ থলিয়াগুলির উপর পতিত হইল। পিতা অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হইল। সে একটির পর একটি থলিয়া টানিয়া লইয়া ঐ সমস্ত থলিয়ার মধ্যে কত অর্থ থাকিতে পারে, তাহা যখন আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি সে সময়ে উল্লাসভরে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছিলাম। পিতা নিরতিশয় বিস্ময়পূর্ণ নয়নে থলিয়াগুলি পরীক্ষা করিতেছিল।

পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আমির আলি! পুত্র! এই বিপুল অর্থ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে? বোধ হয়, প্রত্যেকটিতে পাঁচশত করিয়া টাকা থাকিবে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, সর্ব্বসমেত আড়াই হাজার টাকা সম্ভব। এত টাকা কোথায় পাইলে? আমি কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আপনি যে হিসাব করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, প্রত্যেকটিতে পাঁচশত করিয়া টাকা আছে। আপনি আমাকে যে রত্নালঙ্কার দিয়াছিলেন,

তাহাই বিক্রয় করিয়া আসিলাম। আমরা উহার মূল্য যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা উহার মূল্য অনেক অধিক। আমি প্রথমেই সাহস করিয়া পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়াছিলাম। তাহার পর, মণিকার ডাকাইয়া উহার মূল্য চারিহাজার চারিশত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তন্মধ্যে এই দুইহাজার পাঁচশত টাকা নগদ লইয়া আসিয়াছি, আর বাকী টাকার হুণ্ডি হায়দরাবাদে ভাঙ্গান যাইবে।

পিতা বলিল "ওঃ! তুমি আমাকে অবাক্ করিয়াছ। এতটাকা ইহার দাম হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" বলিতে বলিতে পিতার চক্ষুযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। পিতা সস্নেহে আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল!

আমি বলিলাম, "যখন আমি একটি ভাল কার্য্য করিয়াছি তখন প্রতিদান স্বরূপে আমার একটি প্রার্থনা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ণ করিতে হইবে। আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা হইবার উপায় নাই।"

পিতা বলিল, "তোমার অভিপ্রায় নির্ভয়ে বল, তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।"

আমি বলিলাম, "একটি পরমা সুন্দরী নর্ত্তকী আছে। তাহার কণ্ঠস্বর বুল্ বুল্ পাখীর মত। সে আমাদের সহিত হায়দরাবাদে যাইতে চাহে। আপনার অনুমতি না পাইলে আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।

পিতার বদনমণ্ডল সহসা চিন্তামেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "একটি নর্ত্তকী! তোমার কি মনে নাই, আমি তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছিলাম। আমি তোমাকে কি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সতর্ক হইতে উপদেশ দিই নাই? তুমি ইহারই মধ্যে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইলে? তুমি সুবিধা পাইবামাত্র স্ত্রীলোকদের দলে মিশিয়াছ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমি আপনার উপদেশও বিস্মৃত হই নাই, আর স্ত্রী-লোকদের দলেও মিশি নাই। গত রাত্রিতে নবাবের দরবারে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়— তাহার সহিত আমি কথা পর্য্যন্ত কহি নাই।"

"তাহা হইলে সে যে আমাদের সহিত হায়দরাবাদে যাইতে চাহে, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

আমি বলিলাম, "আমি তাহার এক বৃদ্ধা পরিচারিকার নিকট ইহা অবগত হইয়াছি; সম্ভবতঃ অদ্য সন্ধ্যায় সেই পরিচারিকা আমাদের শিবিরে আসিবে।"

পিতা মাথা নাড়িল ও বলিল "পুত্র, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে আমি অবিশ্বাস করিতেছি না। তবে তুমি বয়সে নবীন বলিয়া তোমার হৃদয় ও চিত্তবৃত্তিকে আমার খুব বিশ্বাস হয় না। এ প্রকারের একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লওয়া বিষম বিপজ্জনক। একবার সে আমাদের সঙ্গ পাইলে ক্রমশঃ তোমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তখন তোমার পিতা, কর্ত্তব্য, ব্যবসায় প্রভৃতি আর

কিছুই মনে থাকিবে না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হারাইব। পুত্র! মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা যে আমার পক্ষে যন্ত্রনাকর হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "পিতঃ! ওরূপ অমূলক আশঙ্কা করিবেন না। আপনি যে বিপদের ভয় করিতেছেন, তাহার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। সে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। তাহার সহিত আমাদের বড় একটা সাক্ষাৎও হইবে না। তবে যদি কোন দিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাহার গান শুনিতে ইচ্ছা করি, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। আমি এ পর্য্যন্ত যেরূপ বিশ্বস্ততা ও কৃতকার্য্যতার সহিত আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আমি এ প্রকারের একটি ভিক্ষা প্রাপ্তির উপযুক্ত।"

পিতা উত্তর করিল, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা নিশ্চয়ই আমার উচিত। তুমি যদি অন্য কোনরূপ প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তাহা পুরণ করিতে আমি স্বল্পমাত্রও দ্বিধাবোধ করিতাম না। যাহা হউক, আমার তোমার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে— অতএব তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ, তাহাই কর; আমার আপত্তি নাই।"

এপর্য্যন্ত কোন প্রতিবন্ধকতা হইল না;— কিন্তু আমার চিত্তে এক দারুণ দুশ্চিন্তার উদয় হইল। এই নর্ত্তকী যে নবাবের রক্ষিতা ও বেতনভোগী সে কথা আমি প্রকাশ করি নাই, সুতরাং এই কার্য্যের দ্বারা আমাদের যে কোন বিপদ ঘটিতে পারে, তাহাও পিতা বুঝিতে পারে নাই। যাহা ইউক, আমার মনে এক আশার উদয় হইল। আমি ভাবিলাম, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সে যদি নবাবকে ছাড়িয়া আমাদেরই সহিত চলিয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে সে নিজেই তাহার উপায় বিধান করিবে।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত আমি বাজরের দিকে পুনরায় যাত্রা করিলাম। সারি সারি বিপণীশ্রেণীর পার্শ্বে পার্শ্বে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় দু'চারিটি দ্রব্য খরিদ করিয়া— সোপানশ্রেণী অতিক্রম করত চৌকীতে প্রবেশ করিলাম। কোতোয়াল বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া আমার সহিত নগরের নানা কথা লইয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই গল্পের দ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্ষমতা কত অধিক এবং তাঁহার এই পদ কত উচ্চ। কোতোয়ালের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে হইল, তাঁহাকে আমার অভিসন্ধি সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলি এবং উৎকোচদানে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করি। কিন্তু এই সঙ্কল্প হইতে ক্ষান্ত হইলাম, কারণ আপাততঃ কোতোয়াল অর্থ পাইয়া প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরিশেষে আমার অনিষ্টাচারণও করিতে পারে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে আমাকে অধিকক্ষণ উদ্বিগ্নভাবে

অপেক্ষা করিতে হইল না। দেখিলাম, সেই বুড়ী বাজারের মধ্য দিয়া তাহার যতদূর সাধ্য ততদূর দ্রুতপদবিক্ষেপে নগরের তোরণ-দ্বারাভিমুখে গমন করিতেছে। আমি দেখিয়াই বুঝিলাম, আমার অন্বেষণে চলিয়াছে। কোতোয়ালকে সন্ধ্যার সময় আমাদের শিবিরে যাইবার জন্য বলিলাম, তাঁহাকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে সে কথাও বলিলাম এবং তাহার নিকট সত্বর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পথে নামিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধা আমার দৃষ্টি পথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, যাহা হউক, সে যে দিক্ দিয়া গিয়াছে, সেই দিক্ ধরিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তোরণদ্বারের বাহিরে তাহাকে ধরিলাম। বৃদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইয়াই বলিলাম;—

"মা, তুমি কি আমাকে খুঁজিতেছ ?

"আয়, মেরে জান, ; যাহা হউক, পরিশেষে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। গতরাত্রি হইতে আপনার সাক্ষাৎকারের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। আজ আপনাকে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে তখন দেখিলাম, কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি চলিবার ক্ষমতা নাই, কাজেই আপনাকে ধরিতে পারিলাম না।" এই বলিয়া বৃদ্ধা সস্নেহে আমার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার পর বৃদ্ধা বলিল, "এখানে বোধ হয় কেহই আমাদের দেখিতে পাইবে না ? আপনার সহিত আমার অনেক কথা আছে।

আমি উত্তর করিলাম, না, না, এখানে কথা হইবে না। ঐ দূরে আমাদের তাঁবু রহিয়াছে, ঐ তাঁবুর নিকটে গিয়া কথা হইবে।

আমি তাঁবুর নিকটবর্ত্তী একটি আম্র বৃক্ষমূলে গিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি আমার অনুসরণ করায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, সেইখানে বসিল। এবং কাপড়ের খুট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল। পত্রখানি আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "এই পত্রখানি কাহার, তাহাত আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। আল্লার নামে আপনি তাহার জন্য একটু পরিশ্রম করুন। সে এখানে একরূপ মুমূর্ষ— এই পাপিষ্ঠ নবাব তাহার উপর যে কত অত্যাচার করে, তাহা অকথ্য। এই নবাব ভয়ানক খামখেয়ালী লোক ; একদিন ইহার সহিত খুব ভাব হয়, অনেক জিনিস পত্র দেয়, আবার একদিন কি জানি কেন ভয়ানক রাগ হয়— রাগ করিয়া সমস্ত জিনিস পত্র কাড়িয়া লয়— এবং এক নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে। সেখানে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রনা দেয়— আমাকেও সে ঘরে যাইতে দেয় না। দেখুন, আপনি সাহসী ও যুবক। সে এই অবস্থায় কষ্ট পায়, ইহার একটা প্রতিকার করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। তাহার মত রূপবতী নর্ত্তকী ও গায়িকা হায়দরাবাদ সহরে আর নাই। কত কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজপুত্র তাহার সম্মান করে। আল্লার নামে, আপনি একবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই সে মুক্তিলাভ

করিয়া চিরজীবন আপনার সহচরী হইয়া থাকিবে। সে আপনাকে দেখিয়াছে— আপনার রূপে সে মুগ্ধ হইয়াছে— আপনার প্রেমে তাহার হৃদয় মন দগ্ধ হইতেছে। একদিকে এই নতুন প্রেমের স্বপ্ন, আর একদিকে তাহার এই দারুণ ও অকথ্য দুর্দ্দশা, এই উভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া সে একরূপ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি কিছুতেই তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না।"

আমি উত্তর করিলাম, "মা, আমি তোমার অনুরোধ সাধ্যমত রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। সত্য বটে, তাহার সহিত আমার এপর্য্যন্ত বাক্যালাপ হয় নাই, কেবল মাত্র তাহার গান শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার সেই সমস্ত গান— বিশেষতঃ তাহার সেই শেষ গানটি আমার কর্ণপটাহে এখনও বাজিতেছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সে কি এই গান আমার উদ্দেশে গাহিয়াছিল ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমিই তাহাকে এই গানটি গাহিতে বলিয়াছিলাম। আল্লার জয় হউক ! এই গান নিস্ফল হয় নাই। কিন্তু দেখুন, সময় বড় শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে, এখন কি উপায় হইবে তাহার ব্যবস্থা করুন।"

আমি বলিলাম, "আমি আর কি উপায় উদ্ভাবন করিব ? আমি ইহার কিছুই জানি না। সে যে বাড়িতে বাস করে, তাহারও কিছু জানি না ; সুতরাং আমি কি উপদেশ দিতে পারি ? আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু আমি এ বিষয়ে একেবারে সহায়হীন।"

বৃদ্ধা বলিল, "তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট সেই স্থান বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু শুধু বর্ণনা শুনিয়াই বা কি হইবে ? আপনি আমার সহিত গিয়া একবার দেখিয়া আসিবেন চলুন, নতুবা রাত্রিকালে সে স্থান ঠিক নির্ণয় করিতে পারিবেন না। নবাবের জেনানা মহলের এক প্রান্তে একেবারে সদর রাস্তার উপর একটি ছোট টালির ঘর আছে। সে সেই ঘরে বাস করে— এবং খুব সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রিতে সেইখানেই থাকিবে। এই ঘরের দুইটি জানলা রাস্তার দিকে, ভূমি হইতে জানালাগুলি খুব উচ্চে নহে, নীচে একজন লোক যদি সহায়তা করিবার জন্য উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে অনায়াসেই জানালা গলিয়া চলিয়া আসিতে পারে। এই পথ ব্যতীত আর অন্য পথ নাই। জেনানার মধ্য দিয়া, অঙ্গনের মধ্য দিয়া আসা অসম্ভব ; ঐ অঙ্গনে অনেক সাস্ত্রী প্রহরী। আপনি সাহস করিয়া এই কার্য্যটি করিতে পারিবেন ?"

আমি উত্তর করিলাম, "দেখ, আমি কাপুরুষ বা ভীরু নহি ; আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা কর, ভগবান আমাদের সহায় হউন। আচ্ছা, সে যে দিক দিয়া বাহির হইবে, সে দিকে সৈন্যাদি নাই ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "না, সেখানে কেহই নাই। ভয় কেবল মাত্র সহরের

দেউড়িতে ; দেউড়িতে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। কি প্রকারে দেউড়ি পার হওয়া যাইবে, ইহাই চিন্তা।"

আমি উত্তর করিলাম, "দেউড়ি পার হওয়া ব্যতীত যদি অন্য কোথাও কিছু ভয়ের কারণ না থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনস্কামনা খোদার ইচ্ছায় নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। যাহা হউক, তুমি কি প্রকারে আমাদের সঙ্গে যাইবে ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "আমার জন্য চিন্তা নাই ; আমার সে ব্যবস্থা আছে। আমি রাত্রিকালে যখন ইচ্ছা কর্ত্রীর প্রয়োজনমত বাহিরে গতায়াত করিতে পারি। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনাদের সহিত আমি, যেখানে বলিবেন, সেই-খানেই মিলিত হইতে পারি।"

আমি উত্তর করিলাম, "এ অতি উত্তম কথা। এখন আমাকে সেই স্থান দেখাইয়া দাও।"

আমি বৃদ্ধার পশ্চাৎ পুনরায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; গলির ভিতর গলি,— ভয়ঙ্কর সঙ্কীর্ণ —বৃদ্ধা আমাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত গলির মোড়গুলি দেখিয়া মনে করিয়া রাখিতে বলিল। কারণ রাত্রিকালে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। আমি বিশেষ-রূপে আঁকা বাঁকা গলিগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। ক্রমশঃ একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম, তাহার উভয় পার্শ্বে খুব উচ্চ প্রাচীর। এই গলির একপার্শ্বে নবাবের জেনানামহল। কিছুদূর অতিক্রম করিয়া সেই টালির ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বৃদ্ধা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই ঘরে সে থাকে ; আর এই জানালা দিয়া তাহাকে নীচে নামিতে হইবে। এ জানালা অবশ্য খুব উচ্চ নহে, ওখান হইতে নীচে নামিয়া আসা কিছু কঠিন নহে।"

আমি উত্তর করিলাম, "মনে সাহস থাকিলে ওখান হইতে নামিয়া আসা মোটেই কঠিন নহে। তাহাকে বলিও, জানালার একধার শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একখানি কাপড় যেন আগে নীচে ফেলিয়া দেয়। আমরা নীচে থাকিব, যাহাতে সে নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব।"

বৃদ্ধা বলিল, "তাহাই হইবে ; তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এখানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও উচিত নহে। ওঃ, যদি কেহ এখানে আমাদের দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাদের অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহা আল্লাই জানেন।"

আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, "সে বোধ হয় আমাদের দেখিতেছে, জানালায় যেন আমি একখানি সুন্দর হস্ত দেখিলাম।"

বৃদ্ধা, "হাঁ, সেই বটে। ওঃ, সে যখন শুনিবে যে তাহাকে এই দারুণ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিবার লোক আছে, তখন তাহার মনে যে কি আনন্দ হইবে,

তাহা বলিবার নয়। আপনি আর এখানে অপেক্ষা করিবেন না। অদ্য রাত্রিতেই আপনারা মিলিত হইবেন।"

আমি বলিলাম "তবে আমি চলিলাম, কিন্তু দেখিও যেন কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয়। তোমার সহিত আমাদের ঐ আগের মোড়ে সাক্ষাৎ হইবে।"

বৃদ্ধা মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জানাইল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। মনটা কেমন করিতে লাগিল, ভাবিলাম, যদি শুধু একবার সেই মুখখানি দেখিতে পাইতাম! সেই আঁখি দুটি, সেই হাসিটুকু।

শিবিরে উপনীত হইয়া বদ্রীনাথকে ডাকিলাম; আমার উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে বলিলাম; তাহাকে আনিবার জন্য যে পরামর্শ হইয়াছে আনুপূর্ব্বিক তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। বদ্রীনাথ শুনিয়া বড়ই হৃষ্ট হইলেন এবং সমগ্র ব্যবস্থাই অনুমোদন করিলেন।

কিঞ্চিৎ চিন্তার পর বদ্রীনাথ বলিলেন, "দেখুন ইহার মধ্যে একটি কথা কেবল আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই বলিয়া মনে হয়।"

আমি বলিলাম, "কি কথা বলুন দেখি।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল "দেখুন, রাত্রিকালে সহর হইতে বাহিরে আসা কিছু কঠিন কাজ নহে, তবে রাত্রিকালে সহরে প্রবেশ করা কিছু কঠিন।"

"তাই নাকি? তাহা হইলে কি করা যায়?"

বদ্রীনাথ বলিলেন, "দেখুন নগরের তোরণদ্বার প্রহরী রক্ষিত। গত রাত্রিতে আমার সহরে কিঞ্চিৎ কাজ ছিল, কোনও স্ত্রীলোক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; তখনও রাত্রি দ্বিপ্রহর হয় নাই কিন্তু প্রহরীরা আমাকে কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিতে দিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, শেষে আমাকে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিল। আমার কি দারুন মনোক্ষোভ, বুঝিতেই পারিতেছেন। এইজন্য আমার মতে আমাদের সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সহরে প্রবেশ করা উচিত। একজন মিষ্টান্ন-বিক্রেতার সহিত আমার বেশ পরিচয় হইয়াছে, আমরা তাহার দোকানে গিয়া থাকিব। তাহার পর, আমরা যদি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাহার দোকান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে সে কোনরূপ সন্দেহ করিবে না; কারণ আমার গত রজনীর দুর্গতির কথা তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম। সে আমার কথায় বিশেষ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া নিজেই আমাকে সন্ধ্যার সময় আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহার দোকানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। কি বলেন? এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই কি ভাল হয় না?

আমি বলিলাম, "ইহা অতি উত্তম পরামর্শ। গত রজনীতে আপনার এই দুর্গতি হইয়াছিল, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, আপনার এই অভিজ্ঞতাটুকু পূর্ব্ব হইতে লাভ না হইলে অদ্যও আমাদের তোরণদ্বারে

গিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইত। ওঃ, আজ যদি ঐ প্রকারে প্রবেশ করিতে না পাইতাম, তাহা হইলে আপনার মত ফিরিয়া আসিতাম না ; প্রাচীর লাফাইয়া সহরে প্রবেশ করিতাম। কল্য রাত্রিতে আপনার মত লোকের মাথায় এত সহজ বুদ্ধিটা যে কেন উদয় হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "কথাটা একবার অবশ্য আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু ভয় হইল, পাছে কেহ চোর মনে করিয়া গুলি করে। এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলাম।"

আমি বলিলাম, "ওঃ, ধীরভাবে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারের শক্তি আপনার খুব প্রবল দেখিতেছি! আমার মস্তিষ্ক কিন্তু আপনার মত শীতল নহে ; আমি হইলে নিশ্চয়ই প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িতাম, তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইত। আপনার মত মনোক্ষোভে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কখনই রাত্রিযাপন করিতাম না।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "ভাগ্যে এই প্রকারে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তাই আপনাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইলাম। নতুবা এতক্ষণ শৃগাল কক্কুরের দেহপুষ্টি বিধান করিতে হইত! যাহা হউক, এখন এই ব্যবস্থা হউক। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সহরে প্রবেশ করা যাউক। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঐ দোকানেই থাকা যাইবে। কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিবার সময় এ দিকের এ ফটক্ দিয়া বাহির হওয়া হইবে না। কারণ, গত রাত্রিতে এই ফটকের প্রহরীগণের সহিত অত্যন্ত বচসা হইয়াছিল। আমার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। ওদিকে আর একটা ফটক্ আছে, সেই দিক দিয়া বাহির হওয়া যাইবে। ইহাতে খুব বেশী ঘুর হইবে না, অতি সামান্য-মাত্র ঘুর হইবে।"

আমি বলিলাম, "বেশ তাহাই হইবে ; এখন আমি কিছু খাইয়া লই। সকাল হইতে মোটেই কিছু খাওয়া হয় নাই। এখন বেশ ভাল করিয়া খাইয়া না লইলে রাত্রিতে পরিশ্রম করিতে পারা যাইবে না।"

সান্ধ্য উপাসনা সমাপ্ত হইলে আমি ও বদ্রীনাথ নগরে প্রবেশ করিলাম। আর অল্পক্ষণ বিলম্ব করিলে আমরা প্রবেশ করিতে পাইতাম না। দেখিলাম, প্রহরীরা বদ্রীনাথকে বেশ মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল ও গত রজনীর বিফলতা উল্লেখ করিয়া কৌতুক করিতে লাগিল।

একজন বদ্রীনাথের প্রতি চাহিয়া ব্যঙ্গভরে কহিল, "কি, ভায়া যে আজ দেখি সকাল সকাল সহরে ফিরিতেছ, আর একটু বিলম্ব করিয়া আসিলে না কেন? তাহা হইলে কল্যকার কৌতুকটা আর একবার অভিনয় করা যাইত!"

বদ্রীনাথ ভদ্রতা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভায়া কল্য রাত্রিতে একটু ভদ্রভাবে অধমের সহিত ব্যবহারটা করিলে বড় উপকার করা হইত। যাহা হউক,

রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করা ত নিষেধ দেখিতেছি, রাত্রিতে দু'একজন লোক লইয়া বাহির হইয়া যাওয়া কি নিষিদ্ধ ? সে জন্য অনুমতি পাইতে পারি কি ?

প্রহরী উত্তর করিল, "রাত্রিতে বাহিরে যাওয়ার ত আইনে কোন আপত্তি নাই। তবে মাশুল দিয়া যাইতে হয়, এই পর্য্যন্ত। হাতে যদি পয়সা কড়ি কিছু না থাকে, তবে রাত্রিবেলাটা সহরেই থাকিয়া যাইও।"

বদ্রীনাথ বক্তাকে কহিল, "তা সম্ভবতঃ যৎকিঞ্চিৎ মহাশয়কে দিতে পারি। দিনকতক যাহাতে মহাশয়ের পান-তামাকের ব্যবস্থাটা হইতে পারে, তাহা করিতে পারি।"

প্রহরীরা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "টাকা যদি দিতে পার, তবে রাত্রিবেলা যাহা খুসী বাহিরে লইয়া যাইতে পার। নবাব সাহেবের জেনানামহলও যদি লইয়া যাও, তাহাও লইয়া যাইতে পার ; আমাদের টাকা পাইলেই হইল। যদিও জেনানা মহলে লইবার মত বিশেষ কিছু নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের প্রধান কর্ম্মচারী কে ?"

একজন লোক অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমিই প্রধান কর্ম্মচারী। আমিই এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আমি এখানে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। কেহ অপরাধ করিলেও তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারি।"

আমি উত্তর করিলাম, "অবশ্য সে জন্য যদি আপনাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা হয়।"

লোকটি হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেটাত বলাই বাহুল্য। আপনাদের মত ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার লাভ, এ ত সৌভাগ্যবশেই ঘটে।"

আমি বলিলাম, "তবে এই লউন, পাঁচটি টাকা লউন। এই টাকায় আনন্দে পানাহার করুন। তবে দেখিবেন, যেন অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া বিভোর হইয়া না পড়েন, তাহা হইলে দোষটা আমাদেরই স্কন্ধে পড়িবে।"

প্রহরীরা সকলে মিলিয়া বলিল, "এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল করিবেন ; আমরা সকলেই আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।

প্রহরীগণের সহিত এইরূপ কথোপকথনের পর আমরা নগরের পথে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর বদ্রীনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, ফিরিবার সময় কোন্ ফটক্ দিয়া যাওয়া যাইবে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "এ ফটক্ দিয়া ত নহেই, অবশ্য যদি অন্য ফটক্ দিয়া বাহির হইতে পারি। কারণ এই ব্যাপারটা হইয়া গেলে সহরে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল হইবে। আমরা যদি এই ফটক্ দিয়া বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সন্দেহটা আমাদের উপর নিশ্চয়ই পড়িবে। সুতরাং প্রথমে অন্য ফটক্ দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।"

বদ্রীনাথ বলিলেন, "আপনি বৃথা চিন্তা করিতেছেন। আমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, এক ঘণ্টার মধ্যে উহারা সকলে সুরাপানে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িবে। আমরা অনায়াসে নিজ হস্তে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিব। যাহা হউক, এই সেই খাবারওয়ালার দোকান, কি সুন্দর খাবারের সুঘ্রাণ উঠিতেছে! সময়ে সময়ে মনে হয়, যদি ব্রাহ্মণ হইয়া না জন্মিতাম, তাহা হইলে এই সমস্ত দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।"

আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অতীব যথার্থ কথা। যাহা হউক, আমার ত আর খাইতে কোন বাধা নাই; আমি তখন ভাল করিয়া খাইতে পারি নাই; বেশ ভালরূপ ক্ষুধাও ছিল না। এখন এই সব খাবারের গন্ধে ক্ষুধার বেশ উদ্রেক হইয়াছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বেশ ঝাল খিঁচুরি ও কাবাব লইয়া খাইতে বসিয়া গেলাম।

আহারান্তে দোকানদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দেখ ভাই, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তোমার দোকানে সয়তান আসিয়া থাকে— কারণ, এই মাংস ত মানুষের দাঁতে চিবাইয়া উঠা অসম্ভব। লোহার দাঁত ব্যতীত ইহার সদ্ব্যবহার করা যায় না।"

দোকানদার শিষ্টভাবে উত্তর করিল, "মহাশয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; আপনাকে বোধ করি খুব ঝাল লাগিয়াছে? কি করিব? আমি কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলাম, আমার কন্যাটি এই সমস্ত রান্না একেবারে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, একবার সরবৎ ইচ্ছা করুণ। স্বর্গে গিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসীরা যে সরবৎ পাইবে, এ সরবৎ তাহারই একরূপ ক্ষীণ অনুকরণ বলিয়া জানিবেন। ইহাতে মুখ একেবারে শীতল হইয়া যাইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আর সঙ্গে সঙ্গে একটি হুঁকার অনুমতি করিলে বড় আরাম দেওয়া হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

শুনিতে পাইলাম কক্ষান্তরে খুব ঘটা করিয়া সরবৎ প্রস্তুত হইতেছে। মনে বড় আনন্দ হইল। ভাবিলাম, আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য দোকানদার খুব চেষ্টা করিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে সরবৎ প্রস্তুত হইল; বেশ শীতল ও গোলাপ জল

মিশ্রিত; পান করিয়া মুখ বেশ শীতল হইল। তৎপরে বেশ আরাম করিয়া তামুক সেবন করিতে লাগিলাম। অতি উৎকৃষ্ট তামুক। নবাব সাহেবের মজ্‌লিসে যে তামুক সেবন করিয়াছিলাম— ইহা সৌগন্ধে তাহার সমকক্ষ, তবে হুক্কা তত মূল্যবান্ নহে। এতক্ষণ কেমন একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করিতেছিলাম, তামুক সেবন করিয়া মস্তিষ্ক বেশ শীতল হইল।

বদ্রীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি বেশ সুস্থতা অনুভব করিতেছেন?" আমি উত্তর করিলাম "হাঁ, এখন বেশ আরাম বোধ করিতেছি। আপনার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান স্বত্বেও আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে খুব হিংসা করিতেছেন?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "সেতো করাই উচিৎ; তবে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদন ত জানি না। কাজেই ও সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কখনই হয় না। বরং মাংসের নাম শুনিলে, কাঁচা মাংস বা রক্ত দেখিলে, মনে ভয়ানক ঘৃণার উদয় হয়। সময়ে সময়ে মনে করি, যদি মুসলমান হইতাম, তাহা হইলে এই সমস্ত কেমন করিয়া খাইতাম। ওঃ! মাংসের কথা মনে হইলেও ঘৃণা হয়।"

তাঁহার এই ঘৃণার কথা শুনিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। তিনি অবশ্য আমার হাসিতে রুষ্ট হইলেন না।

তদনন্তর আমি বলিলাম, "দেখুন, এখন না হয় আমরা ঘুমাইলাম, কিন্তু ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙ্গিবে কি প্রকারে? ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইতেই হইবে; এক ঘণ্টা এদিক ওদিক হইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে।"

আমার কথায় বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "আমিও ঠিক তাহাই ভাবিতেছি।" তদনন্তর দোকানদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, তুমি কতক্ষণ অবধি জাগিয়া থাক? দেখ আমার আর আমার এই বন্ধুর দুপুর রাত্রিতে একটু সামান্য কাজ আছে। আমরা যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে ঐ সময়ের কিছু পুর্ব্বে আমাদের জাগাইয়া দিতে পারিবে?

লোকটি উত্তর করিল, "খুব পারিব— রাত্রি দুপুরের পর পর্য্যন্ত আমাকে দোকান খুলিয়া রাখিতে হয়। রাত্রি দুপুরের সময়ও অনেক পথিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় তাহাদের গরম গরম কিছু খাবার না দিলেই নয়।"

আমি তাহার দিকে কয়েকটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলাম, "তোমার কাবাবের দাম ছাড়া এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম। আমাদের জাগাইয়া দিবে বলিয়া এই পুরস্কার।"

সে সেলাম ও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে টাকা কয়টি সযত্নে কুড়াইয়া লইল। আমিও তামুক সেবন শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম; নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না। অধিকক্ষণ নিদ্রা হইল না। মস্তিষ্ক উত্তেজনাপুর্ণ থাকিলে প্রায়ই এইরূপ

ঘটিয়া থাকে। কিছুক্ষণ মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল বুঝি নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে, অধিকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, তখনও রাত্রি দ্বিপ্রহর হয় নাই। নিদ্রাভঙ্গের পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম দোকানদার স্বয়ং একাগ্রমনে রুটি সেঁকিতেছে, আর তাহার কন্যা কাবাব ভাজিতেছে। দোকানদার আমাকে দেখিল ও কহিল,"সাহেব, আপনি খুব শীঘ্র শীঘ্র জাগিয়াছেন দেখিতেছি। আপনার নির্দিষ্ট সময় হইতে এখন পুরা এক ঘণ্টা বিলম্ব। আপনি এখন হইতে উঠিয়া কি করিবেন ? আর একটু ঘুমান। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি, অনেকগুলি পথিক আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছি, আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমাকে এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আর ঘুমের প্রয়োজন নাই ; আমি এখন বেশ সুস্থতা বোধ করিতেছি, এখন দু'এক ছিলিম তামুক পাইলেই আমি অনায়াসে একঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারিব।"

আমার কথা শুনিয়া সে গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল এবং তামুক প্রস্তুত করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

তামাকুটি বড়ই সদ্‌গন্ধযুক্ত, সে দুই একবার আমাকে আরও তামাকু খাওয়াইল ও মাঝে মাঝে হুঁকার জল ফিরাইয়া দিল। ক্রমশঃ নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সে আমাকে বলিল, "এইবার আপনাদের সময় হইয়াছে। এই যে তারাটি দেখা যাইতেছে, দ্বিপ্রহর রাত্রির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উহা এখান হইতে ঠিক ঐ বাড়ীর উপর দেখা যায়। আপনি আপনার সঙ্গীকে ডাকুন। আপনাদের সময় হইয়াছে।

আমার আহ্বানে বদ্রীনাথ জাগ্রত হইলেন। আমরা উভয়ে দোকানদারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেই সমস্ত গলিপথ এখন একেবারে জনশূন্য।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে হইতে বদ্রীনাথ আমাকে বলিলেন, "আমরা দুইজনে ঠিক চোরের মত চলিয়াছি ; এই সময় যদি পাহারাওয়ালা আসিয়া ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে একেবারে অপ্রতিভ হইতে হইবে।

আমি বলিলাম, "তাহার কোনই ভয় নাই।" কথা কয়টি আমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে দেখিলাম কয়েকজন প্রহরী রাস্তার বিপরীত দিক হইতে আমাদের অভিমুখেই আসিতেছে। আমাদের সন্নিকটে একটি উন্মুক্ত দরজা— আমরা তন্মুহূর্ত্তে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃহৎ কপাটের অন্তরালে লুক্কাইত হইলাম। তাহারা আমাদের অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিল। দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হইতে একজন বলিল, দেখ, এইস্থানে যেন দুইজন লোক দেখিলাম।"

তাহার কথার উত্তরে আর একজন বলিল, "তুমিতো অন্ধকারে সর্ব্বদাই মানুষ

দেখিতে পাও। এস, আর বিলম্ব করিতে পারি না। রাত্রি প্রায় দুপুর হইল ; আমার বড় ঘুম পাইতেছে। আর একটুক্ষণ ঘুরিয়াই দামামা বাজাইয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে চোর ডাকাত যে যেখানে থাকুক, সব পলাইয়া যাইবে।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতেই লোকটি একটা বিকট রকমের হাই তুলিল। বুঝিলাম সত্যই লোকটার বড় বেশী ঘুম পাইয়াছে। প্রহরীরা আর তথায় দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। আমরা আমাদের গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইবামাত্র শুনিলাম সজোরে দামামা ও শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল— নগরের অপর প্রান্তেও এইরূপ বাদ্যধ্বনি এই ধ্বনির উত্তরস্বরূপে উত্থিত হইল। ক্ষণকালের জন্য সমগ্র সহর ঐরূপ বাদ্যাদিতে মুখরিত হইল, কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য। তাহার পর সমস্ত সহর নিস্তব্ধ— মধ্যে মধ্যে কেবল দুএকটি সারমেয়-রব শ্রুত হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আর কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। এইবার চল। আর সে স্থানটিও নিকটে।"

রাস্তার যে মোড়ে আমাদের সহিত বৃদ্ধার মিলিত হইবার কথা ছিল, দুই এক পদক্ষেপ পরেই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সবিস্ময়ে সহর্ষে দেখিলাম, বৃদ্ধা আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেখিবামাত্র বৃদ্ধা বলিল, "ওঃ আপনারা আসিয়াছেন ? আপনাদের যে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা নিরুপণ করিতে পারিতেছি না। আমি এই কয়েকঘণ্টা ধরিয়া এখানে দাঁড়াইয়া আছি, সময় আর কাটিতে চায় না !"

আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সমস্ত ঠিক হইয়াছে ত ? সে প্রস্তুত হইয়া আছে ত ?

বৃদ্ধা বলিল "হাঁ সে ঠিক হইয়া আছে। সে ঠিক আমারই মত ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। আর একটা কথা বলি, সে এক আশ্চর্য্য রকমের কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহার ফলে সন্দেহ অন্য লোকের উপর পতিত হইবে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "অত জোরে কথা কহিও না, চুপ কর ; যদি কেহ আমাদের দেখিয়া ফেলে বা আমাদের কথা দৈবক্রমে শুনিতে পায়, তাহা হইলে নিরাশ হইবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "এজন্য কোনরূপ ভয় নাই। এ দিকের এবাড়ীতে জনমানব বাস করে না— আর এ দিকের প্রাচীরের ভিতর নবাবের বাগান, সেখানেও রাত্রিকালে কেহ থাকে না।"

"তবে বল, সে কি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে ? সে জন্য আমাদের কি কিছু সাহায্য করিতে হইবে ?"

বৃদ্ধা বলিল, "কিছু না, কিছু না ; এ তাহার অতি চমৎকার বুদ্ধি ! এমন বুদ্ধি

খুব কম লোকেরই মাথা হইতে বাহির হয়। কিছুক্ষণ পুর্ব্বে সে একটি থলিয়াতে করিয়া এক থলি তাজা রক্ত আনিতে বলিল! আমি বুঝিতে পারিলাম না, রক্ত লইয়া কি করিবে। আমি কসাইয়ের দোকানে গেলাম, একটা বাচ্চা ছাগল মাংস চাই বলিয়া হত্যা করাইলাম ও মাংসের সহিত থলিয়া ভরিয়া রক্ত লইয়া আসিলাম। রক্ত পাইবামাত্র সে তাহার বিছানায় রক্ত মাখাইল, বিছানার চাদর প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু রক্ত মাখাইয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া রাখিল, নিজের পোষাক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কক্ষমধ্যে এদিক ওদিক ছড়াইয়া রাখিল— মাথার দুএক গাছি চুল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া মেঝেতে ছড়াইয়া দিল। মোট কথা ঘরখানি এমনই করিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হইবে এখানে ধস্তাধস্তি হইয়াছে— সে গুরুতররূপে জখম হইয়াছে, আর সেই অবস্থায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে। ওঃ কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! এখন কথাটা কি জানেন? একটু রহস্য আছে— এস্থান হইতে কিছু দূরে আর একজন নবাব আছে। সে এখানকার নবাবকে বার বার বলিয়া পাঠাইতেছে যে, জোরাকে ছাড়িয়া দাও। সে জোরাকে চায়। এই লইয়া উভয় নবাবে খুব কলহ ও বিবাদ চলিতেছে। এখন জোরার এই বুদ্ধির ফলে এই হইবে যে, এখানকার নবাব ভাবিবে যে, অন্য নবাবের লোক আসিয়া এই প্রকারে গোপনে জোর করিয়া জোরাকে লইয়া গিয়াছে। জোরা যে আপনাদের সহিত যাইতেছে, এ সন্দেহ নবাবের মনে কিছুতেই হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "আচ্ছা বুদ্ধিত! স্ত্রীলোকের বুদ্ধি যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ, তাহা যথার্থ।

বৃদ্ধা বলিল, "তবে আসুন, আর ত আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা বাতায়ন-নিম্নে দাঁড়াইয়া গবাক্ষপথে দেখিলাম, কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। বৃদ্ধা মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে একবার কাশিল। বাতায়ন উন্মুক্ত হইল। দেখিলাম জোরা দাঁড়াইয়া— রূপের আভায় দ্বীপালোক যেন পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

জোরা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আসিয়াছেন?" তাহার কণ্ঠস্বর আমার কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল।

আমি উত্তর করিলাম, "আপনার বিনীত দাসেরা উপস্থিত। প্রার্থনা, সত্বর হউন। সময় নষ্ট করিবেন না।"

জোরা উত্তর করিল, "এই শীঘ্র যাইতেছি, আর বিলম্ব নাই।"

আমি বলিলাম "ক্ষিপ্র হউন, নতুবা বিপদ সম্ভব।"

সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল— মুহূর্ত্ত পরে একখানি চাদর বাঁধিয়া একটি বাক্স ও একটি বুচ্‌কি নীচে নামাইয়া দিল। আমি চাদর হইতে উহা খুলিয়া লইলে চাদরখানি আবার তুলিয়া লইল।

তদন্তর সে বলিল, "এইবার আমি যাইব। চাদরখানি কি করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "একধার জানলার শক্ত গরাদ দেখে খুব জোরে বাঁধিয়া আর একধার আমার নিকট ফেলিয়া দিউন।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তদ্রূপ ব্যবস্থা হইলে সে চাদর ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নামিতে লাগিল। তখন আমার বুক উৎকণ্ঠায় ও ভয়ে দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছিল; মনে হইতেছিল যদি জোরা পড়িয়া গিয়া আহত হয়, যদি কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায়! আমি ও বদ্রীনাথ অত্যন্ত সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম। যদি সে পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিয়া ফেলিতাম, আহত হইতে দিতাম না। শীঘ্রই আমাদের আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। জোরা মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল— আমি অতি সোহাগ ভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম।

আমি বলিলাম, "ঘরে কিছু পড়িয়া আছে কি? কিছু বাকি রাখিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া আমি চাদর ধরিয়া জানলার মধ্য দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কক্ষটি ক্ষুদ্র— দেখিয়াই মনে হইল, এখানে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে! মেজেয় রক্ত, বিছানায় রক্ত, পোষাক পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত— বুঝিলাম জোরা যাহা করিতে চায়, তাহাতে বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছে। কক্ষমধ্যে বিলম্ব করিলাম না। চাদরখানি খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং জানলার বাহিরে আসিয়া লাফাইয়া নীচে পড়িলাম। লাফাইয়া পড়ায় পায়ে বেশ আঘাত লাগিল; কিন্তু এখন কাতর হইবার সময় নহে। কোন্ ফটক্ দিয়া সহরের বাহিরে যাইতে হইবে, এই লইয়া তাড়াতাড়ি একটা পরামর্শ হইল। বদ্রীনাথ বলিলেন, যেদিক দিয়া আসিয়াছি, সে দিক দিয়া যাওয়া সুবিধা! বদ্রীনাথের প্রস্তাবে আমাদের কাহারও মত না হওয়ায়— আমরা অন্য ফটকের অভিমুখেই চলিলাম। পথে একটিও প্রাণীর সহিত দেখা হয় নাই; ফটকে উপনীত হইয়া দেখিলাম, ভগবানের কৃপায় দ্বার উন্মুক্ত। প্রহরী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন— ঢাল তাহার উপাধানের কার্য্য করিতেছে, নিষ্কোধ অসি পার্শ্বে ভূলুণ্ঠিত। পাছে আমাদের পদধ্বনি শ্রবণে প্রহরী জাগ্রত হয়, এই আশঙ্কায় অতীব সতর্কতার সহিত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ফটক্ অতিক্রম করিলাম। বাহিরে আসিয়া দ্রুতবেগে চলিলাম, নগর-প্রাচীরের ছায়া পার হইয়া প্রান্তর, এই প্রান্তরে আমাদের শিবির।

আমাদের শিবিরের চতুর্দ্দিকে আমাদের প্রহরী। যখন আমরা একেবারে শিবীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন, জোরা এতক্ষণ আমার অঙ্গ সংলগ্ন হইয়াছিল, সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি জল আনা হইল, মুখে জলের ছিটা দিতে দিতে শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল।

চৈতন্যোদয় হইলে জোরা আমার পদমূলে পতিত হইয়া কহিল, "অত্যাধিক আনন্দ নিবন্ধনই আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ হইতে কিরূপ

ভয়ঙ্কর উদ্বেগে যে সময় যাপন করিতেছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এখন আমি মুক্ত, এখন আপনি আমার প্রভু, ভাবিতে আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে।"

আমি তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলাম ও সমীপবর্ত্তী বৃক্ষমূলে বসাইয়া বাহুপাশে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পার্শ্বে বসিলাম। তখন সুবিমল চন্দ্র কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত। আমরা উভয়ে নীরবে বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই।

আমরা উভয়ে এই ভাবে যে কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সে এক আনন্দের সমাধি! সহসা বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে আমাদের সমাধি ভঙ্গ হইল। বৃদ্ধা বলিল, "এখন আদর করার সময় নহে। কর্ত্রীঠাকুরাণীর এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। আর এক কথা, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে হইতে আমরা নগর হইতে কিছু দূরে চলিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ধরা পড়িবার আর কোনই আশঙ্কা থাকিত না।"

আমি বলিলাম, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব যথার্থ। দেখি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারি কি না?"

সৌভাগ্যক্রমে গত রজনীতে আমাদিগের হস্তে নিহত সেই সওদাগরের গাড়ী খানি বিক্রয় করিয়া ফেলা হয় নাই। যদিও এখন সে গাড়ীতে সওদাগরের জিনিষ পত্র বোঝাই ছিল, তথাপি দুই জন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত স্থান তাহাতে অবশিষ্ট ছিল।

আমি পুনরায় বদ্রীনাথের নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম তিনি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁহাকে জাগাইবামাত্র তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে আরও কিছু কার্য্য করিতে হইবে।

বদ্রীনাথ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আর কি কিছু করিতে হইবে মীর সাহেব? বলুন, কি করিতে হইবে? আমি প্রস্তুত আছি।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, বৃদ্ধা বলিতেছে যে, এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাওয়া উচিত। বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা। সেই জন্য বলিতেছি যে, আপনাকে কয়েকজন লোক সমভিব্যহারে প্রভাতের পুর্ব্বেই এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। উহারা দুই জনে সওদাগরের ঐ গাড়ীখানায় যাইবে। আপনি অবশ্য কল্য আট দশ ক্রোশ পথ উহাদিগকে লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারিবেন। তাহার পর দিনও আট দশ ক্রোশ যাইবেন। তাহার পর, এক স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমরা যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ আর অগ্রসর হইবেন না। বেশ আবরু করিয়া লইয়া যাইবেন; পথে যেন কোনরূপ কষ্ট না পায়।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "আপনার কথা আমি বেশ বুঝিয়াছি এবং বিশ্বাসী বন্ধুর মত আপনার অনুরোধ যথাযথ রক্ষা করিব, সে জন্য আপনার চিন্তা নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনার

উপর যখন ভার দিতেছি, তখন আমার কোনই উদ্বেগ নাই। এখন কথা হইতেছে, কোন রাস্তা দিয়া যাইবেন? এখান হইতে হায়দরাবাদ যাইবার নাকি দুইটি রাস্তা আছে।"

বদ্রীনাথ বলিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, পীর খাঁ এ অঞ্চলের পথ ঘাট বেশ ভাল করিয়াই জানে। আমি যাই, তাহাকেও উঠাইয়া আনি; আপনি জানেন, পীর খাঁ আমাদের দলের লোক, আর অত্যন্ত বিশ্বাসী।"

বদ্রীনাথ পীর খাঁকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন "উহাকে আমি সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিয়াছি। উহার কি বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন।"

পীর খাঁ আমাকে বিনীতভাবে বলিল, "এখান হইতে হায়দরাবাদ যাইবার যে দুইটি রাস্তা আছে— সে দুইটি রাস্তাই আমার পরিচিত, তবে খুব যে ভাল করিয়া জানি, তাহা নহে। ইহার মধ্যে মীর সাহেব! আপনি যে রাস্তার কথা বলিয়াছেন, আমার মতে সেই রাস্তাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট! অন্য রাস্তাটি বড় কদর্য্য এবং একেবারে জন-মানব শূন্য। তবে যদি বলেন যে, যে রাস্তায় লোকের চলাচল অধিক, সে রাস্তায় ধরা পড়িবার সম্ভাবনা; তাহার উত্তরে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, এ বিষয়ে আমরা আমাদের সৌভাগ্যের উপর বেশ নির্ভর করিতে পারি। এত কঠিন কাজ যখন নিরাপদে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আমার বেশ ভরসা হয় যে, আর কোন বিপদ ঘটিবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "পীর খাঁ! তুমি বেশ পরামর্শ দিয়াছ। তুমিই পথ-প্রদর্শক। তুমি ব্যতীত আমাদের দলের মধ্যে কেহই এ অঞ্চলের পথ ঘাট জানে না। দেখ তোমাদের সহিত আমাদের তাহা হইলে "নির্ম্মলে" দেখা হইবে। দেখ, পীর খাঁ! তুমি বেশ বিশ্বস্ততার সহিত আমার এই অনুরোধ পালন করিলে 'নির্ম্মলে' পঁহুছিয়া তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "মীর সাহেব! অধমের প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট। দেখুন, পুরস্কার লইয়া কথা হইতেছে না। আপনি জানিবেন যে, আমাদের এই দলের মধ্যে এমন অবিশ্বাসী লোক কেহই নাই যে, আপনার জন্য, দরকার হইলে, অবিলম্বে অসঙ্কোচে জীবন বিসর্জ্জন করিতে না পারে।" অতঃপর বদ্রীনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, "ওহে বদ্রীনাথ! তবে এস লোক জন বাছিয়া লইয়া আমরা প্রস্তুত হই।"

আমি শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, জোরা ও তাহার সঙ্গিনী আগুন জ্বালিয়া তাহার নিকটে গায়ে চাদর জড়াইয়া বসিয়া আছে। তাহাদিগকে পলায়নের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়া কহিলাম যে, "দুঃখের বিষয়, আমি এখন তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না; আমি আমার অনুচর ও সঙ্গীগণের সহিত এই মাত্র পরামর্শ করিলাম। পরামর্শে স্থির হইল যে, আপাততঃ আমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন

হওয়াই উচিত। আমার মনের কথা ভগবানই জানেন ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, ততক্ষণ কি আগুনে যে আমার হৃদয় দগ্ধ হইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না।

জোরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল ; পরিশেষে মুখের অবগুণ্ঠন খুলিল। আমি দেখিলাম, কি অপরূপ রূপ ? তদনন্তর সে কোমল করে আমার হস্ত ধরিয়া কহিল, "আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনাকে অপরিচিত বিদেশী বলিয়া মনে হইতেছে না ; মনে হইতেছে, আপনি আমার চিরকালের পরম আত্মীয়। আপনার লোকের সহিত যাইতে আমার কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ নাই ; কেবল আপনাকে আপাততঃ ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়াই যাহা কিছু কষ্ট। কিন্তু এখন কি করি ? আপনাকে ছাড়িয়া না গেলে উপায় নাই।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে ?"

আমি বলিলাম, "নির্ম্মল' হইয়া যাইতে হইবে ; শুনিলাম ঐ রাস্তাই ভাল। নবাব যদি অন্বেষণে লোক পাঠায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ রাস্তা ধরিয়া কেহই যাইবে না।"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "আপনারা ঠিক পরামর্শই করিয়াছেন। নবাবের লোক আমাদের খুঁজিতে 'নির্ম্মল'এর রাস্তা ধরিয়া কখনই যাইবে না।" কিন্তু বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে কহিল, "বৃদ্ধ নবাবের কল্য কি অবস্থা হয়, দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের আর কি ? তাহার কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেবল মনে মনে উপহাস করিব। কথাটা রাষ্ট্র হইবামাত্র নগরে নিশ্চয়ই একটা ভয়ঙ্কর হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে, আমি সেই সময় একবার নগরে যাইব, এবং যদি সম্ভব হয়, নবাব সাহেবের সহিতও সাক্ষাৎ করিব। তোমরা আমার নিকট সমস্ত সংবাদ শুনিতে পাইবে।"

ইতোমধ্যে বদ্রীনাথ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আমি তবে এইবার বিদায় হই। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না ; এখন হইতে আমার নাম জামাল খাঁ, রাস্তায় যদি খবর লইবার প্রয়োজন হয়, এই নামেই জিজ্ঞাসা করিবেন।"

আমি বলিলাম, "ভগবান আপনাদের সহায় হউন ; আপনাদের হস্তে বড় গুরুতর কাজের ভার রহিয়াছে। আপনি আজ যে ভার লইয়া যাইতেছেন, আমি যদি সেই ভার প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতাম।"

প্রস্তুত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উপবেশন করিল।

বদ্রীনাথ বলিলেন, "তবে বিদায় হইতেছি। আর কি ? গাড়ী ছাড়িয়া দাও।

লোকগুলিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা প্রহরীস্বরূপে গাড়ীর খুব নিকটে নিকটে চল। বেশ ভদ্রভাবে যাইবে; স্মরণ রাখিও, গাড়ীতে সম্ভ্রান্ত লোকের জেনানা চলিতেছে।"

আমি বলিলাম, "আল্লা হাফিজ্! খোদা আপনাদের সহায় হউন।"

তাহারা পথে বাহির হইল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ তাহাদের দেখা যায়, দেখিতে লাগিলাম। কিছু দূরেই রাস্তা বক্রভাবে গিয়াছে। তাহারা দৃষ্টি-পথের বাহিরে চলিয়া গেল। আমি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম ও শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইলাম।

রাত্রি প্রভাত হইবার পুর্ব্বেই পিতা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, আমি সমস্ত রাত্রি বাহিরে ছিলাম বলিয়া পিতা কিছু রুষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, তখন আর কিছু বলিল না; কেবল বলিল, "চল নমাজ পড়িবার সময় হইয়াছে। নমাজের পর কল্য রাত্রিতে কি করিয়াছ, শুনিব।"

আমি পিতার সহিত শিবিরে উপনীত হইলাম। তথায় একখানি মাদুর বিছাইয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে উষার অরুণরেখায় পুর্ব্বাশার দ্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আমরাও নিয়মিত উপাসনা সমাধা করিলাম। উপাসনা শেষ হইলে উভয়ে একত্রে বসিলাম ও পিতা জিজ্ঞাসা করিল "এখন কল্য রজনীর সমস্ত কথা নির্ভয়ে বর্ণনা কর।"

আমি গত রজনীর কথা প্রায় সমস্তই আনুপুর্ব্বিক ঠিক বর্ণনা করিলাম। ভাবিতেছিলাম, পিতা বোধ হয় আমাকে খুব কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিবে। পরিশেষে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, পিতা মোটেই কুপিত হইল না, একটিও কঠোর কথা বলিল না। বরং আনন্দে হাস্য করিতে করিতে আমাদের সাহসিকতার ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমরা জোরাকে পুর্ব্বেই এখান হইতে পাঠাইয়া দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছ।

তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; সহরে ভয়ানক গোলযোগ উঠিল। আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, কল্য রজনীর ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উত্তেজনায় ও ভয়ে সমস্ত সহর একেবারে তোলপাড় হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক সহর হইতে বাহিরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। লোকগুলি বিচিত্র ভঙ্গীতে আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল; বুঝিলাম আমাদের উপরই সন্দেহ হইয়াছে। আমরা যাহা অনুমান করিতেছিলাম, তাহাই সত্য হইল। প্রায় কুড়িজন অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক সৈন্য তোরণদ্বার দিয়া সবেগে নির্গত হইল ও সহসা আমাদের শিবির শ্রেণী ঘিরিয়া ফেলিল। দলের মধ্যে দুইজন লোক, তাহাদের দেখিয়া সেনানায়ক বলিয়া মনে হয়, তাহারা

শিবিরের সম্মুখে আসিয়া রূক্ষ ও গম্ভীর, প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে আমাদের দলের প্রভুকে দেখিতে চাহিল।

পিতার সহিত পুর্ব্বেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, পিতা একজন সওদাগর বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে, আর আমি বলিব যে, আমিই এই দলের জমাদার। পিতা জানিত যে, পুর্ব্বে নবাব দরবারে আমি এইরূপ পরিচয় দিয়া আসিয়াছি, সুতরাং পিতা আমার প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিল না।

আমি সেনানায়কগণের বাক্য শ্রবণে শিবিরের বাহিরে আসিলাম ও কহিলাম "এই অধীন এই দলের জমাদার। এত প্রত্যূষে আমাদের উপর নবাব সাহেবের তলব কেন? সেদিন নবাব সাহেবের নিকট যেরূপ উদার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমরা তাঁহার চরণে চিরকৃতজ্ঞ। আমাদিগকে নবাব সাহেবের একান্ত অনুগত ভৃত্য বলিয়া জানিবেন; আমাদের দ্বারা নবাব সাহেবের যদি কোন কার্য্য হয়, আদেশ করুন, আমরা এই দণ্ডেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

উহাদের মধ্যে একজন উদ্ধত স্বরে কহিল "আপনি এখন আমাদের হস্তে বন্দী। আপনার শিবির খানাতল্লাসী করা হইবে। গত রাত্রিতে এক অত্যাদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়াছে; আপনার উপর তজ্জন্য সন্দেহ হইয়াছে।"

আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম, স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে? আমার উপর সন্দেহ! এমন কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? যাহা হউক, শিবির এই আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে, আপনারা যে ভাবে ইচ্ছা অন্বেষণ করুন, আমার কোন আপত্তি নাই। আপনাদের সহরে কি গত রজনীতে ডাকাতি হইয়াছে। আপনাদের এই অশিষ্ট দেশে অকারণ ভদ্রলোকের উপর সন্দেহ করিয়া তাহার বাসস্থল খানাতল্লাসী করা হয় বুঝি?"

লোকটি ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, "আপনাকে আর বাক্যব্যয় করিতে হইবে না; আমাদের যাহা কর্ত্তব্য আমরা তাহাই পালন করিতেছি, তদন্তের ফলে যদি প্রতিপন্ন হয় যে আপনি নবাবের সেদিনকার সদয় ব্যবহারের প্রতিদান স্বরূপে ঘোর অকৃতজ্ঞাচরণ করেন নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ পক্ষে আমি খুব সন্তুষ্ট হইব।"

সেনানায়ক দুই তিনজন অনুচর সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রবেশ করিল। তথায় আমার বিছানা এবং কয়েক বস্তা লুণ্ঠিত দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

নবাবের দলের নায়ক আজিম্ খাঁ বলিল, "কৈ সে ত এখানে নাই; চল অন্য শিবির অন্বেষণ করি।"

আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পিতার শিবিরে উপস্থিত হইলাম, তাঁহাকে যথা-বিহিত সেলাম করিয়া কহিলাম, "ইহারা নবাব সাহেবের কর্ম্মচারী, ইহারা আমার তাঁবু খানাতল্লাসী করিয়া এক্ষণে আপনার তাঁবু দেখিতে চাহেন। ইহাদের কার্য্যে বাধা দিবেন না; বাধা দিলে নবাব সাহেবের সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইবে।"

পিতা উত্তর করিলেন, "না না; আমরা রাজভক্ত প্রজা; আমরা নবাব সাহেবের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে বাধা দিতে যাইব কেন? এই তাঁবু রহিয়াছে, উঁহারা স্বচ্ছন্দে যে প্রকারে ইচ্ছা অনুসন্ধান করুন।"

তাঁহার তাঁবু দেখা হইলে অন্যান্য তাঁবুগুলিও দেখা হইল। সমস্তগুলি দেখা হইলে লোকগুলির মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহারা অত্যন্ত নিরাশ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে।

আজিম্ খাঁ তাহার সহচরকে বলিল, "দেখ আমি বরাবর বলিতেছি, ইহারা নিরীহ ভদ্রলোক, ইহাদের উপর সন্দেহ করা অকর্ত্তব্য। এ সমস্ত ঐ বদ্মায়েস সেফি খাঁর কর্ম্ম। আমি জানি, ঐ বদ্মায়েস্ নার্সির হাকিমের লোক। আমার বিশ্বাস, 'নার্সির হাকিমই উহাকে লইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া যদি তাড়াতাড়ি 'নার্সির' পথে বাহির হইতাম, তাহা হইলে কিছু কাজ হইত। বোধ হয় মেয়েটিকে পাওয়া যাইত।"

আমি বিস্ময়পূর্ণ স্বরে কহিলাম "মেয়ে পাওয়া যাইত কি রকম? আপনারা যে বড় আশ্চর্য্য রকমের কথা বলিতেছেন। আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি করুন; ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছি। বলুন না মহাশয়! ব্যাপারটাই বা কি? এ যে বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ আপনারা যেরূপ দলবল লইয়া গম্ভীরভাবে বাহির হইয়াছেন, তাহাতে ব্যাপার যে অতীব গুরুতর তাহাও বুঝিতেছি। যাহা হউক, আমি কিন্তু হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আপনারা আমার শিবিরে কি একটি স্ত্রীলোক খুঁজিতে ছিলেন? হায় আমার অদৃষ্ট! যাহা হউক, কি প্রকারের স্ত্রীলোক বলুন দেখি? কোন ক্রীতদাসী বুঝি পলাইয়া গিয়াছে? বোধ হয়, কাহারও সহিত ভালবাসা হইয়া থাকিবে। কি হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলুন না?"

সেনানায়ক গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আপনারা অবশ্য হাসিতে পারেন তবে আমাদের হাসি খুসি মাথায় উঠিয়াছে; বড়ই কঠিন সমস্যা! আপনার দলের লোকগুলিকে অন্যস্থানে যাইতে বলুন, তাহা হইলে এখন সমস্ত কথা বলিব।"

দলের সমস্ত লোক জনতা করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল, ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা চলিয়া গেল। তখন সেনানায়ক আমাকে বলিল, "ব্যাপার বড়ই গুরুতর। কল্য রাত্রি পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের জেনানায় একটি সুন্দরী অল্পবয়স্কা জেনানা ছিল। তাহার মত নৃত্য গীতে সুনিপুণা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্য প্রত্যূষে দেখা গেল, তাহার কক্ষ শূন্য, বিছানায় ও ঘরের মেজেতে রক্ত, জিনিসপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ান রহিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ঘরে যেন অনেক ধস্তাধস্তি হইয়া গিয়াছে। এমন কি, স্ত্রীলোকটির ছিন্নকেশ ও ছিন্ন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রিকালে সহরে কোনওরূপ গোলযোগ হয় নাই। ফটকগুলি

রুদ্ধ ছিল ও তথায় রীতিমত পাহারা ছিল। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমরা ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়াছি। কি ব্যাপার, বুঝিতে পারিতেছি না ; একেবারে অমানুষিক কাণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে। নবাব ত শোকে দুঃখে একরূপ পাগল হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও হয়। জেনানা মহলে হুলুস্থূলু পড়িয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব আমাদের বলিতেছেন যে, তিন দিনের মধ্যে যদি আমরা সেই স্ত্রীলোকটিকে আনিয়া দিতে অথবা কে লইয়া গিয়াছে তাহা সন্ধান করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা সকলেই পদচ্যুত হইব।"

আমি ও আমার পিতা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন! এ বড়ই অস্বাভাবিক ব্যাপার! আপনাদের কে এরূপ অপমান করিল, তাহা আপনারা কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন।"

একজন সেনানায়ক উত্তর করিল, "সে কথা আর বলিবেন না। প্রথমতঃ আপনাদের উপর সন্দেহ হইল ; আপনারা বিদেশী, তাহার উপর আপনাদের দলে অনেক লোক ; কাজেই আপনাদের শিবিরে আসিয়া খানাতাল্লাসী করা হইল। এখানেত কিছুই পাইলাম না। আর আপনারাই বা তাহাকে কিরূপে লইয়া আসিবেন ? আপনারা বোধ হয় তাহাকে কখন দেখেন নাই ?

আমি উত্তর করিলাম, "আচ্ছা আমি যেদিন নবাব দরবারে গিয়াছিলাম, সেদিন সে তথায় ছিল ? বোধ হয় ছিল।"

সেনানায়ক উত্তর করিল, "সম্ভবতঃ ছিল। আপনারা যাহাকে দেখিয়াছিলেন সে কি খুব রূপবতী ?

আমি উত্তর করিলাম, "তাহারা দুইজন ছিল, একজন কিছু দীর্ঘাকৃতি ও সুন্দর ; আর একজন একটু খর্ব্ব, তত সুন্দর না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী। প্রথমটি অবশ্য অনিন্দ্যসুন্দরী।"

সেনানায়ক উত্তর করিল, "তাহা হইলেই হইয়াছে, সেই প্রথমা স্ত্রীলোকটিই ঠিক। আমি তাহাকে নবাব সাহেবের দরবারে দু'একবার দেখিয়াছি। যাহা হউক, আর আমাদের এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে হইবে। আপনারা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদের কোনও ভয় নাই ; আপনাদের উপর যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

আমি বলিলাম, "আপনিত সমস্তই দেখিয়া চলিলেন—আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমাদের অনেক উপকার হইবে। আমরা নবাবের দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইলাম, এ সংবাদ নবাব সাহেবকে দিবেন ; আর যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিতে পারি।"

সে উত্তর করিল "আপনাদের সংবাদ নবাব সাহেবকে জানাইব। তবে এ

সময় নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। নবাব সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত, কেবল যে স্ত্রীলোকটি চলিয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখিত, তাহা নহে, জেনানার মধ্য হইতে তাঁহার প্রহরীগণের চক্ষুতে ধূলি দিয়া এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল বলিয়া তিনি নিজেকে বিশেষরূপে অপমানিতও বোধ করিতেছেন। তবে আমরা এখন বিদায় হই।"

লোকটি চলিয়া গেলে আমি পিতাকে বলিলাম "এ স্থানে আর আমাদের অধিকক্ষণ থাকা উচিত নহে। আমাদের শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে রওনা হওয়া দরকার; আমি বলি, অদ্য অপরাহ্ণেই যাত্রা করা যাউক। আপনি কি বলেন?"

পিতা বলিল, "আমি তাহাই বিবেচনা করি। অপরাহ্ণেই যাত্রা করা যাইবে। লোকগুলিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকালে আমরা 'নির্ম্মল' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রাতঃকালে নবাবের কর্ম্মচারীগণ তদন্ত করিয়া যাওয়ার পর হইতে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। সর্ব্বদাই ভয় হইতেছিল, পাছে কোন প্রকারে কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে। মিঠাইওয়ালার দোকানে আমরা রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি ছিলাম, যদিও সে আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হয় নাই, তথাপি আমরা যে কোন স্ত্রীলোকের অন্বেষণে আসিয়াছি, এ কথা তাহার অবিদিত ছিল না। জোরার অন্তর্ধানের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সন্দেহ করা তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে নগরোপান্তে অবস্থানকালীন অথবা পথিমধ্যে কোনও বিপৎপাত হয় নাই। 'উমার খার' পরিত্যাগ করার পর তৃতীয় দিবসে আমরা নিরাপদে 'নির্ম্মল'এ উপনীত হইলাম।

আমি নগরে প্রবেশ করিলাম। অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইলাম, বদ্রীনাথ এক দোকানে বসিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত-পরিচ্ছদধারী মুসলমানের সহিত গল্প করিতেছেন। বদ্রীনাথ রাস্তার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন; কাজেই আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমি তাঁহার পরিগৃহীত নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিলেন ও অশ্ব হইতে আমাকে অবতারিত করিয়া গাঢ়ভাবে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে নিরাপদ?" কথাটা অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলাম, তাহার পরিচিত ব্যক্তির কর্ণগোচর হয় নাই।

বদ্রীনাথও মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলেন "সে সম্পূর্ণ নিরাপদ; কোনও ভয় নাই; আপনাকে দেখিবার জন্য সে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।"

আর কালবিলম্ব না করিয়া জোরার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলাম। দেখিলাম জোরা যেন আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আমার বিলম্বের জন্য মিষ্ট ও প্রীতিপূর্ণ ভাষায় আমাকে কত তিরস্কার করিল, আমার অনুপস্থিতিকালে কি ভয়ঙ্কর উদ্বেগে দিনযাপন করিয়াছে, পথে কত কষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তাহার পর আমরা মিলনানন্দে বিভোর হইলাম। কিছুক্ষণ তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়া আমি বদ্রীনাথের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইলাম।

বদ্রীনাথ আমাকে পাইয়া কহিলেন "দেখুন, ঐ যে লোকটার সহিত কথা কহিতেছিলাম, উহার সহিত অনেক প্রকার কথাই হইয়াছে। উহার কথা হইতে বুঝিলাম যে, এই স্থান হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করা ব্যতীত উহার উপায় নাই। ঐ লোকটি একজন রাজস্ব কর্ম্মচারী, অনেক টাকা তহবিল তছ্‌রূপ করিয়াছে, এখন পলায়ন ব্যতীত নিস্তার নাই। আমি উহাকে বলিয়াছি যে, আমাদের দলে অনেক লোক আছে, তাহারা শীঘ্রই এখানে আসিয়া পড়িবে এবং সে যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমাদের দলে মিশিয়া অনায়াসেই পলায়ন করিতে পারে। এই লোকটিকে যখন একবার ধরা হইয়াছে, তখন উহাকে কিছুতেই ছাড়া হইবে না। ইহা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। এখন লোকটিকে ধরিতেই হইবে। প্রথমতঃ আমার যাহা জীবনের পণ, তাহার কৃতকার্য্যতার জন্য; দ্বিতীয়তঃ লোকটার নিশ্চয়ই অনেক টাকাকড়ি আছে। কথাটা বেশ বুঝিয়াছেন?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "অতি পরিষ্কার বুঝিয়াছি; আপনার যুক্তি বড়ই প্রশংসনীয়; আমি অন্তরের সহিত আপনার প্রস্তাব সমর্থন করি। এখন কি করিতে হইবে বলুন?"

বদ্রীনাথ বলিলেন, "হাঁ, এখন উপায় নিরূপণ করা দেখিতেছি কিছু কঠিন। লোকটা কোথায় থাকে তাহা জানি না, তবে আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে, শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আসিবে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করা যাউক। বরং সে আসিতে আসিতে আমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লই।"

আমি পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম উৎকৃষ্ট আহারাদি প্রস্তুত। আমি ও জোরা উভয়ে উত্তম খিঁচুরি ও মাংসের কোর্ম্মা পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলাম। আহার করিতে করিতেই কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, বদ্রীনাথের সেই

পরিচিত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আহারান্তে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম।

বদ্রীনাথ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার ভাই, যাহার কথা আপনাকে বলিতেছিলাম। ইনি এইমাত্র আসিয়া পঁহুছিলেন, এইবার আমরা একত্রে যাত্রা করিব। তাঁহার দলের অন্যান্য লোকজনও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা সহরের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। ইনি আর সেখানে না থাকিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন, এখানে কোন বিষয়েরই কোনরূপ অসুবিধা নাই।"

বদ্রীনাথ আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে যথারীতি অভিবাদন করিলাম। অতঃপর মূল প্রসঙ্গ যাহাতে চাপা পড়িয়া না যায়, তজ্জন্য আমি বদ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে আমরা কখন রওনা হইব ?"

আমি আরও বলিলাম, "আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। দৈব-দুর্বিপাকে 'নার্সি'তে যদি বিলম্ব না ঘটিত, তাহা হইলে এতক্ষণ আমরা বহুদূর চলিয়া যাইতাম।"

লোকটি একবার বিস্মিতনেত্রে আমার প্রতি চাহিল, তদনন্তর বদ্রীনাথকে কহিল, "আপনি কি আমাকে কৌতুক করিয়া কহিলেন, যে ইনি আপনার ভাই। আপনিত ইহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, তাহার পর আপনাদের মুখাকৃতিরও কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "আমরা সহোদর ভাই নহি। খুড়্তুত জেঠতুত ভাই।"

লোকটি বলিল, "আচ্ছা, তাহা হইলে ইনি আপনার কনিষ্ঠ হইয়াও জমাদার হইলেন কেন ?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "ও সে অনেক কথা ; আপনার হয়ত শুনিতে ভাল লাগিবে না। কথা এই যে, ইনি জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র। আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের প্রথমপক্ষীয় স্ত্রী গতাসু হইলে আমার পিতার বিবাহের অনেকদিন পরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সমস্ত পরিবারের ও আমার নিজের সম্মতি ক্রমে এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, ইনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠ শাখার বংশধর বলিয়া পরিবারের শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর আমি উহার মন্ত্রীত্ব করিব।"

আমার এইরূপ শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিয়া আমি যেন কিছু লজ্জিত এইরূপভাব দেখাইলাম ও বলিলাম যে, "আমি কেবল নামমাত্র শ্রেষ্ঠ, আমার এই দাদাই যথাসর্ব্বস্ব।"

লোকটি বলিল, "তোমাদের দেশের আশ্চর্য্য প্রথা। দেশ ভেদে আচার ভেদ, ইহাত হইয়াই থাকে। যাহা হউক, আমি আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিব। এই বলিয়া সে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। "যাহা হউক জমাদার সাহেব।

আমি আপনার দাদার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সমস্ত শুনিয়াছেন ?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আপনি দাদাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। এখনত আমরা উভয়েই রহিয়াছি। আমাদের একজনকে বলা ও উভয়কে বলা একই কথা। আপনার আর যদি কিছু বলিবার থাকে বলিয়া ফেলুন।"

লোকটি বলিল "অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া আর প্রয়োজন নাই ; এ পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক কারণবশতঃ এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হায়দরাবাদে যাইতে হইবে। হায়দরাবাদ না যাওয়া পর্য্যন্ত শত্রুহস্তে আমার নিষ্কৃতি নাই। আমার প্রস্তাব যে আমি আপনাদের দলের সহিত যাত্রা করি। সর্ত্ত এই যে, আপনারা আমাকে নিরাপদে ও গোপনে তথায় লইয়া যাইবেন।"

আমি উত্তর করিলাম "আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত আছি। তবে কি জানেন, পথে যদি আপনার কিছু বিপদ ঘটে, আমাদিগকে সে বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কার্য্যটি যে নিতান্ত সহজ তাহা নহে। সুতরাং এজন্য কিছু পারিশ্রমিক প্রয়োজন।"

লোকটি উত্তর করিল, "সে অতি যুক্তিসঙ্গত কথা। তবে এ সব ব্যাপারের দর দস্তুর আমি কিছুই জানি না। আপনারাই বলুন কত চাহেন ?"

আমি বলিলাম "আপনি অতি মহানুভব ব্যক্তি ; আপনি আমাদের সহিত ব্যবহারে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। দেখুন কার্য্যটি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে আমরা যদি দেড়শত টাকা দাবী করি, অন্যায্য হইবে না।"

লোকটি বলিল, "বেশ তাহাই লইবেন, আপাততঃ আমি অৰ্দ্ধেক দিতেছি, আর সেখানে পঁহুছানর পর অৰ্দ্ধেক দিব।"

আমি বলিলাম, "বেশ তাহাই হইবে। এখন আপনি কি ভাবে পর্য্যটন করিতে মনস্থ করিয়াছেন ? আমি আপনাকে যে ব্যবস্থা করিতে বলি, তাহা অবলম্বন করিলে ধরা পড়িবার কোনই আশঙ্কা নাই।"

সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি প্রকার বলুন দেখি ?"

আমি বলিলাম "আপনি একখানি গাড়ী, হয় ভাড়া করিয়া নয় ক্রয় করিয়া, আহ্নন। সমস্ত পথ না হউক অন্ততঃ পক্ষে কিছু দূর পর্য্যন্ত গাড়ীতে চড়িয়া যাইবেন। আমাদের সঙ্গে জেনানা আছে। আপনার গাড়ী বেশ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া লইয়া গেলে কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবে না।"

লোকটি বলিল "হাঁ, ইহা বেশ উত্তম যুক্তি ; আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা উদয় হয় নাই যে কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার নিজের ত গাড়ী

নাই। একখানা গাড়ী যোগাড় করিতে হইবে, অথচ কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবে না, এ কি প্রকারে হয় তাহাই ভাবিতেছি।"

বদ্রীনাথ বলিল, "এজন্য আপনি কেন অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছেন? আমাকে টাকা দিউন, একশত টাকার কমে অবশ্য হইবে না। আমি আপনার জন্য গাড়ী খরিদ করিতেছি। একশত টাকা দিউন, যাহা উদ্বৃত্ত থাকে পাইবেন।"

লোকটি বলিল "বেশ, তাহাত সমস্ত হইল; এখন আমার উট আছে, ঘোড়া আছে, চাকর আছে। তাহাদের সব কি ব্যবস্থা হইবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা সর্ব্বসমেত কয়টি?" লোকটি উত্তর করিল "ভাবিয়া দেখিতেছি, অন্ততঃ পক্ষে দুটি উট, দুটি ঘোড়া আর তিন চারিটি চাকর আমার সঙ্গে যাইবে।"

আমি বলিলাম "তবে এক কার্য্য করুন, ইহাদের সকলকে অদ্য রাত্রিতে আমাদের শিবিরে পাঠাইয়া দিউন। কেহই তাহাদের দেখিতে পাইবে না। আর যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতেই তাহাদের স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

লোকটি বলিল "আপনারা দেখিতেছি বড় প্রত্যুৎপন্নমতি লোক। আমি যাহার জন্য মহা উদ্বেগে কত দিনরাত্রি চিন্তা করিয়া কিছুই করিতে পারি নাই, আপনারা দেখিতেছি, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। এখন আর সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না; আমি টাকা লইয়া আসি,আর লোকগুলিকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া আসি।"

এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। তখন বদ্রীনাথ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বেশ, বেশ, আপনি উহাকে বেশ মুগ্ধ করিয়াছেন। আর কি, এইবার শিকার হস্তগত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "আমারও তাহাই বিশ্বাস। লোকটা রাজস্ব আদায় কার্য্যে খুব সুনিপুণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিকট কি আর উড়িয়া যাইতে পারে? দেখুন, আপনি উহাকে যেরূপ ধনশালী ভাবিয়াছিলেন, ও ব্যক্তি তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ধনশালী। ও যখন উট, ঘোড়া ও চাকর সঙ্গে করিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই উহার নিকট অনেক সম্পত্তি থাকিবে। কার্য্যটি বেশ লাভজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়।"

অনন্তর বদ্রীনাথকে বলিলাম, "আমি যদি ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি, তাহা হইলে আপনি উহার সহিত প্রয়োজনমত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শেষ করিয়া ফেলিবেন। আমি এখন পিতার শিবিরে চলিলাম।" এই বলিয়া আমি পিতার নিকট চলিয়া গেলাম।

পিতা আমাকে এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল

ও কহিল, "আমি মনেও করি নাই যে তুমি এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।"

আমি উত্তর করিলাম, "পিতঃ! আপনি কি মনে করিতেছেন যে, সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট আমার বিলম্ব হইবে? এমন কথা মনেও করিবেন না; ইহা আমার চরিত্রের পক্ষে গ্লানিকর বলিয়া মনে করি। এখন কি জোরার নিকট আমার বসিয়া থাকিবার সময় আছে? আমার হাতে এখন অনেক কাজ।"

পিতা বলিলেন, "এখন আর কি কাজ উপস্থিত আছে বল দেখি।"

আমি বলিলাম, "বদ্রীনাথ ও আমি সহরে একটি ভাল শিকার ধরিয়াছি। পূর্ব্বের শিকার অপেক্ষা ইহা কিছুতেই কম লাভজনক হইবে না তাহার সঙ্গে দুটি ঘোড়া, দুটি উট এবং কয়েকজন ভৃত্য যাইবে, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন যে তাহার নিকট ধনসম্পত্তি নিশ্চয়ই কিছু থাকিবে। তাহার ভৃত্যগণ উট ও ঘোড়া লইয়া আপনার নিকট আসিবে। আপনি রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে হায়দরাবাদের পথে রওনা করাইয়া দিবেন।"

পিতা কহিল, "আমি তোমার ব্যবস্থামত সমস্তই করিব। কিন্তু আমির আলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছ, কোন বিপদের সম্ভাবনা ত নাই?

আমি উত্তর করিলাম, "আমি যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে বিপদের কোনই সম্ভাবনা নাই। আমরা কতদূর কি করিয়াছি শুনুন, তাহার পর বিবেচনা করুন, কি ভাবে কি করিতে হইবে। অবশ্য আপনি যদি সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে আমরা আর অগ্রসর হইতে চাহিনা।"

পিতার সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থা শেষ করিয়া আমি সহরে ফিরিলাম; গিয়া দেখিলাম, বদ্রীনাথ তথায় নাই। আমাকে অনেকক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল; সন্ধ্যার প্রাক্কালে বদ্রীনাথ আসিল। যাহা হউক, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই। আমি প্রিয়তমা জোরার সহিত গল্প করিতেছিলাম, সময় বড়ই সুখে কাটিতেছিল। প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে বদ্রীনাথ একখানি গাড়ী ও দুইটি বলদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। বদ্রীনাথ একদল নর্ত্তকীর নিকট এই গাড়ীখানি ক্রয় করিয়াছিল; গাড়ীখানি সুন্দররূপে আবৃত। এ প্রকার গাড়ী স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

গাড়ীখানি বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে বদ্রীনাথ চালককে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

বদ্রীনাথ বলিল, "গাড়ী ও বলদ খুব সস্তা দরেই পাওয়া গিয়াছে; সমুদয়ের দাম পঁচানব্বই টাকা। এখন এই গাড়ীতে যিনি যাইবেন, তাঁহাকে পাইলেই হয়।"

আমি বলিলাম, "সে কোথায়? তাহাকে ঠিক পাওয়া যাইবে ত?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়; সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। সে একবার সহরের হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। সে তাহার উট, ঘোড়া ও লোকজন সমস্ত আমাদের তাঁবুতে পাঠাইয়া দিয়াছে। একটু রাত্রি হইলেই সে আমাদের নিকট আসিবে।"

আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই আমরা খুব ভাগ্যবান; আমরা যে কার্য্যে হাত দিতেছি তাহাই নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার হইতেছে।"

আমাদের সমস্ত উদ্‌যোগ সমাপ্ত হইলে, আমাদের বন্ধু আসিয়া উপনীত হইল। সে আসিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের বন্দোবস্তের আর কিছু বাকি নাই?"

আমি বলিলাম, "না, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত; আমি সহরের ফটকে গিয়াছিলাম, তথায় প্রহরীকে বলিয়া আসিলাম যে আমাদিগকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এই সহর ছাড়িয়া অনেক দূরদেশে যাইতে হইবে; আমাদের সঙ্গে দুখানি গাড়ী আর আমরা কয়েকটি লোক। রাত্রিতে ফটক পার হইবার জন্য প্রহরীর অনুমতি লইয়া আসিয়াছি।"

সে বলিল, "বেশ, বেশ; তবে আপনাদের এই টাকা লউন।" এই বলিয়া সে পঁচাত্তর টাকা গণিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল।

আমি বলিলাম, "আর আমাদের আপনার নিকট কিছুই প্রয়োজন নাই; কেবল আপনার নাম জানা দরকার। আপনি এতক্ষণ ত আপনার নাম বলেন নাই।"

সে উত্তর করিল, "আপাততঃ আমাকে কামাল খাঁ বলিয়াই ডাকিবেন; আমার যাহা প্রকৃত নাম, তাহা হায়দরাবাদে পঁহুছিয়া জানিতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ীই কার্য্য করা যাইবে। আপনি যেভাবে এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে নামপ্রকাশ না করাই সঙ্গত। এখন কামাল খাঁ এই নামেই ক্লেশ চলিবে। তা দেখুন খাঁ সাহেব, এখন আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লওয়া যাউক। তাহা হইলে পথে আর বেশী কষ্ট হইবে না।"

সে উত্তর করিল, "আমার ঘুমের জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি যেখানে সেখানে ঘুমাইতে পারি। গত কয়েকদিন উদ্বেগে আমার মোটেই নিদ্রা হয় নাই; আজ সহর হইতে চলিয়া যাইতেছি, মনটা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন শুইলেই ঘুম হইবে।"

এই বলিয়া সে মেজেতে কার্পেট বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, বদ্রীনাথও তাহার অনুসরণ করিল। অল্পক্ষণ পরে নাসিকাগর্জ্জন শ্রবণে বুঝিতে পারিলাম, তাহারা উভয়েই গভীর নিদ্রামগ্ন। আমিও ঘুমাইতে গেলাম।

আমাদের ভৃত্যগণ যথাসময়ে আমাদের জাগাইয়া দিল। শীঘ্র শীঘ্র আমাদের অশ্ব,শকট প্রভৃতি সজ্জিত হইল। জোয়া ও তাহার দাঙ্গ তাহাদের গাড়ীতে উঠিল, কামাল খাঁ তাহার গাড়ীতে উঠিল। আমি আমাদের দলের নেতা হইয়া সহরের ফটক পার হইয়া আমাদের শিবিরে গিয়া উপনীত হইলাম। জোয়ার গাড়ী আর সেখানে না লাগাইয়া সঙ্গে লোক দিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম। জোয়ার গাড়ীর সহিত যে সমস্ত লোক পাঠান হইল তাহাদের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলাম যে "আমাদের অনেকগুলি চর রাস্তায় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কে কোথায় আছে ও কি করিতেছে, তাহা জানা আমাদের প্রয়োজন। প্রথম চরের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলেই তুমি আমাদিগকে সংবাদ দিবার জন্য ফিরিয়া আসিও" তদনন্তর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কবর খনন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম।

পিতা উত্তর করিল, "সমস্তই ঠিক করা হইয়াছে। একটা কথা, কামাল খাঁর সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কিছু আছে কি না, জান?

আমি উত্তর করিলাম, "তাহার নিকট একখানি মাত্র তরবারি আছে। তাহাতে আর ভয় কি? আমি ও বদ্রীনাথ সমস্তই ঠিক করিয়া লইব।

পিতা বলিল, "বেশ, অতি উত্তম পরামর্শ। তোমরা তাহা হইলে আমাদের অনেক পশ্চাতে থাকিও। চাকরগুলিকে মারিবার সময় যদি কোনরূপ গোলযোগ হয়, তাহা হইলে উহা যেন কামাল খাঁ শুনিতে না পায়। যে সমস্ত চর পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আমি তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিব। তাহার পর তোমাদের যাহা সুবিধা বোধ হয়, করিও। উহাদের যদি আমাদের নিকট লইয়া আসিতে চাও, তাহাই করিও, আর সেইখানেই যদি মারিয়া ফেলিতে চাও, মারিয়া ফেলিও।"

আমি বলিলাম "সে কথা সেই সময়ে বিবেচনা করা যাইবে।"

পিতার সহিত যাহারা যাইবে, তাহারা সকলে রওনা হইল। কামাল খাঁর ভৃত্য ও অনুচরগণ উট ও ঘোড়া লইয়া তাহাদের সহিত চলিল। তাহাদের দেখিয়া উল্লাসে আমার হৃদয় নাচিতে লাগিল।

হঠাৎ বদ্রীনাথের কণ্ঠস্বর শ্রবণে আমার চমক ভাঙ্গিল। বদ্রীনাথ আমাকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করিবেন না; শীঘ্র আসুন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" আমি অশ্ব চালনা করিয়া বদ্রীনাথের সহিত মিলিত হইলাম; কামাল খাঁ গাড়ীর পরদা তুলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের লোকজন সব একত্র হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের লোকজন সব আগে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আমি, আমার ভাই বদ্রীনাথ আর দু'একজন অনুচর আপনার সহিত আছি।"

আমি বলিলাম, "সে কোথায় ? তাহাকে ঠিক পাওয়া যাইবে ত ?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় ; সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। সে একবার সহরের হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। সে তাহার উট, ঘোড়া ও লোকজন সমস্ত আমাদের তাঁবুতে পাঠাইয়া দিয়াছে। একটু রাত্রি হইলেই সে আমাদের নিকট আসিবে।"

আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই আমরা খুব ভাগ্যবান ; আমরা যে কার্য্যে হাত দিতেছি তাহাই নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার হইতেছে।"

আমাদের সমস্ত উদ্‌যোগ সমাপ্ত হইলে, আমাদের বন্ধু আসিয়া উপনীত হইল।

সে আসিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের বন্দোবস্তের আর কিছু বাকি নাই ?"

আমি বলিলাম, "না, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত ; আমি সহরের ফটকে গিয়াছিলাম, তথায় প্রহরীকে বলিয়া আসিলাম যে আমাদিগকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এই সহর ছাড়িয়া অনেক দূরদেশে যাইতে হইবে ; আমাদের সঙ্গে দুখানি গাড়ী আর আমরা কয়েকটি লোক। রাত্রিতে ফটক পার হইবার জন্য প্রহরীর অনুমতি লইয়া আসিয়াছি।"

সে বলিল, "বেশ, বেশ ; তবে আপনাদের এই টাকা লউন।" এই বলিয়া সে পঁচাত্তর টাকা গণিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল।

আমি বলিলাম, "আর আমাদের আপনার নিকট কিছুই প্রয়োজন নাই ; কেবল আপনার নাম জানা দরকার। আপনি এতক্ষণ ত আপনার নাম বলেন নাই।"

সে উত্তর করিল, "আপাততঃ আমাকে কামাল খাঁ বলিয়াই ডাকিবেন ; আমার যাহা প্রকৃত নাম, তাহা হায়দরাবাদে পঁহুছিয়া জানিতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ীই কার্য্য করা যাইবে। আপনি যেভাবে এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে নামপ্রকাশ না করাই সঙ্গত। এখন কামাল খাঁ এই নামেই বেশ চলিবে। তা দেখুন খাঁ সাহেব, এখন আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লওয়া যাউক। তাহা হইলে পথে আর বেশী কষ্ট হইবে না।"

সে উত্তর করিল, "আমার ঘুমের জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি যেখানে সেখানে ঘুমাইতে পারি। গত কয়েকদিন উদ্বেগে আমার মোটেই নিদ্রা হয় নাই ; আজ সহর হইতে চলিয়া যাইতেছি, মনটা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন শুইলেই ঘুম হইবে।"

এই বলিয়া সে মেজেতে কার্পেট বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, বদ্রীনাথও তাহার অনুসরণ করিল। অল্পক্ষণ পরে নাসিকাগর্জ্জন শ্রবণে বুঝিতে পারিলাম, তাহারা উভয়েই গভীর নিদ্রামগ্ন। আমিও ঘুমাইতে গেলাম।

আমাদের ভৃত্যগণ যথাসময়ে আমাদের জাগাইয়া দিল। শীঘ্র শীঘ্র আমাদের অশ্ব,শকট প্রভৃতি সজ্জিত হইল। জোরা ও তাহার দাঙ্গি তাহাদের গাড়ীতে উঠিল, কামাল খাঁ তাহার গাড়ীতে উঠিল। আমি আমাদের দলের নেতা হইয়া সহরের ফটক পার হইয়া আমাদের শিবিরে গিয়া উপনীত হইলাম। জোরার গাড়ী আর সেখানে না লাগাইয়া সঙ্গে লোক দিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম। জোরার গাড়ীর সহিত যে সমস্ত লোক পাঠান হইল তাহাদের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলাম যে "আমাদের অনেকগুলি চর রাস্তায় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কে কোথায় আছে ও কি করিতেছে, তাহা জানা আমাদের প্রয়োজন। প্রথম চরের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলেই তুমি আমাদিগকে সংবাদ দিবার জন্য ফিরিয়া আসিও" তদনন্তর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কবর খনন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম।

পিতা উত্তর করিল, "সমস্তই ঠিক করা হইয়াছে। একটা কথা, কামাল খাঁর সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কিছু আছে কি না, জান ?

আমি উত্তর করিলাম, "তাহার নিকট একখানি মাত্র তরবারি আছে। তাহাতে আর ভয় কি ? আমি ও বদ্রীনাথ সমস্তই ঠিক করিয়া লইব।

পিতা বলিল, "বেশ, অতি উত্তম পরামর্শ। তোমরা তাহা হইলে আমাদের অনেক পশ্চাতে থাকিও। চাকরগুলিকে মারিবার সময় যদি কোনরূপ গোলযোগ হয়, তাহা হইলে উহা যেন কামাল খাঁ শুনিতে না পায়। যে সমস্ত চর পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আমি তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিব। তাহার পর তোমাদের যাহা সুবিধা বোধ হয়, করিও। উহাদের যদি আমাদের নিকট লইয়া আসিতে চাও, তাহাই করিও, আর সেইখানেই যদি মারিয়া ফেলিতে চাও, মারিয়া ফেলিও।"

আমি বলিলাম "সে কথা সেই সময়ে বিবেচনা করা যাইবে।"

পিতার সহিত যাহারা যাইবে, তাহারা সকলে রওনা হইল। কামাল খাঁর ভৃত্য ও অনুচরগণ উট ও ঘোড়া লইয়া তাহাদের সহিত চলিল। তাহাদের দেখিয়া উল্লাসে আমার হৃদয় নাচিতে লাগিল।

হঠাৎ বদ্রীনাথের কণ্ঠস্বর শ্রবণে আমার চমক ভাঙ্গিল। বদ্রীনাথ আমাকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করিবেন না ; শীঘ্র আসুন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" আমি অশ্ব চালনা করিয়া বদ্রীনাথের সহিত মিলিত হইলাম ; কামাল খাঁ গাড়ীর পরদা তুলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের লোকজন সব একত্র হইয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের লোকজন সব আগে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আমি, আমার ভাই বদ্রীনাথ আর দু'একজন অনুচর আপনার সহিত আছি।"

সে বলিল, "বেশ ভাল করিয়াছেন, আমি তাহা হইলে একটু ঘুমাইবার ব্যবস্থা করি। ওঃ, এইভাবে গাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা কি কষ্ট! আঃ, আমি যদি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে কোনই কষ্ট হইত না।"

বদ্রীনাথ বলিল, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। শীঘ্রই আপনি গাড়ীর বাহিরে আসিতে পারিবেন।"

কামাল খাঁ উত্তর করিল, "তবে আমাকে সময়ে সময়ে ডাকিবেন, গাড়ীর মধ্যে আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে।" এই বলিয়া সে তাহার গাড়ীর পরদা ফেলিয়া দিল।"

আমি ও বদ্রীনাথ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অশ্বারোহণে চলিলাম। ক্রমশঃ আমরা এক উন্নত স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, উন্নত স্থানটি একটি নদীর তীর। আমার মনে হইল যেন দূরে চন্দ্রকিরণে নদীর জল চক্ চক্ করিতেছে। স্থানটি নিবিড় অরণ্যানী সমাবৃত। আমি বদ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেশ উত্তম স্থান!" আমরা তখন কামাল খাঁর শকট কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি; তাই ভাবিলাম, "যতক্ষণ পশ্চাৎ হইতে গাড়ী না পৌঁছায়, ততক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করা যাউক; এইটিই উপযুক্ত স্থান।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "হাঁ, তাহাই উচিত। গাড়ী আসিতে আর বিলম্ব নাই।"

পুর্ব্ব হইতে যে লোককে পথে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেও ঠিক এই সময়ে ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খবর? সমস্ত ঠিক?"

সে উত্তর করিল, "এতক্ষণ সমস্তই ঠিক হইয়াছে। আমি প্রথম চরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনাদের সংবাদ দিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। তাহারা একটি অতি সুন্দর স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, দলের লোকেরা এতক্ষণ নিজেদের কার্য্য সমাধা করিয়া আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ ভাল কথা; এখন তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি স্বস্থানে চলিয়া যাও।" লোকটি কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবে না; তথায় থাকিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে আমাদের সহিত থাকিতে দিলাম।

ইতোমধ্যে কামাল খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। কামাল খাঁর গাড়ীর গাড়োয়ান আমাদেরই দলের লোক। বদ্রীনাথ তাহাকে ইঙ্গিত করিল, সেও সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িল। আমাদের সঙ্গে অন্য যে সমস্ত লোক ছিল, তাহাদের ঘোড়ার সঙ্গে থাকিতে বলিয়া আমরা কামাল খাঁর গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তখন আমরা সেই উচ্চ নদীতীর অত্যন্ত বন্ধুর পথ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ নদী-বক্ষে অবতরণ

করিতেছিলাম। এই অবরোহণ-পথের ঠিক মধ্যস্থলটি নিরতিশয় দুর্গম। আমি স্থানটি দেখিলাম, শকট চালকও উহা লক্ষ্য করিল। হঠাৎ গাড়ীখানি সেই স্থানে উল্টাইয়া গেল, কামাল খাঁ নীচে পড়িয়া ভয়ঙ্কর ভাবে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

"কি হইল ? কি হইল ?" বলিতে বলিতে আমরা উভয়ে ক্ষিপ্রগতিতে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম ও টানাটানি করিয়া গাড়ীখানি তুলিলাম, এবং খাঁ সাহেবকে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিলাম। ভয়ের জন্যই হউক, আর আঘাতের জন্যই হউক, কিছুক্ষণ আর কামাল খাঁর মুখে কথা নাই। পরিশেষে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে শকট-চালককে অত্যন্ত কদর্য্য ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে সে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন দেখি মহাশয়! এমন পরিষ্কার পথ, একটি পাথরও নাই, অথচ এই ব্যাটা গুলিখোর নেশায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে গাড়ী কাৎ করিয়া ফেলিল।"

আমি বলিলাম, "এই অসাবধানতার জন্য উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইতেছে ; যাহা হউক, আপনার খুব বেশী আঘাত লাগে নাই ত ?"

সে তাহার দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া কাতরস্বরে কহিল, "এই হস্তে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিয়াছে। আমার আর গাড়ীতে যাইতে মোটে সাহস হইতেছে না। আমি এখন যদি একটি ঘোড়া পাইতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিলেন, "এখন ত আর ঘোড়া পাইবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। ভগবানের ইচ্ছায় আপনার কোন হাড় ভাঙ্গিয়া যায় নাই, ইহাই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, আর আপনাকে ভাবিতে হইবে না। এখন হইতে আমরা গাড়ীর নিকটে নিকটে যাইব, তাহা হইলেই আর শকট চালক অমনযোগী হইতে পারিবে না।"

ইতোমধ্যে গাড়ীখানি রাস্তার উপর যথাযথ স্থাপিত হইল, কামাল খাঁর বিছানা ও বালিশ সজ্জিত হইল। কামাল খাঁ আমাদের নিকট বিদায় লইয়া যেমন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, চাকার উপর একটিমাত্র পা দিয়াছে, আমি অমনি তাহার গলায় রুমাল জড়াইয়া দিলাম। "একি! একি ?" এই দুইটিমাত্র কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। তাহার পর মুহূর্ত্তব্যাপী ঘর্ ঘর্ শব্দ। এক টানেই তাহার জীবলীলা শেষ হইয়া গেল, সে ভূমিতলে পতিত হইল।

বদ্রীনাথ বলিলেন, সুন্দর ভাবে কার্য্য সমাধা হইয়াছে! আমি স্বয়ং এতদপেক্ষা দক্ষতরভাবে রুমাল কষিতে পারিতাম না। উঃ, একটানেই একেবারে শেষ! দেখিতেছেন, আর নড়ন চড়ন নাই! দেখিলেন মীরসাহেব, আমরা যে বলি, মাটির উপরে মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে যদি তাহার গলায় রুমাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে মাটিতে তাহার পা ঠেকিবার অগ্রেই সে মরিয়া যাইবে, এ কথাটা সত্য কি না ?"

আমি অনুচরগণকে ডাকিয়া বলিলাম, "এখন ইহার দেহ গাড়ীতে উত্তোলন কর। আর সময় নাই।" কামাল খাঁর দেহ গাড়ীতে তুলিয়া আমরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলাম। আমি বদ্রীনাথকে ডাকিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এই গাড়ীর আলোড়নে লোকটা যদি বাঁচিয়া উঠে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "বাঁচিয়াই যদি উঠে, তাহাতেই বা ভয় কি? তাহা হইলে আর একবার তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু তাহাকে আর বাঁচিয়া উঠিতে হইবে না; সে একেবারে মরিয়া গিয়াছে। আপনার হাতের রুমালের টানে কেহ কখনও বাঁচিতে পারে না। উহার ঘাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনার বৃদ্ধ গুরু আপনাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়াছে, দেখিতেছি!"

আমি উত্তর করিলাম, "আমি যতই মানুষ মারিতেছি, ততই যেন আমার হাতের বল বাড়িতেছে। এখনও যদি আমি দু তিনটি মানুষ পাই, তাহা হইলে নির্ভয়ে তাহাদের বিনাশ করিতে পারি। আমি আমার হাতে এত শক্তি অনুভব করিতেছি।"

বদ্রীনাথ হাস্য করিতে করিতে বলিল "আমরা যাহা করিয়াছি, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। এই দেখ, আমরা বোধ হয়, ভিলের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। এইখানেই দলের সমস্ত লোক অপেক্ষা করিতেছে।"

আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা তাহাকে আনিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহাকে শেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে!"

পিতা ব্যগ্রভাবে বদ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল "কে উহাকে মারিল? আমির আলি কি মারিয়াছে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল "হাঁ উনি একাকীই সমস্ত করিয়াছেন, আমাকে হস্তক্ষেপ পর্য্যন্ত করিতে হয় নাই।"

পিতা উল্লাস সহকারে বলিল, "আমার উপযুক্ত পুত্র! যাহা হউক, তোমরা আর এখানে বিলম্ব করিও না; তোমরা তাড়াতাড়ি নদীতীরে চলিয়া যাও, আমরা সেখানে গিয়া তোমাদের সঙ্গ লইব।"

আমি দেখিলাম, আমার আর কিছুই করিবার নাই। সুতরাং নদীর দিকেই অগ্রসর হইলাম। এইবার স্বল্পতোয়া গোদাবরী নদী। সকলে নদী পার হইলে আমি জোরার গাড়ীর সঙ্গ ধরিবার জন্য জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, আমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিবন্ধন জোরা কি মনে করিতেছে, আমিই বা তাহাকে কি জবাব দিব? যাহা হউক, সাক্ষাৎ হইলে যাহা হয় বলা যাইবে; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চলিলাম। পথে আমাদেরই দলের দশ বার জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু জোরার গাড়ী আর দেখিতে পাই না। আমি

গাড়োয়ানকে আস্তে আস্তে গাড়ী হাঁকাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং এখনও গাড়ী দেখিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। ঘোড়া সবেগে ছুটাইয়া দিলাম।

সবেগে অশ্বচালনা করিয়া ভালই করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে অদূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ মনে হইল, তবে কি জোরার গাড়ী কোনও দস্যুদলের হস্তে পতিত হইয়াছে? এরূপ হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। পথ যেরূপ সঙ্কীর্ণ ও ঘন জঙ্গলাবৃত, তাহাতে এরূপ স্থানে দস্যুতস্করের আক্রমণ মোটেই অসম্ভব নহে। গাড়ীর সঙ্গে অধিক লোক নাই। আমার দুর্ভাবনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আমি অসি নিষ্কোষিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম। গোলমাল ও চীৎকার ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়ীতে লাগিল। খুব জোরে ঘোড়া চালাইয়া আমি কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তখন চন্দ্রদেব খুব উজ্জ্বলভাবে কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন— আমি চন্দ্রালোকে সমস্ত দৃশ্য বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম।

আমি গাড়ীর সহিত যে পাঁচ ছয় জন লোককে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা গাড়ীর চারিদিকে দাঁড়াইয়া বিশেষ বীরত্ব সহকারে গাড়ী রক্ষা করিতেছে, দুইজন দস্যু আহত হইয়া ভূমিশায়িত হইয়াছে— অবশিষ্ট দস্যুরা আমাদের দলের লোকগুলিকে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র চালনা করিতেছে, কিন্তু আমাদের দলের লোকেদের নিপুণতা নিবন্ধন তাহা পারিতেছে না। আমি যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম আমাদের দলের একজন লোক আহত হইয়া পতিত হইল, অবশিষ্ট লোকগুলিও অত্যন্ত ভয় পাইল। সকলেই এত ব্যস্ত যে আমার উপস্থিতি কোন পক্ষের লোকই বুঝিতে পারে নাই। খুব জোরে "বিস্‌মিল্লা" এই শব্দ করিয়া আমি যখন উপস্থিত হইলাম ও এক আঘাতে একজন দস্যুর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলাম। তখন উভয় পক্ষের লোকই সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। আমাদের দলের বিশ্বাসী লোকগুলি আমাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া অভিনব উদ্যমে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল।

আর অধিকক্ষণ সংঘর্ষ হয় নাই। আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমার পিস্তল বাহির করিলাম। একজন দস্যু তরবারি তুলিয়া আমাকে আঘাত করিতে আসিতেছিল, আমি এক গুলিতে তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম। এই লোকটি নিহত হইবামাত্র অন্যান্য দস্যুরা চকিতভাবে পলায়ন করিল। আমরা কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিলাম ও একজন যুবককে বন্দী করিলাম। অন্যান্য দস্যুরা দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্যে পলায়ন করিল।

দ্বা দ শ   প রি চ্ছে দ

দস্যুগণের অনুসরণ হইতে নিরস্ত হইয়া জোরার গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। জোরাকে সান্তনা করাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা একেবারে অবর্ণনীয়। জোরা ও তাহার বৃদ্ধা দাসী ভয়ে চীৎকার করিতেছিল, দস্যুগণ ও আমাদের দলের লোকগুলি প্রাণপণে ভীম ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছিল। আমি যখন জোরার নিকট গমন করিলাম, তখনও জোরা ভয়ে কাঁপিতেছে। যাহা হউক, আমাদের দলের লোকগুলির বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতার প্রভাবে দুষ্ট দস্যুগণ তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে নাই। আমি গিয়াই জোরাকে বলিলাম যে, আর আমি কদাচ তাহার নিকট হইতে কোথাও যাইব না, তবে সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কথা ছিল না, তদনন্তর সে দস্যুগণের আক্রমণের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিল। সে বলিল, "আমরা নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছি, এমন সময় হঠাৎ পথিপার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্য হইতে ঢিল পড়িতে লাগিল। পরিশেষে সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিল যে, আমাদের দলের লোকগুলি বুঝি নিরস্ত্র, এই ভাবিয়া অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিল।

দস্যুদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহার চলিবার শক্তি ছিল না। ইতোমধ্যে আমার পিতার সঙ্গের লোকগুলি আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। আহত দস্যুকে অন্যান্য মৃতদেহের সহিত গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। দস্যুদলের যে বালকটি ধরা পড়িয়াছিল, তাহার হাত দু খানি পিছমোড়া করিয়া বাঁধিলাম, কোমরে আর একগাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে আমার ঘোড়ার জিনের সহিত বাঁধিয়া লইলাম। আহত ব্যক্তিগণকে দেখিবার জন্য কুড়িজন লোককে নিযুক্ত করিয়া আমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলাম।

সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই আমরা এক বৃহৎ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামবাসিগণ তখন শয্যাত্যাগ করিয়াছে, হর্ষোৎফুল্ল রাখালবালকগণ পশুপাল লইয়া গ্রামের বহিঃস্থিত চারণভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আমরা এক বৃহৎ তেঁতুল গাছের ছায়ায় আমাদের লোকগুলিকে তাঁবু খাটাইতে বলিলাম। তদনন্তর আমি, বদ্রীনাথ ও আমার পিতা এই তিন জনে গ্রামের ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে বলিলাম যে, আমরা গ্রামের 'পেটেল'এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পর সংবাদ পাইলাম যে, 'পেটেল' সাহেব আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা একজন ভৃত্যের সহিত 'পেটেল' এর গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম

'পেটেল' একটি বারান্দায় বসিয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, 'পেটেল' এইখানে বসিয়াই কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। পেটেল একজন হিন্দু, জাতিতে ক্ষত্রিয়, তাহার কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী অত্যন্ত নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ। পিতাই এক্ষেত্রে আমাদের মুখপাত্র হইলেন। তিনি সওদাগর বলিয়া নিজের ও প্রহরীগণের নেতা বলিয়া আমাদের দুইজনের পরিচয় দিলেন। প্রথমেই 'উমার খার' এর কথা বলিলেন, তাহার পর পথিমধ্যে দস্যুগণ গত রজনীতে কি ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। 'পেটেল' এই দস্যু-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না।

সে উত্তর করিল "অসম্ভব! আপনি যে প্রকার দস্যুতার কথা বলিতেছেন, তাহা একেবারে অসম্ভব; এপ্রকারের রাহাজানি বা রাহাজানির চেষ্টা এ অঞ্চলে বহুকাল হইতে হয় নাই। সেবার কয়েকজন দুর্বৃত্ত দস্যু ধরা পড়ে, তাহাদের এই গ্রামে আনিয়া প্রাণদণ্ড করা হয়, সেই হইতে আর দস্যুতা হয় নাই। আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে অসম্ভব; আমার বোধ হয় আপনাদের ভুল হইয়াছে।"

আমি পিতাকে বলিলাম "আমাদের দলের কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে, কয়েকজন দস্যু আমাদের কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, একথা ত আপনি এখনও উহাকে বলেন নাই। ইহা ছাড়া আমরা দুইজন দস্যুকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছি, এই দুইজন বন্দীকে ও যাহারা হত হইয়াছে তাহাদের মৃতদেহ দেখিলেই দুরাত্মা আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে।"

পেটেল আমার পিতার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল "ওঃ, তাহা হইলে আপনাদের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। তবে কি জানেন, আমাদের নিকট প্রায়ই লোক আসে, আসিয়া বলে যে পথে অত্যন্ত দস্যু ভয়, সঙ্গে লোক দিয়া আমাদের অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিন। এপ্রকারের সকল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া উঠা যায় না।"

পিতা বলিলেন "আমাদের সঙ্গে লোক দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদের যথেষ্ট লোক-বল আছে; এতগুলি লোক না থাকিলে কি আর পূর্ব্ব রাত্রিতে আমরা দস্যুদের পরাস্ত করিতে পারিতাম? আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, আপনি লোক পাঠাইয়া যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের এখানে লইয়া আসুন, আর যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদের শাস্তি বিধান করুন, আর যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহাদের যদি সন্ধান করিতে পারেন, ধরিবার চেষ্টা করুন। আর আমাদের কোনই প্রার্থনা নাই।"

এই গ্রামের 'পেটেল' এর নাম মোহনলাল। সে বলিল, এই প্রকারে যদি সমস্ত পথিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে কি আর দেশে দস্যু

তস্করের উপদ্রব থাকিত ? যাহা হউক, আপনারা নাকি একজনকে ধরিয়া আনিয়াছেন ? সে কোথায়, তাহার নিকট অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।”

আমরা লোক পাঠাইয়া সেই দস্যু-বালককে তথায় আনাইলাম। তাহাকে তাহাদের দস্যু দল সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, সে একেবারে নিরুত্তর, একটিও কথা কহিল না।

বদ্রীনাথ বলিল “এরূপ করিলে কথা কহিবে না। কোড়া আনিয়া খুব জোরে জোরে লাগাও। তাহা হইলে সব কথা বলিবে।”

মোহনলাল বলিল “ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আমি ও তাহাই ভাবিতেছিলাম।” তাহার কথা মত একজন লোক এক গাছি কোড়া লইয়া আসিল। কোড়া দেখিয়াই দস্যু কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না।

মোহনলাল বলিল, “উহাকে মাটিতে ফেলিয়া উহার পিঠ হইতে চামড়া কাটিয়া লও।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে কয়েকজন লোক লাথি মারিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিল একজন লোক খুব জোরে তাহার পিঠে কোড়া মারিতে লাগিল ; পিঠ কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে কাঁদিলও না, একটি কথাও কহিল না।

একজন লোক বলিল, “ইহাতেও উহার কিছু হইবে না। একটা থলিয়ায় করিয়া ছাই লইয়া এস ত। দেখা যাউক, উহাতেও সে কথা কয় কি না।”

ঘোড়াকে দানা খাওয়াইবার একটি বড় থলিয়াতে করিয়া এক থলিয়া গরম ছাই আনীত হইলে উহা তাহার নাসিকায় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তদনন্তর পৃষ্ঠদেশে এরূপ জোরে ঘুসি মারিতে লাগিল, যাহাতে বাধ্য হইয়া সে জোরে নিঃশ্বাস টানে। এইবার ফল ফলিল, অকথ্য যন্ত্রনায় কাতর হইয়া সে যেন কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপ বুঝা গেল, তখন থলিয়াটি খুলিয়া লওয়া হইল।

দস্যু বালক কহিল “তোমরা মনে করিতেছ, আমি সকল কথা স্বীকার করিব কিছুতেই না। তোমাদের সমস্ত চেষ্টা অনর্থক। আমাদের দলের লোকেরা কে পলাইয়াছে, তাহা আমি সমস্তই জানি, কিন্তু কিছুতেই কোন কথা প্রকাশ করিব না।” অতঃপর আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালাগালি ও অভিশাপ দিতে লাগিল ; বলিল “তুমিই আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছ। পিতার যখন মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর বাঁচিয়া থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা আমাকে শূলে দিতে পার, ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া দিতে পার, কিন্তু জানিও আমার নিকট হইতে একটি কথাও বাহির হইবে না।”

মোহনলাল বলিল, আর একজন বুঝি আছে, তাহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, এইবার তাহাকে লইয়া আইস।”

দ্বিতীয় লোকটিকে আমি গুরুতর রূপে আহত অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তখন মনে হয় নাই যে তাহার জীবনের কোনরূপ আশঙ্কা আছে। একখানি বিছানার উপর শোয়াইয়া তাহাকে যখন আমাদের নিকট লইয়া আসা হইল, তখন দেখিলাম, যে লোকটির অন্তিমকাল উপস্থিত গলা ঘড় ঘড় করিতেছে। এ ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কথা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা সে দস্যু বালকের উপর আরও নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে নির্য্যাতিত হইয়া আরও উত্তেজিত স্বরে কেবলমাত্র আমাদিগকে গালাগালি করিতে লাগিল।

মোহনলাল কহিল “ইহার নিকট হইতে কথা আদায় করিবার চেষ্টা বিফল। ইহাকে ফাঁসি দেওয়া হউক। আমি এই দুর্বৃত্তদিগকে উত্তমরূপেই জানি। ইহাকে যদি এক বৎসর কাল ধরিয়া ক্রমাগত কষ্ট দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে একটি-মাত্রও কথা বলিবে না। সুতরাং বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন।”

পিতা বলিল “আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, সেইরূপই করুন। সম্ভবতঃ উহার গলায় দড়ি পড়াইলে ও সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে।”

মোহনলাল বলিল, “দেখা যাউক, আমার কিন্তু সে আশাও হয়না। ওহে জল্লাদকে ডাকিয়া আন।”

জল্লাদ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে দস্যু বালককে তাহার হস্তে সমর্পণ করা হইল।”

মোহনলাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেখ তোমার পরিত্রাণের আর কোনই আশা নাই। তুমি যদি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি।”

দস্যু বালক একবার ইতস্ততঃ করিল; একবার তাহার পিতার মৃত দেহাভি-মুখে দৃষ্টিপাত করিল। সে যেন ভয়ে চমকিয়া উঠিল; আবার তাহার পিতার মৃতদেহাভিমুখে চাহিল, এইবার যেন তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল। সে দৃঢ়ভাবে বলিল “তোমার রাজকোষ শূন্য করিয়া সমস্ত ধন রত্ন যদি আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলেও আমি কোন কথা বলিব না। আমার মৃত্যু ত উভয় দিকেই বিরাজমান। যদি সকল কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে তোমরা মার্জ্জনা করিতে পার বটে, কিন্তু আমাদের দলের লোক, যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদের হস্তে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পিতা যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত কোন গতিকে তাহাদের হস্তে আমাকে রক্ষা করিতে

পারিতেন। কিন্তু এখন আর সে আশা নাই। এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসঘাতক হইয়া নিজের দলের লোকের হস্তে জীবন ত্যাগ করা অপেক্ষা বীরের মত তোমাদের জল্লাদের হস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।"

মোহনলাল জল্লাদকে ডাকিয়া বলিয়া দিল "উহাকে লইয়া যাও; ঠিক নিয়ম মত যেন কাজ হয়।

জল্লাদ বলিল "আর মহারাজ! আমাদের মামুলি মজুরিটা যেন হুজুরের বিস্মরণ না হয়।"

মোহনলাল উচ্চৈঃস্বরে কহিল "না, না, সে জন্য তোর চিন্তা নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যা। তোকে দেখিলেও পাপ হয়। কাজ শেষ করিয়া কোতোয়ালের সহিত দেখা করিস, সে তোকে একটা ভেড়া আর যত খাইতে পারিস তত মদ দিবে।"

জল্লাদ পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া আসামীকে লইয়া চলিয়া গেল।

আমি মোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "উহাকে কোথায় বিনাশ করা হইবে? আমি উহার সহিত দেখা করিতে চাহি। যদি সে অপরাধ স্বীকার করে, তাহা হইলে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। অনর্থক একটা মহাপ্রাণী হত্যা আপনার রাজ্যের পক্ষেও অবশ্য কল্যাণকর নহে।"

মোহনলাল বলিল "এই সহরের ফটকের বাহিরে। জায়গাটা আমি নিজে ঠিক জানি না। তবে আপনি যদি যাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমার ভৃত্যেরা আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। আপনি উহার নিকট কোন প্রকারে কথা বাহির করিতে পারিবেন না। আপনার বৃথা কষ্ট স্বীকার মাত্র হইবে।"

আমি বলিলাম "ইহাতে আর কষ্ট কি? আমি কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শেষ সময়ে উহাকে একবার দেখিতে চাহি।"

বদ্রীনাথ বলিল "আমিও আপনার সহিত যাইতে চাই।" আমরা উভয়ে তথা হইতে বিদায় লইয়া জল্লাদের অনুবর্ত্তী হইলাম।

নগরের তোরন হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে দুইটি প্রাচীন, বৃহদাকার ও পত্রশূন্য বটগাছ। এই গাছ দুইটির তলায় একদল লোক জুটিয়াছে; দেখিয়াই বুঝিলাম এই স্থানে ফাঁসি হইবে। গ্রামের সমস্ত বালক ও নিষ্কর্ম্মা লোক তথায় আসিয়া সমবেত হইয়াছে। আমরা ত্বরিত গমনে তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সমস্তই প্রস্তুত। বৃক্ষশাখায় একগাছি দড়ি বাঁধা হইয়াছে, তাহাতে একটি ফাঁস বাঁধা রহিয়াছে। বৃক্ষমূলে একখানি পাথর, একজন জল্লাদ তাহাতে ছুরি শাণ দিতেছে। এই ছুরি লইয়া যে কি হইবে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক জল্লাদের সহিত কথা কহিবার তখন আমার সময় ছিল না। আমি সেই দুর্বৃত্ত দস্যু-বালকের সমীপবর্ত্তী হইলাম ও তাহাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলাম, "হাঁ হে বালক! তোমার এই যুবা বয়স, তোমার কি জীবনের উপর কোনই মায়া নাই? তুমি কি মোটেই বাঁচিয়া থাকিতে চাও না! দেখ, এখনও তোমাকে বলিতেছি, যদি তুমি অপরাধ স্বীকার কর ও সমস্ত কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাকে এই প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে।"

সে বলিল, "দেখুন, আমার এই হাতের দড়ি প্রথমে একটু আলগা করিয়া দিন; তাহা হইলে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে পারি। এখন এই বাঁধনের জন্য আমার এত কষ্ট হইতেছে যে আমি কথা কহিতে পারিতেছি না।"

আমি জল্লাদদিগকে তাহার হাতের দড়ি কিছু আলগা করিয়া দিতে বলিয়া বলিলাম, "দেখ দড়ি আলগা করিয়া দাও, দিয়া উহার হাতের দড়ি গাছটি ধরিয়া থাক, তাহা হইলে আর ও পলাইতে পারিবে না।"

দস্যু আমার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল ও বলিল "তোমরা দেখিতেছি আমাকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছ। যদিও আমার এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য তোমরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তথাপি আমার এই অনিষ্টাচারণের জন্য আমি তোমাদের মুক্ত প্রাণে ক্ষমা করিতেছি। কারণ, আজ যদি তোমরা আমাকে ধরিয়া না আনিতে, তাহা হইলে আজ হউক কাল হউক, রাজপুরুষগণের হস্তে হউক, কোন পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তেই হউক, আমার মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিত। সুতরাং তোমাদের আমি মার্জ্জনা করিতেছি। দেখ, বাঁচিয়া থাকিতে আমার মোটেই কোনরূপ ইচ্ছা নাই। জীবনে আমার এমন কিছুই সুখ নাই, যাহার লোভে আমি বিশ্বাসঘাতকের মত আমার সঙ্গীগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারি। পিতা যদি জীবদ্দশায় বন্দীভাবে মোহনলালের করতলগত হইতেন, তাহা হইলে আমি পিতার হিতের জন্য সমস্তই করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! পিতা ইহলোকে নাই। তোমাদের সহিত এই সংঘর্ষে আমার খুল্লতাতও জীবন হারাইয়াছেন; এ সংসারে এখন আর আমার এমন কেহই নাই যাহার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইতে পারে। আমার আপনার বলিতে যে কেহ ছিল, একদিনে সকলেই মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছে। কি করিব, ইহাই অদৃষ্ট; তবুও তোমরা গিয়া মোহন-লালকে বলিও যে, মুমূর্ষ ব্যক্তি তোমাকে কাতর ভাষায় অভিশাপ দিয়া গিয়াছে; তাহার ফল তোমাকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে। তাহার পর জল্লাদদিগের অভিমুখীন হইয়া বলিল, "আর কেন, আমার কথা শেষ হইয়াছে, তোমরা তোমাদের কার্য্য সমাধা কর।"

আমি পুনরায় কথা কহিতে যাইতেছিলাম; বদ্রীনাথ আমাকে বাধা দিয়া নিজেই আরম্ভ করিল "আর কি হইবে? এ ছোকরা অত্যন্ত একগুঁয়ে। ইহাকে যদি বা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই বা কি হইবে? এ পুনরায় রাহাজানি করিবে। মৃত্যুই ইহার উপযুক্ত শাস্তি।"

জল্লাদেরা অনুমতির জন্য আমার মুখের প্রতি চাহিল, আমি বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া তাহাদিগকে অনুমতি দিলাম। দস্যুর হস্তপদ খুব জোরে বাঁধিয়া তাহাকে মাটির উপর শোয়াইল, যে জল্লাদ ছুরিতে শাণ দিতেছিল সে তাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা-দ্বারা উহার দুই পায়ের শিরা কাটিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে তুলিয়া তাহার গলায় ফাঁস পরাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, সে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

বদ্রীনাথ আমার দিকে চাহিয়া বলিল "কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমার মত কঠিন হৃদয়ও ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কৌশল এতদপেক্ষা কতগুণে উৎকৃষ্টতর বলুন দেখি। আমরা যে একজন লোকের গলায় রুমাল জড়াইলাম, ইহজীবনে সে আর তাহা জানিতে পারিল না।"

আমি বলিলাম, "তুমি সত্যই বলিয়াছ। আমাদের কার্য্যে অনেক সুবিধা। এই জল্লাদেরা অতি হীনচেতা লোক; ইহাদের নিকট হইতে আর কি আশা করা যাইতে পারে? চল, আমরা এখন আমাদের শিবিরে ফিরিয়া যাই। কামাল খাঁর কি আছে না আছে, এখনও দেখা হয় নাই।"

শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, কামাল খাঁর থলিয়া ও বস্তাগুলি তৎ-পূর্ব্বেই দেখা হইয়া গিয়াছে। দুইটি বাক্স ছিল, আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত তাহার ভিতরে কি আছে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, একটি বাক্স সরকারী কাগজপত্রে পরিপূর্ণ— আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক, কাগজপত্রের নীচে একটি থলিয়া ছিল; বদ্রীনাথ সানন্দে থলিয়াটি বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিল।

থলিয়াটি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বদ্রীনাথ বলিয়া উঠিল "যাহা হউক, এতক্ষণে কিছু ভরসা হইল!"

থলিয়াটি খোলা হইলে দেখা গেল ইহার উপরে কতকগুলি কাপড় চোপড়, তাহার নিম্নে কতকগুলি রৌপ্যের বাট। তৎপরে আবার কতকগুলি কাপড় চোপড়, তাহার নীচে খুব বড় বড় দশখণ্ড স্বর্ণ বাট।

বদ্রীনাথ বলিয়া উঠিল "এইবার আসল জিনিস পাওয়া গিয়াছে। এগুলির দাম কত, তাহা ভগবানই জানেন। লোকটা বেশ মারিবার মতই ছিল; সে গরীব চাষীদের লুট করিয়া অনেক টাকাই আত্মসাৎ করিয়াছিল।"

স্বর্ণ ও রৌপ্য বাটগুলি পিতার হস্তে দেওয়া হইল। তাহার পর, তাহার কাপড় চোপড় ও কোমরের ব্যাগ দেখা গেল— সেগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। অতঃপর বদ্রীনাথ বলিল, "এই যে আর একটি বস্তা আছে— এটিতে কিছু থাকা সম্ভব।"

আমি বস্তাটি লইয়া খুলিতে লাগিলাম, কাগজ, এক ভাঁজ, দুই ভাঁজ,

ক্রমাগত কাগজই বাহির হইতে লাগিল। আমি নিরাশভাবে বলিলাম, ইহাতে কিছু নাই, এ কাগজগুলি সে লিখিবার জন্য সঙ্গে লইয়াছিল।"

পিতা বলিলেন, "আচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত খুলিয়া ত ফেল; তাহার পর কি আছে না আছে দেখা যাইবে।"

আর তিন ভাঁজ কাগজ বাহির করার পর আমি একটি ছোট বুচ্‌কি পাইলাম। এই বুচকিটি স্থতা দিয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে জড়ান ছিল। বুচ্‌কি খুলিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি হুণ্ডি। আমি বলিলাম, "বদ্রীনাথ দেখ দেখি, এ কি ভাষায় লিখিত; আমি ত কিছু পড়িতে পারিতেছি না।"

বদ্রীনাথ বলিল "দেখি আমি কি পড়িতে পারিব? তবে অক্ষগুলি যদি পারস্ত ভাষায় লিখিত না হয়, তাহা হইলে পড়িতে পারিব।"

আমি বলিলাম "না, না; ইহা হয় নাগরী, নয় গুজরাটি ভাষায় লিখিত। দেখ, তুমি নিশ্চয় পড়িতে পারিবে।"

বদ্রীনাথ একখানি পরীক্ষা করিয়া বলিল "এখানি দু হাজার টাকার; এই দেখুন দুই হাজারের অঙ্ক।"

আমি বাকিগুলি তাহার হস্তে দিলাম। বদ্রীনাথ বলিল "এখানি চারিশত টাকার।"

পিতা বলিলেন "তবে আর অধিক কি? তাহার পরেরখানি দেখ।"

"তৃতীয় খানি দুই হাজার দুই শত; আর শেষখানি দুই শত চল্লিশ টাকা।"

আমি হিসাব করিয়া বলিলাম "তবে ত সর্ব্বসমেত চারি হাজার আটশত চল্লিশ টাকা হইল। যাহা হউক, বেশ পাওয়া গিয়াছে।"

পিতা বলিলেন "উহাতে আর কি হইবে? ওগুলিকেও বাজে কাগজের সহিত পোড়াইয়া ফেল।"

আমি বলিলাম "কেন? ওগুলিকে ত ভাঙ্গাইলেই টাকা পাওয়া যাইবে।"

পিতা বলিলেন "তুমি না ভাবিয়া কথা কহিতেছ। এই হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে যেমন আমরা যাইব, অমনি ধরা পড়িয়া যাইব।"

আমি বলিলাম "না এখন ভাঙ্গাইতে গিয়া প্রয়োজন নাই। তবে নষ্ট করিয়াই বা কি হইবে? এখন থাকুক, ইহার পর স্থবিধামত ভাঙ্গান যাইবে। আচ্ছা আমরা যদি কামাল খাঁর কর্ম্মচারী সাজিয়া হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে যাই, তাহা হইলে হয় না?"

পিতা বলিলেন "বেশ যদি পার ত ভালই। তবে একটা কথা বলি, আমার পরামর্শ না লইয়া কিছু করিও না।"

পিতার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি হুণ্ডিগুলি আমার নিজের নিকট রাখিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে এই হুণ্ডিগুলি হইতে আমার বিশেষ স্থবিধা হইয়াছিল।

কামাল খাঁর ছিন্নমুণ্ড

পরদিন প্রভাতে আমাদিগকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে হইবে বলিয়া মোহনলালের নিকট বিদায় গ্রহণোদ্দেশে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম।

যথাবিধি সম্ভাষণাদির পর মোহনলাল আমাকে বলিল "আপনারা কিছুতেই ঐ দুর্বৃত্তকে ফাঁসি হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। এই সব দস্যু একেবারে পাষাণ তুল্য। আমি ইহাদের কয়েক জনেরই প্রাণদণ্ড দিয়াছি, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও কথা বাহির করিতে পারি নাই।"

আমি উত্তর করিলাম "আমি তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে বলে যে, এই প্রকারে বীরের মত নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিলে, মৃত্যুই তাহার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে।"

মোহনলাল বলিল "আর দস্যু তস্করের কথা কহিয়া কি হইবে? অন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। অদ্য প্রাতঃকালে আপনারা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আমি একটি সংবাদ পাইয়াছি। মীর সাহেব! সে সংবাদটি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। আমার ভরসা হয়, এই কার্য্যে আমি আপনার নিকট কিছু সাহায্য পাইব।"

আমি বলিলাম "আদেশ করুন। আপনি আমাদের সহিত যেরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কিছু কার্য্য করিতে না পারিলে ত আমাদিগের কর্ত্তব্য পালনই হইবে না।

মোহনলাল বলিল "তবে শ্রবণ করুন। প্রায় দু তিন বৎসর অতীত হইল, সৈয়দ মহম্মদ আলি নামক হায়দরাবাদের একজন উচ্চবংশীয় মুসলমান কোনও একটি ক্ষুদ্র জেলার তহশীলদারের পদপ্রার্থী হইয়া সুপারিশ পত্র সহিত 'নির্ম্মল'এর শাসনকর্ত্তার নিকট গমন করেন। সেই সময় তাঁহার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম খালি না থাকায় কিছুদিন তিনি শাসনকর্ত্তার নিকটেই অবস্থিতি করেন। পরে 'নির্ম্মল'এর নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে নায়েবের পদ শূন্য হওয়ায় তিনি সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িল; ক্রমশঃ শাসনকর্ত্তার মনে কেমন সন্দেহের উদয় হইল। এদিকে তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কয়েকটি অভিযোগও শাসনকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইল। মহম্মদ আলি ব্যাপার বুঝিয়া তাহার দ্রব্যাদি ও লোকজন সমভিব্যাহারে হঠাৎ কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।"

মোহনলালের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু আমি মহম্মদ আলিকে কখন দেখি নাই এবং তাহার বিষয় কোন কিছু অবগত নহি; এ অবস্থায় আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হইতে পারে?"

মোহনলাল বলিল "কথাটা আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি, দৈবক্রমে উপকার হইলেও হইতে পারে। আপনারা বহুদূর গমন করিতেছেন। একটু নজর রাখিবেন। সেও যদি সেই পথে যায়, তাহা হইলে আপনাদের সম্মুখে পড়িলেও পড়িতে পারে। যদি আপনাদের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিয়া আপনার দলের লোকের সহিত আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আপনার লোকগুলিকে এই কষ্ট ও কালবিলম্বের জন্য আমি বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। দেখুন আর একটা কথা বলিয়া রাখি। মহম্মদ আলির এক জ্ঞাতির নাম ছিল কামাল খাঁ; শুনিয়াছি সেও নাকি অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য এই নামে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এবারেও সে এই নাম গ্রহণ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনার এ অনুরোধ আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইব না। আপনি নিশ্চয় জানিয়া রাখুন যে, তাহাকে ধরিবার জন্য আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব; যদি দেখিতে পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহাকে যে আমি বন্দী করিব, সে কার্য্যে আমার অধিকার কি? আপনি তাহার অপরাধসমূহ বর্ণনা করিয়া আপনার শিলমোহরযুক্ত একটি পরোয়ানা দিন।

মোহনলাল বলিল "ঠিক কথা বলিয়াছেন। আমি এখনই পরোয়ানা লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে একখানি পরোয়ানা লিখিয়া আমাকে দিল। আমি পরোয়ানাখানি লইয়া বলিলাম, "আমি লেখা পড়া তেমন জানি না, তবে ইহা বোধ হয় পাঠ করিতে পারিব।" এই বলিয়া পরোয়ানাখানি পাঠ করিলাম।

অতঃপর মোহনলালকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া কহিলাম, "এইবার আমায় বিদায় দিন,—আমার এখনও অনেক কাজ আছে; বেলা প্রায় শেষ হইয়া অসিল।

মোহনলাল বলিল "না, আপনার আর বিলম্ব করাইব না। দেখুন আপনার অথবা আপনার দলের লোকের যদি কোনও জিনিসের দরকার হয়, আর আমাদের গ্রামে যদি তাহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। আমার বন্ধু যিনি মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকেও আমি পত্র লিখিতেছি। আপনার মত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উপর এ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে, এ কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ

জানিবেন। যদি কোন কিছু দরকার হয় আপনাকে জানাইব। তবে এখন সেলাম।"

"সেলাম। ভগবানের কৃপায় আপনারা নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহাই প্রার্থনা।"

পুনর্ব্বার মোহনলালকে অভিবাদন করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম "মহম্মদ আলিকে হত্যা করিয়া ভালই করিয়াছি; সে অনেক লোকের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অন্যায়পূর্ব্বক অনেক সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে তাহার ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি হইত; তাহার উপর রাজপুরুষেরা তাহাকে কুক্কুরের মত ইতস্ততঃ তাড়া করিয়া লইয়া বেড়াইত, তাহার পর সম্ভবতঃ জীবনের অবশিষ্ট দুঃসহ কারাক্লেশ ভোগ করিতে হইত। সে মরিয়া বাঁচিয়াছে। যাহা হউক, আমি আজ অনেক কার্য্য করিয়াছি, সমস্ত কথা শুনিয়া পিতা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করিবেন। মোহনলালের নিকট হইতে এই পরোয়ানাখানি লইয়া আসা বড়ই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছে; এখন আর সন্দেহ করে কে? তাহার পর কামাল খাঁর প্রকৃত নামও সংগ্রহ হইয়াছে, সুতরাং উহার দরুণ ঐ হুণ্ডিগুলিও ভাঙ্গাইবার সুবিধা হইবে। আজ বড় শুভদিন বলিতে হইবে।"

আমার মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া পিতা খুব আনন্দ করিলেন ও বলিলেন "দেখ, এখন এক খুব মজার একটা তামাসা করা যাইতে পারে। কামাল খাঁর মুণ্ডটা যদি কবর হইতে তুলিয়া আনিয়া সহরের ফটকের উপর রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই মজা হয়। সকলেই বুঝিতে পারে যে কামাল খাঁ বা মহম্মদ আলি মারা পড়িয়াছে। এবং আমার বিশ্বাস যে, মোহনলালের এই বন্ধু, যিনি মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারও বিশেষ উপকার হয়। কারণ, তিনিও রাজস্বের তহবিল হইতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন; মহম্মদ আলি মারা পরিয়াছে এ সংবাদ পাইলে তিনি সমস্ত দোষ তাহার উপর চাপাইয়া নিজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

আমি বলিলাম "বাস্তবিকই, এ বড় সুন্দর প্রস্তাব। আমি এখনই কামাল খাঁর মাথা আনাইবার জন্য দুইজন কবর-খননকারীকে পাঠাইতেছি।

পিতা বলিলেন, "না, না, আমি তামাসা করিয়া বলিতেছিলাম। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তা বড়ই বিপদসঙ্কুল, যাহারা যাইবে এই রাত্রিকালে তাহাদের যাওয়া তত নিরাপদ নহে; তাহার উপর আমরা এখান হইতে শীঘ্রই যাত্রা করিব; তাহারা তৎপূর্ব্বে কিছুতেই আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে না।"

আমি পিতাকে বলিলাম "বেশ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক।" মনে মনে স্থির করিলাম, এত বড় একটা তামাসা কিছুতেই ছাড়া হইবে না।"

পিতার নিকট বিদায় লইয়া নিজের শিবিরে আসিলাম ও তিনজন কবরখনন-কারীকে ডাকাইলাম। এই তিনজনকে আমি পূর্ব্ব হইতেই খুব সাহসী বলিয়া জানিতাম। তাহারা উপস্থিত হইলে আমি বলিলাম, "দেখ তোমাদের একটি বড় কঠিন কার্য্য করিতে হইবে ; যদি পার, তবে প্রত্যেকে এই পাঁচ টাকা করিয়া লও।"

তাহারা বলিল "আপনার কি আদেশ বলুন ; আপনার আদেশ প্রতিপালনে আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে পারি।"

আমি বলিলাম "দেখ, আমি কামাল খাঁর মুণ্ড চাই। তোমরা তাহার মৃতদেহ যে স্থানে প্রোথিত করিয়াছ, পুনরায় পথ চিনিয়া সেখানে কি যাইতে পার ? আর সে কবর কি খুব গভীর ?"

কবর-খননকারীদের মধ্যে একজনের নাম মতিরাম, সে হিন্দু। সে বলিল, "কবরের জায়গা আমাদের কখনই ভুল হয় না। আমরা সে স্থানে আবার অনায়াসেই যাইতে পারি। আর কবর যে খুব গভীর, তাহা নহে। আর এক সুবিধা, কামাল খাঁর শরীর সকলের উপরে আছে ; সুতরাং উহার শরীর বাহির করা যে খুব কঠিন, তাহা নহে। তবে আপনি উহার মুণ্ড লইয়া কি করিবেন ?'

আমি মোহনলালের নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম সমস্ত আনুপুর্ব্বিক তাহাদের নিকট বর্ণনা করিলাম, এবং বলিলাম "এখন যদি কামাল খাঁর মস্তকটি আনিয়া এই গ্রামের কোনও একটা উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই তামাসা হয়।

মতিরাম আমার কথা শুনিয়া বলিল, "আমি বলি কি যে, যে গাছে অদ্য প্রাতঃকালে ঐ দস্যু-বালককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, ঐ গাছে মুণ্ডটি টাঙ্গাইয়া রাখিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। তাহা হইলে, মোহনলাল মনে করিবে যে, কামাল খাঁ এই দস্যুগণ কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে।"

আমি উল্লাস সহকারে বলিলাম "তুমি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। তাহা হইলে ঐ গাছের উপর টাঙ্গাইয়া রাখিয়া আসিও। আমার আর উহা দেখিবার ইচ্ছা মোটেই নাই।

তাহারা তিনজনেই বলিল, "যে আজ্ঞা ; আপনার আদেশমতই কার্য্য করা যাইবে ;— তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এখন বিদায় হই।"

এই বলিয়া উহারা তিন জনে চলিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মতিরাম ফিরিয়া আসিয়া আমার তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইল ; তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমি বাহিরে আসিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব নিরাপদ ?"

সে উত্তর করিল "হাঁ সমস্তই নিরাপদ ; আমরা কামাল খাঁর মুণ্ডটি আনিয়া আপনি যথায় বলিয়াছিলেন, ঠিক তথায় রাখিয়াছি। আমরা সেখানে গিয়া খুব

ভাল কাজই করিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, এক পাল শৃগাল কবর খুঁড়িতেছে। বোধ হয় রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া ফেলিত। তাহারা একটা খুব বড় গর্ত্তও খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। আমরা শৃগালগুলিকে তাড়াইয়া দিলাম এবং কবরের উপর কাঁটা চাপাইয়া রাখিয়া আসিলাম। আর তাহারা কবর খুঁড়িতে পারিবে না। তবে স্থানটি যেরূপ দুর্গম ও নিভৃত, তাহাতে যদিই বা তাহারা কোনপ্রকারে মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া ফেলে, তাহাতেও আমাদের ধরা পড়িবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

আমি বলিলাম, "তোমরা তোমাদের কার্য্য বিশেষ নিপুণতা ও সাহসিকতার সহিত সম্পাদন করিয়াছ। কল্য প্রাতঃকালে তোমরা উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।" তাহারা চলিয়া গেলে আমার উদ্বেগ উপশান্ত হইল এবং আমি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন হইলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। চারিদিকে ভবানীর ইঙ্গিতসমূহ যথাযথ পরীক্ষিত হইলে আমরা তথা হইতে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমরা প্রস্তুত হইলাম;

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা এক বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইলাম। আহারাদির পর আমরা সকলে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী মোহনলালের নিকট হইতে একখানি পত্র আনিয়া আমাদের হস্তে প্রদান করিল। এই পত্রখানি পড়িয়া আমাদের বড়ই আমোদ হইল। এই পত্রে লেখা ছিল যে, "কামাল খাঁ বা মহম্মদ আলি মারা পড়িয়াছে; তাহার ছিন্নমুণ্ড হঠাৎ পাওয়া গিয়াছে; আপনি এ কথা এখন প্রকাশ করিবেন না। কারণ 'নির্ম্মল' এর শাসন-কর্ত্তা, মহম্মদ আলির তহবিল তছরূপের জন্য যে টাকা লোকসান হইয়াছে, সে টাকাটা কোনরূপে জোগাড় করিবেই। তাহার পর হঠাৎ তাহাকে যদি সংবাদ দেওয়া যায় যে, মহম্মদ আলি মারা পড়িয়াছে, তাহা হইলে তাহার সংগৃহীত ঐ টাকা হইতে আমরা কিছু অংশ পাইব না। সুতরাং আপনি একথা এখন কিছুতেই প্রকাশ করিবেন না।" পত্রখানি পড়িয়া আমি মনে করিলাম, এ বেশ কথা। 'নির্ম্মল'এর শাননকর্ত্তার নিকট কিছু টাকা আদায় হইলে আমিও পারিশ্রমিক স্বরূপে নিশ্চয়ই কিছু পাইব।

ইহার পর পঞ্চম দিন প্রভাতে আমাদের হায়দরাবাদ পঁহুছাইবার কথা। হায়দরাবাদ হইতে সাত ক্রোশ দূরে একটি আড্ডায় আমরা আশ্রয় লইলাম। আমরা ভাবিলাম, দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হায়দরাবাদে প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ আমাদের দল অত্যন্ত প্রকাণ্ড, দ্বিপ্রহরে সহরের রাস্তায় খুব জনতা হইবে, সে সময়ে সহরে প্রবেশ করিলে আমাদের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না। আমরা তিন দলে বিভক্ত হইলাম। আমি এক দলের দলপতি হইলাম, পিতা

আর এক দলের দলপতি হইলেন। তৃতীয় দলের যিনি দলপতি হইলেন, তাঁহার নাম সরফরাজ খাঁ। এই ব্যক্তি আমার পিতার একজন বন্ধু। ইনি বরাবর আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, পথিমধ্যে ইঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় এবং ইনিও সদলে আমাদের অন্তর্নিবিষ্ট হয়েন। আমরা আপাততঃ তিন দলে বিভক্ত হইলাম বটে, কিন্তু নগরের উপান্তপ্রদেশে পুনরায় মিলিত হইব, এইরূপ কথা থাকিল। এই স্থানে পথিকেরা সাধারণতঃ সমবেত হয়, এবং বিশেষজ্ঞগণের নিকট অবগত হওয়া গেল যে, এই স্থানে অনেকগুলি সরাই আছে, বিদেশী লোক তথায় অনায়াসে থাকিতে পারে। আমার দল সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। জিনিষ পত্র সমস্তই পিতার দলে রহিল, কাজেই তিনি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইলেন; তিনি বলিলেন যে, তাঁহার হায়দরাবাদে পঁহুছাইতে বিলম্ব হইবে; কারণ, পথে মধ্যে মধ্যে শুল্ক আদায়ের স্থান আছে, তথায় জিনিস পত্র দেখাইয়া মাশুল দিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হায়দরাবাদে আমির আলি

পথিমধ্যে 'আলোয়াল' নামক একখানি গ্রাম অতিক্রম করিলাম; অতি সুন্দর গ্রাম, দেখিয়া আমরা সকলেই নিরতিশয় মুগ্ধ হইলাম! আম ও তেঁতুল বৃক্ষের ঘন ভেদ করিয়া ইহার শ্বেতবর্ণ মস্‌জিদের চূড়া আকাশে উঠিয়াছে, বহুদূর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে বিশাল জলাশয়, কালো জলে মন্দ পবনে উর্ম্মিমালা নাচিতেছে, তাহার মাথায় সমুজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত! এই রমণীয় গ্রাম অতিক্রম করিয়া পথিপার্শ্বে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী— এই শৈলশ্রেণীর পাদমূলে এক সুবিশাল দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার নাম হোসেন সাগর, ইহার বর্ত্তমান নাম সিকন্দরাবাদ। এই দীর্ঘিকার তীরদেশে ইংরাজ সৈন্যের শিবির শ্রেণী সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। পশ্চাতে বিশাল জলরাশি, দিগন্তমূলে গগন স্পর্শ করিতেছে।

ক্রমশঃ জলাশয়ের তীরদেশ অতিক্রম করিলাম। এখনও আমরা নগরের কিছুই দেখি নাই। অল্প দূরেই একটি গণ্ডশৈল। এই গণ্ডশৈল অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হয়। আমি শীঘ্র শীঘ্র নগর দেখিবার জন্য নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিলাম। খুব জোরে ঘোড়া হাঁকাইয়া দিলাম। ঘোড়া তখন সবেগে সেই উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে লাগিল।

উপরে সমতল ভূমিতে উঠিয়া অশ্বের গতি আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়িল।
— কি অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য !

দূরে— নিম্নে, দক্ষিণাপথের প্রধান নগর হায়দরাবাদ। বহুদিন হইতে যাহা দেখিবার জন্য অন্তরে কতই না ঔৎসুক্য হইয়াছে, দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত যাহার প্রশংসা অগণ্য নরনারীর কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়াছি, সেই মহানগরে, সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া এইবার উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে কল্পনা করিতাম, অন্যান্য নগরের ন্যায় ইহাও এক সমতল ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর ভাবিতাম, বুঝি শ্যামল বৃক্ষকুঞ্জের মধ্য হইতে অগণ্য মিণার শোভা পাইতেছে ? কতদিন পর্য্যটন-ক্লান্ত দেহ বিশ্রামশালায় সন্ধ্যাকালে শয্যাপৃষ্ঠে লম্বিত করিয়া হায়দরাবাদের স্বপ্ন দেখিয়াছি ! এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম আমার কল্পিত হায়দরাবাদ হইতে প্রকৃত হায়দরাবাদ অনেক পৃথক।

একজনের পর একজন করিয়া আমাদের দলের লোকগুলি যেমন শৈলশিখরে উপনীত হইয়া নগরীর শোভা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল, অমনি উৎফুল্ল হৃদয়ে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর দৃশ্য ! কি মহতী নগরী !" সকলেই স্বীকার করিল যে, এই মহানগরী সৌন্দর্য্যে, গৌরবে ও বিশালতায় দক্ষিণাপথের উপযুক্ত রাজধানী। পান্থশালায় যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ একজন লোকের নিকট জানিয়া লইলাম। তদনন্তর সেই পথ ধরিয়া নগর-সংশ্লিষ্ট কয়েকটী সহরতলী অতিক্রম করিয়া কিছুক্ষণ পরে সেই পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলাম। আমাদের দীর্ঘ পর্য্যটন আপাততঃ শেষ হইল। এখন আমাদের চিত্ত আনন্দরসে উৎফুল্ল। একটি বৃহৎ ও সুশোভিত মস্‌জিদের নিকটে এক সরাই, আমরা সেই সরাইএ আপাততঃ বাসা লইলাম। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, এই সরাইএ বাস করা আমাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, আমি একটি খালি বাড়ী ভাড়ার অন্বেষণে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী পাইলাম। এই বাড়ীর যিনি সত্ত্বাধিকারী, তিনি একজন বণিক। এই ভাড়া বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহার বাসভবন। বাড়ীতে তিনটিমাত্র প্রকোষ্ঠ, আর একটি বারান্দা ; এই বারান্দা দোকানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, আমার ও আমার পিতার বাসের জন্য এই বাড়ীটিকেই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলাম। একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার খুব দৃঢ়, এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমাদের জিনিস পত্র সমস্ত রাখিলাম।

জোরা অনেক দুর্ভাবনা ও উদ্বেগের পর তাহার জন্মস্থান ও বাসস্থান হায়দরাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। সে তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের কাহাকে কি বলিবে, এই কথা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। তাহার বন্ধুগণ তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িবে, কারণ ঐ দুর্বৃত্ত নবাব তাহাকে লইয়া

যাওয়ার পর, সকলেই চিরকালের মত তাহার আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। জোরা তাহার আত্মীয়স্বজনবৃন্দের সহিত মিলিত হইলে আমার সহিত যে, তাহার বিচ্ছেদ ঘটিবে, সে কথা তাহার মনেই হইল না। আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। যাহা হউক, জোরার সরল হৃদয়ের উপর আমার অটল বিশ্বাস। আমি জোরা চলিয়া যাইবার পুর্ব্বে এ কথাটা একবার তাহার মনে পড়াইয়া দিতে মনস্থ করিলাম।

আমাদের গৃহস্বামী বণিক বড়ই ভদ্রতা করিতে লাগিল, আমাদের কি প্রয়োজন, কি হইলে আমাদের সুবিধা হইবে, এই সমস্ত বিষয় সে বিশেষ মনোযোগের সহিত ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আমি তাহার আকৃতি প্রকৃতি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, তাহার এই ভদ্রতা স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রসূত নহে। আমরা কে, কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, এই সমস্ত জানিবার জন্য তাহার চিত্তে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। এই কৌতূহলের বশবর্ত্তিতাই তাহার ভদ্র ব্যবহারের কারণ। আমি অল্প কথায় আমাদের বিবরণ তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম ; বলিলাম, আমার পিতা একজন সওদাগর, আর আমি একজন সখের সৈনিক, আমি কর্ম্মান্বেষণে পিতার সহিত এদেশে আসিয়াছি। অতঃপর লোকটি জানিতে চাহিল, আমার পিতা কিসের সওদাগর, কি কি জিনিসের ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা তাহার এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলাম না। সে বলিল যে, "আমার অনেক লোক আছে, আমি অনায়াসেই আপনাদের ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিতে পারি।" আমরা কিন্তু নিতান্ত উদাসীনভাবে তাহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম, স্পষ্টভাবে কোন কথা বলিলাম না।

পিতা আমাকে নিভৃতে বলিলেন, "দেখ আমাদের নিকট অনেক বহুমূল্য দ্রব্য আছে, আমি সে সমুদয়ের মূল্য কত, তাহাও ঠিক জানি না, এখনও সমস্ত বস্তাগুলি খোলা হয় নাই, কল্য সে সমস্ত খোলা হইবে। তাহার পর সেগুলিকে যথাযথ সাজাইয়া রাখিয়া নগরে একজন বড় বণিকের নিকট যাইতে হইবে। আমরা যেন তাহার নিকট জিনিস কিনিব, এই ছলে এই সমস্ত জিনিসের কত দাম, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এইরূপ করিলে, তবে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কোন্‌টির কত হওয়া সঙ্গত, তাহা স্থির করিতে পারা যাইবে। আমরা বাজার দর না জানিয়া জিনিস পত্র বিক্রয় করিতে গেলেই লোকে সন্দেহ করিবে। সুতরাং এখন তাড়াতাড়ি কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমি পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা বস্তাগুলি খুলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বস্তার মধ্যে অনেক মূল্যবান বস্তু ; বুটিতোলা রেশমী বস্ত্র, সোনার জরি দেওয়া কাপড় ও চাদর, সুন্দর মসলিনের অঙ্গরাখ, শাল, জামিয়ার, নানা প্রকারের ও নানা অঞ্চলের প্রস্তুত আলোয়ান, রেশমী ও

পশমী শাটী, স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরকের অলঙ্কার, মণি মুক্তা ও জহরতের সীমা নাই। সমস্ত জিনিস থরে থরে সাজান হইলে আমরা সমস্ত বস্তু মনোযোগের সহিত দেখিলাম। দেখিয়া আমাদের সকলের প্রাণে যে কি আনন্দের উদয় হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা জিনিসগুলি সাজাইয়া একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিলাম; তদনন্তর আমি ও আমার পিতা মূল্যবান পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া অশ্বারোহণে নগরের বাজারের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহরীর সাজে সাজিয়া কয়েকজন লোক আমাদের অনুবর্ত্তন করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটি নদী। এখন নদীতে বেশী জল নাই। নদীর উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু। সেতু উত্তীর্ণ হইয়াই নগরের ফটক। ফটক ছাড়াইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য সুশোভিত রাজপথ বিভিন্ন মুখে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা একজন লোকের নিকট চকে যাইবার পথ কোন্ দিকে তাহা জানিয়া লইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ভাবিলাম, চকে যাইলে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। যতই নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, ততই দেখি, রাজপথগুলি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার। বাহির হইতে নগর দেখিয়া আমাদের মনে যে গৌরবময় ও মহান চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গেল। তবে নগরের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে নাই। রাজপথে সারি সারি সুসজ্জিত হস্তী চলিয়াছে। হস্তীর পৃষ্ঠে রাজপুরুষগণ কারুকার্য্য খচিত মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া অনুচরগণসহ চলিতেছে। সে এক সুন্দর দৃশ্য। তখন মহরম পর্ব্বের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে; অসংখ্য লোক রাজপথে জনতা করিয়া চলিয়াছে। "হাসান্, হাসান্, দীন্, দীন্," শব্দ চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

পথে চলিতে প্রতি পদেই আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল। অত্যন্ত জনতা; আমাদের অনুচরগণ আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া অতিকষ্টে সেই জনতার মধ্যে পথ উন্মুক্ত করিয়া আমাদের লইয়া চলিল। এই প্রকারে পথ পরিষ্কার করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে বেশ গোলযোগও হইতে লাগিল। আমাদের অনুচরগণের বিদেশী পরিচ্ছদ, বিদেশী ভাষা; লোকে তাহাদের কথায় সহজে সরিয়া যাইতে চাহে না, সরিয়া গেলেও বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যায়। নানাজনে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি পথ ছাড়িতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তরবারি কোষ-মুক্ত করিয়া আমাদের অনুচরগণকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। এ দৃশ্যও বারকয়েক দেখিলাম। এই প্রকারে অতিকষ্টে এই সঙ্কীর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর একটি রাজপথে প্রবেশ করিলাম। এই পথে আর তেমন জনতা নাই। অকস্মাৎ সুবিখ্যাত সেই চারমিণার আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

আমি অশ্বের গতি রোধ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সুবৃহৎ মিণারগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম! দেখিলাম, তাহারা যেন গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। যদি দিল্লী হইতে কেবল এই চারমিণার দেখিবার জন্য হায়দরাবাদ আসা যায়, তাহা হইলেও পর্য্যটনের পরিশ্রম সার্থক হয়।"

চারমিণারের নিচের ঘরগুলি অত্যন্ত কদর্য্য। কতকগুলি সামান্য ঘর, তথায় মিষ্টান্ন ও তরিতরকারী প্রভৃতি বিক্রয় হয়। আমরা তথায় গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম, একজন ভদ্রবেশধারী হিন্দু যুবা পুরুষ সেই দিকে আসিতেছেন। তাঁহার মুখাকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান লোক বলিয়া মনে হয়। পিতা তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, একজন ভাল দালাল কোথায় পাওয়া যায় বলিতে পারেন। আমি একজন বিদেশী, এই নূতন এ নগরে আসিয়াছি, আমার কিছু বস্ত্র ও অন্যান্য বস্তুর প্রয়োজন।"

লোকটি উত্তর করিলেন, "মহাশয় আমি একজন দালাল। যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমার দ্বারাই আপনার কার্য্য হইতে পারে। এই সহরে যত বড় বড় দোকান আছে, আমি আপনাকে সর্ব্বত্রই লইয়া যাইতে পারি; আমার নাম মোহন দাস, এই নগরে যত বড় বড় সওদাগর ও ধনি আছেন, সকলেই আমাকে জানেন এবং সকলেই আমাকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।"

পিতা বলিলেন, "আপনার গুণপনা সম্বন্ধে এখন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ফল দেখিয়াই জানা যাইবে। আপনাদের এই ব্যবসায়ের বড়ই দুর্ণাম সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়।"

লোকটি উত্তর করিল, "আমাদের এই ব্যবসায়ভুক্ত সাধারণ লোকের চরিত্র সম্বন্ধে মহাশয়ের জ্ঞান আছে দেখিতেছি। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে মহাশয় যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে অবিলম্বেই বুঝিতে পারিবেন যে, দালালদিগের মধ্যে সৎ লোক আছে। আমি জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সততার পথই উন্নতির শ্রেষ্ঠ পথ; অসত্য ও মিথ্যার সাহায্যে সাময়িক হিত সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে পরিতাপ একেবারে অবধারিত।"

আমি বলিলাম, "ইহার অর্থ এই যে আপনি সততার পথ সৎ বলিয়া আশ্রয় করেন না; পার্থিব উন্নতির উপায় স্বরূপে আশ্রয় করেন। যাহা হউক, আপনার সহিত বাগাড়ম্বরে আর প্রয়োজন নাই; বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এই কোলাহলময় ও বহুজনসমাকীর্ণ নগরীর বাহিরে যাইতে হইবে।"

লোকটি আমার দিকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। খুব সম্ভবতঃ মনে মনে

ভাবিল যে, এই লোকগুলি অত্যন্ত চতুর, ইহাদের নিকট বিশেষরূপ সুবিধা হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার!

অতঃপর লোকটি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আপনারা কি কি জিনিস চাহেন? কাশ্মীরের শাল, কাশীর বুটিদার রেশমী কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য জিনিস পর্য্যন্ত যাহা চান বলুন, তাহাই পাইবেন।"

আমি বলিলাম, "প্রথমতঃ আমাদের কাশীর জিনিস চাই, রুমাল চাই, পাগড়ি চাই; আমাদের রাজদরবারে যাইতে হইবে, তাহার উপযুক্ত সাজসজ্জা সমস্ত চাই।"

দালাল তাহার গায়ের শালখানি কোমরে জড়াইয়া বলিল, "তবে অগ্রে তাহাই দেখিবেন আসুন; আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। একটু আমার উপর নজর রাখিয়া আসিবেন, আজকাল পথে বড়ই ভিড়। এই বলিয়া সে রাজপথে অবতরণ করিল এবং আমাদিগকে লইয়া সহরের কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া এক নির্জ্জন অন্ধকারময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এই গলির মধ্যে সে যে বাটির দ্বারদেশে দাঁড়াইল, বাহির হইতে দেখিলে সে বাড়িখানিকে অতি সামান্য বলিয়াই মনে হয়।

আমি পিতাকে মৃদুস্বরে বলিলাম "এই দালালটিকে ধরিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। আমরা যদি নিজে নিজে কোনও ধনি সওদাগরের খোঁজ করিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত।"

পিতা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, ধনবান সওদাগরেরা নিরাপদে থাকিবার জন্য অনেক সময়েই এইরূপ অন্ধকারময় গলির মধ্যে বাস করে। অন্যান্য সহরে সওদাগরেরা মূল্যবান দ্রব্যাদি যেমন প্রকাশ্যভাবে বাজারে বিক্রয় করে, এইসব স্থানে তাহা হয় না, কারণ এখানে রাজশাসন খুব ভাল নহে। দস্যুতস্করের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এইজন্য দালালের সাহায্য ব্যতীত বিদেশী লোকের পক্ষে ধনি সওদাগরের খোঁজ করা অসম্ভব।"

দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা সওদাগরের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন অত্যন্ত স্থূলকায় লোক বসিয়া রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে যে সওদাগরকে বিনাশ করিয়াছিলাম, দেখিলাম এই লোকগুলি দেখিতে ঠিক তাহারই মত। এই সাদৃশ্য দেখিয়া আমি হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলাম; যাহা হউক, তাহারা কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই, কারণ আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইলাম। সওদাগরেরা বড়ই নম্রভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। আমরা আসন গ্রহণ করিলে তাহারা একটির পর আর একটি গাঁটরি খুলিয়া আমাদের সমক্ষে অনেক জিনিস স্থাপন করিল। দেখিলাম তাহার দোকানে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান দ্রব্যের সীমা নাই। আমরা আমাদের প্রয়োজনমত কতকগুলি দ্রব্য বাছিয়া লইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া সেগুলির দাম জানিয়া আমি একখানি কাগজে তাহা লিখিয়া লইলাম।

তাহার পর বিনীতভাবে সওদাগরদিগকে বলিলাম যে, আজিকার মত এই জিনিসগুলি রাখুন; আমরাই এগুলি লইব। কল্য আমাদের টাকা কড়ি লইয়া যাইবার জন্য সওদাগরেরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল; দালাল আমাদের জামিন পর্য্যন্ত হইতে চাহিল। যাহা হউক, আমরা আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, জিনিস পত্রগুলি রাখিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

দালাল আমাদের সহিত চারমিণার পর্য্যন্ত আসিল। পিতা তাহাকে একটি টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়া বলিলেন যে, "আপনাকে আর আমাদের সহিত আসিতে হইবে না, আমরা এখান হইতে বাসা চিনিয়া যাইতে পারিব। কল্য প্রত্যূষে আপনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আমরা অতিথিশালার নিকটে রঘুনাথ দাস সওদাগরের বাড়ীতে আছি।"

দালাল চলিয়া গেলে পিতা বলিলেন, "যাহা হউক অনেক জিনিসের মূল্য ত বুঝিতে পারিলাম। তুমি হয়ত ভাল করিয়া দেখিয়া থাকিবে যে, আমাদের নিকট যে প্রকার জিনিস আছে, ঠিক সেই প্রকারের জিনিসেরই দাম আমি জানিয়া আসিয়াছি। উহারা যে দাম বলিল, আমরা যদি সেই দামে বেচিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনেক টাকাই পাইব। আমর বোধ হয় একটু পরিশ্রম করিলে বিক্রয় করাও বিশেষ কঠিন হইবে না।"

পরদিবস প্রাতঃকালে দালাল আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া একেবারে বলিলেন, "আপনি গোপনে কোন কার্য্য করিতে পারেন?" পিতার কথা শুনিয়া দালাল যেন চমকিত হইয়া উঠিল।

আমি দেখিলাম, ভয়ে যেন তাহার দাঁতে দাঁত লাগিতেছে; সে ভীতি-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আপনি আমার প্রভু, আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে পারি। আমি একজন অতি গরীব লোক, ভাল মন্দ আমি কিছুই জানি না হুজুর! আমি আপনাদেরই চরণাশ্রিত—" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে লোকটি দেখিল যে, পিতার মুখমণ্ডল রোষকষায়িত হইয়া অত্যন্ত বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। লোকটি কি ভাবিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; সে পুর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে ভূপতিত হইল।

পিতা তাহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "এ কি? তুমি যে একেবারে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি দেখিতেছি। তুমি এমন ভাবে মাটিতে পড়িয়া গেলে কেন? উঠ, উঠ। আমি তোমাকে কেবলমাত্র বলিয়াছি, তুমি কি গোপনে কোন কার্য্য করিতে পার, আর অমনি তুমি মনে করিলে, আমি বুঝি তোমার গলা কাটিতে আসিয়াছি?"

সে চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না হুজুর! না

খোদাবন্দ! ও কথা কেন বলিতেছেন? আমি একজন দরিদ্র হিন্দু, আমার গলা কাটিয়া আর হুজুরের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?"

পিতা বলিলেন, "না, আর সহ্য হয় না; এ লোকটা মশকের অপেক্ষাও দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রচেতা। দাও, ইহাকে লাথি মারিয়া রাস্তায় তাড়াইয়া দাও! আর ঐ চটিজুতা লইয়া উহার মুখে বেশ করিয়া ঘা কতক লাগাও। দাও, উহাকে তাড়াইয়া দাও। উহার দ্বারা আমাদের কার্য্য হইবে না, আরও অনেক দালাল পাওয়া যাইবে।"

লোকটি বলিল "মহাশয়! আমায় মার্জ্জনা করুন।" বোধ হয় পিতা যে বলিলেন, আরও অনেক দালাল পাওয়া যাইবে, এই কথা শুনিয়া লোকটার মনে কিছু ভরসা হইল। সে বুঝিল, দালালে করে না, বা করিতে পারে না, এমন কোন কার্য্যের ভার তাহার উপর দেওয়া হইবে না। সে বলিল, "হুজুর! খোদাবন্দ! আমার মূর্খতা মার্জ্জনা করুন। আপনার রোষকষায়িত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমার প্রথমে বড়ই ভয় হইয়াছিল, এই জন্যই আমি এরূপ ভীরুতা প্রকাশ করিয়াছি। এখন আবার আপনার মুখে হাসি দেখিয়া আমার ভয় কাটিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার কোনরূপ ক্ষতি করা হুজুরের অভিপ্রায় নহে।"

পিতা বলিলেন, "ক্ষতি! তোমার মত সামান্য একজন দরিদ্র লোকের আমরা ক্ষতি করিতে যাইব কেন? আচ্ছা তুমি যদি আমাদের কথা শুনিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছুক থাক, তাহা হইলে এই স্থানে উপবেশন কর, আমি যাহা বলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

দালাল কহিল, "হুজুর! আদেশ করুন, আমি খুব গোপনে কার্য্য করিতে পারিব।"

পিতা তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "যদি না পার, তোমার দুর্ভাগ্য। তবে শ্রবণ কর। আমি একজন সওদাগর; এই নগরে আমি পূর্ব্বে কখন আসি নাই। দিল্লীতে অবস্থানকালে শুনিলাম যে, কল্য আমরা যে প্রকারের সব জিনিস দেখিয়া আসিয়াছি, ঐ প্রকারের জিনিস এখানে আনিতে পারিলে বেশ বিক্রয় হয়। সেই কথা শুনিয়া আমি অনেক জিনিস পত্র লইয়া আসিয়াছি। এখানে ঐ সব জিনিসের দর কি তাহা আমি জানিতাম না, সেই জন্যই কল্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ সব জিনিসের দাম জানিতে গিয়াছিলাম। এখানকার বাজার দর জানিয়া তদনুসারে আমাকে আমার জিনিসগুলি বিক্রয় করিতে হইবে। এখন কথা এই যে, তুমি আমার ঐ সব জিনিস পত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পার কি?"

দালাল সানন্দচিত্তে বলিল, "খুব পারি, খুব পারি; কেন পারিব না? নিশ্চয়ই পারি। এতো অতি সহজ কার্য্য। তবে হুজুর আমার যাহা প্রাপ্য—"

পিতা বলিলেন, "তুমি শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া দালালি পাইবে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে ত ?"

দালাল উত্তর করিল, "খুব, খুব। এ আপনার মহানুভবতার পরিচায়ক, আপনি খুব ভাল দালালির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে এখন একবার আপনার জিনিসগুলি আমাকে দেখাইতে হইবে।"

পিতা বলিলেন, "নিশ্চয়। জিনিসপত্র দেখিবে বৈ কি ? আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া পিতা যে প্রকোষ্ঠের মধ্যে থরে থরে দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত ছিল, দালালকে লইয়া সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দালাল একে একে জিনিসগুলি দেখিয়া বলিল, "আপনার নিকট ত অনেক জিনিসই রহিয়াছে, সমস্ত দ্রব্যই এখানে বিক্রয় হইতে পারে, তবে শীঘ্র শীঘ্র হইবে না; সমস্ত জিনিস বিক্রয় করিতে হইলে আপনাকে এখানে কিছু দিন থাকিতে হইবে।"

পিতা বলিলেন, "সে এখন যাহা হয় হইবে। যদি সমস্ত এখানে বিক্রয় করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাকে অবশিষ্ট জিনিস লইয়া পুণায় যাইতে হইবে।"

লোকটি বলিল, "আচ্ছা, আপনার নিকট যত জিনিস আছে, সমস্ত জিনিসের একটা তালিকা করা যাউক; কল্যই আমি আপনাকে জানাইতে পারিব, এখানে কি কতদূর হইতে পারে। এখন আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না, কারণ এই তালিকা লইয়া আমাকে সমস্ত ব্যবসাদারের বাড়ী যাইতে হইবে।"

পিতা বলিলেন, "যাহা করিতে হয়, শীঘ্র শীঘ্র কর; আর তোমার খরচ পত্রের জন্য এই দশটি টাকা লইয়া যাও। এখন আর এখানে বসিয়া থাকিওনা। চারিদিকে চেষ্টা কর, আমি কল্য আবার ঠিক এই সময়ে তোমাকে দেখিতে চাই।"

লোকটি অসংখ্যবার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

পিতা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এরকম ভীরু লঘুচিত্ত লোক তুমি বোধ হয় আর কখনও দেখ নাই। উহার নিকট দু'কড়া কড়ি থাকিলেই আমি উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিতাম।"

আমি বলিলাম, "যাক্, উহার কথা আর ভাবিয়া কি হইবে ? কিন্তু আপনি উহাকে যে পরিমাণ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে টাকা বোধ হয় উহাকে সমস্ত দিবেন না।"

পিতা বলিলেন, "তাই কখন দেয় ? উহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইলে শেষকালে লোকটাকে কি করা যাইবে, বুঝিতেছ ত ?"

আমি বলিলাম, "বেশ বুঝিতেছি; উহার ভার আমার উপর রহিল।"

এদিকের কার্য্যকর্ম্ম করিয়া আমি জোরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আহা! জোরার কি সরল চিত্ত! তাহার সমস্তই মধুময়। হায়দরাবাদে উপনীত হইয়া অবধি জোরা তাহার আত্মীয়স্বজনবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। আমি একথা সেকথা বলিয়া, নানারূপ ওজর আপত্তি করিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন দেখিলাম, আর তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। আমার এক একবার এমন মনে হইতেছিল যে, এ দলে থাকিয়া আর কি করিব? দল ছাড়িয়া জোরার সহিত পলাইয়া যাই। জোরার প্রতি তখন আমার প্রাণের টান এতই প্রবল যে, আমি যদি একবার সাহস করিয়া জোরাকে আমার অভিপ্রায় জানাইতে পারিতাম, এবং জোরা যদি আমার কথায় সম্মত হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আমার পিতা, বন্ধুগণ ও ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জোরার সহিত পলাইয়া যাইতাম!"

এই স্থানে আমির আলি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আহা, সে সময় যদি জোরার সহিত পলাইয়া যাইতাম, তাহা হইলে কি আমার জীবনের পরিণাম এরূপ শোচনীয় হইত? তাহা হইলে কি আর আমাকে আজ বন্দীভাবে এই লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইত? তাহা হইলে কি আর আজ এই প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইত? ওঃ, কি কষ্ট! এই কারাক্লেশ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে বরণীয়। এই দুর্ব্বহ, যন্ত্রণাকর জীবন আর যাইতে চাহে না! আজ জীবনের অপরাহ্ণ কালে মনে হইতেছে, সে সময় যদি জোরার সহিত পলায়ন করিতাম, তাহা হইলে জীবন সহস্রগুণে সুখকর হইত! তখন পলায়ন করিলে আরও সহস্রবিধ পাপাচরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম! আমার দেহ সৈনিক পুরুষের ন্যায় উন্নত ও বলিষ্ঠ ছিল; সাহসের সীমা ছিল না, অস্ত্রচালনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলাম; সে সময় পলায়ন করিলে আমি অনায়াসে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম পাইতাম। তাহা হইলে এতদিন হয় একটা সৈন্যাধ্যক্ষের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসম্ভ্রমে দিন যাপন করিতাম, নতুবা এত দিনে কোনও সংগ্রামক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে বীরের মত দেহপাত করিয়া এই মরজীবন ধন্য ও পবিত্র করিতে পারিতাম! কিন্তু আমার অদৃষ্ট-ফলকে এরূপ লিপি লিখিত হয় নাই; বিধাতার যাহা বিধান, তাহাই ঘটিয়াছে; অদৃষ্টের লিপি অখণ্ডনীয়। আমি যাহা হইবার তাহাই হইয়াছি, জীবন একটা দারুণ অভিশাপের মত হইয়াছে! যাহার সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

জোরা এখন আমার কথা আর বড় একটা চিন্তা করিত না। সে তাহার মাতা, ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সতত ভাবিত। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে অতীব করুণকণ্ঠে অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য আমায় ধরিয়া বসিল। সে বলিল, "আমি অধিক দিন তথায় থাকিব না, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, কেবল একবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা। সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। তাহারা আমার আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, আমাকে পাইলে তাহারা

অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। তুমি আমাকে সেই দুর্বৃত্ত নবাবের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছ, একথা শুনিলে তাহারা তোমাকেও অভ্যর্থনা করিয়া পরম সমাদরে লইয়া যাইবে। তাহাদের সহিত একবার দেখা করিয়া আমি পুনরায় তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব, তাহার পর আর আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না।"

আমি বলিলাম, "হায় জোরা! তোমাকে আর কি বলিব? তুমি কি চাহিতেছ, তাহা তুমি জান না। তুমি কি মনে কর তোমার মাতা ও ভগিনী তোমাকে অনায়াসে ছাড়িয়া দিবে?

জোরা উত্তর করিল "না, প্রিয়তম! তুমি আমাকে বড়ই নির্দ্দয় কথা বলিতেছ। তুমি ঠিক জানিও আমি তোমাকে কখনই বঞ্চিত করিতে পারিব না। আমি নিঃশ্বাস ফেলিতেছি, একথা যেমন সত্য, জানিও তেমনি সত্যভাবে আমার এ জীবন যৌবন তোমার চরণে বিক্রীত হইয়াছে। অতএব তোমার পায়ে ধরি, তুমি একবার আমাকে বিদায় দাও, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব, আবার আসিয়া তোমায় আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইব।"

আমি দুঃখিতস্বরে উত্তর করিলাম, আচ্ছা তাহাই হউক।" কথাটা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে কি যেন কেন একটা দারুণ উদাস ভাবের উদয় হইল। আমার মনে হইল, আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। ইহাই আমাদের চির বিচ্ছেদ। আবার ম্লানস্বরে বলিলাম, "তবে, যাও। তুমি যদি আসিতে না পার, তবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমিই তোমার নিকট যাইব।

একখানি ঢাকা দেওয়া স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী শকট ভাড়া করিয়া আনা হইল। শকট-চালককে দু'এক কথা জোরা বলিতে বলিতেই সে গন্তব্য স্থান বুঝিতে পারিল। তখন জোরা হর্ষোৎফুল্ল মুখে শকটে আরোহণ করিল, তাহার বৃদ্ধা দাসীও তাহার সহিত চলিল, প্রহরীস্বরূপে আমি দুই জন লোককে সঙ্গে দিলাম।

আমার প্রেরিত লোক দুইটি জোরাকে রাখিয়া যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই সংবাদ পাইলাম না। কেবল এই মাত্র জানিলাম যে, জোরা গৃহে উপস্থিত হইলে তথায় এক আনন্দের মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সন্ধ্যার সময়ও জোরা ফিরিয়া আসিল না। আমি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম; আমার প্রেরিত সেই লোক দুইটির মধ্যে একজনকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে জোরার গৃহাভিমুখে গমন করিলাম

চারমিনারের নিম্ন দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে, সেই রাস্তার পার্শ্বে এক স্থানে একটি ফোয়ারা আছে। জোরার বাড়ী, ঠিক সেই ফোয়ারাটির সম্মুখে অবস্থিত। আমরা গতকল্য ঠিক এই রাস্তা দিয়াই গিয়াছিলাম। আমি অনায়াসেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জোরা, তাহার

মাতা ও তাহার ভগিনী একত্রে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিবামাত্র তাহারা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জোরা আমাকে দেখিবামাত্র উচৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে আপনি আসিয়াছেন!" এই বলিয়া জোরা আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। অতঃপর তাহার মাতার প্রতি চাহিয়া বলিল "এই দেখ মা, তিনি আসিয়াছেন। দেখ, আমি বলি নাই তিনি যেমন সাহসী, তেমনি সুপুরুষ।"

জোরার বৃদ্ধা মাতা সস্নেহে আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। জোরার ভগিনী আমার সহিত বেশ সরলভাবে ব্যবহার করিল না। আমি যদি আর একটু কম সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সে বোধ হয় আরও ভদ্রভাবে ব্যবহার করিত। জোরা আমার মত সুপুরুষ যুবক প্রেমিক লাভ করিয়াছে, ইহা বোধ হয় তাহার সহ্য হইল না।

জোরার শোকে মুহ্যমান হওয়ার পূর্ব্বে জোরার মাতার শারীরিক অবস্থা কিরূপ ছিল বলিতে পারি না, এখন দেখিলাম তাহার মত স্ত্রীলোকের স্থূলদেহ আমি কখনও দেখি নাই। যৌবনকালে সুন্দরী বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত আমি নানাপ্রকার গল্প গুজবে তাহাদের সহিত অতিবাহন করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া আমি সেই স্থানেই মাদুর বিছাইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম।

জোরার মাতা বলিল, "উনি খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেখিতেছি। যৌবন কালে এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া বড়ই ভাল। আমাদের দক্ষিণাপথে এরূপ যুবক বড় একটা দেখা যায় না; হিন্দুস্থানের লোকেরা খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ।"

অতঃপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহারা সকলে একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিল। বলিল "সে কি কথা? আপনি আমাদের এখানে কিছু আহার না করিয়াই যাইবেন? ইহা কি কখন হইতে পারে।"

অগত্যা আমায় আরও কিছুক্ষণ থাকিতে হইল। আহারাদি প্রস্তুত হইলে আমাকে ভোজন-গৃহে লইয়া গেল; সেদিন মহরম উৎসবের নবম দিন। সেদিন হায়দরাবাদে নাল সাহেবের শোভাযাত্রা একটি বিশেষরূপে দর্শনীয় বস্তু। পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারক যখন মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন, সেই সময়ে তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই ঘোড়ার পায়ের একটি 'নাল,' অদ্য মহা-সমারোহে বাহির করা হইবে। আমি মনে করিলাম, এখানে থাকিয়া যদি এ দৃশ্য না দেখিয়া যাই, তবে, আমার নিতান্তই দুরদৃষ্ট। জোরা আমাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া থাকিবার জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিল। আমি আর জোরার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গে যে প্রহরী আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আমার অশ্বটিকে শিবিরে পাঠাইয়া দিলাম। পিতাকে বলিয়া

পাঠাইলাম যে, অদ্য রাত্রিতে আর ফিরিতে পারিব না। এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া আমোদ আহ্লাদে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে জোরা যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, তখন আমার মনেও হয় নাই যে অদ্য রাত্রি এত সুখে যাপন করিতে পারিব।

আহারাদি অতি উত্তমরূপ হইল। বৃদ্ধার ন্যায় পাচিকা বড় একটা দেখা যায় না। বিবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন, বিচিত্র প্রকারের পলান্ন, নানা জাতীয় মিষ্টান্ন। এমন খাদ্য আমি জীবনে কখনও খাই নাই। আহারের পর ফিরিঙ্গিদের নিকট হইতে ক্রীত অতীব সুপেয় মদ্য পান করিতে দিয়া বৃদ্ধা বলিল "ইহা মদ্য নহে, ইহা সরবৎ মাত্র; স্বয়ং সেকান্দর সা'র হুজুরে ইহার ব্যবহার হয়, আমাদের ধর্ম্মে ইহা পান করিতে নিষেধ নাই।"

মদ্য পান করিয়া মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হইল, তাহার পব বৃদ্ধা তাহার নিজের হুঁকায় আমাকে ধূমপান করিতে দিল। আমি তখন স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

অতঃপর জোরা বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় মন মুগ্ধ করিয়া কহিল, "আমি যখন বন্দীদশায় ছিলাম, তখন তুমি আমার গান শুনিয়াছ; আর দিবসের পর্য্যটনের পর সন্ধ্যার সময় শিবিরে দু'একদিন শুনিয়াছ। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বেশ প্রাণ খুলিয়া তোমাকে একদিন গান শুনাইতে পারি নাই। আজ আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে, আজ আর আমার উল্লাসের সীমা নাই। আজ তোমাকে গান শুনাইব। এখন মহরমের সময় গান করা নিষিদ্ধ; আশা করি, আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অদ্য আমরা দুই ভগিনীতে তোমাকে গান শুনাইব।"

শীঘ্রই একটি সারঙ্গ আনীত হইল। জোরার ভগিনী যন্ত্রের সুর বাঁধিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ দুই একটি মনোহর গৎ বাজাইল। তদনন্তর জোরা গান ধরিল। এমন গান জোরার নিকট পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, আমার হৃদয় মধ্যে জোরার সেই অপ্সরাবিনিন্দিত কণ্ঠের স্বরলহরী প্রবেশ করিল, আমার প্রাণ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় নাচিতে লাগিল। জোরার ভগিনীও বড়ই নিপুণভাবে সারঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ গান হওয়ার পর শোভা-যাত্রা বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। ঢক্কা নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া আসিল, আর গান করা হইল না।

জোরার ভগিনীর নাম জেনাৎ। সে জানালা দিয়া একবার রাজপথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল ও আমাদের ডাকিয়া বলিল, "কি মনোহর দৃশ্য; শোভাযাত্রা আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।"

প ঞ্চ দ শ প রি চ্ছে দ

মহররমের নবম রাত্রি—আমির আলির স্বপ্নভঙ্গ

জেনাৎ-এর কৌতূহলপূর্ণ আহ্বানধ্বনি বাতয়নাভিমুখে আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিল। জেনাৎ কহিল "শীঘ্র শীঘ্র আইস, বিলম্ব করিলে দেখিতে পাইবে না; এখনও তাহারা চারমিণারের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম; অতি অপূর্ব্ব ও মনোহর দৃশ্য! শোভাযাত্রার পুরোদেশে শত শত লোক 'পঞ্জা' লইয়া যাইতেছে; তাহারা সকলেই অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত, শত শত উজ্জ্বল মশালের আলোকে তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র ঝলসিত হইতেছে। তাহার পর একদল লোক 'আফ্‌তাব' লইয়া যাই-তেছে, স্বর্ণ রৌপ্যের পাত দিয়া ইহা নির্ম্মিত, চারিদিকে স্বুবর্ণখচিত ঝালর দোদুল্যমান; ঝালর কাঁপিতেছে, আর স্বর্ণরৌপ্যের কারুকার্য্য ঝল্‌মল্ করিতেছে! শোভাযাত্রা তখন চারমিনারের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। চাহিয়া দেখিলাম, চারমিণারের শোভা সমস্ত শোভাকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

শোভাযাত্রার প্রথম সম্প্রদায় দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল, পুনরায় সমস্ত অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া গেল। হঠাৎ আলোকসমূহ অন্তর্হিত হওয়ায় অন্ধকার অধি-কতর ঘনীভূত হইল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, প্রথমতঃ চারমিণার আদৌ দেখিতে পাইতেছিলাম না, ক্রমশঃ চক্ষু অন্ধকারে কিয়ৎপরিমাণে অভ্যস্ত হইলে চারমিণারের সৌম্যমূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে নয়ন-পথে ভাসিয়া উঠিল। তখন আবার আর এক রূপ, অস্ফুট ও ছায়াময়; যেন কোন বিশালকায় দৈত্য স্থলেমান ইবন্ দায়ুদের মত কোন মহাপুরুষের মন্ত্রশক্তিতে পরাভূত হইয়া বন্দীদশায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যে অন্য এক সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল, আবার সমগ্র স্থান আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিল, আবার চারমিণার সমস্ত অঙ্গে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া যেন সদর্পে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

আবার আমি মুগ্ধ হইলাম। জেনাৎ তখন চলিয়া গিয়াছে। আমি ও জোরা উভয়ে বাতায়নে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছি, জোরার শিরীষপেলব কণ্ঠ আমার বাহুবেষ্টনে বদ্ধ জোরা সোহাগ ভরে আমার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। আমরা পরস্পর প্রাণময় প্রেমকথায় পরস্পরের হৃদয় স্বপ্নবিজড়িত করিতেছি।

দীর্ঘকাল এইভাবে উভয়ে একত্র বসিয়া রহিলাম, সময় অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল; কতক্ষণ যে এইভাবে কাটাইলাম, তাহা বলিতে পারি না।

হঠাৎ জোরা বলিল, "দেখ, দেখ, নিচে অনেক লোক জমিয়াছে; তাহারা একে একে মশাল জ্বালিতেছে, এইবার 'নাল্ সাহেবের' শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

নিচে যে এত লোক জমিয়াছে, তাহা আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কেবলমাত্র মনুষ্য কণ্ঠের অস্পষ্টভাবে কথা শুনিতে পাইতেছিলাম। একটির পর একটি করিয়া মশালসমূহ প্রজ্জ্বলিত হইলে নিম্নে চাহিয়া দেখিলাম, একেবারে জনসমুদ্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় অপেক্ষা বর্ত্তমান সম্প্রদায়ে লোক সংখ্যা অনেক অধিক; এবারে সহস্র সহস্র লোক। আমরা উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন এই বিশাল জনতা নগর ভ্রমণে বাহির হইবে।

হস্তীসমূহের মধ্যে একটি হস্তী বিশেষরূপে আমার চিত্তাকর্ষণ করিল। হস্তীটি দেখিতে যেন ঐরাবতের বংশধর। পুর্ব্বে রৌপ্যনির্ম্মিত হাওদা, হাওদার উপর চারিটি সুবেশ-সজ্জিত বালক বসিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে অনেকগুলি অনুচর, দেখিয়াই বুঝিলাম এই বালক চারিটি উচ্চবংশসম্ভূত। হস্তীটি যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; এই সমস্ত আলোকমালা, কি এই গোলযোগ অথবা এই বিশাল জনতা, কি যে তাহার উত্তেজনার কারণ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; একবার মনে হইল বোধ হয় মদমত্ত হইয়াছে, মাহুত আর কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, বার বার নির্দ্দয়ভাবে ও সজোরে তাহার মস্তকে অঙ্কুশাঘাত করিতেছে, আহত হইয়া তাহার বিশাল শুণ্ড আকাশে উত্তোলন করিয়া পুনঃ পুনঃ সজোরে গর্জ্জন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, মাহুত উত্যক্ত হইয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী জনমণ্ডলী অঙ্কুশাঘাত করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। হস্তী আরও উগ্র হইয়া উঠিল, মাহুত কাহারও কথা না শুনিয়া আরও জোরে জোরে অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইল, বুঝিলাম ভীষণ দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। পরিশেষে দৈব দুর্যোগে একটি মশালের জ্বলন্ত অগ্রভাগ অকস্মাৎ হস্তীর পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। মত্তহস্তী যন্ত্রণায় একেবারে ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল, ভীষণ যন্ত্রনায় ভীমভৈরব নিনাদে হুঙ্কার করত উর্দ্ধে শুণ্ড তুলিয়া জনতা ভেদ করিয়া সবেগে ধাবিত হইল।

হায় আল্লা! সহসা কি ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল। শত শত ব্যক্তি ক্ষিপ্তহস্তীর সাংঘাতিক কবল হইতে প্রাণপণ বেগে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভয়াবহ জনতা ভেদ করিয়া পলাইতে পারিতেছে না, কেহ কাহারও ঘাড়ে পড়িতেছে তাহার উপর আবার আর একজন পড়িতেছে, এইরূপে স্তূপাকারে লোকের উপর লোক পড়িয়াছে। সে বীভৎস দৃশ্য অবর্ণনীয়! করুণ ক্রন্দনে ও ভীতিপুর্ণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মত্তহস্তী জনতা ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিকে অসংখ্য

লোককে ভূপতিত করিয়া দু এক পদ অগ্রসরও হইল, কিন্তু সেই জনতার দুর্ভেদ্য নিবিড়তা-নিবন্ধন সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। হস্তী আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সম্মুখবর্ত্তী একটি লোককে শুণ্ডে জড়াইয়া সহসা আকাশমণ্ডলে উত্থিত করিল, হতভাগ্য অসহায় হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কটিদেশে শুণ্ড জড়াইয়া লোকটিকে কিছুক্ষণ ঘুরাইয়া মাটিতে আছাড় মারিল, লোকটির হাড়সমূহ চূর্ণ হইয়া গেল, হস্তীর প্রচণ্ড ক্রোধ তাহাতেও প্রশমিত হইল না, তখন হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া তাহার দেহে পুনঃ পুনঃ দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আমি আর সে ভীষণ দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। আমার চক্ষু দুইটি আমার অজ্ঞাতসারে অন্য দিকে প্রত্যাবৃত হইল।

পুনর্ব্বার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, হস্তীর ক্রোধ যেন কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। দেখিলাম সে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; মুহূর্ত্তমধ্যে মাহুত হস্তীটিকে হাঁকাইয়া অন্যত্র লইয়া গেল। নিহত ব্যক্তির দেহ কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া একটি নিকটবর্ত্তী দোকানে লইয়া গেল। অল্পক্ষণ মধ্যে সমগ্র দৃশ্য আবার শান্তভাব ধারণ করিল।

সহসা "হাসান, হাসান, দীন, দীন" শব্দ সমগ্র জনতা হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। আমাদের কর্ণ একেবারে বধির হইয়া গেল। শুধু এই শব্দ নহে, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নাগরা বাজিয়া উঠিল। সহসা জনমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল, যে দ্বার দিয়া সেই পবিত্র বস্তু বাহির হইবে সকলেই সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সহস্র সহস্র সবুজ বর্ণের আলোকে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই পবিত্র আধার বাহির হইল। আমিও চারমিণারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম।

সহসা চারমিণারের ছাদ হইতে অসংখ্য হাউই 'হিস্ হিস্' শব্দ করিয়া আকাশতল আলোকিত করত উর্দ্ধে উঠিল; এক সঙ্গে সমস্তগুলি অতি উর্দ্ধে উঠিয়া সশব্দে ফাটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সবুজ বর্ণের আলোক-গোলক নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিল। বিশাল জনতা নিস্তব্ধভাবে আলোক গোলক-সমূহের অবরোহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শোভা-যাত্রার গতি আরম্ভ হইল।

তখন রাত্রি খুব বেশী হইয়াছে, শীতল বায়ুস্পর্শে বুঝিলাম, আর রাত্রিজাগরণ বিধেয় নহে, জেনাৎ ও তাহার মাতা বহুপূর্ব্বেই শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। আমি আমার প্রিয়তমা জোরাকে লইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম।

সাহেব। জোরার সহিত আমার একত্রবাসের সেই শেষরাত্রি! ওহো, এখনও সেই রাত্রির আনুপূর্ব্বিক স্মৃতি আমার মানসপটে উজ্জলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সে যেন এক স্বর্গরাজ্যের মধুর স্বপ্ন! তাহার পর বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতই সুখ দুঃখ এই জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,

কিন্তু সেই শেষ মিলন রাত্রির স্মৃতি যেমন স্পষ্ট ও উজ্জলভাবে আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিতেছে, এমন আর কোন ঘটনাই নহে। জীবনে অনেক দুঃ-সাহসিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, অনেক দুঃখভোগ করিয়াছি ; এ সমস্ত স্মৃতি যন্ত্রণাকর, ভাবিতে হৃদয় মধ্যে চিতানল জ্বলিয়া উঠে। সুখ যদি কোথাও থাকে, শান্তি যদি কোথাও থাকে, আনন্দ যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে সেই শেষ মিলন রজনীর স্মৃতিতে।

পরদিন প্রাতঃকালে জোরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন বাসায় ফিরিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলাম, সেই দৃশ্য এখনও স্পষ্টভাবে আমি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, মনে হইতেছে তাহা যেন এইমাত্র হইয়া গেল। সেই প্রেম-গদগদ বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মত্তমধুপঝঙ্কারবৎ—স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতধ্বনিবৎ—এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে। জোরা আমাকে কত অনুনয় করিয়া বলিয়া দিল যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসি ; জোরাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, আমার অনুপস্থিতি-নিবন্ধন তিনি কোনরূপ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন নাই। পিতা তখন একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে গম্ভীরভাবে বসিয়াছিলেন, দালাল মোহন দাস ও অন্য একজন লোক তাঁহার নিকট বসিয়াছিল। এই অপরিচিত নূতন লোকটির বেশভূষা ও আকার প্রকার দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনি একজন ধনশালী সম্ভ্রান্ত সওদাগর। ক্রমশঃ জানিলাম এই সওদাগর একটি সুবৃহৎ কারবারের একজন অংশী। ইহারা আমাদের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবেন, জিনিস পত্র দেখিয়া দাম দর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দালাল মোহন দাসের সহিত আসিয়াছেন। সমস্ত দ্রব্যাদি, মণিমুক্তা, তাঁহাদের দেখান হইল। সমস্তই তাঁহার পছন্দ হইল। একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আসিয়া দাম বলিবেন। এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মোহন দাস পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এখন দামের কথা। আপনি কত চাহেন ?"

পিতা বলিলেন, "এখানকার দরদাম তুমি ত আমা অপেক্ষা ভাল জান, তুমিই বল না কত দাম হইতে পারে ? কিন্তু একটি কথা মনে করিয়া রাখিও। যত অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারিবে তোমার ততই সুবিধা, তুমি অধিক দালালি পাইবে।"

দালাল উত্তর করিল, "আপনার সে বদান্যতাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি আমার বেশ স্মরণ আছে। আমার বোধ হয় কাপড় চোপড় গুলির দাম ষোল হাজার, আর মণিমুক্তা অলঙ্কার প্রভৃতির দাম দশ হাজার, একুনে এই ছাব্বিশ হাজার টাকা সমস্ত জিনিসের দাম। যাহা হউক, আপনি ত্রিশ হাজার টাকা চাহিবেন ; তাহা হইলে আমার ভরসা হয়, পঁচিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইবে।"

পিতা উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে মূল্য ত নিতান্ত অল্প হইল। আমার কিনিতেই প্রায় ঐ টাকা পড়িয়াছে। আমি যদি কিছু লাভ না পাই, তাহা হইলে এই সমস্ত বাহক ও প্রহরীর পারিশ্রমিক কোথা হইতে দিব? আমাকে সমস্ত জিনিসের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চাহিতে হইবে।"

দালাল কহিল, "বেশ ত; ইহাতে আর আমার ক্ষতি কি? আপনার জিনিসের দাম যত অধিক হইবে, আমার ত ততই লাভ। তবে আমার বিশ্বাস, আমি যে দাম বলিয়াছি, তাহার অধিক আপনি পাইবেন না। আর এক কথা। আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া আমার উপর ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনার কিছুতেই লোকসান হইবে না, আপনি ঠিক ন্যায্য দাম পাইবেন।"

পিতা উত্তর করিলেন "বেশ, তোমার উপরেই ভার দিলাম। কিন্তু মনে রাখিও যে, পঁচিশ হাজার টাকার এক ক্রান্তি কমেও আমি মাল ছাড়িতে পারিব না।"

দালাল বলিল "বেশ, আমি আপনার আদেশ মতই কার্য্য করিব।"

পিতা বলিলেন, "যাও, কিন্তু দেখিও যেন অধিক বিলম্ব না হয়।"

মধ্যাহ্নকালে দালাল ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, তাহার মুখ বড়ই আনন্দপূর্ণ।

যথাবিধি সেলাম করিয়া সে পিতাকে বলিল, "ওঃ! আপনি খুব ভাগ্যবান্ লোক। আপনার শুভাদৃষ্টবশতঃ খুব বেশী দর হইয়াছে। আমি সমস্ত জিনিসের ত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা দাম জোগার করিয়াছি। দরদস্তর লইয়া আমাদের অনেক বাদানুবাদ হইল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর নারায়ণের কৃপায় আপনার দাসের জয় হইয়াছে। এই দেখুন, সওদাগরের স্বীকার-পত্রী।"

স্বীকার-পত্রী খানি হস্তে লইয়া পিতা দেখিলেন, যেন তিনি পড়িতেছেন। আমি নিকটে ছিলাম, তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। স্বীকার-পত্রী হিন্দী অক্ষরে লিখিত। আমি জানিতাম, পিতা হিন্দী অক্ষর কি অন্য অক্ষর কিছুই জানিতেন না। লেখাপড়া আমার পিতা কিছুই জানিতেন না।

পিতা তদনন্তর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বেশ, অতি উত্তম কথা। এ টাকা আমি কি প্রকারে পাইব?"

দালাল বলিল, "টাকা দেওয়া সম্বন্ধে সওদাগরের কোনই আপত্তি নাই, আপনি যেরূপ প্রস্তাব করিবেন, যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাতেই তিনি সম্মত। নগদ টাকা বা হুণ্ডি, যাহা লইবেন, তাহাই পাইবেন। তবে এই সব বিক্রয় ছয়মাস ধরে হয়, কাজেই এই ছয়মাসের সুদ এই টাকা হইতে বাদ যাইবে।"

"আর যদি হুণ্ডি লই, তাহা হইলে যতদিন হুণ্ডি না ভাঙ্গাইব, ততদিনের সুদ বাদ যাইবে না?"

"নিশ্চয়ই।"

পিতা বলিলেন "বেশ, তাহা হইলে কথা ঠিক; আপনি সওদাগরকে লইয়া

আসুন। অন্যান্য ব্যবস্থা তাঁহার সঙ্গেই হইবে, আর তাঁহার যখন ইচ্ছা মাল পত্র লইয়া যাইতে পারেন।"

দালাল পুনরায় চলিয়া গেল।

সহসা কোলাহল শ্রবণে বুঝিলাম যে, মহরমের তাজিয়াগুলি সেইদিকে লইয়া আসিতেছে। আমাদের বাসা হইতে নদী অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এখন তাজিয়াগুলিকে সেই নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। আমি পিতাকে কহিলাম যে, "দালাল ত এখন গেল, তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে ; আমরা আর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি করিব ? তদপেক্ষা আমাদের অশ্ব সজ্জিত করিতে বলুন, আমরা নদী তীরে তাজিয়া দেখিয়া আসি।"

আমার প্রস্তাবে পিতা সম্মত হইলেন। অশ্ব আনীত হইলে আমরা নদীতটে উপস্থিত হইলাম। তখন নদীতে অধিক জল ছিল না। অসংখ্য তাজিয়া তথায় আনীত হইয়াছে, লোকও অনেক জমিয়াছে। যদিও গত রজনীতে যে শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান দৃশ্য তত অধিক নহে, তাহা হইলেও বর্ত্তমান জনতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বা উপেক্ষনীয় নহে। তাজিয়াগুলি জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইলে পর, আমরা নিকটবর্ত্তী এক মসজিদে উপাসনার জন্য গমন করিলাম।

উপাসনার পর আমি পিতাকে বলিলাম, "এখন আমাকে জোরার নিকট যাইতে হইবে, সম্ভবতঃ রাত্রিতে আর ফিরিতে পারিব না। পিতা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, কল্য অতি প্রত্যুষে যেন আমি ফিরিয়া আসি, কারণ প্রাতঃকালে জিনিসপত্র বিক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য সমাধা হইবে।

অশ্বারোহণে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পথ প্রায় জনশূন্য ও নিস্তব্ধ। যথাসময়ে জোরার গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম ও আমার নাম একজন লোকের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলাম। বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, আমার নাম শুনিবামাত্র জোরা সাগ্রহে আসিয়া পরম সমাদরে আমাকে ভিতরে লইয়া যাইবে, আবার সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। কিছুক্ষণ পরে, আমি যে ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম, সে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, "জোরার মাতাকে আপনার কথা জানাইলে তিনি আপনাকে সেলাম জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা এক্ষণে কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। আমি পুনরায় তাঁহাকে বলায় তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিলেন ও আপনাকে বলিতে বলিয়া দিলেন যে, আপনি যেন আর জোরার কথা মনে না করেন। জোরাকে ভুলিয়া যাওয়াই এক্ষণে আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ তাহার সঙ্গে আপনার আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি ভৃত্যের মুখে জোরার মাতার এই সমস্ত কথা শুনিয়া যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম, অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "এই সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছে? আচ্ছা দেখি, আমি জোর করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি কি না?" এই বলিয়া আমি সজোরে দুয়ারে ধাক্কা দিলাম। বহির্দ্বার তৎপূর্ব্বেই ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করা হইয়াছিল। পথের দিকের দু একটি জানালা—আমি যখন আসিয়াছিলাম তখন— উন্মুক্ত ছিল; সেগুলিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে দ্বার ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমি জোরার নাম ধরিয়া সজোরে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলাম। এত চীৎকার করিলাম, এত মিনতি করিলাম, সমস্তই নিস্ফল হইল। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। নিরাশ হৃদয়ে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। আমার আচরণ দর্শন করিয়া কয়েকজন লোক তথায় আসিয়া সমবেত হইল। একজন বলিল, "হায় হতভাগ্য যুবক। বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।"

তাহাদের কথা শুনিয়া আমার বড়ই লজ্জা হইল; কিন্তু লজ্জা অধিক্ষণ রহিল না, আমি ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিরুপায় হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কত বুদ্ধিই মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মনঃপুত হইল না; মনে হইল সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই বঞ্চনা! প্রাতঃকালে যখন গাত্রোত্থান করিলাম, তখন শরীর অত্যন্ত অসুস্থ; কেবল একটিমাত্র আশার কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম, যদি কোন প্রকারে জোরার সেই বৃদ্ধা দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কিছু উপায় হইতে পারে। কারণ, সে ভাল লোক। একজন লোককে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বদ্রীনাথের আত্মকথা—দালালের চৈতন্যপ্রাপ্তি

আজ তিন দিন যাবৎ বদ্রীনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, বদ্রীনাথ আমাদের বাসায় ছিল না; সে তাহার দলস্থ লোকগুলিকে লইয়া সরাইয়ে থাকিত। ভাবিলাম, বদ্রীনাথ নিশ্চয়ই আমার এই অবহেলার জন্য বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া বদ্রীনাথের নিকট গমন করিলাম।

বদ্রীনাথ আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি? যাহা হউক শেষে আপনি আসিয়াছেন। আপনি তিন দিন কি করিতেছিলেন? আমি তিন দিন সর্ব্বদাই আপনার কথা ভাবিতেছি।"

আমি বলিলাম "আমার নিজের কথা পরে বর্ণনা করিব, তুমি এ তিন দিন কি করিতেছ অগ্রে বল?

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "ভাল তাহাই বলি। প্রথমতঃ স্থানীয় অনেকগুলি দেবালয়ে আমি পূজা করিয়া আসিয়াছি; দ্বিতীয়তঃ মহরমের মহা-সমারোহ দেখিলাম ও আমোদ করিলাম, আর তৃতীয়তঃ সাতজন লোককে যমরাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে।"

আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "সাতজনকে হত্যা করিয়াছ? কি আশ্চর্য্য! এখানে বসিয়া সাতজন লোককে হত্যা করিলে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "জমাদার সাহেব! এ অতি সহজ কথা, অতি অনায়াস-সাধ্য কার্য্য। দেখিতেছেন না, এখানে প্রত্যহ কত নূতন নূতন পথিক আসিতেছে, কত পথিক চলিয়া যাইতেছে। দুই একজন লোকের সহিত ভাব করিয়া, তাহাদের পথের সহচর হওয়া কিছু কঠিন কার্য্য নহে। আমার বোধ হয়, এই সরাইয়ে বসিয়া একজন ঠগী চিরকাল ভদ্রলোকের মত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। এখানকার লোকগুলি আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বড়ই ভাল, সন্দেহ করা কাহাকে বলে মোটেই জানে না। আর আপনাকে পুর্ব্বেই রামায়ণের কথা বলিয়াছি। হনুমানজির কৃপায় এ দেশে পাহাড় পর্ব্বতেরও অভাব নাই, নগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রাজপথসমূহ নিবিড়-অরণ্য-সমাবৃত। হত্যা করিবার পক্ষে এমন সুন্দর স্থান আর নাই।"

আমি বলিলাম "তাজ্জব ব্যাপার! সে লোকগুলি কে?

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার মোটেই নহে। যাহা হউক, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। প্রথম লোকটি একজন বেণিয়া, সে এখান হইতে বীদার যাইতেছিল, আমরা তাহার সঙ্গ লইয়া গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। সেই খানেই তাহার কার্য্য শেষ করিলাম। তাহার নিকট নগদ সত্তর টাকা আর কয়েকখণ্ড স্বর্ণ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বারে দুইজন লোক, তাহারা সস্ত্রীক কুরুন্ডুল বলিয়া একটা জায়গায় যাইতেছিল। এই কুরুন্ডুল কোথায় তাহা ভগবানই জানেন। তবে এখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে হয়, এই পর্য্যন্ত জানি। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ঘনসন্নিবিষ্ট পাহাড়সমূহের নিকটে তাহাদের মৃতদেহ ফেলিয়া আসিলাম।"

আমি বলিলাম "বড় অন্যায় হইয়াছে, তাহাদের মৃতদেহগুলি পুঁতিয়া ফেলা উচিত ছিল।"

বদ্রীনাথ বলিল, "না না; কিছুই অন্যায় হয় নাই। তাহারা কোথায় গেল, তাহাদের কি হইল, এ খবর আবার কে লইতে যাইতেছে? আর তদ্ব্যতীত আমাদের সময়ও ছিল না। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল। ভাবিলাম, যদি কেহ দেখিতে পায়। এই লোকগুলির নিকট নগদ কিঞ্চিদধিক দুইশত টাকা আর দুইটি টাট্টু ঘোড়া পাওয়া গেল। ঘোড়া দুইটি সহরে আনিয়া ত্রিশ টাকায় বিক্রয় করিলাম।

আমি বলিলাম "এই ত হইল পাঁচজন। আর দুই জন?" আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, তথা হইতে অতি অল্পদূরে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। বদ্রীনাথ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আর দুইজন ঐ দূরে মৃত্তিকার নিম্নে মহা-নিদ্রায় নিমগ্ন আছে।"

আমি বলিলাম, "এ বড় ভয়ানক কথা। তুমি বড়ই বিপজ্জনক কার্য্য করিয়াছ। তোমার ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।"

বদ্রীনাথ বলিল, "এ দুজন লোক অতি দরিদ্র ছিল, তাহাদিগকে মারিয়া মোট বিয়াল্লিশ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আর এখান হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার দরকার হয় নাই। আর তাহারা কোথায় গেল, সে খবরই বা কে লইতেছে? আর আমার মত পাকা ঠগীকে ধরে এমন সাধ্যই বা কাহার? সেদিন মহরমের ভারি ধুম। সকলেই সহরে চলিয়া গেল, আমরা কেবল কয়েকজন এখানে থাকিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, উহাদের সঙ্গে বাহিরে যাইব কিনা? এমন সময় সরফরাজ খাঁ একজন লোকের গলায় রুমাল লাগাইয়া দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিল। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির গলায় ফাঁস পড়াইয়া দিলাম। তাহাদের দেহ দুইটি রাত্রি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রিকালে পুঁতিয়া ফেলিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কবর ফাটিয়া দেহগুলি বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ত?"

বদ্রীনাথ আমার কথায় হাস্য করিয়া বলিল, "সে জন্য চিন্তা নাই। কবর খুব গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছে, আর আমাদের সেই চিরকালের কৌশল ত আপনি জানেন।"

আমি বলিলাম "বেশ, তুমি খুব কৃতকর্ম্মা লোক। আমি কিন্তু এ কয়দিন কিছুই করিতে পারি নাই। আমি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, আমি জোরাকে হারাইয়াছি।"

বদ্রীনাথ প্রথমে খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আমার মুখের গাম্ভীর্য্য ও বিষন্নভাব দর্শন করিয়া বলিল, "মীর সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রথমে আপনার কথা শুনিয়া ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; সেই জন্যই এত হাসিতে-

ছিলাম। পরে দেখিলাম, জোরাকে হারাইয়া আপনার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবিয়া কি করিবেন? এখন উৎসাহ আশ্রয় করুন। জোরার জন্য বসিয়া চিন্তা করার পরিবর্ত্তে আপনি অন্য প্রকারের অনেক কার্য্যই করিতে পারেন। স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারাই বুঝিতে পারেন না, তা মানুষে কি বুঝিবে? এখন আমার কথা শুনুন। স্ত্রীলোকের আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ব্যবসায়ের আরাধনা করুন।"

আমি বলিলাম, "বদ্রীনাথ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য। কিন্তু দেখ, জোরার মত স্ত্রীলোককে হারাইলে সত্যই কি দুঃখ হয় না? যাহা হউক, এখন বল দেখি, তোমার হস্তে কোন কার্য্য আছে কিনা? আমাকে কোনও কাজ দিতে পার?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "না, এখন ত তেমন কোন কাজ দেখিতেছি না। তবে আপনি যদি কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে চলুন বাজারের মধ্যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা যাউক, তাহা হইলে কোন না কোন শিকার জুটিবেই জুটিবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়; আমি এখন কার্য্য চাই। আমি যদি অভ্যাস না রাখি, তাহা হইলে যে সমস্ত কৌশল অনেক কষ্টে আয়ত্ত করিয়াছি, সে সমস্ত ভুলিয়া যাইব। যাহা হউক, পিতার সহিত তোমার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "না, কই তাঁহার সহিত ত সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিতে পাই, জিনিসপত্র বিক্রয় করার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, সেই জন্যই আর তাঁহাকে অকারণ বিরক্ত করিতে যাই নাই।"

আমি বলিলাম, "সত্যই তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন; তবে আর তাঁহার ব্যস্ততা থাকিবে না, অদ্য সমস্ত কার্য্য হইয়া যাইবে, অদ্যই তিনি টাকা পাইবেন। বোধ হয়, তাহার পর আর আমরা এখানে থাকিব না। আমি এখন এ স্থান হইতে উঠিতে পারিলেই বাঁচি; আমি ত এখন নূতন নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য ও নূতন নূতন কার্য্য পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখানে যে কোন কার্য্য পাওয়া যাইবে, এমন ত মনে হয় না। আচ্ছা, সরফরাজ খাঁ এখানে আছে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "না, সে এখানে নাই। সে আমাদের দলের দশ পনের জন বাছাই লোক লইয়া সাতজন পথিকের সমভিব্যহারে পণ্ডিচেরির দিকে গিয়াছে। হয় ত অদ্য রাত্রিকালেই সে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।"

"সে পথিক সাতজন কে?"

বদ্রীনাথ উদাস ভাবে উত্তর করিল, "কি জানি? শুনিয়াছি বেণিয়া না কি; আমি চক্ষে তাহাদের দেখিও নাই। সরফরাজ আমাকে তাহাদের কথা তাড়াতাড়ি বলিয়াই চলিয়া গেল।"

আমি আমার অলস জীবনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমিও

যেমন মূর্খ ! আমি এই এখানে আমোদ করিতেছি, আর তোমরা কত বড় বড় কার্য্য করিতেছ। যা হউক, আমাকে শীঘ্র একটা কিছু কাজ দাও, আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না ; আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে।”

বদ্রীনাথ বলিল, “আচ্ছা, অদ্য সন্ধ্যার সময় আসিবেন। যদি মূল্যবান শিকার যোগাড় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমোদের জন্য দুএকটি লোক মারা যাইবে। আর কিছু না হউক, হাতের অভ্যাস ত হইবে ?”

আমি উত্তর করিলাম, “বেশ, আমি সম্মত আছি। আমাকে কিছু করিতেই হইবে। কল্য প্রাণে কত স্ফূর্ত্তি, কত উৎসাহ ছিল, অদ্য একেবারে বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দালাল আসিয়া উপস্থিত। তাহার সহিত সওদাগরদিগের একজন কর্ম্মচারী ও কয়েকজন বাহক আসিয়াছে। তদ্ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীও আসিয়াছে! আমি বিস্মিতভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম ও বলিলাম “শেঠজি! আপনাকে দেখিয়া মনে হয় যে, কোথাও যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন। এত সৈন্য সামন্ত কেন ? আমার ত দেখিয়া ভয় পাইতেছে ?”

লোকগুলি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। সওদাগরের কর্ম্মচারী উত্তর করিল, “এই সমস্ত প্রহরী সঙ্গে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের এই সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য যদি কেহ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে কি কোন প্রতিকার হইবে মনে করেন ? কখনই না। কাজেই আমাদের নিজের অর্থ ব্যয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।”

অতঃপর পিতা বলিলেন, “তবে এখন আমাদের এই সব দ্রব্য আপনারা লইয়া যাউন। এ সমস্ত আর আমাদের নহে, এসমস্ত আপনাদিগের। এখানে এসমস্ত রাখা আমি বিশেষ নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করি না।”

কর্ম্মচারী উত্তর করিল, “নিশ্চয়ই, এখন এসমস্ত লইয়া যাইতেছি। এখন টাকার কথা। আপনি কি এখান হইতে কোনও পণ্য লইয়া যাইতে চাহেন ?

পিতা বলিলেন, “না, না ; জিনিসপত্র আমার কিছু প্রয়োজন নাই ; আমি নগদ টাকা চাই। না, সব টাকা নয়, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, আর বাকী মোহর হইলেই চলিবে। তাহা হইলে বোঝাও খুব অধিক হইবে না।

কর্ম্মচারী উত্তর করিল, “তাহা আপনি লইতে পারেন ; মোহর না লইয়া ভাল সোণা লইলেও আপনার চলিবে। এখানে ভাল সোনার দর কুড়ি টাকা ভরি। আচ্ছা, হুণ্ডি লইলে আপনার সুবিধা হয় না ?”

পিতা বলিলেন, “না, না, হুণ্ডিতে আমার প্রয়োজন নাই। সোণা লওয়াই আমার পক্ষে সুবিধা। আমি যখন আসি, তখন দিল্লীতে সোনার দর খুব চড়া

ছিল, এখনও বোধ হয় সেই দরই আছে। আর আমার সঙ্গে অনেক প্রহরীও আছে পথে দস্যু তস্করের নিকট কোন ভয় নাই।"

দালাল বলিল, "আর আমার দালালীর কথাটা কিছু ত হইল না। সে কথাটা এই সঙ্গে হইয়া গেলে হয় না?"

আমি বলিলাম, "সে জন্য তুমি ভাবিতেছ কেন? তোমার ত প্রাপ্য পনর শত টাকা? সে ঐ পাঁচ হাজার টাকা হইতে দেওয়া যাইবে।"

সওদাগরের কর্ম্মচারী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "পনর শত টাকা! কাহাকে পনর শত টাকা দিতে হইবে?

আমি উত্তর করিলাম, "এই দালালকে। আমার বোধ হয় লোকটা আমাদের ঠকাইতেছে।

সে বলিল, নিশ্চয়ই! ঠকাইতেছে বলিয়া ঠকাইতেছে; ভয়ানক ঠকাইতেছে। কিহে মোহন দাস! তোমাকে যে আমরা ভাল লোক বলিয়া জানিতাম! একি ব্যাপার? তুমি কি পাগল হইয়া গিয়াছ।"

মোহন দাস উত্তর করিল, "আমি ত কিছু দর করি নাই। এই সওদাগর সাহেব নিজেই আমাকে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। উনি নিজে যখন দয়া করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আর গরীবের প্রাপ্য গণ্ডায় আপনারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন কেন?"

পিতা কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাকে কত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল?"

"দালালী শতকরা একটাকা করিয়া হইলেই খুব হইল। আর আপনি যদি স্বয়ং সওদাগরদিগের গদীতে যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে অনর্থক এ টাকাটাও খরচ হইত না।"

অমি বলিলাম, "আমরা বিদেশী লোক। পূর্ব্বে এ দেশে আর কখনও আসি নাই। কোন সওদাগর বা দালালের সহিত পরিচয়ও ছিল না এ দুর্ব্বৃত্ত আমাদের কার্য্য করিতে সম্মত হইল, কাজেই উহার উপর ভার দিলাম।"

দালাল উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি নিজে আসিয়াছিলাম, না আপনারা আমাকে চারমিণারের সম্মুখ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন? আপনারা আমাকে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া দিতে স্বীকার হন নাই? আপনারা আমাকে সমস্ত কার্য্য গোপনে নির্ব্বাহ করিতে বলেন নাই?

পিতা বলিলেন, "দেখ, দেখ, দুর্ব্বৃত্ত এইবার প্রলাপ বকিতেছে! আচ্ছা মীর সাহেব! আমি উহাকে দূর করিয়া দিয়া অন্য দালাল ডাকাইয়া আনিব বলি নাই? সে তখন মিনতি করিয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করে নাই? আর বলে নাই যে, আমি অতি দরিদ্র, আপনি ধনবান্ ব্যক্তি, আপনার সহিত দর দস্তুর আর কি করিব?

সওদাগরের কর্ম্মচারী পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "না, না; আপনি আর মূর্খের উপর কেন রুষ্ট হইতেছেন? উহার মত সামান্য লোকের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা আপনার শোভা পায় না। উহাকে যখন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন কিছু না কিছু দিতেই হইবে। এবারকার মত না হয় আপনার কিছু ক্ষতিই হইল। যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে উহাকে শতকরা একটাকা হিসাবে তিন শত ছয় টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিই।

পিতা কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তিনশত ছয় টাকা! সর্ব্বনাশ! উহার অর্দ্ধেক টাকা কোথা হইতে আসে, তাহার স্থিরতা নাই। দেখুন, আমি ধনী লোক নহি; আমি অতি গরীব, আমি একজন সওদাগরের কর্ম্মচারীমাত্র। কি মীর সাহেব! এত টাকা দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

আমি উত্তর করিলাম, "না, এত টাকা আপনি কোথা হইতে দিবেন? তবে কিছু দিতে হইবে; আচ্ছা উহাকে দেড় শত টাকা দিতে হুকুম করুন।"

পিতা বলিলেন, "বেশ; এ প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি; ন্যায়সঙ্গত কথা আমি অবশ্যই শুনিব।"

মোহন দাস একেবারে নির্ব্বাক্। একবার ইহার মুখের দিকে, একবার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। আমাদের প্রত্যেক কথায় যেন উহার বিস্ময় ও নিরাশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অতঃপর আমাদের কথা শেষ হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আপনারা কি বলিতে চাহেন যে, আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেড় হাজার টাকা পাইব না? আপনারা কি বলিতে চাহেন যে, আমি আপনা হইতে আপনাদের নিকট আসিয়াছিলাম? আপনারা আমাকে চারমিণার হইতে ডাকিয়া আনেন নাই?"

পিতা তখন অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন। আমি সওদাগরের কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দেখুন মহাশয়, ও ব্যক্তি আবার চারমিণারের কথা বলিয়া চীৎকার করিতেছে! আপনার সহিত যদি উহার বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে উহাকে চুপ করিতে বলুন। আমি একজন সৈনিক পুরুষ, আমার এ সমস্ত ছেদো কথা ভাল লাগে না। কেন বকিয়া বকিয়া আমাকে উত্যক্ত করিতেছ? অস্ত্রধারী পুরুষকে রুষ্ট করা বড় নিরাপদ কার্য্য নহে।"

লোকটি অত্যন্ত ভীরু। আমার কথা শুনিয়া তাহার মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল এবং কম্পিতকণ্ঠে করজোড়ে বলিল, "মহাশয়! আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি অত্যন্ত সামান্য লোক, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট, আমি আর কোন কথা বলিতে চাহি না।"

কর্ম্মচারী হাস্য করিয়া বলিল, "মোহন দাস! দেখিতেছি তুমি নিতান্ত

কাপুরুষ ; তোমাকে হত্যা করিবে কে ? তোমার যাহা ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে না। উহারা ভদ্রলোক, তোমাকে ঠকাইয়া উহাদের লাভ কি ? তবে একেবারে অস্বাভাবিক দাবী করিয়াছিলে বলিয়াই উহাদের রাগ।"

মোহন দাস জোর হাতে বলিল, "মহাশয় ! আমি অধিক চাহি না ; দশ টাকা পাইলেই আমি সন্তুষ্ট।"

কর্ম্মচারী খুব জোরে হাস্য করিয়া বলিল, "সে কি হে মোহন দাস ! তুমি এই দেড় হাজার টাকা চাহিতেছিলে, আবার দশ টাকা চাহিতেছ ?"

পিতা বলিলেন, "আর বাজে কথায় কাজ নাই ; মীর সাহেব যাহা বলিয়াছে তাহাই হউক, উহাকে দেড় শত টাকাই দেওয়া যাইবে। তবে মীর সাহেব ! তুমি এই জিনিসের সহিত যাও, কুঠি হইতে টাকা লইয়া আইস। ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলি বাহক ভাড়া করিয়া লইও—আর সওদাগর মহাশয় সম্ভবতঃ উহার প্রহরীদের সঙ্গে দিবেন।"

কর্ম্মচারী বলিল, "তা দিব বই কি ? এই অস্ত্রধারী প্রহরীরা সঙ্গে করিয়া টাকা আপনার এখানে পঁহুছিয়া দিয়া যাইবে। তবে আমি আর বিলম্ব করিব না। সোণা ওজন করিতে আবার অনেকক্ষণ লাগিবে।"

পথে যাইতে যাইতে দালাল মোহন দাস আমাকে কহিল, "আমার টাকাটা কুঠিতেই মিটাইয়া দিবেন ত ?"

আমি বলিলাম, "আমি টাকা দিবার কে ? টাকা ত আমার নহে যে আমি দিব। হুকুম না পাইলে আমি আর কি করিতে পারি ?"

দালাল কহিল, "টাকা আপনার নহে ? তবে এ সব কাহার ?"

আমি বলিলাম "কেন ? যিনি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারই টাকা। তাঁহারই নিকট তুমি তোমার প্রাপ্য টাকা পাইবে। তুমি কি একেবারে একটি মহামূর্খ ; এতক্ষণ কথা কহিয়া আর এই সামান্য ব্যাপার বুঝিতে পারিলে না ? কেন, তোমার ইহা জানিয়াই বা প্রয়োজন কি ?"

"না, প্রয়োজন কিছু নাই ; একটা কথা ভাবিতেছিলাম।"

"কি ভাবিতেছিলে ? কোন দুর্ব্বৃত্তার কথা বোধ হয় ?"

"হায় ! আপনি চারমিণারে যাহা বলিয়াছিলেন—"

"আবার ঐ কথা ! আবার যদি সে কথা উত্থাপন কর—"

মোহন দাস আমার ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল— বিনীতভাবে বলিল, "না, না, আপনি রাগ করিবেন না। না না, আপনি আমাকে প্রহার করিবেন না। আমি ভাবিতেছিলাম, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মুখ দিয়া কথটা বাহির হইয়া গেল।"

আমি বলিলাম, "তুমি বার বার বলিতেছ, 'ভাবিতেছি' ; কি ভাবিতেছ বল দেখি ?"

দালাল উত্তর করিল "কিছু না, কিছু না ; এই একটু ভাবিতেছি।"

"কি ভাবিতেছ ? তাহাই বল না।"

"এই ভাবিতেছি আপনি একজন সখের সৈনিক, এই ধনাঢ্য বণিকের সহিত হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছেন।"

"বেশ ত ; ইহা ত তুমি অনেক দিনই শুনিয়াছ। সে জন্য ভাবিতেছ কি ?"

"আপনি অবশ্য ধনশালী লোক নহেন ?"

"না আমি ধনশালী কি প্রকারে হইব ?"

দুর্বৃত্ত আমার কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিল ও পুনরায় কহিল, "আমিও গরীব। তবে আমরা উভয়েই জগতে ধনবান হইবার সুযোগ ছাড়িয়া দিই কেন ?"

আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলাম, "আমরা আবার ধনবান হইব কি প্রকারে ?"

দালাল আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন আমাকে একবার পরীক্ষা করিয়া লইল, তাহার পর কহিল, "কেন ? সওদাগরেরা এই টাকার সঙ্গে যে সমস্ত প্রহরী দিবে, আপনি বলুন যে এ সমস্ত প্রহরী লইবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর আমি আপনাকে লোক দিতেছি, তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করিয়া দিলে আপনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহারা তাহাই করিবে। চলুন আমরা এই সমস্ত টাকা লইয়া এখান হইতে পলাইয়া যাই ; সহরের বাহিরে পাহাড়ের মধ্যে একটি অতি নিভৃত স্থান আছে, আমি সেই স্থানে অনেক দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছি, চলুন সেইখানে গিয়া আমরা এই সমস্ত টাকা ভাগ করিয়া লই।"

আমি বলিলাম "সে জায়গাটি এখান হইতে কতদূর বল দেখি ?"

দালাল কহিল "সে স্থান অধিক দূর নহে। আপনি যদি দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি দূর হইতে আপনাকে সে স্থান দেখাইয়া দিতে পারি। অবশ্য এখন সেখানে যাওয়া হইবে না। কারণ দিনমান, কি জানি কে কখন দেখিয়া ফেলে।"

আমি দালালের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম ; সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেগমবাজার ও অতিথিশালার পশ্চাতে উচ্চ পাহাড়ের মধ্যে একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে, আপনি পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটি সাদা স্থান দেখিতেছেন, ঐ স্থানটি।"

আমি বলিলাম "হাঁ, দেখিতে পাইতেছি বটে।"

সে উত্তর করিল, "ঐটি আমাদের গুপ্তস্থান। ঐ স্থানের সন্ধান আমি জানি,

আর আমার কয়েকটি বিশ্বস্ত বন্ধু জানেন। আর কেহই জানে না। আমি যাহা কিছু পাই, ঐ স্থানে গিয়া রাখিয়া আসি।"

"তুমি কি রকম পাও?"

"পাই অতি সামান্য; কখন একখানা শাল; কখন একখানা বুটিদার রুমাল; কখন কিছু সোনা। যাহা কিছু পাই, ঐখানে রাখিয়া আসি। সে কথা আর আপনার জানিয়া কি হইবে? আমি যাহা বলিলাম, তাহা করিবেন? আমাদের দলভুক্ত হইবেন কি? আমরা সর্ব্বসমেত ষোল জন আছি। ঐ দেখুন; ঐ আমাদের একজন ওখানে ফকির সাজিয়া বসিয়া আছে, আর অন্যান্য লোকেরা নিকটেই আছে—আর একটু অগ্রসর হইলেই আমাদের সহিত মিলিত হইবে।"

আমি তাহাকে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলাম "দুর্ব্বৃত্ত, কুক্কুর! তুই কাহার সহিত কথা কহিতেছিস্ জানিস্? এখানে জনমানব নাই, জানিস এই মুহূর্ত্তেই আমি তোকে জাহান্নায় পাঠাইতে পারি। এই তরবারির একটি সামান্য আঘাত করিলেই তোর ঐ পাপ জিহ্বা চিরকালের মত নীরব হইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে কোষ হইতে অসি অর্দ্ধ-নিষ্কাসিত করিলাম; ইহার ফল কি হইবে তাহা আমি বেশ জানিতাম। দুর্ব্বলচিত্ত ভীরু জানু পাতিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। আমি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "পাষণ্ড! তোকে স্পর্শ করিতেও আমার ঘৃণা হয়। আমার মত একজন হিন্দুস্থানবাসী সৈয়দবংশসম্ভূত বীর, তোর মত কুক্কুরকে বধ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করে না। চল্, আমাকে সওদাগরদিগের কুঠিতে লইয়া চল্। আর তোকে আমার বিশ্বাস নাই।

দুর্ব্বৃত্ত বলিল, "না, না, এ ব্যাপারে আমি আগাগোড়া সততা করিয়াছি; আপনি যাইবামাত্র নিশ্চয়ই টাকা পাইবেন।

আমি বলিলাম, "এ কার্য্যে সততা করিয়া ভালই করিয়াছিস, নতুবা তোর নিস্তার থাকিত না। আমরা প্রতিশোধ না লইয়া কিছুতেই ছাড়িতাম না। চল্, আর কথায় কাজ নাই, আমাকে ঠিক পথে সওদাগরদিগের কুঠিতে লইয়া চল। যদি দেখি পালাইবার জন্য অনুমাত্র চেষ্টা করিতেছিস্, তাহা হইলে জানিবি, তোর মৃত্যু অবধারিত। বাজারের মধ্যস্থল হইলেও তোর নিষ্কৃতি থাকিবে না।"

"তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।" আমরা পুনরায় কোলাহলময় বাজারে প্রবেশ করিলাম।

শীঘ্রই সওদাগরের কুঠিতে উপস্থিত হইলাম; সওদাগরেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। টাকা গণিয়া লইয়া, তাহাদিগকে রসিদ দিয়া, প্রহরীগণ সমভিব্যাহারে পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলাম।

আমরা আমাদের বাসার নিকটবর্ত্তী হইলে দালাল মোহন দাস বলিল, "মীর

সাহেব! মীর সাহেব! দয়া করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত ভুলিয়া যাউন। ভগবানই জানেন, আমি তখন আপনার সহিত কেবলমাত্র কৌতুক করিতেছিলাম; আমি এরূপ কৌতুক প্রায়ই করিয়া থাকি।"

এই বলিয়া আমাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে সে হাসিতে লাগিল। আমি দেখিলাম তাহার সেই কাষ্ঠ হাসির অন্তরালে দারুন ভীতি জাজ্জ্বল্যমান।

"আর আমার ন্যায্য প্রাপ্যটা, ঐ একশত পঞ্চাশ টাকা বিস্মৃত হইবেন না। আপনি মহৎ লোক, আপনি অবশ্য বিস্মৃত হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি এক কড়িও পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে চুপ করিয়া থাক। সে কথা ত তোমাকে বলা হইয়াছে। যখন বলিয়াছি দিব, তখন তুমি নিশ্চয়ই পাইবে।"

বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে সিপাহীদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। অর্থ যথাস্থানে রক্ষিত হইল। দালালের মনে বড় ভয় হইল, সিপাহীরা চলিয়া গেলে সে ভাবিতে লাগিল, তাহার অন্তিমকাল আসন্ন! আমিও অবশ্য তাহাই ভাবিতেছিলাম।

দালাল বলিল, "এইবার আমার টাকা দিন, আমি বাড়ী যাই।"

আমি বলিলাম, "দাঁড়াও তোমার জন্য টাকা গণিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।"

পিতা বলিলেন, "তাইত, দালালজির কথা আমি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। দালালজি! তুমি যাহা পাইবে শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা হইবে, আর একটু বিলম্ব কর।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা

দালালের প্রাপ্য টাকা গণনা করিয়া পিতা তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। টাকাগুলি পাইয়া দালালের মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কৃতজ্ঞভাবে অসংখ্য অভিবাদন করিল। পিতা বলিলেন, "তবে তুমি একখানি রসিদ লিখিয়া দিয়া যাও।"

দালাল তাহার পাগড়ির ভিতর হইতে একটি কলম বাহির করিয়া বলিল, "নিশ্চয়। রসিদ্ লিখিয়া দিব বই কি?" অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু কাগজ দেন, তবে বড়ই বাধিত হই।"

আমি তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ দিলাম। রসিদ খানি লিখিয়া সে আমার

হাতে দিল ; অতঃপর তাহার ধুতির অগ্রভাগে টাকাগুলি বাঁধিয়া বলিল, "তবে আমাকে এখন বিদায় হইতে অনুমতি করুন।"

আমি বলিলাম, "একটু অপেক্ষা কর। আমার সহিত তোমার কিঞ্চিৎ দরকার আছে।" এই বলিয়া আমি দালালের সহিত পথিমধ্যে আমার যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহা পিতার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলাম।

পিতা আমার কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া মোহনদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাই নাকি ? বল্, দুর্ব্বৃত্ত ! সত্য করিয়া বল্ ; তুই আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলি ?"

মোহনদাস একেবারে নীরব ; ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ অবশ হইয়া পড়িয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শূন্য নয়নে পিতার প্রতি কেবল চাহিয়া রহিল।

পিতা তাহার বিবর্ণ ও ভীতিবিহ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোর চেহারা দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি। তুই মহাপাপী ; তুই অনেক দস্যুতা, অনেক নরহত্যা, অনেক প্রবঞ্চনা করিয়াছিস্। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি।"

পিতার কথায় সে একদিকে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, অন্যদিকে আত্মদোষ গোপন করিবার জন্য কুটিল হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রভু ! আমাকে মারিবেন কেন ? আমি আপনার কি অন্যায় করিয়াছি ?"

পিতা বলিলেন, "কুক্কুর ! আবার নির্লজ্জভাবে বলিতেছিস, 'আমি কি করিয়াছি ?' আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম, আর তুই কি না আমার এই সরল বিশ্বাসের বিনিময়ে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলি ? আবার বলিতেছিস, কি করিয়াছি ? তুই হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, বাঁচিয়া থাকিলে আরও হাজার হাজার বিদেশী সরল চিত্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিবি। মৃত্যুই তোর ব্যবস্থা।"

দালাল ভূমিতে পড়িয়া পিতার চরণ দু'খানি জড়াইয়া ধরিল। দেখিলাম, লোকটি একেবারে বাক্‌শূন্য, দারুণ ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। সে ভয়-বিকম্পিত স্বরে কহিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই সত্য। আমি নরঘাতক, মিথ্যাবাদী, ও প্রবঞ্চক। তথাপি আমাকে বধ করিবেন না, আপনার দয়ার শরীর।" ইত্যবসরে লোকটি দেখিয়া লইল যে, আমাদের কাহারও হস্তে অস্ত্র নাই। সে সহসা অত্যন্ত সজোরে তথা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল ও বাহিরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, সমস্ত কথা কোতোয়ালকে জানাইতেছি।" এই বলিয়া সে সজোরে দুয়ার খুলিবার জন্য টানিল, তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ শক্ত করিয়া বন্ধ ছিল ; সে কিছুতেই খুলিতে পারিল না। আমি ত্বরিতগতিতে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহার গলদেশে সেই মারাত্মক রুমাল লাগাইয়া দিলাম।

আর তাহাকে কথা কহিতে হয় নাই, একবারমাত্র আমার প্রতি চাহিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মৃতদেহ আমার চরণমূলে ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হইল।

পিতা উৎসাহপূর্ণ ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক বিচার হইয়াছে; প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সমস্তই উহার ঐ মৃতদেহের সহিত মহানিদ্রার ক্রোড়ে সমাহিত হউক।"

আমি বলিলাম, "ঠিক কার্য্যই হইয়াছে; লোকটির এত অল্প বয়স, অথচ সে নিজ মুখেই স্বীকার করিল যে, সে একজন নরঘাতক, দস্যু ও প্রবঞ্চক।"

পিতা বলিলেন, "উহার দেহ এই ঘরের মধ্যে এখন রাখ। উহার মৃতদেহ দেখিয়াও আমার ঘৃণা হইতেছে। কবরখননকারীদের ডাকিয়া আন, উহাকে এই উঠানেই রাত্রিকালে পুঁতিতে হইবে। সহরের জনতার মধ্যে আর উহার দেহ বাহির করার প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম, "তাহাই করিতেছি। আজ ভগবানের ইচ্ছায় আমরা খুব রক্ষা পাইয়াছি। আমি যদি ঐ দুর্ব্বৃত্তের সহিত না যাইতাম, তাহা হইলে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আজ নিশ্চয়ই অপহৃত হইত।"

পিতা বলিলেন, "বেশ হইয়াছে; যেমন দুর্ব্বৃত্ত তেমনি ফল হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "শুধু ইহাই নহে। আরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমি একবার বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁর সহিত দেখা করিয়া পরামর্শ করি।"

অতঃপর সেই সরাইয়ে গিয়া বদ্রীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বদ্রীনাথ বলিল, "মীর সাহেব! আপনি মানুষ মারিতে চাহেন, আচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে কতগুলি লোককে পাইলে আপনি খুসি হইতে পারেন? দেখিতেছেন, এখানে লোকের অভাব নাই, আপনি যত লোক চাহেন, আমি অনায়াসে জোগাড় করিয়া দিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "শুধু মানুষ মারার সখ আমার আর নাই। আমি এখন একটা বড় ভাল কাজের সন্ধান পাইয়াছি।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "তবে আপনি বাজারে লোক ভুলাইতেছিলেন? বলুন কি করিতে হইবে?"

আমি উত্তর করিলাম, "দেখ বীরপুরুষের প্রয়োজন; কার্য্যটি সিদ্ধ করিতে হইলে অস্ত্রহস্তে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও বোধ হয় দরকার হইতে পারে?"

বদ্রীনাথ বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি দালালের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে সে উত্তর করিল, "বেশ বাহাদুরির কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্যতীত এমন নিপুণভাবে সমস্ত কার্য্য কেহই পরিচালনা করিতে পারিত না। দুর্ব্বৃত্তের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই হইয়াছে; এখন পাহাড়ের মধ্যে সেই গুপ্তধনের সন্ধান করিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। কি ভাবে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, তাহা যদি স্থির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতেই আমি গুপ্তধনের সন্ধানে বাহির হইতাম।"

বদ্রীনাথ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "দাঁড়ান্, আমি একটু চিন্তা করি। দেখুন, অধিক লোকের প্রয়োজন হইবে না। ছয়জন হইতে আটজন লোক হইলেই যথেষ্ট। তবে অবশ্য লোকের মত লোক চাই। আপনি, আমি, পীর খাঁ, মতিরাম, এই চারিজন। আর চারিজন বাছিয়া লইতেছি। সরফরাজ খাঁ এখনও ফিরিয়া আইসে নাই। আমি বলি, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আর অনর্থক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। তবে স্থানটি নির্ণয় হয় কি প্রকারে, তাহাই ভাবিতেছি; আর দুর্বৃত্তদের কাহারও কি দেখা পাওয়া যাইবে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আমি বলি, একজন ফকির সাজিয়া এখনি তথায় যাউক। দেখিয়া আসুক, তথায় কেহ আছে কি না? স্থানটিও অধিক দূর নহে। এক ঘণ্টার মধ্যেই বোধ হয় ফিরিয়া আসিতে পারা যাইবে।"

বদ্রীনাথ আমার কথামত সেখজিকে ডাকিয়া আনিল। সেখজি বয়সে বৃদ্ধ, রজত শুভ্র শ্মশ্রু। কিন্তু দেহ বেশ দৃঢ়, রুমালে একেবারে সিদ্ধহস্ত।

সেখজি উপস্থিত হইলে বদ্রীনাথ বলিল, "সেখজি! এখানে একবার বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আচ্ছা, দরকার হইলে তুমি ফকির সাজিতে পার?"

সেখজি বলিল, "কেন পারিব না? ফকির বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, আমি বেশ নিপুণতার সহিত সাজিতে পারি। তাহাদের ধরণ ধারণ, রীতি নীতি সমস্তই ভাল করিয়া জানি। আর ঐ কার্য্যের জন্য অনেক প্রকারের পোষাকও আমার নিকট আছে।"

বদ্রীনাথ সানন্দে বলিল, "অতি উত্তম কথা। যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শুন।" এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে সাজিতে হইবে। আমাদের হাতে একটি বড় দরের কাজ আছে।" অতঃপর বদ্রীনাথ তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল। "এখন তোমাকে খুব সাবধানে যাইতে হইবে। সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসা চাই। স্থানটি দেখিয়া আসিবে, আর দেখিয়া আসিবে, সেখানে কেহ আছে কি না?"

সেখজিকে আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস সেখানে যে সব সন্ন্যাসী আছে, তাহারা মুসলমান।" আমার কথা শুনিয়া সেখজি বলিল, "আপনারা চিন্তা করিবেন না; আমি এখনি বিদায় লইতেছি, কার্য্য করিয়া ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিব।"

সেখজি চলিয়া গেলে আমি গম্ভীরভাবে বদ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজটি বড়ই কঠিন, লোকটি পারিবে ত?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল "আপনি চিন্তা করিবেন না। লোকটি বড়ই চতুর।

ফকির সাজিতে উহার মত কেহই পারে না। একবার পাঁচজন নানকসাহী ফকির একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, সেখজি ফকির সাজিয়া তাহাদের দলে মিশিয়া টাকাগুলি লইয়া আসে।

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সর্‌ফরাজ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরফরাজ আসিয়াই উল্লাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এবার আমাদের অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন; অনেক টাকা লাভ হইয়াছে। সবলোকগুলিকে মারা গিয়াছে, টাকা কড়ি, জিনিস পত্র লইয়া আমাদের লোকেরা পশ্চাতে আসিতেছে।"

আমি বলিলাম, "অতি উত্তম কথা; কিছু নগদ টাকা আছে, না সমস্তই জিনিস পত্র?"

"মীর সাহেব! দুরকমই আছে; নগদ টাকাও আছে, জিনিসপত্রও আছে। তবে আপনার সহিত ত সহরে আসিয়া অবধি দেখা হয় নাই। তাহার পর কত কি হইয়া গেল, আপনি তাহার কি জানিবেন? আপনি ত বেশ সুখে ছিলেন! আমাদিগকে হয় ত এতদিন পণ্টুলালের হাউলিতে বাস করিতে হইত।"

লোকটার এইরূপ দুর্বিনীত কথা শুনিয়া আমার মনে বড়ই ক্রোধ হইল; আমি ক্রুদ্ধভাবেই তাহার কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বদ্রীনাথ আমাকে বাধা দিয়া বলিল, "চুপ করুন, গোল করিবেন না। নিজেদের মধ্যে এরূপ কলহ, বিবাদ করা, মাতাল গাঁজাখোর দিগেরই শোভা পায়। সরফরাজ খাঁ! এখন শুনো, তুমি নিতান্ত বালক নও, এরূপভাবে রাগ প্রকাশ করা তোমার পক্ষে নিতান্তই লজ্জাস্কর কার্য্য। জমাদার সাহেব কি করিতেছেন, না করিতেছেন, তুমি কি তাহার কিছু খবর রাখ? উনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনায় আমরা ত কিছুই করি নাই, আমাদেরই বরং লজ্জাবোধ করা উচিত।"

অতঃপর আমি আমার নিজের কথা বদ্রীনাথকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সে তৎসমুদয় অদ্যোপান্ত সর্‌ফরাজ খাঁর নিকট বর্ণনা করিল। তাহার কথা শুনিয়া সর্‌ফরাজ খাঁর ক্রোধ অপনীত হইল ও সে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "আমার ভুল হইয়াছে, মীর সাহেব! আপনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। জীবনে আর আমি আপনার সহিত কখনও বিরোধ করিব না; আর আমাদের এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চিরবন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপে আমার নিবেদন যে, আপনার প্রস্তাবিত এই কার্য্যে আমাকেও সঙ্গী করুন। বাস্তবিকই আপনাদের এই কার্য্যটি বেশ নূতন রকমের।"

আমি বলিলাম "বেশ ত; তোমাকে সঙ্গে লইব, সে ত অতি আনন্দের কথা। তোমার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আমরা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম! এখন তুমি যখন আসিয়া পড়িয়াছ, তখন ত তোমাকে যাইতেই হইবে।"

অতঃপর বদ্রীনাথ সরফরাজ খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তাহা হইলে তুমি সমস্তগুলিকেই বেশ নির্ব্বিঘ্নে বধ করিয়াছ? তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই;"

খাঁ উত্তর করিল, "না, মোটেই কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমরা তাহাদিগকে মসলিপত্তনের রাস্তা ধরিয়া লইয়া গেলাম। সোরুক্নগরের অপরদিকে একটি স্থান বড়ই নির্জ্জন। সেখানে একটি ফোয়ারা আছে। খুব খাত, আমরা সেই খাতের মধ্যে তাহাদের মৃতদেহগুলি ফেলিয়া দিলাম। এ স্থানটি বড়ই চমৎকার। এখানে বসিয়াই প্রত্যহই অনেক শিকার অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়। আমার মতে, এই স্থানেই আমাদের কিছুদিন থাকা যাউক।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, এখন যে সমস্ত দ্রব্যের সন্ধান করা যাইতেছে, অগ্রে সেগুলি ভাগ করিয়া লওয়া যাউক, তাহার পর যদি তোমার ভাল বলিয়া এই স্থানটিই মনে হয়, তবে তুমি তোমার দল লইয়া এইখানেই থাকিও; তবে তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়া আমাদের পক্ষেও বিশেষরূপে ক্ষতিকর।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; আমরা বাছিয়া লোক লইয়া সর্ব্বসমেত আটজন একত্র হইলাম। অস্ত্র শস্ত্র গৃহীত হইল। এখন সেখজির ফিরিয়া আসার অপেক্ষা।

শীঘ্রই সেখজি ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই বলিল, "আর সময় নষ্ট করিবেন না। আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়াছিলাম, ফকিরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ, বয়সে যুবাপুরুষ। প্রথমে সে আমাকে উপত্যকায় অবতরণ করিতে নিষেধ করে। তাহার উত্তরে আমি বলিলাম যে, আমি হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছি, একেবারে আশ্রয়হীন, ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে, আল্লার নামে যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য দেন, তবে বড়ই অনুগৃহীত হই। আমার কথা শুনিয়া লোকটি শান্ত হইল। আমাকে তাহার গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া কিছু খাইতে দিল। আহারান্তে তামাক খাইতে খাইতে আমাদের অনেক গল্প হইল। কিছুক্ষণ পরে আমি আমার আফিংএর কৌটা বাহির করিলাম, নিজে সামান্য খাইলাম। সে আমার নিকট আফিং চাহিল। তাহাকে আমি এত অধিক পরিমাণে আফিং খাওয়াইয়াছি যে, কল্য সকাল পর্য্যন্ত আর তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে না সে যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তাহার এ ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিবে না। কিন্তু তুমি স্থানটি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছ ত? টাকা কড়ি কোথায় লুকান আছে কিছু বলিতে পার?"

সেখজি উত্তর করিল "দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড পাহাড়, মধ্যস্থলে ফকিরের বাস। আমি যখন তথায় উপস্থিত হইলাম, তখন স্থানটি একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি চাহিয়া দেখিলাম, পশ্চাদ্দিকে একটি কোণ

প্রস্তর ও কর্দ্দম দিয়া গ্রথিত। ফকির বলিল, সে ঐ স্থানে রাত্রিতে ঘুমায় আমার বিশ্বাস, ঐ স্থানে গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে।

আমি বলিলাম "তবে সকলে চল। আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। বিলম্ব করিলে উহাদের দলের অন্যান্য লোক গিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারে। এই ঠিক সময়, এখন তাহারা সকলে বাজারে শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

পাঁচজন লোককে নিচে রাখিয়া সেখজি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে অতিকষ্টে একরূপ হামাগুড়ি দিতে দিতে গুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম।

সেখজি অতীব মৃদুস্বরে কহিল, "সে এখনও বেশ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে। আস্তে আস্তে চলুন। নতুবা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ঐ দেখুন; সে ঐ আলোর নিকট শুইয়া ঘুমাইতেছে।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, লোকটি খুব বলিষ্ঠ; অবিলম্বে ইহার গলায় আমাকেই রুমাল লাগাইতে হইবে। তবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, এইরূপ ভাবিয়া বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁকে তাহাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিতে বলিলাম। যাহা হউক, সে ঘুমাইতেছিল। এখন কি প্রকারে রুমাল লাগান যায়, তাহাই ভাবনা। বদ্রীনাথ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল, সে তাহার কোষবদ্ধ অসি দ্বারা নিদ্রিত ফকিরের পাকস্থলীতে এমন আঘাত করিল যে, সে চকিত ভাবে একেবারে উঠিয়া বসিল। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "একি! চোর নাকি?" আর তাহাকে কথা কহিতে হয় নাই, আমার হস্তে রুমাল প্রস্তুত ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রাণশূন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

আমি বদ্রীনাথকে বলিলাম, "এইবার ভাল করিয়া আলো জ্বাল। নিচ হইতে তিনজন লোককে ডাকিয়া আন, দুইজন লোক নিচে থাকুক, কেহ কোন-দিকে আসিতেছে কি না দেখুক।"

ফকিরের পরিধান-বস্ত্র হইতে এক টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া বদ্রীনাথ একটি সলিতা প্রস্তুত করিল। গুহামধ্যে যে মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতে যথেষ্ট তৈল ছিল; স্থূল সলিতা সংযোগ করিবামাত্র প্রদীপ বেশ জোরে জ্বলিয়া উঠিল। উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত গুহা উদ্ভাসিত হইল।

সেখজি বলিল, "আমি ঐ দেওয়ালটির কথা বলিতেছিলাম; উহার পশ্চাতে অন্বেষণ করা যাউক।"

আমরা সেখজির কথামত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এক কোণে অনেক-গুলি মাটির হাঁড়ি। প্রথম ও দ্বিতীয়টি দেখিলাম, চাউল ও দাউলে পূর্ণ। তৃতীয় হাঁড়িটি ভারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "এই হাঁড়িটাতে চাউল ছাড়া অন্য কোন জিনিস আছে।" হাঁড়িটির মুখ খুলিয়া দেখা গেল মুখে

কতগুলি ছিন্ন বস্ত্র প্রভৃতি। সেগুলি অপসারণ করিয়া দেখিলাম, অনেক পয়সা ও টাকা একত্রে মিশান রহিয়াছে।

বদ্রীনাথ বলিল, "পয়সার সহিত টাকা মিশাইয়া রাখিয়া ভাল কাজ করে নাই।"

পরবর্ত্তী হাঁড়িটিও এইরূপ। সর্ব্বশেষ হাঁড়িটিই উৎকৃষ্ট। ইহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার রহিয়াছে। আমরা চকিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম, অলঙ্কারগুলি সমস্তই রুধিরাক্ত।

আমি বলিলাম "দুর্বৃত্ত দালাল যে বলিয়াছিল ইহারা নরঘাতক, ইহা সম্পূর্ণরূপেই সত্য। লোকটা মরিয়া যাওয়াতে এই সহরের বিশেষ উপকার হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের আর এখানে অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা কেহ এই জিনিসপত্রগুলিকে একত্রে বাঁধো। আমরা তদবসরে আর একবার গুহা অন্বেষণ করি, দেখি আর কিছু যদি খুঁজিয়া পাই।"

গুহার আর এক কোণ খুঁজিয়া আর কিছু পাইলাম না। আমরা মনে করিয়াছিলাম, দু এক বস্তা ভাল কাপড় প্রভৃতি পাওয়া যাইবে, কিন্তু কিছুই পাইলাম না। মনে হইল, অন্য কোনও স্থানে আরও জিনিসপত্র লুকান আছে। এই ভাবিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময়ে সর্‌ফরাজ খাঁ বাহির হইতে আমাদিগকে ডাকিল।

সর্‌ফরাজ খাঁ কহিল, "একবার বাহিরে আসুন; এইখানে একটি জায়গা দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হইতেছে।"

তাহার কথামত আমরা বাহিরে আসিলাম। সে দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি গর্ত্ত দেখাইয়া দিল। গর্ত্তটির অভ্যন্তরদেশ ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পরিপূর্ণ, একজন লোক হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।

আমি বলিলাম, "আমাকে একটি বাতি দাও, আমাকে ইহার ভিতর যাইতেই হইবে। যদি ইহার ভিতর স্বয়ং সয়তান থাকে, তাহাতেও আমি ভয় করি না।"

বদ্রীনাথ বলিল, "সয়তান যদি থাকে, তবে কিছু ভয়ের কারণ নাই, তবে উহাদের দলের কোনো লোক যদি থাকে, তবে ভয়।"

গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কেহই নাই। স্থানটি এতই সঙ্কীর্ণ যে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিলাম না। গর্ত্তটি একেবারে বস্তায় পরিপূর্ণ।

যাহারা বাহিরে ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলাম "ভিতরে সয়তানও নাই, দলের কোন লোকও নাই; তোমরা কেহ কেহ ভিতরে এস, কি আছে, না, আছে দেখা যাউক।

অন্যান্য লোকেরা আসিলে আমরা ক্ষিপ্রহস্তে বস্তাগুলি খুলিতে লাগিলাম। একটি বস্তা খুলিয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন

রহিয়াছে। দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। এমন সময়ে বাহির হইতে সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সভয়ে তাড়াতাড়ি গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম।

চরেরা বলিল, "দুইজন লোক আসিতেছে, তাহারা আস্তে আস্তে আসিতেছে, তাহাদের পৃষ্ঠে বড় বড় দুই বোঝা। তাহারা পাহাড়ের ধার দিয়া ঠিক ঐ গুহার দিকেই আসিতেছে।"

আমি বলিলাম, "মোটে দুই জন! তবে আর কি? তাহাদের ব্যবস্থা ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আলোক নির্ব্বাণ করিয়া তোমরা গুহার মুখে দুইজন দাঁড়াইয়া থাক। যেমন গুহার দ্বারে তাহারা আসিবে, অমনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।"

গুহার মুখে একটি ছোট পাহাড়, আমরা সেই পাহাড়ের অন্তরালে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম, দুইজনে দুইখানি রুমাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, আর দুইজন লোক আমাদের পশ্চাতে তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারবাহী লোক দুই-জনের মধ্যে একজন ডাকিয়া বলিল, "হো, সিন্! সিন্! নিচে এস, জিনিসপত্র তুলিয়া লও। আলো দেখাও।"

আমার নিকটবর্ত্তী লোকগুলিকে আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিলাম।

ভারবাহক লোকেদের মধ্যে অন্য একজন বলিল "ব্যাটা বোধ হয় মদ খাইয়া ঘুমাইতেছে।" ফকিরের উদ্দেশে আরও অনেক গালাগালি করিয়া তাহারা বস্তা দুইটি মাটিতে ফেলিল। শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার ভিতর অনেক স্বর্ণ রৌপ্যের জিনিস আছে।

একজন লোক যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি উন্নতকায়। সে বলিল, "ব্যাটা মাতাল কোথায় গেল? আমরা অন্ধকারে আসিলাম, কোথায় একটা আলো দেখাইবে, জিনিস পত্র নামাইয়া লইবে, কোথাও কিছু নাই। ব্যাটা হয় বেদম গাঁজা খাইয়া অজ্ঞানভাবে পড়িয়া আছে, নতুবা ভাঙখানায় গিয়াছে।"

অপর ব্যক্তি ক্লান্ত দেহে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল ও কহিল, "তুমি ভিতরে গিয়া একটা আলো জ্বালো, আমি এইখানে বসিতেছি।"

প্রথম ব্যক্তি কদর্য্য ভাষায় ফকিরকে গালাগালি করিতে করিতে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সরফরাজ খাঁ ও আমি গুহার মধ্যেই তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম। যে লোকটি গুহার দ্বারদেশে বসিয়াছিল, সে গুহার ভিতরে গোলযোগের শব্দ শুনিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে আর পলাইতে হইল না, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল; নিকটেই আমাদের দলের একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল, পড়িবামাত্র তরবারির আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট হইয়াছে ; আর প্রয়োজন নাই। এখন আমাদের শীঘ্র শীঘ্র এ স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই সঙ্গত। চল, আর একবার সকলে মিলিয়া গুহাটি ভাল করিয়া দেখিয়া লই। তোমরা বস্তাগুলি খুলিয়া দেখ, উহার মধ্যে কি আছে!"

আমরা পুনরায় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম ও উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম। আর কিছু নূতন পাওয়া গেল না। সম্প্রতি লোক দুইটি যে দুই বস্তা দ্রব্য লইয়া গুহার দ্বারে নামাইয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে রান্না করিবার কতকগুলি বাসন ও কয়েকখানি সামান্য বস্ত্র। এগুলি লইয়া আর অনর্থক বোঝা বাড়াইয়া কি হইবে? এই ভাবিয়া সেগুলি সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আমরা আমাদের প্রাপ্ত ধন গ্রহণ করত মহানন্দে সরাই এর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এই গুহার মধ্যে নরহত্যার যে বীভৎস নিদর্শনসমূহ দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি এখনও আমার চিত্ত-মধ্যে জাগরুক রহিয়াছে। গুহামধ্যে অসংখ্য বস্ত্র রক্ত রঞ্জিত। একখানি বস্ত্র স্পর্শ করিতে আমার হস্তে রক্ত লাগিল। এই রক্তাক্ত বস্ত্র হইতে বুঝিলাম, এইমাত্র কোনও লোককে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। কি বীভৎস দৃশ্য!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সরফরাজ খাঁর বিপদ ও মুক্তি

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের উল্লাসময় হাস্য কৌতুকের আর সীমা নাই। এতক্ষণ অথবা আর কিছুক্ষণ পরে দস্যুগণ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া সানন্দে গুহায় ফিরিয়া যাইবে ; গিয়া দেখিবে গুহা অন্ধকার, কেহই তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেছে না ; আলো জ্বালিয়া দেখিবে, তাহাদের সঙ্গীদ্বয় গুহার দ্বারদেশে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন, আর তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া শত শত পথিকের প্রাণনাশ করিয়া এই সুরক্ষিত গুপ্তগুহায় যে ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়াছে, আজ তাহার আর কিছুই নাই, সমস্ত অপহৃত হইয়াছে। তাহাদের কি দারুণ মনস্তাপ, কি উৎকট আত্মগ্লানিই না হইবে! আমরা এই প্রকার কথোপকথনে আনন্দোপভোগ করিতে লাগিলাম।

গুপ্ত গুহা লুণ্ঠন করিয়া যে সমস্ত রত্ন ও মূল্যবান্ পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি সরাইয়ে রাখা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া আমাদের নিজেদের বাসায় লইয়া

গেলাম। সময় মত বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া আপাততঃ সেই সুরক্ষিত কক্ষের মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

আমার মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়া পিতার আর আনন্দের সীমা নাই; তিনি আমাকে নিতান্ত শিশুর মত সস্নেহে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

পিতা আমাকে সম্বোধন করিয়া উল্লাসের সহিত বলিলেন "বৎস! আর কিছু দিন অপেক্ষা কর। ক্রমশঃ এ সমস্ত কথা হিন্দুস্থানেও প্রচারিত হইবে। হিন্দুস্থানবাসী ঠগীগণ তোমার এই বীরত্ব-বার্ত্তা অবগত হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে সুবাদারের পদে বরণ করিবে। সে পদ বড়ই সম্মানজনক, বড়ই দুর্ল্লভ; উহা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে।"

আমি পিতার কথায় উত্তর দিলাম না; সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। মনে করিলাম যে, একবার একটা খুব বড় রকমের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনেক ধন সম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সুবাদারের পদ পাইয়া যাইব; অন্যান্য লোকে যখন সুবাদার হইয়াছে, তখন কেনই বা আমি ঐ পদ পাইব না? যে প্রকারেই হউক, এই পদে উন্নীত হইতেই হইবে। যশঃলিপ্সার অগ্নি আমার হৃদয়ে তখন প্রচণ্ড ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দস্যুদিগের এই গুহা লুণ্ঠিত হওয়ার 'পর সহরে তুমুল হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। আমরা যে দুইটি মৃতদেহ গুহার দ্বারে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সেগুলি পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, চিল শকুনি প্রভৃতি তথায় উড়িতেছে। কে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিল? নানা জনে নানারূপ অনুমান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলিল যে, এই সমস্ত দস্যুর মধ্যে আত্মবিরোধ হওয়ায় তাহারাই পরস্পর কলহ করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। প্রকৃত কথা কি, তাহা কিছুতেই নির্ণীত হইল না, তবে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে ইহা স্বীকৃত হইল যে, দস্যুরা নিহত হওয়ায় দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। অনেক লোক দস্যুদিগের গুহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়া অনেক অপহৃত দ্রব্য বাহির করিল। কিছু দিন পূর্ব্বে সহরের এক ধনাঢ্য সওদাগরের গৃহে অনেক মূল্যের দ্রব্য চুরি গিয়াছিল, সেগুলিও দস্যুদিগের গুহায় পাওয়া গেল। আমরা ব্যস্ততা বশতঃ এই দ্রব্য গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাই যথেষ্ট। আমরা যে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যাদি পাইয়াছিলাম, তাহা গোপনে গালাইয়া ফেলিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, সমুদয়ের মূল্য সাত হাজার টাকার অধিক।

অন্যান্য দ্রব্যাদি, উট, বলদ, ঘোড়াগাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সর্ব্ব সমেত পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক পাওয়া গেল; সেখানে আর সেগুলি ভাগ করা হইল না, সকলের পরামর্শক্রমে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া টাকা কড়ি ভাগ করা যাইবে,

এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। আপাততঃ খরচ পত্রের জন্য দলের সাধারণ লোকদিগকে কুড়ি টাকা করিয়া, আর জমাদারদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দেওয়া হইল।

পিতা বলিলেন, আর এখানে থাকিয়া প্রয়োজন নাই। আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া আরও দশদিন কাল তথায় থাকিতে সম্মত করিলাম। আমি সরফরাজ খাঁ ও বদ্রীনাথের সহিত আমাদের ব্যবসায় চালাইবার এক নূতন রকম ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমরা এখন সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের সমস্ত দলকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিলাম। নগরের চারিদিকের চারি সীমান্তে বাসা লইলাম। আমাদের পুরাতন বাসা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমি ও আমার পিতা আমাদের লোকজন লইয়া মীরজুম্মা দীঘির তীরে সহরতলীর মধ্যে একটি বাসা লইলাম, বদ্রীনাথ ও তাহার দল রেসিডেণ্টের বাটীর নিকটে সদরঘাট বাজারে রহিল। এই স্থানে পথিকেরা দলে দলে গতায়াত করে, এই স্থান হইতে চারিদিকে চারিটি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। সরফরাজ খাঁ তাহার দলের আটজন লোক লইয়া সেই সরাইয়েই রহিল। আর এক দল লোক পীর খাঁ ও মতিরামের নেতৃত্বাধীনে নগরের পশ্চিমদিকে সাম্‌সাবাদের রাস্তার মুখে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই ব্যবস্থায় বড়ই সুফল ফলিতে লাগিল। প্রত্যহই দু'একদল পথিকের প্রাণসংহার বেশ নিরাপদে চলিতে লাগিল। টাকা কড়ি খুব অধিক পরিমাণে পাওয়া না গেলেও মন্দ লাভ হয় নাই। জিনিস পত্র যেখানে যাহা পাওয়া যায় সমস্তই পিতার নিকট জমা হয়, তিনি ধীরে ধীরে তৎসমুদায় বিক্রয় করেন। এই প্রকারে কার্য্য বেশ লাভের সহিত চলিতে লাগিল। আমি নিজের স্থান নির্ব্বাচন করিবার কালে আশা করিয়াছিলাম যে, প্রত্যহ অনেক শিকার প্রাপ্ত হইব; কিন্তু আমার ভাগ্যে আশানুরূপ লোক জুটিতেছিল না। আমার তুলনায় অন্যান্য দলের কার্য্য খুব ভালরূপ চলিতেছিল। আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইল। বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁর সহিত স্থান বিনিময় করিতে চাহিলাম, তাহারা সম্মত হইল না। এই কয়েক দিন আমি যে সামান্য কার্য্য করিলাম, তাহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের এইরূপ ব্যবস্থায় কার্য্য আরম্ভ করার সাতদিন পরে হঠাৎ বদ্রীনাথ আমার নিকট অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, তাহার মুখে দারুন ভয়ের চিহ্ন। সে একেবারেই আমার নিকট আসিয়া বলিল—

"আমাদের শীঘ্রই পলাইতে হইবে। এ নগরে আর আমাদের রক্ষা নাই।"

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কেন? কি হইয়াছে? আমাদের কোন কথা কি বাহির হইয়া পড়িয়াছে? আমাদের দলের কোন লোক কি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "বলিতেছি, বলিতেছি। বড়ই দুঃখের কথা, বড়ই শোচনীয় কথা। আমাদের দলের কয়েকজন প্রধান লোক ধরা পড়িয়া হাজতে পচিতেছে। আপনি জানেন, সরফরাজ খাঁর দুঃসাহসিকতা কিছু অধিক রকমের। এত অধিক ভাল নয়। সেই জন্য কেহই নিশ্চিন্তভাবে তাহার উপর কোন গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করে না। সরফরাজ খাঁর চরিত্রে এই অত্যধিক হঠকারিতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে সে নিশ্চয়ই একজন প্রধান জমাদার হইতে পারিত। তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলেই খুব কীর্ত্তিশালী ঠগ ছিলেন। উহাদের বংশের সকলেই খুব পরাক্রমশালী—"

আমি অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "উহার বংশ পরিচয় শুনিয়া আর এখন আমার কি ফল হইবে? কি হইয়াছে, তাহাই শীঘ্র শীঘ্র খুলিয়া বল না?"

বদ্রীনাথ বলিল, "না, না, আমি গল্প করিতেছি না। আপনি এত রাগিবেন না। কল্য সন্ধ্যাকালে সরফরাজ খাঁ দুইজন ধনাঢ্য সওদাগরকে প্রাপ্ত হয়। ইহারা আওরঙ্গাবাদে যাইতেছিল। সরফরাজ ইহাদিগকে মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়া সরাইয়ে লইয়া আইসে। অদ্য প্রাতঃকালে তাহাদের যাত্রা করিবার কথা। তাহাদের সঙ্গে দুইটি উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করা জিনিসপত্র। তাহারা জিনিসপত্রগুলি যেরূপ যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সরফরাজ খাঁ বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল যে, অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে আর দু'তিন জন সওদাগর এই সরাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই নবাগত সওদাগরদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত সওদাগর দুইজনের পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল। তাহারা আসিয়া এই সওদাগর দুইজনকে আরও সাতদিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিল। সাতদিনের মধ্যে তাহাদের কার্য্যাদি শেষ হইবে এবং সকলে এক সঙ্গে আওরঙ্গাবাদ যাত্রা করিবে। নবাগত সওদাগরদিগের প্রস্তাবে ইহারা দুইজন সম্মত হইল। সওদাগরেরা কিন্তু তাহাদের জিনিসপত্র সরাই হইতে সরাইল না; বলিল যে, রাত্রিকালে আর এ সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য এখান হইতে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই। রাত্রি প্রভাত হইলে সরাই পরিত্যাগ করিয়া জিনিসপত্র লইয়া উহাদের সহিত মিলিত হইবে ও এই সাতদিন একত্রেই থাকিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। সরফরাজ খাঁ রাত্রি প্রভাত হইলেই আওরঙ্গাবাদ যাত্রা করিবার জন্য সওদাগর দুইজনকে অনেক প্রকারে বুঝাইল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। এখন সরফরাজ খাঁর আর একটীমাত্র উপায় অবশিষ্ট রহিল; সরাইয়ের মধ্যেই সওদাগরদিগকে বিনাশ করা। কার্য্যটি নিতান্ত সহজ নহে— অথচ দুঃসহ প্রলোভন। মূল্যবান্ দ্রব্যের বড় বড় বস্তার লোভ বড় সামান্য নহে। সরফরাজ খাঁ যদি রাত্রি প্রভাত হইবার মুখে উহাদিগকে হত্যা করিয়া উহাদের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া আসিত এবং আমাদের দলে আসিয়া মিশিত, তাহা

হইলে সওদাগরদিগের মৃতদেহ তথায় পড়িয়া থাকিলেও সরফরাজ খাঁর নিজের কোনই বিপদ হইত না। তাহার পর আমরা একজন গিয়া ঐ সরাইয়ে উহার স্থান গ্রহণ করিতাম। কোন গোলযোগও হইত না, ব্যবসায়ও বেশ সুন্দররূপে চলিত। সরফরাজ খাঁ আর এতদূর চিন্তা করিল না। সওদাগরদিগের বন্ধুরা চলিয়া যাইবামাত্রই সরফরাজ খাঁ তাহাদের দুইজনকে হত্যা করিল ও তাহাদের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিল।"

আমি বলিলাম, "তাহার পর ; তাহার পর ; সে ধরা পড়িল কি প্রকারে ?"

বদ্রীনাথ আরম্ভ করিল, "ক্ষণকাল পরে সওদাগরদিগের ঐ তিনজন বন্ধুর মধ্যে একজন সরাইয়ে সওদাগরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সরফরাজ খাঁ তাহাকে বলিল যে, সওদাগরেরা বাহিরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। লোকটি অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। সে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার অপরাপর বন্ধুগণকে ডাকিয়া আনিল। তখন উহারা সকলে ঐ সওদাগরদিগকে খোঁজ করিতে লাগিল। সরফরাজ খাঁ অবশ্য তখন উহাদিগের মৃতদেহ প্রাঙ্গনের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু উহার গায়ে কয়েকটি পরিচ্ছদ দেখিয়া ও অন্যান্য দ্রব্য দেখিয়া তাহাকেই উহারা সন্দেহ করিল। পরিশেষে একদল রাজপ্রহরীর সহিত তাহাদিগকে নগরে লইয়া যাওয়া হইল। কেবল হিম্মৎ খাঁ নামক একজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছে, সে ব্যক্তি তখন সরাইয়ে ছিল না।

আমি বলিলাম, "বড়ই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই ; এখন কি উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা যায়, তাহাই আমি চিন্তা করিতেছি।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "আমিও কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস যে, আমরা ধর্ম্মসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং ইঙ্গিত ও অনুমতি গ্রহণ করি নাই বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "তুমি একটি প্রকাণ্ড মূর্খ। তুমি কেবল এই সমস্ত বাজে কথা বলিয়া থাক। হৃদয়ে সাহস থাকিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কৌশল অবলম্বন করিলেই কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। এ সমস্ত বাজে কথা, আমি ইহাতে বিশ্বাস করি না।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "এই অবিশ্বাসের জন্য আপনাকে একদিন না একদিন বিলক্ষণ অনুতাপ করিতে হইবে। নিশ্চয় জানিবেন, আপনাকে একদিন অনুতাপ করিতেই হইবে। আমি আপনাকে এমন শত শত উদাহরণ দেখাইতে পারি যখন এই সমস্ত অনুষ্ঠান অবহেলা করার জন্য নানাপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি, আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি সমস্তই স্বীকার করিবেন।"

আমি উত্তর করিলাম "তুমিও যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পিতাও তেমনি। আমি

যে এ সমস্ততে বিশ্বাস করি না, তাহা তুমি অনায়াসেই পিতাকে বলিয়া দিতে পার, আমার তাহাতে কোনই আপত্তি নাই।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "সে কথা ত তাঁহাকে বলিবই। তবে এখন দেখিতেছি, যেন তিনি তাঁহার পদ ও কার্য্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, আর আপনার উপর সমুদয় কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন। আপনি যাহা করিতেছেন, এখন তাহাই হইতেছে। নতুবা একটা দল ভাঙ্গিয়া চারি দল করা হইল, প্রত্যেক দল স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে লাগিল, অথচ সে জন্য ভবানীর অনুমতিও লওয়া হইল না, কোন যজ্ঞাদিও করা হইল না। এমন ব্যাপার বোধ হয় কেহ কখনও শুনে নাই।"

আমি কিঞ্চিৎ বিদ্রূপাত্মক স্বরে কহিলাম, "আমি ভাবিলাম যে, প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান তুমি সমস্তই করিয়াছ। আর তুমি যদি না করিয়া থাক, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? তুমিই ত দলের নিশান সর্দ্দার? দেখ বদ্রীনাথ! বোধ হয় তুমি আমাদের বঞ্চনা করিয়াছ।" বলিতে বলিতে আমার মনে ক্রোধের উদয় হইল; আমি বলিলাম, "দেখ বদ্রীনাথ! তুমি একটু সাবধান হইয়া কথা বলিও। পিতার সম্বন্ধে আমার সমক্ষে ঐরূপ অসম্মানকর কথা বলিও না। দেখ, কেহ পিতার প্রতি অন্যায় কথা বলিলে আমি তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাকে শাস্তি দিতে সমর্থ। তুমি ওরূপ কথা বলিলে আমার হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা বেশ ভাল করিয়া জানিয়া রাখিও।"

বদ্রীনাথ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "দেখুন আপনি যতই বলুন, আর যতই করুন, এখনও আপনি বয়সে নবীন। অকারণ কলহ করা আমার স্বভাব নহে, ইহা আপনি বেশ জানেন। আমার উপর ক্রোধ করা একেবারে নিস্ফল, ইহাও আপনি বেশ জানেন, ঠগী যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, চিরদিনই এই সমস্ত অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া আসিতেছে। আপনি যে এ সমস্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার কারণ আপনার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা নিয়মিত অনুষ্ঠান পালন করি নাই বলিয়াই এই বিপদ ঘটিয়াছে। হাতে হাতেই প্রমাণ দেখিতেছেন। এখন যে বিপদ ঘটিয়াছে, ইহা ত অতি সামান্য; কে বলিতে পারে যে এতদপেক্ষা অধিকতর বিপদ শীঘ্রই ঘটিবে না? মনে করুন, যাহারা ধরা পড়িয়াছে, তাহাদিগকে যদি খুব উৎপীড়ন করে, তাহা হইলে একজনও যে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?"

আমি বলিলাম, "তবে তুমি কি করিতে বল?" বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "আমি বলি, সর্ব্বপ্রথমে ভবানীর পূজা করা হউক। তাহার পর সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা করা সঙ্গত বলিয়া স্থির হয়, তাহাই করা যাইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহাই কর। যেরূপ পূজা করা সঙ্গত মনে কর, সেইরূপ

পুজাই কর। তুমি এ সমস্ত ব্যাপার ভালরূপেই জান। পিতাও সমস্ত জানেন। আমি যখন এ সমস্ত রহস্য জানিনা, তখন আমার আর তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই।"

বদ্রীনাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "এইবার আপনি ঠিক স্ববিবেচকের মত কথা বলিয়াছেন। আপনার পিতা কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "তিনি ঘরের মধ্যে ঘুমাইতেছেন ; তুমি যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর ?"

যথাসময়ে ভবানীর পূজা হইল। ইঙ্গিতসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই বলিল যে, ভয়ের কোন কারণ নাই ; আমাদের মঙ্গলই হইবে। কি কি অনুষ্ঠান করা হইল, তাহা বলিতে পারি না। তখন এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম, সেইজন্য সেদিকে যাইও নাই। কি করা হইল, বা না হইল, সে সমস্ত কথা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করি নাই। পরবর্ত্তীকালে বিবিধ প্রকার দুর্দ্দশার মধ্যে লিপ্ত হইয়া আমি এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই এই সমস্ত দুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। সেই অবধি এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি আর কখনই আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

আমার পিতা বদ্রীনাথের সহিত হর্ষোৎফুল্ল বদনে আমার নিকট আসিলেন ও বলিলেন যে, "ভবানী যদিও যৎসামান্য কোপ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও মোটের উপর তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন। আসল কথা আমরা তাঁহার পুজা অবহেলা করিয়াছি। যাহা হউক, এখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "ইহা অবশ্য খুবই সুখের বিষয়। এখন যে সমস্ত হতভাগ্য ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কি করা যায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বদ্রীনাথ ! তাহারা কোন্ সময়ে ধরা পড়িয়াছে ?"

"রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়।"

"তাহা হইলে এখন তাহারা কোথাও না কোথাও হাজতে অবরুদ্ধ আছে। দিবাভাগে তাহাদের উদ্ধারের কোন আশা নাই। উৎকোচ দানে কোনও ফল হইবে কি না সন্দেহ। শুনিয়াছি এখানকার কোতোয়াল হোসেন আলি খাঁ বড় সাধু লোক। আচ্ছা, কোতোয়ালের সম্মুখে তাহারা কখন নীত হইবে ?"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "তাহা ত আমি ঠিক জানি না। তবে সে খবর অনায়াসেই পাইতে পারি।" এই বলিয়া বদ্রীনাথ ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গেল ; ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একজন বৃদ্ধ মুদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, রাত্রিতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে কোতোয়াল দরবার করিয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "তবে জোরপূর্ব্বক তাহাদের উদ্ধার করা যাইবে; আমিই এ কার্য্য করিব।"

পিতা ও বদ্রীনাথ উভয়ে সমস্বরে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব; একেবারে অসম্ভব

আমি বলিলাম, "হউক অসম্ভব। আমি বলিতেছি আমি করিব; আপনাদের চিন্তার প্রয়োজন কি? হিম্মৎ খাঁ কোথায়? আমি তাঁহাকে চাই, আর ছয়জন বাছাই করা লোক, তাহারা যদি সাহসপূর্ব্বক আমার কথামত কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের উদ্ধার সাধন করিব। কেহ কোতোয়ালের বাড়ী কোথায় জান?"

ইতোমধ্যে হিম্মৎ খাঁ ও ছয়জন বাছাই লোক আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই বলিল, "কোতোয়ালের বাড়ী কোথায় তাহা জানি না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা; তোমরা এইখানেই থাক; আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া, সমস্ত খবর লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

বদ্রীনাথ বলিল, "আচ্ছা, তবে আমিও এখন আপন বাসায় যাই" দিবা দ্বিপ্রহর হইতে হইতেই আমি ফিরিয়া আসিব। কয়েকজন লোকও সঙ্গে করিয়া আনিব।"

আমি বলিলাম, "দেখ, বদ্রীনাথ! তোমার লোকগুলি যেন ঢাল তরোয়াল লইয়া আসে। তোমার লোকদের মধ্যেও কেহ কেহ আমার সঙ্গে যাইতে পারে।"

বদ্রীনাথ বলিল, "মীর সাহেব! আমি স্বয়ং আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি আমাকে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু আপনার শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস।" এই বলিয়া বদ্রীনাথ হাসিতে লাগিল।

আমি উত্তর করিলাম, "আমি সমস্তই বুঝিলাম। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।

"নিশ্চয়ই; আমি কি কখনও আপনার সহিত কলহ করিয়াছি?"

"না না; তুমি আমার সহিত কলহ কর নাই। আমি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি।"

পিতা আমাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "একি? তোমাদের মধ্যে কি মনোবাদ হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম, "না, না; আমাদের কিছুই হয় নাই। সামান্য যাহা হইয়াছিল, তাহাও মিটিয়া গেল। যাহা হউক, আর বিলম্ব করা হইবে না; শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।"

সহরে প্রবেশ করিয়া কোতোয়ালের বাসভবন অনায়াসেই নির্ণয় করিলাম। একটি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ রাস্তার উপর তাহার বাড়ী; সে রাস্তায় লোকচলাচল অধিক নাই। আমি বুঝিলাম, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ জনসঙ্কুল

রাজপথে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। আমি স্থির করিলাম যে, প্রহরীরা যখন আমাদের বন্ধুগণকে কোতোয়ালের দরবারে হাজির করিবার জন্য লইয়া যাইবে, সে সময় যদি সহসা প্রহরীদিগকে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে তাহারা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে, আর নিশ্চয়ই বন্দীগণকে ফেলিয়া পলায়ন করিবে।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আমার অভিপ্রায় পিতার নিকট নিবেদন করিলাম। এ প্রকারের দুঃসাহসিক কার্য্যে তাঁহার অনিচ্ছা নাই— তবে আমিই নেতা হইয়া সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিব, যদি আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হয়, তাহা হইলে আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার একমাত্র ভয়।

তিনি বলিলেন "দেখ, পুত্র! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা যে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কথা, তাহা আমি বেশ জানি। তবে ইহা স্নেহজনিত দুর্ব্বলতা মনে করিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিও। যাহা হউক, তোমার এই বীরোচিত উদ্যমে আমি বাধা দিতে চাহি না। ভগবানের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

'প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমি, বদ্রীনাথ ও ছয়জন লোক সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহির হইলাম; এই ছয়জনের মধ্যে দুইজন রাজপুত। যে রাস্তার উপর কোতোয়ালের গৃহ, সেই রাস্তায় প্রবেশ করিয়া আমরা পৃথক পৃথক রহিলাম। আমরা দূরে দূরে অবস্থান করিলেও পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির মধ্যে রহিলাম। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আমরা সেই রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; ক্রমশঃ আমি বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম। তাহারা কি আসিবে না? তাহাদের বিচার কি ইতঃপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে? এই সমস্ত প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আমার মনে জাগিতে লাগিল। কোতোয়ালের গৃহে যে দরবার হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অনেক লোক সে দিকে যাইতেছে, আবার অনেক লোক তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু আমাদের দলের লোকগুলি কি আর আসিবে না?

সমস্ত রাস্তার মধ্যে কেবল একখানা পানের দোকান; আমি সেই দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময়ে হিম্মৎ খাঁ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে তাহার মুখাকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সে কোনও সংবাদ দিবার জন্য আসিতেছে। আমি দোকান হইতে নামিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম।

হিম্মৎ খাঁ উদ্বেগে একেবারে যেন রুদ্ধশ্বাস। সে আমাকে বলিল, আমি গলির এক মোড়ে দাঁড়াইয়াছিলাম, আর এক মোড়ে কুশল সিং দাঁড়াইয়া আছে।

আমি যে সীমান্তে ছিলাম, সেই সীমান্ত দিয়াই তাহারা আসিতেছে; এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ আসিয়া পড়িয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঙ্গে প্রহরী কয়জন?"

"কুড়িজন লাইনওয়ালা বৃদ্ধ সিপাহী, তাহাদের হস্তে প্রাচীন কালের বন্দুক। আমরা তাহাদের একশত জনকে অনায়াসেই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"তাহাদের হাতের বন্দুক কি গুলিভরা আছে?"

"তা' আছে! কিন্তু সে জন্য চিন্তা কি? তাহারা অত্যন্ত ভীরু। আমি আপনাকে ঠিক বলিতেছি যে, আমরা আক্রমণ করিলেই তাহারা পলায়ন করিবে।"

"তবে তুমি গিয়া বদ্রীনাথকে অগ্রসর হইতে বল। ঠিক সময়ে আমি সঙ্কেতধ্বনি করিব।"

আমার দলের চারিজন লোককে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যখন আমি কোন লোকের সহিত কথা কহিব, তখন যেন তাহারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। তদনুযায়ী তাহারা আমার নিকট আসিল। বদ্রীনাথ নিজের দলের লোক লইয়া প্রস্তুত হইল। কুশল সিং গলির অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, সেও ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া রাস্তার দুইদিক হইতে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; যদিও তরবারি হস্তে এই আমার একরূপ প্রথম যুদ্ধোদ্যম, তথাপি আমার মনে ভয় হয় নাই। দেখিলাম, প্রহরীগণ আমাদের দলের লোকগুলির হস্ত বন্ধন করিয়া লইয়া আসিতেছে; সকলের হাত একগাছি দড়িতে বদ্ধ, প্রহরীদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সেই ব্যক্তি দড়িগাছটী ধরিয়া যাইতেছে। প্রহরীরা সকলেই অত্যন্ত অসতর্ক। প্রহরীদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমাদের দলের লোকগুলির হাতের দড়ি একবার খুলিয়া দিলে তাহারা অনায়াসেই প্রহরীগণের নিকট হইতে পালাইয়া আসিতে পারিত।

রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে আমরা উভয় দল যেমন একত্র হইয়াছি, অমনি আমি সজোরে বলিয়া উঠিলাম "ভাই! পান লে আও।" ইঙ্গিতমাত্র আমরা প্রবল ঝটিকার মত নগ্ন তরবারি হস্তে সিপাহিগণকে আক্রমণ করিলাম। দুইপাশে যাহাকে পাইলাম, আঘাত করিলাম; দুইজন একেবারে ভূমিশায়ী হইল। আমাদের সকলেই বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিল। আমি সবেগে গিয়া বন্দীদিগের হাতের দড়ি কাটিয়া দিলাম। হিম্মৎ খাঁ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল, আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্ত্ত পরেই সিপাহীরা কে কোথায় পলায়ন করিল।

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলাম "একেবারে দৌড়িয়া সহরের ফটকে চলিয়া

যাও, নতুবা শীঘ্রই ফটক বন্ধ হইয়া যাইবে। বরাবর অন্ধকার গলির রাস্তা ধরিয়া যাইও, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা তথা হইতে ইতস্ততঃ চলিয়া গেলাম। রক্তাক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিবার সময় আমি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম পাঁচজন রক্তাক্তদেহ প্রহরী ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। মনে হইল, অদ্য যথেষ্ট কার্য্য করা হইয়াছে। আমি আর বিলম্ব করিলাম না; ত্বরিতগমনে সহরের ফটকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতঃপর মীরজুম্লা দীঘির তীরদেশ দিয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বাসার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রহরীগণের উপর আক্রমণ এতই ক্ষিপ্রহস্তে করা হইয়াছিল, এতদূর ব্যস্ততার সহিত সমুদয় কার্য্য, এত শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সে সম্বন্ধে সকল কথা এখন আর স্পষ্টভাবে মনে নাই। আমার ইহা বর্ণনা করিতে যত সময় লাগিল, তদপেক্ষা অনেক কম সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, যদিও প্রহরীগণ আক্রান্ত হইয়া খুব জোরে চীৎকার করিয়াছিল, যদিও পথবাহী আরও দুএকজন লোকের চীৎকার সেই চীৎকারের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ শব্দ উপস্থিত করিয়াছিল, তথাপি অন্য কোন লোক আমাদিগকে ধরিবার জন্য অথবা পরাভূত করিবার জন্য কেন অগ্রসর হয় নাই?

রাত্রি প্রভাতে সকলেই নিজ নিজ স্থানে মিলিত হইল। পিতা দেখিলেন, এ সহর আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে, এই জন্য তিনি সমস্ত লোককে হোসেন সাগরের তীরবর্ত্তী তাম্বুতে পাঠাইয়া দিলেন; কারণ তথায় অনুসন্ধান হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

গত কয়দিনে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিক্রয় আরম্ভ হইল। কয়েকগাছি মুক্তার মালা, খানকয়েক শাল, কয়েকখণ্ড মূল্যবান প্রস্তর ব্যতীত মূল্যবান দ্রব্য বেশী কিছু ছিল না; সেগুলি বিক্রয় করা হইল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি সমস্তই গলাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমির আলির বৈকালিক কার্য্য

এখন আমার হস্তে দুইটি কার্য্য অবশিষ্ট রহিল। প্রথম কার্য্য জোরা কোথায় তাহার একবার অন্বেষণ করা; দ্বিতীয়তঃ যে হুণ্ডিগুলি লইয়া আসিয়াছি সেইগুলি ভাঙ্গাইয়া লওয়া।

জোরার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা নাই। যেদিন জোরার গৃহ হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি, সেদিন হইতে জোরার গৃহসমীপে আমি লোক বসাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট জোরার অথবা তাহার সেই বৃদ্ধা দাসীর কোনও সন্ধান পাই নাই। বৃদ্ধা দাসীকে টাকাকড়ি দিয়া বশীভূত করিয়াছিলাম, সে জোরার সংবাদ আনিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সেও আসিল না। দৈবযোগে যদি জোরার সাক্ষাৎ পাই, এই আশায় আমিও কয়েকবার জোরার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কাজেই এখন আমি জোরার আশা একরূপ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমার ব্যবসায় যদি অত্যন্ত ভীষণ না হইত, তাহা হইলে জোরার বিরহ-শোক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না, তাহা হইলে আমার জীবনের নিশ্চয়ই অতীব শোচনীয় দশা হইত। কিন্তু আমার সময় নাই। যে দিন হইতে আমি একদল লোকের সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার প্রাপ্ত হইলাম, সেইদিন হইতেই আমার আর বিন্দুমাত্র অবসর রহিল না। সর্ব্বদাই চিন্তা, কি প্রকারে কোথায় নূতন শিকার পাওয়া যাইবে। আরও চিন্তা, নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিপদ, সে সমস্ত হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থাও সর্ব্বদাই করিতে হইতেছে। কাজেই অবসর একেবারেই ছিল না।

সঙ্গীগণকে উদ্ধার করার পরদিন আমাদের একটি পরামর্শ-সভা হইল, তাহাতে দলের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত। সভার সমস্ত কথা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, আমরা অনেকদিন এই সহরে রহিয়াছি, আর অধিকদিন এখানে থাকা কোনমতেই নিরাপদ নহে, অতএব হয় আগামী কল্য নয় তৎপর দিন আমাদিগকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। দলের যাবতীয় লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নগরের যে প্রান্ত হইতে বীদারের রাস্তা বাহির হইয়াছে, সেই প্রান্তে গমন করিল। এই রাস্তা পঁদিচেরি হইয়া গিয়াছে। পঁদিচেরিতে আমরা সকলে আবার মিলিত হইব, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

আর অধিক সময় নাই; আমি মতিরাম ও বদ্রীনাথকে লইয়া নগরের মধ্যে

প্রবেশ করিলাম। প্রথমতঃ আমরা চারমিণারের সোপানপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলাম। প্রহরীগণের হস্ত হইতে জোরপূর্ব্বক আসামী ছিনাইয়া লওয়ার কত প্রকারের আশ্চর্য্য গল্প আমাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সকল বক্তাই হয় বলে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অথবা বলে খুব বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে কতজনে কত প্রকার কথা বলিতে লাগিল। তাহাদের এই সমস্ত গল্প শুনিয়া আমাদের মনে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। বাজে গল্প শুনিবার সময় নাই। সৈয়দ মহম্মদ আলি ওরফে কামাল খাঁর নিকট যে হুণ্ডি পাওয়া গিয়াছে, সেই হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্যই আমাদের সহরে আসা। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, চারমিণারে বসিয়াই সমস্ত কার্য্য হইবে— হুণ্ডিতে কি লেখা আছে তাহা পড়াইয়া লইতে পারিব এবং কোন সওদাগরের নিকট এই হুণ্ডির টাকা প্রাপ্য, তাহাও ঠিক করিতে পারিব।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, একজন শীর্ণকায় দরিদ্র জীর্ণ বসনধারী লোক এইদিকে আসিতেছে। তাহার কানে কলম। এক পার্শ্বে একটি দোয়াত ঝুলিতেছে, বগলে একতাড়া কাগজ। ভাবিলাম, এই লোকটির দ্বারা কার্য্য হইবে। ইঙ্গিত করিবামাত্র লোকটি ব্যগ্রভাবে আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি গুজরাটি পড়িতে পার?"

সে উত্তর করিল, "শুধু পড়া কেন, আমি গুজরাটি ভাষা উত্তমরূপে লিখিতে পর্য্যন্ত পারি। গুজরাটি ভাষাই আমার মাতৃভাষা। হুজুরের কি হুকুম।

আমি তাহার হস্তে একখানি হুণ্ডি দিয়া বলিলাম, "বেশী কিছু নয়; কেবলমাত্র একখানি হুণ্ডি পড়িয়া দিতে হইবে।"

হুণ্ডিখানিতে চক্ষুসংলগ্ন করিয়া লোকটি বলিল, "এখানি একখানি টাকা দিবার হুকুম। 'নন্দা'য়ের বিহারীমল্ বেগমবাজারের গোপালচাঁদ বিষ্ণুচাঁদকে কামাল খাঁকে চারিশত টাকা দিতে হুকুম করিতেছেন। হুজুরের নাম বুঝি কামাল খাঁ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হুণ্ডির সমস্ত ঠিক আছে?"

লোকটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অতীব মনোযোগের সহিত হুণ্ডিখানি উত্তমরূপে দেখিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরের কি সন্দেহ আছে?"

আমি বলিলাম, "না না; সন্দেহ কেন থাকিবে? তবে যদি দৈবগত কিছু গোল থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে কি না; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাদের আরও অনেক বেশী টাকার হুণ্ডি আছে।"

লোকটি উত্তর করিল "না, না, এইখানিতে কোন গোল নাই; তবে অন্য গুলি দেখি।"

আমি তাহাকে সমস্তগুলি দেখাইলে সে বলিল, "কোন গোল নাই; আপনি হুণ্ডিগুলি লইয়া গেলেই টাকা পাইবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে সমস্ত সওদাগরের নামে হুণ্ডি দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বেশ বিখ্যাত ধনী ত ?"

লোকটি উত্তর করিল, "দূরদেশে তাহাদের হুণ্ডির কারবার খুব অধিক, তাহারা ধনাঢ্যও খুব। তবে সহরের মধ্যে তাহাদের কারবার খুব অধিক নহে।"

"তাহারা থাকে কোথায় বলিলে ?"

"বেগমবাজারে। হুজুর যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের তথায় লইয়া যাইতে পারি।

"বেশ কথা ; তাই চল। আমরা বিদেশী লোক, আমরা পথ ঘাট চিনি না, সহজে তাহাদের বাড়ী স্থির করিতে পারিব না। তোমাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

চারমিণার হইতে বাহির হইয়া আমরা একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিলাম ; কিছুদূর গিয়াই একটি ক্ষুদ্র তোরণ, ইহার নাম 'দিল্লি ফটক'। ফটক পার হইয়া বামদিকে কিছুদূরে একটি নদী। নদী উত্তীর্ণ হইলাম। পরপারে সহরতলী ; তথায় অগণ্য ধনাঢ্য বণিকের বাসভবন সারি সারি শোভা পাইতেছে। আমাদের অন্বেষণীয় সওদাগরের এই স্থানেই বাস। এই স্থানে কাজকর্ম্মের খুব ভিড়। বস্তা বস্তা মাল, বস্তা বস্তা অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, সারি সারি গরুর গাড়ী, কতকগুলি বোঝাই কতক খালি, কেহ গরুকে জাব খাওয়াইতেছে, কেহ অকারণ ঠেঙ্গাইতেছে বা অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি করিতেছে। লোকে লোকারণ্য, বণিক, 'দালাল মহাজন ছুটাছুটি করিতেছে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক, নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিহিত, নানাবিধ ভাষায় কথোপকথন করিতেছে ; ব্যস্ততার আর সীমা নাই। কোথাও তুলাদাঁড়িতে জিনিস ওজন হইতেছে, কোথাও কওয়ালেরা বিচিত্র স্বরে শস্য মাপিতেছে, ফেরিওয়ালারা সুর করিয়া চীৎকার করত পথিক-কুলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আমরা অতিকষ্টে এই জনতা ভেদ করিয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। যে লোকটি আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে ঐ ব্যবসায়ের একজন অংশীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল।

আমি বেশ সাহসিকতার সহিত তাহার হস্তে একখানি হুণ্ডি দিলাম। সওদাগর বৃদ্ধ, চোখে চশমা লাগাইয়া হুণ্ডিখানি পড়িল, তাহার পর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অতীব যত্নের সহিত হুণ্ডিখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মাঝে মাঝে কয়েকবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার প্রতিও চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

আমি একাকী হইলে তাহার এই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হয়ত বা আমার মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদয় হইত, আমার সহিত আরও দুইজন সাহসী বন্ধু রহিয়াছেন। যদি তেমন কিছু হয়, তাহা হইলে আমরা অস্ত্রসাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, এ

সাহস আমার মনে বিলক্ষণই ছিল ; কাজেই আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নাই।

সওদাগর পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিল, "আপনি একবার ঐ ঘরে যদি আসেন, তাহা হইলে ভাল হয় ; আপনার সহিত দুএকটি কথা আছে।"

আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, সওদাগর উদ্বিগ্নভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ হুণ্ডি আপনার নিকটে কি প্রকারে আসিল? আর আপনি বা কে?"

আমি নির্ভীকভাবে উত্তর করিলাম, "আমি কে, তাহা আপনার জানিবার কিছু প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্তই জানিলে আপনার পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, ঐ হুণ্ডিখানি এবং এই হুণ্ডিগুলির টাকা আমি আপনার নিকট লইতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া আমি তাহাকে অন্যান্য হুণ্ডিগুলি দেখাইলাম।

সমস্ত হুণ্ডিগুলি অতি উত্তমরূপে পরীক্ষাপূর্ব্বক সওদাগর বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি একজন অন্যলোক হুণ্ডিগুলি ভাঙ্গাইতে আসিয়াছেন। যাহা হউক, এই হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার আপনার কি অধিকার?"

আমি উত্তর করিলাম, "যাহার নামে এই হুণ্ডি, তিনি আমাকে ইহা ভাঙ্গাইবার অধিকার দিয়াছেন।"

"তাহার নাম কি, এবং কোন সওদাগরই বা হুণ্ডি দিয়াছেন?"

"কামাল খাঁ ; আর সওদাগরের নাম বিহারীমল্।" সওদাগর কহিল, "শুধু ইহাতে হইবে না। এ টুকুত হুণ্ডি পড়িয়া যে কেহ বলিতে পারে।

আমি আমার কটীবন্ধ হইতে সৈয়দের নামাঙ্কিত শিলমোহর বাহির করিয়া সওদাগরের হস্তে দিলাম ও কহিলাম, "ইহাতে বোধ হয় আপনার প্রত্যয় হইবে!"

সওদাগর মোহরটি উত্তমরূপে দেখিল, তদনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী দপ্তরখানা হইতে একতাড়া কাগজ লইয়া তাড়াতাড়ি কাগজ উল্টাইতে লাগিল। ক্রমশঃ একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই যে সৈয়দ মহম্মদ আলির হিসাব পাওয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে যে মোহরটি দিয়াছেন, তাহা যদি অপ্রকৃত হয়, তাহা হইলে এখনি ধরা পড়িবে! এই দেখুন সৈয়দের নিজের মোহর।" এই বলিয়া সে আমাকে একটি মোহরের দাগ দেখাইল।

সওদাগরের হস্তে মোহরটি দিয়া অবধি আমার মনে কেমন ভয় হইতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, যদি আমি না জানিয়া ভুল মোহর দিয়া থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যাইব। তথাপি আমার মনে এই সাহস হইতেছিল যে, লোকটির হাতের অঙ্গুরীয় পর্য্যন্ত আমার নিকট রহিয়াছে। এই

দুইটি ব্যতীত অন্য শীলমোহর উহার না থাকারই সম্ভব। সওদাগরের প্রদর্শিত সৈয়দের প্রকৃত মোহরের ছাপ দেখিয়া আমার দুর্ভাবনা দূরীভূত হইল। আমি ঠিক বুঝিলাম যে, ভগবানের ইচ্ছায় আমি প্রকৃত মোহরটিই সওদাগরের হস্তে প্রদান করিয়াছি।

সওদাগর জিহ্বার দ্বারা একখানি কাগজ সামান্য পরিমাণে আর্দ্র করিয়া ও মোহরে কালি মাখাইয়া বলিল, "যদি কিছু গোল থাকে, এখনি বাহির হইয়া পড়িবে। এখন ছাপ দিই ?"

"নিশ্চয়ই ; ছাপ দিবেন বৈকি ? পাছে আপনারা কোনরূপ সন্দেহ করেন বলিয়াই সৈয়দ আমাকে এই মোহর দিয়াছেন।"

কাগজে মোহরের ছাপ দিয়া সওদাগর দেখিল, দুইটি ছাপ আবকল একরূপ। তখন সওদাগর বলিল, "না ; ঠিক শিলমোহরই বটে। আমি পারস্য ভাষার অক্ষর চিনি না বটে, তবে অক্ষরগুলি যে ঠিক একরূপ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এখন আর আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই। তবে সমস্ত ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

আমি উত্তর করিলাম, "আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি সৈয়দের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। আপনার নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি টাকা দিতে না পারেন, তবে বলুন ; আমি তাহাকে পত্রদ্বারা জানাইব।

সওদাগর বলিল, "না না ; টাকা দিব না কেন ? তবে কথা এই যে, সৈয়দের নিজের আসিয়া টাকা লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তিনি নিজে আসিলেন না কেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সমস্তই সত্য। তবে আপনি তাহার বিশ্বাসী লোক, সেইজন্যই আপনাকে বলিতেছি যে, বিশেষ কারণবশতঃ তাঁহার এখন এ সহরে আসার উপায় নাই। অথচ তাঁহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, সেইজন্যই আমাকে পাঠাইয়াছেন।

"তিনি এখন কোথায় ?"

"সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারি না। এ কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সময় হইলে তাঁহাকে এই সহরেই দেখিতে পাইবেন।"

সওদাগর কহিল, "সমস্তই ঠিক হইয়াছে ; আপনি টাকা পাঠাইতে পারেন। কবে আপনি টাকা চাহেন ? হুণ্ডি আমার হস্তে দিবার পর নয়দিনের মধ্যে টাকা আপনার প্রাপ্য।

আমি উত্তর করিলাম, "কিন্তু আমার আর সময় নাই ; কল্য প্রাতঃকালেই আমাকে এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। আপনি প্রাপ্য টাকা হইতে নয়

দিনের সুদ কাটিয়া লইতে পারেন। আর এক কথা। সৈয়দ বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার হিসাব একবার ভাল করিয়া দেখিবেন। আপনার যদ্যপি কিছু প্রাপ্য থাকে কাটিয়া লইবেন, আর হিসাবে তাঁহার যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, এই সঙ্গে দিবেন। আমি অবশ্য সে জন্য রসিদ দিয়া যাইব।"

সওদাগর বলিল, "আচ্ছা তাঁহার হিসাব দেখিতেছি।" এই বলিয়া গম্ভীরভাবে হিসাব দেখিতে লাগিল। সমস্ত হিসাব দেখিয়া বলিল, "তাঁহার তিন শত বার টাকা চারিআনা প্রাপ্য আছে।"

আমি বলিলাম, "তবে এ টাকাটাও আমাকে দিউন, আমি এজন্য রসিদ দিতেছি।"

সওদাগর তাহার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে হুণ্ডিগুলি দিল ও বলিল, "এই হুণ্ডিগুলি খরচ লিখিয়া একখানি রসিদ লিখিয়া ফেল।" অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মহাশয়ের নাম কি ?"

"আমার নাম আমির আলি, আমিও একজন সৈয়দ।" সামান্য সুদ কাটিয়া লইয়া টাকাগুলি আমাকে গণিয়া দেওয়া হইল। রসিদে আমি নিজের মোহর ও সৈয়দের মোহর যথাযথ অঙ্কিত করিয়া সওদাগরের খাতায় হিসাব লিখিত হইয়াছে কি না ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

সওদাগর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি টাকাগুলি কি প্রকারে লইয়া যাইবেন ? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ স্থানে পথ দিয়া টাকাকড়ি লইয়া যাওয়া বেশ নিরাপদ নহে।"

আমি বলিলাম, সে জন্য আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না। আমার সঙ্গে আরও দুইজন লোক আছে। আমরা তিনজনেই বেশ বলিষ্ঠ ; আমরা খুব টাকা লইয়া যাইতে পারিব।"

"তবে টাকা বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য আপনি দুইজন লোক আমাদের নিকট লইয়া যাইতে পারেন।"

যে লোকটি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিল সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমাকে যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও কিছু টাকা লইয়া যাইতে পারি। ভগবান জানেন আজ সারাদিন কিছুমাত্র আহার করি নাই। এই দয়াবান ভদ্রলোকদের সন্ধান পাইয়া কিঞ্চিৎ ভরসা হইয়াছে। টাকা যদি বহিয়া লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার যাহা প্রাপ্য, তাহার উপর নিশ্চয়ই আরও কিছু পাওয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম, "বেশ ভাল কথা ; তুমি কত টাকা লইয়া যাইতে পার ?"

"দুই হাজার টাকা বেশ লইয়া যাইতে পারি।" আমি বলিলাম, "বেশ, তবে তুমি ঐ দুই হাজার টাকার থলিটি লও।"

অবশিষ্ট টাকা আমরা তিনজনে ভাগ করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। আমরা যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, সে রাস্তা দিয়া আর ফিরিলাম না। সহরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্টের বাটীর পার্শ্ব দিয়া গিয়া নদী পার হইলাম। তৎপরে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়া যে সহরতলীতে আমাদের বাসা, তথায় উপস্থিত হইলাম। পথে যাইতে যাইতে আমি আমাদের গুপ্ত ভাষায় বদ্রীনাথকে বলিলাম, "এ লোকটার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? আমাদের কথা কেবল সওদাগর জানে। সে বিশ্বাসী লোক, ধনী লোক. তাহার নিকট হইতে কোন কথা প্রকাশ হইবে না। এ লোকটা আমাদের কথা সমস্ত জানিয়া জীবিত থাকে কেন?"

বদ্রীনাথ বলিল, "বেশ ভাল প্রস্তাব। কাছেই একটি ঝরণা আছে, অদ্য প্রাতঃকালে আমি সেইখানে স্নান করিয়াছিলাম। সেইখানে ইহার দেহ ফেলিয়া দেওয়া যাইবে।"

ঝরণার নিকটে আসিয়া বদ্রীনাথ ইঙ্গিত করিল, আর আমি অমনি রুমাল বসাইয়া দিলাম। লোকটা প্রস্তুত ছিল, কাজেই আমাদের সামান্য বেগ পাইতে হইল। তাহার মৃতদেহের সঙ্গে একখণ্ড খুব বড় প্রস্তর বাঁধিয়া ঝরণার জলে ফেলিয়া দিলাম। লোকটা এইমাত্র বলিতেছিল, সমস্ত দিন অনাহারে আছি। আমরা তাহার নিকট খুঁজিয়া একটি থলিয়াতে তেতাল্লিশটি টাকা পাইলাম।

আমরা কৃতকার্য্য হইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পিতার যে কি আনন্দ হইল, তাহা আর বর্ণনা করিতে পারি না। আমার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পুরস্কার স্বরূপে পিতা আমাকে পাঁচশত টাকা দিলেন।

পাঁচশত টাকা হাতে পাইয়া জোরার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলাম। মনে করিলাম, এই টাকায় জোরার মাতাকে বেশ বশীভূত করিতে পারা যাইবে। আমি আর বিলম্ব করিলামনা, তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট ছলে বিদায় গ্রহণ করিয়া জোরার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে রাস্তায় জোরার বাড়ী, সে রাস্তা এখন আমার অত্যন্ত সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তথায় গমন করিয়া জোরার মাতা ও তাহার ভগিনী জেনাৎের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিল। বৃদ্ধা বলিল, "মীর সাহেব! মহরমের পর হইতে আর আপনার দেখা নাই। এজন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত।"

সেদিন এখান হইতে আমি যে ভাবে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, সেকথা আর বলিলাম না। ভদ্রভাবে বলিলাম, "আমি এতদিন সহরে ছিলাম না, সেই জন্যই আসিতে পারি নাই। এই সবে মাত্র সহরে ফিরিয়াছি। যাহা হউক, কৈ জোরাকে ত দেখিতে পাইতেছি না?"

বৃদ্ধা আমার কথা শুনিয়া বলিল, "জোরা? এখনও দেখিতেছি তুমি সেই নির্বোধ বালিকাকে ভুলিতে পার নাই। এই দেখ, জেনাৎবিবি তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রেমাসক্ত হইয়াছে, তুমি উহার প্রতি একটিবারও দৃষ্টিপাত করনা কেন?"

জেনাৎ বলিয়া উঠিল, "তোবা! তোবা! আর লজ্জা দিওনা! তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া এমন কথা কি প্রকারে বলিলে?" এই বলিয়া জেনাৎ কৃত্রিম ক্রোধে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবরণ করিল।

বৃদ্ধা বলিল, "না, না মীর সাহেব! আমি সত্য কথা বলিতেছি। তোমার রূপ দেখিয়া জেনাৎ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আদর ভরে আমার অধর স্পর্শ করিল।

আমি কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, যদি মিথ্যা করিয়া জেনাতের প্রতি প্রেমাসক্তির ভাব প্রকাশ না করি, তাহা হইলে জোরার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। অথচ আমার দারুণ ঘৃণার উদয় হইল। যাহা হউক, সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মা! তোমার এই কন্যা রূপে গুণে গরীয়সী। জেনাৎ আমাকে ভালবাসে শুনিয়া আমার হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। তবে কি জানেন, জোরাকে বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমি খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি নহি, সহস্র টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই জোরার আর তোমার। এখন আমি কি জোরাকে পাইতে পারি?"

বৃদ্ধা বলিল "তুমি কি দিতে পার? তুমি বোধ হয় একজন ছদ্মবেশী ধনাঢ্য ব্যক্তি।"

আমি বলিলাম, "আমি ধনাঢ্য নহি; আমি একজন সামান্য সৈয়দ। আমার পাঁচশত টাকা আছে, তুমি যদি জোরাকে চিরদিনের মত দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে ঐ পাঁচশত টাকা দিতে পারি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে কল্যই মোল্লা আনাইয়া আমাদের নিকা হইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা খুব জোরে হাস্য করিতে করিতে বলিল, "পাঁচশত টাকা! পাঁচশত টাকা! ওঃ, আপনি হয় পাগল, নয় সুরাপানে বিভোর হইয়াছেন।"

আমি অত্যন্ত রুষ্টভাবে বলিলাম, "আমি পাগলও নহি, মাতালও নহি, আমি সত্য কথাই বলিতেছি।

বৃদ্ধা বলিল, "যদি তুমি প্রকৃতিস্থই আছ, তবে এমন বিসদৃশ প্রস্তাব কি প্রকারে করিলে? পাঁচশত টাকায় কি জোরাকে চিরকালের জন্য ছাড়া যায়? পাঁচহাজার কি দুই পাঁচ হাজার দিলেও সঙ্গত মূল্য হয় কিনা সন্দেহ।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তোমরা উভয়েই সয়তানের কন্যা। আমি

তোমাদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তোমরা সে দিন কুকুরের মত আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ, আমার জীবনের যাহা একমাত্র সুখ— তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। তোমরা স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোকের কি হৃদয় নাই ?"

বৃদ্ধা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ সেদিন তোমাকে তাড়াইয়াছি, অদ্যও সেইরূপ ভাবেই তোমাকে ঘৃণা করিতেছি। যাও, এখান হইতে দূর হইয়া যাও! আর এদিকে আসিও না! পুনরায় যদি এ বাড়ীতে পদার্পণ কর, তাহা হইলে লোক লাগাইয়া কুকুরের মত আমি তোমাকে প্রহার করাইব। যেমন তুমি নীচ কুকুর, তোমার সেইরূপ শাস্তি হইবে।"

আমি রুষ্টভাষায় বলিলাম, "দেখ তুমি স্ত্রীলোক, একটু সাবধানে কথা কহিও।"

আমার কথায় বৃদ্ধা অত্যন্ত কদর্য্যভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। দ্বারদেশে জুতা খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দুয়ারের নিকট আসিয়া বৃদ্ধাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাতে জুতা তুলিয়া তাহাকে বলিলাম, "দেখ তুমি যতক্ষণ আমাকে গালাগালি করিতেছিলে, ততক্ষণ কিছু বলি নাই; কিন্তু এইবার যখন বাপ তুলিয়া গালি দিয়াছ, তখন আর তোমার রক্ষা নাই। আর একটি কথা বলিলেই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

বৃদ্ধা ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং আরও কদর্য্যভাষায় পুনরায় গালাগালি আরম্ভ করিয়া বসিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। সজোরে লাফাইয়া পড়িয়া বৃদ্ধার মুখে পাদুকাঘাত ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে লাগিলাম। জেনাৎ তাড়াতাড়ি সিঁড়ির নিকট গিয়া সভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, "চোর! চোর! খুন! খুন! দৌড়িয়া আইস! দৌড়িয়া আইস! ও কাসিম! ও মহম্মদ আলি! তোমরা কোথায়? তরবারি লইয়া দৌড়িয়া আইস। চোর! চোর!"

বৃদ্ধাকে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া মনে করিলাম, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে, এইবার পলায়ন করা যাউক। দ্বারের দিকে সবেগে যাইবার সময় দেখিলাম, জেনাৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া কক্ষের অপর পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া বাটীর বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম, বেশ হইয়াছে, জোহ্রাকে পাইলাম না বটে, কিন্তু ঐ বৃদ্ধা শয়তানীকে বেশ জব্দ করিয়াছি। ইহাও এক বিশেষ সান্ত্বনা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন প্রেমের নিমন্ত্রণ

যুবক! আল্লার নামে একবার এই বাটীতে প্রবেশ কর; আমার কর্ত্রীর প্রাণরক্ষা কর।" আমি একটী সুবৃহৎ প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ দিয়া যাইতে-ছিলাম, এমন সময়ে মৃদু ও মধুর কণ্ঠস্বরে পুর্ব্বোক্ত কথা কয়টি উচ্চারিত হইল। যে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিল, সে একটি নবীনা স্ত্রীলোক, ক্রীতদাসীর ন্যায় পরিচ্ছদ-পরিহিতা। আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলাম। এই রূপসী রমণী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া চিন্তা করিলাম, 'আবার নূতন সমস্যা উপস্থিত।' কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে?"

রমণী মূর্ত্তি উত্তর করিল, "আমি কে, তাহা জানিবার আপনার কোনই প্রয়োজন নাই। কল্য বৈকালে দুইজন লোক সঙ্গে আপনি একবার এই পথ দিয়া যান নাই?"

"হাঁ গিয়াছিলাম; তাহাতে কি হইয়াছে?" তাহাতে সমস্তই হইয়াছে। আমার কর্ত্রী— রূপে শারদীয় পুর্ণচন্দ্রকেও পরাস্ত করেন, তিনি— সেই সময় আপনাকে দেখিয়াছেন। এখন তিনি আপনার জন্য একেবারে পাগল।"

"শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারি, এমন কোনই উপায় দেখিতে পাইতেছি না।"

"কিন্তু আপনাকে উপায় করিতেই হইবে; না করিলেই নয়। নতুবা সে মারা যাইবে। আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতেছি।"

আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম; মনে বড় সন্দেহ হইল। অসতর্ক বিদেশী-দিগের জন্য সহরে অনেক প্রকার ফাঁদ পাতা আছে, পথিককে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করা হয়, এ প্রকারের সহস্র সহস্র গল্প শুনিয়াছি। প্রথমে একটু ভয় হইল, কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্য। আমি মনে মনে বলিলাম, "আমির আলি! সাহসের পথ আশ্রয় কর। আপন শুভাদৃষ্টে বিশ্বাসবান হও। সুযোগ হারাইও না; কিছু না হয়, বেশ কৌতুকত হইবে।"

রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, দেখ একটা কথা বলি। তুমি দেখিতে পাইতেছ, আমি বেশ অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। আমার উপর অত্যাচার করার যদি বিন্দুমাত্রও আয়োজন দেখি, তাহা হইলে যে কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তাহাকে আমার এই তীক্ষ্ণধার তরবারির প্রাণান্তকর স্পর্শসুখ অনুভব করিতে হইবে।"

রমণী উত্তর করিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার বিপদের কোনও ভয় নাই। এই বাটীর যিনি কর্ত্তা, তিনি পল্লীগ্রামে গিয়াছেন, তাঁহার লোকজন

সকলেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে ; আমি ব্যতীত দুইটি ক্রীতদাস আর তিনটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক বাটীতে আছে।"

তবে চল, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। রমণী ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অঙ্গন অতিক্রম করিয়া একটি মুক্তদ্বার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তথায় একটী বালিকা বসিয়া আছে। বালিকা মহার্ঘ বসন-ভূষণে বিভূষিতা ও অনিন্দ্য সুন্দরী। আমি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা উত্তরীয় বসনে মুখ আবৃত করিয়া কহিল, "ওঃ আল্লা! ঠিক তিনিই আসিয়াছেন, আমার কি সৌভাগ্য!"

আমি বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "সুন্দরী! দাস তোমার চরণমূলে উপস্থিত। একবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর। তুমি স্বর্গবাসিনী, আমি তোমার ভক্ত। আমাকে আর ঐ অপ্সরাবিনিন্দিত রূপমাধুরী দর্শনে বঞ্চিত করিও না।"

বালিকা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আপনি চলিয়া যাউন ; আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আর আমি আপনার প্রতি চাহিতে পারিতেছি না। আপনি চলিয়া যাউন। হায় আল্লা! না জানি আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "সুন্দরী! আমি অন্য কিছুই মনে করিব না ; এইমাত্র ভাবিব যে, জগতে যত মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবারমাত্র আমার প্রতি কৃপা করিয়া কটাক্ষপাত কর, তাহার পর আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিও।"

বালিকা কহিল, "না, আমি পারিতেছি না। দাই, তুমি আমাকে অদ্য কি ভীষণ বিপদসাগরেই না নিক্ষেপ করিলে!"

একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক নিকটে দাঁড়াইয়াছিল ; সে ইঙ্গিত করিয়া বালিকার মুখ হইতে আমাকে ঘোমটা সরাইয়া দিতে বলিল। আমি ধীরে ধীরে তাহাই করিলাম। বালিকা ক্ষীণভাবে বাধা দান করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ঘোমটা সরাইবামাত্র দুইটী অতি সুন্দর চক্ষু প্রেমপূর্ণ ভাবে আমার উপর স্থাপিত হইল। এত সুন্দর চক্ষু আমি কখনও দেখি নাই। সুন্দরী একবার চাহিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল, আবার চাহিল ; আমি প্রেমাবেশে বালিকাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলাম।

বৃদ্ধা বলিল, "ঠিকই হইয়াছে ; প্রেমিক ব্যক্তির প্রকৃতি এইরূপ উল্লাসময়ী হওয়াইত চাই। আপনি ঠিক লোক।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আদরে আমার মস্তক স্পর্শ করিল।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিল, "আমি তবে এখন এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। তোমাদের অনেক কথা আছে, রাত্রিও সবেগে প্রভাতের অভিমুখে ছুটিতেছে।"

বালিকা সজোরে কহিল, "না না দাই! তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইও না। আমি একা থাকিতে পারিব না।"

বৃদ্ধা প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "হায় অবোধ! এখনও তোমার বালিকাসুলভ সঙ্কোচ কাটিল না!" অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল; "তুমি বুদ্ধিমান লোক, উহার কথা গ্রাহ্য করিও না।"

অতঃপর আমি বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "সুন্দরী! ভয় পাইও না, আমি তোমার দাস; আমাকে বিশ্বাস কর।" এই বলিয়া আমি কার্পেটের এক কোণে বসিয়া পড়িলাম।

বালিকা কম্পান্বিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিল, "সাহেব! তুমি কি ভাবিতেছ, তাহা বলিতে পারি না। গতকল্য তুমি যখন এ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলে, তখন হইতে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে আমার দারুণ লজ্জাবোধ হইতেছে। আমার অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর সকলেই মনে করিল, বুঝি আমার মৃত্যু হইবে। সেইজন্য তাহারা সকলে প্রাণপণ যত্নে তোমার সন্ধান করিতেছিল। কৃপাময় ভগবান আমার নীরব প্রার্থনা শুনিয়াছেন, আমার মনের সাধ পূর্ণ করিয়াছেন, তাই আপনি উপস্থিত।

আমি বলিলাম, "হাঁ, ভগবান তোমার চরণমূলে তোমার একজন ভক্তদাসকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। গোলাপের প্রেমে মত্ত বুলবুল পাখীর মত আমার হৃদয় তোমার প্রেমানলে জ্বলিতেছে। এখন আদেশ কর, কি করিতে হইবে?

সুন্দরী কহিল, "তবে আমার ইতিহাস শুন; আমার পিতামাতা অতি সামান্য লোক ছিলেন। লোকে বলে, আমি সুন্দরী। পিতামাতা আমার বিবাহ দিলেন। শুনিলাম, আমার স্বামীও আমাদেরই মত সামান্য লোক। কিন্তু কিন্তু বিবাহের নাম করিয়া তাঁহারা আমাকে বিক্রয় করিলেন। যে আমাকে কিনিয়া লইয়াছে, সে বয়সে বৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী; সে আমাকে পাদুকা দ্বারা প্রহার করিয়াছে। আমি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি, আর কোনমতেই তাহার গৃহে থাকিব না। কল্যই আমি পলায়ন করিতাম; সহসা তুমি আমার নয়ন-পথে পতিত হইলে। সেই অবধি একাগ্রমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার সঙ্গ পাই। এখন আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা ইচ্ছা ভাবিতে পার, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমাকে উদ্ধার কর। "এই বলিয়া সুন্দরী কুসুমিতা ব্রততীর মত আমার চরণামূলে পতিত হইয়া আমার চরণ জড়াইয়া ধরিল। "আপনি আমাকে আশ্রয়দানে বঞ্চিত করিবেন না। আপনার হৃদয় যদ্যপি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হয়, আপনি যদি আমাকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমার একটিমাত্র উপায় অবশিষ্ট থাকিবে। আমি এক অতি বিষাক্ত পানীয়

প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আপনি উদ্ধার না করিলে কল্যকার সূর্য্য কিরণ আমার মৃতদেহের উপর পতিত হইবে।"

আমি বলিলাম, "আল্লা করুন, এরূপ যেন না হয়। আল্লাই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তিনি আমাকে তোমার একান্ত বংশবদ ও নির্ভীক ভৃত্যরূপেই পাঠাইয়াছেন। তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমার সহিত চলিয়া আসিতে পার। আমার পিতা আছেন, তিনি তোমাকে পুত্রবধূরূপেই আদর করিয়াই গ্রহণ করিবেন। আমার যে দেশে বাস, সে দেশ এখান হইতে 'বহু দূরবর্ত্তী ; এ দেশের কেহই আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।"

বালিকা উত্তেজিতভাবে উত্তর করিল, "এখনই ? এত শীঘ্র শীঘ্র ?"

"হাঁ, এখনই ; এই মুহূর্ত্তেই তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ কর। আমি আমার জীবন দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব।"

"সাহেব ! আমার সাহস হইতেছে না ; কিছুতেই সাহস হইতেছে না। যদি আমরা ধরা পড়ি, তাহা হইলে কি হইবে ? তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি বীর যোদ্ধা ; তোমার আর কে কি করিতে পারিবে ? কিন্তু আমি ? আমার কি হইবে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "তবে আমি আর কি করিতে পারি ? এ নগরে আমি একজন বিদেশী আগন্তুক মাত্র ; আর কি ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আচ্ছা আমি দাইকে ডাকি। সে কি উপদেশ দেয় দেখা যাউক। কাল্লু !"

প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হুকুম করিতেছেন ?"

আমি বলিলাম, "আমার নিকট শ্রবণ কর। আমি বড়ই প্রাণের সহিত এই সুন্দরী বালিকাকে ভালবাসিয়াছি। এ স্থান কিন্তু ভালবাসার স্থান নহে, এখানে চারিদিকেই বিপদ। আমাদের পলায়ন করিতে হইবে। এই নগরে আমি বিদেশী মাত্র। আমার বাস হিন্দুস্থানে, আমি বাড়ী যাইবার মুখেই আছি ; আমার এখানকার কাজকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে নিরাপদে হিন্দুস্থানে লইয়া যাইতে পারিব। এখন কেবলমাত্র তোমার পরামর্শ ও সাহায্যের অপেক্ষা।"

বৃদ্ধা উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, "পালাইয়া যাইবে ? বাড়ী ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া একেবারে হিন্দুস্থান পালাইবে ? একজন অজানা অচেনা লোকের সহিত ? আজিমা বিবি ! তুমি কি একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছ ? তুমি কি জান এ লোকটি কে ? আর ইনি কোথায়ই বা লইয়া যাইবেন ? না, আমি তোমাকে এ কার্য্যে কোন মতেই সাহায্য করিতে পারিব না। একজন প্রেমিক যুবাপুরুষের সহিত তোমার মিলন হউক, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। বরং এ কার্য্যে আমি তোমার সহায়তাই করিয়াছি। কিন্তু এখন যাহা বলিতেছ, ইহা ত

একেবারে পাগলের কথা; এ কার্য্য করিলে আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইবে।"

আমি বৃদ্ধাকে কহিলাম, "দেখ, তুমি আমার মা; আমি বঞ্চক নহি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি চিরদিন বিশ্বস্ত হইয়া থাকিব। আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত, অথচ উভয়েই একেবারে অসহায়। তুমি সাহায্য না করিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

আমার কথা শুনিয়া আজিমার মনে খুব সাহস হইল, সে এই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটির চরণমূলে পতিত হইয়া কাতরভাবে কহিল—

"কাল্লু! তুমি কি আমাকে অতি শৈশবকাল হইতে লালন পালন করিতেছ না? আমি কি তোমাকে অতি শিশুকাল হইতে প্রাণের অধিক ভালবাসি না? হায়! এখন আমি পিতৃমাতৃহীনা। আমি যাহার নিকট রহিয়াছি, সে কি আমায় পাদুকা দ্বারা প্রহার করে নাই? আমি কি এই বাড়ী পরিত্যাগ করিব বলিয়া শপথ করি নাই? তুমিও কি আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর নাই যে, তুমি আমাকে সাহায্য করিবে?"

দাই কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমি কি করিতে পারি? আমি কি করিতে পারি? হায়! আমার ন্যায় প্রাচীনা তোমার কি করিতে পারে?"

আমি বলিলাম, "তুমি ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পার। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিকৌশল উদ্ভাবনে অদ্বিতীয়।"

আজিমা বলিল, "তুমি সেদিন আমাকে বলিতেছিলে না যে, তুমি হোসেন সা ওয়ালীর দরগায় যাইতে মানস করিয়াছ? আর একদিন সেবার আমার অসুখ হইলে তুমি বলিয়াছিলে না যে, আমার অসুখ সারিলে নজর দিবার জন্য দরগায় লইয়া যাইবে?"

প্রাচীনা উত্তর করিল, "তুমি ঠিক কথাই মনে পড়াইয়া দিয়াছ। আমি মানসিকের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ, আগামীকল্য দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তুমি হোসেন সা ওয়ালীর দরগায় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার না?"

আমি উত্তর করিলাম, "নিশ্চয়ই পারি। দেখিও দাই! যেন আমাকে বিফল মনোরথ করিও না। আমি তোমাকে একশত টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্তু দেখিও যেন আমাকে বিফল মনোরথ হইতে না হয়!"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "চিরদিন এইরূপে কৃপাকটাক্ষ রাখিবেন, ইহাই প্রার্থনা। দেখ, সাহেব! এই সুন্দরী বালিকাটিকে আমি ইহার অতি শৈশবকাল হইতে ভালবাসি। সে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে যদিও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তথাপি এই পাপিষ্ঠ অত্যাচারীর নিষ্ঠুর উৎপীড়নের হস্ত

হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া আমি ইহার বিয়োগ দুঃখও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

আমি বলিলাম, "দাই! তোমার প্রকৃতি বড়ই সাধু। তবু তুমি একবার আজিমার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।"

প্রাচীনা আজিমার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিল, "আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই বালিকা তোমারই হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম "যথেষ্ট হইয়াছে; আমি তুষ্ট হইলাম। এখন সুন্দরী এস আর একটিবার মাত্র তোমার ঐ কমনীয় দেহ আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করি। পিতা এখন পর্য্যন্ত আমাকে না দেখিতে পাইয়া নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, আর বিলম্ব করিলে তিনি নিশ্চয় মনে করিবেন যে, এই অরাজকতাময় সহরে কেহ আমাকে হত্যা করিয়াছে।"

অত্যন্ত আদরপুর্ব্বক আজিমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি তাহার নিকট বিদায় লইলাম। আসিবার সময় পুনরায় বলিলাম, "কল্য দর্গায় পুনরায় আমাদের দেখা হইবে। এই দেখার পর আমাদের চির জীবনে কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, তিনি মঙ্গল বিধান করিবেন।"

প্রাচীনা বলিল, "বৎস! উদ্বিগ্ন হইও না। বন্দোবস্ত মত ঠিক কার্য্য করা হইবে। নার্গিস্ বলিয়া একজন দাসী আছে, সে বড়ই বিশ্বাসী, সে আমাদের সঙ্গে যাইবে! অন্যান্য দাসদাসীরা সকলেই নিদ্রামগ্ন, তাহারা আমাদের পরামর্শের কথাই জানে না, তাহারা কিছুই জানিতেও পারিবে না। তুমি আর বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করিলে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। নার্গিস্! সাহেবকে পথ দেখাইয়া দাও।"

ডাকিবামাত্র যে দাসী আমাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল ও আলো দেখাইয়া আমাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেল।

আমি দ্রুতপদে চলিয়া শীঘ্রই বাসায় উপস্থিত হইলাম। পিতা নিদ্রামগ্ন; আমিও শয়ন করিলাম। আমার হৃদয় প্রবলভাবে কাঁপিতেছে, মস্তক যেন ঘুরিতেছে। নানাপ্রকার চিন্তা ও ব্যর্থ অনুতাপের মধ্যে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। একবার স্বপ্ন দেখিতেছি, ঐ সুন্দরী বালিকার পরিত্যক্ত স্বামী সহসা আমাদের আক্রমণ করিল, তখন আমরা কেবলমাত্র প্রণয়ের প্রথম মিলন অনুভব করিতেছিলাম। তাহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ঝল্‌মল্ করিতেছে, সে এই দারুন অপমানের প্রতিশোধ কল্পে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছি, দর্গার একজন মোল্লা সহসা আজিমার এই পরিত্যক্ত স্বামীতে পরিণত হইল, তখন আমরা দর্গা হইতে কেবলমাত্র যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতেছি, আজিমা তখন সবেমাত্র গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইতেছে। সে আসিয়া আজিমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুর্বৃত্তের কবল হইতে তাহাকে কিছুতেই রক্ষা

করিতে পারিলাম না। স্বপ্নের উত্তেজনায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, পিতা আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! আমির আলি! তোমার কি হইয়াছে? উপাসনার সময় উপস্থিত দেখিয়া আমি তোমাকে জাগাইতে আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, তুমি স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছ, হাত পা ছুড়িতেছ, আর কাহার যেন নাম ধরিয়া ডাকিতেছ। নামটি কি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় নামটি স্ত্রীলোকের, বোধ হয় নামটি আজিমা হইবে। কাল তুমি অত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? গত রাত্রিতে কি কোথাও বুনিজ পাইয়াছিলে?

ঠগীদিগের অপভ্রংশ কথায় শিকারের নাম বুনিজ্। নরহত্যার কথা স্মরণ হওয়ায় আমার হৃদয় সহসা কেমন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

আমি উত্তর করিলাম, "না, না; কল্য কিছুই হয় নাই। চলুন, আমি হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিগে। নমাজ করিলে, চিত্ত স্থির হইবে, তখন সমস্ত কথা আপনাকে বলিব।"

নমাজ শেষ হইয়া গেলে গত রাত্রির ঘটনা পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। জোরার মাতার সহিত যাহা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "ঠিক কার্য্যই করা হইয়াছে।"

যখন আমি আজিমার কথা বর্ণনা করিলাম, তখন তাঁহার মুখাকৃতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি স্থিরভাবে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া আমার কথা সমুদায় শুনিলেন। আমি দেখিলাম, পিতা এজন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না। সমস্ত কথা বলার পর, আমি পিতার চরণ জড়াইয়া ধরিলাম ও আমাদের বিবাহ অনুমোদন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম।

পিতা উত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছ, আর ফিরিবার উপায় নাই। তুমি আজিমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, যদি তাহা পালন না কর, তাহা হইলে সে বালিকা বিষপান করিয়া আত্মঘাতিনী হইবে। তাহার এই আত্মহত্যার জন্য ধর্ম্মের নিকট, ভগবানের নিকট, তোমাকেই দায়ী হইতে হইবে। এইজন্য তোমাদের বিবাহ অনুমোদন করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আপনার ন্যায় স্নেহময় পিতার পক্ষেই বলা সম্ভব। আমি এখন খুব সুখী। আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। এখন আমি বিদায় হই, অন্যান্য উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় জওনবেরুতে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

পিতা বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। খুব সাবধানে থাকিও; আমার বিশ্বাস, কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, তথাপি সঙ্গে দু'একজন লোক লইয়া যাও।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আমার নিজের দল হইতে জনকয়েক বিশ্বাসী লোক লইতেছি।" এই বলিয়া বিদায় লইলাম।

আমার অশ্ব শীঘ্রই প্রস্তুত হইল, লোকগুলিও সজ্জিত হইল। এখন আজিমার জন্য একখানি গাড়ীর দরকার। সে স্থান হইতে অনতিদূরে একটি লোক বাস করিত, তাহার একখানি ভাড়ার গাড়ী ছিল, আমি ত্বরিতপদে তাহার নিকট গমন করিলাম। গাড়ীভাড়ার জন্য তাহার সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম যে, জোরাকে লইয়া যাইতে গাড়ীর দরকার হইবে। সে বীদার পর্য্যন্ত যাইবে, তাহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

আমি তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "ফজিল! গাড়ী সাজাও আমরা প্রস্তুত।"

ফজিল জিজ্ঞাসা করিল, বিবি সাহেব কোথায়?"

"তিনিও প্রস্তুত আছেন। এখন তাড়াতাড়ি গাড়ী সাজাও, আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না।"

"তবে আমার বাড়ীর খরচের জন্য আমাকে কুড়িটি টাকা দিন। আমি বলদ সাজাইয়া, গাড়ীতে গদি ও বালিশ পাতিতেছি।"

আমি বলিলাম, "এই লও কুড়ি টাকা; তাড়াতাড়ি কর।"

সে বলিল, "শীঘ্রই ফিরিতেছি।" এই বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও সত্বর গাড়ীর গদি ও পরদা লইয়া ফিরিয়া আসিল।"

গাড়ী প্রস্তুত করিয়া সে লম্ফ প্রদান করত নিজের আসনে বসিল ও কহিল, "এইত সব প্রস্তুত; এখন বলুন কোন্ দিকে গাড়ী লইয়া যাইব? সহরের দিকে, কি অন্য দিকে?"

আমি বলিলাম, "গাড়ী লইয়া এখন তোমাকে হোসেন্ সা ওয়ালীর দরগায় যাইতে হইবে। তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি, আমি রাস্তা জানি না।"

"আমি বেশ রাস্তা চিনি, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন।"

এই বলিয়া ফজিল তাহার বলদ দুইটির লেজ মোচড়াইয়া বলদের গাত্রে সজোরে পায়ের গুঁতা মারিল, বলদ খুব বেগে দৌড়াইয়া চলিল। কিছুক্ষণ দৌড়াইয়া আবার সাধারণ বেগে চলিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইলে, আমি আমার ক্ষুদ্র দল লইয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

এ ক বিং শ প রি চ্ছে দ

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি

নগরের সহরতলীসমূহ অতিক্রম করিয়া বরাবর দরগার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। মধ্যে মধ্যে আমার মনে আশা হইতেছিল, হয়ত পথিমধ্যেই 'আজিমার' সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। একটি উচ্চভূমির উপর দিয়া চলিতে চলিতে আমরা সহসা গোলকুণ্ডার রাজন্যবর্গের সমাধিস্থানের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম ; একটি ক্রমোন্নত ভূমির সমগ্র স্থান জুড়িয়া সমাধিসমূহ সারি সারি অবস্থিত। আমি পূর্ব্বে এস্থান আর কখনও দেখি নাই ; এমন কি হায়দরাবাদের এত নিকটে এ প্রকারের যে একটি স্থান আছে, তাহা কখন শুনিও নাই। আমি অকস্মাৎ এ প্রকারের একটি মনোহর স্থান দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলাম। দূর হইতে স্থানটির আয়তন ও গৌরব দর্শনে আমি কি পরিমাণ যে চমৎকৃত হইলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের সময় দরগায় উপস্থিত হইবার কথা। তখনও অনেক সময় বাকি, কাজেই এই সমাধিস্থানটি উত্তমরূপে দেখিয়া যাইতে মনস্থ করিলাম। তবে পথঘাট চিনি না বলিয়া একবার শকট চালককে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার সমীপবর্ত্তী হইলাম।

তাহার নিকট দরগার অবস্থিতি স্থান উত্তমরূপে অবগত হইয়া পীর খাঁর সহিত সমাধিস্থানাভিমুখে গমন করিলাম। শকটচালক সোজা রাস্তা ধরিয়া দরগা অভিমুখে চলিল। সমাধিস্থানের গাম্ভীর্য্যময়ী মূর্ত্তি আমাদের চিত্তে এক অপূর্ব্ব-ভাবের সঞ্চার করিল।

পীর খাঁ বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সহরের লোকেরা এমন সুন্দর স্থানের যত্ন করে না।"

আমি বলিলাম, "একালের মনুষ্যত্বহীন লোককে এখানে সমাহিত করা উচিত নহে। একালের লোকের দেহাবশেষ এই সমস্ত প্রাচীন মহাপুরুষদিগের দেহাবশেষের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমি বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না।"

সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমাধি মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করিলাম। সে স্থান হইতে অদূরবর্ত্তী নগর বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র স্থান নীরব, নিস্তব্ধ ; আমাদেরও মুখে কথা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠসমূহের অভ্যন্তর সুগভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন— বাদুর বাসা বাঁধিয়াছে। কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া আমরা দরগা অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলাম।

দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, আমাদের গাড়ী দরগার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় মনে একটা নিরাশভাবের উদয়

হইল ; ভাবিলাম, 'আজিমা' বুঝি তাহার প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারে নাই। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, 'আজিমা' যদি দ্বিপ্রহর হইতে হইতে না আইসে, তাহা হইলে তাহার অন্বেষণে পুনরায় নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ঐ রূপসী বালিকা অত্যাচারীর হস্তে কষ্ট পাইবে, তাহা প্রাণ থাকিতে হইতে দিব না ; তাহাকে উদ্ধার করিবই। যাহা হউক, এখনও নির্দ্দিষ্ট সময় হয় নাই, এখন অপেক্ষা করা যাউক।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, আজিমা কিন্তু আর আইসে না। ক্রমশঃ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। পথে কি কোন দুর্ঘটনা হইল ? তাহার স্বামী কি সহসা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে ? তবে কি সে আমাকে বঞ্চনা করিল ? না ; সে বঞ্চনা করিবে না। সে সেখানে বড়ই কষ্টে আছে ; আর আমাকে এপ্রকারে বঞ্চনা করিয়াই বা তাহার লাভ কি ? দরগায় দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল, তথাপি আজিমার দেখা নাই। আর ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি না। অশ্বের নিকট আসিলাম, লোকগুলিকে তথায় থাকিতে বলিয়া অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অল্প দূর মাত্র গিয়াই দেখিলাম, তিনখানি সুন্দর গাড়ী আসিতেছে, গাড়ী তিনখানিই যবনিকাবৃত। হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, অবিলম্বে দরগায় ফিরিলাম। পীর খাঁ এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিলাম, "বোধ হয় সে আসিতেছে ; দেখ ফজিলের গাড়ী খানিতে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া পর্দিচেরির রাস্তার ঠিক মাথায় উহা খাড়া করিয়া রাখ।"

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরগার ফটকে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রথম গাড়ীখানি উপস্থিত হইল, তথা হইতে এক দল নর্ত্তকী অবতরণ করিল। শুনিলাম তাহাদের দলের একজনের গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহারা এই দরগায় 'মানসিক' করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার গলা সারিয়া গিয়াছে, তাহারা 'মানসিক' শোধ করিবার জন্য অদ্য এই দরগায় গান করিবে। তাহারা দরগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় গাড়ী হইতে তিনটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক মোল্লাদিগের জন্য তিন থালা মিষ্টান্ন লইয়া অবতরণ করিল। আমি তাহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! সহর হইতে আসিবার পথে একখানি গাড়ীতে তিনটি স্ত্রীলোক কি দেখ নাই ?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "হাঁ তাহারা খুব নিকটেই আছে ; শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিবে। একটি ছোট নদী পার হইবার সময় হঠাৎ তাহাদের গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইল। শীঘ্রই তাহারা আসিবে। স্ত্রীলোকদের কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। গাড়ীর চাকাও ব্যবহারোপযোগী করিয়া সারান হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "যাহা হউক ভগবানের কৃপায় তাহারা নিরাপদে আছে ইহাই আনন্দের কারণ। আমি অনেকক্ষণ হইতে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; আমার উৎকণ্ঠার আর সীমা নাই।"

কিছুক্ষণ পরে আমার প্রত্যাশিত গাড়ীখানি দূরে দেখিতে পাইলাম। আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। গাড়ীখানি তাহারই বটে ত? যদি না হয়? মাথা ঘুরিয়া উঠিল, জগৎ শূন্য ও অন্ধকার দেখিলাম। গাড়ীখানি থামিবামাত্র দাইকে দেখিতে পাইলাম। আমি আনন্দে একেবারে অধীর হইয়া গাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। গাড়োয়ান বলিতে লাগিল, "মহাশয়! সরিয়া যাউন, সরিয়া যাউন। এ জেনানার গাড়ী।"

আমি উত্তর করিলাম, "এ আমারই জেনানা।" কাতরস্বরে আমাকে বলিল, "মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন। নদী পার হইবার সময় হঠাৎ গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আসিতে বিলম্ব হইল;"

আমি বলিলাম, "যাহা হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আর তুমি কি করিবে? আমি তোমার ভাড়া মিটাইয়া দিতেছি, তুমি খালি গাড়ী লইয়া ফিরিয়া যাও, আমি আর একখানি ভাল গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

গাড়োয়ান গাড়ীর নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিলে পর আমি গাড়ীর পরদার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া একেবারে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইলাম। প্রিয়া তখন ঘোমটা খুলিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম— নয়ন ভরিয়া দেখিলাম; কিন্তু "নয়ন না তিরপিত ভেল।" ভাবিলাম কি সুন্দর!

আমাকে দেখিবামাত্র আজিমা বলিয়া উঠিল "ভগবানের কি কৃপা! তুমি পূর্ব্বেই আসিয়াছ, অধীনাকে উপেক্ষা কর নাই?"

আমি বাহুপাশে তাহার শিরীষ-কোমল গলদেশ বেষ্টন করিয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম।

প্রাচীনা আমার অধীরতা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "তোবা! তোবা! তুমি আর মুহূর্ত্তকাল আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছ না? এখন উহার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করাও। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দরগায় যাইতে হইবে।

আমি প্রাচীনার কথামত তাহাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করাইলাম। তখন 'আজিমা' অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া প্রাচীনা স্ত্রীলোকটির ও নারগিসের শরীরে ভর দিয়া ধীর পদক্ষেপে দরগার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

'আজিমা' সঙ্গে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল; কিছু টাকা ও সেই মিষ্টান্ন পুজোপহার স্বরূপে বেদীর উপর স্থাপন করিলাম। প্রাচীন মোল্লা সেগুলিকে

সমাধির উপর রাখিয়া বলিল, "তোমাদের উপহার গৃহীত হইয়াছে ; এখন তোমরা যে প্রার্থনা করিবে, পীর সাহেবের অনুগ্রহে তাহা পরিপূর্ণ হইবে।"

আমি মোল্লাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম, "আমি আর কি প্রার্থনা করিব ? আমার এই নয়নের মণি যেন স্বাস্থ্যে ও সুখে দীর্ঘকাল আমার জীবনে শান্তি-সুধা বর্ষণ করেন।"

মোল্লা বিবিধ প্রকার মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করিল। পীরসাহেবের মহিমা সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া শুনাইতে চাহিল ; আমি "সময় নাই" বলিয়া তাহার হস্তে একটি আস্‌রফি দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

স্বর্ণমুদ্রাটি প্রাপ্ত হইয়া মোল্লা নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইল ও আমাদিগকে নানা প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি আমাকে কহিল, "আর এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আজ অনেক দূর যাইতে হইবে। তুমি সঙ্গে একখানি গাড়ী অবশ্য আনিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, গাড়ী প্রস্তুত। তোমরা যে গাড়ীতে আসিয়াছ, সে গাড়ীতে যদি কিছু জিনিস থাকে, বল নূতন গাড়ীতে তুলিয়া দিই।"

দাই বলিল, "আপনাকে আর যাইতে হইবে না ; আমার সঙ্গে দুইজন লোক দাও, আমি আর নারগিস্ গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছি। শীঘ্রই আমরা ফিরিয়া আসিব।"

তাহারা গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল, আমাদের নিকট আর কেহই রহিল না, নর্ত্তকীগণ তখনও গান করিতেছিল, মোল্লারা একাগ্রচিত্তে তাহাদের গান শুনিতেছিল। আমি 'আজিমা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথশ্রমে তোমার কষ্ট হইবে না ত ?"

আজিমা উত্তর করিল, "আমার হাড় খুব শক্ত ; আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারি। প্রিয়তম ! এখন আমি বেশ নিরাপদ। তোমাকে প্রথম দেখার পর হইতে নগর পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত যে কি ভীষণ উৎকণ্ঠায় সময়ক্ষেপ করিতে-ছিলাম, তাহা আর কি বলিব ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি চলিয়া আসিলে, তোমাকে ত সন্দেহ করিবে ? তাহার কিছু ব্যবস্থা করিয়াছ ?"

আজিমা উত্তর করিল, "তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে, ভাবিলাম, আমার জীবনের সুখ বুঝি চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। আমার মনে হইল, হায়, তোমাকে কেন ছাড়িয়া দিলাম ? কেন, তোমার সহিত গমন করিলাম না ? তখন তোমার অনুরাগপূর্ণ সুন্দর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়াছি, তোমার মুখে প্রেমের অসংখ্য প্রতিশ্রুতি শুনিয়াছি ; আল্লা কৃপা করিয়াছিলেন বলিয়াই তোমার ন্যায়

অমূল্য রত্ন পাইয়াছিলাম। আমার প্রেমোন্মত্ত কল্পনা-শক্তি হৃদয়ের যাবতীয় উন্নতম বৃত্তিকুসুম চয়ন করিয়া যে দেবমূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল, তুমি তাহাই, ঠিক তাহাই। আমার মনে হইল, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, আর বুঝি তুমি আসিবে না; আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বুঝি এই কয়মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গেল। মনে হইল, সত্য কি তুমি আসিয়াছিলে? অথবা আমি স্বপ্ন দেখিলাম? মনে হইল, ইহা স্বপ্ন, জাগ্রত জীবনের দুঃখকে দ্বিগুণিত করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছিল। আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম, কাতরভাবে কাঁদিতে লাগিলাম। বৃদ্ধা দাই ও নারগিস্ আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহারা আমাকে বলিল, "তুমি যাহার চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছ, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কল্য তাহার সহিত তোমার মিলন হইবে।" তাহাদের কথায় আমার নিরাশা তমসাবৃত হৃদয়ে আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। কাল্লু বলিল, "শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাউক।" আমরা আমাদের মূল্যবান বস্ত্রাদি, অলঙ্কার ও নগদ টাকা যাহা কিছু আমাদের নিকট ছিল, সমস্ত একত্রে বাঁধিলাম। এই সমস্ত আয়োজনে রাত্রি প্রায় কাটিয়া গেল, শেষ রাত্রিতে অতি সামান্যক্ষণমাত্র ঘুমাইয়াছি। সূর্য্যোদয় হইলে কাল্লু বাটীর ভৃত্যগণকে বলিল, যে, "অদ্য আমরা পুজা দিবার জন্য দর্‌গায় যাইব।" একজন ভৃত্যের দ্বারা একখানি গাড়ী আনাইল। জিনিসপত্রগুলি লুকাইয়া গাড়ীতে বোঝাই করিয়া চলিয়া আসিলাম।"

তাহার কথা শেষ হইতে হইতে কাল্লু আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই বলিল, "সমস্তই ঠিক হইয়াছে, আমরা যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সে গাড়ীখানি ফেরৎ পাঠাইয়া দিলাম। নূতন গাড়ীতে জিনিসপত্র সমস্তই সাজান হইয়াছে; আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই।

আমরাও তথা হইতে যাত্রা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোক তিনটি গাড়ীতে উঠিল, আমার সঙ্গের লোকগুলি গাড়ীর সহিত চলিল।

আমি বৃদ্ধা দাইকে বলিলাম, "তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাইবে?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ মীর সাহেব! আমার বাড়ী বীদার, আমি তোমাদের সঙ্গে তথায় যাইব। এ নগরে থাকিলে নসরৎ আলি খাঁর হস্তে কি আর আমার পরিত্রাণ আছে?

শকট চালককে আমি বলিলাম, "খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া চল; রাত্রি হইবার পুর্ব্বে পঁদিচেরিতে পঁহুছাইতে হইবে।"

পথ অত্যন্ত জঙ্গলপূর্ণ ও দুর্গম; সহস্র সহস্র গণ্ড শৈল পথের উভয় পার্শ্বে স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে পথ এতই সঙ্কীর্ণ যে গাড়ী লইয়া অতি কষ্টেই যাইতে হইতেছিল।

পথে আমি পীর খাঁকে বলিলাম, "বড়ই দুর্গম স্থান ; এ সব স্থানে অনেক কাণ্ডই হইয়া গিয়াছে।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "লোকে এই স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার অলৌকিক উপাখ্যান কীর্ত্তন করে। পূর্ব্বে আমরাও এই স্থানের সদ্ব্যবহার করিয়াছি। ঐ স্থানে সেই সেদিনকার সাতজন বেণিয়াকে প্রোথিত করিয়াছি।" এই বলিয়া সে একটি পাহাড়ের গুহা দেখাইল। "সেদিন কবর খুঁড়িতে আমাদের কি দারুণ কষ্টই না হইয়াছিল! কেবল পাথর ; ভাল করিয়া দেহগুলি পুঁতিতেও পারি নাই। কিন্তু এখানে কেই বা সে সমস্ত দেহের খোঁজ করে? আমরা তাহাদের লইয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, দুইজন নিহত ব্যক্তি রক্তাক্ত দেহে পথে পড়িয়া রহিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "দেখ পীর খাঁ, আমরা এবার যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছি। পথে যদি আর নূতন শিকার নাও পাওয়া যায়, তাহাতেও আর আমাদের দুঃখ নাই, কি বল?"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "এ বৎসর যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দু'এক বৎসর যদি আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়াও থাকি, তাহা হইলেও আমাদের কোনরূপ অভাব হইবে না। তবে কি জানেন, হাতে কাজ না থাকিলে চুপ করিয়া দিনযাপন করা যায় না, আর হাতের বেশ অভ্যাসও থাকে না।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার কিঞ্চিৎ পরেই আমরা পঁদিচেরিতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতা ও আমাদের দলের অন্যান্য লোক তৎপূর্ব্বেই তথায় আসিয়া এক ফকিরের সমাধির সন্নিকটবর্ত্তী এক সুবিশাল বটবৃক্ষমূলে শিবির সন্নিবেশন করিয়াছেন। আজিমার জন্য একটি ক্ষুদ্র তাঁবু পৃথকভাবে খাটানো হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের তাঁবুতে রাখিয়া আমি পিতার সহিত মিলিত হইলাম।

সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া পিতা আমাকে বলিলেন, "তুমি খুব সৌভাগ্যবান। আমি তোমার জন্য বড়ই ভাবিতেছিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি তুমি আসিলে না ; মনে যে কি দারুণ উদ্বেগ হইতেছিল তার আর কি বলিব? সে যাহা হউক, আর বিপদের সম্ভাবনা নাই। এখন বল দেখি, তোমার স্ত্রী দেখিতে কেমন? সে কি জোরার মত সুন্দরী?"

আমি উত্তর করিলাম, "তদপেক্ষাও সুন্দরী ; শরতের পূর্ণচন্দ্রও তত সুন্দর নহে। তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। এত স্নেহ, এত দয়া, এত প্রেম জগতে আর কোথাও নাই। কল্য আপনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন ; অদ্য পথশ্রমে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

পিতা বলিলেন, "তুমি বোধ হয় খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছ? আমি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

খাদ্য দ্রব্য আনীত হইল। এক অংশ 'আজিমার' নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমি খুব তৃপ্তির সহিত জঠর-জ্বালা নিবারণ করিলাম। সমস্ত দিন আমি একরূপ কিছুই খাই নাই বলিলেও হয়। আজিমা কর্ত্তৃক আনীত কয়েকটি মিষ্টান্ন মাত্র সমস্ত দিনে খাইয়াছিলাম।

দ্বা বিং শ প রি চ্ছে দ

আমির আলির বিবাহ-কথা

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে আমরা বীদারে উপস্থিত হইলাম। একটি উচ্চ অধিত্যকা হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার সময় বীদার নগরী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী প্রাচীর একটি উন্নত শৈলশ্রেণীর শিখরশিরে নির্ম্মিত। প্রাচীরোপরি একটি উচ্চ মিণার সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। আমরা কয়েকজন দ্রুতগামী লোককে আমাদের অগ্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম; নগরের ফটকের নিকটে আগামীকল্য প্রভাতে আমাদিগকে যে রাস্তা ধরিয়া যাত্রা করিতে হইবে, ঠিক সেই রাস্তার মোড়ে একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহারা পুর্ব্ব হইতেই তথায় শিবির খাটাইয়া রাখিয়াছিল। আমি দলের সহিত না গিয়া একবার অশ্বা-রোহণে সমগ্র নগর পর্য্যটন করিয়া লইলাম।

নগর পর্য্যটন শেষ করিয়া নগরের অপর প্রান্তবর্ত্তী আমাদিগের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম; শিবিরে তখন খুব কোলাহল উঠিতেছে; কেহ ঝরণার ধারে রন্ধন করিতেছে; কেহ বা হৃষ্টান্তঃকরণে কথোপকথন করিতেছে। দেখিয়া বুঝিলাম সকলেই উদ্বেগহীন ও শান্ত চিত্ত।

আমি পিতার নিকট উপবেশন করিয়া বলিলাম, "এই নগরে অনেক ধার্ম্মিক লোকের বাস। আমার বিশ্বাস, এখানে অনেক মোল্লা আছে। আমার প্রার্থনা, একজন মোল্লাকে আনাইয়া আমাদের নিকা হউক।"

পিতা বলিলেন, "বৎস! আমার ইহাতে আপত্তি নাই। তবে মোল্লা মনে করিবে, ঘটনাটি বড়ই আশ্চর্য্য" আমি উত্তর করিলাম, "সে যাহা খুসি ভাবুক না কেন, আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি বলি, আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হউক।"

পীর খাঁ পিতার কথামত একজন বৃদ্ধ মোল্লাকে ডাকিয়া আনিল। পিতা

তাহাকে বিশেষ সাম্মনের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া বলিলেন। মোল্লা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল; বলিল এমন কাণ্ড কখনও দেখি নাই। পথে যাইতে যাইতে বিবাহ, এ নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

মোল্লার যাহা আপত্তি, তাহা শ্রবণ করিয়া পিতা উত্তর করিলেন, "দেখুন আপনি একজন ধর্ম্মশীল মোল্লা। আমি একজন সৈয়দ, হিন্দুস্থান আমার জন্মভূমি। আমাদিগের সুপবিত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা আমার অপেক্ষা কেহ অধিকতর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখে না, ইহা আমি খুব জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমি প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া নমাজ পড়ি, রমজানে উপবাস করি, শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রত্যেক অনুষ্ঠান অতীব ভক্তির সহিত পালন করি। ধর্ম্মের ব্যবস্থা অবহেলা করিয়া কোন কার্য্য হয়, ইহা আমার মতবিরুদ্ধ। ভিতরে অনেক কথা আছে, সমস্ত কথা কিন্তু সকল স্থানে খুলিয়া বলা যায় না। এ বিবাহ আমাকে এই স্থানে দিতেই হইবে, না দিলেই নয়। আপনি যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের খুঁৎ বাহির করিয়া বিবাহ দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে বীদারে কিছু মোল্লার অভাব নাই; আর সকলেই কিছু আপনার মত শাস্ত্রের খুঁৎ লইয়া বসিয়া নাই। এই বিবাহে পৌরহিত্য করিতে কতজন সম্মত হইবে। তাহার ফল এই হইবে যে; এই দুই আস্রফি দক্ষিণা হইতে আপনি বঞ্চিত হইবেন।" এই বলিয়া পিতা দুইটি আস্রফি বাহির করিয়া মোল্লার সম্মুখে রাখিলেন।

মোল্লা আস্রফি দুইটি ক্ষিপ্রহস্তে কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তবে অবশ্য কথা স্বতন্ত্র। যখন এ বিবাহ আপনাকে এইখানে দিতেই হইবে, তবে আল্লার নামে শুভকর্ম্ম হইয়া যাউক। অদৃষ্টের এইরূপ বিধান, কে খণ্ডন করিবে বলুন? তাহা হইলে, আমি অতি আনন্দের সহিত আপনার কার্য্য করিব। তবে আমি গ্রন্থ আনি নাই; দৌড়াইয়া গিয়া গ্রন্থখানি লইয়া আসি। শীঘ্রই ফিরিব।" এই বলিয়া মোল্লা প্রস্থান করিল।

পিতা বলিলেন, "আমি জানি, শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ হইবে। সুবর্ণের মোহিনী মায়া কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। সিংহাসনারূঢ় রাজ রাজেশ্বর হইতে দীন হীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই এ বিষয়ে এক দশা। ইহার প্রভাব অতুলনীয়। অর্থই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।"

আমি আজিমার নিকট গমন করিয়া কহিলাম "প্রিয়তমে! বড়ই সুসময় উপস্থিত, আল্লার আশীর্ব্বাদে ও আমার পিতার অনুমতিতে আজ হইতে তুমি চিরকালের জন্য আমার হইবে। আজ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমরা দুই জনে এক হইব; মৃত্যু ব্যতীত কেহই আর আমাদের পৃথক করিতে পারিবে না। একজন মোল্লা আসিয়াছে। তোমার ইচ্ছা হইলে এখনই আমাদের নিকা হয়। আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। আর নিকা না হইলে আমিও থাকিতে পারিতেছি না।

"এত শীঘ্র শীঘ্র কেন? চলনা তোমার বাটীতে অগ্রে উপস্থিত হই, তাহার পর নিকা হইবে। পথের মাঝে এই অসম্ভব রকমের নিকা, ইহাতে তোমার পিতাই বা কি মনে করিবেন?"

"প্রিয়তমে! পিতা অনুমতি করিয়াছেন। তিনিই মোল্লাকে ডাকাইয়া আনাইয়াছেন। তিনিই মোল্লাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া এ কার্য্যে সম্মত করিয়াছেন। কেবলমাত্র আমরা গেলেই সমস্ত হইয়া যায়।"

"হায়! হায়! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আমি যে অন্য লোকের স্ত্রী। আমার আবার কেমন করিয়া নিকা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"সে ঘৃণাকর বিবাহের কথা ভুলিয়া যাও আজিমা! এ আপত্তি করিও না; তুমি যদি এ আপত্তি উত্থাপন কর, তাহা হইলে আমার জীবনের আশা নাই। আমি কি তোমার দাস নহি? আমরা এখন অতি দূরবর্ত্তী দেশে যাইতেছি; তুমি যাহাকে ভয় করিতেছ, সেদেশে গেলে সে কোনমতেই তোমার সন্ধান পাইবে না। হায়! হায়! তুমি এরূপ কথা বলিও না। এ যেন আমাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে। যদি আমাকে নিকাই না করিবে, তবে আমার সহিত পলাইয়া আসিলেই বা কেন?"

"না, না, প্রিয়তম! এমন কথা বলিও না। তুমি আমাকে অপমান হইতে, মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমিই তোমার চরণাশ্রিত দাসী। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমার অণুমাত্রও আপত্তি নাই। আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার অনুবর্ত্তন করিব।" এই বলিয়া আজিমা আমার বুকে তাহার মুখখানি লুকাইল।

আমি কহিলাম, "প্রিয়তমে! উদ্‌যোগ অতি সামান্য। এখন কাল্লুকে ডাকিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বল।"

প্রাচীনা আমার প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল ও কহিল, "আমি মনে করিতেছিলাম, তুমি বুঝি কোনরূপ বন্ধনের দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করিবে না। দেখ মীর সাহেব! এই কথা ভাবিতেও আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। এখন আমার চিত্ত হইতে সে দারুণ দুর্ভাবনা দূর হইল।

আমি কহিলাম, "তবে আর দেরী করিও না; এইখানে একখানি পর্‌দা খাটাও, আমি মোল্লাকে ডাকিয়া আনি।"

তাঁবুর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একখানি পর্দ্দা টাঙ্গান হইল। পিতা, আমি ও মোল্লা এক পার্শ্বে বসিলাম স্ত্রীলোকেরা অন্য পার্শ্বে বসিল।

আমি বলিলাম, "মোল্লাজি সমস্ত প্রস্তুত; এইবার মন্ত্র পড়াও।"

মোল্লাজি গ্রন্থ খুলিয়া আরবীয় ভাষায় মন্ত্র পড়াইল; আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিলাম না, মোল্লাজিও কিছুই বুঝিল না। যাহা হউক, বুঝিবার কোন প্রয়োজনও

নাই। উহা উচ্চারিত হইলেই যথেষ্ট। অনুষ্ঠান যথাবিধি হইয়া গেল। এখন চিরদিনের জন্য আজিমা আমার হইল।

নগর ও নগরের দূর্গ ভাল করিয়া না দেখিয়া বীদার পরিত্যাগ করিতে আমাদের ইচ্ছা হইল না। আমরা লোকমুখে এই সহরের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি, সুতরাং যখন আসিয়াছি, তখন ভাল করিয়া দেখিয়া যাওয়া উচিত। তদনুসারে সন্ধ্যাকালে আমি, পিতা ও আমাদের দলের অপর কয়েকজন লোক পরিদর্শনের জন্য নগরে প্রবেশ করিলাম। সর্ব্বপ্রথমে আমরা প্রাচীন মাদ্রাসার নিকট উপস্থিত হইলাম। আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা ভগ্ন দূর্গের পুরোবর্ত্তী এক উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইলাম। বিধ্বস্ত প্রাচীর, প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ, স্তূপের উপর স্তূপ, তাহার উপর দূর্গাদি দর্শন করিলাম, তৎপরে বীদার পরিত্যাগ করি।

বীদার হইতে এলিচ্‌পুর আসিলাম। পথে কোনও বর্ণনাযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এলিচ্‌পুর হইতে আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম। আসিবার সময় মংগ্রুল ও অমরাবতী হইয়া আসিয়াছিলাম, এবার আর সে পথ লইলাম না। অমরাবতীতে সওদাগরকে হত্যা করা হইয়াছিল, তথাকার অধিবাসীগণ এখনও তাহা বিস্মৃত হয় নাই, কাজেই আমাদের উপস্থিতি সন্দেহের কারণ হইতে পারে। গোদাবরী তীরবর্ত্তী নন্দাইর হইতে আমরা বুর্‌হান্‌পুরের রাস্তা লইলাম, মধ্যপথে আলোক নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া এলিচ্‌পুরের রাস্তা ধরিলাম। অবশ্য এই ভ্রমণ সময়ে আমরা একেবারে অলসভাবে দিনযাপন করি নাই ?" পুর্ব্ববৎ উৎসাহ ও কৃতকার্য্যতার সহিত আমরা আমাদিগের ব্যবসায়ও চালাইতেছিলাম। আমাদের এবারকার যাত্রা বরাবরই অত্যন্ত সুফলপ্রদ হইয়াছিল। যে পথিককে একবার কোনরূপে ভুলাইয়া আমরা আমাদের দলে আনিয়াছি, সে আর কোন প্রকারে পরিত্রাণ পায় নাই। পথে যে সমস্ত শিকার পাওয়া গেল, তাহাদের নিকট হইতে টাকা কড়ি যে খুব বেশী রকম পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নহে, তবে তাহা হইতে আমাদের রাস্তা খরচ নির্ব্বাহ হইতেছিল, সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিতে হয় নাই।

এলিচ্‌পুরের রাইমান সা দুলা'র দরগা। তাহার নিকট অনেকগুলি তেঁতুল গাছ। আমরা সেই বৃক্ষমূলে তাঁবু খাটাইলাম। বেশ নির্জ্জন সুন্দর স্থান। দরগার পাদমূলে একটী ক্ষুদ্র নদী, অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে জন্ম লইয়া গলিত করুণার মত ধীরে ধীরে প্রবাহিতা। নদীতীরে বৃক্ষকুঞ্জবেষ্টিত সাধুদিগের বাসস্থান, শান্তি ও পুণ্য যেন তথায় মূর্ত্তিমান। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করার পর, আমি ও আজিমা কয়েকজন লোক সমভিবাহারে দরগায় পুজাপোহার দিয়া প্রার্থনা করিবার জন্য গমন করিলাম।

প্রার্থনা শেষ হইলে আজিমাকে তাঁবুতে পাঠাইয়া দিলাম ও মোল্লাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। আমি আশা করিতেছিলাম যে, মোল্লা-

দিগের নিকট অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে, আর এলিচপুরের ন্যায় সহর হইতে দু' একটি মূল্যবান শিকার সংগৃহীত হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রাত্যহিক নানাবিধ ঘটনা সম্বন্ধে মোল্লার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ক্রমশঃ মোল্লা জানিতে চাহিল, আমি কোথা হইতে আসিতেছি এবং কোথায় যাইব। আমি বলিলাম যে, আমি একজন অশ্ব ব্যবসায়ী, হিন্দুস্থান হইতে অশ্ব লইয়া হায়দরাবাদে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, এখন দেশে ফিরিতেছি।

মোল্লা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সহিত যে সমস্ত লোকজন রহিয়াছে, উহারা কে?"

আমি বলিলাম, "উহার মধ্যে আমার পিতা আছেন, তিনিও একজন সওদাগর আর আছে আমাদের সহিস্ ও ভৃত্য। আর কয়েকজন পথিক, তাহারা পথিমধ্যে আমাদের দলে মিশিয়াছে।"

মোল্লা কহিল, "তাহা হইলে আপনি একজন কাফিলা?"

আমি বলিলাম "ঠিক তাই। আমরা এখন বৈতুল হইয়া জব্বলপুর যাইব। লোকে বলে ঐ পথ বড় বিপজ্জনক। আমাদের আর ভয় কি?

মোল্লা কহিল "আপনার আবার ভয় কি? তবে আপনারা নাগপুর হইয়া গেলে যতখানি রাস্তা হইত, বৈতুল হইয়া গেলে তদপেক্ষা অনেক নিকট হইবে। আপনারা যখন বনপথ দিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, তখন আরও দু' একজন লোক লইলে আপনাদের পক্ষে সুবিধা বৈ অসুবিধা হইত না। আমি আপনাদের দলে একজন লোক জুটাইয়া দিতে পারি।

আমি বলিলাম, "পথিক যদি ভদ্রলোক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

মোল্লা উত্তর করিল, "আমি যাহার কথা বলিতেছি, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, নবাব বলিলেও হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপালের শাসনকর্ত্তা, তিনি সেইখানে যাইতেছেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি নবাব সব্জি খাঁর কথা বলিতেছেন?

হাঁ, হাঁ, তাঁহারই কথা বলিতেছি। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, বয়সকালে ভারি যোদ্ধা ছিলেন। তবে বড় বেশী ভাঙ খান, এই তাঁহার একমাত্র দোষ। ভাঙএর আর একটি নাম সব্জি, এই জন্য লোকে ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে সব্জি খাঁ বলিয়া ডাকে। ঠাট্টাই করুক, আর যাহাই করুক, সব্জি খাঁর নাম শুনিলে শত্রুর অন্তরাত্মা ভয়ে শুকাইয়া যায়।"

"খাঁ সাহেবের বীরত্ব কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহাকে সঙ্গে পাইলে ত আমাদের সৌভাগ্য। শুনিয়াছি তিনি বড় অমায়িক ও সুরসিক লোক।"

হাঁ, ঠিক্ তাহাই। আপনি সমস্তই জানেন দেখিতেছি; সূর্য্যাস্তের পরেই

খাঁ সাহেব এখানে আসিবেন। এইখানে আসিয়া তিনি ভাঙ খাইয়া থাকেন, আমি আপনার নিকট লোক পাঠাইয়া দিব। সেই সময় একবার আসিলেই তাঁহার সহিত আপনার আলাপ করাইয়া দিব।"

"বেশ, বেশ; ইহাত সুখের কথা। একবার খবর পাইলেই আমি আসিব।"

অল্পক্ষণ পরেই আমি মোল্লার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে হইল, বেশ শিকার জুটিয়াছে, এইবার বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। নবাবের সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক অনুচর থাকিবে, সুতরাং কৌশলপূর্ব্বক ইহাকে যদি হত্যা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অর্থ ও কীর্ত্তি আমার ভাগ্যে প্রচুর পরিমাণেই লাভ হইবে।

আমার এই আশার কথা আর কাহাকেও বলিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা নিজে করিব, এইরূপ মনস্থ করিলাম। যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে একেবারে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিব। সঙ্গে আরও লোক আছে, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা সাহায্য করিবে, কেনই বা কৃতকার্য্য হইব না? একবার একটু ভয় হইল; নবাব একজন যোদ্ধৃপুরুষ, নিশ্চয়ই অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া থাকিবে, যদি না পারি? যাহা হউক, এ ভয় অধিকক্ষণ রহিল না। আত্ম-শক্তিতে আমার তখন অসাধারণ বিশ্বাস। কি ঠগীদিগের বিদ্যায়, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি ভূমিপৃষ্ঠে, আমি সর্ব্ববিধ অস্ত্র-পরিচালনাতেই বিশেষরূপে সুনিপুণ। এ পর্য্যন্ত কখন পরাস্ত হই নাই; সুতরাং তখন আমি কোন মানুষকে ভয় করিতাম না।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমির আলি। তোমরা ত খুব বলবান ও সাহসী, কিন্তু তোমরা ইংরাজকে ত বরাবর খুব ভয় করিতে। তোমরা ত এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কখনও কোন ইংরাজকে আক্রমণ কর নাই?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সাহেব। তুমি ভুল বলিতেছ। আমরা তোমাদের কখনও ভয় করি নাই। তবে তোমাদের আক্রমণ করা একরূপ অসম্ভব। যখন তোমরা অশ্বারোহণে যাও, তখন তোমাদের আক্রমণ করা নিস্ফল; তোমাদের নিকট টাকা কড়ি কিছুই থাকে না। তাঁবুতে তোমরা অনেক লোকজন লইয়া থাক, রাত্রিতে খুব ভাল প্রহরীর ব্যবস্থা থাকে। যখন পাল্কীতে যাও, তখন তোমাদের মারিতে পারিলে কিছু টাকা কড়ি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তখন তোমাদের নিকট পিস্তল থাকে! সুতরাং আক্রমণ করিলে আমাদের দু'একজনকে মরিতে হইবেই। তদ্ব্যতীত তোমাদের কেহ হারাইলে এত গোলযোগ হইবে যে, আমাদের পলায়ন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। তোমাদের জিনিস পত্র কিছু কাছে থাকিলেও ধরা পড়িতে হইবে।"

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার যুক্তিগুলি বেশ সুন্দর। তোমরা পিস্তল জিনিসটাকে তত পছন্দ কর না; কি বল আমির আলি? সেই জন্যই

তোমরা আমাদের নিকট আসিতে বড় একটা সাহস কর না ? যাউক এখন এসব কথা, তুমি তোমার মূল কথা বলিয়া যাও।"

"তবে বলি। তাঁবুতে বসিয়া বড়ই উদ্বেগের সহিত সময় কাটাইতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, কখন দরগায় গিয়া সজ্জি খাঁর সহিত আলাপ করিব। প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত, আমি শিবিরের দ্বারদেশে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কতকগুলি লোক সহর হইতে আসিতেছে। সর্ব্বাগ্রে একটি লোক অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে কয়েকজন অনুচর, এই সমস্ত অনুচরের মধ্যে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, একটি রূপসী যুবতী এক অতি তেজস্বী টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে। এই দল আমাদের শিবিরের সম্মুখ দিয়া নদী পার হইল ও দর্গায় প্রবেশ করিল। আমি ভাবিলাম, এই কি আমার নূতন শিকার সজ্জি খাঁ ? আমাকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। মোল্লা আমাকে ডাকিবার জন্য একটি লোক পাঠাইয়া দিল, আমি আমার ঢাল ও তরবারি লইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম।

ত্র য়ো বিং শ প রি চ্ছে দ

নূতন শিকার সংগ্রহ

পুর্ব্বোক্ত মোল্লার সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া নবাব সজ্জি খাঁ আনন্দে ভাঙ খাইতেছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে কয়েকজন ভৃত্য ; তাহারা দেখিতে অত্যন্ত ভয়ানক। দুই তিন জনের শরীরে খুব গভীর দাগ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা সাহসিকতার সহিত তাহাদের রণনিপুণ প্রভুর সহিত অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। সজ্জি খাঁর পশ্চাতে যে দাসী বসিয়াছিল, সে যুবতী কৃশাঙ্গী ও সুন্দরী ; সে ব্যস্তভাবে ভাঙ প্রস্তুত করিতেছিল।

নবাবের সহিত মোল্লা আমার পরিচয় করাইয়া দিল। মোল্লা কহিল, "আমি আপনাকে যে যুবকের কথা বলিতেছিলাম, ইনিই তিনি, ইহার গুণগ্রাম আপনার নিকট বর্ণনা করা নিরর্থক। আপনি জ্ঞানী ও বহুদর্শী ইহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইনি সম্ভ্রান্তবংশজাত ও সুশিক্ষিত। আপনার ন্যায় ব্যক্তির ইনি যোগ্য সঙ্গী সন্দেহ নাই।"

আমি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপে আমার তরবারির মুষ্টিদেশ তাঁহার সমক্ষে স্থাপন করিলাম। তিনি বিশেষ সৌজন্যের সহিত হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ করত

তাঁহার নিকটে কার্পেটের উপর উপবেশন করিবার জন্ত আমাকে অনুমতি করিলেন।

আমি বিশেষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কার্পেটের উপর না বসিয়া ঈদৃশ সম্মানলাভের জন্য স্বকীয় অনুপযুক্ততা জ্ঞাপন করত হাঁটু পাতিয়া নীচে বসিলাম। আমার তরবারি ও ঢাল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম।

তরবারিখানি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন, "মীর সাহেব! এখানি ত বেশ অস্ত্র। আমি কি একবার ইহা দেখিতে পারি?"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! এ অস্ত্র ত এখন আপনারই আজ্ঞাধীন।"

"না, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই, তবে এই সমস্ত দ্রব্যে আমার কৌতুহল বড়ই অধিক। আমারও অনেক উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চয় করা আছে। সে সমস্ত আপনাকে এক সময়ে দেখাইব।"

নবাব সাহেব কোষ হইতে অসিখানি বাহির করিলেন, উজ্জ্বল ফলক সূর্য্য কিরণে ঝল্ মল্ করিতেছিল, তিনি অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বেশ আনন্দের সহিত অস্ত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। এমনভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত বহুকাল পরে দেখা হইয়াছে।

এত আগ্রহের সহিত ও এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সজ্জি খাঁ তরবারিখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল যে, আমি ভাবিলাম যে হয়ত যাহাকে হত্যা করিয়া পিতা এই তরবারিখানি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সহিত কোন সময়ে সজ্জি খাঁর পরিচয় হইয়াছিল। 'আমি এ তরবারি কোথায় পাইয়াছি' নবাব যদি তাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি কি উত্তর দিব মনে মনে তাহা স্থির করিতে-ছিলাম। ধারের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সজ্জি খাঁ বলিল "বন্ধু! তোমার সহিতও যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় আছে? এই তরবারির ধারে এমন দু'একটি সূক্ষ্ম দাগ আছে যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোনও সুনিপুণ প্রবীণ সৈনিক এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। এ দাগ কি প্রকারে পড়িল?"

আমি উত্তর করিলাম, "তেমন কিছু নয়, হিন্দুস্থান হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে একদল দস্যুর সহিত কিঞ্চিৎ সংঘর্ষ হইয়াছিল।" এই বলিয়া আমি 'নির্ম্মল' এর রাস্তার ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম।

আমার কথা শেষ হইলে নবাব বলিল, "বেশ ভাল কার্য্য হইয়াছে। দস্যুদিগকে তাড়া করিয়া আরও দু'পাঁচজনের প্রাণ-সংহার করিলে আরও ভাল হইত। তুমি যদি সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতে, তাহা হইলে এই অস্ত্রেই আরও অনেকে মারা পড়িত।"

আমি উত্তর করিলাম, "না নবাব সাহেব! সাহসের আমার এ পর্য্যন্ত কখনই

অভাব হয় নাই। আমি যে একটি মানুষ, কাপুরুষ নহি, ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস আমার হৃদয়ের মধ্যে আগুণের মত দিবা রাত্রি জ্বলিতেছে, এ কথা আমার পরিচিত ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। কিন্তু সেস্থলে আমি আর কি করিব? আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, জঙ্গল একেবারে দুর্ভেদ্য, তাহার উপর ঘোর অন্ধকার রাত্রি।"

নবাব উত্তর করিল, "তাহা ত অতি সত্য কথা। দেখ বন্ধু, এই সজি খাঁর অনুবর্ত্তী হইয়া কিরূপ বিবেচনা কর? এখন আমার বিশেষ কিছু নাই যে, তোমাকে দিই। তবে ভগবানের ইচ্ছায় এখন ক্রমে যেরূপ দিনকাল আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তাহাতে সাহসী বীরপুরুষসমূহের সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা। দোস্ত মহম্মদ আমার একজন বন্ধু, তিনি আমাকে তাহার নিকট যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছেন। তাঁহাকে এখন নূতন নূতন যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতে হইবে, সৈন্যাধ্যক্ষের বিশেষ অভাব। তোমার যেরূপ বীরত্ব ও বিক্রম, তাহাতে দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই তোমাকে বিশেষরূপ পছন্দ করিবে। তোমার কি মত? সমস্ত জীবন ধরিয়া অশ্বের সওদাগরী করা কি তোমার মত সাহসী বীরপুরুষের শোভা পায়। আমার মতে, এতদিন ব্যবসা করিয়া যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাক, তবে সেই অর্থে একদল সৈন্য গঠন কর! দোস্ত মহম্মদের অধীনে তুমি নিশ্চয়ই কর্ম্ম পাইবে; তোমার মত লোকেরই দরকার। আমরা একসঙ্গে কার্য্য করিয়া যশস্বী হইব।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনি এইরূপ কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। আমারও ঠিক এইরূপ অভিপ্রায়। আপনি যদি সামান্য সাহায্য করেন, তাহা হইলে দোস্ত মহম্মদের অধীনে আমি নিশ্চয়ই কর্ম্ম পাইব। একবার কর্ম্ম পাইলে আমি কিছুতেই পশ্চাদপদ হইব না।"

নবাব কহিল, "তবে আমার সঙ্গে চল; আমি তোমাকে পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। শুনিলাম, তোমার সহিত কয়েকজন লোকও আছে; আর অন্য পথিকও নাকি তোমাদের দলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে? একেবারে সোজা পথ ধরিয়া জব্বলপুর যাইবার প্রস্তাবে তোমার কি মত? রাস্তা বড় দুর্গম; কিন্তু আমাকে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে হইবে। নাগপুর হইয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা বেশ নিরাপদ, পথে দস্যু তস্করের কোন ভয় নাই, বিপদেরও কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু পথ অতিশয় দীর্ঘ।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি সোজা পথ ধরিয়া জব্বলপুর যাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলাম; কারণ আমাদের দলে অনেক লোক আছে, অস্ত্র শস্ত্রও আছে। এখন যখন আপনিও আমাদের সহিত মিলিত হইলেন, তখন ত কোনই আপত্তি নাই। দস্যুতস্করের ভয় আমার ত মোটেই নাই; ভরসা করি আপনারও নাই।"

নবাব উত্তর করিল, "না। যখন তোমাদের সহিত মিলিত হইলাম, তখন আর দস্যু তস্করের ভয় কি? তবে আমার দলে অধিক লোক নাই বলিয়া পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে সাহস হইতেছিল না। এই সব জঙ্গলে যে সব দস্যুদল বিচরণ করে, তাহারা বড়ই সাহসী, বড়ই নির্দ্দয়। সমস্ত জীবন গৌরবের সহিত যুদ্ধে কাটাইয়া শেষ বয়সে যদি এক অজ্ঞাত বনের মধ্যে দস্যুহস্তে সজ্জি খাঁর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত দুঃখের কথা হইবে সন্দেহ নাই।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'কিন্তু নবাব সাহেবের অদৃষ্টে তাহাই লিখিত আছে। যে বনে এত ভয়, সেই বনেই তোমার মৃত্যু নিশ্চয়। সজ্জি খাঁর মৃতদেহ যেখানে প্রোথিত হইবে, সেখানে কোনই স্মৃতিস্তম্ভ থাকিবে না।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া নবাব সাহেব পুনশ্চ কহিল, "তবে মীর সাহেব! তোমরা এখান হইতে কখন যাত্রা করিবে? এখানে তোমাদের বিলম্ব হইবার কি কোন কারণ আছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "কিছু না, কিছু না; আগামী কল্য প্রাতঃকালে যাত্রা করিব, এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম, তবে আপনি যদি বলেন; তবে দু'চারি দিন অপেক্ষা করিতে পারি।"

"না, কল্য প্রাতঃকালে আমার যাত্রা করা হইবে না। তবে তৎপর দিন আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইতে পারি।"

"জো হুকুম। আমি প্রস্তুত হইয়া থাকিব। তবে এখন বিদায়ের অনুমতি করুন। আমি এখন আসি।"

"হাঁ, এখন তুমি আসিতে পার। আর তোমাকে ধরিয়া রাখিব না; আমাকেও শীঘ্র এখান হইতে উঠিতে হইবে। আমার বন্ধু সালাবৎ খাঁর বাড়ীতে আজ একটা ভোজ আছে, আমাকে তথায় যাইতে হইবে।"

শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া একবার মনে করিলাম, পিতাকে সমস্ত কথা বলি। পরে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বা অপর কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না। ভাবিলাম, নবাব সাহেব আমাদের বাসায় আসিলে পিতার সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিয়া সমস্ত কথা বলা যাইবে।

তৃতীয় দিবসে দিবালোক প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে আমরা যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময়ে নবাব সাহেব আমাদের বাসায় আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিলেন।

আমি ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, পিতাও আসিলেন। পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। ভদ্রতা ও সৌজন্যের সহিত আলাপ সম্ভাষণ প্রভৃতি হইয়া গেলে, নবাবের অলক্ষ্যে পিতা আমাকে ইঙ্গিত করিলেন, আমিও তাঁহার ইঙ্গিতের উত্তরে ইঙ্গিত করিলাম। পিতা আমার অভিপ্রায়

সমস্তই বুঝিলেন। তাঁহার মুখে আনন্দের ছটা ফুটিয়া উঠিল; আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম, কারণ এই মূল্যবান শিকারটি একমাত্র আমারই চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে।

আমরা একত্রে যাত্রা করিলাম। নবাব সাহেব ও আমি পাশাপাশি অশ্বারোহণে যাইতেছিলাম। দিবালোক স্পষ্টভাবে প্রস্ফুট হইলে আমি নবাব সাহেবের আকৃতি ও পরিচ্ছদ উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার অশ্বটি অতি সুন্দর— যেমন তেজস্বী, তেমনি উন্নত, তেমনি সুশিক্ষিত— গ্রীবাভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত সগর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। অশ্বের সাজও বিশেষরূপে মূল্যবান, স্বর্ণখচিত; তবে দীর্ঘকাল ব্যবহারনিবন্ধন কিঞ্চিৎ মলিনাভ হইয়া পরিয়াছে।

তাঁহার পরিচ্ছদ ও আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তিনি একজন যশস্বী যোদ্ধাপুরুষ। হায়দরাবাদে আমি শত শত সৈনিকপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটি কখনও দেখি নাই। নবাব সাহেব আমাকে বলিলেন, "তুমি বড় মনোযোগের সহিত আমাকে দেখিতেছ, দেখিতেছি।"

"আমি এরূপ পুর্ণাঙ্গ অশ্বারোহী সৈন্য আর কখনও দেখি নাই। আপনার নিজের যেরূপ শরীর, অস্ত্রশস্ত্রও সেইরূপ, ঘোড়াটিও সেইরূপ। এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন আর কখনও দেখি নাই। আপনি কি সকল সময়েই এইরূপে পর্য্যটন করেন?"

"হাঁ মীর সাহেব। সর্ব্বদাই এইরূপে ভ্রমণ করি। সৈনিকদের সুসজ্জিত না হইয়া বাহির হইতে নাই। আমি কিছুদিন ঐ ভীরু সালাবৎ খাঁর সহিত ছিলাম, সেখানে থাকিয়া আমার শরীর কোমল হইয়া গিয়াছে। আজ যেন অস্ত্রের ভার কেমন কেমন লাগিতেছে। যাহা হউক, শীঘ্রই এরূপ বেশের প্রয়োজন হইবে, সেই জন্য পুনরায় অভ্যাস করিতেছি।"

আমরা বরাবর একত্রে চলিলাম; তিনি পথে স্বকীয় যুদ্ধ, পলায়ন, জয়, পরাজয় প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আমার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সহিত বড়ই সুখে চলিলাম। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি অত্যন্ত অদ্ভুত। এক একবার মনে হইল যে, এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন একজন পদস্থ ব্যক্তির সহিত চিরদিন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু কি করিব? আর উপায় নাই; তাহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। আমাদের ঠগীভাষায় তাহাকে 'বুনিজ' করা হইয়াছে, আর তাহার রক্ষা নাই। আমাদের ব্যবসায়ের পবিত্র বিধান অনুসারে তাহাকে হত্যা করিতেই হইবে।

আমরা আমাদের প্রথম বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইলাম। পথে কোনও উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; এই স্থান হইতে যাত্রা করার পর গ্রামবাসিগণ বলিল যে, এইবার জঙ্গল অত্যন্ত ঘন, রাস্তা প্রস্তরময়, দুর্গম, তাহার উপর গোন্দজাতীয় লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। পথিক দেখিলেই তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে।

গ্রামবাসিগণের কথা শুনিয়া নবাব সাহেব বলিলেন, "আমাদের লুণ্ঠন করিতে একবার চেষ্টা করিয়া দেখুক না কেন ? তাহারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, বরং দু'একজন লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতঃকালে আমাদিগকে নিরতিশয় সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইল। আমাদের লোকগুলিকে এক জায়গায় রাখা হইয়াছিল। আমি কয়েকজনকে বাছিয়া বাছিয়া গাড়ীর চারিদিকে প্রহরী-স্বরূপে রাখিয়াছিলাম, বন্ধুর ও প্রস্তরময় পথের উপর দিয়া গাড়ী অত্যন্ত কষ্টেই চালান হইতেছিল। নবাব ও আমি অশ্বপৃষ্ঠে দলের পুরোদেশে যাইতেছিলাম।

যত অগ্রসর হই ; পথ ততই দুর্গম হইতে লাগিল। এক এক স্থানে পথ এতই সঙ্কীর্ণ যে, বন জঙ্গল কাটিয়া গাড়ী লইয়া আসিতে হইয়াছিল। এক এক স্থানে উভয়পার্শ্বে অত্যুন্নত প্রস্তরস্তূপ। সে স্থান এমন যে, উপর হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষাকল্পে অস্ত্রনিক্ষেপ একেবারে অসম্ভব।

এই প্রকারের একটি অতি সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতপথ হইতে বাহির হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি নবাব সাহেবকে বলিলাম, "নবাব সাহেব ! কি কদর্য্য স্থান ; এইস্থানে যদি কেহ আমাদের আক্রমণ করিত, তাহা হইলে আমাদের আর পরিত্রাণ ছিল না।"

নবাব উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই। আমারা সৌভাগ্যবশতই পরিত্রান পাইয়াছি। আমার মনে পড়ে, এই স্থানটির বড় দুর্ণাম আছে। আমার বোধ হয়, আর এরূপ সঙ্কটের রাস্তা নাই। এইবার সব বড় বড় গাছ, এমন কণ্টকগুল্ম আর নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে সহসা উত্তেজিত স্বরে তিনি কহিলেন, "এ কি ? এই যে 'গোন্দ'রা উপস্থিত !" বলিতে বলিতে কোষমুক্ত অসি ঝল্ মল্ করিয়া তাঁহার হস্তে জলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উপর কয়েকজন গোন্দ।

আমিও তরবারি বাহির করিলাম, উভয়ে অশ্ব থামাইয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলাম। ঢালখানি সম্মুখে ধরিলাম। কারণ, বুঝিলাম উহারা তীর ছুঁড়িয়া আক্রমণ করিবে। বদ্রীনাথ প্রভৃতি অশ্বারোহী ও অন্যান্য লোকজন আসিয়া আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইল। বন্দুকগুলিতে বারুদ পুর্ণ করিয়া প্রস্তুত করা হইল।

নবাব সাহেব অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে গিরিপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন, "আয় দুষ্ট বন্যকুক্কুর! আয়!" এই বলিয়া নানারূপ কদর্য্য ভাষায় তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। নবাবের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া ও গালাগালির বিচিত্র ও অভিধান বহির্ভূত বিবিধ ভাষা শ্রবণ করিয়া আমার বড় হাসি পাইল। 'গোন্দ'রা তাঁহার ভীতিপ্রদর্শনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না, বরং আমাদের আক্রমণ করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহারা একসঙ্গে অনেকগুলি তীর নিক্ষেপ করিল। একটি তীর আসিয়া নবাব সাহেবের অশ্বের স্কন্ধদেশে সামান্য আঘাত করিল।

নবাব সাহেব অশ্বের অঙ্গ হইতে তীরটি অতীব যত্নের সহিত উৎপাটন করিয়া কহিলেন "হায় হতভাগ্য বন্ধু! তুমি আহত হইলে?" অতঃপর আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, "মীর সাহেব! এই দুর্বৃত্তেরা কিছুতেই নীচে আসিবে না। আপনি বন্দুক ছুড়িয়া উহাদের বিতাড়িত করুন।"

আমি আমার অনুচরগণকে আহ্বান করিয়া কহিলাম, "দেখ, উহারা আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে; যেমন তীর ছুড়িবার জন্য বাহির হইবে, অমনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিও।

অনুচরবৃন্দ আমার আদেশমত কার্য্য করিল। একজন বিশালকায় 'গোন্দ' অত্যন্ত সতর্কভাবে বসিয়াছিল। সরফরাজ খাঁ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে আহত হইয়া গড়াইয়া পড়িল, গড়াইতে গড়াইতে ক্রমশঃ একেবারে আমাদের চরণমূলে আসিয়া পতিত হইল। লোকটার গলদেশে গুলি লাগিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল! অন্যান্য বনদস্যুগণ তাহাদের দলের একজন লোকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা ভাবিলাম, বোধ হয় ভাল করিয়া আর একবার আক্রমণ করিবে। ইতো- মধ্যে তাহাদের দলের আর একজন লোক আমাদের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হইল। তাহারা আর দাঁড়াইল না, আহত ব্যক্তিকে লইয়া পর্ব্বতপথে পলায়ন করিল। অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।

পথে আর কোন উপদ্রব হয় নাই। আমরা নিরাপদে পরবর্ত্তী বিশ্রাম স্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম।

পিতা আমাকে নিভৃতে বলিলেন, "আমির আলি! তুমি যদি নবাবকে অতিথি বা বন্ধুর মত আনিয়া থাক, তবে বল; নতুবা একটা ব্যবস্থা করা শীঘ্র প্রয়োজন।

আমি বলিলাম, অতিথি নহে। আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যেরূপ দেশ, তাহাতে অনায়াসেই কার্য্য শেষ করিতে পারা যাইবে।

পিতা বলিলেন, "সহজ নহে; অশ্বপৃষ্ঠে উহার অনিষ্ট করা অসম্ভব। সঙ্গে লোকও আছে।"

আমি বলিলাম "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার উপর ভার রহিল।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের জয়

পরদিন বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁকে বলিলাম, "নবাবকে কেন আনিয়াছি, তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ? বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "যখন এতদূর আনিয়াছেন, তখন সমস্তই বুঝিয়াছি। তবে আপনার অভিপ্রায় কি স্পষ্ট করিয়া বলুন দেখি? আপনি কি প্রকারে কার্য্য শেষ করিবেন? পথের মধ্যে উহাকে আক্রমণ করা অসম্ভব। তাহা হইলে ও ব্যক্তি আমাদের দু'একজনকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। জানিয়া শুনিয়া অকারণ জীবনটা দিতে আমরা প্রস্তুত নহি।"

আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমাদের যাহাতে বিপদের সম্ভাবনা, এমন কার্য্য কিছুতেই করা হইবে না। আমার মনে হয়, শীঘ্রই কোনো না কোন সুযোগ ঘটিবেই ঘটিবে।"

উভয়েই বলিয়া উঠিল, "কি প্রকার?"

আমি বলিলাম, "আমার কথা অগ্রে শুন। তাহার পর তোমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে বল। কল্য রাস্তা চলিতে চলিতে নবাব বড় দুঃখ করিয়া বলিতেছিল যে, পথে একটা ভাল নদী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে একটু ভাল করিয়া সরবৎ খাইতাম। নবাবের সঙ্গে যে ঐ সুন্দরী ক্রীতদাসী আছে, ও সরবৎ প্রস্তুত করে। আমার মনে হয়, আগামী কল্য পথে একটা না একটা নদী পাওয়া যাইবেই যাইবে। নদী তীরে গিয়া সরবৎ খাওয়াইবার জন্য আমি তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইব। তাহার প্রহরীরা দূরে গমন করিলেই অমনি কার্য্য শেষ করা যাইবে।"

সরফরাজ খাঁ উত্তর করিল, "উত্তম বুদ্ধি হইয়াছে ; একবার যদি ঘোড়া হইতে নামাইতে পারেন, তাহা হইলে আর ভয়ের কারণ নাই। তাহার যতই অস্ত্র শস্ত্র থাকুক না কেন, কিছুতেই সে রক্ষা পাইবে না।

বদ্রীনাথ বলিল, "বন্দোবস্তটা আমার বেশ মনঃপুত হইতেছে না। মনে করুন, যদি প্রহরীরা নিকটে থাকে, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারা যাইবে না। তাহার পর, নিতান্ত নিরীহ পথিক নহে, একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা। এখন যত সহজ মনে করিতেছ, কার্য্যকালে তত হইবে না। আমার মতে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই বিধেয়।"

আমি বলিলাম "সে কি কথা? বদ্রীনাথ! এরূপ কাপুরুষের মত কথা, তোমার মুখ হইতে বাহির হইল? হোক না সে নবাব, মানুষ ত বটে? আমাদের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা মত তাহাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে। অবশ্য এ প্রকারের

শিকার কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, সব্জি খাঁর মত একজন প্রথিতযশা বীরপুরুষকে বধ করিতে পারিলে আমাদের কিরূপ কীর্ত্তিলাভ হইবে? আমাদের পিতা পিতামহগণও বোধ হয় কখনও এরূপ কার্য্য করেন নাই।"

বদ্রীনাথ বলিল, "সেই জন্যই ত আমার আপত্তি। যাহা অস্বাভাবিক বা যাহা কখনও হয় নাই, তাহা ভবানীর প্রীতিপদ হয় না।"

আমি বলিলাম, "তবে ভবানীর ইঙ্গিত গ্রহণ কর।"

বদ্রীনাথ উত্তর করিল, "অতি উত্তম প্রস্তাব। এইবার আপনি একজন প্রকৃত ঠগীর মত কথা কহিতেছেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি ভবানীর ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া তাহার ফল আপনাদিগকে জানাইব। ভবানী যদ্যপি আদেশ করেন, তাহা হইলে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, বদ্রীনাথ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না।"

সন্ধ্যায় ভবানীর ইঙ্গিত গৃহীত হইল। বদ্রীনাথ আমাকে আসিয়া জানাইল যে, ভবানী বিনাশ করিতেই আদেশ দিয়াছেন।

আমি বলিলাম, "দেখ ভবানীর কৃপায় এবার আমাদের যেরূপ সৌভাগ্য চলিতেছে, তাহাতে আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ভবানী বিনাশ করিতেই আদেশ করিবেন। তুমিই সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতেছিলে। এখন শুন, আমি এ যাবৎ অলসভাবে বসিয়াছিলাম না। গ্রামবাসিগণের নিকট সংবাদ লইয়াছি যে, এখান হইতে চারিক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীর তীর ভয়ঙ্কর অরণ্যানি সমাবৃত। আমার মতে সেইখানেই কার্য্য শেষ করিতে হইবে; কবরখননকারীদিগকে পূর্ব্ব হইতে বরং পাঠাইয়া দাও।

বদ্রীনাথ বলিল, "বেশ কথা; আমরাও প্রস্তুত হই। কিন্তু কবরখননকারিগণকে পাঠাইয়া কি হইবে? জঙ্গল যদি খুব ঘন হয়, তাহা হইলে আর কবরের প্রয়োজন কি? আর জঙ্গল নাই হয়, নদীর বালিতে কবর খনন করাও নিতান্ত সহজ। তবে মীর সাহেব। নবাব বড় পরাক্রমশালী লোক। একাকী আপনি উহার বিপক্ষে অগ্রসর হইবেন না। নবাবের দলের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। কে কাহার ভার লইবে, তাহা ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "এ সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করিয়া ভালই করিয়াছ; কারণ এখন আর অধিক সময় নাই।"

বদ্রীনাথ কহিল, "ঐ যে স্থূলকায় লোকটা নবাবের জমাদার, উহার সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে, উহার ভার আমি লইয়াছি; এক একজনে এক এক জনকে বাছিয়া লইয়াছি; নবাব আপনার।"

আমি বলিলাম, "আমারও তাহাই ইচ্ছা। সরফরাজ খাঁ যদি কাহারও ভার না লইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমাকে সাহায্য করিবে।"

বদ্রীনাথ বলিল, "না, সরফরাজ খাঁ কাহারও ভার লয় নাই। সে আর একজন লোক লইয়া আপনাকে সাহায্য করিবে।"

আমি বলিলাম, "নবাব বসিয়া থাকিলে আমি একাই পারিব, সাহায্যের দরকার হইবে না ; তবে নিকটে একটা লোক থাকা দরকার।"

রাত্রিতে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমরা বিশেষ উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলাম। আমি নবাবের সহিত দলের পুরোভাগে অশ্বারোহণে চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে নবাব বলিল, "মীর সাহেব! এমন কদর্য্য দেশ কি কখন দেখিয়াছ? কেবল বন, কেবল জঙ্গল, পথে এক বিন্দু জল নাই! বেশী গরমের দিন নহে বলিয়াই রক্ষা, নতুবা তৃষ্ণায় মারা পড়িতাম। আমি সজ্জি খাঁ, আজ তিন দিন সরবৎ পাই নাই! কিন্তু আর ত পারা যাইতেছে না, এখন জল পাইলেই আমি নামিয়া পড়ি।"

আমি বলিলাম "খোদাবন্দ! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমারও বড় ক্ষুধা পাইয়াছে ; সম্ভবতঃ নিকটেই নদী পাওয়া যাইবে। আমার কয়েকটি খেজুর আছে, তাহা খাওয়া যাইবে।"

নবাব কহিল, "তোমার নিকট খেজুর আছে? বেশ আমিও খাইব। এই পাহাড়ের বায়ুতে ক্ষুধা খুব শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়।"

ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া যাইতেছে, নদী আর পাওয়া যায় না ; আমার মনে হইল, গ্রামবাসী সম্ভবতঃ ভুল সংবাদ দিয়াছে। মনটা নিরাশ হইতেছিল, এমন সময়ে সহসা দূরে নদী দেখিতে পাইলাম।

আমি বলিলাম, "খোদাবন্দ! ঐ যে নদী দেখা যাইতেছে। জলটি বেশ স্বচ্ছ, সুপেয় বলিয়া মনে হইতেছে। চলুন ঐ স্থানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করা যাউক। ধূমপানও করা যাইবে, আপনার সরবৎও পান করা যাইবে।"

নবাব উত্তর করিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় ; এইখানেই বসিতে হইবে। আবার কত দূরে কোথায় নদী পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা কি? তুমি একটী লোক পাঠাইয়া আমার দাসীকে ডাকাইয়া আন। সে পশ্চাতে আছে ; সে না আসিলে সরবৎ হইবে না।"

ক্রীতদাসীকে আনাইবার জন্য আমি একটি লোক পাঠাইয়া দিলাম। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া আমরা একটি তৃণাচ্ছন্ন স্থান বিশ্রামের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম, তাহার উপর ঘোড়ার জিনের চাদর পাতিয়া উভয়ে উপবেশন করিলাম।

দলের কতকগুলি লোক একে একে আসিয়া নদীতীরে সমবেত হইতে লাগিল। কেহ বিশ্রাম করিতে লাগিল, কেহ নদীজলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিল। সঙ্গের পশুগুলিকেও জলপান করান হইল। পর্ব্বতীয়া নদী, জল অত্যন্ত নির্ম্মল।

অতঃপর সকলে দলবদ্ধভাবে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। পথের দুর্গমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প হইতে লাগিল। আমি হঠাৎ একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম যে ঠিক ব্যবস্থা হইয়াছে। নবাবের দলের প্রত্যেক লোকের নিকট তিনটি করিয়া ঠগী বসিয়া আছে। দেখিলাম, যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইব। 'আজিমা'র গাড়ীখানি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গাড়ীখানিকে সে স্থান হইতে সরান প্রয়োজন, এই মনে করিয়া আমি তাহার গাড়ীর নিকট গমন করিলাম।

আমি আজিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "প্রিয়তমে! বিশ্রামের জন্য এখন সামান্যক্ষণ এখানে বসিব; তোমাদের গাড়ী আর এখানে দাঁড়া করাইয়া কি হইবে? নদী পারে রাস্তা বেশ ভাল; তোমরা অগ্রসর হও; আমরা বিশ্রামের পর নব উৎসাহে খুব দ্রুত গতিতে চলিব; শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গ লইব।"

আজিমা উত্তর করিল, "অতি উত্তম প্রস্তাব। গাড়ীর ঝাঁকানিতে আমাদের উভয়ের প্রাণান্ত উপস্থিত; এখন শীঘ্র শীঘ্র রাস্তা ফুরাইলে বাঁচি। হাঁকাইতে বল।"

আমি আজিমাকে বলিলাম, "গো-গাড়ীর কষ্ট, বড়ই কষ্ট। আর অধিকক্ষণ এ কষ্ট হইবে না। এইবার একটি সহর বা বড় গ্রাম পাইলেই তোমার জন্য একখানি ডুলি ভাড়া করিব।"

বীদার পরিত্যাগ করিবার সময় ফজিলকে বিদায় দিয়া আমি একখানি নূতন গাড়ী ক্রয় করিয়াছিলাম। আমাদের দলেরই একজন ঠগী শকট চালকের কার্য্য করিতেছিল; আমি উক্ত ঠগীকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম; গাড়ী চলিল।

আমি নবাবের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তখন নবাবের পেটে ভাঙ্গ পড়িয়াছে, কিছু নেশাও হইয়াছে; আমি দেখিলাম, নবাব পিতার সহিত গল্প করিতেছে।"

নবাব আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "মীর সাহেব! তুমি কি বল? আমি তোমার পিতাকে আমার এই সরবৎ কিঞ্চিৎ পান করিতে বলিতেছি। আল্লার নাম করিয়া বলিতে পারি, এই পানীয় দ্রব্য অতি উপাদেয়, একেবারে স্বর্গীয়। তোমার পিতা বলেন, ইহা অত্যন্ত উগ্র; তাঁহার পাকস্থলীতে সহ্য হইবে না। তুমি একটু গ্রহণ কর না কেন?" এই বলিয়া আমার হস্তে সরবৎপূর্ণ একটি পাত্র দিয়া বলিল, "পান কর; পান কর; ইহাতে তোমার শরীর ভাল হইবে; শ্লেষ্মা নষ্ট হইবে। আজ সরবৎ অতি সুন্দর প্রস্তুত হইয়াছে। আর আমার এই সরবৎ কারীমা যেমন সুন্দর প্রস্তুত করিতে পারে, ভারতবর্ষে কেহই তেমন পারে না। কি বল কারীমা?"

ক্রীতদাসী উত্তর করিল, "দাসীর প্রতি হুজুরের মেহেরবানী খুব অধিক বলিয়াই এমন কথা বলিতেছেন। আপনি তুষ্ট হইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

নবাব বলিল, "তবে আর এক পেয়ালা দাও।" এই বলিয়া আনন্দভরে "পিয়ালা পিয়া" বলিয়া একটি গানের এক চরণ কর্কশ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল। "আমার আর ইহাতে কি হইবে? সকলেই জানে সব্জি খাঁ ভাঙ খায়; সে জন্য যুদ্ধে তাহার শৌর্য্য ত কেহ কম দেখে নাই? এই সময়ে যদি দু'একটি সুন্দরী গায়িকা বসিয়া দু'একটি গজল্ গাহিত, তাহা হইলে আমরা এই বনমধ্যেই স্বর্গ করিয়া ফেলিতাম।"

নবাবের আমোদে যোগদান করিয়া আমি কহিলাম, "নবাব সাহেব! অতি সাধু প্রস্তাব করিয়াছেন। এইবার যে সহরে উপস্থিত হইব, সেইস্থান হইতে জন কয়েক তয়ফাওয়ালী ভাড়া করিয়া লইব; তাহারা কিছুদূর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।"

নবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "মীর সাহেব। ঠিক কথা বলিয়াছ। স্ত্রীলোক দু'একটি সঙ্গে লইতেই হইবে, আর তাহারা এই প্রকার নাচিবে।" এই বলিয়া নবাব উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিচিত্র ভঙ্গীতে হাত নাড়িতে নাড়িতে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে অতি হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য! আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিলাম।

নবাবের নাচ থামে না; আমাদের আর বিলম্ব করা চলে না। নবাবকে বসিতে বলিলাম; সর্ফরাজ খাঁকে আস্তে আস্তে বলিলাম যে, আমি যেমন নবাবের পশ্চাতে বসিব, অমনি সেও যেন প্রস্তুত হয়।

নবাব সাহেব উপবেশন করিয়া কহিল, "কারীমা আরও সব্জি দাও। ওঃ! তৃষ্ণা আর কিছুতেই যায় না। আর আজ তুমি যেমন সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছ, এমন আর কোন দিন হয় না। আর একটু না পান করিলে আমি কিছুতেই চলিতে পারিব না। এখন যেন কেমন ঘুম ঘুম বোধ হইতেছে; আর একটু খাইলেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবে।"

আমি খুব জোরে বলিয়া উঠিলাম "ফজিল খাঁ! হুক্কা লে আও।" ইহাই ইঙ্গিত।"

নবাব বলিল "আমিও দুটান তামাক টানিব।" আমি তখন নবাবের পশ্চাতে, আমার হাতে রুমাল প্রস্তুত। সর্ফরাজ খাঁকে নবাবকে ধরিতে বলিলাম।

"দেখুন নবাব সাহেব" এই বলিতে বলিতে সর্ফরাজ খাঁ খুব জোরে দক্ষিণ বাহু চাপিয়া ধরিল।

নবাব বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুই ব্যাটা ছোট লোক, নবাবের গায়ে হাত দিস কেন? তুই ব্যাটা ছোট লোক—"

নবাবের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; আমি গলদেশে রুমাল পরাইয়া দিলাম। সর্ফরাজ খাঁ তখন তাহার বাহু দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিল, পিতা তাহার পা দুইটিও টানিয়া ধরিলেন। সুগভীর নিদ্রায় নিমগ্ন মনুষ্যের মত নবাব বারকয়েক খুব জোরে নাসিকা গর্জ্জন করিল, আমি তখন খুব জোরে রুমাল টানিয়া ধরিয়া-

ছিলাম। দু'একবার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আবার একবার জোরে নাসিকা গর্জ্জন হইল; সজ্জি খাঁর প্রাণবায়ু বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণঘাতক সজ্জি খাঁর আজ আমি এই ভাবে প্রাণনাশ করিলাম।

সমস্তই হইয়া গেল, কেবল ক্রীতদাসী কারীমার কথা কাহারও মনে ছিল না। দাসী তখন কিয়দ্দূরে আমাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একাগ্রমনে সর্‌বৎ প্রস্তুত করিতেছিল। আমাদের কোনও শব্দ, অথবা নবাবের দু'একটি লোক যে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তাহা সে শুনিতে পায় নাই। সর্‌ফরাজ খাঁ মৃত নবাবের দেহ হইতে অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ উন্মোচন করিতেছে, এমন সময়ে কারীমা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

সমগ্র দৃশ্য দেখিয়া সে যেরূপ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দৌড়িয়া আসিয়া সে যখন নবাবের মৃতদেহের উপর পতিত হইল, তখন তাহার মুখের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না। এই ক্রীতদাসী তাহার প্রভুর প্রতি প্রেমাসক্তা ছিল।

সজ্জি খাঁর বক্ষের উপর পড়িয়া তাহার শীতল ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখিয়া সে যে কি করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব? কারীমা কহিল, "না, নবাব ত মরে নাই! নবাব মরিতে পারে না। কিন্তু কৈ? স্পন্দনশূন্য, বাক্‌শূন্য কেন?" আরও সে কত কথা বলিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

আমি বলিলাম, "তোমরা কেহ উহার দুঃখের অবসান করিয়া দাও; আমি স্ত্রীলোকের অঙ্গে রুমাল লাগাইতে পারিব না।"

সর্‌ফরাজ খাঁ কহিল, "স্ত্রীলোকটি সুন্দরী। উহাকে বাঁচিয়া থাকার একটি শেষ সুযোগ দেওয়া যাউক।" এই বলিয়া সে কহিল, "ওগো আমার কথা শুন; এখন দুঃখ করিবার সময় নাই, যাহা বলি শুন।" কারীমা তখন শোকে মুহ্যমান, সর্‌ফরাজ খাঁ তাহার হাত ধরিয়া তাহার দিকে কারীমাকে আকর্ষণ করিয়া কহিল, "দেখ, এই সমস্ত কার্য্য যাহারা করিয়াছে, তাহারা তোমাকেও শীঘ্র মারিয়া ফেলিবে। আমি যাহা বলি তাহা শুন। আমার স্ত্রী নাই, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, তাহা হইলে তুমি আমার স্ত্রী হইবে, আমার সংসার হইবে। যে মরিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর বৃথা খেদ করিয়া কি হইবে? তুমি নবাবের ক্রীতদাসী ছিলে, তুমি এত কাতর হইয়া কাঁদিতেছ কেন? যদি বাঁচিতে চাও, আমার কথা শুন।"

অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে কারীমা কহিল "কে তুমি? কি বলিতেছ? আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি মরিতেছি, আমাকে এখান হইতে কাড়িয়া লইও না।

খাঁ উত্তর করিল, "দেখ মূর্খের মত কথা কহিও না। এই সমিতির সমক্ষে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে জীবন দিব, সুখশান্তিময় গৃহস্থালী দিব। তুমি আমার কথামত কাজ কর, আমার মুখ হইতে একটি কথা বাহির

হইলেই তোমার জীবন যাইবে। এখন তুমি কি করিতে চাও? আমার কথামত কার্য্য করিবে? আমার অশ্ব প্রস্তুত, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই, মৃত ব্যক্তির জন্য পরিতাপ করিয়া আর কি হইবে?"

"আর তাঁহার কথা ভাবিব না? তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব? কাহার কথা বলিতেছ? আমার হৃদয়েশ্বরের কথা, আমার জীবনসর্ব্বস্বের কথা? কি বলিতেছ? তিনি মরিয়াছেন? বেশ ত, আমিও মরিব?"

সরফরাজ খাঁ কহিল, "দেখ পুনর্ব্বার তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আমাকে আর বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য করিও না। আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্বেচ্ছায় আমার অনুবর্ত্তন কর। দেখ এখনও সময় আছে, এখনও তোমার শরীরে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

যুবতী কেবলমাত্র সকাতরে আর্ত্তনাদ করিল, কোন কথা কহিল না। পুনর্ব্বার নবাবের প্রতি ফিরিয়া সেই দেহ আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

কয়েকজন কবরখননকারী নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "লাস এখান হইতে লইয়া যাও। তোমরা সকলেই দেখিতেছি ঐ স্ত্রীলোকের মত প্রেমোন্মত্ত। একটি স্ত্রীলোক শোক করিতেছে বলিয়া কি আমাদিগকেও কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে? লাস সরাইয়া ফেল"!

তাহারা আমার আদেশমত কার্য্য করিল। চারি জন লোকে ধরাধরি করিয়া যুবতীর সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মৃতদেহ তথা হইতে লইয়া গেল। দুইজন লোক যুবতীকে টানিয়া ধরিল, তাহাদের হাত ছাড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া যুবতী ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

আমি সরফরাজ খাঁকে বলিলাম, "এইবার তোমার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার যদি স্ত্রীলোকটিতে প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে উহাকে জোর করিয়া ঘোড়ার উপর চড়াও। তুমি যদি উহাকে শান্তভাবে ধরিয়া রাখিতে না পার, তাহা হইলে সে দোষ তোমার।

সরফরাজ খাঁ অতি সামান্য আয়াসে যুবতীকে শূন্যে তুলিল। তাহার তখন চৈতন্য হইয়াছে, সে তখন আমাদিগকে দস্যু নরঘাতক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিতেছিল, তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছিল। সরফরাজ খাঁ কিছুতেই মনোযোগ না করিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিল। যুবতী কিছুতেই শান্ত হইল না, ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল, সরফরাজ খাঁর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতে লাগিল যে, ক্রমশঃ তাহাকে ধরিয়া রাখা সরফরাজ খাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এই প্রকারে আমরা অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিলাম। আমি তখন

ক্রীতদাসীকে নানারূপ মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। পিতা এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই, নীরবে সমস্ত দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; আমাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন।

"ছিঃ, ! তোমরা কি একেবারে উন্মাদরোগগ্রস্ত ? আর তুমি সর্‌ফরাজ খাঁ! তুমিই বা কি একেবারে এক নিমেষের মধ্যে প্রেমের ফাঁসি গলায় দিলে? এই সময় যদি একদল পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি হইবে বল দেখি? এই যুবতী নিশ্চয়ই সমস্ত কথা বলিয়া দিবে।"

সর্‌ফরাজ খাঁ যুবতীর মুখে তরবারির বিপরীত দিক দিয়া আঘাত করত কহিল, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি চুপ করিবে না?"

যুবতী এই আঘাতে বিশেষরূপে আহত হইল, একটা স্থানে কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পিতা বলিলেন, "এই দেখ, যে সৌন্দর্য্যের জন্য তাহার এত তোষামোদ করিতেছিলে, সে সৌন্দর্য্য ত তুমি নিজের হস্তেই নষ্ট করিয়া ফেলিলে। এখন ইহাকে লইয়া কি করিতে চাও?"

খাঁ বলিল, "এখন ত চুপ করিয়াছে।" এই বলিয়া ঘোড়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই আঘাতে যুবতী কিছুক্ষণের জন্য একরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। শীঘ্রই তাহার জ্ঞান হইল। তখন তাহার মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে হস্ত দ্বারা রক্ত মুছিতে লাগিল। ক্ষণকাল তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বলিয়া মনে হইল, তৎপরে সে সজোরে ইচ্ছা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

খাঁ বলিল, "তোমরা কেহ আসিয়া ঘোড়াটি ধর; আমি উহাকে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইতেছি।"

খাঁ যুবতীকে কিছুতেই তুলিতে পারিল না। সে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সর্‌ফরাজ্ খাঁ নিরুপায় হইয়া তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য নিষ্কাসিত তরবারি তুলিল।

কারীমা কহিল, হাঁ, আমাকে বিনাশ কর, দুর্বৃত্ত নরঘাতক আমাকে হত্যা কর, আমি তাহাই চাই!" এই বলিয়া সে ঘৃণায় ও ক্রোধে সর্‌ফরাজ খাঁর উপর নিষ্টিবন পরিত্যাগ করিল।

খাঁ বলিল, "আর সহ্য হয় না; আমি যেমন মূর্খ, তেমনি তোমার তোষামোদ করিতেছিলাম।" এই বলিয়া তাহার গলদেশে রুমাল পড়াইয়া দিল, মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর জীবনলীলা শেষ হইল।

রুমাল ছাড়িয়া দিয়া খাঁ বলিল, "এ কার্য্য করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইহার এই অদৃষ্ট; আমি কি করিব?" এই বলিয়া বিষন্নতাপূর্ণ নিস্তব্ধতার সহিত অশ্বারোহণে অগ্রসর হইল।

কয়েকজন কবরখননকারী মুহূর্ত্তমধ্যে দেহ প্রোথিত করিয়া ফেলিল। এবার পথ বেশ পরিষ্কার, আর পর্য্যটন-ক্লেশ হয় নাই। আমি ভাবিলাম, আজিমার গাড়ী পূর্ব্ব হইতে বিদায় করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করা হইয়াছে, নতুবা সে এই সমস্ত বীভৎস দৃশ্য বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেই বা কি মনে করিত? কয়েক ক্রোশ পথ অতিবাহিত করার পর আমরা আজিমার গাড়ীর সঙ্গ ধরিলাম।

এই সঙ্গে একটি বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সরফরাজ খাঁর চরিত্রে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। পূর্ব্বে সে অত্যন্ত তরলচিত্ত ও স্ফূর্ত্তিময় ছিল। এখন আর সে সেরূপ নাই। এই ঠগী-ব্যবসায়ে সে নব প্রবিষ্ট নহে। শত শত নর নারী তাহার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কি জানি কেন, এই যুবতী ক্রীতদাসীকে হত্যা করিবার পর হইতে তাহার চরিত্রে এক দারুণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সে চুপ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত, আপন মনে কি ভাবিত, শূন্য নয়নে ইতস্ততঃ চাহিত, কোন কার্য্যে তাহার আর যেন মন নাই। তাহার এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিত না, বিষণ্ণপ্রাণে সামান্যমাত্র হাসিয়া কেবল ঘাড় নাড়িত; বলিত প্রাণ বড় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিত এবং হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস তাহার নাসিকা পথে বাহির হইয়া অনন্ত বায়ু-সমুদ্রে মিশিত।

সে আমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত আসিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ লইল কিন্তু সে ভাগ আর সে লইয়া গেল না, দলের যে সমস্ত লোক দরিদ্র, তাহাদিগকে দান করিল, তৎপরে আমাদিগের নিকট মলিন মুখে বিদায় লইয়া, পরিচ্ছেদসমূহ পরিত্যাগ করিল ও ফকির সাজিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

কয়েক বৎসর পরে শুনিলাম যে, যে স্থানে ঐ যুবতী ক্রীতদাসীকে বধ করিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পথের ধারে একখানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়াছে। বন্য প্রদেশের পথিকগণের সেবা করাই তাহার একমাত্র কার্য্য। মানব সমাজের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, ব্যাঘ্র ভাল্লুক প্রভৃতি বন্যজন্তুই তাহার একমাত্র সঙ্গী। আমাদের নিকট এই শেষ বিদায় লওয়ার পর তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সকল লোকই তাহার অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করিত। তাহার মত সুনিপুণ ও অসীম সাহসিক ঠগী আর আমরা পাই নাই।

যাহা হউক, এখন মূল কথার অবতারণা করি। পথের মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। আমরা যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যে কি আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? দীর্ঘকালের পর, অনেক প্রাণ-শঙ্কাকর বিপদের নিষ্ঠুর ও আসন্ন কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, প্রচুর ধন সম্পত্তি লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। আজিমার সংসর্গ স্বর্গসুখ অপেক্ষাও সুখকর, তাহার মাধুর্য্য প্রত্যহ নব নব বেশ ধারণ করিয়া প্রাণের

মধ্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন ও মোহ সৃজন করিতে লাগিল। আমি যে সমস্ত বীরত্বপূর্ণ অসীম সাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা আমাদের দলভুক্ত অন্যান্য লোকের নিকট যথাযথ বর্ণিত হইলে, আমি ক্রমে উন্নতপদে অধিষ্ঠিত হইলাম। সকলেই বিশ্বাস করিল যে, আমার উপর ভবানীর বিশেষ কৃপা হইয়াছে। পিতা কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিল যে, তাহা হইলে দলের নেতৃত্বভার আমির আলির উপরেই অর্পিত হউক।

আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করার দুই মাস পরে হুসেনের দল ফিরিয়া আসিল। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিলে সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বের কথা অনুযায়ী উভয় দলের লুণ্ঠিত সম্পত্তি একত্র করা হইল, এবং একটি শুভদিন দেখিয়া সমস্ত ধন ভাণ্ডার ভাগ করা হইল। উভয় দলের সমবেত সম্পত্তি প্রায় এক লক্ষ টাকার হইল।

সকলের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, আমি জমাদারের অংশ পাইব। দলের নিয়ম অনুসারে আমি সমগ্র সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাইলাম। বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁ আমার সমান পাইল, তবে সরফরাজ খাঁ সমগ্র সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাইল না। যে সময় হইতে সে আমাদের দলে যোগ দিয়াছিল, সেই সময় হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, সে তাহারই অংশ পাইল। সরফরাজ খাঁ কত পাইয়াছিল, তাহা আমার ঠিক মনে নাই। তবে সে স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করে নাই, দলের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিল। এইরূপে স্বকীয় প্রাপ্ত ধন বণ্টন করিয়া সে আর আমাদের নিকট রহিল না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেল।

এইরূপে যাহা পাওয়া গেল, তাহা লইয়া আমি দুই বৎসর কাল শান্তির সহিত বাস করিলাম। ঘরে বসিয়া থাকিতে সময়ে সময়ে বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। একবার মনে হইত, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অর্থ সংগ্রহে বাহির হই, কিন্তু পিতা আমার সে প্রস্তাব কিছুতেই শুনিতেন না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া পিতা বলিতেন, "এখন আর বাহির হওয়ার প্রয়োজন কি? তোমার যাহা রহিয়াছে, ইহাতে দুই বৎসর পরমসুখে চলিয়া যাইবে। আমারও অনেক সঞ্চিত ধন আছে; যখন দেখিবে যে, ভাণ্ডার কমিয়া আসিতেছে, তখন বাহির হইও; অধিক লালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন বিপদাপন্ন করার প্রয়োজন কি?"

আমি কিন্তু এরূপ যশোহীন অলস জীবনে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। অন্যান্য ঠগীদিগের বীরত্ব কথা শ্রবণ করিলে আমার প্রত্যেক ধমনীর মধ্যে শোণিতপ্রবাহ নাচিয়া উঠিত; মনে হইত, এখনই বাহির হইয়া পড়ি।

এইরূপ বিরক্তি সত্ত্বেও গার্হস্থ্যজীবন বেশ প্রীতিকর মনে হইত। আজিমা

একটি পরমসুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিল। আমার আর আনন্দের সীমা নাই। আমার জীবনের সমস্ত গর্ব্ব সেই পুত্রটিতে নিবিষ্ট হইল। এখন আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আমার আর একটি সন্তানের সম্ভাবনা ছিল। গৃহে বসিয়া বসিয়া যাত্রা করিবার দুইটি সময় চলিয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে বদ্রীনাথ ও অন্যান্য বন্ধুগণ দল লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাইবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। তাহারা বলিল, বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, তথায় যাইলে অনেক উপার্জ্জন হইবে; কিন্তু সেবারেও বাহির হইতে পারিলাম না। সেবারেও পিতা আমাকে বাহির হইতে দিলেন না; কিজানি পিতা বুঝিয়াছিলেন যে, এবারে এই যাত্রা বেশ নিরাপদ ও মঙ্গলজনক হইবে না। ফলে ঠিক তাহাই হইল। কয়েকজন নেতার অধীনে একটি বৃহৎ দল সেবারে যথাসময়ে গ্রাম হইতে বাহির হইল। ভবানীর ইঙ্গিত খুব অশুভকর না হইলেও বেশ আশাপ্রদ হইল না। ইহার ফল সমগ্র দলকেই ভুগিতে হইল। কিছু দূর যাইতে যাইতে দলপতিগণের মধ্যে কথায় কথায় কলহ আরম্ভ হইল, কাজেই তাহারা একযোগে আর অগ্রসর না হইয়া পৃথক পৃথক পথে অগ্রসর হইল। দীর্ঘ পর্য্যটন করিয়া একে একে তাহারা নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেবার ভালরূপ উপার্জ্জন হয় নাই; যাহা হইয়াছিল, তাহাতে বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাস চলাই অসম্ভব। সমস্ত দল ফিরিয়া আসিল, কিন্তু একটি দলের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এই দলে আমার বন্ধু বদ্রীনাথ আর ছয় জন সাহসী দস্যু ছিল। কয়েক বৎসর পরে আমরা তাহাদের দুরদৃষ্টের কথা অবগত হইলাম। তাহারা বঙ্গদেশে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া বদ্রীনাথের দলের লোকগুলি সুরাপান ও ব্যভিচারে সঞ্চিত অর্থ অপব্যয় আরম্ভ করিল; ফলে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাদের হস্তে অতি সামান্য অর্থই ছিল।

এইরূপে অতিকষ্টে তাহারা প্রায় কাশী পর্য্যন্ত আসিল। পথে অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট হওয়ায় প্রায় অনাহার উপস্থিত হইল। একদিন তাহারা পথিমধ্যে কয়েকজন পথিককে পাইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিল, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। অধিক সময় না থাকায় মৃতদেহগুলি আর প্রোথিত করে নাই, পথেই ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, সমস্ত লোকই মরিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন লোক মরে নাই। সে কিয়ৎকাল পরে তথা হইতে উঠিয়া পরবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিল। গ্রামবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল, অপহৃত দ্রব্যাদি তাহাদের নিকট পাওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত লোকটি সাক্ষ্য দিল। বিচারে তাহাদের অপরাধ সুপ্রমাণ হওয়ায় তাহাদের ফাঁসি হইল।”

আমির আলি এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল থামিল ও বলিল যে, পরবর্ত্তী ঘটনা-

সমূহ এখন আর বর্ণনা করিতে পারিবে না, কয়েকদিন পরে সমস্ত কথা বলিবে। সেলাম করিয়া আমার অনুমতিক্রমে বিদায় গ্রহণ করিল।

আমির আলি চলিয়া যাইবার পর আমি ভাবিলাম, মানবের জীবন গ্রন্থের এই এক অতি আশ্চর্য্য পৃষ্ঠা। এই লোকটা শত শত নরহত্যা ও অগণ্য দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে ; অথচ অতীত জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহে। পরন্তু সে সমস্ত স্মরণ করিতে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করে। সকল দেশে এবং সকল যুগেই নরঘাতক দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ ঘৃণায়, কেহ প্রতিশোধের জন্য, কেহ ঈর্ষা বশতঃ, কেহ ভয়ে, কেহ লোভে বা অপরের প্ররোচনায় নরহত্যা করিয়া থাকে ; কিন্তু সকল নরঘাতকের চিত্তই অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক দংশনে পরিণামে ব্যথিত হইতে দেখা যায়। এই বেদনায়, এই আত্মগ্লানিতে তাহাদের জীবনে কিছুতেই সুখ বা শান্তি হয় না। এই দারুন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করে, কেহ কেহ বা সমগ্র জীবনে অতি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই প্রকারের নরঘাতকের কথাই সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঠগীরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক। তাহাদের চিত্তে অনুতাপ বা আত্মগ্লানি বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বও দেখা যায় না। চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ হইলে অতীত জীবনের পাপ কার্য্যসমূহ স্মরণ করিয়া মনুষ্যের চিত্ত বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অতীতের স্মৃতি নিরতিশয় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কিন্তু ঠগীদের এ সমস্ত কিছুই হয় না। তাহারা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্তই সাধারণ মনুষ্যের মত করিয়া থাকে। আজ যদি তাহারা কোনরূপে 'পরিত্রাণ পায়,' তাহা হইলে কল্যই নবীন উদ্যমে, নবীন উৎসাহে পুর্ব্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, একই সংস্কারে বিশ্বাস করিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

আমির আলি নরঘাতক হইলে কি হয়, তাহার ন্যায় আচারবান ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। চিরজীবন দিবসে পাঁচবার করিয়া নমাজ পড়িয়া থাকে, প্রত্যেক ধর্ম্মদিনের কর্ত্তব্য যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া থাকে। এরূপ লোকের পক্ষে এই সমস্ত কার্য্য সত্যই বড় আশ্চর্য্যজনক।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার উদ্‌যোগ

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে একদিন আমির আলি আমাকে বলিয়া পাঠাইল যে, এখন সে তাহার আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে সমর্থ। আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ আমার বাসভবনে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে উপস্থিত হইয়া আমাকে যথাবিধি অভিবাদন করিল ও আমার অনুমতিক্রমে আসন গ্রহণ করিল।

আমির আলিকে দেখিয়া বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া কেহই তাহাকে নরঘাতক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে না। আমির আলির বয়ঃক্রম সে সময়ে কিঞ্চিদূর্দ্ধ চল্লিশ বৎসর, কিন্তু তাহার শরীর যৌবন এখনও স্থিত। উচ্চতায় পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি; শরীর কিঞ্চিৎ শীর্ণ; বোধ হয় কারাক্লেশে শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দেহ অত্যন্ত দৃঢ়, বক্ষ বিস্তৃত, বাহু পেশীযুক্ত, চক্ষু উজ্জ্বল। বেশভূষার পারিপাট্য খুব অধিক। কথাবার্ত্তা অত্যন্ত ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ। কথাবার্ত্তায় সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আমির আলির জীবন-কাহিনী শুনিলে প্রতিপদেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট, বন্ধুগণের প্রতি বিশ্বস্ত, স্ত্রীপুত্রগণের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা আজীবন অতি যত্নে পালন করিয়াছে। যখন তাহার স্ত্রীপুত্র কেহই নাই, মৃত্যু তাহাদের অকালে অপহরণ করিয়াছে। তাহাদের কথা স্মরণ করিতে আমিরের হৃদয় শোকাবেগে উথলিয়া উঠে। আত্মসম্মান জ্ঞান আমির আলির অত্যন্ত উচ্চ। সামাজিক জীবনের যাবতীয় সম্বন্ধ আমির আলি অতীব পবিত্রতার সহিত প্রতি-পালন করিয়াছে। কোনও বন্ধুর প্রতি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। যখন যে কার্য্যের ভার লইয়াছে, বা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, প্রাণপাত করিয়াও তাহা পালন করিয়াছে। স্বকীয় ধর্ম্মের যাবতীয় আচার ও অনুষ্ঠান যথাযথ প্রতিপালন করিয়াছে। এই সমস্ত কথা সত্য। আমির আলি জীবনে সাত শত নরহত্যা করিয়াছে। এই নরহত্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাস্য করিয়া বলে, এ কথা স্বতন্ত্র। এ কার্য্য আমি করিয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না; আমি আল্লার হস্তে সামান্য যন্ত্র মাত্র; ইহা আল্লার কার্য্য, আমি উপলক্ষ মাত্র। আমি তাহাদের হত্যা করি নাই, আল্লাই এ সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। এই সমস্ত লোকের গলদেশে যদি আমি সহস্রবার রুমাল নিক্ষেপ করিতাম, আর আমার হস্তে যদি অযুত হস্তীর বল থাকিত, অথচ আল্লার যদি ইচ্ছা না হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তাহাদিগকে বধ করিতে পারিতাম না। সাহেব! আমি ঠিক বলিতেছি, আল্লার ইচ্ছা না হইলে তাহারা কিছুতেই মরিত না। এই প্রকারের আমির আলির

জীবন জটিল প্রহেলিকাময়। যাহা হউক, আমার কথামত আমির আলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরবর্ত্তী জীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনবার আমি দলের সহিত বাহির হই নাই। এখন চতুর্থবারের কথা বলি। এইবার এমন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন যে,দৈবই বলবান, আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহা ঘটিবেই, মনুষ্য কোন প্রকারেই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে না।

এইবার দল লইয়া বাহির হইবার সময়ে আমাকে নূতন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইল। বদ্রীনাথ ও সরফরাজ খাঁর উপর আমার অটল বিশ্বাস ছিল, এবার আর তাহারা নাই। এখন পীর খাঁ ও মতিরাম জমাদারের পদ পাইয়াছে। হুসেন আমার পিতার বন্ধু। আমি তাঁহাকে খুব সম্মান করিতাম, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক, তিনি কিছু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, আমার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য তাঁহার কাছে তেমন সহানুভূতির আশা নাই। পীর খাঁ ও মতিরাম বেশ সাহসী ও বিশ্বাসী লোক, অনেক কঠিন কার্য্যই তাহারা বেশ কৌশল ও নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিয়াছে। আমি তাহাদের উভয়কেই অন্তরঙ্গ বন্ধু করিলাম। আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়া এক লুণ্ঠন-যাত্রার ব্যবস্থা করিলাম। এবার আমিই দলের নেতা, পীর খাঁ ও মতিরাম আমার সহকারী। পঞ্চাশ জন অল্প বয়স্ক, বলিষ্ঠ ও সাহসী লোক দলভুক্ত হইল। পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, বিজয়া দশমীর কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক বাগানে সম্মিলিত হইলাম। বাগানটি বেশ ছায়াময়, মন্ত্রণা করিবার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত স্থান। তদ্ব্যতীত দলের লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে, এই স্থানটি বড়ই সৌভাগ্যপ্রদ এস্থানে মন্ত্রণা করিয়া বাহির হইলে লুণ্ঠনযাত্রা কদাচ বিফল হয় না।

আমরা সকলে সম্মিলিত হইলাম। সে দিনের প্রাতঃকালটি বড়ই মনোরম। তৃণশিরে সঞ্চিত মুক্তার ন্যায় শিশিরবিন্দু তখনও বালার্ক-কিরণ-সম্পাতে শুকাইয়া যায় নাই। কে যেন আমাদের জন্য একখানি সুন্দর মুক্তা খচিত গালিচা এই বন প্রদেশে বিছাইয়া রাখিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিসমূহের কৃষি আমরাই করিয়া থাকি, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্যামলদেহ শস্যতৃণসমূহ প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে নাচিতেছিল; উচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় শত শত পাখী মধুর কণ্ঠে গান করিতেছিল, শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া যাইতেছিল।

পিতা ও হুসেন উভয়েই এই মন্ত্রণা-সভায় আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্ব প্রথমেই ভবানীর পূজা করা হইল। দেবীর নিকট যথারীতি প্রার্থনা করা হইল। ভবানীর ইঙ্গিত গৃহীত হইল। সকলেই বলিল, ভবানীর ইঙ্গিত বিশেষরূপে শুভকর। আমার তখন এ সমস্ত ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না।

সকলেই আমাকে বলিল যে, এবার আমাদের চারিদিকেই জয় জয়কার হইবে ; আমি বিশ্বাস করি, আর নাই করি, বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিলাম যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্দ্বারা দলের সাধারণ লোকের প্রাণে বড়ই আশা ও উৎসাহ হয়। সকলের আনন্দে আমার প্রাণেও বেশ আনন্দের উদয় হইল।

পিতা সামান্য এক কথায় আমাদের মন্ত্রণার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, পথ পর্য্যটনের ক্লান্তি ও পরিশ্রম সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" আমি সেবার যে লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম, সেবারকার আমার যাবতীয় সাহসিক কার্য্য তিনি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। বলিলেন যে, এরূপ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা এত অল্পবয়সে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না ; দলের লোকসমূহকে অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত আমার নেতৃত্বাধীন হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন, যেন পথে কোনরূপ কলহ না হয় ; গত বৎসর দলের লোকেরা কলহ করিয়াছিল, সেই কলহের ফলে দারুন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

পিতার উক্তি শেষ হইলে সকলেই একে একে গাত্রোত্থান করিল ও ভবানীর কুঠার স্পর্শ করিয়া পিতার উপদেশসমূহ পালন করিবে বলিয়া শপথ করিল। সকলেই একে একে বলিল, "মীর সাহেবের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিব, যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে ভবানীর ক্রোধানল যেন আমাদের উপর পতিত হয়, আমরা যেন বিনাশ প্রাপ্ত হই।"

মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমি প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা দক্ষিণাপথের রাস্তা ধরিয়া বরাবর জব্বলপুর অথবা নাগপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব। তথা হইতে পুর্ব্বদিকেই হউক, আর পশ্চিমদিকেই হউক, যে দিকে লাভের সম্ভাবনা, সেই দিকে যাওয়া যাইবে। আমি বলিলাম, খান্দেশ অঞ্চলে আমরা কখনও যাই নাই। আমার বিশ্বাস, ঐ অঞ্চলে যাইলে বিশেষ লাভ হইবে। কারণ, শুনিয়াছি, বোম্বাই এর ধনাঢ্য সওদাগরেরা মালবদেশে আফিং ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রায়ই পাঠাইয়া থাকে। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অঞ্চলে গমন করিলে আমাদের বেশ রীতিমত উপার্জ্জন হইবে। আমার নিজের শক্তিতে রীতিমত আস্থা আছে। যদি দলের সমস্ত লোক আমার কথা অনুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলে কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা প্রচুর ধন সম্পদ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিব।

আমার দলের লোকগুলি একে একে গাত্রোত্থান করিয়া শপথ করিল। এই সময়ে লোকগুলির নির্ভীক ভাব ও দৃঢ়চিত্ততা সত্যই দেখিবার বিষয়!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন কার্য্যে যাত্রা

মন্ত্রণাসভার কার্য্য শেষ হইলে আমি আজিমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিলাম। তাহার নিকট বলিবার জন্য আমি মনে মনে একটি গল্প ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম যে, "সেবারে দক্ষিণাপথে বাণিজ্যের জন্য গমন করিয়া যে টাকা কড়ি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তোমার সহিত একত্রে বড় সুখেই বাস করিতেছিলাম, আর বাড়ী ছাড়িয়া, তোমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। এই জন্যই এ কয়-বৎসর আর কোথাও যাই নাই। সম্প্রতি পিতা ব্যবসায় করিবার জন্য আমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন। নাগপুর ও অন্যান্য স্থানের যে সমস্ত সওদাগরের সহিত আমরা কারবার করি, তাহাদের পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহারা এই সমস্ত পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিলাম যে, এ বৎসর বাণিজ্যার্থ বাহির হইলে খুব অধিক পরিমাণ লাভ হইবে। এই লাভের টাকা লইয়া আসিলে আবার কয়েক বৎসর কাল আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিব।"

অনেক প্রকার কথা বলিয়া আজিমা আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল। পথে নানা বিপদ, পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আমি চলিয়া গেলে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকারের কথা বলিতে লাগিল। আমি কিছুতেই নিরস্ত হইলাম না। আমি বলিলাম, আমাদের এ পরামর্শ বহুদিন হইতেই হইয়াছে, এতদিন আমাকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইত। যে সমস্ত সওদাগরকে পত্র লেখা হইয়াছে, তাহারা আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। সগরে আমার ঘোড়া কিনিবার কথা আছে, অনেক ব্যবসায়ী আমার নিকট বিক্রয় করিবার জন্য ঘোড়া লইয়া তথায় বসিয়া আছে। আমাকে যাইতেই হইবে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আজিমা বলিল, "তবে আমাকেও লইয়া চল ; আমার পথ পর্য্যটন করার অভ্যাস আছে, আমার কোনরূপ কষ্ট হইবে না। ছেলেরাও জগতের কিছু দেখে নাই, তাহারা নূতন নূতন স্থানের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া বেশ আনন্দ পাইবে।"

আজিমার এ প্রস্তাবেও আমি সম্মত হইলাম না। তাহাকে সঙ্গে লওয়া একেবারে অসম্ভব। একখানি গাড়ীতে করিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়ার যে ব্যয়, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। অনেক যুক্তি প্রয়োগ ও আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহাকে বাড়ীতে থাকিতে সম্মত করাইলাম। পরদিন তাহার নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিব, এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইল। আজিমা অনেক মাদুলি, অনেক কবচ

আমার শরীরে বাঁধিয়া দিল। এই সমস্ত মাতুলি ও কবচ সে ফকিরদের নিকট ক্রয় করিয়াছিল। বিদায়ের সময় আজিমার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রুপাত হইতেছিল, সে এই অবস্থায় আমার হস্ত লইয়া পুত্রদের মস্তকে স্থাপনা করিল ও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিল। আমি বড়ই আন্তরিকতা ও কাতরতার সহিত তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ইহাদের প্রতি আমার স্নেহ যে কি পরিমাণ অকৃত্রিম ও গভীর তাহা আর ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না।

পরিশেষে আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাড়ী ছাড়িয়া দীর্ঘ কালের জন্য বিদেশ-যাত্রা কি কষ্টকর! সে সময়ে মনে হয়, না জানি ভবিষ্যতে কতই কষ্ট হইবে, ভবিষ্য দুঃখের অস্পষ্ট চিত্রসমূহ চিত্তকে উৎপীড়ন করে। আমার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

পূর্ব্ববার যাত্রার প্রারম্ভে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল, এবারেও সে সমস্তের পুনরাবৃত্তি করা হইল। মতিরাম এবারে নিশান লইয়া চলিল। সে ভবানীর ইঙ্গিত-সমূহ দেখিয়া বলিল, এবার মঙ্গলই হইবে। আমরা যাত্রা করিলাম। হুসেন ও আমার পিতা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আমার অনুবর্ত্তন করিলেন। পথে তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতাপুর্ণ উপদেশ সমূহ দিতে লাগিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহারা উভয়ে আমাকে স্ত্রীলোকদিগকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

পিতা বলিলেন, "প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগকে কখনই হত্যা করা হইত না। আমাদের এ সম্প্রদায় যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিজে একজন স্ত্রীলোক বলিয়াই স্ত্রীলোকের এত সম্মান। এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে, যখন একটি দলকে বধ করিলে অনেক লাভ হইতে পারিত, কিন্তু সেই দলে স্ত্রীলোক রহিয়াছে, এই স্ত্রীলোকের সম্মানের জন্য সুবিধা পাইলেও দলকে দল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা যখন পুরুষ, তখন পুরুষকে হত্যা করাই আমাদের অধিকার। কোনও সৈনিকপুরুষ স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে না। যাহার আত্মসম্মান বোধ আছে; এমন কোন লোকই স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করে না। আর পুত্র, তোমার যখন নিজের সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে, তখন স্ত্রীজাতির প্রতি মমতা তোমার ত থাকিবেই।"

আমি বলিলাম, "স্ত্রীলোকের অনিষ্ট আমি কখনই করিব না। সেবারে যে স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়, আমি প্রথম হইতেই তাহার হত্যার বিরোধী ছিলাম। আপনার বেশ স্মরণ আছে, সেই স্ত্রীলোকটির হত্যা-ব্যাপারে আমি মোটেই দায়ী নহি। সেবারে প্রথমতঃ বদ্রীনাথ, তৎপরে সরফরাজ খাঁ আমার মতের প্রতিবাদ করে। আমি একার তখন কি করিব? কে বলিতে পারে যে, বদ্রীনাথের দলের তিরোধান ও সরফরাজ খাঁর এই পরিবর্ত্তন দেবীর প্রতিশোধ নহে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "ইহা খুবই সম্ভবপর কথা ; তবে তোমার আর এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রয়োজন নাই। অবশ্য আমি এবং হুসেন উভয়েই পুর্ব্বে পুর্ব্বে অনেক নারীহত্যা করিয়াছি, কিন্তু কৈ আমাদের অদৃষ্টে ত কোন কুফল ফলে নাই? কিসের ফলে কি হয়, তাহা নির্ণয় করা মানববুদ্ধির অসাধ্য। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বেশ ধীর ভাবে সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া সকল কার্য্য করিও। আর ভবানীর ইঙ্গিতের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিও, তাহা হইলে ভবানীর অনুগ্রহে তোমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে।"

আমরা একত্রে অশ্বারোহণে আমাদের গ্রামের প্রান্তসীমায় প্রোথিত একটি প্রস্তরফলকের চিহ্ন পর্য্যন্ত আসিলাম। পিতা ও হুসেন এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবেন; আমরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এইবার আমি আমার দল লইয়া অগ্রসর হইলাম।

আমাদের সম্প্রদায়ের এইরূপ নিয়ম যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্ততঃপক্ষে একজন লোককে হত্যা করা হয়, ততক্ষণ দলের কোনও লোক ক্ষৌরকার্য্য করিতে বা পান খাইতে পারে না। পান না খাইয়া এবং ক্ষৌরকার্য্য না করিয়া অধিক দিন থাকা অবশ্য অনেকের পক্ষে বিশেষরূপে অসুবিধাজনক। কাজেই আমরা যে গ্রাম দিয়াই যাই, সেইখানেই শিকারের জন্য বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি। এইরূপে চারি দিন বিফলে চলিয়া গেল। এই চারি দিন কয়েক দল পথিকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে অনায়াসেই বধ করিতে পারা যাইত, এবং তাহাতে লাভও বেশ হইত ; কিন্তু দেখিলাম, তাহাদের দলে স্ত্রীলোক রহিয়াছে, কাজেই আজিমাকে স্মরণ করিয়া ও পিতার উপদেশানুযায়ী তাহাদের ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম দিন অতি প্রত্যুষে আমরা এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম যে, তথা হইতে একটি রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন দিকে গিয়াছে। সেখান হইতে দেখিলাম যে কয়েকজন পথিক সেইদিকে আসিতেছে ; ইহাদের মধ্যে তিনজন অশ্বারোহী, আকৃতি ও পরিচ্ছদ দেখিলে বেশ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। অবশিষ্ট ছয়জন পদব্রজে আসিতেছিল। আমরা দেখিলাম যে, আমাদিগকে যে রাস্তাটি ধরিয়া যাইতে হইবে, তাহারাও ঠিক সেই রাস্তা ধরিল। মনে বড় আনন্দ হইল। আমরা যেন রাস্তা ঠিক করিতে না পারায় দাঁড়াইয়াছিলাম, এইরূপ ভাব দেখাইলাম। তাহারা আমাদের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তাহাদিগকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা আমাদিগকে সম্মুখের রাস্তাটি দেখাইয়া দিল ; আমাদের দলের এতগুলি লোক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু আমরা যে গ্রামে গিয়া বিশ্রাম করিব স্থির করিয়াছিলাম, সেই গ্রামে তাহারাও বিশ্রাম করিবে বলিল ও আমাদের সহিত একত্রে যাইতে সম্মত হইল। তাহাদের দলের মধ্যে যে

লোকটিকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল, আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে জানাইলাম যে, আমরা সৈনিক বিভাগে কার্য্য করি, ছুটি লইয়া হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলাম, এখন আবার নাগপুরে ফিরিয়া যাইতেছি। সে লোকটি তাহাদের পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে বলিল যে, তাহারা দুই ভাই, অশ্বারোহী তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের বন্ধু। সঙ্গের লোকগুলি তাহাদের অনুচর তাহারা প্রধানতঃ দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। তাহারা এখন ইন্দোর হইতে কাশী যাইতেছে। তথায় তীর্থদর্শনও হইবে, আর কিছু বস্ত্রাদিও ক্রয় করিবে।

আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া ভাবিলাম, লোকগুলি ধনশালী, এখন ছদ্মবেশে যাইতেছে। ইহাদের সহিত নগদ টাকা নিশ্চয় আছে। আর অধিক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। যতশীঘ্র ইহাদিগকে শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। এই উদ্দেশ্যে আমি আমাদের দলের একেবারে পশ্চাদ্দেশে আসিলাম। পীর খাঁ সকলের পশ্চাতে আসিতেছিল। তাহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম পীর খাঁ অন্য একজনকে জানাইল। এইপ্রকারে সমস্ত দলের মধ্যে কথাটা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাহিয়া দেখিলাম, ঠগীরা ঠিক নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিলাম, প্রত্যেক পথিকের পশ্চাতে তিনজন করিয়া ঠগী। আমাদের দলের অবশিষ্ট লোকগুলি চারিদিক রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, কোনদিক দিয়া যদি কেহ পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবে।

এই রাস্তা আমি উত্তমরূপে জানিতাম, কারণ গতবারেও আমরা ঠিক এই রাস্তা ধরিয়া বাহির হইয়াছিলাম। ঠগীরা কখনও রাস্তা ভুল করে না। আমি আরও জানিতাম যে, এই দেশটি বৃক্ষাদিশূন্য ও উন্মুক্ত হইলেও অল্পদূরে একটি নদী আছে। তাহার বালুকাময় তটদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। আমি স্থির করিলাম, ইহাদের মৃতদেহগুলি সেইস্থানেই বেশ অনায়াসে সমাহিত করা যাইবে।

ক্রমশঃ নদীতীরে উপস্থিত হইলে, আমি যে লোকটির সহিত কথা কহিতেছিলাম, সে ঐ নদীতীরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় জানাইল। সে বলিল "আমরা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হইতে চলিতেছি, বড়ই ক্লান্ত হওয়া গিয়াছে, একটু বিশ্রাম করা যাউক।"

আমি অবশ্য এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলাম না, কারণ আমি ইহাই চাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঘোড়াটিকে জলের নিকট লইয়া গেলাম ও তাহাকে জলপান করাইলাম। জলের নিকট হইতে দলের মধ্যে আসিয়া দেখিলাম, পথিকেরা খাওয়া দাওয়ার গল্প করিতেছে। আমাদের দলের লোকগুলি ঠিক প্রস্তুত হইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি 'ঝিনি' অর্থাৎ সঙ্কেত ধ্বনি উচ্চারণ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একদল পথিক সেইদিকে আসিতেছিল। তাহারা সংখ্যায় চৌদ্দ জন। তাহারা গোড়া হইতে দলভুক্ত নহে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য দল বাঁধিয়াছে। আমরা যদি এই নয়জন পথিককে বিনাশ করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মহা বিপদ হইত, আমরা ধরা পড়িয়া যাইতাম। আমি আর সঙ্কেত ধ্বনি করিলাম না, উক্ত চৌদ্দজন পথিকও আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা অবশ্য ইচ্ছা করিলে এ চৌদ্দজনকেও ঐ সঙ্গে মারিয়া ফেলিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমাদিগকে আর তাহা করিতে হইল না, কিয়ৎকাল পরে লোকগুলি চলিয়া গেল।

নবাগত পথিকগণ চলিয়া গেলে নানারূপ কথাবার্ত্তায় আমরা অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম; শেষে যখন বুঝিলাম যে, উহারা অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে, এখানে গোলযোগ হইলে আর তাহারা শুনিতে পাইবে না এবং যখন চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের দলের লোকগুলি ঠিক প্রস্তুত, তখন হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "তামাকু লে আও।" আমি এতক্ষণ যে লোকটির সহিত কথা কহিতেছিলাম, ঠিক তাহার পশ্চাত দাঁড়াইয়াছিলাম। সঙ্কেতধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার গলায় রুমাল লাগাইয়া দিলাম। তিন বৎসরের অনভ্যাস বশতঃ আমার হস্তের নিপুণতা বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোকটির মৃতদেহ আমার চরণমূলে পতিত হইল। আমার কার্য্য শেষ হইলে আমি অন্যান্য লোকগুলির অদৃষ্টে কি হইল, তাহা দেখিবার জন্য একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তখনও কেবল একজন হতভাগ্য মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছিল। যাহা হউক, তাহারও ইহলীলা শীঘ্রই সমাধা হইয়া গেল। কবর-খননকারিগণ পূর্ব্ব হইতেই কবর প্রস্তুত করিয়াছিল। আমরা সকলে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে নিহত ব্যক্তিদিগের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিতেছিলাম। ইত্যবসরে দুইজন পথিক যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। আমাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া তাহাদের যে আতঙ্ক, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। তাহাদের মুখে কথা নাই, ভীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহারা একবার মৃতদেহগুলির প্রতি চাহিতেছে, একবার আমাদের প্রতি চাহিতেছে। আমি তাহাদের দেখিতে পাইবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "হতভাগ্য! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; আমাদের এই সমস্ত কার্য্য যখন দেখিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমাদিগকে বিনাশ করা ব্যতীত আমাদিগের আর উপায় নাই।"

একজন লোক সাহসের সহিত আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "সাহেব! আমরা মানুষ; মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন মৃত্যুকে আমরা ভয় করিব না।"

আমি দেখিলাম, লোকটি যেমন উন্নত দেহ, তেমনি বলিষ্ঠ এবং উত্তমরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে আমার সাহস হইল না।

আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "দেখ তোমার প্রাণ রক্ষার এক উপায় আছে। তুমি যদি ঠগী হও, আমাদের দলভুক্ত হও, তাহা হইলে আমরা তোমার যথোচিত যত্ন করিব, তোমার সকল দিকে উন্নতি হইবে।"

সে ব্যক্তি সদর্পে উত্তর করিল, "কখনই না ; কিছুতেই না। সম্ভ্রান্ত রাজপুত বংশে যাহার জন্ম, সেই তিলকসিং নরঘাতকের দলে মিশিয়া তাহাদের পাপের দ্বারা উপার্জ্জিত সম্পত্তির ভাগ লইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। আমাকে হত্যা করিবার যদি সাহস থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমাকে মারিয়া ফেলিতে পার। তোমাদের দলে অনেক লোক আছে, তাহার মধ্যে যদি কেহ মানুষের মত থাকে, তবে আগাইয়া আসুক। এই বলিতে বলিতে সে তাহার সুতীক্ষ্ণ অসি কোষমুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।"

আমাদের দলের সকলেই একবাক্যে তাহার সহিত একক যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। সকলেই বলিল, "এ ব্যক্তির সহিত একা যুদ্ধ করা মোটেই নিরাপদ নহে।" আমি কাহারও কথা শুনিলাম না ; যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "এই দেখ, আমিই সেই লোক ; একবার এই সুনীল সুন্দর আকাশ, এই শ্যামল পৃথিবী ভাল করিয়া দেখিয়া লও ; আর এ সমস্ত কখনও দেখিতে পাইবে না।"

তিলক সিংহ সজোরে বলিল, "বালক। আর গর্ব্ব করিও না। যদি ধর্ম্মযুদ্ধ কর, যদি তোমাদের দলের লোক কেহ হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে তোমার ঐ উদ্ধত বাক্য শীঘ্রই মিথ্যারূপে প্রতিপাদিত হইবে।"

আমি আমার দলের লোকগুলিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ এই যুদ্ধে তোমরা কেহ হস্তক্ষেপ করিও না ; আমি একাকীই এ যুদ্ধ করিব। অন্য ব্যক্তিকে লইয়া তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমার কোনই আপত্তি নাই।" দেখিলাম, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া ফেলিল।

রাজপুত তখন আমার অতীব সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার সঙ্গীর অদৃষ্ট দর্শন করিয়া ব্যথিত ও বিচলিত হইল বলিয়া মনে হয়। সে বলিল, "এ সমস্ত তোমাদের মনুষ্য-বধের কপট কৌশল। আমার বন্ধু যখন মরিয়াছে, তখন আমাকেও মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। তবে আমাকে বীরের মত, সৈনিকের মত মরিতে হইবে। কুক্কুর শৃগালের মত গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিও না।"

আমি সর্ব্ববিধ অস্ত্র পরিচালনাতেই সুনিপুণ ছিলাম। এই অভ্যাস আমি কখনও পরিত্যাগ করি নাই। সজি খাঁ যে অস্ত্রের এত প্রশংসা করিয়াছিল, সেই অস্ত্র তখন আমার হস্তে। কেমন করিয়া এ অস্ত্র পরিচালনা করিতে হয়,

তাহাও আমি বেশ জানিতাম। সুতরাং যুদ্ধের নামে আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজপুত আমার অতীব নিকটে আগাইয়া আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহার ঢাল নাই; ভাবিলাম, আমার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক। কিন্তু লোকটি আমার অপেক্ষা অধিকতর উন্নতদেহ ও বলিষ্ঠ, ইহা অবশ্য আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। আমার অসীম সাহস। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার কৌশলে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরাভূত ও নিহত হইবে।

রাজপুত আমাকে প্রাণপণ জোরে ও ভীষণভাবে আক্রমণ করিল, ক্ষিপ্রহস্তে আঘাতের উপর আঘাত করিতে লাগিল। আমার গাত্রে একটিও আঁচড় লাগিল না। আমি ঢাল ও তরবারির সাহায্যে তাহার সমস্ত আঘাত প্রতিরোধ করিলাম। সে আমার চারিদিকে লাফাইয়া লাফাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, একবার বামপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়, একবার দক্ষিণপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়; তাহার অঙ্গভঙ্গী বড়ই বিচিত্র। এই প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সে মাঝে মাঝে আমার সমীপস্থ হইতে লাগিল ও খুব ঘন ঘন আমাকে আঘাত করিতে লাগিল। আমি আমার স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; বুঝিলাম যে রাজপুত এই প্রকার লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। একে এই লম্ফঝম্ফ, তাহার উপর বালুকাময় ভূমি, সে ব্যক্তি শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

পরিশেষে আর সে ছুটাছুটি করিতে পারিল না; ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে, সে একস্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল ও কহিল "নীচাশয় পাপিষ্ঠ! তুই কি কিছুতেই তোর স্থান পরিত্যাগ করিবি না?"

আমি কহিলাম, "দুষ্ট কাফের! আর তোর ঐ পাপমুখে কথা কহিতে হইবে না।" এই বলিতে বলিতে আমি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। আমি যে এরূপ অতর্কিতভাবে সহসা আমার স্থান পরিত্যাগ করত তাহাকে আক্রমণ করিব, ইহা সে জানিত না। আত্মরক্ষার জন্য ক্ষীণ ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে আমাকে সে আঘাত করিল, তাহা আমি আমার দীর্ঘায়ত ঢালের দ্বারা আটকাইয়া তাহার স্কন্ধদেশে আমার তরবারি মুহূর্ত্তমধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত করিলাম। সে ভূপতিত হইল, ক্ষতস্থান হইতে ও তাহার মুখ হইতে রুধির ধারা বাহির হইতে লাগিল।

পীর খাঁ বলিয়া উঠিল "জয় খোদার জয়! আপনি উহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিতেছি; আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া সে আমাকে আলিঙ্গন করিল।

তখনও রাজপুত মরে নাই। তখন তাহার বাহুতে যে শক্তি ছিল, সেই শক্তির সাহায্যে সে উঠিতে পারিত। সে এই অবস্থায় সয়তানের সহচরের মত আমার

প্রতি তীব্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে কথা কহিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

আমি বলিলাম, "তোমরা কেহ উহার ঐ দুঃখের অবসান কর, লোকটি বেশ বীর, আর উহাকে যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নহে।"

পীর খাঁ আমার তরবারি লইয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া দিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র ছট্‌ফট্ করিল, তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, "উহার দেহ শীঘ্র শীঘ্র সরাইয়া ফেল; এখানে আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে, এখন শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া পড়ার ব্যবস্থা কর।"

কবরখননকারীরা পাছে গায়ে রক্ত লাগে বলিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল, পশ্চাতে কয়েকজন তাহার দেহ-নিঃসৃত রক্ত শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঢাকিয়া দিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্তের পরেই আবার আমরা নিরীহ পথিক দলের ন্যায় পূর্ব্বপথে গমন করিতে লাগিলাম।

আমার এই অসীম সাহস ও অতুলনীয় রণকৌশল প্রদর্শন করার পর আমাদের দলের লোকগুলি আমাকে একরূপ দেবতার মত ভক্তি করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, একজন লোক একস্থানে একজনকে ঠগী-বিদ্যার দ্বারা আর একজনকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করার উদাহরণ আমাদের সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই প্রথম। আমার মনের দারুণ অহঙ্কার তাহাদের এই স্তুতিবাক্যের দ্বারা আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এই সওদাগর ও তাহার ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া আমরা যে ধনরাশি পাইলাম তাহা অত্যন্ত অধিক। সমগ্র লুণ্ঠনযাত্রার শেষেও এত ধন সম্পদ কখনও পাওয়া যায় নাই। আমাদের দলের দুই একজন লোক ইচ্ছা করিল যে, যখন এত ধন সম্পদ পাওয়া গিয়াছে; তখন আর অগ্রসর হইয়া কি হইবে? এই স্থান হইতেই বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক। যাহা হউক, দলের অধিকাংশ লোক তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ না করায় আমরা বাড়ী ফিরিলাম না।

আমি বলিলাম, "এবার প্রথম কার্য্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছে, আমাদের অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন; ভবিষ্যতে আরও অনেক উপার্জ্জন হইবে; সুতরাং আর অগ্রসর না হইয়া যদি এইস্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় করা হইবে।"

সুতরাং আমরা অগ্রসর হইলাম। পথে আর উনিশ জন পথিকের প্রাণসংহার করা হয়। ইহাদিগের নিকট হইতে অধিক কিছু পাওয়া যায় নাই। কাহারও নিকট দশ টাকা, কাহারও নিকট পনের টাকা পাওয়া গিয়াছিল; কেবলমাত্র একজনের নিকট একশত টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ আমরা সগর নগরে উপনীত হইলাম।

সগর একটি বৃহৎ ও কর্ম্মকোলাহলময় স্থান। হায়দরাবাদের হুসেন সাগরের ন্যায় একটি সুবৃহৎ হ্রদের তীরে এই নগর অবস্থিত। এই হ্রদের উপর স্নিগ্ধ শীতল বায়ু সর্ব্বদা বহমান। আমরা নগরের নিকট এই হ্রদের তটদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

আমি চারিদিন তথায় রহিলাম। প্রত্যহই বাজারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাজারের খাবারওয়ালাদিগের দোকানগুলি উত্তমরূপে দেখিতাম। একজন হোটেলওয়ালার সহিত পীর খাঁর অনেক দিনের বন্ধুত্ব ছিল। আমরা তাহাকে অনেক পয়সা কড়ি দিতাম, সে আমাদিগকে সংবাদ দিত। সে আমাদিগকে শিকার সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তৃতীয় দিবসে আমি আমাদের শিবিরের দ্বারদেশে সন্ধ্যার সময় বসিয়া ধূমপান করিতেছি ও সন্ধ্যার মৃদুমন্দ সমীরণ হিল্লোলে জলরাশির নৃত্য দেখিতেছি, এমন সময়ে পীর খাঁ আমার নিকট আসিয়া বলিল, "মীর সাহেব! হোটেলওয়ালা বড় বিশ্বাসী লোক; সে একজন ধনাঢ্য সওদাগরের সন্ধান দিয়াছে। আমরা যেদিকে যাইব, ঐ সওদাগরও সেইদিকে যাইবে; সে আর সাতদিন পরে এখান হইতে রওনা হইবে। হোটেলওয়ালা বলে যে, সওদাগরকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তবে আমাদের এ সহর ছাড়িয়া কয়েক ক্রোশ দূরে যাইতে হইবে। এখানে দু তিনজন লোক রাখিয়া যাইতে হইবে; তাহারা এখান হইতে সংবাদ লইয়া যাইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "বাঃ, হোটেলওয়ালা তো বেশ ভাল লোক। আমরা তাহার কথামতই কার্য্য করিব। কল্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে রওনা হইব। দলের তিন জন লোক, যাহারা খুব দৌড়াইতে পারে, তাহাদিগকে এখানে রাখিয়া যাইব।"

"তবে যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তবে সে বেশ মোটা রকমের পুরস্কার চায়।"

"তাহাতে আর আপত্তি কি? সে যদি পুরস্কার পাইবার যোগ্য হয়, তবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

"না, সে যে খুব বিশ্বাসী লোক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে পয়সা না পাইলে কথা ঠিক রাখে না।"

"বেশ ত তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে; সে কত চায়?"

"আমরা যদি পাঁচ হাজার পাই, তবে দুই শত চায়; আমরা যদি দশ হাজার পাই, তাহা হইলে সে চারিশত চায়; এই হিসাবে তাহাকে দিতে হইবে।"

"সওদাগর যদি ধনাঢ্য হয়, তবে আর তাহাকে দিতে আপত্তি কি? সে যাহা চায়, তাহাই পাইবে।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "তবে আমি এখন আসি। আমি যদি না ফিরি, তবে বুঝিবেন, আমি হোটেলেই থাকিলাম।"

এই বলিয়া সে কয়েকজন লোক ও কয়েকখানি বস্ত্র লইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

পরদিন প্রাতঃকালে সহর হইতে বাহির হইয়া চারি দিন গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিলাম। পথে কোনও শিকার পাই নাই। আমি বড় বিরক্ত হইয়া পড়িতেছিলাম ; সহসা পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে সহরে পীর খাঁর সহিত যে কয়জন লোক রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন আমাদের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। সে আসিয়াই বলিল, "সাহেব! পীর খাঁ আপনাকে সেলাম জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে আপনাদিগকে পুনরায় সহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 'বুনিজ্' পাওয়া গিয়াছে ; সে শীঘ্রই নগর হইতে রওনা হইবে।"

"লোকটিকে তুমি জান ?"

"না মীর সাহেব! তাহার পরিচয় আমি কিছুই জানি না। আমি হোটেল-ওয়ালার দোকানে ছিলাম বটে। হোটেলওয়ালার সঙ্গে জমাদারের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। আমাকে কিন্তু কিছু বলিয়া দেন নাই।

আমি উত্তর করিলাম, "আচ্ছা, তুমি একটু বিশ্রাম করিয়া লও ; আবার আমাদের সহিত ফিরিয়া যাইতে হইবে। এখান হইতে সহর কত দূর ?

সে উত্তর করিল, "আমি যে রাস্তায় আসিয়াছি সে রাস্তা চৌদ্দ ক্রোশ। তবে আমি জানি, একটি রাস্তা দিয়া গেলে বোধ হয় সাত ক্রোশের অধিক হইবে না।"

"তাহা হইলে বোধ হয় সন্ধ্যা হইতে হইতে আমরা সহরে গিয়া পঁহুছিব।"

"নিশ্চয় ; এখন যদি যাত্রা করেন, তবে বেলা থাকিতে থাকিতেই সেখানে যাওয়া যাইবে।"

এই লোকটি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভয়ানক বন্য পথ, এই লোকটি সঙ্গে না থাকিলে আমরা কিছুতেই এ রাস্তা দিয়া যাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা সহরে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বে যে স্থানে ছিলাম, ঠিক সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া আমি, পীর খাঁ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ত্বরিত গমনে হোটেলওয়ালার ভবনে গমন করিলাম।

পীর খাঁ তথায় ছিল। সে আমাকে অভ্যর্থনা করিল ও বলিল, "আমার ভয় হইতেছিল পাছে প্রেরিত লোকটি আপনাকে ধরিতে না পারে। যাহা হউক, ভগবানের ইচ্ছায় আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন।"

আমি হোটেলওয়ালাকে অভিবাদন করিয়া পীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই লোকটিই বোধ হয় তোমার সঙ্গী ?"

সে লোকটি উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। আমি পিরু ; আপনাদের চরণাশ্রিত।

আমার দ্বারা আপনাদিগের যদি কিছু কার্য্য হয়, তাহা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

আমি উত্তর করিলাম, "বন্ধু! তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। আমি একজন প্রকৃত ঠগী, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমরা কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি না। লোকটিকে ঠিক পাওয়া যাইবে ত?"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "নিশ্চয়! বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কল্য সে সহর হইতে বাহির হইবে।"

আমি বলিলাম, "সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, আর বোধ হয় এ 'বুনিজ' বেশ হইবে।"

হোটেলওয়ালা উত্তর করিল, "লোকটির নিকট অন্ততঃ পক্ষে সাত আট হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। আর সমস্ত নগদ টাকা।"

"বেশ, বেশ! অতি উত্তম কথা। তা বন্ধু! তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না? তোমার দ্বারা অনেক কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

সে হাস্য করিতে করিতে বলিল, "ওঃ এ সমস্ত কার্য্যে আমার বেশ অভ্যাস আছে। আমি গণেশ জমাদারের সহিত দুইবার বাহির হইয়াছিলাম। আপনারা কি তাহাকে জানেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আমি তাহার কথা শুনিয়াছি। সে একজন খ্যাতনামা ঠগী দলপতি।"

হোটেলওয়ালা উত্তর করিল, "হাঁ; সে খুব নিপুণ যোদ্ধা বটে; তবে নির্দ্দয়তায় কুকুরেরও অধম। আপনি বোধ হয় আমার কথা শুনিয়া আমাকে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। আমার তাহার কার্য্যে এই আপত্তি ছিল যে, সে ধনী নির্ধন বাছিত না, পথিক পাইলেই তাহাকে বিনাশ করিত। এই জন্যই আমি তাহার দল ছাড়িয়া দিলাম। এখন আর দলের সঙ্গে বড় একটা বাহির হইনা; তবে এই প্রকারে এখানে থাকিয়া যাহা কিছু করিতে পারি, করি।"

আমি বলিলাম, "ভাল, ভাল। তুমি অনেক কার্য্য কর বলিয়াই মনে হয়। তবে এক কাজ করিও। গরীব ঠগীদিগকে ধরাইয়া দিব বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়া কদাচ কিছু আদায় করিও না।"

আমার এই উক্তিতে লোকটা যেন একটু বিচলিত হইল। যাহা হউক, শীঘ্রই আত্মসংবরণ করিয়া খুব জোরে বলিল, "এ প্রকার হীন অপকার্য্য আমি জীবনে কখনও করি না।"

পীর খাঁ তাহার অলক্ষিতে আমাকে চক্ষু টিপিল। জানাইল যে, আপনি খুব জায়গায় আঘাত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে তাহার সহিত আর অন্য কথা কহিলাম না, কারণ এখন আমরা অনেক পরিমাণে তাহার করতলগত।

আমি বলিলাম, "আমাদিগকে তাহা হইলে বোধ হয় কল্য সকালে যাত্রা করিতে হইবে।"

লোকটি উত্তর করিল, "তাহাই করুন। সওদাগর এখন জব্বলপুরে যাইতেছে, তাহার সহিত প্রথম কয়েকদিন যেন আপনাদিগের সাক্ষাৎ না হয়। আপনাদের বৃহৎ দল দেখিলে তাহাদের ভয় হইবে। আবার সম্প্রতি রাস্তায় দুই একজন পথিকের সন্ধানও পাওয়া যায় নাই বলিয়া স্বভাবতঃ লোকের মনে একটা আতঙ্কের উদয় হইয়াছে।"

তদনন্তর আমি পীর খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "তবে আমার আর এখানে বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। আমি আজ পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছি। এখন শিবিরে গিয়া বিশ্রাম করিব। এখানে আমি দুইজন চর পাঠাইয়া দিতেছি ; সওদাগর সম্বন্ধে অন্য কোন কিছু সংবাদ পাইলে পাঠাইয়া দিও।"

দুইজন লোককে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া হোটেলওয়ালার নিকট রাখিয়া আমি ও পীর খাঁ চলিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে পীর খাঁ আমাকে বলিল, "আপনার কথা দুর্বৃত্ত হোটেলওয়ালাকে আচ্ছা লাগিয়াছে। আপনি যাহা করিতে নিষেধ করিলেন, লোকটার ব্যবসায় তাহাই। এইরূপে ঠগীদিগকে ভয় দেখাইয়া পাপিষ্ঠ অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। ও একজন খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি। সগরের পথে আমাদের সম্প্রদায়ের যে দলই আসুক না কেন, ও ব্যক্তি কিছু আদায় না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।"

আমি বলিলাম, "তবে উহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হইল। এ প্রকারের পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্তের বাঁচিয়া থাকা কিছুতেই সঙ্গত নহে। বেশ নিরাপদে বসিয়া আছে, কোনওরূপ বিপদের সম্মুখীন হয় না, কোনও পরিশ্রম নাই, অথচ আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ভাগ আদায় করিয়া লয়। মৃত্যুই উহার উপযুক্ত দণ্ড। উহাকে বধ করা সম্বন্ধে তোমার কি মত ?"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "উহাকে মারিয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য ; কিন্তু উহাকে কেমন করিয়া বধ করা যায়, তাহাই ভাবিতেছি। লোকটা শৃগালের অপেক্ষাও অধিক চতুর। উহাকে সহর হইতে বাহির করা যায় কি প্রকারে তাহাই চিন্তা করিবার বিষয়।"

আমি বলিলাম, "সে কার্য্য তুমি যতটা কঠিন মনে করিতেছ, ততটা নহে। পাপিষ্ঠের অর্থলালসা খুব অধিক।"

"নিশ্চয়ই জীবন অপেক্ষা অর্থ তাহার প্রিয়তম।"

"তাহা হইলে পীর খাঁ উহাকে অনায়াসেই পাওয়া যাইবে। চল শিবিরে গিয়া আমি একটি কথা বলিতে উহার নিকট একজন লোক পাঠাইতেছি। এই খবর

পাইয়া সে নিশ্চয়ই সহরের বাহিরে আসিবে। যদি না আসে, তবে আমার সমস্তই মিথ্যা।"

পীর খাঁ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা আপনি লোক পাঠান। দেখি আপনার কৌশলে কতদূর কি হয়। আমি জানি লোকটা বড়ই চতুর। রাত্রি হইলে বাড়ীর বাহির কিছুতেই হয় না। দিনে দু'একবার বাহিরে আইসে বটে, কিন্তু সেও একাকী নহে, দু'একজন লোক সমভিব্যাহারে।"

শিবিরে উপস্থিত হইয়া আমি আমার অনুগত ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলাম "জঙ্গলী! তুমি হোটেলওয়ালা পিরুকে জান?"

"খুব জানি। এই বৈকালে আপনি যাহার নিকট গিয়াছিলেন ত? আমি তাহার দোকান বেশ জানি। আমি এই কিঞ্চিৎপূর্ব্বে ময়দা কিনিতে বাজারে গিয়াছিলাম, দেখিলাম আপনারা সেইখানে বসিয়া রহিয়াছেন।"

"ভাল! তবে আর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমায় কষ্ট পাইতে হইবে না। দেখ, তুমি এখনই একবার তাহার নিকট যাও। আমার এই অঙ্গুরীয় লইয়া যাও। দেখিও যেন এই অঙ্গুরীয় কোনওরূপে হস্তান্তরিত না হয়। তুমি তাহাকে আমার সেলাম জানাইয়া বলিও যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে 'বুনিজ' জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তাহা যখন নিশ্চয় পাওয়া যাইবে, তখন আমাদের প্রভুর ইচ্ছা যে, আপনার প্রাপ্য টাকা এখনই মিটাইয়া দিয়া যান। আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। আপনি একবার আসুন, টাকাগুলি লইয়া আসিবেন। আরও বলিও যে, আমাদের প্রভু বলিলেন যে, আমরা হয়ত এখন আর এ সহরে ফিরিয়া আসিব না। হয়ত বহুদিন পর আসিব। তাহার পুর্ব্বে আপনার নিকট টাকা পাঠাইবার কোন উপায় নাই। আমাদের প্রভু আপনাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন বলিয়াই অগ্রিম আপনাকে আপনার প্রাপ্য অংশ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। তোমার সব কথা মনে থাকিবে ত? দেখ, তাহাকে আমাদের সেই গুপ্ত 'রামাসি' ভাষায় বলিও; সে ও ভাষা বুঝে।"

জঙ্গলী উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই সব কথা বলিতে পারিব।" এই বলিয়া আমি যাহা বলিতে বলিয়া দিলাম, তাহা আনুপুর্ব্বিক পুনরাবৃত্তি করিল।

আমি বলিলাম "হাঁ, ঠিক্ পারিবে। এই অঙ্গুরীয় লও; খুব শীঘ্র যাও। দেখি তুমি কত কম সময়ের মধ্যে এই টাকা উপার্জ্জন করিতে পার।"

লোকটি বলিল, "জমাদার সাহেব! তবে আমি আসি; শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

সে চলিয়া গেলে পীর খাঁ বলিল, "ছেলেটির বয়স অল্প হইলেও বুদ্ধিমান। সব কথা খুব শীঘ্র শীঘ্র বুঝিতে পারে। কিন্তু মীর সাহেব! আমার বিশ্বাস, এ সংবাদে পিরু আসিবে না। সে বড় চালাক; এত সহজে সে ফাঁদে পা দিবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমার বিশ্বাস, সে ঠিক আসিবে। টাকার মোহ বড় মোহ! সে ঠিক আসিবে।"

পীর খাঁ বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাউক; তাহার অদৃষ্টে যদি এখানে আসা লিখিত থাকে, তাহা হইলে কে আর তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে। তাহাকে আসিতেই হইবে! অদৃষ্টের গতি প্রতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। পিরু যে এই রাত্রিকালে এখানে আসিবে, আমার তাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। এই প্রকারের প্রস্তাব অনেকেই পিরুর নিকট অনেক সময়ে করিয়াছে। এ সমস্ত প্রস্তাব সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, দেখ; তুমি বরং কবর প্রস্তুত করার ব্যবস্থা কর।"

মতিরাম সকল কথা শুনিয়া বলিল, "পিরু কিছুতেই আসিবে না। গত বৎসর গণেশ সর্দ্দার টাকা কড়ি ভাগ করিয়া লইবার জন্য রাত্রিতে পিরুকে তাহাদের শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। পিরু উত্তর পাঠায় যে, 'টাকা কড়ি না পাই সেও ভাল' তবু এই রাত্রিতে তোমাদের গুহায় যাইতে আমার সাহস হয় না। আমাকে যদি বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাই করিও; সগরের কোতোয়াল ও সরকারী প্রহরীদিগকে রাত্রি প্রভাতে জানাইয়া দিব।"

"তোমরা উহাকে ভাগ দিয়াছিলে?"

"কি করি? উহাকে অনেক টাকাই দিতে হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম তাহা হইলে গণেশ একটি গর্দ্দভ। তাহার সহিত দেখা হইলে তাহাকে এই কথাই বলিব। আমি ত শপথ করিয়া বলিতেছি ও ব্যক্তি যদি অদ্য রাত্রিতে না আইসে, তাহা হইলে এক কপর্দ্দক দিব না।"

আমরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। শিবিরের এক পার্শ্বে কবর খনন-কারিগণ কবর খুঁড়িতেছিল, তাহাদের কোদালির শব্দ অল্প অল্প শুনিতে পাইতে-ছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, পিরু নিশ্চয়ই আসিবে, আসিবে, তাহার পাপপূর্ণ জীবনও আজ আমারই হস্তে শেষ হইবে।

আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময়ে আমাদের দূত ফিরিয়া আসিল। লোকটি খুব দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছিল। তাহাকে একাকী দেখিবামাত্র মতিরাম ও পীর খাঁ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমরা যাহা বলিয়াছিলাম ঠিক তাহাই হইয়াছে, পিরু আসে নাই।"

তাহাদের কথা শুনিয়া ও জঙ্গলীকে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলাম; ক্ষোভে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলাম। পীর খাঁ ও মতিরামকে বলিলাম, "আচ্ছা, ও কি বলে আগে তাই শুন।"

সবেগে দৌড়িয়া আসিয়া জঙ্গলী যখন আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, আমি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জঙ্গলী! কি খবর?"

সে উত্তর করিল, "জমাদার সাহেব! একটু সবুর করুন, আমি খুব বেগে আসিতেছি।"

"আচ্ছা, এই লও একটু জলপান কর। তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ হইবে। কি হইয়াছে শীঘ্র বল। কোনও ভয়ের কারণ আছে নাকি?"

জঙ্গলী উত্তর করিল, "না, ভয়ের কারণ কিছুই নাই। তবে শুনুন, সমস্ত কথা আগাগোড়া বলি। যাইবার সময় খুব তাড়াতাড়ি গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দৌড়িয়া যাই নাই। মনে করিলাম, যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইব, সে যদি তখন দেখে যে আমার ঘনশ্বাস বহিতেছে, তাহা হইলে সন্দেহ করিতে পারে। কাজেই সহরের ফটক পার হইয়া বেশ ধীরে ধীরে তাহার দোকানে গিয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম, সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাবাব প্রস্তুত করিতেছে, অদূরে কয়েকজন পথিক বসিয়া আছে। সে আমাকে তাহার গুপ্তকক্ষে বসিতে বলিল। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে আমার নিকট আসিল।

আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি খবর? তুমি আবার হঠাৎ কি জন্য আসিলে? 'বুনিজ' ত নিরাপদ? এইমাত্র তোমাদের একজন চর আসিয়াছিল। সে বলিল, রাত্রি প্রভাতে সওদাগর এখান হইতে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতেছে। তোমার আবার কি প্রয়োজন?"

"আমি আপনি যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে যেন কিছু বিচলিত হইল। সে আমার কথার কোনওরূপ উত্তর না করিয়া নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠমধ্যে কিছুকাল ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিল। এই সময়ে সে আপন মনে মৃদু স্বরে দু'একটি কথা বলিতেছিল। আমি শুনিলাম সে আপন মনে কয়েকবার বলিল, "গণেশ বিশ্বাসঘাতকতা।" এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, "আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; শীঘ্রই আমাকে ফিরিতে হইবে। তুমি কি বলিবে বল। সে থামিল, অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, যে সময়ে তোমার প্রভু তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, তখন মতিরাম কি সেখানে ছিল?"

আমি উত্তর করিলাম, "না, সে তখন তথায় ছিল না।"

"সে কি এ কথা জানে?"

"না; সে আর এ কথা কি প্রকারে জানিবে? আমার প্রভু যখন আমাকে পাঠাইয়া দেন, সে বোধ হয় সহর হইতে তখনও ফিরিয়া যায় নাই। অন্ততঃ পক্ষে আমি কিংবা জমাদার সাহেব তাহাকে দেখি নাই।"

"পীর খাঁ উপস্থিত ছিল?"

আমি সাহসের সহিত উত্তর করিলাম, "না, সেও ছিল না।"

"কিন্তু পীর খাঁ ত তোমার প্রভুর সহিত একসঙ্গেই এখান হইতে চলিয়া গেল ?"

"তাহা হইতে পারে ; তবে আমি তাহাকে দেখি নাই ; আমি যখন জমাদার সাহেবের বিছানা প্রস্তুত করিতেছিলাম, তখন তাঁহারা বাসায় ছিলেন। এ সংবাদ আমাকে জমাদার সাহেব গোপনে দিয়াছেন। তিনি শয্যায় শয়ন করার পর আমাকে ডাকিলেন ও তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বালিশের তলে একটি মস্ত থলিয়া ছিল, তোমাকে দিবার জন্য সেই থলিয়া হইতে কিছু টাকাও বাহির করিলেন।"

"কত টাকা বাহির করিয়াছেন ?"

"দুইশত পঞ্চাশ টাকা ; তিনি আরও বাহির করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া আর বাহির করিলেন না। আপন মনেই একবার বলিলেন, 'ইহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

"আচ্ছা ঐ থলিয়ায় সর্ব্বসমেত কত টাকা আছে ?"

"তাহা আমি কি প্রকারে জানিব ? আল্লাই জানেন।"

লোকটি কিছুক্ষণ আর কোনও কথা না কহিয়া পুনরায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে কয়েকবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার প্রভু শিবিরের যে কক্ষে শয়ন করেন, সেখানে আর কে শয়ন করে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "সেখানে আর কেহই শয়ন করে না ; আমি বাহিরে দুয়ারের নিকট আড়াআড়ি ভাবে শুইয়া থাকি। এমন কি, ঐ ঘরে অন্যে প্রবেশ করিতে পর্য্যন্ত পায় না।"

সে বলিল, "দেখ জঙ্গলী। তুমি বড় ভাল ছেলে, যেমন ধীর, তেমনি বুদ্ধিমান। আচ্ছা, তুমি এই হোটেলওয়ালার ব্যবসা— কেমন মনে কর ?"

লোকটা কি ভাবিয়া হঠাৎ আমাকে এই প্রশ্ন করিল, তাহা কিছুই বুঝিলাম না, তবে লোকটার উপর আমার কেমন একটা সন্দেহ হইল। আনন্দের সহিত বলিলাম, "খুব পছন্দ করি ; বেশ সুখের ব্যবসা।"

জঙ্গলীর কথা এই পর্য্যন্ত হইতে হইতেই পীর খাঁ সহসা বলিয়া উঠিল, "লোকটা কি পাজি দেখিতেছেন! উহাকে যদি একবার পাই, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মত উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিই।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, জঙ্গলীর কথা শেষ করিতে দাও, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে।"

জঙ্গলী পুনরায় আরম্ভ করিল, "আমার কথা শুনিয়া লোকটা কয়েকবার ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর আমার নিকট আসিয়া বসিল ও স্নেহের ভাণ করিয়া আমার হাতখানি তাহার হাতের উপর তুলিয়া লইল।

তাহার এইরূপ কার্য্য আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি আমার বক্ষদেশে লুক্কায়িত ছুরিকার মূলদেশ ঠিক করিয়া রাখিলাম।"

সে আমাকে বলিল, "তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি যদি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর, তাহা হইলে তুমি আমার পুত্রস্থানীয় হইবে। তোমার এখন বয়স অল্প, তুমি যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা কখনই তোমার মনঃপুত হইতে পারে না। আর আমি তোমাকে যেমন প্রাণের সহিত স্নেহ করিব, তোমার জমাদার কখনই তোমাকে তেমন স্নেহ করেনা। সেখানে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। আমার নিকট থাকিলে তোমার কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম হইবে না।"

আমি আনন্দে মাথা নাড়িলাম।

সে বলিল, "দেখ, তোমার সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। আমার নিকট থাকিলে তুমি স্বাধীন হইবে। বালক! ভয় করিও না; তোমার মনের কথা আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল। তুমিই আমার পুত্র হইবে। আমি ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, আমার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই।"

আমি পুনরায় সম্মতি ও আনন্দ জানাইয়া মাথা নাড়িলাম।

সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "তুমি বড় ভাল ছেলে; তোমার প্রতি উহারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করে; তবে তুমি উহাদের নুন খাইয়াছ বলিয়া উহাদের প্রতি বোধ হয় কোনওরূপ অসদাচরণ করিতে চাও না। দেখ, ইহা অতি ভাল কথা। এজন্য আমি তোমাকে আরও স্নেহ করি। এখন আমি যাহা বলি বেশ ভাল করিয়া শ্রবণ কর। আমি তোমাদের শিবিরে যাইব, কিন্তু এখন নহে। তুমি বলিলে, তুমি তোমার প্রভুর শিবিরের দ্বারদেশে শুইয়া থাক। অতি উত্তম কথা। দেখ, তুমি অদ্য খুব গভীর ভাবে ঘুমাইও, যেন তুমি আফিং খাইয়াছ। কথাটা বেশ বুঝিতেছ ত? আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তোমাকে অতিক্রম করিয়া শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিব, একটি শুষ্ক তৃণের সাহায্যে সুড়্‌সুড়ি দিবার একরূপ কৌশল আছে, আমি তাহা অনেক দিন হইতেই জানি। আমার কথা বেশ বুঝিতে পারিতেছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি বেশ বুঝিতেছি; তুমি ঐ বড় থলিয়াটি লইতে চাও।"

সে উত্তর করিল "ঠিক্, ঠিক্; পুত্র তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উহা লইয়া আসিতে পারিব। আমি যখন চলিয়া আসিব, তখন অবশ্য তোমাকে জানাইয়া আসিব। যদি সুবিধা বোধ না কর, তাহা হইলে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসার প্রয়োজন নাই, সুবিধা মত আমার সহিত মিলিত হইও।"

আমি তাহার প্রস্তাবে যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, এইরূপ ভাব দেখাইলাম ও বলিলাম, "আর যে সব চর আছে, তাহাদের কথা তুমি ভাব নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"ওঃ, তাহারা আমার কিছুই করিতে পারিবে না; রাত্রি একে অন্ধকার, তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন। কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমি উলঙ্গ হইয়া একখানি কাল কম্বলে শরীর আবৃত করিয়া যাইব।"

আমি বলিলাম, "বেশ, অতি উত্তম কথা। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমার বহুদিন হইতেই ইচ্ছা যে এই সমস্ত ভয়াবহ লোককে পরিত্যাগ করিয়া নিরীহ ভাবে জীবনযাপন করি। এখন জমাদারকে গিয়া কি বলিব?"

সে উত্তর করিল "একটা গল্প শুন। এক মেষপালকের পালের মধ্যে যে সমস্ত মেষ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট, একটা ব্যাঘ্র আসিয়া অনেক সময়েই সে সমস্ত মেষকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। মেষপালক একদিন মনে মনে চিন্তা করিল, ব্যাঘ্রকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া তন্মধ্যে একটি মেষশাবক রাখিয়া সেই গর্ত্তের নিকটে বসিয়া নিজে সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র আসিয়া দূর হইতে দেখিল যে, অদ্য ব্যাপার নূতন রকমের, মেষপালকের দয়া আজ কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছে। তখন ব্যাঘ্র আপন মনে নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ব্যাঘ্র! আজ তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে; এখন কেবলমাত্র একটি মেষশাবক দেখিয়া প্রলুব্ধ হইতেছ কেন? যখন মেষপালক নিজেও ঘুমাইয়া পড়িবে, সেই সময়ে স্বকার্য্য সাধনে গমন করিও। এখন ক্ষুধা পাইয়াছে বটে, কিন্তু কি করিবে? কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।" জমাদারকে তুমি এই কথা বলিও, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

জঙ্গলীর কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম "জঙ্গলী! আজ তুমি খুব কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছ, এজন্য তুমি অবশ্যই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। বন্ধুগণ! তোমরা এই দুর্ব্বৃত্ত সম্বন্ধে কি ভাবিতেছ?"

তাহারা উভয়েই উত্তর করিল, "আমরা তাহার কথায় মোটেই কোনরূপ বিস্মিত হই নাই। তাহার মত লোকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সে তাহাই বলিয়াছে। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় তাহার এত চতুরতা সত্ত্বেও সে আমাদের ফাঁদে পতিত হইয়াছে।"

অতঃপর আমি দুইজন গুপ্তচরকে ডাকাইয়া আনিয়া পিরু যে অভিসন্ধি করিয়াছে, তাহা তাহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। পরিশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দেখ, সে যখন আমাদের শিবিরে প্রবেশ করিবে, তখন জানিতে পারিলেও বাধা দিও না। তোমাদের মধ্যে একজন আমার শিবিরের অতি সন্নিকটে শুইয়া থাক। এইরূপ দেখাও, যেন খুব ঘুমাইতেছ;

কিন্তু চক্ষু খুলিয়া থাকিও, তাহার পর যেমন দেখিবে, পিরু আসিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি পীর খাঁ ও মতিরামকে গিয়া জাগাইয়া দিও। অতঃপর পীর খাঁ ও মতিরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "তোমরা দুইজন আস্তে আস্তে দুয়ারের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইবে, দেখিও সে যেন তোমাদের দেখিতে না পায়। আমি খুব গভীর ভাবে ঘুমাইতেছি, এইরূপ ভাণ করিব। সে যদি আমার গায়ের উপর অন্ধকারে সজোরে পড়িয়াও যায়, তাহাতেও আমি জাগিব না। সে বড় থলিয়াটি খুঁজিয়া লইবে। সে টাকার থলিয়া লইয়া যেমন বাহির হইয়া আসিবে, অমনি চাপিয়া ধরিও। আমি অবশ্য যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ উহার কিছু করিও না। আর জঙ্গলী তখন যেন এক সের আফিং খাইয়াছে, এইরূপ ভাবে ঘুমাইবে।"

আমি জঙ্গলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সে কখন আসিবে তৎসম্বন্ধে কিছু কথা হইয়াছে কি?" জঙ্গলী উত্তর করিল, "সে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পাহারা ফিরিয়া গেলে আসিবে, এইরূপ কথা বলিয়াছে।"

"বেশ, অতি উত্তম ব্যবস্থাই হইয়াছে। এখন তোমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া থাক; দুর্বৃত্তের কিছুতেই নিস্তার নাই।"

বড়ই উদ্বেগের সহিত সময় কাটিতে লাগিল। সকলে ঠিক নিজ নিজ স্থানে প্রস্তুত আছে কি না, দেখিবার জন্য আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দুই তিনবার বাহিরে গমন করিলাম। পীর খাঁ অতি নিকটেই ভাণ করিয়া খুব গভীরভাবে ঘুমাইতেছিল। গুপ্তচরেরা অলসভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। রাত্রি এমন অন্ধকার যে, কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দ মন্দ বাতাসে হ্রদের জল তটদেশে আঘাত করিয়া এমন একটা শব্দ করিতেছিল যে, কোনও আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। শেষবারে আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিবার সময় আমি আপন মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলাম, "অদ্য সে নিশ্চয়ই আসিবে— সে নিশ্চয়ই আসিবে। সে যেমন চোর, তাহাতে এমন অন্ধকারময় রাত্রির লোভ সে কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিবে না। এই ঘোর অন্ধকারে তাহারও যেমন সুবিধা, আমাদেরও অবশ্য তেমনি সুবিধা।"

অতঃপর জঙ্গলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দেখ, আর আমি বাহিরে আসিব না। তোমার উপর যে কার্য্যের ভার দিয়াছি, তাহা যথাযথ পালন করিও; তোমার যাহা উপযুক্ত পুরস্কার তাহা যথা সময়ে পাইবে। পীর খাঁ শিবিরের ঠিক পশ্চাদ্দেশে শুইয়া আছে। সে প্রস্তুত থাকিলেই হইল; অন্যান্য লোকের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন নাই। একবার ধরিতে পারিলে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

জঙ্গলী উত্তর করিল, "আমার জন্য ভাবিবেন না। আমি বেশ সজাগ আছি,

সে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি এমনভাবে পীর খাঁকে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিব যে, ইন্দুরেও আমার পদশব্দ শুনিতে পাইবে না।”

এই প্রকারে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আমি শয়ন করিলাম। আমার উলঙ্গ তরবারি আমার হস্তের অতীব সন্নিধানে রহিল, প্রয়োজন হইলে নিমেষের মধ্যে আমার ব্যবহারে আসিবে। লেপখানি বেশ করিয়া গায়ে দিলাম, লেপের সামান্য ফাঁক দিয়া শিবিরের দ্বারদেশের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, কক্ষের মধ্যে যত অন্ধকার, বাহিরের অন্ধকার তদপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং যে কেহ শিবির মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন, কিছুতেই আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। এইভাবে অনেকক্ষণ শুইয়া রহিলাম, সময় আর কাটিতে চাহে না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। এখনও তাহার দেখা নাই; মনে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল।

হঠাৎ একটা অন্ধকারময় পদার্থ শিবিরের দ্বারদেশে আবির্ভূত হইল। তথায় মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া যেন কি চিন্তা করিল। জঙ্গলী তখন ছল করিয়া গভীরভাবে ঘুমাইতেছে, বিকট নাসিকাগর্জ্জন। আমার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, বুঝি আগন্তুক আমার এই বক্ষঃস্পন্দনের শব্দ শুনিতে পাইবে। মনে আর একটা ভাবনার উদয় হইল। ভাবিলাম, লোকটা কি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে? সে কি আমাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে? মনে একটু ভয় হইল। ভাবিলাম, তাহা হইলে আমার পক্ষে এইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া থাকা কি সঙ্গত? একবার ভাবিলাম, শয্যা হইতে উঠিয়া তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করি, কিন্তু শীঘ্রই অন্যরূপ চিন্তা করিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। ভাবিলাম, লোকটা অতি নীচ ও কাপুরুষ; বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চৌর্য্য তাহার ব্যবসায়; অস্ত্র আনয়ন করা কিছুতেই তাহার সাহসে কুলাইবে না।

শিবির অত্যন্ত অনুচ্চ, ঘাড় নত করিয়া তাহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। সে আসিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিল। আমি তখন গভীর ভাবে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মত আচরণ করিতেছিলাম। সে, আমি সত্যই ঘুমাইতেছি কি না পরীক্ষা করিবার জন্য, অতি উত্তমরূপে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আমি সে সময়ে তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। সে বুঝিল, আমি নিদ্রামগ্ন, বালিশের নীচে এমন ভাবে হস্ত প্রবেশ করাইল যে, আমি যদি সামান্য মাত্রও নিদ্রামগ্ন থাকিতাম, তাহা হইলেও কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। সে যেদিকে হাত দিল, আমি থলিয়াটি সে দিকে রাখি নাই, অন্যদিকে রাখিয়াছিলাম। তাহার মনে ভয় হইল। ভাবিল থলিয়াটি বাহির করিতে গেলেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তৎপরে একটি ঘাস লইয়া আমার যেদিকের কর্ণের নিচে থলিয়াটি ছিল, সেই

দিকের কর্ণে অতি ধীরে ধীরে সুড়সুড়ি দিল। আমি এ কৌশল জানিতাম, একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া অন্যদিকে পাশ ফিরিয়া শুইলাম। আমার শব্দে একবার যেন সে চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর আর কিছুক্ষণ মাত্র বসিয়া রহিল; থলিয়া নিপুণতা ও সতর্কতার সহিত বাহির করিল। সে থলিয়াটি যখন স্কন্ধে লয়, তখন সামান্য টুনটুন শব্দ পর্য্যন্ত আমি অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলাম।

ইতোমধ্যে শিবিরের দ্বারাভিমুখে চাহিয়া দেখিলাম, জঙ্গলী উঠিয়া গিয়াছে। সে কখন উঠিয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমি নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন ছিলাম। তস্করও বুঝিল, জঙ্গলী উঠিয়া গিয়াছে। মনে করিল সম্ভবতঃ তাহার উপকার করিবার জন্যই গিয়াছে। এই ভাবিয়া পিরু শিবিরের বাহিরে যেমন পদার্পণ করিয়াছে, অমনি পীর খাঁ, মতিরাম এবং অন্যান্য দশ বার জন ঠগী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

আমি লাফাইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলাম ও কহিলাম "আচ্ছা নিপুণতার সহিত কার্য্য হইয়াছে। কেহ একটা আলো লইয়া আইস; আমি একবার দুষ্টের মুখখানা দেখিয়া লই। কি আশ্চর্য্য সাহস! ঠগীদের বাসায় চুরি।"

আলোক আনীত হইলে দেখিলাম, দুর্বৃত্ত ভয়ে কাঁপিতেছে। টাকার থলিয়াটি তখনও তাহার ঘাড়ে। খুব জোরে থলিয়াটি ধরিয়া রহিয়াছে, তখনও মনে মনে আশা করিতেছে, থলিয়াটি যেন তাহারই।

আমি বলিলাম "ওঃ তুমি পিরু! নেকৃড়ে বাঘ শেষকালে মেষপালের হাতে ধরা পড়িয়াছে দেখিতেছি। দেখ্ পাপিষ্ঠ! তুই আমাদের আজ যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে আসিয়াছিলি। এখন মৃত্যুই তোর উচিত শাস্তি। যাহা হউক, একটা কথা বলি। আমি তোকে যে সমস্ত প্রশ্ন করিব, যদি তাহার ঠিক উত্তর দিস, তাহা হইলে তোকে ছাড়িয়া দিব।"

দুষ্ট জীবনপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "কি প্রশ্ন করিবেন, করুন। আমি সমস্ত কথারই অকপটে উত্তর দিব। আপনি আমাকে মারিয়া ফেলিবেন না। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। যদি আপনাদের সঙ্গে যাইতে বলেন, তাহাতেই আমি সম্মত আছি। আমি আর কখনও এ সহরে ফিরিব না, আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা প্রথমতঃ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও; তুমি যে 'বুনিজের' সন্ধান দিয়াছ, তাহা কি মিথ্যা?"

"না মীর সাহেব! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা মিথ্যা নহে; আপনার লোকেরা ত স্বচক্ষে তাহাদের যাত্রার উদ্যম দেখিয়া আসিয়াছে। আপনি এ বিষয়ে কেন সন্দেহ করিতেছেন?"

"তোমাকে যদি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে কত টাকা দিতে পার ? আমি দুই হাজার টাকা চাই।"

"মীর সাহেব ! মীর সাহেব ! দুই হাজার টাকা ! এত টাকা আমি কোথায় পাইব ? আমার যে এক কড়িও নাই।"

মতিরাম ও অন্যান্য কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল "মিথ্যা কথা ! তোমার অনেক টাকা আছে। তুমি অনেক নিরীহ ঠগীকে ঠকাইয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছ। আমাদের কাছেই ত তুমি কতবার টাকা লইয়াছ ! এখন আবার অস্বীকার করিতেছ ?"

আমি বলিলাম, "এই দেখ আমার হস্তে রুমাল রহিয়াছে ; এ রুমালে কি হয়, তাহা তুমি বেশ জান। এখন বল কত টাকা দিতে পার ?"

সে উত্তর করিল, "যাহা চাহিতেছেন, তাহাই দিব। আমি ভবানীর কুঠার স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই টাকা দিব।"

আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম, "তাহা হইলে তুমি আমার হস্তে না মরিয়া আমিই তোমার হস্তে মরি। তোমার টাকা কোথায় লুকানো আছে, বল দেখি।"

"আপনি ইচ্ছা করিলে আমায় হত্যা করিতে পারেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

"আচ্ছা তাহাই হউক। দুইজনে উহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া অগ্রে থলিয়াটি কাড়িয়া লও ত।"

দুই জনে আমার কথামত কার্য্য করিলে আমি তাহার গলায় রুমাল পরাইয়া দিলাম। যখন তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায়, তখন সে কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কিঞ্চিৎ আলগা করিয়া দিলাম। সে কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। মৃত্যুভয়ে তাহার বাক্য একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা উহাকে একটু জল দাও, তাহা হইলে সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবে।"

কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাতর স্বরে জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল। আমি ঘৃণাভরে তাহাকে পদাঘাত করিলাম।

অতঃপর কহিলাম, "তোমার টাকা কড়ি কোথায় আছে, এখন বল। রুমালের শক্তি ত একবার অনুভব করিয়াছ, যদি না বল তাহা হইলে নিস্তার নাই। এখনও বল, তোমার টাকাকড়ি কোথায় আছে ?"

"বলুন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন" এই বলিয়া হোটেলওয়ালা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "হাঁ তোমাকে অভয় দিতেছি। সব কথা খুলিয়া বল।

আমার লোক গিয়া টাকাকড়ি অগ্রে লইয়া আসুক, ততক্ষণ তুমি এইখানে থাক; তাহার পর তোমাকে ছাড়িয়া দিব। দেখ আর মিথ্যা বলিও না। আমাদের অধিক সময় নাই, যদি টাকা না পাই, তাহা হইলে রুমালের শক্তি ত বুঝিয়াছ, তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই।"

লোকটি কহিল, "মতিরাম কোথায়? সে জানে যেখানে টাকাকড়ি আছে।"

মতিরাম অগ্রসর হইয়া তাহার সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল "মিথ্যাকথা! আমি কিছুই জানি না। তুমি বলিতে চাও যে, তোমার ঐ সমস্ত পাপকার্য্যের আমি একজন অংশী?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তুমি সে স্থান জান। তবে সেই স্থানেই যে টাকা আছে, তাহা তুমি অবশ্য জান না। নগরের অপর প্রান্তে একটি আমগাছ আছে জান। সেই গাছটিতে একটি খুব বড় গর্ত্ত আছে। সেখানে তুমি গণেশের দরুণ আমার প্রাপ্য টাকা রাখিয়া গিয়াছিলে।"

মতিরাম উত্তর করিল, "হাঁ সে স্থান ত বেশ ভাল করিয়া জানি।"

"হাঁ, তবে যাও, সে গর্ত্তের ভিতর হাতখানেক মাটি খুঁড়িতে হইবে। সেই খানেই আমার যথাসর্ব্বস্ব সোণা রূপা অলঙ্কার সমস্তই আছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তুমি আমার কথা পালন করিয়াছ; যাহা হউক, নিস্তার নাই। তুমি মহা পাপিষ্ঠ। তোমার জন্য কবর প্রস্তুত করা হইয়াছে। তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ভবানী আজ তোমাকে আমার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন।'

এই বলিয়া আমি ঘৃণাভরে তাহার মস্তকে থুৎকার করিলাম। আমার দেখাদেখি অন্যান্য সকলে আমার অনুবর্ত্তন করিল। তৎপরে তাহাকে ধরিয়া রুমালের সাহায্যে তাহার প্রাণনাশ করিলাম।

তাহার মৃতদেহ প্রোথিত হইল। কবরস্থান বেশ সমান করিয়া তাহার উপর উনান খুঁড়িয়া আগুন জ্বালা হইল। দেখিতে দেখিতে সে স্থানটি এমন ময়লা হইয়া গেল যে, দেখিলে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না।

অতঃপর মতিরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মতিরাম! তুমি আর বিলম্ব করিও না, দশ জন লোক সঙ্গে লইয়া শীঘ্র গুপ্তধনের সন্ধানে যাও। সম্ভবতঃ সে মিথ্যা কথা বলে নাই। ভবানীর কৃপায় তাহার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এবার খুবই লাভ হইবে বলিয়া মনে হয়।"

মতিরাম ফিরিয়া আসিল। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। মতিরাম যে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া আসিল, তাহার পরিমাণ খুবই অধিক। আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমরা সহর হইতে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথে একস্থানে সকলে উপবেশন করিলাম। ভবানীর অর্চ্চনা করিয়া

যথাবিধি গুড় খাওয়া গেল। আমরা 'তর্পণীর পর যখন গুড় খাইতেছি, তখন একজন গুপ্তচর আসিয়া বলিল, "সওদাগর নগর হইতে বাহির হইয়াছে, এই রাস্তা ধরিয়াই আসিতেছে। আমাদের দ্বিতীয় গুপ্তচর, যাহার নাম ভিখারী, সে সওদাগরের ভৃত্য হইয়া তাহার সঙ্গে আসিতেছে। রাত্রিতে পাহারা দেওয়াই তাহার কাজ। জব্বলপুর পর্য্যন্ত সে সওদাগরের সঙ্গে যাইবে, এইরূপ যুক্তি হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ অতি উত্তম হইয়াছে ; আমাদের আর এখানে বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। চল, আমরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া পড়ি। এখন দিন কয়েক যেন সওদাগরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হয়।"

তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্রামস্থানের পর বিশ্রামস্থান উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে তিনদিনকাল ত্বরিত গমনে চলিলাম। পথে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ভবানীর ইঙ্গিতসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। ইঙ্গিতসমূহ বেশ আশাপ্রদ ; উৎসাহে ও আশায় আমাদের সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্থ দিনে সওদাগরের দলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এ প্রকার অপ্রত্যাশিত মিলন যেন নিতান্ত দৈবযোগে হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইলাম। আমাদের ভিখারীও তাহাদের দলে রহিয়াছে। আমি তৎপূর্ব্বেই উত্তমরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সৈনিকের বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। সওদাগর আমরা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছি প্রভৃতি প্রশ্ন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল! আমরা তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আমরা মহানন্দে একত্রে চলিলাম।

সওদাগর লোকটি বেশ স্থূলকায়, কৌতুকপ্রিয় ও সুরসিক। সে নানাপ্রকার হাসির গল্প বলিতে লাগিল, আমরা তাহার কথায় খুব হাসিতে লাগিলাম! এই বিদেশে ও নির্জ্জন বনপথে পথিকগণের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়। দ্বিতীয় বিশ্রামস্থানে উপনীত হইবার পুর্ব্বেই সওদাগরের সঙ্গে এত অধিক আত্মীয়তা ও বন্ধুতা হইয়া গেল যে, আমরা যেন বহুদিন হইতে একত্রে পর্য্যটন করিতেছি। আমাদের পরিচয় যেন অনেক বৎসরের। পরবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইলে আমরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। সওদাগর গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিল, আমরা উপান্তে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

দলের সমস্ত লোক আমার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলে আমি বলিলাম, "কল্য বড় শুভদিন ; কল্য শুক্রবার। কল্যই সমস্ত শেষ করা যাইবে।" কথাবার্ত্তা শেষ হইলে দুইদল লোক অগ্রে পাঠান হইল। একদল লোক কার্য্যসাধনোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিবে, অপর দল কবর খনন করিয়া রাখিবে।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর আমাদের 'ভিখারী' সওদাগরের পক্ষ হইতে আমাদিগকে বলিয়া গেল যে, সওদাগর শীঘ্রই এখান হইতে রওনা হইবেন।

তিনি আপনাদের সহিত একত্রে যাইতে চাহেন। কারণ, পথে কথাবার্ত্তায় সময়ও বেশ কাটিবে, দ্বিতীয়তঃ এতগুলি লোক একত্রে থাকিলে ভয়েরও কোন কারণ নাই।

অতঃপর ভিখারী গোপনে আমাকে বলিল, "আমি সওদাগরকে খুব ভয় দেখাইয়াছি। তাহাকে বলিয়াছি, এই রাস্তা বড় বিপজ্জনক, অনেক পথিকই এই রাস্তায় আসিয়াছিল। তাহাদের অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি বেশ করিয়াছ। সে আমাদের কিছুতেই ছাড়িতে চাহিবে না!"

ভিখারীকে সঙ্গে লইয়া 'জয় ভবানী' শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিতকরতঃ আমরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

অ ষ্টা বিং শ প রি চ্ছে দ

খুনের উপর খুন

'ভিখারী' কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সওদাগরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বিশিষ্টরূপ সৌজন্যের সহিত অভিবাদন করিয়া সওদাগর কহিল, "রাম! রাম! মীর সাহেব! আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছেন। আপনার সহিত একত্রে বড়ই সুখে পর্য্যটন করা গিয়াছে, পথশ্রম একেবারেই হয় নাই।"

আমিও তাহাকে যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিলাম। তদনন্তর আমাদের পর্য্যটন আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ আমাদিগের দলভুক্ত ব্যক্তিগণ কার্য্যসাধনোপযোগী স্থান গ্রহণ করিল। দেখিলাম সকলেই প্রস্তুত, এখন যে কয়জনকে স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য ও কবর খনন করিবার জন্য পূর্ব্বে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে একজন গুপ্তচরের ফিরিয়া আসার অপেক্ষা। আমি সোৎসুক নয়নে পুরোবর্ত্তী পথের দিকে চাহিয়া আছি, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি 'এই বুঝি আসিতেছে।' সাহেব! এই সময়ে ঠগীদিগের মনের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক দল মনুষ্যকে হত্যা করিব বলিয়া চিত্তে যে কোন প্রকার করুণার বা সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা নহে। এ প্রকার ভাব যে সকল কোমলচিত্ত ব্যক্তির মনে উদয় হয়, তাহারা ঠগী

সম্প্রদায়ের উপযুক্ত লোকই নহে। সে সময়ে মনে কেবলমাত্র এই চিন্তা হয়, এখন নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইলে হয়। ভয় হয়, পাছে সহসা কোন প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়, কোনও পথিক-সম্প্রদায় আসিয়া পড়ে। সওদাগর অত্যন্ত উল্লাসের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতেছিল, পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্যসমূহের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। আমি তাহার কথার প্রয়োজনমত উত্তর দিতেছিলাম বটে, কিন্তু আমার মন তখন ঐ সমস্ত উদ্বেগপূর্ণ চিন্তায় অভিভূত ছিল। আমি যে তেমন আন্তরিকতা ও মনোযোগের সহিত সওদাগরের সহিত কথোপকথন করিতেছি না, অন্যমনস্ক ভাবে অন্য বিষয় চিন্তা করিতেছি, সওদাগর তাহা বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ এইরূপ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি "তেমন কিছু নয়, তেমন কিছু নয়" প্রভৃতি বলিয়া পুনরায় সওদাগরের সহিত কথোপকথনে মনোনিবেশ করিলাম।

আমি একটি কৌতুকপূর্ণ কথা বলায় সওদাগর প্রাণ খুলিয়া কিয়ৎক্ষণ হো হো করিয়া হাসিল ও কহিল, "মীর সাহেব! এই ঠিক আপনার মত কথা হইয়াছে; এইবার আপনি আত্মপ্রকৃতিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এতক্ষণ আপনি গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে কি যেন একটা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। আজ সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছেন, বলুন দেখি? বোধ হয় কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত লোককে দেখিয়াছেন, সেই জন্যই এতক্ষণ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "কাহার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে কি জানেন শেঠজি, মানবের মন সকল সময় একরূপ থাকে না। আমার মন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল; আমি বাড়ীর কথা ভাবিতেছিলাম।"

সওদাগর কহিল, "এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন আপনিও নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, আমিও ফিরিয়া যাই। পর্য্যটন করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। অনেক দিন হইতে একটা শুভদিন দেখিয়া বাহির হইব বলিয়া বসিয়াছিলাম। শুভদিন আর পাওয়া গেল না। শেষে বাধ্য হইয়া একটা যেমন-তেমন দিন দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। একমাস পূর্ব্বে আমার বাহির হইবার কথা ছিল, জ্যোতির্ব্বিদ্ পঞ্জিকা দেখিয়া বারণ করিলেন, বলিলেন দিন ভাল নয়। আজ ভাল নয়, কাল ভাল নয়, এই প্রকারে একমাস হইয়া গেল; আর অপেক্ষা করাও চলে না, কাজেই জ্যোতিষীর নিষেধ সত্ত্বেও যাত্রা করিলাম। পথে কত ভয়। এখন চোর, ডাকাত, ঠগী প্রভৃতির হস্ত হইতে নারায়ণ রক্ষা করিলেই মঙ্গল।"

আমি উত্তর করিলাম "ভগবানের নিকট আমারও ঐ প্রার্থনা। আমি এখন কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছি, সেখানে গিয়া যে কিরূপ কাজ জুটিবে, তাহার ত কিছু স্থিরতা নাই। এক এক সময় এমন কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে, একেবারে প্রাণান্ত। এখন ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর। আচ্ছা, কেহ কেহ

বলে পথে ঠগী থাকে। সে কি রকম বলুন দেখি? আমি এই ঠগী কথাটা নূতন শুনিতেছি। সে আবার কি রকম?

সওদাগর কহিল "মীর সাহেব! ঠগীদের সমস্ত বিবরণ আমি জানি না; তবে লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি, তাহারা নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অসতর্ক পথিকদের করায়ত্ত করে এবং তাহাদের বিনাশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। আরও শুনিয়াছি, তাহাদের দলে অনেক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। এই সব স্ত্রীলোক যেন নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়াছে—এই ভাবে পথে পড়িয়া থাকে। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া যদি কোনও পথিকের দয়া হইল, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ আর কি! এই সব স্ত্রীলোকের কাছে বশীকরণের অনেক তন্ত্রমন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে পথিক একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। এই সময় অন্য লোকে যদি ঐ স্ত্রীলোকটিকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বলে, তাহা হইলেও সে কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। মায়াবিনীর এমনই মোহিনী মায়া! তাহার পর ঠগীদলের অন্যান্য লোক আসিয়া প্রেমমুগ্ধ পথিককে অনায়াসেই সংহার করে। এই সব প্রকাশ্য রাজপথে অনেক ঠগী প্রভৃতি আছে; অনেক সময়েই লোকে বাড়ী হইতে বিদেশে যাত্রা করে, কিন্তু আর তাহারা ফিরিয়া আইসে না। তবে আমার ভয় নাই; আপনারা অতি সজ্জন। যখন আপনাদের সঙ্গ পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা কি?"

সওদাগরের মুখে ঠগীদের এই সব বিবরণ শুনিয়া আমি মনে মনে খুব হাসিলাম; মনে করিলাম, এই সমস্ত রাস্তা হইতে যে সব পথিক হারাইয়াছে, তাহা গণেশ জমাদারের কীর্ত্তি। যাহা হউক, হাসিতে হাসিতে সওদাগরকে কহিলাম, "শেঠজি! আমাদের কিছু ভয়ের কারণ নাই। এই সব ঠগী যদি অসাবধান পথিককে পথে একাকী পায়, তাহা হইলেই তাহাকে আক্রমণ করে। আমাদের এত বড় দল দেখিয়া কেহই সাহস পাইবে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম একজন গুপ্তচর আমাদের অপেক্ষায় অদূরে বসিয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, সওদাগরের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছে। আমি তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সওদাগরকে কহিলাম, "ঐ যে ওখানে আমাদের দলের একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। ও ব্যক্তি এত আগে কি প্রকারে আসিল? বোধ হয় কোনও কারণে রাত্রি থাকিতে থাকিতে আমাদের পুর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

ইত্যবসরে লোকটি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে ও সওদাগরকে যথোচিত অভিবাদন করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে আমির সিং! তুমি এত আগে কোথা হইতে আসিলে? তুমি যে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি।"

লোকটি বড়ই চতুর ও প্রত্যুৎপন্নমতি। এই সমস্ত গুণ না থাকিলে ঠগীদলে গুপ্তচরের কার্য্যই বা কি প্রকারে করিবে? সে উত্তর করিল, "ওঃ! কাল পায়ে একটা ভয়ানক কাঁটা ফুটিয়াছে। ভাবিলাম, তাড়াতাড়ি চলিতে পারিব না, আর আপনারাও কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন না। সেই জন্য দলের আর কয়েক জন লোককে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাহির হইয়া পড়ি। আস্তে আস্তে এতদূর আসিয়া আর চলিতে পারিতেছি না, পায়ে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। এখন একটা ঘোড়া না হইলে ত আর কিছুতেই চলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা তোমাকে একটা ঘোড়া দেওয়া যাইতেছে। যে ঘোড়াটার পিঠে আমার জিনিসপত্র আছে, তুমি সেই ঘোড়াটা লও। আর পথে একটা নাপিত খুঁজিয়া একবার তোমার পা দেখাইবারও বন্দোবস্ত করিতেছি। তোমার সব সঙ্গীরা কোথায়?

আমির সিং উত্তর করিল, "এখান হইতে আধ ক্রোশ দূরে একটি ছোট নদী আছে, তাহারা সেইখানে হাতমুখ ধুইয়া অপেক্ষা করিবে। আমি আর তাহাদের সহিত চলিতে পারিলাম না, আপনাকে এই সংবাদ দিবার জন্য তাহারা আমাকে এইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল।"

আমি বলিলাম, "ভাল কথা; নিকটে জল পাওয়া যাইবে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সেখানে হাতমুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাইবে। কি বলেন, শেঠজি? আপনাদের শাস্ত্রেও ত প্রাতঃকালে-স্নান আহ্নিকের ব্যবস্থা আছে! ব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মেরই একরূপ।"

শেঠজি উত্তর করিল, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! অতি উত্তম প্রস্তাব। আমারও মুখ শুকাইয়া আসিতেছে। এখন পর্য্যন্ত আমার মুখ ধোওয়া হয় নাই। চলুন ঐ নদীতীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাইবে। ক্ষুধাও পাইয়াছে। আমার নিকট কিছু মিষ্টান্ন আছে, চলুন মীর সাহেব, দুইজনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলযোগ করা যাইবে।"

আমি বলিলাম "ভাল কথা! আমিও প্রায়ই সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখি। কিন্তু আজ আর কিছু সংগ্রহ করিয়া আনা হয় নাই।"

চর যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য; নদী সে স্থান হইতে আধ ক্রোশও নহে। আমরা শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের দলের লোকগুলি নদীতীরে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে দেখিলাম।

যে সমস্ত ঠগী কবর খনন করে, তাহাদিগকে 'বেল্‌হা' বলে। আমি 'বেল্‌হা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভিল্ মান্‌জে?' অর্থাৎ কবর খনন হইয়াছে?"

সে উত্তর করিল, "মান্‌জে" অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছে।

সওদাগর আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল, বোধ হয়

আহারের পাত্রসমূহ ধৌত করা হইয়াছে কি না এই কথা আমার অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এই জন্য সে ভদ্রতা করিয়া আমাকে বলিল, "আপনার পাত্রসমূহ যদি পরিষ্কার করা না হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? আমার অনেক জিনিস আছে, আপনার যাহা প্রয়োজন হয় দিতে পারিব।"

আমি উত্তর করিলাম, "না, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না; আমার ভৃত্য সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছে।"

আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। সকলেই ব্যস্তভাবে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিল! স্বচ্ছতোয়া নদী, তর্‌তর্ শব্দে দিবালোকে প্রতিফলিত হইয়া বন্যকুসুমগন্ধামোদিত মন্দ সমীরণে নাচিয়া নাচিয়া উপলশয্যার উপর দিয়া প্রবাহিতা। আমি উত্তমরূপে দেখিলাম যে, আমাদের দলের লোকগুলি ব্যস্তভাবে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছে বটে কিন্তু কেহই স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, সকলেই প্রস্তুত হইয়া আছে, এখন আমার আদেশের অপেক্ষা। একজন 'বেল্‌হা' আমাকে এক ঘটি জল আনিয়া দিল। আমি তাহাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে কতদূরে ভিল্ প্রস্তুত করা হইয়াছে?"

সে উত্তর করিল, "অতি নিকটেই, ঐ সমস্ত ঝোপের মধ্যে। এ স্থানটি অতি উত্তম, আর আমাদের সুপরিচিতও। গত বৎসর গণেশ জমাদার এই স্থানে একটি মূল্যবান 'বুনিজ' আনিয়াছিল। তবে আর বিলম্ব করিবেন না, অনেক বেলা হইয়াছে। অন্য দিক হইতে যে সমস্ত পথিক আসিতেছে, তাহারা কেহ কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। এ পথে আর কোথাও জল নাই, কাজেই সকলেই এই স্থানে বিশ্রাম করে।"

আমি বলিলাম, "তবে আর কি? আমি প্রস্তুত। লোকজনও সকলেই প্রস্তুত। আমি সওদাগরের নিকট গিয়া যেমন দাঁড়াইব, অমনি বুঝিবে এইবার আদেশ হইবে।" এই বলিয়া আমি সওদাগরের অভিমুখে চলিলাম।

যখন মতিরামের সমীপবর্ত্তী হইলাম, তখন সে কহিল, "আপনি ঝির্নি দিতে আর অকারণ বিলম্ব করিতেছেন কেন? আমরা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ঠিক থাক, আমার স্থানে গিয়াই ঝির্নি দিব।"

মতিরাম সওদাগরের দলের যে লোকটির পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে আমাদের দুইজনকে এক বিচিত্র ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া একবার আমাদের প্রতি চাহিল। যাহা হউক, সে কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া পুনরায় দন্তধাবন করিতে লাগিল।"

শেঠজি জলেই দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলাম, "একি শেঠজি! আপনি এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? এখানকার জল ভয়ানক ঘোলা। চলুন, আমার সঙ্গে আগাইয়া চলুন। ঐ ওখানে জল বেশ স্বচ্ছ ও গভীর।"

শেঠজি আমার অনুবর্ত্তী হইল, আমি তাহাকে নদীর ঠিক মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত গভীর জলের সমীপে আনিয়া ঝির্নি দিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে শেঠজির মৃতদেহ আমার চরণপ্রান্তে পতিত হইল।

সওদাগর ও তাহার দলের সমস্ত লোকগুলির মৃতদেহ সৈকতপৃষ্ঠে নিপতিত হইলে আমরা নিশ্চিন্তমনে দন্তধাবন, মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই। এইটুকু আমাদের মূর্খতা হইল— এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। দেখিলাম, দুইজন পথিক সেই দিকে আসিতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি চাদর দিয়া মৃতদেহগুলি ঢাকিয়া ফেলিলাম। দলের লোকদের ডাকিয়া বলিলাম, "কেহ বসিয়া পড়, কেহ শুইয়া পড়, সকলেই যেন ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ।" সকলেই আমার কথামত কার্য্য করিল। সমীপবর্ত্তী হইলে দেখিলাম, পথিক দুইজন অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাদিগকে বধ করিয়া লাভ নাই। আমি পীর খাঁকে বলিলাম, "ইহাদিগকে মারিয়া কাজ নাই; ইহাদের ছাড়িয়া দাও।" পীর খাঁ কিন্তু কিছুতেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

পীর খাঁ কহিল, "উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন? আপনি কি পাগল হইয়াছেন? আপনি কি বুঝিতেছেন না যে, ইহারা বাহিরে যতই ভালমানুষী করুক না কেন, মনে মনে আমাদের সন্দেহ করিতেছে? মৃতদেহ দেখিলেই বুঝিতে পারে, ইহা মৃতদেহ। আবার দেখুন, আমাদের দলের দুই একজন লোকের সহিত উহারা কথা কহিতেছে; উহারা ঠিক 'বুনিজ'; দেবী উহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "বেশ, তোমার কথামতই কার্য্য হউক। তবে, আরও লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে!"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "না, এখন শীঘ্র শীঘ্র আর অন্য লোক আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই লোক দুইটি পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থান হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়— সেই জন্যই এত সকাল সকাল এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। চলুন, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

এই বলিয়া উভয়ে উহাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম, "সেলাম! আপনারা এত সকাল সকাল কোথা হইতে আসিতেছেন? পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থান এখান হইতে কতদূর?"

একজন লোক উত্তর করিল, "এখান হইতে পাকা সাত ক্রোশ রাস্তা; আপনাদের সেখানে পহুঁছিতে অনেক বেলা হইবে। আমরা বড় ব্যস্ত, আমাদের আর এখানে বিলম্ব করিবার সময় নাই।"

আমি বলিলাম, "দাঁড়াও, পলাইও না। তোমরা যে গ্রামে কল্য রাত্রিতে ছিলে, সে গ্রামে আর কয়জন পথিক কল্য রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেছিল?"

দ্বিতীয় লোকটি আমার প্রশ্নে অত্যন্ত ভীত হইল বলিয়া মনে হয়। সে কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আর দুই জন। আপনি এ কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

"তুমি ঠিক জান, আর অধিক লোক ছিল না।"

"হাঁ, ঠিক জানি ; আমরা একত্রে জব্বলপুর হইতে যাত্রা করি। কল্য রাত্রিতে একস্থানেই ছিলাম।"

"তাহারা তোমাদের কতখানি পশ্চাতে আছে ?"

"তাহারা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়, কারণ আমরা একত্রে বাহির হইয়াছি, পথে তাড়াতাড়ি চলিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ভাল, তাহারা যতক্ষণ না আইসে ততক্ষণ এইখানে বসিয়া থাক।"

উভয়েই বলিল, "কেন ? পথিকদের আটকাইয়া রাখিবার আপনার কি অধিকার আছে ? না, আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "দেখ, আদেশ অমান্য বরিলে বিপদে পড়িবে! তোমরা আমাদের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের সাজা পাইতে হইবে।"

"কি সাজা পাইতে হইবে ? তোমরা কি চোর ? যদি চোর হও, তবে এই লও— যাহা কিছু আছে সমস্ত দিতেছি।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "না আমরা চোর নহি, তদপেক্ষাও ভয়ানক।"

একজন পথিক অপরকে বলিল, "তবে ভাই ঠিক হইয়াছে, যাহা অনুমান করিতেছিলাম, তাহাই ঠিক! ইহারা ঠগী, এই দেখ এই লোকগুলিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ যথার্থই অনুমান করিয়াছ। তোমাদেরও ঐ দশা হইবে।"

দেখিলাম, লোক দুইটি অত্যন্ত দরিদ্র ও নিতান্ত নিরীহ। কি জানি কেন, মনে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যাহা হউক, দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা একেবারে অবৈধ। পীর খাঁকে বলিলাম, "তোমার অনুমানই যথার্থ। উহারা ঠিক সন্দেহ করিয়াছে। যদি মৃতদেহগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলা হইত, তাহা হইলে আর অকারণ ইহাদের বধ করিতে হইত না। যাহা হউক, এখন আর উপায় নাই।"

পীর খাঁ ও অন্য এক জনের উপর ভার দিয়া আমি চলিয়া গেলাম। আমার আদেশমত লোক দুইটি সেই স্থানেই বসিয়া ছিল। বলিবামাত্র তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘাড় বাড়াইতে বলিবামাত্র সভয়ে ঘাড় বাড়াইয়া দিল। নিরীহ মেষের ন্যায় তাহারা রুমালের সাহায্যে ভবলীলা শেষ করিল! দেখিতে দেখিতে অন্য

পথিক দুই জন আসিয়া পড়িল। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন যুবক। আমি ও মতিরাম তাহাদের কার্য্যও শেষ করিলাম।

অনন্তর মৃতদেহগুলি যথাযথ প্রোথিত হইলে আমরা তথা হইতে গাত্রোত্থান-করতঃ অগ্রসর হইলাম। এই কার্য্যে আমাদের বেশ লাভ হইল। নগদ চারি হাজার তিন শত টাকা, ছয়খানি মূল্যবান শাল ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গেল। পরবর্ত্তী চারি জন পথিকের নিকট একুনে এক শত টাকা পাওয়া গেল। ভাবিলাম মন্দ কি?

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আশার শেষ নাই

জব্বলপুর ও নাগপুরের মধ্যবর্ত্তী দেশ একেবারে বনময় ও অকর্ষিত। ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া যাই, কিন্তু গ্রাম আর দেখিতে পাই না। পথ প্রস্তরময় ও নিরতিশয় বন্ধুর। পথের উভয়পার্শ্ব বরাবর ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানী সমাবৃত। এই অঞ্চলের যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহাতে ইহা ঠগীদিগের ব্যবসায়ের বেশই উপযোগী। এই ভূভাগের মধ্যে ঠগীরা যত কার্য্য করিয়াছে, এই প্রদেশের অন্য কোনও স্থানে তত করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের নিতান্তই দুরদৃষ্ট, আমরা জব্বলপুরে একটিও বুনিজের সন্ধান পাইলাম না। পথে বড়ই ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। হস্তে কোন কার্য্য না থাকিলে চিত্তে সুখ থাকে না; কাজেই পর্য্যটনে বড়ই ক্লেশ হয়। আমরা দ্বিতীয় বিশ্রামস্থানে উপনীত হইলে পর মতিরাম বুনিজের সন্ধানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল ও হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, পণ্যশালার সম্মুখে একজন পথিকের একখানি পাল্কি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পাল্কির সহিত বাহক ও কয়েকজন সৈনিকপুরুষও রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, এই পাল্কিখানি কোন পথিকের। মতিরাম আরও বলিল, "এই পথিক যে ধনবান ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বলি, মীর সাহেব, আপনি একবার যাইয়া উহার সমস্ত সংবাদ জানিয়া আসুন।"

মতিরামের কথামত আমি অতি সুন্দর ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। একজন ঠগী হুকা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এই প্রকারে ধীর পাদ-বিক্ষেপে আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মতিরামের বর্ণিত সেই

পাল্কিখানি ও সেই সব লোকজন তখনও সেই স্থানে রহিয়াছে। এই স্থানের সম্মুখে এক তাম্বুলির দোকান। তাম্বুলির নিকট সংবাদ পাওয়া যাইবে এই ভাবিয়া আমি তাহার দোকানে গিয়া পান কিনিলাম ও তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

আমি বলিলাম, "ভায়া! তোমাদের এ দেশ বড়ই ভয়ানক। মনুষ্যের বসতি অত্যন্ত অল্প।" তাম্বুলি বলিল, "সত্যই তাই। আপনাদের ন্যায় দুই একজন পথিক আসেন বলিয়াই দোকানে যাহা দু-এক পয়সা বিক্রয় হয়।"

আমি কহিলাম, পথিকই বা অধিক কই? আমি ত জব্বলপুর হইতে আসিতেছি, পথে একজন পথিকের সহিতও দেখা হয় নাই।"

সে উত্তর করিল, "হাঁ, এখন এই সব পথে তেমন লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। আর একমাস পরে দেখিবেন, অনেক লোক গতায়াত করিতেছে।" অতঃপর সম্মুখবর্ত্তী দোকানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই এতদিন পরে সবে এই একজন পথিক দেখিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটি কে? এ ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? কই, পথে ত উহাকে দেখি নাই?"

তাম্বুলি উত্তর করিল, "তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। যেই হউক, আমার আর তাহা জানিয়া প্রয়োজন কি? আমার নিকট এক টাকার পান কিনিয়াছে, এইমাত্র বলিতে পারি।"

দেখিলাম তাম্বুলির নিকট কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে না, কাজেই তথা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এক বেণিয়ার দোকানে প্রবেশ করিলাম। প্রথমতঃ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে কয়েকটি কথা কহিয়া তাহাকে এই পথিকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিছুই জানিত না, এইমাত্র কেবল জানিত যে, একজন ক্রীতদাসী তাহার দোকান হইতে কিছু আটা কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। বেণিয়া বলিল, "লোকটি একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এইরূপ কথা লোক পরম্পরায় শুনিতেছি। ইনি এখন গোপনে কোন স্থানে যাইতেছেন, পথে বিশেষ কোন কারণে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। মোট কথা, সাহেব, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।"

আমি মনে করিলাম, বড়ই আশ্চর্য্য কথা। এই সামান্য স্থানে এমন সুন্দর একখানি পাল্কি আসিয়াছে, সঙ্গে আট জন বাহক, কয়েকজন সৈনিক, অথচ কোনও লোকের এ বিষয়ে কৌতূহল নাই! লোকটি কে? ভাবিলাম, ফের তাম্বুলির দোকানেই ফিরিয়া যাই। সেখানে বসিয়া থাকিলে অন্ততঃপক্ষে লোকটিকে দেখিতেও পাওয়া যাইবে।

তাম্বুলির দোকানে আসিয়া বসিলাম। আমার ভৃত্য আমাকে তামাকু প্রস্তুত করিয়া হুকা আনিয়া দিল। আমি তামাকু সেবন করিতে করিতে ভাবিতে

লাগিলাম, এই নূতন পথিকের দলভুক্ত কোন না কোন লোক শীঘ্রই এদিকে আসিবে এবং তাহার নিকট সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমাকে অধিকক্ষণ বিফলে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। আমি দেখিলাম, তাহাদের দলের দুই একজন লোক এদিক ওদিক গতায়াত করিতেছে। দেখিলাম, পাল্কির সম্মুখে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে। বসিয়া আশা করিতেছি, সম্ভবতঃ শীঘ্রই কোন সুন্দরীর উজ্জ্বল ও মধুর দৃষ্টি আমার নয়নে পতিত হইবে— আমি এই আশায় এক দৃষ্টিতে পর্দ্দার দিকে চাহিয়া রাহিলাম। অনেকক্ষণ পরে পর্দ্দা কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য একখানি অতি সুন্দর মুখ আমার নয়নপথে পতিত হইল। পর্দ্দা আবার টানিয়া দেওয়া হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ মূর্ত্তি কে? পাল্কির চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি লোক গল্প করিতেছিল; একবার ভাবিলাম, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; পুনরায় ভাবিলাম, নিজে গিয়া জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের মনে সন্দেহ হইতে পারে। মনে হইল, যাত্রী ত স্ত্রীলোক, আর স্ত্রীলোক লইয়া আমার প্রয়োজন কি? আমার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রীলোককে ত বুনিজ করিবই না, বরং কোন দলের যদি স্ত্রীলোক থাকে, তাহা হইলে সে দলেও হস্তার্পণ করিব না।

আমি আর তথায় বিলম্ব করিলাম না, শিবিরাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম; মনে মনে স্থির করিলাম, রাত্রি প্রভাত হইলেই এখান হইতে রওনা হইব। মনে হইল, এ রমণী নিশ্চয়ই সৎকুলোদ্ভবা, সম্ভবতঃ স্বামী-সন্নিধানে গমন করিতেছে। ভগবান করুন, এই অসহায় অবলার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছাও যেন আমার চিত্তে জাগ্রত না হয়! সহসা আজিমার প্রেমোজ্জ্বল মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল, যদি আজিমা আমাদের অপেক্ষা অল্পধর্ম্ম বুদ্ধিসম্পন্ন দস্যুদলের হাতে দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হয়! ভাবিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু সাহেব! মানবচিত্তের প্রতিজ্ঞা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ক্ষণস্থায়ী ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া এই মনুষ্য শত শত সৎসংকল্প করিতেছে, আবার মুহূর্ত্তকাল পরে লালসার তাড়নায়, কুপ্রবৃত্তির ছলনায়, বিপথে বিতাড়িত হইতেছে প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও ঐ রমণীর সুন্দর মুখখানি পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, এমন যাহার রূপ, কে না তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে? আমি কিছুতেই আর সে রূপ ভুলিতে পারি না। ভুলিবার জন্য সঙ্গিগণের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই আর ভুলিতে পারি না। মনে হইতে লাগিল, যাই আর একবার দেখিয়া আসি।

এই প্রকারে সমস্ত দিন যাপন করিলাম। একবার মনে করিতেছি, এ প্রলোভন সংবরণ করাই উচিত; আবার মনে হইতেছে, যাই, একবার প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি। সমস্ত দিন আমার চিত্তের স্থিরতা ছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে

সহসা দেখিলাম, একটি ক্রীতদাসী বালিকা আমাদের শিবিরাভিমুখে দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে আগমন করিতেছে। বালিকা কে, জানিবার জন্য আমিও তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তবে তাহার সহিত কথা কহিবার আমার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে কোন কথা বলিলাম না। সেও আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম, সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে, শীঘ্রই সে আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব! আমার দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন। আমি একজন লোককে খুঁজিবার জন্য এখানে আসিয়াছি; আপনার আকৃতি দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনিই সেই লোক।"

আমি বলিলাম, "কি বলিবে নির্ভয়ে বল। আমার দ্বারা তোমার যদি কিছু কার্য্য থাকে বল, আমি সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করিব।"

সে উত্তর করিল "আমি যাঁহাকে খুঁজিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, আপনিই তিনি কি না, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আপনি যদি একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি নির্ণয় করিতে পারি। আচ্ছা, আপনি অদ্য সকালে কিছুক্ষণ তাম্বুলির দোকানে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ সুন্দরী! আমিই ধূমপান করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? ইহা ত কোনরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা নহে!"

বালিকা চতুরতার সহিত উত্তর করিল, "না, আমি তাহা বলি নাই। সেই সময়ে কোন লোক আপনাকে দেখিয়াছে। সে আবার আপনাকে দেখিতে চাহে, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে আমার সহিত আসুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা সে লোকটি কে? পুরুষ, না নারী? আমি একজন পথিক, আমার সহিত তাহার প্রয়োজনই বা কি?"

বালিকা উত্তর করিল, "আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে হুকুম নাই, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। তবে আপনার চরণে আমার ঐকান্তিক মিনতি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। কার্য্যটি বড়ই প্রয়োজনীয়। আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আচ্ছা চল, আমি তোমার অনুগমন করিতেছি।"

সে বলিল, "আচ্ছা, তবে আমার কাছাকাছি আসিবেন না, একটু দূরে দূরে আসুন। আমি যে বাড়ীতে প্রবেশ করিব, আপনিও ঠিক সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন। এরূপ নির্ভীক ভাবে প্রবেশ করিবেন যেন লোক দেখিয়া মনে করে—আপনিই এ বাড়ীর কর্ত্তা।"

আমি তাহার অনুবর্ত্তন করিলাম। অদৃষ্টের কি আশ্চর্য্য বিধান, আমার মনে হইতেছিল যে কার্য্যটি ভাল হইতেছে না, ইহার পরিণাম ভাল হইবে না! ইচ্ছা

করিলে আমি ইহা পরিহারও করিতে পারিতাম। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিতে পারে ? আমি ক্রীতদাসীর পশ্চাৎ চলিলাম।

ক্রীতদাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে দূরে গ্রাম ও বাজার অতিক্রম করিয়া চলিলাম। প্রাতঃকালে ঠিক যে বাড়ীর সম্মুখে আমি বসিয়াছিলাম, ক্রীতদাসী ঠিক সেই বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। আমি বাড়ীর কর্ত্তার মত অভ্যন্তরে নির্ভীক-ভাবে ও অসঙ্কোচে গমন করিলাম। মধ্যপথ হইতে ক্রীতদাসী আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে এক অজ্ঞাত কুলশীলা পরমা সুন্দরী যুবতীর সম্মুখবর্ত্তী হইলাম।

আমি অভিবাদন করিয়া কহিলাম, "সুন্দরী! আপনার দাস আপনার চরণমূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

সুন্দরী মৃদু ও কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আপনি বসুন; আপনার নিকট আমার কিছু প্রার্থনা আছে।"

আমি কিঞ্চিৎদূরে কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম।

সুন্দরী কহিল, "আপনি বিদেশী লোক, আপনি আমাকে হয়ত অত্যন্ত সাহসী ও লজ্জাহীনা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। আপনাকে এ প্রকারে একেবারে আমার কক্ষাভ্যন্তরে ডাকিয়া আনায় আপনি নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! কি করিব ? আমি বিধবা, সহায়হীনা। আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনি কোন দিকে যাইতেছেন ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমরা নাগপুরে যাইতেছি। রাত্রি প্রভাতে এখান হইতে রওনা হইব। কল্য আমরা জব্বলপুর হইতে এখানে আসিয়াছি।"

সুন্দরী কহিল, "আমিও জব্বলপুর হইতে আসিতেছি, আমিও নাগপুর যাইব। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় ভদ্রলোকের সঙ্গ পাইলাম।"

আমি বলিলাম, "আমরা একই রাস্তায় আসিতেছি, অথচ আপনার সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।"

সুন্দরী কহিল "না, আশ্চর্য্য কিছুই নহে; আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আপনাদের সঙ্গ লইবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় পরিশেষে আপনাদের সঙ্গ পাইয়াছি। শুনিলাম আপনাদের দলে অনেক লোক আছে। আপনারা যদি আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লয়েন, তাহা হইলে আর আমার কোন উদ্বেগ বা ভয় থাকে না।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি আপনার যতটুকু সাহায্য করিতে পারি, প্রাণপণ পরিশ্রমে তাহা করিতে ত্রুটি করিব না।

খুব ভোরের সময় আপনাকে জাগাইবার জন্য আমি একজন লোক পাঠাইয়া দিব। আপনাকে সঙ্গে না লইয়া আমরা এ গ্রাম হইতে যাইব না।"

সুন্দরী আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত আমাকে সেলাম করিল। আমাকে সেলাম করিবার সময় দৈবযোগে তাহার মুখের অবগুণ্ঠন সহসা আংশিক খসিয়া গেল। প্রাতঃকালে দূর হইতে যে রূপমাধুরী মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সেই রূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। আমি একেবারে অভিভূত হইলাম, কেবল ভদ্রতার অনুরোধে আত্ম-সংবরণ করিলাম, নতুবা তৎক্ষনাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার চরণমূলে নিপতিত হইতাম। দেখিলাম, তাহার গণ্ডদেশ লজ্জায় অরুণাভা ধারণ করিয়াছে। সে যে তীক্ষ্ণ ও পিপাসু দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, তাহাও বুঝিলাম। রমণী পুনরায় অবগুণ্ঠন যথাস্থানে সরাইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ভাবিলাম, এরূপ ঘটনা নিতান্ত দৈববশতঃই ঘটিয়াছে। সুন্দরী আত্মবিবরণী যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। মনে হইল, আর অধিকক্ষণ এখানে বিলম্ব করা ভদ্রতানুমোদিত হইবে না। এই জন্য আর কোন কথা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

সুন্দরী উত্তর করিল, "না, আমার আর কোন কথা নাই, এখন মহাশয়ের নামটি জানিলে কৃতার্থ হইব।"

আমি বলিলাম, "আমার নাম আমির আলি। আমি হিন্দুস্থানবাসী সৈয়দ-বংশসম্ভূত একজন সামান্য ব্যক্তি।"

"আপনি যে সমুন্নত সৈয়দবংশসম্ভূত, তাহা আপনার কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি! ফাজিল! পান আর আতর লইয়া আইস।"

ক্রীতদাসী পান ও আতর লইয়া আসিলে আমি সাদরে এই অভ্যর্থনা-উপহার গ্রহণ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় লইলাম।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, সুন্দরী যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহাই সত্য। সে যখন আমাকে পান ও আতর দিয়াছে, তখনই বুঝা গিয়াছে যে, সে সৎকুলোদ্ভবা। সাধারণ লোকের এ সৌজন্য ধারণাই হয় নাই। মতিরাম ও পীর খাঁ এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আমাকে বিদ্রূপ করিবে। তাহা করুক, আমি তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিব না, হাসিয়া উড়াইয়া দিব। এই সহায়হীনা বিধবা রমণী যাহাতে নিরাপদে নাগপুরে পঁহুছিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে বুঝিতেই পারিবে না যে, নরহত্যা করাই আমাদিগের ব্যবসায়। রাত্রিতে আর কাহাকেও কিছু বলিলাম না। গ্রামে গিয়া আমার অদৃষ্টে কি ঘটিল, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন মতিরাম ও পীর খাঁ করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগকে বলিলাম যে, সে একজন নর্ত্তকী। এই

কথায় তাহারা সন্তুষ্ট হইল। নর্ত্তকীকে 'বুনিজ' করা আমাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ।

রাত্রি প্রভাতে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইলেও যখন আমি বিলম্ব করিতে লাগিলাম এবং শেষে যখন ঐ রমণীর দলের সহিত আমি মিলিত হইলাম, তখন আমাদের দলের লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহাদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমরা উভয় দল একত্রে পর্য্যটন করিব।

মতিরাম ও পীর খাঁ নানা প্রকারে আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমার স্ত্রীলোকটির প্রতি কোনই লোভ নাই। তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিল না, কেবল হাস্য করিতে, ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। আমি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, "দেখ আমাকে বাধ্য হইয়া এই স্ত্রীলোকটির ভার লইতে হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি যে কে, তাহা আমি কিছুই জানি না। সে আমাকে অনুনয় করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সে নবীনা, কি প্রবীনা, রূপসী কি কুৎসিত, কিছুই জানি না। এ সমস্ত সংবাদ সম্ভবতঃ ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে যেই হউক না কেন, আমি তাহাকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আশ্রয়দান করিয়াছি, সে 'বুনিজ' নহে।"

মতিরাম উত্তর করিল "না, না; আপনি রুষ্ট হইতেছেন কেন? আপনার সহিত যদি সময়ে সময়ে একটু বিদ্রূপ রহস্য না করিব, তবে আর কাহার সহিত করিব? আর আপনি যখন আমাদের প্রভু, যখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই পালন করিব বলিয়া বাটী হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি, তখন আপনিই বা আমাদিগকে কেন অকারণ সন্দেহ করিতেছেন?"

দিবা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা একস্থানে বিশ্রাম করিতেছি, আমাদের দলের লোক নিজ নিজ কার্য্যে এ দিক ও ওদিক গিয়াছে, কেহই নিকটে নাই এমন সময়ে সেই ক্রীতদাসী আমাকে ডাকিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। আমি তাহার কথামত তাহার কর্ত্রীর নিকট গমন করিলাম।

আমরা উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাহারও মুখে কথা নাই, রমণী অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী। আমার মনের মধ্যে যে কত প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছিল, তাহা আর কি বলিব? তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকিতে, তাহার সেই রূপ লাবণ্য দর্শন করিতে করিতে আমি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলাম, সমস্তই ভুলিয়া গেলাম।

রমণী পরিশেষে ক্রীতদাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তুমি এখান হইতে কিছুক্ষণের জন্য দূরে যাও; এতখানি দূরে থাকিও যেন আমাদের কথা কিছুমাত্র শুনিতে না পাও। আমার বড়ই গোপনীয় কথা আছে। আমি যদিও তোমাকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করি, তথাপি তোমার এ কথা আর শুনিয়া প্রয়োজন নাই।"

ক্রীতদাসী চলিয়া গেল। শিবির মধ্যে কেবল মাত্র আমরা দুইজন, আর কেহই নাই; তথাপি রমণী মূর্ত্তি নীরব। তাহার এই নীরবতা আমার পক্ষে ক্রমে ক্রমে বড়ই ক্লেশকর হইয়া পড়িল।

পরিশেষে রমণী কহিল, "মীর সাহেব। আপনি আমার বিষয় কি ভাবিতেছেন? আপনি বিদেশী, আপনি যুবক, অথচ আমি আপনাকে ডাকাইয়া আনিয়া এইভাবে বসাইয়া রাখিয়াছি। কি জানি, আপনি কি ভাবিতেছেন? যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয় আর চিন্তা করিয়া লাভ নাই। আমি একজন নবাবের বিধবা স্ত্রী, আগ্‌রার নিকটে আমাদের সম্পত্তি। অল্পদিন হইল নাগপুরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য হায়দরাবাদ গিয়াছিলেন পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার অনেক অর্থ ছিল, আমি দেশে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া এতদিন নাগপুরেই বাস করিতেছিলাম। দেশে যে সমস্ত লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখে অবগত হইলাম যে, আমার এই সম্পত্তি ভোগ দখল করার কোনরূপ বাধা বিঘ্ন হইবে না, আমার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ আমার পক্ষ হইয়া সেই সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন। আমার আত্মীয়গণ আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি দেশে ফিরিব মনে করিতেছিলাম, আমির আলি! এমন সময়ে তোমার সহিত আমার এই সাক্ষাৎ। অবশিষ্ট কথা বলিতে আমার আর সাধ্য নাই, কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইতেছে।"

আমি উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলাম, "সুন্দরী! গোপন করিও না। বল, সকল কথা খুলিয়া বল। কি দারুণ উৎকণ্ঠার অগ্নি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহা আর কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া বলিব?"

সুন্দরী বলিল, "তবে আমাকে সকল কথা বলিতে হইল, কিন্তু কেমন করিয়া বলিব? লজ্জায় যে আমি মরিয়া যাইতেছি। আমি পূর্ব্ব গ্রামে শুনিলাম যে, তুমি আসিয়াছ। আমার বিশ্বাসী ক্রীতদাসী আমাকে সংবাদ দিল যে, অদ্য সে একজন যুবক অশ্বারোহী দেখিল, এমন আর কখনও দেখে নাই। সে তোমার আকৃতি আমার নিকট বর্ণনা করিল। তুমি কেমন নিপুণতার সহিত অশ্বচালনা কর, কেমন তোমার সুন্দর মুখকান্তি, কেমন তোমার মধুর কথা, সমস্তই সে একে একে আমার নিকট বর্ণনা করিল। তাহার মুখে তোমার বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তে বাসনার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমার পূর্ব্ব স্বামী বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি আমার এই রূপলাবণ্য ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন, তাহার আদেশে আমি ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিতে পাইতাম না। লোকমুখে পুরুষের সৌন্দর্য্যের কথা কতদিনই না চিন্তা করিয়াছি, কবে এই অত্যাচারীর হস্ত

হইতে পরিত্রাণ পাইব, কবে স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছায় এ হৃদয় কাহার হস্তে দান করিয়া চিরদিনের মত তাহার চরণে ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব? হঠাৎ যবনিকার অবকাশপথে তোমাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার চিত্তে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা আর কি বলিব? আমি আমার লোকেদের বলিলাম যে, নাগপুরে আমি কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য ফেলিয়া আসিয়াছি, অতএব আমাকে নাগপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিল।"

এই বলিতে বলিতে সুন্দরী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করত আমার চরণমূলে পতিত হইল ও কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমির আলি! আমির আলি! এই আমার আত্ম-কথা—এ বড় লজ্জার কথা! আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রাণের সহিত ভালবাসি। আমার এ ভালবাসা কত গভীর, কত আন্তরিক, তাহা আল্লাই জানেন। তুমি আমারই। হায়! কেন তোমাকে দেখিয়াছি? কেন মজিয়াছি?"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দারুণ প্রেমের ফাঁস

এখন আমার সেইসব পুর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কোথায়? আমি সমস্তই বিস্মৃত হইলাম। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ কিছুই আর রহিল না। সেই রমণীর দৃষ্টিতে দারুণ লালসা জ্বলিতেছিল, আমি সুধা ভ্রমে আত্মহারা হইয়া তাহা পান করিতে লাগিলাম। যতই পান করি, ততই কেমন একটা মত্ততা আসিয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া গাঢ়ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। অনেকক্ষণ আমরা একত্রে বসিয়া রহিলাম। সময়ে সময়ে আমার ধর্ম্মবুদ্ধি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতে লাগিল, কার্য্যটা উচিত হইতেছে না— ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ হইতেছে। পুর্ব্বে সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত প্রতিজ্ঞা লালসার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল! সময়ে সময়ে এইরূপ চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। এ সচ্চিন্তার উদয় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আমি কিছুতেই সেই সুন্দরী যুবতীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিতে পারিলাম না। আমার আলিঙ্গনের প্রতিদানে যুবতীও আমাকে মধ্যে মধ্যে আলিঙ্গন করিতেছিল। এক একবার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাব আমার হৃদয়ে অনুভূত হইতেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই

ভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল, আমার সে দিকে আদৌ মনোযোগ নাই। সে আমার পদমূলে বসিয়াছিল, আমি তাহার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কেবল ভাবিতেছিলাম, এমন রূপ কখনও জীবনে কল্পনাতেই ধারণা করিতে পারি নাই। জোরা অবশ্য খুবই সুন্দরী ছিল, আজিমা তদপেক্ষাও সুন্দরী, কিন্তু এই সরফুণের সৌন্দর্য্য লাবণ্যের তুলনায় তাহাদের রূপ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ স্ত্রীলোকের তুলনায় জোরা বা আজিমার যতখানি শ্রেষ্ঠতা, জোরা ও আজিমার তুলনায় এই সরফুণের শ্রেষ্ঠতাও ঠিক ততখানি। দেখিলাম, আমি তাহার নিকট বসিয়া থাকায় সরফুণ অত্যন্ত সুখবোধ করিতেছে। আমি এই মোহিনীর মোহমন্ত্রে তখন এমনি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, সরফুণ যদি আমাকে তাহার জন্য আমার দলের লোকগুলিকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বলিত, তাহা হইলে আমি তাহা অনায়াসে করিতে পারিতাম। আমি তাহার হস্তে পুত্তলিকা মাত্র; সে যেদিকে চালাইত, সেই দিকেই আমার গতি। সরফুণ বলিল, তাহার অর্থের অভাব নাই। মনে হইল, তবে আমরা কোন দূর— অতি দূর— দেশে চলিয়া যাই; কেহই যে দেশের সংবাদ পাইবে না, সেই অজ্ঞাত রাজ্য এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্বপ্নের আবেশে বিভোর হইয়া এই জীবন একটি উদ্দীপনার সঙ্গীতের মত শেষ করিয়া ফেলিব। সরফুণ কহিল, অর্থের অভাব নাই; তবে আর আমাদের কিসের দুঃখ হইবে? তাহার আত্মীয়গণ প্রয়োজন মত আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিবে।

সরফুণ আমাকে কহিল "দেখ, আমির আলি! তুমি যুবক, জগতে তুমি অপরিচিত, অর্থবলও তোমার অতি সামান্য; সংসারে যদ্যপি যশস্বী হইতে, উন্নতি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়া তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেখ, এই অসুবিধার মধ্যে তোমার অমূল্য জীবন অকারণ অপব্যয় হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে, যাহা চাও, তাহাই দিব, চিরদিন তোমার চরণে ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব। আমি অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি যদি আমার না হও, তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। নিরাশদগ্ধ হৃদয়ে, অপ্রত্যর্পিত প্রেমের দংশনে আমার মৃত্যু অবধারিত। এখন প্রতিজ্ঞা কর, প্রিয়তম! একবার প্রাণ খুলিয়া বল, তুমি আমার হইবে?"

আমি তখন অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি, আমার হিতাহিতজ্ঞান তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার ইচ্ছায় অনুবর্ত্তী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। সাহেব! সে আমার দারুণ প্রলোভন; আমি তাহার বেগের প্রতিকূলাচারী হইতে পারিলাম না।

যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাইবার সময় তাহার মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, পরদিন পুনর্ব্বার তাহার

সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কল্য আর ব্যস্ত থাকিব না, আমরা ধীরভাবে আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিতে পারিব।

আমি আমার ক্ষুদ্র শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম এবং মনের খেদে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। আমি উন্মাদের মত অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলাম, আহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম, আমার সংজ্ঞা যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। আমার অবস্থান্তর দেখিয়া সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া একজন ভৃত্য পীর খাঁকে ডাকিয়া আনিল। আমি পীর খাঁর প্রতি অতি রূঢ় ব্যবহার করিলাম। আমার মনে হইল, আর এ জীবনে প্রয়োজন নাই। আমি মহাপাপী, আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, এ পাপজীবন বহন করা নিতান্ত বিড়ম্বনা, এইভাবে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি বালকের মত রোদন করিতে লাগিলাম। চক্ষুর জলে চিত্তদাহ কথঞ্চিৎ উপশম হইলে মনে হইল সত্যই পীর খাঁ আমার বন্ধু; এই বিপদের সময় পীর খাঁ ঠিক স্নেহময় ভ্রাতার মত আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিবে।

আমি পীর খাঁকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। তৎপূর্ব্বে তাহার প্রতি যে রূঢ় আচরণ করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। সমস্ত কথা, অকপটে তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। পীর খাঁর নিকট সমস্ত কথা বর্ণনা করায় হৃদয়ের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইল; আমিও ধীর ভাবে পীর খাঁর উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া পীর খাঁ কহিল, "মীর সাহেব! ব্যাপার বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে আমি যে কি উপদেশ দিব, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কল্য আপনি তাহার সহিত প্রতিশ্রুতি মত সাক্ষাৎ করুন। মনুষ্যের মত দৃঢ়চিত্ত হউন, বালকের ন্যায় অধীর হইবেন না; ইহা আপনার ন্যায় বীরপুরুষের শোভা পায় না। তাহাকে বুঝাইয়া বলুন যে, তাহার প্রস্তাবমত কার্য্য করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। বেশ করুণভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলুন। তাহার গৃহ আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, স্বেচ্ছাক্রমে আপনার সহিত এ সম্বন্ধ বন্ধন করিলে—অত্যন্ত লোক-নিন্দা হইবে। আরও বলুন; আপনার স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে। এই কথা বলিলেই সম্ভবতঃ তাহার মনে ঈর্ষার উদয় হইবে, স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমার বোধ হয়, এই কথাতেই আপনার সহিত তাহার কলহ হইবে। সে কলহ আরম্ভ করিলেই আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন এবং বলিবেন, তবে তুমি আপন পথ দেখিয়া লও। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি নাই, তোমার এইরূপ প্রস্তাবে যে ব্যক্তি কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ না করিবে, সেইরূপ লোক খুঁজিয়া লও। এই সমস্ত উপায়েও যদি সে নিরস্ত না হয়, যদি সে আপনার কথায় কোনরূপ উত্তেজিত না হয়, তাহা হইলে উপায় এই যে, এক দিন আমরা

উহাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে বহুদূরে চলিয়া যাইব, সে আর আমাদের সন্ধান পাইবে না। এই জঙ্গলের যাবতীয় পথই আমার পরিচিত। একটি গুপ্ত পথ ধরিয়া একেবারে আমরা বেরারে গিয়া উপস্থিত হইব; সেখানে আর সে আমাদের সন্ধান পাইবে না।"

এই উপদেশের জন্য আমি পীর খাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তাহার উপদেশের যে অংশ আজিমা ও আমার পুত্রকন্যাকে উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছিল, সেই অংশ আমার হৃদয়মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রথিত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপায় তখনও আমার জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল। এই পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। আমি স্থির করিলাম যে, সরফুণের নিকট আমি আমাদের দাম্পত্যপ্রেম এমন অনুরাগ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিব যে, সরফুণ তৎশ্রবণে নিশ্চয়ই আমার উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিবে।

এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত আমি সরফুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ক্রীতদাসীর আহ্বান অনুসারে সরফুণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। তখন আমরা প্রায় বার ক্রোশ পথ আসিয়াছি, সুতরাং বেলাও খুব বেশী হইয়াছে। সে পূর্ণহৃদয়ে আমার প্রতি যে সমস্ত প্রেমপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহা আর বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। আমাদের এই সম্বন্ধ স্থাপনার বিরুদ্ধে আমি যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলাম, সে সমস্ত একে একে খণ্ডন করিতে লাগিল। দেখিলাম স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক লজ্জাবৃত্তি সে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছে। আর কেবল একটি উপায় অবশিষ্ট রহিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলাম। আমি আমার স্ত্রী ও পুত্র কন্যার কথা উল্লেখ করিলাম। পীর খাঁর অনুমান সত্য হইল। এই অস্ত্রের প্রয়োগ সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ হইল। এতক্ষণ সে আমার পদমূলে বসিয়াছিল, আমার এই কথা শ্রবণমাত্র সে অকস্মাৎ চকিৎভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, চক্ষু দুইটি একেবারে জলিয়া উঠিল। তাঁহার কপালের ও স্কন্ধের শিরা ফুলিয়া উঠিল, দেখিলাম সুন্দরীর আকৃতি অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃষ্টি ঘৃণাব্যঞ্জক, নীরবে তাহা সহ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, "তুমি মানুষ; তুমি পাপিষ্ঠ, তুমি দুর্ব্বৃত্ত! আমি যাহা শুনিতেছি, তুমি কি সত্যই তাহা বলিতেছ? অথবা ইহা আমার মতিভ্রম মাত্র? তোমার স্ত্রী কন্যা আছে?"

এইবার আমার কথা কহিবার সময়, আমার পূর্ব্বকৃত সৎসংকল্পসমূহ ভগবানের ইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আমার মনোমধ্যে সমুদিত হইল। আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম, গর্ব্বপূর্ণ অবিচলিতদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া কহিলাম, "হাঁ, সরফুণ! তোমার মতিভ্রম নহে। তুমি যাহা শুনিয়াছ, সত্যই আমি তাহা

বলিয়াছি। তুমি যেমন রূপবতী সেইরূপ রূপবতী অন্য এক রমণী আমাকে বিশ্বস্ত বলিয়া অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। আমারও প্রতিজ্ঞা, তাহার এই বিশ্বাস নষ্ট করিব না।

তাহার মুখাকৃতিতে সুগভীর নিরাশা প্রকটিত হইল। সে নানাপ্রকারে আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। উন্মাদিনীর মত শূন্যস্থানে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল, মাঝে মাঝে নিজের কেশকলাপ ছিন্ন করিতে লাগিল, এবং মর্ম্মন্তুদ বেদনায় বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

পরিশেষে কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমির আলি! অদ্য নির্দ্দয় ব্যবহারে তুমি যে কোমল হৃদয় চূর্ণ করিলে, জানিয়া রাখিও সেই কোমল হৃদয় আজীবন তোমাকে নিতান্ত আপনার করিয়া ভালবাসিত। আমার অনুযোগ বৃথা; আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়াছে। এক মাত্র তোমাকেই আমি ভালবাসিতে পারিতাম। আজ আমি সে আশায় চির-কালের জন্য জলাঞ্জলি দিলাম। সরফুণের এখনও এত হীনাবস্থা হয় নাই যে, সে কোনও পুরুষের হৃদয়ের অধস্তন স্থানে থাকিয়া তাহার সেবা করিবে। সে পুরুষ যদি দিল্লীর বাদশাহ হয়, তাহা হইলেও নহে। যাও, তোমাকে দেখিতেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাও, ভগবান আমাদের উভয়কেই ক্ষমা করুন, ইহাই প্রার্থনা।"

সরফুণকে পরিত্যাগ করিয়া পীর খাঁর নিকটে আসিলাম। সে আমার নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

পীর খাঁ কহিল, "এখন ব্যাপারটাকে নিঃসংশয়ে সমাধা করিবার জন্য চলুন আমরা ফিরিয়া যাই; ইহাতে কোনওরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই। আমরা যে কোন স্থানে থাকিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত গ্রামে গিয়াছি, সে সমস্ত গ্রামে যাওয়ার কিছুই প্রয়োজন নাই। নাগপুরে আমাদের বিশেষ কোনরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই; আর আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বনপথ ধরিয়া আমরা বেরার হইয়া খান্দেশের পথে ফিরিয়া যাইতে পারি।"

আমি উত্তর করিলাম, "অতি উত্তম প্রস্তাব; আমি ইহাতে সম্মত আছি। যে প্রকারেই হউক, এ স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করা উচিত। ইহারা নিশ্চয়ই নাগপুরে যাইবে, কারণ রমণী নাগপুর যাইবে বলিয়াই তাহার দলের লোকগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। আমরা যদি তোমার উপদেশ মত কার্য্য করি, তাহা হইলে উহার সহিত আমাদের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।"

পীর খাঁর প্রস্তাবমত পরদিন প্রাতঃকালে আর অগ্রসর না হইয়া আমরা পশ্চাদ্দিকে যাত্রা করিলাম। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যটনের পর বিশ্রাম বাসনায় এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই স্ত্রীলোকটার প্রকৃতি আমি

কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বেলা শেষ হয়, এরূপ সময়ে সেই রমণী শিবিকারোহণে সদলবলে তথায় আসিয়া পড়িল। তখন কি করা যায় ? আমি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে চাহিলাম। ভাবিলাম, এই মায়াবিনী তাহা হইলে আর আমার সন্ধান করিতে পারিবে না। পীর খাঁ ও মতিরাম আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা কহিল, "এরূপ করিলে বড়ই ভীরুতার কার্য্য হইবে। স্ত্রীলোকের ভয়ে পলায়ন করা পুরুষোচিত কার্য্য নহে। তদ্ব্যতীত বনপথ বেশ নিরাপদ নহে, নানারূপ বন্য জন্তুর আক্রমণ আছে, জলবায়ুও সর্ব্বত্র তেমন স্বাস্থ্যকর নহে।" মতিরাম আরও বলিল, "এই রমণী যে এবার এদিকে আসিয়াছে, এ আপনার জন্য নহে ; সে বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম "এরূপ হওয়া সম্ভব। সে যে উদ্দেশ্যেই আসুক, আমার চিত্ত আর বিচলিত হইবে না।" মতিরামের যুক্তি সত্ত্বেও কেমন আমার মনে ভয় হইতে লাগিল ; আমার মনে হইল, সে নিশ্চয়ই পুনর্ব্বার আমার অনুবর্ত্তন করিবে। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, আমার সন্দেহ অমূলক নহে। সেই ক্রীত-দাসী গোপনে আমার শিবিরে আসিল। পাছে কেহ কোনরূপ বাধা দেয় বা সন্দেহ করে বলিয়া সে দুগ্ধ-বিক্রেত্রীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। তাহার আহ্বান মত আমি তাহার কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম ; কারণ ঐ রমণী কেনই বা পুনরায় আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে, আর কি জন্যই বা সে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, ইহা জানিবার জন্য আমার মনে দারুণ কৌতূহলের উদয় হইয়াছিল।

আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইলাম। পুনরায় আমরা দুইজন, নির্জ্জনে একত্রে মিলিত হইলাম। এইবার আমাদের মধ্যে যে সমস্ত কথা হইল, তাহা আর আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিব না। এক একবার সে একেবারে প্রেমে ঢল ঢল হইয়া আমার বাহুপাশ জড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বার বার আমার করুণা ভিক্ষা করিল, কাতর ভাষায় বলিল— তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত না হইলে আর তাহার মর্য্যাদা থাকিবে না। তাহার এইরূপ কথায় আমি অবশ্য উঠিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতেও সে বাধা দিতে লাগিল।

পরিশেষে ক্রমশঃ তাহার নিকট বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমি তাহার নিকট বিদায় লইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে সে পুনরায় আমাকে ডাকিল, আমিও অগত্যা তাহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমি বলিলাম "সরফুন! এ নিতান্ত মূর্খতা, নিতান্ত বালকের ন্যায় ব্যবহার! এ প্রকারে আমাদের পরস্পর কলহ করার প্রয়োজন কি ? আমার মনের কথা তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছি। তুমি যদি আমাকে দিল্লীর মসনদ দাও,

তাহা হইলে হয়ত তোমার সহিত তাহা একত্র উপভোগ করিব ; কিন্তু আমার হৃদয় তুমি পাইবে না।"

সরফুণ উত্তর করিল "যাহা হয় হইবে ; আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না। যাহা হয় তাহাই হইবে। এই কার্য্যের উপর আমার জীবন নির্ভর করিতেছে। তোমার স্ত্রী আছে—থাকুক, তাহার প্রতি আমার হিংসা নাই। তুমি ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী চারি স্ত্রী গ্রহণ করিতে পার। আজিমাকে আমি সহোদরার ন্যায় দেখিব। তোমার সন্তান সন্ততি আমার স্নেহের বস্তু হইবে। দেখ ইহাতেও কি তুমি আমাকে উপেক্ষা করিবে ?"

আমি উত্তর করিলাম "না, আমি তোমাকে উপেক্ষা করিতেছি না। আমি তোমাকে ভগিনীর মত স্নেহ করিতে পারি, কিন্তু তোমার এই অবৈধ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত নহি। আমি কে ? উচ্চবংশসম্ভূত নহি, তোমার তুলনায় আমি অত্যন্ত হীন, তোমার সহিত আমার পথের পরিচয় মাত্র। তুমি কি মনে কর, তোমার সহিত আমার এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তোমার আত্মীয়গণ সন্তুষ্ট হইবে ? আমি বলি, তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। অতএব আমার কথা শুন, বাড়ী ফিরিয়া যাও। বহুদিন পরে আমি আজিমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব, তুমি তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়াছ বলিয়া সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবে।"

আমার কথায় সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আমি ভাবিতেছি, আমার কথায় বুঝি সে নিরস্ত হইল। এমন সময়ে তাহার লালসানল হঠাৎ দ্বিগুণতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল ; এবার ক্ষীণ ও বিষাদপূর্ণ স্বরে আমাকে চলিয়া যাইতে বলিল, আমিও চলিয়া আসিলাম।

আমি শিবিরে আসিয়া মাত্র এক ঘণ্টা বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই ক্রীতদাসী পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই বলিল "মীর সাহেব ! আল্লার দোহাই, আমার কর্ত্রীর জন্য একটা কিছু করুন। আপনি চলিয়া আসার পর হইতেই তাঁহার কেমন মোহ বিকার হইয়াছে, তিনি আর কথা কহিতেছেন না। এইমাত্র আমাকে ডাকিয়া আফিং কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার চরণে ধরিয়া নিরস্ত করিবার জন্য কতই কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম ? কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না, আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে আফিং আনিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি স্বয়ং যাইয়া উহা সংগ্রহ করিয়া আনিব। এই দেখুন আমি আফিং কিনিয়াছি ; এই বার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি ; কেবল আপনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না ; আপনি একবার শীঘ্র আসুন, তাহাকে দু'একটি মিষ্ট কথা বলিয়া আশ্বস্ত করুন।

আমি বলিলাম "ব্যাপার যখন এতদূর গড়াইয়াছে, যখন তাহার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তখন আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

এই বলিয়া আমি দাসীর অনুবর্ত্তন করিলাম।

কি আনন্দ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রমণী আমার অভ্যর্থনা করিল, তাহা আর কি বলিব। বাহুবন্ধনে আমার গলদেশ বন্ধন করিয়া, আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল "তুমি আমার জীবনদাতা।" দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই।

আমি বলিলাম, "তোমার এই মূল্যবান জীবন রক্ষা করিবার জন্য, আমি এই অপমান, এই গ্লানি মস্তক পাতিয়া লইলাম। এই কার্য্যের জন্য আমাদের উভয় পক্ষেরই আত্মীয়বন্ধুগণের নিকট আমার মাথা হেঁট হইবে। ভাবিয়া দেখ, এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হওয়ায় আমার কি ভয়ানক ক্ষতি হইল! এইটুকু মনে করিয়া পথে আমার সহিত বেশ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিও। পথে আর আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার প্রয়োজন নাই— সাক্ষাতের প্রলোভন উভয়ের পক্ষেই বড় দুর্ণিবার হইবে। আমি তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পথে তোমাকে পরিত্যাগ করিব না, আমরা একত্রই পথ পর্য্যটন করিব।

আমাদের যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন ক্রীতদাসী বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। সরফুণ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ! তুমি সাবধান হইবে। আমাকে প্রতারণা করিও না, আমি তোমার গুপ্তকথা জানি। তুমি যদ্যপি কৃতঘ্নতা কর, তাহা হইলে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিব, তোমার জীবন আমার হস্তে, তুমি ইহা জানিয়া রাখিও।"

আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলাম "তুমি আমাদের কি গুপ্তকথা জান? তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সে দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি যে একজন ঠগী, তাহা আমি জানি। আমার ক্রীতদাসী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। শত শত প্রমাণের দ্বারা এই বিশ্বাস আমার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছে। তোমার দলের লোকগুলিকে দেখিলেই সন্দেহ হয়। তোমরা যেভাবে তাম্বু খাটাও, তাহা দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, তোমরা ঠগী। তোমাদের অনুষ্ঠানসমূহ দাসী দেখিয়া আসিয়া আমাকে সমস্তই বলিয়াছে। তোমরা যেরূপ অস্বচ্ছন্দভাবে একবার অগ্রে, একবার পশ্চাতে গতায়াত করিতেছ, ইহা ঠগী ব্যতীত আর কেহই করেনা। আমার মনে অনুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তোমরা ঠগী। অতএব আমি বলিতেছি, সাবধান হও! তুমি যে ঠগী, তাহা অপ্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিও না। পথে যে সমস্ত লোককে তোমরা হত্যা করিয়াছ, তাহাদের ধনসম্পদ এখনও তোমাদের

নিকট রহিয়াছে। তুমি ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। তোমার আকৃতি দেখিয়াই আমি আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিতেছি।"

ক্রীতদাসীকে মনে মনে অভিসম্পাত করিলাম; ভাবিলাম সে আমাদের দলের একজন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহারই নিকট হইতে সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিয়াছে। স্থির করিলাম, আমাদের দলের ঐ অসতর্ক লোকটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। যাহা হউক, পরের যাহা, তাহা পরে হইবে; আপাতত আমি কিছু লজ্জিত হইলাম ও কহিলাম—

"দেখ, সরফুণ! তুমি যখন আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছ, তখন আমার আর উপায় নাই। তোমার সহিত আমাকে মিলিত হইতে হইবেই। এই উপায়ের দ্বারাই উভয় দলের মঙ্গল হইবে। অতএব আমাদের দুজনের যে বন্ধন, তাহা অতীব ভয়াবহ— তাহা অবিচ্ছেদ্য!"

সে উত্তর করিল আমিও ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিলাম। আমি নিতান্ত নির্বোধ বলিয়াই এ কথাটা তোমাকে এতক্ষণ বলি নাই। এই যে দারুণ মনঃকষ্ট, এইজন্যই আমাকে তাহা সহ্য করিতে হইল। নতুবা সমস্ত কথা প্রথমে বলিলে পুর্ব্বেই নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তবে এখন যাও; প্রত্যহই তোমার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে, সময়মত গোপনে সমস্ত স্থির করা যাইবে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তুমি আমারই হইবে; আর আমার উদ্বেগ নাই।"

আমি তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। নানাবিধ দুর্ভাবনায় মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ভাবিলাম, সরফুণ তাহা হইলে আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে এ কথা লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না, সকলকে এ কথা বলিতেই হইবে। সকলে ইহা অবগত হইলে কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনে বড়ই ভয়ের উদয় হইল; তথাপি উপায় নাই, এ কথা লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না। সরফুণের ইহাই অদৃষ্ট লিপি।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই হইল। আমাদের দলের মধ্যে দারুণ আদেশ প্রচারিত হইল। সরফুণ আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের দলের সমস্ত লোক একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সামান্য পরামর্শের পর কি করা উচিত তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গেল। এখন সরফুণ, কাহার নিকট সংবাদ পাইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। ক্রীতদাসী আমাদের দলভুক্ত যে লোকটির সহিত কথা কহিতেছিল, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। তাহাকে নির্দ্দেশ করিবা মাত্র তাহার মুখে দারুণ বিকৃতিভাব উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল যেন সে জানিয়া শুনিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। সে লোকটি বয়সে নবীন, কবর-খননকারীর কার্য্য করিত, দল মধ্যে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিলনা। গত বৎসর সে পীর খাঁর সহিত লুণ্ঠন-যাত্রায় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

সেবারে সে প্রশংসার সহিত কর্ত্তব্যপালন করায় এবার তাহাকে সঙ্গে লওয়া হয়। কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা তাহার একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আমাদের মনে হইল, এই ক্রীতদাসী অত্যন্ত চতুরা, সে নিশ্চয়ই এই লোকটিকে ছলনায় ভুলাইয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তাহার মুখ-বিকৃতি দর্শনে আমি তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিলাম। আমার কথায় দলের সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিল।

আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "হতভাগ্য! কেন তুই এমন কার্য্য করিলি? তুই যে শপথ করিয়াছিস্, কি প্রকারে নিমকৃহারামি করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলি? ইহার কি দণ্ড, তাহা কি তোর জানা ছিল না? তুই কি শুনিস নাই, এই ঠগীদলে হাজার হাজার লোক বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য জীবন হারাইয়াছে? একটা সামান্য ক্রীতদাসীর ছলনায় ভুলিয়া তুই এই ভয়াবহ কার্য্য সাধন করিলি!"

লোকটি দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "জমাদার সাহেব! আমি পাপ করিয়াছি; আমার মৃত্যুকাল আসন্ন। আমি কৃপা ভিক্ষা করি না, কারণ আমি বেশ জানি আমি যে অপরাধে অপরাধী, তাহাতে আমাদের সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে ক্ষমা করা অসম্ভব। আমি আমার দলের লোকের হস্তে মরিব, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমি যদি আমার এই অদৃষ্টের দ্বারা অন্য লোককে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে জীবনের যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করিব। এখন সত্য কথা বলি। এই ক্রীতদাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পুর্ব্বে আমি সম্প্রদায়ের কোনও নিয়ম ভঙ্গ করি নাই। এই ক্রীতদাসী আসিয়া আমাকে বলিল যে, তোমাদের প্রভু আমাদের কর্ত্রীকে বিবাহ করিবেন। তিনি কে, সে সমস্ত কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। তাহার কথায় আমার বিশ্বাস হইল, তখন আমি বিশ্বস্তভাবে তাহার সহিত আমাদিগের সাম্প্রদায়িক প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। আমরা যে সমস্ত বীরোচিত কার্য্য করিয়াছি, তৎসমুদয় বর্ণনা করিয়া তাহার নিকট দর্প করিতে লাগিলাম। সে পরিশেষে উপযুক্ত সময়ে আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। আমি অবশ্য মূর্খ, সেইজন্যই সে আমাকে বঞ্চনা করিতে পারিয়াছে। অবশ্য আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এ সমস্ত কথা বলিতেছি না। কেবল মাত্র যাহা সত্য, তাহাই অকপটে বর্ণনা করিলাম। এখন আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার শেষ অভিপ্রায় এই যে, গুরু দত্ত আসিয়া আমাকে হত্যা করুক। সে হত্যাকার্য্যে বড়ই নিপুণ, শীঘ্রই সে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে।"

গুরু দত্ত কবরখননকারিগণের দলপতি। সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল, "আমি তোমাকে হত্যা করিতেছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সহিত আমার কোনই শত্রুতা নাই। ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই জন্যই ইহা করিতেছি।"

সে উত্তর করিল, "আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলাম। আমি তোমার কর্ত্তব্য পালনে কোনরূপ বাধা দিব না। কেবল দেখিও, যেন শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ হয়? মৃত্যু-যন্ত্রণা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়।"

আদেশের জন্য গুরু দত্ত আমার প্রতি চাহিল, আমি আদেশ দিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মৃতদেহ ভূপতিত হইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। তাহার মৃতদেহ অপসৃত ও প্রোথিত হইল। আমার দলে ইহার পর আর কখনও বিশ্বাসঘাতকতা হয় নাই। একবার যাহা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদেরই পরাজয় হয়, সে কথা যথাস্থানে বলিব।

এইবার যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা। প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার অর্পণ করা গেল।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সরফুণ, আমাদের পরিচয় পাইয়াও তথা হইতে পলায়ন করিল না। একজন ভদ্র স্ত্রীলোক জানিয়া শুনিয়া একজন মানবজাতির শত্রু, নরঘাতককে কি প্রকারে হৃদয়-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিল, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিনা।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাহার সহিত একত্র যাত্রা করিলাম। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, সরফুণের হত্যাকার্য্যে আমি স্বহস্তে কিছুই সাহায্য করিব না। কারণ, যাহাকে এক সময়ে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, যাহার চুম্বনের উষ্ণতা এখনও আমার ওষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি হইল না। মতি ও পীর খাঁ তাহার ভার লইল। তাহার একজন অনুচরের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। সরফুণের দলটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। আট জন শিবিকাবাহক, চারি জন সিপাহী, অশ্বপৃষ্ঠে তাহার ক্রীত-দাসী, ক্রীতদাসীর আবার একজন অনুচর। সর্ব্বসমেত তাহারা পনেরজন, সুতরাং আমরা উপযুক্ত স্থান পাইলে পঁয়ত্রিশ জনে তাহাদিগকে আক্রমণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। আমি একটি অতি ভয়ানক স্থান জানিতাম; তেমন জঙ্গল আর দেখা যায় না, তাহার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসবাস নাই। কার্য্যটি সুচারুরূপে এবং নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিবার জন্য আমি এক গুপ্তপথ দিয়া পর্য্যটন করিতে মনস্থ করিলাম।

যখন এই নূতন রাস্তার নিকট আসিয়া আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম তখন সরফুণের বাহকগণ বড়ই আপত্তি উত্থাপন করিল। যাহা হউক, তাহাদের আপত্তি কার্য্যকরী হইল না; অনেক বুঝাইয়া ও নানারূপ সুবিধা দেখাইয়া তাহাদিগকে আমার প্রস্তাবে সম্মত করাইলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা এক ক্ষুদ্র নদীর নিকটবর্ত্তী হইলাম; আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের দলের লোকগুলি পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থা

অনুসারে সরফুণের দলের প্রত্যেক লোককে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এখন কেবলমাত্র আমার আদেশের অপেক্ষা। আমার মনে হইল যে সরফুণকে যদি সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিতে না পারা যায়। তাহা হইলে এই সমস্ত লোকের মৃতদেহ সে যাহাতে দেখিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তাহার শিবিকা সন্নিধানে গমন করিলাম এবং কহিলাম যে, আমার নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য আছে বাহিরে আসিয়া তাহা আহার কর। প্রথমতঃ সে আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিল; কহিল, "তোমার দলের এতগুলি লোকের কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে আমি বাহির হইতে পারিব না।" আমি কহিলাম, "নিকটে একটি গাছের তলায় আমি একখানি কাপড়ের পর্দা খাটাইয়া দিয়াছি; সে স্থান এখান হইতে অতি নিকটে, সেখানে বসিয়া তুমি অনায়াসে আহারাদি করিতে পার। তোমার ক্রীতদাসী আহার্য প্রস্তুত করিতেছে। এস আজ আমরা সর্ব্বপ্রথম একত্রে আহার করি।"

সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করত শিবিকা হইতে অবতরণ করিল। আমার সহিত কে কে ছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। পাল্কী হইতে নামিয়া যেমন সে দাঁড়াইয়াছে, অমনি মতি তাহার গলদেশে রুমাল লাগাইয়া দিল। তাহার নিস্পন্দ দেহ সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত হইল। পীর খাঁ তাহার হাত ধরিয়াছিল; উভয়ে তাহার মৃতদেহ পাল্কীর ভিতর রাখিয়া পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পীর খাঁ বলিল, "যাহা হউক ভবানীর ইচ্ছায় এ কার্য্যটা বেশ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল; এখন অবশিষ্ট লোকগুলিকে শেষ করিতে পারিলে হয়। লোকগুলি এখন নিরস্ত্র ও অসতর্কভাবে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছে, আমাদের দলের লোকগুলিও ঠিক নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। এইবার আপনি ঝির্নি দিন।"

আমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া আদেশ করিলাম; আমার ও অন্যান্য সকলের কার্য্য বেশ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। কেবলমাত্র সেই ক্রীতদাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিল। তাহার এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মনে এক বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইতেছিল। ভাবিতেছিলাম কেবলমাত্র একটি স্ত্রীলোকের জন্য এতগুলি লোক জীবন হারাইল। আমি আর সরফুণের মৃতদেহ দেখিতে পারিলাম না। তাহার সেই মৃত্যু-বিবর্ণ কমনীয় কান্তি দর্শন করিলে আমার হৃদয় নিশ্চয়ই শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কবরখননকারীগণ তাহার মৃতদেহ লইয়া গেল, আমি আর তাহার অনুবর্ত্তন করিলাম না। তাহার শিবিকা করিয়া তাহার দেহের সহিত প্রোথিত করিয়া ফেলা হইল!

আপন মনেই অস্ফুটস্বরে কহিলাম, "আমির আলি! তুমি কি নিষ্ঠুর [illegible]

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রক্তগঙ্গা

সমস্ত কার্য্য এই প্রকারে সমাধা হইলে আমরা পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম। কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইয়া 'তর্পণী'র যজ্ঞ ও ভবানীর যথাবিহিত পুজা করা হইল। এখন কোন্ দিকে যাওয়া যায়? কেহ কেহ বলিল, এখান হইতে ফিরিয়া নাগপুর হইয়া যাওয়াই উচিত। আমিও এই মত সমর্থন করিলাম। পীর খাঁ এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, একই রাস্তা দিয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিলে লোকে স্বভাবতঃই সন্দেহ করিবে। পীর খাঁ বলিল, "আমার মতে এখান হইতে এলিচপুরের রাস্তা ধরিয়া যাওয়াই সঙ্গত; অবশ্য এলিচপুরে প্রবেশ করা হইবে না, পাহাড়ের নিকট দিয়া গুপ্তপথে যাইতে হইবে। সলাবৎ খাঁ এই দেশের নবাব। সেবার সব্জি খাঁ তাহার অতিথিরূপে এই পথে আসিতে আসিতে আমাদের হস্তে নিহত হয়। সকল লোকেই বলিয়া থাকে যে, ঠগীরাই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এখন সলাবৎ খাঁ যদ্যপি কোন প্রকারে আমাদিগের গতিবিধির সংবাদ পায়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। পীর খাঁর কথাতেই সকলকে সম্মত হইতে হইল, আমরা তাহারই উপদেশ মত চলিলাম। আমরা সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া বনপথে যাইতেছিলাম। সে অতি ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ। কয়েকদিন এই ভাবে চলিয়া যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তাহা আর কি বলিব? কয়েক দিবস পরে মুক্তাঝরির পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গিরিপথ হইতে যখন বেরারের শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ উপত্যকা আমাদের নয়নপথে পতিত হইল, তখন আমাদের সকলেরই আনন্দ হইল।

এখন কি করা যায়? এলিচপুরে প্রবেশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, সে একরূপ ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে প্রবেশ করা।

যাহা হউক, আমাদিগকে আর এলিচপুর যাইতে হইল না। যে উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, সেই উপত্যকার এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া কয়েকজন লোক গ্রামের সন্ধানে গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে জানাইল যে অনতিদূরে একখানি বৃহৎ গ্রাম আছে। আমি তখন পীড়ায় কাতর হইয়া গোন্দ জাতীয় একজন লোকের কুটিরে শয়ন করিয়াছিলাম। আমাকে অতি কষ্টে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গ্রামে লইয়া গেল। একজন দোকানদারের ঘর ভাড়া করা হইল। আমার জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল; যেমন কম্প, তেমনি উত্তাপ। ইহার পর কি হইল আর কিছুই জানি না; আমি তখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানে অজ্ঞান হইয়া কয়েকদিন পড়িয়া রহিলাম।

যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, তখন একজন ভৃত্য "দোহাই আল্লার, এতদিন পরে চক্ষু মেলিয়া চহিয়াছেন" এই বলিয়া দৌড়াইয়া গিয়া পীর খাঁ ও অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া আনিল।

জ্বরের প্রকোপে আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এখন কোথায় ?"

সকলে বলিয়া উঠিল "দোহাই খোদার ! এবার তিনি কথাও কহিয়াছেন।"

আমি পুনর্ব্বার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলে পীর খাঁ উত্তর করিল, "কেন, আপনার কি তাহা স্মরণ নাই ? আমরা এখন সরস গ্রামে রহিয়াছি। এ গ্রামের লোকজন বড়ই ভাল। এলিচপুর এখান হইতে তিন ক্রোশ। এখন আপনি যখন কথা কহিয়াছেন, তখন আর কোনই ভয় নাই, আপনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন। আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল ; একজন হাকিম— তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক— আপনাকে দেখিতেছিলেন। তিনি গতকল্য অবস্থা দেখিয়া বলিয়া গেলেন যে, আর আশা নাই, এখন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্‌যোগ কর। যাহা হউক, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে হাকিমের অনুমান মিথ্যা হইল। আপনি শীঘ্রই পূর্ব্ববস্থা প্রাপ্ত হইবেন।"

আমি উত্তর করিলাম, পীর খাঁ ! আমার কোনও ভয় নাই। এই বড় দুঃখ হইতেছে যে, আমার জন্য তোমরা এতগুলি লোক এখানে অকারণ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ। আমি বলি তোমরা চলিয়া যাও ; আমি এইখানে থাকি, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আল্লার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া আমি দেশে গিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। তোমরা অকারণ আমার জন্য এখানে আর কালবিলম্ব করিও না। আমি আরোগ্য লাভ করিলেও শরীর শীঘ্র সারিবে না। অনেক দিন যাবৎ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারিব না। আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তোমাদের পক্ষে কেবল ভারগ্রস্থ হওয়া মাত্র।"

আমার পার্শ্বে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মীর সাহেব। আপনাকে ছাড়িয়া যাইব ? ইহাও কি কখন হয় ? আপনি আরোগ্য লাভ করিলে কে আপনার সেবা করিবে ? আপনাকে কি আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। আপনি যে কেবল আমাদের দলপতি, তাহা নহেন— আপনি ভ্রাতার মত স্নেহের পাত্র।"

তাহাদিগের এই কথায় আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে উথলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তোমরা সকলেই আমার আন্তরিক প্রীতির পাত্র। স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত দেশের মধ্যে অর্থ চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকাই যদি তোমরা শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তাহাই হউক।

পীর খাঁ কহিল, "যাহা হউক, আপনি আর অধিক কথা কহিবেন না। হাকিম

অধিক কথা কহিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যদি চৈতন্য হয়, তাহা হইলে আর একটি ঔষধ দিব। আমি যাই, তাঁহাকে খবর দিয়া আসি। আপনি আর কথা কহিবেন না।"

শীঘ্রই পীর খাঁ ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ হাকিম তাহার সহিত আসিয়া আমার নাড়ী ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিল, "অবস্থা খুব আশাপ্রদ; আর কোন আশঙ্কা নাই। যাহা হউক, সর্দ্দির জন্যই এ অসুখ হইয়াছে; পাকস্থলী এখনও শীতল রহিয়াছে। আমি একটি উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; সেই ঔষধ সেবন করিলে সমস্তই সারিয়া যাইবে। কল্য শরীর বেশ সুস্থ হইয়া উঠিবে, তবে এই দুর্ব্বলতাটুকু সারিতে দু'এক দিন বিলম্ব হইবে।"

হাকিমের উপদেশমত সেই তীব্র ঔষধ সেবন করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। শীঘ্রই ভয়ানক ঘাম আরম্ভ হইল। হাকিম আমার নিকট বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ খুব ঘাম হইয়া গেলে পর, আমার গাত্রের সমস্ত আবরণ তুলিয়া লওয়া হইল। আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া আসিল ও আমি গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রাতঃসূর্য্য আমার চক্ষুর উপর কিরণ বর্ষণ করিতেছিল।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর শরীর এরূপ সুস্থ বোধ হইল যে, আমি উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শরীর অবশ্য তখন খুব দুর্ব্বল, অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না; মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিলাম, আমার রোগ সারিয়া গিয়াছে; মন কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত হইল। শীঘ্রই ক্ষুধার উদ্রেক হইল, সামান্য মাত্র আহার করার পর ক্রমশঃ শরীরে বেশ বল পাইতে লাগিলাম।

দুইদিন পরে আমি তথা হইতে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম; তখন অশ্বারোহণের সামর্থ হয় নাই। আমার কথামত একখানি পাল্কী অথবা ডুলি আনিবার জন্য পীর খাঁ এলিচপুরে গমন করিল।

একখানি পাল্কী আনীত হইলে, পরদিন হাকিম সাহেবকে বিশেষরূপ পারিতোষিক দানে তুষ্ট করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। বেরারের উপত্যকার মধ্য দিয়া আমরা বুরহানপুর অভিমুখে চলিলাম। যখন জালগ্রাম নামক প্রাচীন নগরে উপনীত হইলাম, [illegible] আমি শরীরে এতাদৃশ বল পাইয়াছি যে, শিবিকা ও তাহার বাহকগণকে বিদায় করিয়া দিয়া আমি অশ্বে আরোহণ করিলাম।

আমি যে গ্রামে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে গ্রাম পরিত্যাগ করার পর [illegible] দিনে আমরা বুরহানপুরে উপনীত হইলাম। পথে অবশ্য আমরা কোনরূপ [illegible] পাইবার চেষ্টা করি নাই। বুরহানপুরে আসিয়া আমরা এক [illegible] একটা উৎকৃষ্ট বাসা পাইলাম। যত দিন পর্য্যন্ত বেশ মূল্যবান [illegible] যায়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিতে আমি মনস্থ

করিলাম। নগরের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে আমাদের লোকজন ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু সাতদিন বিফলে কাটিয়া গেল, কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার মনে হইল যে, আসিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করিব না, অথচ বাধ্য হইয়া সরফুণকে হত্যা করিতে হইল, এই জন্য বোধ হয় দেবী ভবানী আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। সেইজন্য প্রস্তাব করিলাম, বেশ সমারোহের সহিত একদিন দেবীর পুজা করা হউক। তদ্ব্যতীত দেবীর ইঙ্গিত ও আদেশ লওয়ারও প্রয়োজন।

যথারীতি দেবীর পুজা করা হইল; দেবীর ইঙ্গিত আশাপ্রদ। মতি বলিল "শীঘ্রই বুনিজ পাওয়া যাইবে, নতুবা দেবীর এরূপ শুভ ইঙ্গিত হইত না।"

ইহার পর আর এক দিন চলিয়া গেল; বুনিজের সন্ধান নাই। পর দিন দিবা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মতি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমার নিকট আসিয়া বলিল, "দেখুন আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, এই স্থানে রোকারি মহাজনেরা বোম্বাই হইতে টাকা লইয়া আফিং কিনিতে আইসে।"

আমি উত্তর করিলাম, "তাহা ত অনেক দিনই শুনিয়াছি, তাহাতে কি হইবে? পিতা এই অঞ্চল হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, এই প্রকারের মহাজন দু'একজন পাওয়া যাইতে পারে।"

মতি উত্তর করিল "আপনি পীর খাঁকে লইয়া একবার আসুন। আমি আট জন লোক দেখিয়াছি। আমার ধারণা, তাহারা রোকারি মহাজন; আপনারা আসিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন। আমি অবশ্য এ প্রকার মহাজন দু'একজনকে পুর্ব্বে বধ করিয়াছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এ আটজন লোক এই দলের।"

আমি বলিলাম, "বেশ, চল যাইতেছি।" এই বলিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত বাহির হইয়া পরিলাম।

একটি খালি দোকানে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। এই সমস্ত লোক স্বভাবতঃই অত্যন্ত চতুর। আমরা ভাবিলাম, এরূপ ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে যেন উহাদের মনে কোনওরূপ সন্দেহের উদয় না হয়। কাজেই তথায় বিলম্ব না করিয়া ত্বরিতগমনে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম। আমরা যাইবার সময় এমনভাবে রুমালে মুখ ঢাকিয়া ছিলাম যে, তাহারা আমাদের মুখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় নাই। যাহা হউক, এই প্রকারে চলিয়া যাইবার সময় যতটুকু দেখিলাম, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম যে, উহারা নিশ্চয়ই রোকারি মহাজন। উহারা সংখ্যায় আট জন, সকলেই বেশ বলিষ্ঠ, সঙ্গে একটি উষ্ট্র; লোকগুলি অত্যন্ত চঞ্চল ও সংশয়ী। বেশ বুঝিলাম, আমরা যাহাদের খুঁজিতেছি, ইহারা ঠিক তাহারাই। এই সময়েই এই সমস্ত মহাজন বাহির হয়। ইহারা নগর

টাকা লইয়া, যাহারা পোস্ত দানার চাষ করে, তাহাদিগকে দাদন দিতে আইসে। আফিং সঞ্চিত হইলে তাহারা লইয়া যায়।

এখন কি প্রকারে তাহাদিগকে করায়ত্ত করা যায়? নানা প্রকার কৌশল আমার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। পরিশেষে আমরা আসিয়া এক নদীর ঘাটে বসিলাম, স্থানটি অতি সুন্দর। আমি আমার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দেখ, এই লোকগুলিকে কি প্রকারে হস্তগত করা যায়, তাহাই ভাবিতেছি। এ লোকগুলি বড়ই চতুর।"

আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। দেখ পীর খাঁ, তোমাতে আর আমাতে মহাজন সাজি; ঘোড়ার গায়ে ধূলাকাদা মাখাইয়া, সঙ্গে দুইজন লোক লইয়া সহর ঘুরিয়া পুরাতন রাজবাড়ীর ফটক্ পার হইয়া, সরাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইব। আমাদের সঙ্গে আর একটি বোঝাই করা ভারবাহী ঘোড়া থাকিবে। সেখানে গিয়া দেখাইব আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্রমশঃ অতি সহজে তাহাদের সহিত খুব সদ্ভাব স্থাপন করিয়া একত্রে যাত্রা করা যাইবে। মতিরাম! তুমি দলের ভার লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাক; কোন রাস্তায় কখন বাহির হইতে হইবে, সে সংবাদ তুমি যথাসময়ে পাইবে। তুমি একেবারে আমাদের সহিত মিলিত হইও না; দুই তিন জন করিয়া ক্রমে ক্রমে মিলিত হইও। জনকতককে দ্রুত গতিতে পুর্ব্বেই পাঠাইয়া দিও। এই প্রকারে কিছুদূর যাইয়া মহাজনদিগের নিকট আমরা সকলে একত্রিত হইব।"

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে দুইজন পর্য্যটন-ক্লিষ্ট পথিক, তিনজন অনুচরসহ বুরহানপুরের দক্ষিণ ফট্ক দিয়া নগরে প্রবেশ করিল ও বাজারের মধ্যে আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই পাঁচজন আর কেহ নহে, আমি, পীর খাঁ, আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য জঙ্গলী আর অন্য দুইজন সুচতুর ঠগী। রোকারি মহাজনেরা যে ঘরে ছিল, আমরা সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া কয়েকবার ঘুরিলাম, পরিশেষে যেন বাজারের মধ্যে কোথায়ও স্থান পাওয়া গেল না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একেবারে সেই ঘরখানির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই আটজন মহাজনের মধ্যে যে ব্যক্তি দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মহাশয়! আপনাদের দেখিয়া ঠিক আমাদেরই মত বিদেশী পথিক বলিয়া বোধ হইতেছে। আল্লার নামে আপনাদের অনুরোধ করিতেছি, অনুগ্রহপুর্ব্বক কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে এই স্থানে মাদুর বিছাইয়া বসিতে দিন। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই আপনাদের সম্মুখ দিয়া এই বাজারে আমরা কতবারই না একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরিলাম। এমন একটি লোক নাই যে, একটু থাকিবার স্থান দেয়। অনেক খালি ঘর পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানেও থাকিতে দিল না।"

লোকটি আমার কথার উত্তরে কহিল, "সরাইয়ে যাও, সেখানে অনেক স্থান আছে ; কোন কষ্ট হইবে না।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, সরাইয়ে কি আর না গিয়াছি! সরাই একেবারে বোঝাই। জন চল্লিশ পঞ্চাশ লোক রহিয়াছে, তাহারা আমাদের ভয় দেখাইয়া অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় অন্যত্র যাইতে বলিল। সে লোকগুলিকে দেখিয়া আমাদের কেমন ভয় হইল। সঙ্গে কিছু মূল্যবান দ্রব্য আছে ; কাজেই ভয়। সে লোকগুলি যেন কেমন কেমন! আমার ত তাহাদের চোর ডাকাত বলিয়া মনে হয়। কি বল ভায়া?" শেষ কথাকয়টি পীর খাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলাম। পীর খাঁ আমার কথার উত্তরে বলিল "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তাহাদের নিকট থাকিলে রাত্রিকালে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করিত।" এই বলিয়া পীর খাঁ যুক্তকর ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্তোলন করিয়া পরমভক্তি সহকারে গদগদ বচনে কহিল, "নিতান্ত আল্লার অনুগ্রহ যে, সরাইএ আমাদের থাকিবার স্থান হইল না। নতুবা আমরা যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে স্থান পাইলে, আমরা তৎক্ষণাৎ তথায় বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িতাম, কোনরূপ ভাবিবারও অবসর পাইতাম না।"

আমি পুনরায় সেই মহাজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "মহাশয়! আমরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। আপনারা যদিও হিন্দু, তথাপি আশা করি, আমাদিগকে কষ্ট দিবেন না। সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত ; আমরা সমস্ত দিন অশ্বারোহণে আসিতেছি। রাত্রিতে আমাদের অধিক কিছু আহারের প্রয়োজন নাই ; এখন একটু ঘুমাইবার স্থান পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই।"

লোকটি বলিল, "ভাল, এরূপ অবস্থায় আপনাদের আশ্রয় না দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। অতএব আপনারা অশ্ব হইতে অবতরণ করুন।" অতঃপর সে তাহার একজন সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে দুর্জ্জন! তোমরা ঐ উঠের পিঠের জিনিস-পত্রগুলি এই রাস্তার দিকে সরাইয়া রাখ ; তাহা হইলে এই লোক কয়টির জায়গা হইবে।

তাহারা যখন থলিয়াগুলি সরাইতেছিল, তখন আমি টাকার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ শুনিতে পাইলাম।

আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম, আমাদের ঘোড়াগুলির দেহ পরিচ্ছন্ন করা হইল ; আমাদের খাদ্যও প্রস্তুত হইল। সেদিন আমরা ইচ্ছা করিয়া সামান্য কিছু আহার করিলাম। আহারান্তে রোকারিদের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। তাহারা যে পথে যাইবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম ; এখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, আমরাও সেই পথে যাইব ; আরও বলিলাম যে, এই অঞ্চলের পথ যেরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহাতে আমরা একত্রে গমন করিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাদের সহিত বেশ সদ্ভাব হইল, যেন

আমরা অনেক দিন হইতে একত্রে পর্য্যটন করিতেছি। আমাদের আকৃতি, উত্তম অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র দর্শনে তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, আমরা সৈনিক পুরুষ। আমিও তাহাদিগকে বলিলাম যে, আমরা হোল্‌কারের অধীনে কর্ম্ম করি, এখন পুণা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। তথায় আমরা বিশেষ একটি কার্য্যের জন্য পেশোয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমাদের নিকট রাজসরকারের অনেক জিনিস পত্র ও অনেকগুলি মূল্যবান হুণ্ডি আছে। আমাদের কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমি আমার জামার মধ্য হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া ফেলিলাম এবং সেই কাগজগুলি নম্রভাবে আমার মস্তক ও ললাট স্পর্শ করিয়া বাজীরাওএর বদান্যতা ও হোল্‌কারের সহিত তাঁহার বন্ধুতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

এই কথাটা বড়ই ফলোপদায়ক হইল। সরাইয়ে বসিয়া বসিয়া আমি এই বুদ্ধি উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। কতকগুলি কাগজ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কত কি হিসাব লিখিয়া, তাড়ার উপর হোল্‌কারের ঠিকানা লিখিয়াছিলাম। আমার নিজের শীল মোহর খুব বৃহৎ, বোধ হয় তত বড় শীল মোহর কোন রাজা মহারাজার ছিল না। সেই মোহরের দ্বারা এই কাগজের তাড়া বন্ধ করিয়াছিলাম। তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিল। হোল্‌কার ও পেশোয়া মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গিদের সহিত যুদ্ধ করিবে কিনা, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি বেশ সতর্কতার সহিত তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি সে সমস্ত কথা উড়াইয়া দিয়া আমার প্রতি বাজীরাও কি প্রকার উদার ও করুণ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সমস্ত কথা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। এত মিথ্যা কথা বলিলাম যে, তাহা স্মরণ করিতে এখনও হাসি পায়। আমার উৎকৃষ্ট ঘোড়াটি দেখাইয়া বলিলাম পেশোয়া আমাকে ইহা দান করিয়াছেন। সকলেই ঘোড়াটির ও যে মহানুভব ব্যক্তি উহা দান করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা করিল। অতঃপর পরদিন আমরা কোথায় বিশ্রাম করিব, তাহা স্থিরীকৃত হইল। সে স্থানটি এখান হইতে আট ক্রোশ। এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়া গেলে আমরা সকলে নিদ্রাগমন করিলাম, কেবলমাত্র তাহাদের দলের দুইজন লোক নগ্ন তরবারি হস্তে পাহারা দিতে লাগিল। তাহারা সকলেই অবশ্য বুঝিল যে, অদ্য তাহাদের দলে একজন বিশেষরূপে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া অবধারণ করিল।

আমি শয়ন করিবার পুর্ব্বে জঙ্গলীকে মতিরামের নিকট প্রেরণ করিলাম। আমি রামাসি ভাষায় প্রকাশ্যভাবে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। সে চলিয়া গেল।

রোকাড়িদের জমাদার কহিল "এ ত বড় আশ্চর্য্য ভাষা; এ কি ভাষা?"

আমি তাহার প্রশ্নে যেন তেমন মনোযোগ না করিয়া কহিলাম, "এ ভাষার

নাম তেলেগু ভাষা। দুই বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য টাকায় হায়দরাবাদে আমি এই বালকটিকে পাইয়াছিলাম। তদবধি সে আমার নিকটেই আছে। এ লোক হিন্দি বুঝে বটে, কিন্তু বলিতে পারে না।"

একবার মনে হইল, এরূপ প্রকাশ্যভাবে ইহাকে প্রেরণ করা বুঝি ভাল হইল না। যাহা হউক, জঙ্গলীর সহিত আমি এত অমনোযোগের সহিত কথা কহিলাম যে, তাহারা বেশ বুঝিল, ইহাকে কোনও সামান্য কার্য্যের জন্য কোথায়ও পাঠাইতেছি। আমিও তাহাকে ফিরিয়া আসিবার সময় কিছু পান ও তামাক কিনিয়া আনিতে বলিয়া দিলাম। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে সরাই অধিক দূর নহে, কাজেই সরাইএ গমন করিয়া মতিরামকে আমার কথা বলিয়া বাজারে পান তামাক কিনিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না। এই সমস্ত কার্য্য করিতে যতটুকু সময় লাগিবে, কেবলমাত্র পান তামাক কিনিতে ততটুকু সময় লাগা কিছু বিচিত্র নহে।

শীঘ্রই সে পান ও তামাক লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে সংবাদ দিল, সকলেই প্রস্তুত। তবে দলের অধিকাংশ লোক কল্য এইখানেই থাকিবে, সাত জন খুব বিখ্যাত ঠগী গুরু দত্তের অধীনে এখনি যাত্রা করিবে। অবশিষ্ট লোক আমরা ইহার পর যে গ্রামে বিশ্রাম করিব, সেই গ্রামে একজন গুপ্তচর রাখিয়া যতদূর পারে অগ্রসর হইয়া যাইবে।

আমি বেশ সন্তুষ্ট হইলাম; স্থির বুঝিলাম, আমরা কৃতকার্য্য হইব। পরদিন প্রভাতে প্রস্তাব মত আমরা একত্রে যাত্রা করিলাম। দুইদিন কাল আর আমাদের দলের অন্য কোন লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পীর খাঁ বলিল যে, ইহা খুব শুভ লক্ষণ, তাহারা সকলেই ঠিক প্রস্তুত হইয়া আছে, উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইবে।

চতুর্থ দিনে আমাদের দলের একজন লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সে যেন আস্তে আস্তে আমাদের অগ্রে যাইতেছিল, আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া তাহার সঙ্গ লইলাম। আমি ইচ্ছা করিয়া দলের সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গোপনে তাহার নিকট অবগত হইলাম যে, গুরুদত্ত ও তাহার সঙ্গের অন্যান্য লোকেরা আর একদিনের রাস্তা অগ্রে আছে, অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কেহ কেহ অদ্য কেহ কেহ কল্য আমাদের সহিত মিলিত হইবে।

পরদিন গুরু দত্ত ও তাহার দল আসিয়া মিলিত হইল। রোকারিগণ তাহাদের সহিত কিছুতেই একত্রে পর্য্যটন করিতে সম্মত হয় না, আমি অনেক প্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম। তাহারা আমার কথার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল যে, পথে অপরিচিত পথিকের সহিত মিলিত হইয়া একত্রে

পর্য্যটন করা তাহাদিগের নিয়মবিরুদ্ধ। তাহাদের প্রভুরা যদি একথা ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

রোকারিদের জমাদারের নাম ভীম সিং। সে আমাকে বলিল, "তবে আপনারা সম্ভ্রান্ত লোক, রাজকর্ম্মচারী; দৈবগত্যা পথে যদি দস্যুতে আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আপনারা কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় আমাদের সাহায্য করিবেন। আমরা আপনাদের সবে মাত্র এই সিন্ধিয়ার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমাদের মনের সাহস কত? আমরা একেবারে নির্ভয়ে চলিতেছি। ঐ সমস্ত অপরিচিত লোকের কথায় ভুলিবেন না। আমাদের এ সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ঐ সব লোককে কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। এ সমস্ত লোকের সঙ্গে পথে কখনই মিলিত হইবেন না; ইহাতে মঙ্গল ত হইবেই না, অধিকন্তু নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

আমি ভবিষ্যতে ইহার উপদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকার করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমাদের দলের অন্য লোক কেহ আসিলে আর তাহাদিগকে দলে লইতে পারা যাইবে না। তাহাদিগকে যদি আমি দলে লইতে বলি, তাহা হইলে মহাজনদের সহিত নিশ্চয়ই কলহ হইবে। এই কলহের ফলে হয়ত তাহারা আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং কার্য্য যত শীঘ্র শেষ করিতে পারা যায়, ততই ভাল। আমরা এখন সর্ব্বসমেত বারজন। জঙ্গলীকে বাদ দিয়া রাখিলাম। এই বারজন অবশ্য আমাদের দলের বাছাই করা লোক।

এক ভূট্টার ক্ষেতে বসিয়া গোপনে আমাদের পরামর্শ হইল। পীর খাঁ বলিল, মতিরামের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দেওয়া যাউক, রাতারাতি যেন চলিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গ লয়। প্রাতঃকালে যেমন আমরা একত্র হইব, অমনি 'ঝির্নি' দেওয়া হইবে।

পীর খাঁর প্রস্তাব বেশ সুবিধাজনক; ইহাতে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইবে। প্রথমতঃ এই প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা হইল। তাহার পর ভাবিলাম, আমাদের সমস্ত দল একত্রিত না হইয়াও যদি এই আটজন লোককে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের বিশেষ কি কিছু গৌরব নাই? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি কহিলাম, "না, না পীর খাঁ। একথায় আমার সম্মতি নাই। দেখ, আমরা সকলেই যুবক; যশোলিপ্সা আমাদের চিত্তে অত্যন্ত বলবতী। অবশ্য সকলে মিলিয়া যে ভাবে আমরা সাধারণতঃ হত্যা করি, যদি সেই ভাবেই ইহাদিগকে হত্যা করি, তাহা হইলে অবশ্য টাকা কড়ি সমস্তই পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে আর কি হইবে? কিন্তু যদি আমরা এই কয়জনে প্রকাশ্যভাবে তরবারি হস্তে আক্রমণ করিয়া এই লোক কয়টিকে হত্যা করিতে পারি, তাহা হইলে যে কোন ঠগী এই ঘটনা অবগত হইবে, সেই আমাদের যশোগান করিবে। আমার

মত, ধনবান হওয়া অপেক্ষা যশস্বী হওয়াই ভাল। আবার দেখ, এই সময় আমাদের মৃত্যু যদি বিধাতার বিধান হয়, তাহা হইলে, মতিকেই ডাক, আর অন্য কাহাকেই ডাক, মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই আমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। মতির সঙ্গে যে কয়জন লোক আছে, তাহারা নিতান্তই বাজে লোক। দলের বাছাই লোকগুলি আমার রহিয়াছে। সেই জন্য আমি বলি, কল্য প্রাতঃকালে ইহাদের প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করা যাউক। তোমরা ইহাতে সম্মত আছ ?"

তাহারা আমার বিরচিত প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি বলিলাম, "তবে কল্য তরবারি ঠিক করিয়া এমন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে যে, আদেশমাত্র একজন একজনকে আঘাত করিতে পারিবে। পীর খাঁ ও আমি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা কৃতকার্য্য হইব।"

পুনরায় মহাজনদের সহিত মিলিত হইলাম। গান বাজনায় সন্ধ্যা যাপন করা গেল। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হওয়ার পর আমরা যাত্রা করিলাম। রোকারিরা সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে কিছুতেই পথে বাহির হয় না। তাহাদের বিশ্বাস, সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত পথে দস্যুতস্করের ভয় থাকে।

দুইজন উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। আমার মনে কিছু ভয় হইল। তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল যে, তাহাদের পায়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে, আর পদব্রজে চলিতে পারিতেছে না। আমার মনে হইল, তাহারা বোধ হয় আমাদের গতিবিধি দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছে। তাহাদের টাকা কড়ি সমস্তই এই উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করা ছিল। আমি কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিলাম না। ভাবিলাম, যদি তাহারা উষ্ট্র হাঁকাইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে উষ্ট্রটিকে জখম করিয়া ফেলিব। আমি জানিতাম, উষ্ট্র যেরূপ বেগে দৌড়ায়, তাহাতে একবার পলায়ন করিলে আর ধরিতে পারা যাইবে না।

দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া আমরা এক নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। তখন প্রখর সূর্য্যকিরণে আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সকলেই বিশ্রাম করিবার জন্য তথায় সমবেত হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, এই স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে ; কিন্তু তাহা হইল না। বেশ বুঝিলাম, তাহারা আমাদিগকে সন্দেহ করিয়াছে। কারণ, তাহারা সকলে একত্রে দলবদ্ধ ও সতর্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু আর বিলম্ব করাও চলে না। যে প্রকারেই হউক, শীঘ্র শীঘ্র আক্রমণ করিতে হইবে ; কারণ রোকারিগণ এত বেগে গমন করিতেছিল যে, তাহাদের সহিত চলিতে আমাদের লোকগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নদী হইতে প্রায় এক ক্রোশ আসিয়া এক বন্ধুর ও প্রস্তরময় পথে উপনীত হইলাম। উষ্ট্রের পায়ে প্রস্তরের আঘাত লাগায় উহা আর বেগে চলিতে পারিল

না, অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলিল। মহাজনদের দল অত্যন্ত ধীরে ধীরে গমন করায় আমাদের দলের লোকগুলি নিজ নিজ স্থান অধিকার করিল। আমি দেখিলাম, সমস্তই প্রস্তুত ; এখন কেবলমাত্র আদেশ দিবার অপেক্ষা। আমার হৃদয় তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। পীর খাঁ একবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। মহাজনেরা তখন পর্য্যটনের ক্লেশ ভুলিবার জন্য সমস্বরে গান করিতে-ছিল। আমি চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, জঙ্গলী ! পান লে আও।"

মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের দলভুক্ত প্রত্যেক লোকের তরবারি তাহাদের দেহে পতিত হইল। আমি অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম, আমার পার্শ্বে যে ব্যক্তি পদব্রজে যাইতেছিল, আমি তাহার স্কন্ধে আঘাত করিয়াছিলাম। লোকটি পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু আমি আর তরবারিখানি তুলিয়া লইতে পারিলাম না। আমি তরবারি লইবার জন্য যেমন ভূমিতে অবতরণ করিয়াছি, অমনি দেখিলাম, উষ্ট্রটি বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িল। আরোহী দুইজন অবতরণ করিয়া জঙ্গলীকে আক্রমণ করিল। হতভাগ্য জঙ্গলী তাহাদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচণ্ড আঘাতে ভূমিশায়ী হইল। আমার সহিত যাহার যুদ্ধ হইল, সে ব্যক্তি বিশেষরূপেই অস্ত্রচালনায় পারদর্শী। আমাকে বিশেষরূপে বেগ পাইতে হইল। মধ্যে দুইবার আমার জীবনও সংশয়াকুল হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে ভগবানের ইচ্ছায় আমি জয়লাভ করিলাম। আমার শত্রুর দ্বিখণ্ডিত দেহ রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া সেই প্রস্তরময় কঠিন শয্যায় অনন্ত শয়নে শায়িত হইল।

আমি শত্রু বিনাশ করিয়া এক নিমেষে জঙ্গলীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার ঘাড়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, প্রবলবেগ রক্ত বাহির হইতেছে। বুঝিলাম, তাহার মৃত্যু আসন্ন। আমি আমার কটিবন্ধ ও রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে জল পান করিতে চাহিল। উষ্ট্রের গলদেশে একটি চর্ম্ম পাত্রে জল ছিল, আমি তাহাকে দিলাম। সে কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া গুরু দত্তের গায়ে ভর দিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল।

সে অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জমাদার সাহেব! আর আমার জীবনের আশা নাই। শৃগাল কুক্কুরে যেন এদেহ ভক্ষণ না করে, ইহার যেন সৎকার হয়। আমি উষ্ট্রের পশ্চাদ্দিকের পায়ের স্নায়ু কাটিয়া দিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, উষ্ট্র পড়িয়া গেলে আরোহী দুইজনও সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গুরুতররূপে জখম হইবে। তাহা হইল না। আমার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে।"

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই কাঁদিতে লাগিলাম। জঙ্গলীকে সকলেই

কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিত। আরও ক্ষীণ স্বরে জঙ্গলী কহিল "আমার মা—জমাদার! আমার মা— আর আমার ভগিনী; তাহাদের কেহ নাই।"— তাহার চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "সে জন্য চিন্তা নাই; আমি যতদিন বাঁচিব, নিজের মাতা ও ভগিনীর মত তাঁহাদের সেবা করিব।"

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। তাহার মাতার কথা স্মরণ হওয়ায় শোকাবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। জঙ্গলীকে যখন আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, তখন সে কতই কাতর ভাষায় তাহার পুত্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল; এখন তাহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব?

জঙ্গলী যেন আমার কথায় সন্তুষ্ট হইল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর বলিতে পারিল না। তাহার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল।

আমি আমার দলের লোকগুলিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, আমি তোমাদিগকে একটি কথা বলি। তোমাদের যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার এই কথাটি অবহেলা করিও না। এই হতভাগ্য বালকের অংশে যাহা পড়িবে, তাহা দ্বিগুণিত করিয়া উহার মাতাকে দেওয়া হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "তাহা ত হইবেই; তদ্ব্যতীত আমরা প্রত্যেকে সাধ্য-মত আরও কিছু কিছু করিয়া দিব। জঙ্গলী যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক উষ্ট্রের পায়ের স্নায়ু না কাটিয়া দিত, তাহা হইলে মহাবিপদ হইত সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আরোহী রাজপুত দুইজন উষ্ট্র হাঁকাইয়া নিশ্চয় পলায়ন করিত।"

উষ্ট্রটি তখনও মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। একজন লোক তরবারির আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিল। সমস্ত টাকা কড়ি ও রাজপুতদিগের তরবারিগুলি আমাদের অশ্বগুলির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিলাম। তাহাদিগের দেহগুলি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে লইয়া গিয়া মাটি ঢাকিয়া দেওয়া হইল। জঙ্গলীর রীতিমত কবর দেওয়া হইল। রক্তাক্ত মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কঙ্কর সমস্তই সরাইয়া ফেলা হইল, সেখানে আর কিছুই রহিল না, কেবলমাত্র উষ্ট্রের মৃতদেহ তথায় পড়িয়া রহিল। ব্যস্ততা প্রযুক্ত উহার আর কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। মতি ও তাহার দল যাহাতে সমস্ত বুঝিতে পারে, এইরূপ নিদর্শন রাখিয়া আমরা তথা হইতে ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান করিলাম।

কিছুদূরে গিয়া একটি নদীতীরে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, মতি তাহার লোকজন লইয়া দূরে আসিতেছে। তাহারাও আমাদের দেখিতে পাইল। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমাদের সহিত মিলিত হইল। তাঁহাদের দেখিয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

মতিকে আমি সমস্ত কথা বলিলাম। জঙ্গলীর মৃত্যু সংবাদে সে অত্যন্ত ব্যথিত

হইল। তাঁহাদের সঙ্গে আরও ঘোড়া ছিল, লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করিয়া কতক কতক সেগুলির পৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। মহাজনদিগের থলিয়াসমূহ খুলিয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই। টাকা মোহরে সমুদয় ষাট হাজার টাকা। ছয় গাছি মুক্তার মালা, মূল্য দশ হাজার টাকার কম নহে।

এইবার বাড়ীর রাস্তা ধরিলাম, পথে আর কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলাম না। এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। একজন দ্রুতগামী লোককে বাড়ীতে সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম। যখন গ্রাম দেখিতে পাইলাম, তখন আর আনন্দের সীমা নাই। শৈশবের সুখস্মৃতি মনে পড়িতে লাগিল, স্ত্রী পুত্রের মুখকমল মনে পড়িতে লাগিল, পিতার স্নেহ হৃদয়-মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমি খুব জোরে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিলাম। পিতা মঈউদ্দিন্‌কে সঙ্গে লইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। দেখিলাম তাহার মুখে আনন্দ নাই, তিনি অতি বিষণ্ণভাবে ধীর পাদবিক্ষেপে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পিতা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজিমা ভাল আছে ত?"

পিতা মৃদু কণ্ঠে জানাইলেন, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মারা গিয়াছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্থালীর ব্যবস্থা

আমি ও আজিমা উভয়েই এই পুত্রটিকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম। এই পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর আজিমার সহিত যে মিলন হইল, তাহাতে কেবলমাত্র উভয় হৃদয়ের শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে কিছু দিন যাইতে যাইতে হঠাৎ পিতা একদিন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহার মুখশ্রী দুশ্চিন্তায় মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "আমির আলি! বড়ই ভয়ানক জনরব উঠিয়াছে। শুনিতেছি আমাদের উপর সন্দেহ হইয়াছে। এ গ্রামে বাস করা আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে। কথাটা অবশ্য সত্য কি মিথ্যা তাহা বলিতে পারি না, তবে আমাদের পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।"

পিতার মুখে এই কথা শ্রবণ করার পর আমরা উভয়ে গ্রাম হইতে বাহির হইলাম। যে সমস্ত রাজ্য এখনও ইংরাজের অধীন হয় নাই, সেই সমস্ত রাজ্যে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের এই গ্রাম যতদিন সিন্ধিয়া রাজ্যের অধীন ছিল, ততদিন আমরা সিন্ধিয়াকে নিয়মিত ভাবে কর দিতাম। এখন সিন্ধিয়ার রাজ্য গিয়াছে। অবশ্য আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করিব, সে রাজাকে প্রচুর পরিমাণে কর দিতে স্বীকৃত ছিলাম, তথাপি কোথাও আর আশ্রয় পাওয়া গেল না। বুন্দেলখণ্ড ছাড়িয়া অন্য প্রদেশে যাইতেও আমাদের ইচ্ছা নাই, এই জন্য বুন্দেলখণ্ডের মধ্যেই নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে ঝালোনের রাজার সহিত গণেশ জমাদার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। গণেশ জমাদার এই রাজার আশ্রয়ে তাঁহারই রাজ্যের মধ্যে বাস করিত। লুণ্ঠন-কার্য্যে যাহা লাভ হইত, রাজাকে তাহার কিছু কিছু অংশ দিত।

অনেক দিন ধরিয়া রাজার সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা প্রথমতঃ বলিলেন, "তোমরা বড় ভয়ানক লোক, রাজ্য মধ্যে তোমাদের আশ্রয় দিতে প্রাণে বড় ভয় হয়।" রাজা সত্যই ভয় পাইয়াছিলেন, কি আমাদের নিকট অধিক টাকা আদায় করিবার জন্য এইরূপ করিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা রাজার কথায় নিরস্ত না হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ ও বিশ্বাসী ভৃত্য-বৃন্দকে বেশ ভাল করিয়া পুজা করিলাম, অনেক টাকা উৎকোচ স্বরূপ দিলাম। ফলে রাজা আমাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। আমাদের বৎসরে তিন শত টাকা করিয়া রাজকোষে কর দিতে হইবে, তদ্ব্যতীত লুণ্ঠন করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য পাইব, রাজাকে তাহারও কিছু কিছু অংশ দিব, এইরূপ কথা হইল। তদ্ব্যতীত এমন ভাবে আমাদের বাস করিতে হইবে, যেন কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারে। পিতা রাজধানীর নিকটে তিনখানি গ্রামে চাষ-আবাদ করিবার জন্য অনেক জমি ইজারা লইলেন। গতবারের লুণ্ঠন-যাত্রায় আমরা যে মুক্তার মালা পাইয়াছিলাম, তাহারই এক ছড়া, আমার নিজের সেই মূল্যবান তরবারি, অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া রাজার সহিত বন্দোবস্ত শেষ করা গেল। এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ন্যূনকল্পে পাঁচ হাজার টাকা। কথাবার্ত্তার পর আমার পিতা ও অন্য কয়েকজন সেই স্থানেই রহিলেন, আমি অন্যান্য লোকজনকে লইয়া আমাদের পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য গমন করিলাম।

এতদিনের বাসস্থান চিরকালের মত ছাড়িয়া আসিতে মনে বড়ই দুঃখ হইল। শত শত সুখদুঃখের স্মৃতি এই গ্রামের ও এই বাসভবনের সহিত বিজড়িত। হৃদয় কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ আমাদের বড়ই ভালবাসিত। আমরা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা তাহারা মোটেই জানিত না। গ্রামে আমরা নিতান্ত নিরীহভাবেই বাস করিতাম। এখন নূতন

স্থানে গিয়া নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিতে মনে বড়ই দুঃখ হইল।

যাহা হউক, ইংরাজেরা ঠিক সংবাদই পাইয়াছিল। তাহারা কি প্রকারে যে আমাদের বাসস্থানের খবর পাইল; তাহা ভগবানই জানেন। যাহা হউক এ যাত্রা পিতার বুদ্ধিমত্তায় আমরা কোনরূপে রক্ষা পাইলাম। আমরা আমাদের নূতন বাসস্থানে গমন করার কয়েক মাস পরে সংবাদ পাইলাম যে, সমস্ত মার্নে পরগণায় যত গ্রাম আছে, সমস্তই আক্রান্ত হইয়াছিল। অনেক সাহসী ও প্রাচীন ঠগী আত্মরক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল; যাহারা প্রাণে বাঁচিল, তাহারা দলভ্রষ্টভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া পুর্ব্বে অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত ঠগী বাসস্থান স্থাপনা করিয়াছিল, তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমি ভাবিলাম, যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদাই বিপদের সম্ভাবনা। যতদিন অর্থাভাব না হইবে, ততদিন আর নূতন করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রয়োজন নাই। আমি তখন যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছি, কারণ গতবার লুণ্ঠন-যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর আমাকে সুবাদারের পদ দেওয়া হইয়াছে। এখন মনে হইল, শান্তভাবে বাস করাই শ্রেয়স্কর। পিতা তিনখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন, আমি বৈষয়িক কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। এই গ্রাম কয়খানি হইতে আমাদের বেশ আয় হইতে লাগিল। গণেশ জমাদারের প্রকৃতি বড়ই চঞ্চল ও উগ্র। সে আর বসিয়া থাকিতে চায় না, পুনরায় লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইবার জন্য সে আমাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল; আমি কিন্তু তাহার কথায় সম্মত হইলাম না, বেশ শান্তভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলাম।

গণেশের আকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা আমার নিকট বড়ই রহস্যজনক বলিয়া প্রতীত হইত। ঝালোনের রাজার সভায় আমি যখন তাহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখি, তখন কেমন হঠাৎ মনে হইল, ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি। অস্ফুটভাবে ইহাও মনে হইতে লাগিল যে, ইহাকে যেন কোথায় খুব কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি; আমার মনের এই গোপনীয় ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু এত চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার সহিত বেশ বন্ধুভাবে মিশিতে পারিলাম না। আমার চক্ষে ইহা কেমন কেমন ঠেকিত, কেমন একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইত। পিতা কিন্তু তাহাকে বড়ই বিশ্বাস করিতেন। গণেশ দেখিতে বলিষ্ঠ ও উন্নতদেহ। তাহার মুখাকৃতিতে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা দর্শন করিয়া আমার মনে তাহার উপর একটা দারুণ ঘৃণার উদয় হইত। যাহা হউক, তাহার কথা আর আলোচনা করিয়া প্রয়োজন নাই।

এই নূতন স্থানে বাস করার পর প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে

এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহা বর্ণনা করিতে পারি। আমার আর পুত্রকন্যাদি হয় নাই, একটিমাত্র পরম রূপবতী কন্যা, শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। আমি বেশ সুখেই ছিলাম, আর বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইত না। রাজাকে বার্ষিক পাঁচ শত টাকা করিয়া কর দিতে হইত। একবার খুব অজন্মা হইল, তখন আমরা সাত খানি গ্রাম ইজারা লইয়াছি, সেগুলির জন্যও যথেষ্ট খাজনা দিতে হইল। অজন্মার বৎসর এই খাজনা দিতে আমাদের সঞ্চিত অর্থ একেবারে ক্ষয় হইয়া গেল। রাজা বড় ভয়ানক লোক, টাকা দিতে বিলম্ব হইলে সে কেবল ভয় দেখাইত যে, আমাদিগকে ধরাইয়া দিবে। এখন কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া পুনরায় লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই; লোক পাওয়াও বড় সহজ নহে। আমার দলভুক্ত লোকগুলি দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আনাইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন।

এই সময়ে শুনিতে পাওয়া গেল যে, চিতু ও অন্যান্য পিণ্ডারী সর্দ্দারেরা এই বর্ষার পর এক প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া এক সুবৃহৎ লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইবে। এবার ইহারা এত বড় দল বাঁধিবে, যে ইংরাজেরা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া যাইবে। কথাটা আমার বেশ মনঃপূত হইল। যদিও আমি সৈনিকের মত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও বীরত্ব প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই, তথাপি আমার প্রবৃত্তি ঠিক সৈনিকের মত। আমি মনে করিতেছিলাম, কয়েকজন সাহসী লোক লইয়া দল বাঁধিয়া বাহির হইব, কিন্তু সাহস হইল না। পিণ্ডারীরা কাহাকেও ছাড়িয়া দিবে না, ঠগীদের উপর তাহাদের বড়ই জাতক্রোধ, সুতরাং অল্প লোক লইয়া বাহির হওয়া কিছুতেই নিরাপদ নহে।

যাত্রার উদ্‌যোগ আরম্ভ করিলাম। পীর খাঁ ও মতিরাম নিকটেই ছিল। তাহারা আমার প্রস্তাব শ্রবণে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা দুইটি বৃহৎ অশ্ব সংগ্রহ করিয়া সুসজ্জিত সৈনিকের মত আমার সহিত মিলিত হইল। তাহাদের চেষ্টায় আরও অনেকগুলি লোক সংগৃহীত হইল। এই সমস্ত লোকের জন্য অশ্ব ক্রয় করার মত সঙ্গতি না থাকায়, আমি আপাততঃ এক উপায় স্থির করিলাম। ভাবিলাম, রাজার নিকট আপাততঃ কয়েকটি অশ্ব চাহিয়া লওয়া যাউক, ইহার পর এগুলির দ্বিগুণ মূল্য দিব বলিলেই রাজা সন্তুষ্ট হইবে।

রাজা আমার প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পাঁচটি মূল্যবান ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করিল। কথা হইল যে, ফিরিয়া আসিয়া এই সমস্ত অশ্বের যাহা মূল্য, তাহার দ্বিগুণ প্রদান করিব। আমি এই প্রকারে রাজার নিকট অশ্ব লওয়ার পর আরও অনেকে অনুরূপ সর্ত্তে অশ্ব গ্রহণ করিল। আমরা সর্ব্বসমেত আট জন অশ্বারোহী বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। যদিও এবার আমরা ঠিক ঠগী

ব্যবসায়ে যাইতেছি না, তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তদনুচিত অনুষ্ঠানসমূহ পালন করিলাম।

যথা সময়ে আমরা নিমোয়ায় পঁহুছিলাম। এই স্থানে চিত্তুর বাস। দেখিলাম, অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একেবারে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমরা সর্দ্দারের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পরিধানে খুব মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল, সর্দ্দার আমাকে খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করিল, আমি যে সামান্য সাত জন সৈনিকের দলপতি, এরূপ ব্যবহার করিল না।

চিত্তু বেশ সুপুরুষ ও সাহসী যোদ্ধা। দলপতির যাহা কিছু গুণ, চিত্তু পিণ্ডারীর তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। দলভুক্ত প্রত্যেক লোকের অভাব অভিযোগ চিত্তু অতীব মনোযোগের সহিত শুনিত, লুণ্ঠিত সম্পত্তি বিভাগ করিবার সময়ে কোনওরূপ অন্যায়াচরণ করিত না। এই জন্যই চিত্তুর দলে এত লোক জুটিত। সে নিজে অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও সুনিপুণ যোদ্ধা, তাহার আদর্শে দলভুক্ত কেহই অলস ভাবে থাকিতে পারিত না। চিত্তুকে কখনই আমি ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। অনেক পথ পর্য্যটনের পর আমরা সকলে যখন এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের পক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকাই কঠিন, সেই সময়ে দেখিয়াছি, চিত্তুর একেবারে ক্লান্তি নাই; এমন প্রফুল্ল ভাবে অশ্বচালনা করিতেছে যে, দেখিলে মনে হয় এইমাত্র বুঝি প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

"আমি ঝালোনবাসী একজন সামান্য সৈয়দ, কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি" এই বলিয়া যখন আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, তখন চিত্তু আমার আকৃতি দর্শনে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল।

সে কহিল, "তুমি ঝালোন হইতে আসিতেছে? অনেকদূর হইতে আসিতেছ। বেশ, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাকে দলভুক্ত করিলাম। সাহসী যোদ্ধা, উত্তম অশ্ব ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে লইতে আমাদের কোনওরূপ আপত্তি নাই। তুমি বোধহয় জান, আমাদের দলভুক্ত লোকজনকে বেতন দিই না। যে যেমন লুণ্ঠন করিতে পারিবে, সে তেমন পাইবে। আমি তাহার কি অংশ লই, তাহা দলের লোকের নিকট শুনিতে পাইবে! তোমার মুখাকৃতি দেখিয়া তোমাকে বেশ সজ্জন বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে বিশ্বাস করিলে আমার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমি সর্ত্ত জানি। সেই সর্ত্তে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমার সঙ্গে আমার আর কয়েকজন সঙ্গী আছেন। তাঁহারাও আমার সঙ্গে কার্য্য করিতে চাহেন। হুজুরের যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে লইয়া আসি।"

সে কহিল "বেশ ত। কিন্তু এখন আমার অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে। সন্ধ্যাকালে সভাস্থলে তোমার লোকজনকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। সেই সময়ে আমি তোমাদের অশ্ব প্রভৃতি দেখিব। এই দর্‌বার (সৈন্যযাত্রা) মধ্যে উপযুক্ততা অনুযায়ী তোমরা স্থান পাইবে।"

আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলাম। গফুর খাঁ নামক চিতুর দলের একজন সর্দ্দারের সহিত তৎপূর্ব্বে আমার পরিচয় হইয়াছিল। এই লোকটি অত্যন্ত অসভ্য। তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে একজন ভীষণ প্রকৃতির পিণ্ডারী। এই ব্যক্তি দোস্ত মহম্মদ ও করীম খাঁর দলে বিশেষ প্রশংসার সহিত অনেক দিন কার্য্য করিয়াছে। এই লোকটিই চিতুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেয়। দরবার হইতে আসিবার সময় সে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "নগরের বাহিরে যে প্রান্তর আছে, সেই স্থানে আপনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ঘোড়াগুলি যেন দেখিতে বেশ ভাল হয়, লোকগুলিকে বেশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া আনিবেন। তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার দলভুক্ত হইবেন। আমার দলই সকল দলের অগ্রণী। যুদ্ধে ও লুণ্ঠনে আমাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে যাইতে হয়। আপনি আমার দলভুক্ত হইলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। আমি আমার দল হইতে দুই শত লোক আপনার অধীনে স্থাপন করিব। আমাদের এখন দলপতির প্রয়োজন। আপনার আকৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আপনি দলপতির কার্য্য করিতে পারিবেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমিও এই প্রকারের কার্য্য চাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে একজন দলপতির কার্য্য দেন, তাহা হইলে আমি প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করিতে পারিব। আমি কখনও এরূপ কার্য্য করি নাই সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি এ কার্য্য বেশ করিতে পারিব।"

আমি আমার লোকগুলিকে প্রস্তুত করিলাম। বর্শা পিণ্ডারীদিগের বিশেষ অস্ত্র, আমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া বর্শা সংগ্রহ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হাজার হাজার অশ্বারোহী জমিয়াছে। আমি স্বয়ং সজ্জি খাঁর নিকট প্রাপ্ত সেই অত্যুত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলাম। আমার অশ্ব বিপুল উৎসাহে হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, গ্রীবাভঙ্গি করিতেছিল। পীর খাঁ ও মতিরাম খুব উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। আমার দলের অন্যান্য লোক-জনও তথায় সমবেত সাধারণ অশ্বারোহীবৃন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল।

আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "একত্রে থাক, ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িও না। দলপতি উপস্থিত হইলে আমি কি করি, বেশ করিয়া দেখিও ও আমার অনুবর্ত্তন করিও।

সূর্য্যাস্তের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে চিত্তু নগর হইতে বাহির হইল। তাহার সঙ্গে যে সমস্ত সাহসী অশ্বারোহী আসিতেছিল, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বীরপুরুষ কল্পনা করা-ও যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দর্‌বার সর্দ্দারগণ তাহার চতুর্দ্দিকে, প্রত্যেকেরই পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র অপরকে পরাস্ত করিতেছে। তাহাদের যেমন বীরত্বব্যঞ্জক ও সাহসোদ্দীপ্ত মুখাকৃতি, যেমন বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র, তেমনি অশ্ব। সকলের পুরোদেশে গফুর খাঁ সর্ব্বাংশে সকলকে পরাস্ত করিয়া চলিয়াছে। অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিচ্ছদ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে।

আমি উল্লাসের সহিত পীর খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "এই সেই লোক। ইহারই অধীনে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। লোকটি কেমন বীরপুরুষ দেখ দেখি? এখন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।" ঘোড়া ছুটাইয়া আমি চিত্তরু সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমার বর্শাখানি নীচে নিক্ষেপ করিয়া ঘোড়া থামাইয়া মস্তক নত করত তাহাকে অভিবাদন করিলাম ও কহিলাম, "এই আমার লোকগুলিকে আনিয়াছি।"

চিত্তুও তাহার ঘোড়া থামাইয়া কিছুক্ষণ অতীব মনোযোগের সহিত আমাকে দেখিল। পরিশেষে সে কহিল, "তুমি বেশ সাহসী ও সুপুরুষ; তোমার লোক-গুলিও বেশ নিপুণ অশ্বারোহী। আমাদের দলের সমস্ত লোক যদি তোমাদের মত হইত, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইত।" এই বলিয়া সে গফুর খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গফুর খাঁ! তুমি কি বল? মীর সাহেবকে তোমার দলে লইবে? আর তাহার অধীনে দুই-এক শত লোক দিতে পারিবে?"

খাঁ উত্তর করিল, "আমিও ঠিক তাহাই চাই। আমি মীর সাহেবকে দেখিয়া অবধি খুব পছন্দ করিয়াছি। এখন ত মীর সাহেবকে ঠিক রুস্তমের মত দেখাইতেছে।"

চিত্তু বলিল "তবে তাহাই কর।"

গফুর খাঁ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মীর সাহেব! এই দিকে আসুন, আপনি কেমন বর্শা ছুঁড়িতে পারেন একবার দেখিব।"

গফুর খাঁ আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমার সহিত কিছুক্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিল। পরিশেষে আমি পরাস্ত হইলাম বটে, কিন্তু গফুর খাঁ ও অন্যান্য সমস্ত লোক আমার নিপুণতা দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। আমি কিন্তু আমার খর্ব্বতা স্বীকার করিলাম না। আবার দ্বিতীয় বার কৃত্রিম যুদ্ধ হইল। এবার কৌশলে আমি গফুর খাঁকে পরাস্ত করিলাম। গফুর খাঁ বলিল, "বর্শা লইয়া তোমার যুদ্ধ করাও অভ্যাস আছে দেখিতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম "আমি কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিতে পারি, কখনও বর্শাযুদ্ধ অভ্যাস করি নাই। প্রথমবার যুদ্ধে আপনি যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন

করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া এবার আমি যুদ্ধ করিয়াছি। আমি অবশ্য আপনার সমকক্ষ নহি ; কেবলমাত্র ভাগ্যবশেই জয়লাভ করিয়াছি।"

গফুর খাঁ উত্তর করিল "তুমি বর্শায় যেরূপ নিপুণ, তরবারি চালনাতেও তোমার যদি তদ্রূপ নিপুণতা থাকে, তাহা হইলে তোমার সমকক্ষ লোক আমাদের দলে একেবারেই নাই। আচ্ছা চিতু সর্দ্দারের নিকট তোমার তরবারির পরীক্ষা হইবে।"

গফুর খাঁর মুখে চিতু সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইল যে, পরদিন অপরাহ্ণকালে তাহার গৃহে আমার তরবারির খেলা হইবে।

ত্র য়ো ত্রিং শ প রি চ্ছে দ

পিণ্ডারী সঙ্গমে

পরদিন অপরাহ্ণকালে নগরের বহির্ভাগে এক সুবিশাল প্রান্তর মধ্যে আমরা সকলে সমবেত হইলাম। প্রান্তরের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর গালিচা বিছাইয়া চিতু উপবেশন করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দ্দারগণ তাহার চারি পার্শ্বে সমাসীন। সকলেই অদ্যকার তরবারি ক্রীড়া দর্শনার্থ সমুৎসুক। চিতু আমার সহিত বড়ই ভদ্রভাবে ব্যবহার করিল ; প্রথমতঃ আমাকে তাহার নিকটে বসিতে বলিল। কয়েকজন লোক পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ বিক্রম ও অস্ত্রচালনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিল। ইহাদের ক্রীড়া শেষ হইলে ইঙ্গিতমাত্র দুইজন বলিষ্ঠকায় রাজপুত রঙ্গস্থলে ক্ষিপ্রভাবে উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঢালের উপর লাঠির আঘাত করিতে লাগিল।

চিতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন মীর সাহেব ! এ দৃশ্য তোমার বেশ ভাল লাগিতেছে ত ? এই লোক দুইটি অস্ত্র চালনায় খুব পারদর্শী, ইহাদের উভয়ের হস্তে এই ক্ষুদ্র লাঠির পরিবর্ত্তে যদি তরবারি থাকিত, তাহা হইলেও কেহই কাহারও রক্তপাত করিতে পারিত না। ইহারা নিপুণতায় সমকক্ষ।"

আমি উত্তর করিলাম "তাহারা পারদর্শী হইতে পারে, কিন্তু আমার মতে ইহাদের বিশেষ কিছু বাহাদুরি নাই। ইহারা দুইজন পরস্পর পরিচিত। আমাকে যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি একবার ইহাদের সহিত খেলা করিয়া দেখাইতে পারি।"

চিত্তু উত্তর করিল "আচ্ছা, কিন্তু দেখিও পূর্ব্বে যে যশোলাভ করিয়াছ, তাহা যেন নষ্ট হইয়া না যায়।"

আমি রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলাম। আমি কথঞ্চিৎ শীর্ণকায়। যে রাজপুতের সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে ব্যক্তি বেশ বলিষ্ঠ দেহ। আমাকে কোমরে রুমাল বাঁধিয়া, এক হস্তে ঢাল ও অপর হস্তে একগাছি যষ্টি লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল যে, আমি নিশ্চয়ই পরাস্ত হইব।

আমি রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিয়মে খেলা হইবে? সে উত্তর করিল "আমি তোমাকে আঘাত করিব, তুমি আত্মরক্ষা কর।"

রাজপুত আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল, চারিদিকে নানা ভঙ্গীতে ঘুরিতে ঘুরিতে অতর্কিতভাবে ও অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে আমাকে আঘাত করিল; আমি ঢাল পাতিয়া তাহা প্রতিরোধ করিলাম। আমার জয়ধ্বনিতে দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সকলেই আমার প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রথম রাজপুত পরাস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। দ্বিতীয় রাজপুত উঠিয়া আসিল ও আমাকে বলিল, "আমার বন্ধু ভীম সিংকে ত আপনি শীঘ্রই পরাস্ত করিয়াছেন; এইবার আমার সঙ্গে একবার দেখুন।"

এ লোকটি অধিকতর নিপুণ। আমার ক্রীড়ার কৌশল বুঝিতে পারিয়াছিল। ইহার সহিত আমার খেলা হইতে লাগিল। আমি যাহার নিকট ক্রীড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, ইহার পদ্ধতি দেখিয়া আমার সেই গুরুকে মনে পড়িয়া গেল। দীর্ঘকাল সমানভাবে ক্রীড়া করিয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

চিত্তু উল্লাসের সহিত বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, তোমরা দুইজনেই সমকক্ষ। আমি তোমাদের উভয়েরই বীরত্বে তুষ্ট হইয়াছি। আর পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজন নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "না, খোদাবন্দ! আর অল্প সময়ের মধ্যেই যাহা হয় হইয়া যাইবে।"

চিত্তু উত্তর করিল "কিন্তু দেখিও এই দীর্ঘ প্রতিযোগিতা হইতে যেন শত্রুতা না হয়।"

আমরা উভয়েই উত্তর করিলাম, "আমরা বন্ধুভাবে ক্রীড়া করিতেছি; সেজন্য কোন ভয় নাই।"

আবার ক্রীড়া আরম্ভ হইল, আমি হঠাৎ আমার ক্রীড়ার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া রাজপুতকে আঘাত করিলাম। আমার হস্তে যদ্যপি তরবারি থাকিত, তাহা হইলে যেভাবে তাহাকে আঘাত করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার দেহ তন্মুহূর্ত্তেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত।

চিত্তু উচ্চৈঃস্বরে কহিল "বাহবা! বাহবা! মীর সাহেব বেশ জয়লাভ

করিয়াছ। রামদীন্ সিং তুমি পরাস্ত হইয়াছ বটে, কিন্তু এ পরাজয়ে তোমার লজ্জা নাই। একে একে আমার নিকট এস, আমি উভয়কেই পুরস্কার দিব।"

আমি মনে করিয়াছিলাম পরাস্ত হওয়ার জন্য রাজপুত বোধহয় দুঃখিত ও রুষ্ট হইবে, কিন্তু দেখিলাম সে আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল। সর্ব্বসমক্ষে সে বলিল, "এ পরাজয়ে আমার লজ্জা নাই; ইহাতে আমার গৌরব বাড়িয়াছে।"

এই সৈন্যদলে আমার খুব সম্মান বাড়িয়া গেল। আমি সৈন্যশ্রেণীর পুরোভাগে স্থান পাইলাম। আমার অনুরোধক্রমে এই দুইজন সাহসী রাজপুত আমার অধীনে কর্ম্ম পাইল। ইহাদের একজনের অধীনে পঁচিশ জন, আর একজনের অধীনে পঞ্চাশ জন সৈন্য স্থাপিত হইল। আমি এত শীঘ্র শীঘ্র যে ঈদৃশ সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত হইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই সুসংবাদ জানাইবার জন্য পিতাকে ও আজিমাকে পত্র লিখিলাম।

নিমোয়ারে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল। বড় সুখেই দিন কাটিতে লাগিল। প্রাতঃকালে চিত্তুর সহিত সৈন্যাদি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতাম। চিত্তু আমাকে বড়ই স্নেহ করিত। সন্ধ্যাকালে অস্ত্রক্রীড়া হইত। আমি প্রথমে যে সম্মান পাইয়াছিলাম, বরাবরই সে সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল।

ক্রমশঃ বিজয়া দশমীর উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল; বড়ই ধূমধামের সহিত এই উৎসব হইয়া গেল। গণনা করিয়া ও নাম ধাম লিখিয়া লইয়া দেখা গেল যে, সর্ব্বসমেত আট হাজার সাহসিক অশ্বারোহী সমবেত হইয়াছে।

এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, নর্ম্মদা নদী পার হওয়ার পরেই আমরা দুই দলে বিভক্ত হইব এবং দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব। যদি কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইব। এখন আর ফিরিঙ্গিদের সৈন্য দলের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা বেশ জানিতাম যে, ফিরিঙ্গিদের সৈন্যদল যদিও এখন বসিয়া আছে, তথাপি আমরা বাহির হইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদের অনুবর্ত্তন করিবে।

পরদিন রাত্রি প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। দলপতির সম্মুখ দিয়া দলের পর দল যখন একে একে দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন বাস্তবিকই বড় সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল। নর্ম্মদা বক্ষে নৌকার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছিল। আমরা নর্ম্মদা অতিক্রম করত তাহার দক্ষিণ তটবর্ত্তী হিন্দিয়া নামক নগরে উপস্থিত হইলাম।

এইস্থানে সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইল। আমি আমার দল লইয়া চিত্তুর সহিত একত্র রহিলাম। সেদিন তথায় থাকিয়া পরদিন আমরা পশ্চিমমুখে চলিলাম, নিকটেই তাপ্তী নদী। এই নদীর উপত্যকা দিয়া আমরা নাগপুরের

রাজার রাজ্যাভিমুখে চলিলাম। পূর্ব্ব হইতেই নাগপুরের রাজার সহিত সন্ধি হইয়াছিল। আমরা তাহার রাজ্যমধ্যে কোনরূপ লুণ্ঠন বা অত্যাচার করিব না, এই সর্ত্তে রাজা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কেহই আমাদিগকে কোনরূপ বাধা প্রদান করিবে না। দ্বিতীয় দলের নেতার নাম সাইয়েদ ভীকু। এই ব্যক্তি বীরত্বে ও শৌর্য্যে চিতুর প্রায় সমকক্ষ। এই দল পূর্ব্বদিকে নর্ম্মদা নদীর ধারে ধারে নাগপুর যাইবার বড় রাস্তার দিকে চলিল। এই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল।

আমরা খুব ত্বরিত গমনে চলিলাম। আমাদের সঙ্গে যে অর্থ ছিল, এই বিপুল বাহিনীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাহা দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল, এখন শীঘ্র শীঘ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠন কার্য্য আরম্ভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, মেজর ফ্রেজারের অধীনে একদল সৈন্য গুপ্তভাবে আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আমরা আমাদের গুপ্তচরের নিকট সন্ধান পাইলাম যে, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত কম, এবং তাহারা যে আমাদের আক্রমণ করিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই। শুনা গেল, তাহাদের সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে, আমরা সংখ্যায় তিন সহস্রের অধিক, সুতরাং আমরা বিচলিত হইলাম না। তখন তাহাদের দূরত্ব আমাদের নিকট হইতে প্রায় পনের ক্রোশ। তাহারা পদাতিক, আমরা অশ্বারোহী; সুতরাং আমাদিগকে আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

যাহা হউক, পরিশেষে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা একদিন তাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, কেহ কেহ শিবিরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, কেহ বা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় খবর আসিল, ফিরিঙ্গিরা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের দলের মধ্যে এই সংবাদে যেরূপ হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল, তাহা বর্ণনাতীত। সৈন্যগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সুব্যবস্থিতভাবে আত্মরক্ষা করার আর আশা রহিল না। সকলেই নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহই দাঁড়াইল না। লোহিত বর্ণ পরিচ্ছদধারী শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ তখন আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, উৎসাহ সহকারে আমাদের দিকে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতেছে। আমি আমাদের লোকগুলিকে অনুনয় করিয়া বলিলাম, উহাদের সংখ্যা অতি অল্প, একবার দাঁড়াইলেই উহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিবে। আমার কথা কেহই শুনিল না, আমার সহচর ঠগীগণ ও আমার দলের কয়েকজন লোক সম্মুখ যুদ্ধে জীবন ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু আমি দেখিলাম এত অল্প লোক লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়া

নিতান্তই বিড়ম্বনা। ফিরিঙ্গিদের গুলির আঘাতে তখন আমাদের দলের লোক মরিতেছিল; আমি দেখিলাম, আমাদের পার্শ্বেই কয়েকজন নিহত হইল, সুতরাং আমরাও অশ্বের মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিলাম। ফিরিঙ্গিদের দলে কয়েকজন অশ্বারোহী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা আমাদের অনুসরণ করিল না। এই অশ্বারোহীগণ যদি আর একটু অধিক সাহসী হইত, তাহা হইলে আমাদের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইত।

আমার মনে হইতেছিল যে, একবার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেই ভাল হইত। আমার সঙ্গে একশত জন সৈনিক ছিল, আমি তাহাদিগকে একত্রে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু অশ্বারোহীরা আর অগ্রসর হইল না। আমরা দূর হইতে দেখিলাম, তাহারা আমাদের তাম্বুগুলি অধিকার করিল; তাহারা অনেক পথ পর্য্যটন করিয়া নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের এই শিবিরশ্রেণী ও প্রস্তুত খাগ্যাদি তাহাদের নিশ্চয়ই খুব কাজে আসিয়াছিল। তদ্ব্যতীত তাহাদের কিছু লাভও হইয়াছিল। আমাদের দলের অনেক লোক ভয়ে আর ঘোড়ার পৃষ্ঠে জিন্ দিতে পারে নাই, এই জিন্‌গুলি তথায় পড়িয়াছিল।

আমাদের পরাজয় বেশ চূড়ান্ত রকমেরই হইল। শত্রুদের সংখ্যা যদি আর কিছু অধিক হইত, তাহাদের দলের অশ্বারোহীগণ যদি আমাদের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে আমাদের পুনরায় দল বাঁধিবার ও লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইবার আর কোনও আশা থাকিত না। হয় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন ত্যাগ করিতে হইত, নতুবা অপরিচিত পর্ব্বত জঙ্গলে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইত। যাহা হউক, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিন দিন পরে আমরা পুনরায় মিলিত হইলাম। দেখা গেল, আমাদের একশত লোকের অধিক নষ্ট হয় নাই। আবার আমাদের পুর্ব্ব উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

আমরা এলিচপুরের পুর্ব্বদিগবর্ত্তী শৈলমালা ও গভীর অরণ্যানী শ্রেণীর মধ্যে ছিলাম। এই স্থান আমাদের পরিচিত। মোগলানী হত্যা করার পর আমরা এই পথ দিয়া গিয়াছিলাম। তথা হইতে আমরা ওয়ার্দ্ধা নদীর নিকট নিজামের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দলপতির লক্ষ্য অমরাবতী নগরের উপর ছিল। তথা হইতে অমরাবতী পঁচিশ ক্রোশ, আমরা পথে আর কোথাও বিশ্রাম করি নাই, একেবারে অমরাবতী অভিমুখে চলিলাম। অমরাবতী যে বড়ই সম্পদশালিনী নগরী, সে কথা আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন অবশ্য তাহার পুর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই।

পর্ব্বতীয়া নদীর স্রোতের ন্যায় আমরা সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা যে সমস্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, সেই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ আমাদের আগমনের আভাস পাইবামাত্র গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী

পুত্র সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আমরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমরাই গ্রামের অধিপতি। বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া টাকা কড়ি ও দ্রব্য সামগ্রী যাহা কিছু পাইলাম, সমস্তই লুণ্ঠন করিলাম। কোন কোন বৃহৎ গ্রামে অনেক লাভ হইতে লাগিল। আমার বড়ই সৌভাগ্য, আমি সৈন্যদলের সম্মুখ-ভাগে ছিলাম। আমার সেদিনকার যে উৎসাহ, তাহা আর কি বলিব? উল্লাসে আমার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। আমার দলে ক্রমশঃ লোক বাড়িতে লাগিল। তখন আমার অধীনে পাঁচ শত জন সাহসী অশ্বারোহী। বেরার সমতল প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পুরোবর্ত্তী জনপদসমূহ দেখাইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যখন আমি সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে কহিলাম, "এখন আমরাই এ দেশের মালিক," তখন আমার চিত্তে যে কি উল্লাস, কি উৎসাহ, তাহা আর কি বলিব?

সেদিন আমার সৌভাগ্য দেখিয়া গফুর খাঁরও মনে মনে হিংসা হইল। সে চিত্তু সর্দ্দারের সঙ্গে পশ্চাৎবর্ত্তী মূল সৈন্যদলের সঙ্গে ছিল। আমার দল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যত সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা, ক্রমে ক্রমে আমার দলে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। আমাদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে অমরাবতী আক্রমণ করিতে হইবে। আমরা প্রচণ্ড ঝটিকার মত সবেগে চলিলাম। কয়েকখানি গ্রামের লোক আমাদের আগমন-সংবাদ পূর্ব্ব হইতে না পাওয়ায় আর পলাইতে পারে নাই। আমরা গ্রামের উপান্তে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা আমাদিগকে সাধ্যমত কর দিতে স্বীকার করিল। আমাদিগকে কিছুই চাহিতে হয় নাই। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি গ্রামে যাহা কিছু ছিল, তাহারা ভারে ভারে আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল। ক্রমশঃ চারিদিকে একটা দারুণ বিভীষিকা ছড়াইয়া পড়িল, সমস্ত গ্রামের লোকেই সংবাদ পাইল যে, আমরা লুণ্ঠন করিতে বাহির হইয়াছি। দূরে, আমাদের পুরোদেশে সহস্র সহস্র লোক পিপীলিকার শ্রেণীর মত সন্ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতেছে। আমাদিগকে কর দিবার জন্য গ্রামে যে দুই একজন প্রধান লোক ছিল, তাহারা আমাদিগকে অনেক স্বর্ণ রৌপ্য ও টাকা কড়ি দিয়া বিনীত ভাবে তাহাদের গ্রাম দগ্ধ করিতে নিষেধ করিল। আমি আমার লোকজনকে বারন করিলে কি হইবে, চিত্তু আমার পশ্চাতে আসিতেছিল। আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, লেলিহান অগ্নি সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে, আকাশ একেবারে ধূমময়। আমি বুঝিলাম, চিত্তু ও তাহার সঙ্গী-গণ এই সমস্ত সুন্দর গ্রাম একেবারে ভস্মসাৎ করিতেছে। প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময়ে আমরা অমরাবতীতে উপনীত হইলাম। এই নগর রক্ষা করিবার জন্য অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল, আমাদের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা পলায়ন করিয়াছে। নগর একেবারে অরক্ষিত, আমরা নির্ব্বিবাদে নগরে প্রবেশ

করিলাম। আমরা আর একবার অমরাবতী আসিয়াছিলাম। মনে হইল, এই দুইবারে অমরাবতী প্রবেশ কি পার্থক্য!

আমি নগরের সদর রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। আমি জানিতাম, এই পথে নগরের ধনশালী সওদাগরগণের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইব। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জন কয়েক করিয়া সৈন্য রাখিয়া আমি চকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় নগরের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোক মিলিত হইয়াছে; আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে।

অভ্যর্থনার জন্য আর অধিক কথা হইল না। আমরা শিষ্টালাপ ও ভদ্রতা করিবার জন্য আসি নাই। সকলেই এখন শীঘ্র শীঘ্র কিছু সংগ্রহ করিতে উদ্‌গ্রীব।

নগরবাসিগণ অত্যন্ত কাতর ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিল যে, তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র; আমাদের উপযুক্ত অর্থদানে তুষ্ট করিবার তাহাদের সাধ্য নাই। আমি বলিলাম, আপনাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই জানি, এবং সেইরূপ ব্যবহারই করিতেছি। এখন বাজে কথা কহিবার সময় নাই। আপনারা এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিতেছেন, আপনারা কি মনে করেন যে, মাননীয় চিতু সর্দ্দার এই সামান্য অর্থে তুষ্ট হইবে? আমি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি, এত কম টাকায় তিনি কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না। অতএব আমার কথা শুনুন, এমন অযৌক্তিক কথা বলিবেন না; আপনারা বিবেচক লোক, বিবেচনা করিয়া কথা বলুন। আমি যাহা বলি, শুনুন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সমগ্র সৈন্যদল এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আপনারা আপনাদের উচ্চ গৃহের চূড়ায় উঠিয়া একবার নগরের বাহিরের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পিণ্ডারীরা কেমন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। পথিমধ্যে অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে এখন আর একটি বৃক্ষ নাই, একখানি ঘরের চালা নাই। আমার কথা যদি না শুনেন, তাহা হইলে আপনাদের এই সহরেরও ঠিক সেইরূপ দশা হইবে। আপনাদের নগর ভস্মীভূত হইবে, সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে, অধিক কি স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। আমাদের বাধা দিবার আপনাদের শক্তি নাই। আমার প্রস্তাবে যদি আপনাদের সম্মতি না হয়, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে, আপনাদের এই নগরে আমরা কয়েকদিন বাস করিব, এবং আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি আছে দেখিব। অতএব বিবেচক লোকের মত কার্য্য করুন, সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া পরামর্শ করুন। শীঘ্র যাহা ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমরা নিজেদের উপায় নিজে নিজে করিতে বাধ্য হইব।"

আমার সঙ্গীগণ বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা বলিয়াছেন; মীর সাহেব। ইহাদের

সহিত আর পরামর্শ করিয়া কি হইবে? আমরা নিজেরা যাহা পারি করি। ইহাদের কথায় আমাদের পোষাইবে না! ইহারা অত্যন্ত কৃপণ, আমাদের ন্যায় ভদ্রলোককে তুষ্ট করা ইহাদের সাধ্য নহে।”

আমি উত্তর করিলাম “আচ্ছা, উহারা কি বলে দেখা যাউক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করায় ক্ষতি কি? এখন আর অত্যাচার করিবার প্রয়োজন নাই। আগে উহাদের পরামর্শ হউক।”

সওদাগরদিগের পরামর্শ আর শেষই হয় না। আমি অগত্যা হুঙ্কার ছাড়িয়া তরবারি ঘুরাইলাম। আমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, এবং সকলে দলবদ্ধ ভাবে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের দলের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ও স্থূলকায়, সে ব্যক্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “মীর সাহেব! দয়া করিয়া একটু বসুন। ব্যস্ততায় কি কোন কাজ হয়? একটু ধীর ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।”

আমি বলিলাম “না, আমার বসিবার সময় নাই। আপনাদের যাহা বলিবার আছে বলুন, আমি দাঁড়াইয়াই শুনিব। দেখুন, দ্বিতীয়বার আমি তরবারি ঘুরাইলেই লুণ্ঠন আরম্ভ হইবে, এই সমস্ত সাহসী যোদ্ধা যদি সন্তোষ মত টাকা কড়ি পায়, তাহা হইলে আমার আদেশ মত কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু যদি তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তাহারা আমার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য নহে। তখন তাহারা যাহাই করুক না কেন, আমি আর তাহার জন্য দায়ী নহি।”

সওদাগরদিগের দলপতি কহিল, “তবে আপনি আমার সঙ্গে একবার একটু নিভৃতে আসুন। আমরা সওদাগর লোক, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা কাহাকে বলে জানি না।”

আমরা তাহার কথা শুনিয়া হাসিলাম। আমি বলিলাম “না, না; আপনাদের নিকট আমার কোন ভয়ের কারণ নাই।” এই বলিয়া আমার সঙ্গীগণকে সতর্ক হইয়া থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া আমি তাহার সহিত নিভৃতে গমন করিলাম।

অল্পদূর গমন করিয়া আমি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা, আপনি কি বলিতে চাহেন? যাহা বলিবেন, শীঘ্র শীঘ্র বলুন; ঐ দেখুন, আমার সঙ্গীগণ বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এই আপনাদের ঘর বাড়ী, এই আপনাদের দোকান, এত কাছে কি আর লোকগুলি চুপ করিয়া থাকিতে পারে?”

লোকটি উত্তর করিল, “তবে শুনুন; আপনি একজন দলপতি। আপনার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতেছি, এই সব লোকের উপর আপনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। আপনার দলের পাঁচ শত জনের অধিক লোক নাই। আমরা আপনাকে দশ হাজার টাকা, প্রত্যেক সর্দ্দারকে হাজার টাকা, আর প্রত্যেক লোককে একশত করিয়া

টাকা দিতেছি। ইহাতেই আমাদের প্রায় এক লক্ষ টাকা দিতে হইতেছে। আপনাদের দলের অন্য লোক সব আসিলে তাহাদের সহিত আমাদের বুঝা পড়া হইবে। ইহাতে আপনি কি বলেন? যাহা হয় শীঘ্র শীঘ্র বলুন; টাকা আমাদের নিকট রহিয়াছে; অবশিষ্ট দল আসিবার পুর্ব্বেই আপনাদের সহিত আমাদের দেনা পাওনা শোধ হইয়া যাইবে।"

আমি সামান্যক্ষণ চিন্তা করিলাম। আমি জানিতাম, চিত্তু সর্দ্দার তাহার দেনা পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে। সুতরাং আমি তৎপুর্ব্বে যাহা কিছু আদায় করিতে পারি, তাহাতে আপত্তি কি? আমি আরও জানিতাম যে, চিত্তু সর্দ্দার দশ লক্ষ টাকা আশা করে এবং যেপ্রকারেই হউক এই পরিমাণ অর্থ আদায় করিয়া লইবে।

সওদাগর পুনশ্চ আমাকে বলিল, "তাহার পর আর একটা কথা শুনুন। আপনি দলের অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন; আপনি অবশ্য এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। ইহার পর অনেক গ্রাম পাইবেন, কোথাও গিয়া অদ্য রাত্রির মত বিশ্রাম করিবেন। চিত্তু আর ইহার কিছু জানিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "না; অদ্য আমরা এখানেই থাকিব। অদ্য পঁচিশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করা হইয়াছে। আর অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা নাই। তবে আপনারা যদি এই মুহূর্ত্তে এক লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার লোকজনকে সহরের বাহিরে লইয়া যাইব। মনে রাখিবেন, আমরা যাহা পাইব, তাহার এক-তৃতীয়াংশ দলপতির, সুতরাং আমরা অতি সামান্যই পাইব।"

সে বলিল, "আপনার কথায় সম্মত হইলাম; আপনার লোকগুলিকে শান্ত হইতে বলুন। আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা যাহা পাইবে, অত্যাচার করিলে তাহা পাইবে না।"

আমি আমার লোকগুলির নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিলাম। তাহারা এই প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া স্বীকৃত অর্থ চাহিতে লাগিল।

সওদাগরেরা পুর্ব্ব হইতেই টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। অনতি-বিলম্বে এক সারি লোক টাকার থলিয়া লইয়া পিণ্ডারীদিগকে দফায় দফায় আহ্বান করিতে লাগিল। প্রত্যেক দফার দফাদারের হস্তে তাহার দলের লোকেদের প্রাপ্য টাকা গণিয়া দিতে লাগিল। সকলেরই জিনের সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া থলিয়া ছিল; নিজ নিজ প্রাপ্য তাহাতে রক্ষিত হইল। প্রত্যেক সর্দ্দার এক হাজার টাকা করিয়া; আর প্রত্যেক লোক একশত টাকা করিয়া পাইল।

পীর খাঁ আমাকে বলিল, "মীর সাহেব! আপনি নিজে ত কৈ কিছু লইলেন না?"

আমি বলিলাম "না, না; ভয় করিও না। আমিও আমার অংশ পাইব।

আমার জন্য ঐ থলিয়াটি আনিয়াছে। থলিয়াটি কিছু ক্ষুদ্র, উহাতে স্বর্ণ মুদ্রা আছে।”

পীর খাঁ বড়ই তুষ্ট হইল, কহিল “আর কেহ যেন জানিতে না পারে।”

আমি বলিলাম, “এক বর্ণও না; এ কেবল তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম। এখন এই সমস্ত লোক যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না করে, তাহাই আমাদের দেখা উচিত। তাহাদের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে শান্তিরক্ষা করা বড়ই কঠিন।”

পীর খাঁ উত্তর করিল “ইহারা সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃপক্ষে আমি ত খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। মীর সাহেব! এ বেশ কাজ। একটা দিন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া সন্ধ্যাকালে এক হাজার টাকা, মন্দ কি? আমাদের পূর্ব্ব ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কার্য্য হইতে এ কার্য্য ভাল।”

আমি বলিলাম “চুপ; চুপ! সে সমস্ত গুপ্ত কথায় এখানে প্রয়োজন নাই। তুমি লোকজন লইয়া সহরের বাহিরে চলিয়া যাও, আমি জনকয়েক লোক লইয়া চিতু যতক্ষণ না আইসে, ততক্ষণ এই স্থানে থাকি!”

জনকয়েক ব্যতীত সমস্ত পিণ্ডারী তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি তথায় বসিয়া চিতুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

স্থূলকায় সওদাগর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি কত টাকা চাহিবেন বলিয়া আপনার মনে হয়?”

আমি উত্তর করিলাম, “তাহা আমি জানি না।” তবে আপনারা তাহার সহিত খুব বদান্যভাবে ব্যবহার করিবেন, নতুবা তিনি আপনাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন। পিণ্ডারীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক জানেন ত? তাহাদের শরীরে দয়া মায়া একেবারে নাই। আপনাদের উপর অত্যাচারও হইবে।”

‘অত্যাচার হইবে’ এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম কথাটা বলিয়া বেশ ভাল কাজ করা হইয়াছে। আমি বলিলাম, “হাঁ; কোড়া কাহাকে বলে জানেন ত? দরকার হইলে আপনাদের পৃষ্ঠবস্ত্র উন্মোচিত হইতে পারে। আঙ্গুলে দড়ি বাঁধিয়া আঙ্গুলে ঘা দেওয়া জানেন ত? থলিয়াতে নানাবিধ জিনিস পুরিয়া তাহা নাকে বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে চাবুক মারা জানেন ত? যাহারা অত্যন্ত কৃপণ, তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিবার আরও অনেক প্রকার কৌশল আছে। আপনারা অবশ্য বিবেচক লোক; আশা করি, আপনাদের জন্য এ সমস্ত করিতে হইবে না।”

একজন সওদাগর এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। আমার মুখে এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, “মীর সাহেব! আপনি একটা আন্দাজ করিয়া বলুন দেখি

তাঁহাকে কত টাকা দেওয়া যায়? আর তাঁহার দলে পিণ্ডারীই বা কত আছে? আমরা শুনিয়াছি পাঁচ হাজার।"

আমি বলিলাম "আমরা সর্ব্বসমেত কিছু কম দশ হাজার। শেঠজি! আর একটু পরেই সমস্ত দেখিতে পাইবেন। টাকা সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, চিত্তু সর্দ্দার নিজের জন্য এক লক্ষ টাকা চাহিবেন। হিরু, গফুর খাঁ, রাজন এই তিনজন সর্দ্দার, প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার। ছোট সর্দ্দার ও দফাদার প্রত্যেকে এক এক হাজার, অন্যান্য পিণ্ডারী প্রত্যেকে এক এক শত। এই টাকা চাই।"

তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন! আমরা একেবারে নষ্ট হইলাম। আমাদের জীবনের আর আশা নাই। আপনি যে আট লক্ষ টাকার হিসাব দিলেন! এত টাকা আমরা কোথায় পাইব? আমাদের সর্ব্বনাশ হইল, ইহা অপেক্ষা আমাদের এককালে মারিয়া ফেলুন।"

আমি বলিলাম "না, না, বন্ধুগণ এত বিচলিত হইবেন না। সকলেই জানে অমরাবতীর সমৃদ্ধির সীমা নাই; হায়দরাবাদ হইতেও এখানকার অধিবাসিগণ অধিক ধনশালী। এখানকার টাকার হিসাব লক্ষ দিয়া হয় না, কোটি দিয়া হয়। আমার নিকট যাহা বলিলেন, তাহা বলিলেন; চিত্তুর নিকট আপনাদের দারিদ্র্যের কথা বলিবেন না। কেন না, তাহা হইলে আপনারা যে একেবারে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, ইহা সে সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, চিত্তু আসিবামাত্র কোনরূপ দরদস্তুর বা ওজর আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে এককালে অনেক টাকা দেওয়াই আপনাদের পক্ষে নিরাপদ। তাহার সময় নষ্ট করিবেন না।"

স্থূলকায় সওদাগর অন্যান্য সকলকে কহিল, "মীর সাহেব যাহা বলিতেছেন, সমস্তই সত্য আমাদের দারুণ বিপদ উপস্থিত। স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, সুতরাং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই দিয়া এই বিপদের হস্ত হইতে যদি' পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।"

আমি বলিলাম, "এইবার আপনি বিজ্ঞ লোকের মত কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে আমার আর একটু কথা শুনুন। চিত্তু একজন খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হন। অন্যান্য সর্দ্দারেরাও সেইরূপ। আপনারা পান, আতর, মসলা, প্রভৃতি মূল্যবান পাত্রে সাজাইয়া, মূল্যবান শাল প্রভৃতি বিছাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার উদ্‌যোগ করুন। তাঁহারা আসিবামাত্র খুব ভালরূপ নজর দিলে তুষ্ট হইবেন। যদি দশ লক্ষ টাকা চাহিত, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পাঁচ লক্ষের মধ্যে হইবে।"

অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আপনি বড়ই সদ্‌বুদ্ধি দিয়াছেন। মীর সাহেব!

আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনি না বলিলে এ সমস্ত কৌশল আমরা কিছুতেই জানিতে পারিতাম না।"

আমি বলিলাম, "আর এক কথা। আপনারা আকার ইঙ্গিতে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। এইরূপ ভাব দেখাইবেন, যেন তিনি আসাতে আপনারা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন। অকারণ ভয় প্রকাশ করিবেন না যখন টাকা আপনাদের দিতেই হইবে, তখন ভদ্র ভাবে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।"

সকলেই আমার উপদেশ গ্রহণ করিল ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে বন্দুকের ও অশ্বখুরের ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, চিত্তু উপস্থিত।

সওদাগরেরা ভীতিব্যাকুল ভাবে আমার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "মীর সাহেব! দয়া করিয়া আপনি আমাদের নিকটে থাকিবেন। আপনি আমাদের বন্ধু, আমাদের হইয়া তাঁহাকে দু'এক কথা বলিবেন। আপনি যখন নিকটে রহিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি?

তাহারা মুখের কথায় যতই নির্ভীকতা প্রকাশ করুক না কেন, আমি দেখিলাম, ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে, দন্তে দন্ত লাগিতেছে।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চিত্তু চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার ভীষণাকায় অনুচরবৃন্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহদিগকে দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, সকলে তাহার বীরত্ব উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছিল।

সওদাগরেরা দলবদ্ধ ভাবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অভিমুখে চলিল। চিত্তুর ঘোড়ার পাদানের উপর নিজ নিজ রুমাল পাতিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল; কাতর ভাবে কহিল যে, তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারা কিছু নজর দিতে চাহে।

আমি তাহাদের এই প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলাম। চিত্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মীর সাহেব! ব্যাপার কি?" আমি বলিলাম, "খোদাবন্দ। এই সমস্ত সওদাগর ভয়ে ভীত হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, সদ্ব্যবহার করিলে তাহাদের কোনরূপ ভয় নাই।"

চিত্তু অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে শ্রেষ্ঠীদিগের যিনি প্রধান, তিনি তাহার হস্ত ধরিয়া নিকটবর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গেল। এই গৃহটি অভ্যর্থনার জন্য তাহারা উত্তমরূপে সাজাইয়াছিল। চিত্তু আসন গ্রহন করিয়া অতীব আনন্দের সহিত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। চিত্তুর প্রিয়পাত্র রাজন্ তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। চিত্তু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "এই লোকগুলি বেশ ভদ্র। ইহারা যে এরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা আমি মনেও করি নাই।"

রাজন্ উত্তর করিল "এ সমস্ত আমির আলির কৌশল গুণেই হইয়াছে।"

চিত্তু কহিল "নিশ্চয় ; নিশ্চয় ; আমির আলি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ভদ্র লোকের মর্য্যাদা সে উত্তমরূপেই জানে। সে-ই এই সমস্ত ব্যবস্থা করাইয়াছে।"

সওদাগরেরা ধীরে ধীরে আমাকে বলিল "চিত্তুকে নজর লইতে বলুন। যদি সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে আরও পাঁচ শত দিব।"

আমি কহিলাম "দেখিবেন, যেন শেষে ফাঁকি পড়িতে না হয়।"

লোকটি বলিল "গঙ্গা! গঙ্গা! আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া একটু বলিয়া দিন, আমি উহা দ্বিগুণিত করিয়া দিব।"

চিত্তু আমাকে বলিল, "ইহারা তোমার সহিত কি কথা কহিতেছে? আমার সহিত কথা কহে না কেন?"

আমি বলিলাম, খোদাবন্দ আপনার পরাক্রমের কথা শুনিয়া ও আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া উহারা ভয়ে অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই কথা কহিতে পারিতেছে না। তাহাদের ইচ্ছা, আপনাকে কিছু নজর দেয়, কিন্তু সাহস পাইতেছে না ; সেই জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছে।"

চিত্তু কহিল "উহাদিগকে বল, আমি নজর লইতে প্রস্তুত আছি।"

পনেরটি পাত্র বহু মূল্য বস্ত্রে আবৃত করিয়া আনীত হইল ও তাহার মসনদের সম্মুখে স্থাপিত হইল। একে একে পাত্রগুলির আবরণ উন্মোচিত হইলে দেখিলাম, উহা দেখিবার মত জিনিস বটে।

অতঃপর শাল ও আসরফি আনীত হইল। সে সমস্ত যথাবিধানে দেওয়া হইলে সওদাগরেরা যুক্তকরে চিত্তুর সম্মুখে দাঁড়াইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পিণ্ডারী-চরিত্র

যেরূপ সম্মানের সহিত সওদাগরেরা চিত্তুকে সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিল, তাহাতে চিত্তু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। সওদাগরেরা তাহার গাত্রে যে সমস্ত শাল দিয়াছিল, সেই সমস্ত শাল পরীক্ষা করিবার সময় সে আনন্দে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অতঃপর গফুর খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এই লোকগুলির বেশ বিবেচনা শক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভ্রান্ত লোককে কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়, তাহা ইহারা বেশ জানে। এ প্রকার ভদ্রভাবে যে ইহারা আমাদের সহিত

ব্যবহার করিবে, তাহা আমি মনেও করি নাই। পর্য্যটনের পর এরূপ আদর সত্যই অতি সুখকর। কিন্তু ইহারা দেখিতেছি তোমার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।”

সওদাগর কয়েকখানি শাল হস্তে অগ্রসর হইয়া কহিল, “না, না, আমরা বিস্মৃত হই নাই। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত অতিথি অদ্য আমাদের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা কি আমরা ভুলিতে পারি?” এই বলিয়া প্রত্যেক সর্দ্দারের গাত্রে এক জোড়া করিয়া শাল দিল। তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে উপহার গ্রহণ করিল।

অতঃপর চিত্তু পিণ্ডারীদিগকে কহিল “এখন তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; আমাদের গোপনে অনেক কথা আছে। সে সমস্ত কথা শেষ না হইলে আমাদের এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করা হইবে না।”

অন্যান্য সকলে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল, মাত্র দলপতিগণ রহিল। তাহারা ব্যাঘ্রের মত সতৃষ্ণ নয়নে সওদাগরদিগের প্রতি চাহিতে লাগিল। চিত্তু সওদাগর-দিগকে ডাকিয়া বলিল, “তোমরা নিকটে এস।”

তাহারা সকলে আসিয়া চিত্তুর মস্‌নদের নীচে সম্মানের সহিত উপবেশন করিলে চিত্তু কহিল, “দেখ, আমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি, তাহা তোমরা সমস্তই জান। আমাদের টাকা চাই। যে উপায়েই হউক, উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার দলে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা এবং আমি স্বয়ং বড়ই কঠিন লোক। যদি তোমরা বুদ্ধিমান লোকের ন্যায় স্বেচ্ছায় আমাদিগকে প্রচুর অর্থ দাও, তাহা হইলেই রক্ষা, নতুবা বড়ই অত্যাচার হইবে। এই কথাটি মনে রাখিয়া কত টাকা দিতে পার, স্পষ্ট করিয়া বল।”

সওদাগরদিগের যিনি প্রধান, যাঁহার সহিত আমার এতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে বলিল, “আপনি এই অসীম শক্তিশালী সৈন্যদল লইয়া আমাদের এই নগরে যে পদার্পণ করিতেছেন, সে বিষয়ে আমরা সমস্তই শুনিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে অন্তরের সহিত সম্মান করিতে প্রস্তুত। দেখুন, এই জন্য আমরা ভীত হই নাই। আপনারা যে আমাদের নগরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি; আপনাদের দলভুক্ত এই মীর সাহেবের সহিত পূর্ব্বেই আমাদের পরামর্শ হইয়াছে। মীর সাহেবের উপদেশ মত আমরা আপনার চরণে যাহা কিছু উপহার দিতে সমর্থ, তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি।” এই বলিয়া সওদাগর পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি কাগজ চিত্তুর হস্তে অর্পণ করিল।

চিত্তু কাগজখানি দেখিয়া বলিল, আমি ইহা পড়িতে পারি না।

অতঃপর অন্যান্য সকলের প্রতি চাহিয়া বলিল “তোমরা কি কেহ ইহা পড়িতে পার?”

সকলেই একবাক্যে বলিল "এক বর্ণও না; লেখা পড়া শিখিয়া আমরা কি করিব?"

আমি বলিলাম, "আমাকে যগুপি আদেশ করেন, তবে আমি পড়িতে পারি।"

চিত্তু আমার হাতে কাগজখানি দিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিল "তুমি দেখিতেছি যোদ্ধাও যেমন, মুন্‌সিও তেমন। আচ্ছা কি লেখা আছে পড়িয়া শুনাও।"

আমি কাগজখানি পড়িয়া বলিলাম, "ইহাতে বলিতেছে যে, আমরা অর্থাৎ এই অমরাবতীর সওদাগর ও অন্যান্য লোক পরাক্রান্ত চিত্তু সর্দ্দার ও তাঁহার সৈন্য দলের আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য নিম্নরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতেছি। আশা করি, তিনি এই উপঢৌকনে তুষ্ট হইয়া আমাদের অনুগ্রহ করিবেন।"

চিত্তু অধীর ভাবে বলিল, "এখন বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা পড়, আমার সময় নাই, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

সওদাগর বলিল "সে চিন্তা নাই! আদেশ করেন ত এখনি সকলের আহারের আয়োজন করি, সমস্তই প্রস্তুত। আমরা হিন্দু, আমাদের প্রস্তুত করা খাদ্য আপনাদের রুচিকর না হইতে পারে বলিয়া, মুসলমান বাবুর্চ্চির দ্বারা খানা করান হইয়াছে।"

চিত্তু কহিল "এখন ও সব কথা থাকুক, আগে কাজের কথা হউক।"

সওদাগর নীরব হইলে আমি পড়িলাম "এই তালিকায় বলিতেছে, আপনি দুনিয়ার মালিক, আপনি স্বয়ং পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইবেন।"

চিত্তু কহিল "তাহার পর?"

স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা, তাহার মূল্য পনর হাজার টাকা, শাল, ও জরিদার বস্ত্র প্রভৃতি যাহার মূল্য দশ হাজার, একুনে এই পঁচাত্তর হাজার টাকা। মীর সাহেবের নিকটই শুনিয়াছি, অন্য তিন জন দলপতি আছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকে নগদ দশ হাজার টাকা করিয়া, মণিমুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য, যাহার মূল্য পাঁচ হাজার, শাল প্রভৃতি যাহার মূল্য পাঁচ হাজার; একুনে প্রত্যেকের কুড়ি হাজার করিয়া।

চিত্তু কহিল "তাহার পর পড়িয়া যাও।"

"প্রত্যেক দফাদার এক হাজার করিয়া; কতজন দফাদার আছে সে সংবাদ জানি না। অনুমানের উপর হিসাব করিতেছি তিরিশ জন।"

চিত্তু কহিল "ভাল কথা; তাহার পর?"

শুনিয়াছি দলে চারি হাজার সাহসী সৈন্য আছে; গড়ে তাহাদের প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা। তদ্ব্যতীত মনুষ্যের ও অশ্বের আহার, যাহা কিছু প্রয়োজন। এই ত তালিকা।"

চিত্তু বলিল, "তালিকা মন্দ হয় নাই। তবে অনেক কথা বাদ গিয়াছে। প্রথমতঃ দলে পঞ্চাশ জন দফাদার আছে; কি বল গফুর খাঁ?

গফুর খাঁ বলিল "হাঁ সে কথা আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি।"

চিত্তু বলিল "মীর সাহেব! এ কথাটা হিসাবে লিখিয়া দাও। তাহার পর পিণ্ডারীর সংখ্যা পাঁচ হাজার; কি বল?"

দলপতিগণ সকলেই বলিল "আজ্ঞা হাঁ। নিমোয়ারে ত এইরূপই গণনা করা হইয়াছিল।"

আমি অবশ্য জানিতাম, কথাটা একেবারে মিথ্যা, আমাদের দলে চারি সহস্রেরও কম লোক ছিল।

চিত্তু বলিল, "আচ্ছা পাঁচ হাজার ধর; এইবার দেখ দেখি হিসাবে কত দাড়ায়?"

আমি সমস্ত হিসাব করিয়া বলিলাম, "তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হইতেছে।"

অতঃপর চিত্তু গফুর খাঁকে বলিল "ঘোড়ার পায়ের নাল্ সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে।"

গফুর খাঁ সম্মতি জানাইল। চিত্তু আমাকে কহিল, "ঘোড়ার পায়ের জুতার জন্য পনর হাজার টাকা ধর। তাহা হইলে চারি লক্ষ টাকা দাঁড়াইতেছে।" সওদাগরদিগের প্রতি চাহিয়া কহিল, "এই চারি লক্ষ টাকা আমার চাই; শীঘ্র লইয়া আইস, বিলম্ব করিও না"

সওদাগরেরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে অল্পক্ষণ পরামর্শ করিয়া সম্মতি জানাইল ও কহিল, "শীঘ্রই টাকা আসিতেছে।"

চিত্তু কহিল, "এইবার আমাকে খানা খাইতে হইবে। দেখ দফাদারদিগকে বলিয়া দাও, রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই যেন তাহারা নিজ প্রাপ্য টাকা লইবার জন্য আইসে। আমি এখানে সৈন্যদল অধিকক্ষণ রাখিব না, প্রাতঃকালেই এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। সওদাগরেরা যেরূপ সদ্ব্যবহার করিলেন, তাহাতে উহাদের উপর অত্যাচার হইলে বড়ই অন্যায় হইবে।"

আমি তখন চিত্তুর কথামত চলিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে ডাকিয়া চিত্তু কহিল, মীর সাহেব! তুমি চলিয়া যাইও না, আমরা একত্রে ভোজন করিব।

আমরা একত্রে সুচারুরূপে ভোজন করিলাম। আমার সহিত সওদাগরদিগের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহাকে সমস্ত বলিলাম। আমি যে অধিক পাইয়াছি, তাহা বলিলাম না। কারণ আমি জানিতাম, আমি যে অধিক টাকা পাইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে, চিত্তু নিশ্চয়ই তাহার অংশ চাহিবে। আমি চিত্তুকে আরও বলিলাম যে, সওদাগরদিগের নিকট যে টাকা পাওয়া যাইতেছে, তাহাই যথেষ্ট, আর অধিক চাহিয়া প্রয়োজন নাই।

চিত্তু আমাকে কহিল, "দেখ মীর সাহেব, অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে ; আমি এদিকে পঁচাত্তর হাজার পাইলাম, আবার পিণ্ডারীদের সংখ্যা অধিক বলিয়া যে টাকাটা লওয়া গেল, তাহাও আমি পাইব ; সুতরাং আমি একলক্ষ টাকার অধিক পাইলাম। এবার আরম্ভ বেশ শুভকর। মীর সাহেব! তুমি কেমন পাইয়াছ মনে কর ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমি অধিক পাই নাই ; মোটে পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছি। আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট।"

চিত্তু বলিল, "না মীর সাহেব! ইহার পর হইতে তুমি নিজের জন্য যত পার লইও। দেখ, গফুর খাঁ লোকটা ভাল, কিন্তু অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি ও স্বার্থপর, মিষ্ট কথায় এ প্রকারে কাজ করিতে পারে না, ঘর পোড়াইতে আর অত্যাচার করিতেই নিপুণ ; তাহাতে লাভও অধিক হয় না, কেবল অধিক কষ্ট হয়।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার দাস। আপনার সন্তোষ হইলেই আমার সন্তোষ।"

আমি শীঘ্রই চিত্তুর নিকট বিদায় লইয়া সওদাগরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহারা তখন টাকা গণিয়া স্তূপে স্তূপে সাজাইতেছিল। তাহারা অত্যন্ত হৃষ্টভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিল। দেখিলাম আমি তাহাদের পক্ষ হইয়া দু' এক কথা বলিয়াছি বলিয়া তাহারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি মত আমাকে পাঁচ শত টাকা লইতে অনুরোধ করিল, আমি তাহা গ্রহণ না করিয়া কহিলাম, "এজন্য আমি কিছুই লইতে চাই না। আমার কেবল এই বক্তব্য যে, আমার যাহা পূর্ব্বে প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা স্বর্ণে দেওয়া হউক। কেবলমাত্র পথ খরচের জন্য গুটি কয়েক টাকা হইলেই যথেষ্ট।

সওদাগর উত্তর করিল, "বেশ তাহাই করিতেছি। তাহাদের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য অর্থের স্বর্ণ লইয়া সওদাগরদিগের কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমাদের শিবিরাভিমুখে গমন করিলাম। শিবিরের নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছিল, দলের লোকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া অগ্নির উত্তাপে শৈত্য নিবারণ করিতেছিল। তিনখানি বর্শার উপর কাপড় টাঙ্গাইয়া আমার জন্য শিবির করা হইয়াছিল। আমি তথায় গমন করিলাম। পীর খাঁর সাহায্যে এই দশ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ থলিয়ার মধ্যে রাখিলাম।

পীর খাঁ উল্লসিত ভাবে কহিল, "এ বড় চমৎকার কার্য্য! এইভাবে আর কিছুদূর যাইতে পারিলে এত টাকা পাওয়া যাইবে যে, একশত বার ঠগী হইয়া লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইলে তত টাকা পাওয়া যায় না।"

আমি বলিলাম, "দেখ, আমাদের বরাবর দলের অগ্রে অগ্রে যাইতে হইবে।

তাহা হইলে খুব লাভের সম্ভাবনা। আমার মতে, যতদিন পিণ্ডারীদের দল থাকে, ততদিন আর আমাদের ঠগীবৃত্তি করিয়া প্রয়োজন নাই।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "আমরাও আপনার অনুবর্ত্তী হইব। মতি ও অন্যান্য সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে। সওদাগরেরা আমাদের দফাদার মনে করিয়াছিল। যাহা ন্যায্য ভাগ, তাহা ত পাইয়াছি, তাহা ছাড়া বেশ দু' পয়সা উপরি-পাওনাও হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, আমি শীঘ্রই তোমাদের সকলকে দফাদার করাইতে পারিব। তোমরা সকলে বেশ উত্তম পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিও, খুব সাহসের সহিত কার্য্য করিও। তাহা হইলেই হইবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে চিতুর সহিত মিলিত হইলাম। সওদাগরেরা নগরে চাঁদা তুলিয়া সমস্ত টাকা আনিয়া দিল। যথানিয়মে সমস্ত টাকা ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া লইয়া সকলে অশ্বে আরোহণ করিলাম। আবার আমরা অগ্রসর হইলাম। যাইবার সময় চিতু সওদাগরদিগকে বলিয়া গেল যে, তোমরা এবার অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিলে বলিয়া ভবিষ্যতে আর কখনও তোমাদের নগর আক্রমণ করিব না এবং তোমাদের নিকট কোনরূপ টাকা কড়িও আদায় করিব না। চিতু তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল, অমরাবতী আর কখনও আক্রান্ত হয় নাই।

আমি আমার দল লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলাম। সম্মুখে যত গ্রাম পাই, সমস্ত হইতেই টাকা কড়ি সংগৃহীত হইতে লাগিল। সঙ্গে উষ্ট্র ছিল, টাকা কড়ি তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝাই করা হইতে লাগিল। যাহারা পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহারা কেবল গ্রামসমূহ জ্বালাইয়া দিয়া নিরীহ অধিবাসিগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেছিল, টাকা কড়ি তাহারা বিশেষ কিছু পায় নাই।

আমরা করিঞ্জা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই বৃহৎ গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন সৈন্য ছিল, তাহাদের সহিত আমাদের কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে আমার দলের কয়েকজন লোক আহত হইল। যাহা হউক, সৈন্যগুলি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অন্যান্য গ্রামের লোক যাহাতে ভয়ে আমাদের গতির প্রতিরোধ না করে, এই জন্য আমরা এই গ্রাম ধ্বংস করিলাম। আমি নৃশংস নরহত্যা দেখিতে পারিতাম না। সৈনিকগণকে গ্রাম ধ্বংসের আদেশ দিয়া আমি শিবিরে প্রস্থান করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম, গ্রামের চারিদিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, পিণ্ডারীদিগের জয়োল্লাস ভেদ করিয়া গ্রামবাসিগণের করুণ আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। আমার সঙ্গী ঠগীগণও এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, তাহারাও আমার নিকটে চলিয়া আসিল। যদিও আমার মনে দারুণ কষ্ট হইতে-

ছিল, তথাপি আমার নিষেধ করিবার যুক্তি নাই, কারণ পিণ্ডারীগণ এইরূপই করিয়া থাকে। আমি যদি বারণ করি, তাহা হইলে অন্যান্য পিণ্ডারী সর্দ্দারগণ আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

আমরা কয়জনে নীরবে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম একটি লোক সবলে একটি বালিকাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে। বালিকা একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি প্রাণপণশক্তিতে দুর্বৃত্তের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইলাম। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এই বিকটাকার লোকটা গফুর খাঁ। তাহার সেই ভীষণ আকৃতি লালসার নরকবহ্নিতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল "ওঃ মীর সাহেব! আমি এখানে একজন প্রকৃত পিণ্ডারীর মত কার্য্য করিতেছি। দেখুন দেখি, কেমন জিনিস লইয়া আসিয়াছি? একেবারে পরীর মত চেহারা। আমি ইহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, ইহার মা বাধা দিতে লাগিল। কি দারুণ মূর্খতা! কাজেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহাকে ধরিয়া আনিলাম। এই সুন্দরী রাজপুত্রের উপযুক্ত।"

আমার মনে এমন রাগ হইল যে, একবার ভাবিলাম গফুর খাঁকে মারিয়া ফেলি। সে সময়ে সে যেরূপ অসতর্ক অবস্থায় ছিল, তাহাতে আমি অনায়াসেই তাহাকে বধ করিতে পারিতাম। আমি অতর্কিত ভাবে তরবারি অর্দ্ধেক কোষমুক্ত করিলাম। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বালিকাটিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলাম, সে আমার কথায় কেবল হাসিতে লাগিল। বালিকা একবার তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল, গফুর খাঁও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। বালিকা অধিক দূর পলাইতে পারিল না, দুর্বৃত্ত তাহাকে শীঘ্র ধরিয়া ফেলিল। অন্ধকারে আমি তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না।

হায় হতভাগিনী বালিকা! এই বালিকাটি ব্রাহ্মণ জাতীয়া। তাহাকে আর পরদিন সূর্য্যোদয় দেখিতে হয় নাই, সতীত্বরত্ন হারাইয়া অপবিত্র মুখ আর তাহাকে লোকসমাজে দেখাইতে হয় নাই। গফুর খাঁ নারকীয় ভাবে হাসিতে হাসিতে পরদিন প্রাতঃকালে আমাকে বলিল যে, সে ঐ বালিকাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

পিণ্ডারীরা যে এইরূপ অত্যাচার করে, তাহা পুর্ব্বে অনেক বার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এই অত্যাচার যে কী ভয়াবহ, আমার তাহার কোনরূপ ধারণাই ছিল না। ক্রমে ক্রমে গ্রাম দাহের অগ্নি কমিয়া আসিল, পিণ্ডারীদিগের দানবীয় উল্লাসের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকের কাতর কণ্ঠস্বর, বালকের আর্ত্তনাদ, পিণ্ডারীদের অমানুষিক জয়ধ্বনি, সমস্ত রাত্রিই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, এই দুর্বৃত্তদিগের সহিত অগ্রসর হইয়া

প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই বাড়ী ফিরিয়া যাই। আবার ভাবিলাম, পিণ্ডারী-দিগের অত্যাচারে দেশের লোক একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কয়জন অশ্বারোহী একত্রে যাইতেছি দেখিলে, লোকে আমাদিগকে পিণ্ডারী মনে করিয়া নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিবে। এই ভয়ে এবং অর্থ লালসায় এই ইচ্ছা আর আমার চিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করিল না। প্রাতঃকালে আমরা করিঞ্জার ধ্বংসাবশেষে আমাদের বীরত্ব কীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলাম।

আমরা মংরুল নগর ছাড়াইয়া চলিলাম। নগরের বাহিরে যে স্থানে আমি আমার সর্ব্বপ্রথম 'বুনিজ'কে হত্যা করি, সে স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, যে স্থানে আমি সেই লোকটিকে হত্যা করি, সে স্থানটি গভীর অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত। সে দিন অস্ফুট চন্দ্রালোকে এই স্থানটি আমার নিকট সেইরূপই প্রতীত হইয়াছিল; অদ্য দিবালোকে দেখিলাম, আমার ধারণা সত্য নহে। সেই ক্ষুদ্রকায়া নদী ধীরে ধীরে উরলপুঞ্জের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই সওদাগরের দেহ আমার রুমালের আকর্ষণে যে স্থানে পতিত হয়, আমি পুনরায় ঠিক সেই স্থানে দাঁড়াইলাম। যে স্থানে তাহাদের দেহসমূহ প্রোথিত হইয়াছিল, পীর খাঁ আমাকে সে স্থানটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। এখন এই স্থানটি দেখিয়া আমার মনে হইল যে, প্রকাশ্য রাস্তার নিকটে, এত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে আমরা কি সাহসে এতগুলি নরহত্যা করিয়াছিলাম!

আমরা তাহার পর বাস্মিম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার ভয় হইল, বুঝি পুর্ব্বরাত্রির কাণ্ড এখানে আবার অভিনীত হয়। যাহা হউক, এখান-কার লোকেরা বেশ সুবিবেচক। তাহারা আমাদের অনেক টাকা কড়ি দিয়া আত্মরক্ষা করিল। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ দিনকাল চলিয়া আমরা গোদাবরী-তীরবর্ত্তী 'নন্দাইর' নামক নগরে উপনীত হইলাম। এই নগর খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন। আমরা মনে করিলাম, এখানেও ঠিক অমরাবতীর ন্যায় লাভ হইবে। এক একবার আমাদের ভয় হইতেছিল যে, বুঝি আমাদের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ধনাঢ্য সওদাগরগণ অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ হয় নাই। এই স্থান রক্ষা করিবার জন্য সামান্য কয়েকজন সৈনিক ছিল, তাহারা আমাদের ভয়ে প্রাচীন দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। আমরা আর তাহাদের জ্বালাতন করিলাম না।

এবারেও আমি সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী ছিলাম। অমরাবতীতে আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক সেইরূপ করিলাম। সমস্ত কথা আর বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা সর্ব্বসমেত দেড় লক্ষ টাকা পাইলাম। ইহার মধ্যে আমার অংশে নগদ প্রায় তিন হাজার টাকা, কয়েকটি মূল্যবান রত্ন ও এক জোড়া শাল পড়িল। নগর অবশ্য ধ্বংস করা হয় নাই, আর এই নগর ধ্বংস করাও

কিছু সহজ নহে, কারণ এখানকার গৃহসমূহ প্রস্তর নির্ম্মিত ও সুদৃঢ়। নগরের নিকটে তন্তুবায়দের বাস, তাহাদের উপর অত্যাচার হইল। এখানকার বস্ত্রশিল্প প্রসিদ্ধ, সৈনিকেরা তাহাদের গৃহসমূহ লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র সংগ্রহ করিল। ফলে পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, অধিকাংশ সৈনিকেরই মস্তকে নূতন উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে।

নগরের নিম্নে নদী গভীর ও বিস্তৃত। পারাপারের জন্য একখানি মাত্র নৌকা। আমরা উজানে কিছুদূর নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া 'গঙ্গখায়ের' নামক স্থানে পরপারে উপস্থিত হইলাম। অনেকে সাঁতরাইয়া ঘোড়া লইয়া নদী পার হইল, কয়েকখানি নৌকাও ছিল, জিনিসপত্র নৌকাযোগে পরপারে নীত হইল। নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তোরণদ্বার রুদ্ধ। সামান্যক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নগর দ্বার ভাঙ্গিয়া আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। নগর লুণ্ঠিত হইল। এই সংঘর্ষে আমাদের অনেকগুলি লোক নিহত হইল, আমার পায়ে একটি গুলি লাগিয়াছিল, কাজেই আমি আর সে দিন বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। পীর খাঁ ও মতিরাম সেদিন খুব বীরত্ব প্রকাশ করিল, তাহারা অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিল।

এই স্থান হইতে আমরা দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। বিদার, হুম্‌নাবাদ প্রভৃতি নগর হইতে অনেক অশ্ব সংগৃহীত হইল। এই শেষোক্ত স্থান ঐশ্বর্য্যে অমরাবতীর সমতুল্য। পথে যে সমস্ত গ্রাম পড়িল, সে সমস্তও ধ্বংস করা গেল। হুম্‌নাবাদ হইতে আমি তিনশত লোক লইয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুলিয়ানি নামক স্থানে গমন করিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, আমাদের আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে, ধনাঢ্য অধিবাসিগণ তত্রত্য সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যাহা হউক, দুর্গবাসিগণ আমাদিগকে কোনরূপ উত্যক্ত করে নাই। আমরা সমস্ত দিন রাত্রি তথায় রহিলাম, পরদিন প্রাতঃকালে অন্যান্য পিণ্ডারীগণ আমাদের সহিত মিলিত হইল।

তথা হইতে এক গিরিপথ ধরিয়া আমরা সিন্‌চলি নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহা লুণ্ঠন করিলাম। ইহার পর দক্ষিণ দিকে গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে কৃষ্ণা নদীর তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আমরা কয়েকদিন বিশ্রাম করিলাম। অর্থের অভাব নাই, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে নর্ত্তকী ভাড়া করিয়া আনা হইতে লাগিল, তাহাদের উপর অবশ্য কোনরূপ অত্যাচার করা হয় নাই। সঙ্গীতে ও নৃত্যে বেশ আনন্দেই দিন কাটিতে লাগিল।

চিতু এই স্থানে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করিয়া বেশ ভাল কার্য্য করে নাই; কারণ এই কয়দিনের মধ্যে আমাদের কথা বহুদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া গেল। এখান

হইতে কোলবুর্গা যাইয়া আমরা লুণ্ঠন করিবার মত কিছুই পাইলাম না। দেখিলাম কোলবুর্গা সৈনিকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, কাজেই সোলাপুর, বারসি, ওয়াইরাগ প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরের আশা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভীর, পায়েটান্, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতির দিকে অগ্রসর হইলাম। অবশ্য ভয় হইল যে, এই শেষোক্ত স্থান সুরক্ষিত থাকারই সম্ভাবনা।

আমার মনে হইল যে, বারসি ও ওয়াইরাগ্ নগর আক্রমণ করিবার একবার চেষ্টা করিলে হইত। এইরূপ মনস্থ করিয়া চিত্তুকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। চিত্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল, গফুর খাঁ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না। যাহা হউক, আমি তিন শত উৎকৃষ্ট লোক বাছিয়া লইয়া, আমার সহচর ঠগীদের অধীনে দফা দফা ভাগ করিয়া দিয়া, আলান্দ নামক নগরে অন্যান্য পিণ্ডারীগণের সহিত পৃথক হইয়া একেবারে সবেগে তোলজাপুরে গিয়া উপনীত হইলাম। এইস্থানে একটি গিরিপথ আছে, তাহার মধ্য দিয়া নিম্নের সমতলে যাওয়া যায়।

তোলজাপুরে ভবানীর মন্দির ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এই মন্দিরে অনেক ধনরত্ন আছে, তাহা আমি জানিতাম ; কিন্তু আমাদের দলে অনেক হিন্দু থাকায়, তাহাদের নিষেধ অনুসারে মন্দির আক্রমণ করা হইল না। যাহা হউক, অধিবাসি-গণের নিকট হইতে কয়েক সহস্র টাকা করস্বরূপ আদায় করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

এইবার ওয়াইরাগ্ যাইতে হইবে। আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। লোকে মনে করিল, আমরা মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী, কাজেই নগর প্রবেশ সময়ে কেহই আমাদের বাধা দিল না। আমরা নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলাম, অবশ্য বিশেষরূপ নির্দ্দয়াচরণ করা হয় নাই। এখানে অবগত হইলাম যে, মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীগণ বারসিতে রহিয়াছে। সেদিকে যাওয়া হইল না। 'পুরেন্দা'য় নিজামের অশ্বারোহীগণ রহিয়াছে, সেদিকে যাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং যে রাস্তায় আসিয়াছি, সেই রাস্তাতেই ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

সমস্ত দিন অত্যন্ত বেগে অশ্বচালনা করিয়া 'ভীর' নামক স্থানে অন্যান্য পিণ্ডারীদিগের সহিত মিলিত হইলাম। আমি যে অভিপ্রায়ে বাহির হইয়াছিলাম, তাহাতে আংশিকরূপে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে, কিন্তু ফিরিয়া গিয়া চিত্তুকে দশ হাজার টাকা নগদ ও অনেক মূল্যবান রত্নাদি দিলাম। চিত্তু আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল ও একটি নূতন পরিচ্ছদ ও একটি অশ্ব আমাকে পুরস্কারস্বরূপে প্রদান করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সামান্য গৃহসুখ

পূর্ণ দুই দিন ধরিয়া ভীর নগরের উপর অত্যাচার হইল ; আমরা যখন এই নগর হইতে চলিয়া আসিলাম, তখন এই নগরে একখানি ছিন্ন বস্ত্র পর্য্যন্ত রহিল না। নগরে কোনও সৈনিক না থাকায়, তাহারা আমাদের এই সমস্ত অকথ্য অত্যাচার একেবারে নীরবে সহ্য করিল। গোদাবরী তীরবর্ত্তী পায়তান নামক স্থানেরও অনুরূপ অবস্থা হইল। এই নগরের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আশ্রয়ের জন্য ঔরঙ্গাবাদ নামক স্থানে পলায়ন করিলেও আমাদের বেশ লাভ হইল। এই নগর বুটীদার মস্‌লিন বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। চিতুর সঙ্গে যে সমস্ত হস্তী ও উষ্ট্র ছিল, তাহাদের পৃষ্ঠ একেবারে বোঝাই হইয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকের এত ধনসম্পদ হইল যে, সে সমস্ত কি করিয়া লইয়া যাইব, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। পথের অন্যান্য বর্ণনা আর করিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা অজন্তা ঘাট পার হইলাম। একবার ফিরিঙ্গিদের সৈন্যগণের সহিত সংঘর্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা আমাদের সঙ্গ লইতে পারে নাই। বুরহানপুরে একবার লুণ্ঠনের চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। তথা হইতে তাপ্তী নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-মুখে চলিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যে নিরাপদে নিমোয়ারে আমাদের শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম।

তিন মাসের মধ্যে এই সমস্ত কার্য্য হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে আমরা নিজামের অধিকৃত অধিকাংশ প্রধান প্রধান সহর ধ্বংস করিয়া আসিলাম। নিমোয়ারে অনেক সওদাগরের বাস, তাহারা আমাদের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিল না, উজ্জয়িনী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের বণিকগণকে ডাকিয়া পাঠান হইল। জিনিসপত্র সমস্ত বিক্রীত হইল। আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাতে স্বর্ণ ক্রয় করিলাম, ব্যবহারের মত অনেক মূল্যবান বস্ত্র রাখিলাম। এই সমস্ত উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া শীঘ্রই বাড়ী ফিরিয়া যাইব। আবার গিয়া হাস্যময়ী আজিমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা চিন্তা করিতে আমার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

চিতুর নিকট বিদায় লইতে গেলাম। চিতু আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেনা। বোধ হয়, মনে করিল, একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিব না। আমি বাড়ী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিদায় প্রার্থনা করায়, চিতু একদিন গোপনে রাত্রি কালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিল। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পীর খাঁ বলিল, “মীর সাহেব! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, চিতু কি আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে? দেখুন

আমরা এখন অনেক টাকা পাইয়াছি, আমার মনে কেমন সন্দেহের উদয় হইতেছে।” আমারও মনে কেমন সন্দেহ হইল। যাহা হউক, পুর্ব্ব কথামত একাকী নির্জ্জনে চিত্তুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। এমত সম্মান আমার অদৃষ্টে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।”

চিত্তু বলিল “সাইয়েদ্! তুমি ভাল করিয়া আসন গ্রহণ কর, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।”

আমি উত্তর করিলাম, “নবাব সাহেব! আদেশ করুন। আমি আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্য।”

“আচ্ছা তবে শ্রবণ কর। প্রথমে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বল দেখি এই যে সৈন্যযাত্রা, এই সৈন্যযাত্রার কি উদ্দেশ্য ছিল?”

আমি বলিলাম, “ইহার উদ্দেশ্য আর কি? অর্থার্জ্জন। এখন টাকাকড়ি সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন, মার্হাট্টাদিগের সহিত ফিরিঙ্গিদিগের শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে, সুতরাং আমাদের পুর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকাই প্রয়োজন। এতদপেক্ষা গভীরতর উদ্দেশ্য আমি ত আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।”

“হাঁ, তুমি কতকটা বুঝিয়াছ। তবে সবটা বুঝিতে পার নাই। এখন সমস্ত কথা বলি।”

আমি স্থির হইয়া একাগ্রমনে শুনিতে লাগিলাম। চিত্তু আরম্ভ করিল, “মীর সাহেব! বর্ত্তমান সময়ে দেশে কি হইতেছে, সমস্তই তুমি বেশ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছ। তুমি অবশ্য টিপু সুলতানের নাম শুনিয়াছ। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিজাম ও যাবতীয় মার্হাট্টাদিগকে তাঁহার অধীনে আনয়ন করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করা। তিনি যদি কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা এতদিন অন্যরূপ হইয়া যাইত। তাঁহার একটা বড় দোষ ছিল। তিনি বড় লোভী ছিলেন। তিনি মার্হাট্টাদের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন যে, তাহাদের সহিত নিজামের রাজ্য ভাগ করিয়া লইবেন। তাহার এই গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া গেল। ফলে ফিরিঙ্গিরা টিপুর সর্ব্বনাশ করিল। টিপুর রাজ্য গেল, মুসলমান রাজশক্তি একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। তুমি বোধ হয় জান না যে, যদিও হোল্কারের অবস্থা এখন ভাল নহে এবং সিন্ধিয়া যুদ্ধ করিবে না বলিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, তথাপি মার্হাট্টা রাজ্যসমূহের মধ্যে গোপনে ইউরোপীয়গণের বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করিবার জন্য একটা পরামর্শ হইতেছে। পুণা ও নাগপুর এই পরামর্শের প্রধান স্থান। সিকন্দর শা অবশ্য ফিরিঙ্গিদের সহিত যোগদান করিবে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। সিকন্দরের সৈন্যগণ তত ভাল নহে, তাহার ভাল সেনাপতি নাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই সিকন্দর শার রাজ্য ধ্বংস করিয়া, তাহার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া আমাদের কোষ পূর্ণ করি।

"আরও কথা আছে। মার্হাট্টাদের মধ্যে এইরূপ উদ্‌যোগ চলিতেছে। ফিরিঙ্গিরা যাহাতে সেদিকে মনোনিবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা পুনঃ পুনঃ যদি এই প্রকারে দেশ লুণ্ঠন করি, তাহা হইলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। নিজামের অর্দ্ধেক রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, এখনও অর্দ্ধেক বাকি। ফিরিঙ্গিরা একেবারে ভয়চকিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এখানে সেখানে আমাদের অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু তাহারা আমার কিছুই করিতে পারিবে না। কেবল যে নিজামের রাজ্য ধ্বংস করিতে হইবে, তাহা নহে, ফিরিঙ্গিদের রাজ্যও ধ্বংস করিতে হইবে। এইবার আমাদের কৃষ্ণা নদীর পরপারে যাইতে হইবে। সে দেশটা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাউক। তাহার পর, মার্হাট্টারা উত্থান করিবে, আমি তখন তাহাদের সহিত যোগদান করিব। পূর্ব্ব হইতে কথা হইয়া আছে, আমি তাহাদের সৈন্যদলে খুব উচ্চ পদ পাইব, দেশ জয় হইয়া গেলেও অনেক লাভ হইবে। মীর সাহেব! যেরূপ দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে তোমার আমার মত লোকের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।"

আমি উল্লাসের সহিত উত্তর করিলাম, "অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ হইয়াছে। তবে কথা এই যে, পুনরায় আমরা বাহির হইলে ফিরিঙ্গিদিগের সহিত আমাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে না ত?"

চিত্তু বলিল "না, না; তাহারা কিছুতেই আমাদের ধরিতে পারিবে না। তাহারা মনে করিবে যে, অনেক অর্থ লইয়া আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি, এখন বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত আমরা এইখানেই থাকিব। আমি যে পুনরায় শীঘ্র লুণ্ঠনে বাহির হইব, এ কথা আর প্রকাশ্য দরবারে রাষ্ট্র করি নাই। কারণ কাহার মনে কি আছে, কিছুই বলা যায় না; কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ার সম্ভাবনা। কেবল দু এক জন সর্দ্দারকে এ কথা বলিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকের অধীনে প্রায় এক হাজার করিয়া লোক আছে। আমি দুই মাসের মধ্যে আবার বাহির হইব। এবার সঙ্গে আরও অধিক লোক থাকিবে। আমি তোমাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখি। তোমাকে আমি এক সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব দিব। তুমি ঝালোন হইতে দুই মাসের মধ্যে কি ফিরিয়া আসিতে পারিবে? অবশ্য তুমি বাড়ী যাইবে; বাড়ী যাইতে কে না ভালবাসে? আমি তোমাকে আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে বলি না। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি দুই মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে ত?

আমি উত্তর করিলাম "আপনার অনুগ্রহে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আমি নিশ্চয়ই আসিব। আমাকে দিন রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে পর্য্যটন করিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি আমি আসিব। দুই মাসের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব এবং আসিবার সময় আরও লোক সঙ্গে করিয়া আনিব।"

চিত্তু বলিল, "যত লোক পার লইয়া আসিও। যত অধিক আনিবে ততই

সুবিধা। যদি অশ্বের প্রয়োজন হয়, আমার আস্তাবল হইতে বাছিয়া লইয়া যাও; উষ্ট্র চাও, লইয়া যাও। আমি এখন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। মোট কথা, তুমি আসিও। তুমি অবশ্য রাত্রি প্রভাতেই যাত্রা করিবে। প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হউক।"

আমি তাহার নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে আমার সহচরগণের সহিত মিলিত হইলাম। আমার সহচরগণ সকলেই বিশ্বাসী, সুতরাং তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিলাম। তাহারা চিত্তুর সুগভীর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা আনন্দিত চিত্তে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দ্রুতগামী অশ্ব প্রবল গতিতে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে ঝালোনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা যে এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিব, তাহা কেহই আশা করে নাই। আজিমার সহিত মিলিত হইলাম। সে যে কি আনন্দ, তাহা আর কি বলিব? পিতার আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু আমাদের সুখের পথে এক দারুণ কণ্টক উপস্থিত হইল। রাজাই সে কণ্টক।

আমি রাজাকে কোনরূপ অবহেলা করি নাই; পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত তাহাকে অশ্বসমূহের মূল্য দিলাম। তদ্ব্যতীত এক ছড়া মুক্তার মালা, একান্নটি স্বর্ণমুদ্রা ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাঁহাকে উপঢৌকন দিলাম। মনে করিলাম, রাজা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। রাজা মুখে খুব আনন্দ প্রকাশ করিল— আমি নিরাপদে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি বলিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। রাজা আমাকে একটি পরিচ্ছদ পুরস্কার দিল, পুনরায় লুণ্ঠন-যাত্রায় যাইবার জন্য গোপনে খুব উৎসাহ প্রদান করিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ নরঘাতক! আমি তৎকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইলাম।

শীঘ্র শীঘ্র লোক সংগ্রহ করিবার জন্য আমি মতি ও পীর খাঁকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলাম। দশ দিনের মধ্যে তাহারা দ্বাদশজন সাহসী অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া আনিল। এবারেও রাজার নিকট অশ্ব লইলাম। পূর্ব্ববারে আমি অশ্বের জন্য রাজাকে যে টাকা দিতে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক অধিক টাকা দিয়াছিলাম; কাজেই রাজা কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আনন্দিতচিত্তে আমাদিগকে অশ্ব প্রদান করিল। অতঃপর আমি এই সমস্ত লোকের অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করিলাম। যাহা কিছু আমার মনপুতঃ না হইল, তাহা বদলাইয়া লইলাম। এইরূপে উদ্‌যোগ চলিতে লাগিল।

শান্তিময় গৃহসুখ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু এ সুখ আমার অদৃষ্টে অধিক দিন ছিল না। আমার প্রায়ই মনে হইতে লাগিল আর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার এখন অর্থের অভাব নাই। যাহা লইয়া

আসিয়াছি, তাহাতে অনেক দিন চলিবে। যে রাজার রাজ্যে আমার বাস, সেই রাজার অধীনে যদি কর্ম্ম গ্রহণ করি, তাহা হইলে রাজস্ব বিভাগে খুব উচ্চপদও পাইতে পারি। কিন্তু সংসারে বড় বড় কার্য্য করিয়া যশস্বী হইবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা তখনও আমার মনে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তদ্ব্যতীত চিত্তুর নিকট আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, তাহাও ভঙ্গ করা উচিত নহে। আশা মধুরকণ্ঠে স্মরণ করাইয়া দিল, চিত্তু এবার আমাকে এক সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কতা প্রদান করিবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে আরও অনেক প্রকার আশার উদয় হইল। ভাবিলাম, চিত্তুর উদ্দেশ্য যদ্যপি সিদ্ধ হয়, মার্হাট্টারা নিজাম ও ইউরোপীয়গণকে পরাস্ত করিয়া যখন সমগ্র দেশের রাজা হইবে, তখন আমি নিশ্চয়ই খুব বড় পদ পাইব। তখন আমার যাবতীয় উচ্চ আশাই সফল হইতে পারে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি শীঘ্র বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। স্ত্রীর নিকট অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পিতা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তাহার সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ একখানি মূল্যবান তরবারি উপহার প্রদান করিল।

পুনর্ব্বার চিত্তুর সহিত মিলিত হইলাম। চিত্তু অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিল। দেখিলাম, সে এক সুবৃহৎ লুণ্ঠনযাত্রার ব্যবস্থা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। পূর্ব্ববারে চিত্তু সর্দ্দার লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইয়া অনেক ধন রত্ন লইয়া আসিয়াছে, একথা দেশ দেশান্তরে রাষ্ট্র হওয়ায় সহস্র সহস্র লোক নিমোয়ারে আসিয়া চিত্তুর দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রত্যহ শত শত নূতন লোক আসিয়া পরায় দল দিন দিন খুব বাড়িয়া উঠিল। এই সমস্ত লোক দলবদ্ধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কের অধীনে স্থাপনা করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। এই কার্য্যের জন্য চিত্তু আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল। আমিও দিনরাত্রি অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে লাগিলাম।

এই কার্য্য বড়ই কঠিন। সকলেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে চাহে, কেহই কাহারও অধীনে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। চিত্তু ইহা করিতে দিবে না। যদিও লুণ্ঠন ও দেশ ধ্বংস করা তাহার ইচ্ছা, তথাপি পূর্ব্বের অপেক্ষা সৈন্যগণ যাহাতে উৎকৃষ্টতররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, তাহাও তাহার অভিপ্রায়। গফুর খাঁকে দেখিলাম। তাহার সে অসভ্য ও অশিষ্ট ব্যবহার, কেবল গ্রাম জ্বালাইয়া লোক মারিতেই নিপুণ। এবারে তাহার প্রকৃতি যেন আরও উগ্র হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বেশ সদ্ভাব ছিল, কিন্তু করিঞ্জার সেই ভয়াবহ ঘটনা আমি বিস্মৃত হই নাই, সেই হিন্দু নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার আমার মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল। আমার মনে হইল যে, এবারকার লুণ্ঠন-যাত্রাতেও গফুর খাঁ ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে। আমার মনে বড় দুঃখের উদয় হইল। স্থির

করিলাম, সুবিধামত গফুর খাঁর সেই ভীষণ প্রকৃতি, কিয়ৎ পরিমাণে দমন করিতে হইবে।

আমাদের উদ্‌যোগ চলিতে লাগিল। দশ হাজারের অধিক উৎকৃষ্ট অশ্বারোহীর নাম লিখিত হইল। এই সমস্ত প্রধান অশ্বারোহীর অধীনে যে কত লোক রহিল, তাহা আর আমরা হিসাব করিয়া উঠিতে পারি নাই! এই সমস্ত লোক এখন নিজ নিজ ব্যয়ে আহার বিহার করিতে লাগিল। শিবিরে আমোদ প্রমোদের আর সীমা নাই। যাত্রার প্রারম্ভে চিত্তু এক দরবার করিল। এই দরবারে যাবতীয় প্রধান দলপতি উপস্থিত ছিলেন। চিত্তু সকলকে সম্বোধন করিয়া কোন পথ ধরিয়া যাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিল। এবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক দিয়া নাগপুরের রাজার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, গোন্দোয়ানার জঙ্গল সমূহের মধ্য দিয়া গমন করিয়া মস্‌লিপত্তনের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী অরক্ষিত প্রদেশসমূহ আক্রমণ করিতে হইবে। তথা হইতে কৃষ্ণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কারনুল্‌ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ ধ্বংস করিতে হইবে। সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। যে সমস্ত সৈনিক দরবারের বাহিরে ছিল, তাহারও এই জয়ধ্বনিতে যোগদান করিল। অতঃপর আদেশ দেওয়া হইল যে, রাত্রি প্রভাতে অশ্বারোহীগণ নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিবে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানব না দানব

আমি সমগ্র সৈন্যদলের পুরোভাগে আমার এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া চলিলাম। আমরাই সকলের অগ্রে নদী পার হইলাম। নদীতে অধিক জল ছিল না, বিনা কষ্টেই পার হইলাম। নদী পার হইয়া পাঁচ মাস পূর্ব্বে যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করা হইয়াছিল, এবারে ঠিক সেইখানে শিবির সন্নিবেশ করা হইল। এবার আমাদের সংখ্যা পূর্ব্ববারের দ্বিগুণ। ভবিষ্যতের আশা মানসনেত্রের সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল। নাগপুরের রাজার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমরা কিভাবে চলিলাম, অথবা কি প্রকারে সেই গভীর অরণ্যানীসমূহ অতিক্রম করিলাম, তাহা আর বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সমস্ত জঙ্গল সৈন্যদল কর্ত্তৃক তৎপূর্ব্বে কখনও অতিক্রান্ত হয় নাই।

সময়ে সময়ে ভয়ানক জলকষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক, অনুচরবৃন্দ সকলেই নিরতি সহিষ্ণু, তজ্জন্য কেহই কোনরূপ বিচলিত হয় নাই। অতঃপর আমাদের সৈন্যবৃন্দ উত্তর সরকার প্রদেশে উপস্থিত হইল। এখন সমগ্র দেশ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। কাহারও প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা হয় নাই। আমাদের সৈন্যদল বিস্তারে কয়েক ক্রোশ ছড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে যত গ্রাম পড়িতে লাগিল, সমস্তই লুণ্ঠন করত অগ্নিযোগে ধ্বংস করিতে করিতে প্রলয়ের ঝটিকার মত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

প্রত্যেকদিন আমরা দশ পনের ক্রোশ হিসাবে চলিতে লাগিলাম। পথে নদী বা পর্ব্বত কর্ত্তৃক আমাদের গতি প্রতিহত হয় নাই। আমরা যেন পর্ব্বতসমূহ ভক্ষণ করিতে করিতে ও নদীসমূহ শোষণ করিতে করিতে চলিলাম। কোনও সৈন্যদল আমাদের বাধা প্রদান করে নাই। স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু তাহারা আমাদের সম্মুখীন হয় নাই। সম্মুখীন হইলে আমরা অনায়াসেই তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতাম। আমাদের যুদ্ধ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিলনা। ভালরূপ যুদ্ধ হইবার যেখানে সম্ভাবনা, আমরা সে সমস্ত স্থান পরিহার করিয়া চলিলাম। অনর্থক যুদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কারণ তাহাতে অকারণ লোকক্ষয় হয়, অন্য কোন লাভ হয় না।

কয়েকদিন পরে আমরা গুণ্টুরে উপস্থিত হইলাম। আমরা জানিতাম এই স্থানে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত আছে, রাজসরকারে রাজস্ব দিবার জন্য এই সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। চিত্তু সংবাদ পাইয়াছিল, কয়েক লক্ষ টাকা এখানে মজুত আছে, ইউরোপীয়গণ এই সমস্ত টাকার অধিকারী। কয়েকজন ইংরাজ ছিল, তাহারা কোষাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল। চিত্তু তাহার লোকজন লইয়া স্বয়ং এই কোষাগার আক্রমণ করিয়াছিল। ইংরাজ কয়জন যেরূপ দৃঢ়তা ও কৌশলের সহিত গুলি ছুড়িতেছিল; তাহাতে পিণ্ডারীগণের পক্ষে এই কোষাগার অধিকার করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল।

কোষাগার অধিকার করিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় আমরা ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বাসস্থানসমূহ আক্রমণ করিলাম। গ্রহণ করিবার মত যাহা কিছু ছিল, সমস্তই লুণ্ঠন করিলাম ও অগ্নি-সংযোগে সমস্তই পোড়াইয়া দিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এইরূপ অত্যাচার করিলে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কোষাগার হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজেরা কিন্তু বাহিরে আসিল না। আমরা কোষাগার অধিকার করার আশা পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। অবশ্য আমাদের লাভ মন্দ হয় নাই, তবে অনেকেই বিফল মনোরথ হইয়াছিল।

আমার অবশ্য বেশ লাভ হইয়াছিল। আমি আমার ঠগী অনুচরগণকে লইয়া একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিলাম ও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের

অলঙ্কার প্রভৃতি অধিকার করিলাম। এই লুণ্ঠন কালে আমি কোনরূপ অত্যাচার করিতে দিই নাই। ভয় দেখাইয়াই কার্য্য হইল। বেলা শেষ হয় হয়, এমন সময়, আমরা তথা হইতে দশক্রোশ দূরে একটি স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

অতঃপর কৃষ্ণানদী অতিক্রম করত 'কার্পা' নামক স্থানের প্রায় নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ইংরাজদিগের অধিকারে এখানে অনেক টাকা কড়ি আছে। যাহা হউক, আমরা এখানেও কিছু করিতে পারিলাম না। কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ব হইতে আমাদের আগমন-সংবাদ পাইয়াছিল, সৈন্যগণ আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সংঘর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কারনুল অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এখানেও কিছু করিতে পারা গেল না, কাজেই নদী অতিক্রম করিয়া পুনরায় নিজামের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এইবার সংবাদ পাওয়া গেল যে, একদল ইংরাজ আমাদের অনুসরণ করিতেছে। কি করা উচিত, তজ্জন্য পরামর্শ হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, আমাদের সমগ্র দল তিন ভাগে বিভক্ত করা হউক, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমরা অধিক সংখ্যক নগর ধ্বংস করিতে পারিব, অন্য দিকে সেইরূপ ইংরাজ অশ্বারোহীগণের হস্ত হইতে সহজে পলায়ন করিতে পারিব। এতদনুসারে একদল পূর্ব্বমুখে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়দল সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিল।

যে দল পূর্ব্ব মুখে চলিল, সেই দলে চিত্তু, গফুর খাঁ ও আমি রহিলাম। এখন আমরা হায়দরাবাদের পূর্ব্বদিকৃবর্ত্তী দেশের মধ্য দিয়া নির্ম্মল হইয়া নাগপুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলাম। যতদিন অন্যান্য দলপতিগণ ছিল, ততদিন গফুর খাঁ তাহাদের সহিতই সর্ব্বদা মিশিত, এখন অন্য কেহ না থাকায় আমিই তাহার একমাত্র সুহৃদ হইয়া পড়িলাম। আমরা সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতাম, একই পট-মণ্ডপে রাত্রি যাপন করিতাম। গফুর খাঁ যে ভয়ঙ্কর নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক, প্রত্যহই আমি তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। তাহার নিষ্ঠুরতাচরণের এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

আমরা একদিন এক নগরে উপস্থিত হইলাম। নগরটির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা যেমন সর্ব্বত্র করিয়া থাকি, সেইরূপে এ নগরও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমিও খুব ব্যস্তভাবে লুণ্ঠন করিতেছিলাম। গফুর খাঁও খুব ব্যস্ত। আমিও অনেক স্ত্রীলোকের গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইলাম, অনেক গৃহস্থকে ভয় দেখাইয়া তাহার যাবতীয় ধনসম্পদ হস্তগত করিয়া লইলাম। আমার ঠগী অনুচরেরা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিত। আমি তাহাদিগকে লইয়া নগর হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময়ে একটি উৎকৃষ্ট বাসভবন হইতে উত্থিত আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমাদের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম ও অনুচর সমভিব্যাহারে

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। তথায় গফুর খাঁ ও তাহার দলের সাত আট জন লোক বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। সম্মুখে তিনটি লোকের মৃতদেহ রক্তস্রোতে ভাসিতেছিল। এই তিন জনের মধ্যে দুইটী সুপুরুষ যুবক, আর একটী বয়স্থা স্ত্রীলোক। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাসিকায় উষ্ণ ভস্মপূর্ণ এক থলিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গফুর খাঁর অনুচরেরা তাহার পৃষ্ঠে ক্রমাগত নির্দ্দয়ভাবে তরবারির বিপরীত দিক দিয়া আঘাত করিতেছে। গফুর খাঁ পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে তাহার টাকা কড়ি কোথায় আছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে ব্যক্তির নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায়, তাহার আর কথা কহিবার শক্তি নাই। তিনটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত গফুর খাঁর কয়েকজন অনুচর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। তাহাদের আলুথালু বেশ ও হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি হইতেই আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই তাহাদের অদৃষ্টে কি হইয়া গিয়াছে।

আমি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলাম, কি করা যায়? অতর্কিতে কোষবদ্ধ অসি অর্দ্ধনিষ্কোষিত করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, গফুর খাঁ আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, আমি যদি এই মুহূর্ত্তে তাহাকে ও তাহার সহচরগণকে বিনাশ করি, তাহা হইলে এ কথা অবশ্য চিত্তুর নিকট অপ্রকাশ থাকিবে না। চিত্তু তাহা হইলে কি মনে করিবে? আর তাহা হইলে আমার অদৃষ্টেই বা কি হইবে? সুতরাং এই উত্তেজনা দমন করিয়া গফুর খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলাম ও অল্পক্ষণের জন্যও তাহার মন অন্যদিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "খাঁ সাহেব! এই নিকটে একখানি বাড়ীতে অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না, তুমি যদি সাহায্য কর, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। শীঘ্র এস। শুনিয়াছি সে বাড়ীতে অনেক ধন দৌলত আছে।" আমি অবশ্য মিথ্যা কথা বলি নাই, কারণ সত্যই আমি একখানি বড় বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারি নাই। শেষে যখন শুনিলাম যে, ঐ বাড়ীতে লোক নাই, তখন আর চেষ্টাও করিলাম না।

গফুর খাঁ বলিল, "মীর সাহেব! আর সামান্যক্ষণ অপেক্ষা কর; এখানে বড় আমোদ পাওয়া গিয়াছে। এই লোকগুলি তরবারি হস্তে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সহিত সংঘর্ষে আমার বাহুতে এক জায়গায় বেশ আঘাত পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। এই দেখ ইহাদের মারিয়া ফেলিয়াছি, এখন ইহাদের স্ত্রীদের লইয়া আমার লোকেরা আমোদ করিতেছে। আর আমি এই দুর্বৃত্ত বৃদ্ধের নিকট কিছু আদায় করার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ ব্যক্তি কিছুতেই সন্ধান বলিবে না।

আমি বলিলাম, "সম্ভবতঃ উহার কিছুই নাই; আর তদ্ব্যতীত উহার নাসিকা হইতে থলিয়া সরাইয়া না দিলেই বা ও ব্যক্তি কথা কহিবে কেমন করিয়া?"

খাঁ বলিল "আচ্ছা তাহাই করিয়া দেখ।"

আমি পিণ্ডারীদের ডাকিয়া বলিলাম, "উহার থলিয়া খুলিয়া লও; উহার গলায় ছাই জমিয়া গিয়াছে, উহাকে একটু জল আনিয়া দাও।"

থলিয়া উন্মোচিত হইল। গৃহের এক কোণ হইতে জল আনীত হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহা গ্রহণ করিল না। সে হিন্দু, এইজন্য মুসলমানের জল স্পর্শও করিল না।

খাঁ ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "এই লও, জল পান কর; যদি না পান করিবে তবে আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, জোর করিয়া পান করাইব।"

সে ব্যক্তি বলিল, "ও জল যদি খাই, তবে আমার পুত্রের রক্ত খাই।"

খাঁ তাহার পুত্রের রক্ত একটি পাত্রে করিয়া আনয়ন করত বলপূর্ব্বক তাহাকে পান করাইতে গেল। আমি তাহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলাম, "না না, এরূপ অমানুষিক কার্য্য আর করিও না।"

খাঁ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "তুমি কেন বাধা দিতেছ ? দেখ মীর সাহেব! তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুতা নষ্ট হওয়া আমার বাঞ্ছনীয় নহে! তুমি যদি আমার কার্য্যে বাধা দাও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত কলহ করিতে বাধ্য হইব। দুর্বৃত্ত এইমাত্র বলিল না যে পুত্রের রক্ত খাইবে, সেও স্বীকার, তথাপি আমাদের জল লইবে না ?"

সমুন্দ্ খাঁ নামক গফুরের একজন সহচর একটি পাত্রে করিয়া রক্ত আনিয়াছিল। সে পিতার মুখের নিকট পুত্রের রক্ত ধরিয়া কহিল, "লও, আর বিলম্ব করিও না; মনে কর ইহা গঙ্গাজল, তাহা হইলেই প্রাণ খুলিয়া যাইবে, তখন অকপটভাবে কোথায় কি আছে সমস্তই বলিতে পারিবে।"

গফুর খাঁ তাহার এই কথায় খুব বিকট হাস্য করিতে করিতে কহিল, "বেশ কথা বলিয়াছ! এ কথা লিখিয়া রাখা উচিত; আমি চিত্তু সর্দ্দারের নিকট এ কথার গল্প করিব।"

বৃদ্ধ একেবারে শিহরিয়া উঠিল। গফুর খাঁ দানবের মত বলিয়া উঠিল, "আর সাধাসাধি করিতে হইবে না; তরবারি দ্বারা উহার মুখ হাঁ করাইয়া রক্ত ঢালিয়া দাও।"

সত্যই তাহারা দুইজনে তাহাই করিল। তাহার পর গফুর খাঁ বলিল, "এখন বল, তোর টাকাকড়ি কোথায় ? নতুবা এখনি এই তরবারি আঘাতে তোকে জাহান্নামায় পাঠাইব।"

নিপীড়িত ব্যক্তি কহিল, "এখনি মারিয়া ফেল, আমি ত তাহাই চাই।"

গফুর খাঁ বলিল "তাহা ত হইবে; এখন টাকাকড়ি কোথায় ?"

সে বলিল "আমার যাহা ছিল সমস্তই দিয়াছি; তাহার পর ত বলিলাম,

আমার আর কিছুই নাই। তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার পুত্রদের হত্যা করিলে, কন্যাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিলে, এখন আর কেন? আমাকে শীঘ্র শীঘ্র মারিয়া ফেল।"

গফুর খাঁ কহিল, "দেখিতেছে এখনও মিথ্যা কথা! দেখ, একটু তৈল আর একটা আলো আন; দেখি এ শেষ উপায়ে কিছু হয় কি না?"

তখন সে বাটী পিণ্ডারীগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমি তখন বাধা দিতে চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারিতাম না। সুতরাং নীরবে এই বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম আমি আর কি করিব? যাহা অদৃষ্টের বিধান তাহাই হইতেছে।

তৈল আনীত হইলে মৃত ব্যক্তিদিগের পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া লওয়া হইল। এই বস্ত্রখণ্ড তৈলে ডুবাইয়া গৃহস্বামীর অঙ্গুলীতে বেশ পুরু করিয়া জড়ান হইল। অতঃপর খাঁ অন্য একজন লোককে ডাকিয়া বলিল, "এখন একটা আলো আনিয়া এইখানে ধর।"

একজন লোক একটি আলো লইয়া আসিল। খাঁ গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখ, আমি তোমাকে শেষ কথা বলিতেছি। এইবার তোমার অঙ্গুলীতে অগ্নি জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে, অতএব শীঘ্র করিয়া বল কোথায় কি আছে?"

বৃদ্ধ বলিল, "যাহা ইচ্ছা কর। নারায়ণ যখন আমাকে তোমাদের করায়ত্ত করিয়াছেন, তখন আর উপায় কি?"

তাহার অঙ্গুলীতে জড়ান সেই তৈলার্দ্র বস্ত্রখণ্ডে আগুন জ্বালা হইল। খুব জোরে যাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, এইজন্য তাহার হস্ত নিম্নাভিমুখী করিয়া সজোরে ধরা হইল। মনুষ্য কি আর এ যন্ত্রনা সহ্য করিতে পারে? বৃদ্ধ গৃহস্বামী যেরূপ কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। ক্রমশঃ লোকটি জ্ঞানশূন্য হইয়া যেন মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিল।

আমি বলিলাম, "আর কেন? উহাকে ত মারিয়া ফেলিয়াছ, এখন চল এখান হইতে চলিয়া যাই, উহার টাকাকড়ি নাই, ইহাই সত্য কথা।"

আমার কথায় মনোযোগ না করিয়া গফুর কহিল, "এখন, তাহার কন্যাগণ কোথায়? তাহাদিগকে লইয়া এস, তাহাদের টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।"

একজন আসিয়া খাঁকে সংবাদ দিল তাহারাও মরিয়া গিয়াছে, পার্শ্বের কক্ষে তাহাদের মৃতদেহ রুধির স্রোতে ভাসিতেছে। বৃদ্ধের তখনই মৃত্যু হয় নাই, জল দিয়া তাহার হস্তের অগ্নি নির্ব্বাণ করা হইল, ধীরে ধীরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। গফুর খাঁ বন্য পশুর মত হাসিতে হাসিতে তাহাকে পুনরায় টাকাকড়ির

কথা জিজ্ঞাসা করিল সে নিরুত্তর। গফুর খাঁ তরবারির আঘাতে তাহার শিরচ্ছেদ করিল।

আমি গফুর খাঁকে চিনিলাম, মনে মনে এক দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে ত্বরিত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

এই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে প্রকারেই হউক, গফুর খাঁকে হত্যা করিতে হইবে। আমার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আমার সহচর ঠগীগণকে ডাকিলাম। এত দিন আমার মনে যে অভিসন্ধি জাগিতেছিল, তাহা তাহাদের জ্ঞাপন করিলাম। আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—

"দেখ বন্ধুগণ! তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, এই পাপাত্মা গফুর খাঁ একটি সয়তানের অনুচর; ইহাকে মানব আখ্যা কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। স্বীকার করি, পিণ্ডারীরা সকলেই অসৎ লোক, কিন্তু ইহার মত নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড আর নাই; এ ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা কিছুতেই উচিত নহে। মতিরাম ও পীর খাঁ! তোমরা করিঞ্জার সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছ। সে সময়ে আমার মনে কি বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তাহাও তোমরা অবগত আছ। আমি অনেক ভাবিয়া চিত্তের সেই উত্তেজনা তখনকার মত দমন করি। সেইদিন হইতেই আমি ভাবিতেছিলাম, এরূপ পাষণ্ডকে হত্যা করাই উচিত। অদ্য আবার সে কি কাণ্ড করিল, তাহাও তোমরা দেখিলে। এখন বল দেখি, তাহার এই ব্যবহার তোমরা কি নীরবে সহ্য করিবে?"

আমার সঙ্গীগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "কখনই না; সে চরম করিয়াছে, এবার সে আমাদের।"

আমি বলিলাম, "তবে আমি যাহা বলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমরা জান, গুণ্টুরে ফিরিঙ্গিদের বাড়ী লুট করিয়া যে মদ্য পাইয়াছিলাম, তাহার এখনও তিন বোতল আছে। গফুর খাঁ অত্যন্ত মদ্যপ্রিয়। তাহাকে যদি আমাদের সহিত একত্রে মদ্যপান করিতে নিমন্ত্রণ করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাহাতে সম্মত হইবে। তাহার মধ্যে আফিং মিশাইয়া দিব, তাহা হইলে সে একরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িবে, তখন আমরা অনায়াসেই তাহাকে বধ করিতে পারিব।"

পীর খাঁ কহিল, "অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ; এই রাত্রিতেই ইহা করিয়া ফেলিলে হয়না ?"

আমি বলিলাম "না ; অগ্য রাত্রিতে নহে। এখানে চারিদিকেই লোক ; আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে কার্য্য করিতে হইবে। কল্য আমাদের শিবির সকলের শেষে এক প্রান্তে খাটাইতে হইবে, অন্যান্য শিবির হইতে যেন কিছু দূরে হয়। তাহার পর রাত্রিতে যখন সকলেই ঘুমাইবে, তখন তাহাকে অনায়াসেই বধ করিতে পারা যাইবে।"

পীর খাঁ কহিল "এই সঙ্গে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। গফুর খাঁর ঘোড়ার জিনটি বড়ই সুন্দর, সেটাও অধিকার করিতে হইবে। তাহাতে অনেক ধনরত্নও আছে।"

আমি উত্তর করিলাম "ও বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু এ কার্য্য বড় কঠিন, হয় ত এজন্য আমরা ধরা পড়িয়া যাইব।"

পীর খাঁ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখুন, জমাদার সাহেব ! আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসিয়াছে। দেখুন এ বুদ্ধি চলে কিনা, খাঁ যখন মদ্যপান করিয়া খুব বিভোর হইবে, তখন তাহাকে বলা হইবে যে এ রাত্রিতে আর আপনার এ রাস্তায় যাইয়া কাজ নাই, এইখানেই শয়ন করুন। সে সম্মত হইলে তাহার অনুমতিতে তাহার ঘোড়া ও জিন তাহার সহিসের দ্বারা এইখানে আনয়ন করা যাইবে। কারণ, রাত্রি প্রভাতে সে এইখান হইতেই অশ্বারোহণে যাত্রা করিবে। জিন যদি লইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্ত বাহির করিয়া তাহার সঙ্গেই জিন পুতিয়া ফেলিব। যদি না আনে, তাহা হইলে আর কিছু হউক বা না হউক, তাহাকে বিনাশ করা ত হইবে।"

মতি বলিল "দেখুন এ কার্য্য বড় কঠিন, আমার মতে ভবানীর ইঙ্গিত ব্যতীত কিছু করা উচিত নহে।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, ভবানীর ইঙ্গিত গ্রহণ কর। পীর খাঁ যাহা বলিল তৎসম্বন্ধে আমি চিন্তা করি, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে।"

সে রাত্রির মত তখন আমাদের সভা ভঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে পর্য্যটনের সময় কোনওরূপ গ্রাম লুণ্ঠনের গোলযোগ না থাকায় আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গফুর খাঁর সহিত মিলিত হইলাম। একত্রে অশ্বচালনা করিয়া যাইতে যাইতে আমাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

অন্যান্য কথার পর আমি বলিলাম, আচ্ছা, খাঁ সাহেব ! সেদিন গুণ্টুরে ফিরিঙ্গিদের বাড়ী লুট করার কথা তোমার বেশ মনে আছে ? এই ফিরিঙ্গিরা সব এক একটি নবাব, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, ইহাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, কি মণি মুক্তা প্রভৃতি বেশী কিছু নাই। কেবল চীনে বাসন।"

খাঁ উত্তর করিল, "সে দিনের কথা খুব মনে আছে। আমাদের দলপতি যদি সেদিন সাহস করিত, তাহা হইলে আমরা তাহাদের কোষাগার নিশ্চয়ই লুণ্ঠন করিতাম। যাহা হউক, ফিরিঙ্গিরা বড় উৎকৃষ্ট মদ্য ব্যবহার করে? আঃ! যদি দুই এক বোতল মদ্য লইয়া আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই পথশ্রমের সময় বড়ই উপকার হইত।"

"ওঃ, আমি সে বিষয়ে খুব চতুর, আমি মদ্য কয়েক বোতল লইয়া আসিয়াছি। এখনও আমার নিকট আছে।"

"এখনও আছে মীর সাহেব? তবে ভাই কৃপণতা করিও না। এ মদ্য স্বর্গের সুধা হইতেও মিষ্ট!"

"তুমি খুব খাইতে পার। তবে কি জান অনেক লোক। কথাটা প্রকাশ হইলে বড়ই অপযশ হইবে। তুমি সন্ধ্যার পর আমাদের তাঁবুতে যদি আসিতে পার, তাহা হইলে সব ঠিক হয়। আমি পোলাও প্রস্তুত করাইব, তুমি সন্ধ্যার পর আসিতে পার না?"

"বেশ কথা। নিশ্চয়ই আসিব। বরং সহিসকে বলিয়া রাখিব, আমার ঘোড়াও তোমাদের তাঁবুতে আনিয়া রাখিবে, তাহা হইলে আর কেহ কিছু জানিতে পারিবে না। আমরা মুসলমান, মদ্য পান করিলে বড় নিন্দা হয়।"

গফুর খাঁর কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, তবে ভবানীর ইচ্ছায় পীর খাঁর প্রস্তাব সফল হইল।

আমি বলিলাম, "হাঁ, সমস্ত কার্য্য গোপনে সারিতে হইবে। আমার শিবিরে কেবল পীর খাঁ থাকিবে। তুমি পীর খাঁকে জান; সে অতি ভাল লোক। আবার সে আমার ধর্ম্ম ভাই। তবে সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া আমি তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইব।"

গফুর খাঁ হৃষ্টচিত্তে কহিল "না, না, আমাকে আর ডাকিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, আমি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই তোমার সহিত মিলিত হইব।" অতঃপর সহিসকে ডাকিয়া আমার শিবিরে ঘোড়া আনিতে বলিয়া দিল।

সহিস "যো হুকুম" বলিয়া চলিয়া গেলে আবার আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইলাম; এই স্থানেই অদ্যকার মত থাকির। গফুর খাঁ নিজের শিবিরেই ছিল, সে সমস্ত দিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কয়েকবারই লোক পাঠাইয়া আমাকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিল।

আমি শিবিরে উপবেশন করিলে মতিরাম আমাকে বলিল "গত রাত্রিতে পীর খাঁ, আমি ও অন্যান্য সকলে গুড় দিয়া নিশানের পুজা করিলাম। তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়াছি, উহা পুর্ণমাত্রায় শুভ।"

আমি বলিলাম, "মতিরাম! আমি পূর্ব্ব হইতেই ইহা জানিতাম; কারণ আমাদের এই কার্য্যের অন্তরালে আমি আল্লার হস্ত দেখিতে পাইতেছি। দেখ, এ কার্য্য হইয়া গেলে কিছুদিন আমাদের চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর আমার আরও মতলব আছে।"

মতিরাম কহিল, "জমাদার সাহেব! আমি অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছি যে, এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত পিণ্ডারী সকলের নিকটেই দুই-একশত করিয়া টাকা আছে। এইখানেই উহারা রাত্রিতে ঘুমায়, আমাদের এখন এমন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা ভাল হইতেছে না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, প্রথম খাঁকে নিপাত করিয়া দেখা যাউক কি হয়। কিন্তু দেখ, আমাদের সঙ্গে কবর-খননকারী নাই, সে কার্য্য আমাদের নিজে নিজে করিতে হইবে।"

মতিরাম উত্তর করিল, "সেজন্য আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তুমি এই কার্য্যটা করিয়া রাখিও। আর দেখ মতি, তাহার সহিসকেও শেষ করিতে হইবে।"

মতি বলিল, "নিশ্চয়; আপনি ও পীর খাঁ গফুরকে দেখিবেন। সহিসের ভার আমার উপর রহিল।"

আমি বলিলাম, "সমস্ত কার্য্য খুব সাবধানে করিবে। আর আমাদের ঘোড়া প্রস্তুত রাখিবে। যদি দেখি কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, বা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে হইবে। অবশ্য আমার আশা হয়, কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই, নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইবে।"

মতি বলিল, "তবে গফুর খাঁ একজন প্রধান লোক; তাহার অন্তর্ধানের পর পিণ্ডারীদের মধ্যে একটা খুব হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে। সকলে মনে করিবে, হয় গফুর খাঁ তাহার টাকাকড়ি লইয়া দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, নতুবা কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। দেখুন, নিমোয়ার হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক পিণ্ডারী শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এরূপ হওয়াই সম্ভব। গতবারের লোকগুলি বরং কিছু ভাল ছিল, এবারকার লোকগুলি যেমন দুষ্ট, তেমনি প্রচণ্ড।"

মতিরাম সমস্ত উদ্‌যোগ করিবার জন্য চলিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সূর্য্যাস্ত হইবার পর হইতে মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া নমাজ করিতে লাগিল। নমাজের উদাত্তগম্ভীর ধ্বনিতে সমগ্র শিবির মুখরিত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত লোকের রক্তকলুষিত হস্ত এখনও উত্তমরূপে ধৌত হয় নাই, তাহাদের এই নিষ্ঠা সত্যই একটা দেখিবার জিনিস।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আমি আমার শিবিরে আসিয়া বসিলাম। গফুর

খাঁর ন্যায় নির্দ্দয় লোক আর মানবজাতির অনিষ্টাচারণ করিতে পারিবে না, এই কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পীর খাঁ আমার নিকট বসিয়াছিল, মদ্যের সহিত আফিং মিশ্রিত করা হইয়াছে কিনা এই সকল কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলাম, কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে তাহার চিত্তে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। পীর খাঁ বলিল, "দেখুন, আমরা দুইজনে তাহাকে নিশ্চয়ই শেষ করিতে পারিব, তবে আমি বলি, একটু গানবাজনার উদ্‌যোগ করা যাউক। মতি ও অন্যান্য দুই একজন সেতার ও তবলা লইয়া গান আরম্ভ করুক।"

আমি বলিলাম "না, না, গানের শব্দে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

ক্রমে ক্রমে সমস্তই নিস্তব্ধ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুস্থদেহে গাত্রোত্থান-করতঃ অশ্বারোহণে বহুদূর যাইতে হইবে, বিশ্রামের জন্য পিণ্ডারীগণ সকলেই শয়ন করিল। কেবল দুই এক স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দুই একজন বসিয়া গল্প করিতেছিল। ক্রমশঃ অধিকাংশ পিণ্ডারী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন অত্যন্ত সতর্কভাবে গফুর খাঁ আমার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম তাহার সহিস ঘোড়াটিকে ঠিক পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া আসিতেছে।

আমি অত্যন্ত শিষ্টভাবে খাঁকে অভ্যর্থনা করিলাম। খাঁ বলিল, "এতক্ষণ আমি নিশ্চয়ই আসিতাম, দরবারে ডাক পড়িয়াছিল বলিয়া এত দেরী হইল। আমি মাথা ধরিয়াছে বলিয়া অদ্য আর কিছু খাইলাম না। তাহার পর সকলে ঘুমাইলে অত্যন্ত গোপনেই এখানে আসিয়াছি।"

পীর খাঁ পোলাও লইয়া আসিল। গফুর খাঁ সামান্য পোলাও খাইয়াই মদ্য পান করিতে চাহিল। মদ্য পান করিয়া গফুর খাঁর আর আনন্দের সীমা নাই, মনের উল্লাসে ফিরিঙ্গিদের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প আরম্ভ করিল। যেমন গ্লাসের পর গ্লাস মদ্য তাহার গলাধঃকরণ হয়, অমনি সে এক-একবার অকথ্য ভাষায় ফিরিঙ্গিদিগকে গালাগালি করে। একবার বলে, আমি ফিরিঙ্গিদের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিব—পিণ্ডারী হইয়া সুখ নাই। ফিরিঙ্গিদের সহিত মিশিলে খুব মদ্য পান করা যাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত কথা আর বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। মনের স্ফূর্ত্তিতে গফুর খাঁ গান করিবার জন্য একটা যন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। আমি মতিরামকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মতিরাম বড়ই সুকণ্ঠ, সেতারের সুর বাঁধিয়া সে এমন মিষ্টস্বরে গজল গাহিতে আরম্ভ করিল যে, গফুর খাঁ একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে যতই মদ্য পান করে, তাহার পান করিবার ইচ্ছাও ততই বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয় বোতল শেষ করার পর গফুর খাঁ একেবারে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। তখন আমরা অনায়াসেই রুমালের সাহায্যে তাহাকে বিনাশ করিলাম। তাহার সহিসকে হত্যা করা হইল। কবর খনন করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার

ঘোড়ার জিন কাটিয়া তাহার মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান প্রস্তরাদি ছিল, সমস্তই আমরা গ্রহণ করিলাম। এখন তাহার ঘোড়াটি লইয়া কি করা যায়? সেজন্য আমাদের মধ্যে কিছু ভাবনার উদয় হইল। আমরা দেখিলাম যে, এই দলের সকলেই গফুর খাঁর ঘোড়া চেনে, স্বতরাং আমরা এই অশ্ব যদি আমাদের নিকট রাখি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ধরা পড়িব।

যাহা হউক, আমার মনে হঠাৎ একটী স্বন্দর বুদ্ধির উদয় হইল। আমাদের শিবিরের অনতিদূরে অরণ্যানী-বেষ্টিত একটি খাল ছিল। আমি পীর খাঁকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলাম ও অশ্বটীকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করা হইল। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমরা গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গফুর খাঁকে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিতে না পাওয়ায় পিণ্ডারীদিগের মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ পড়িয়া গেল। তাহার অন্তর্ধান সম্বন্ধে সহস্র প্রকার অনুমান লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কেহই কোন কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারিল না। কেহ কেহ বলিল, তাহার দারুণ দুর্বৃত্ততার জন্য শয়তান তাহাকে লইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ বলিল সে লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, তাই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

সেস্থান হইতে যথারীতি যাত্রা করিয়া পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইলে চিত্তু সর্দ্দার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি গিয়া দেখিলাম, চিত্তু দরবারে বসিয়াছে, গফুর খাঁর ভৃত্যগণ তাহার সম্মুখে বন্দীভাবে অবস্থিত। আমি অভিবাদন করিলে, চিত্তু আমাকে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুমতি করিল।

চিত্তু আমাকে কহিল, "মীর সাহেব! এ বড় আশ্চর্য্য কথা। গফুর খাঁকে আর পাওয়া যাইতেছে না। সে যে কোথায় গেল, তাহা এক আল্লা জানে, আর এক শয়তান জানে। সে যদি পালাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে সে আমার প্রতি অনুরক্ত, আমি তাহার সহিত বরাবর সদয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। তুমি কি বল?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমি ত একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি; আমি যে আপনার কথার কি উত্তর দিব, তাহা নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। লোকে সহস্র প্রকারের কথা বলিতেছে, কিন্তু সমস্তই অনুমান; কেহই কোন কথা ঠিক বলিতে পারিতেছে না। ব্যাপার বড়ই রহস্যজনক। আপনি কি তাহার ভৃত্যগণকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন? তাহারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানিবে।"

"না, মীর সাহেব! আমি এখনও তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করি নাই। এই তাহারা সকলে রহিয়াছে, তুমি একবার তাহাদের জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

"না, আমি জিজ্ঞাসা করিব না। আপনি প্রশ্ন আরম্ভ করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে সুবিধা এই হইবে যে ভয়ে অনেকে কথা বলিয়া ফেলিবে।"

চিত্তু তাহার ভৃত্যকে বলিল, "আচ্ছা, গফুর খাঁর একজন লোককে ডাকিয়া আন।"

কম্পান্বিত কলেবরে একজন ভৃত্য আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন করিল। চিত্তু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

লোকটি ভীতিবিজড়িতস্বরে কহিল, "সাইয়েদ্ ইব্রাহিম।"

"তুমি গফুর খাঁর কি কার্য্য করিতে?"

"আমি তাঁহার ভৃত্য, সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া সেবা করিতাম।"

"এখন, ইব্রাহিম, তুমি ভয় না করিয়া; সমস্ত কথা সত্য করিয়া বল। যদি মিথ্যা কথা বল, তাহা হইলে তুমি অবিলম্বে প্রাণ হারাইবে।"

"না, আমি যাহা জানি সমস্তই বলিব।"

"আচ্ছা বল।"

লোকটি বলিল, "আমি যাহা বলিতেছে, আল্লাই জানেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য; সন্ধ্যার পর আমার প্রভু আপনার দরবার হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমরা তাঁহার জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি কিছু খাইলেন না, কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। আমি কিছুক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করায়, আমি আসিয়া নিজস্থানে শয়ন করিলাম। সমস্ত দিন অশ্বের সহিত দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে অন্য লোকে আমাকে জাগাইয়া দিল। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে গিয়া দেখি, শয্যা যেমন তেমনি রহিয়াছে, তাঁহার বেড়াইবার লাঠি ও তরবারি নাই। আমি এই পর্য্যন্ত জানি। সেখ কাদের আমার অপেক্ষা অধিক জানে।"

সেখ কাদের আনীত হইল। তাহাকেও পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া দিলে সে কহিল, "আমিও তাঁহার ভৃত্য। তামাক সাজা, আফিং দেওয়া, এই সমস্ত কার্য্য আমি করিতাম। তিনি রাত্রিতে যখন শিবিরের বাহিরে যান, তখন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'তুমি কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?' আমি চলিয়া আসিলাম, তাহার পর আর কিছুই জানি না। প্রাতঃকালে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।"

আমি বলিলাম, "এ সমস্ত সাক্ষ্য বড়ই অসন্তোষজনক; ইহা হইতে কিছুই সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সে যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া যাইবে। আচ্ছা তাহার অশ্ব কোথায়?"

চিত্তু অমনি ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই ত, তাহার অশ্ব কোথায় ?"

সেখ কাদের করযোড়ে জানাইল যে, তাঁহার সহিস কিংবা অশ্ব কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। যে জিন্‌টি পাওয়া যাইতেছে না, তাহারই মধ্যে তাঁহার টাকা-কড়ি ছিল।"

চিত্তু বলিল, "তাহার অন্য সহিস কোথায় ?"

সে ব্যক্তি আসিয়া কহিল, "আমি এই মাত্র জানি যে, লাল ঘোড়ার পৃষ্ঠে কল্য সমস্ত বৈকালবেলা জিন্ চড়ান ছিল। এরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। খাঁ সাহেব যখন ঘুমাইতেন, তখন এই জিন্ তাঁহার মাথার নিকট থাকিত। আমি সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলে সে রুষ্টভাব দেখাইয়া আমার কথার উত্তর দিল না। এইমাত্র বলিল যে, প্রভুর যাহা হুকুম, তাহাই পালন করিতেছে। সন্ধ্যার পর আমি তাহাকে ঘোড়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বলিলাম, "নবাব সাহেব! ইহা হইতে কেবল এইমাত্র মীমাংসা হইতে পারে যে, গফুর খাঁ তাহার টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। সে এবার অনেক উপার্জ্জন করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, তাহার জিন্ একেবারে স্বর্ণ-মুদ্রায় পূর্ণ হইয়াছিল।"

চিত্তু বলিল, "এ কথা আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু লোকটা যে এত অকৃতজ্ঞ, তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে আমি তাহাকে পালন করিয়াছি। আমি তাহাকে তিন সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছি। এখন তাহার ব্যবহার দেখ।" অতঃপর চিত্তু ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, "আমি তোমাদের কোনও অপরাধ দেখিতেছি না।"

এই প্রকারে গফুর খাঁর জীবন শেষ হইল। অতঃপর আমরা খুব অধ্যবসায়ের সহিত নিজেদের ব্যবসায়ে রত হইলাম। প্রতি রাত্রিতেই দুই একজন পিণ্ডারী আমাদের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। আমরা নিমোয়ার অভিমুখে যত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম, ততই দলের লোক মরিতে লাগিল। এদিকে আবার সংবাদ আসিতে লাগিল যে, ফিরিঙ্গিরা আমাদের অনুবর্ত্তন করিতেছে।

আমার অদৃষ্টেও দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন-শীল। সে দুরদৃষ্টের কথা ক্রমশঃ বলিতেছি।

অ ষ্ট ত্রিং শ প রি চ্ছে দ

বিশ্বাসঘাতকতায় বিপদ

ঝালোন হইতে যাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের নাম হিদায়ৎ খাঁ। আমি তৎপূর্ব্বে তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। পীর খাঁর সহিত তাহার পূর্ব্বে সামান্যমাত্র পরিচয় ছিল। একবার সে পীর খাঁর অধীনে কার্য্য করিয়াছিল। একজন সুদক্ষ ঠগী বলিয়া তাহার বেশ খ্যাতি ছিল। তাহার দক্ষতা ও শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আমারবিশেষ কিছু জানা ছিল না; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, পিণ্ডারীদিগের শিবিরে যাহারা নিহত হয়, তাহাদিগের হত্যা–বিষয়ে সে ব্যক্তি কিছুই করে নাই। কারণ, আমি যে সমস্ত লোককে স্বয়ং ভালরূপে জানিতাম, কেবলমাত্র তাহাদিগেরই উপর এই সমস্ত গোপনীয় কার্য্যের ভার দিতাম। হিদায়ৎ খাঁ অশ্বচালনায় খুব দক্ষ, তরবারি ও বর্শা ব্যবহার করিতে বেশ পটু। পিণ্ডারী হইতে হইলে সাহসিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, তাহা তাহাতে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। যাহা হইল, আমি তাহাকে কোনও বড় কার্য্যের ভার কখনও দিই নাই। শিবিরের অভ্যন্তরে যখন আমরা নরহত্যা করিতাম, তখন সে সাধারণতঃ প্রহরীর কার্য্য করিত। গফুর খাঁকে হত্যা করার অনেক দিন পরে— তখন আমরা পুনরায় নাগপুরের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, আর কয়েক দিনের মধ্যে নিমোয়ারে উপস্থিত হইব, এমন সময়ে— একদিন সন্ধ্যার পর মতিরাম ও পীর খাঁ আমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিল। দেখিলাম, তাহাদের মুখে ভীতি ও বিস্ময় প্রকটিত রহিয়াছে।

আমি তাহাদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের মুখ এত মলিন কেন? ভবানীর নামে শীঘ্র শীঘ্র বল কি হইয়াছে? আমরা কি ধরা পড়িয়াছি?"

মতি উত্তর করিল, "বড় ভয় হইয়াছে, সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে। কিছুদিন হইতেই হিদায়ৎ খাঁর উপর আমাদের সন্দেহ হইয়াছে। কিছুদিন হইতে তাহাকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে চিত্তুর একজন বিশ্বস্ত লোকের নিকট আমাদের সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছে। আমরা তাহাকে ঐ লোকের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছি। এখন বোধ হয় সে দরবারে রহিয়াছে। এখন কি করা যায়?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের এই মুহূর্ত্তেই পলায়ন করা উচিত। হিদায়ৎ খাঁর নাম শুনিয়া আমরও সন্দেহ হইয়াছে। সমস্ত ঘোড়া কি প্রস্তুত আছে?

পীর খাঁ বলিল, "হাঁ, ঘোড়া প্রস্তুত।"

আমি উত্তর করিলাম "তবে আর কি? ভয় নাই। তবে সত্যই আমাদের উপর সন্দেহ হইয়াছে, কিনা এটা ভাল করিয়া জানিয়া যাওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। আমাকে ইহা নিরূপণ করিতে হইবে।"

তাহারা উভয়ে বলিল, "না, না, এরূপ করিবেন না ভবানীর নামে বলিতেছি, বিপদের মধ্যে স্বেচ্ছায় লাফাইয়া পড়িবেন না। ইহাতে কি লাভ হইবে? আমাদের অশ্ব প্রস্তুত, চলুন আমরা এই মুহূর্ত্তেই পলায়ন করি।"

তাহাদের এই উপদেশ অনুসারে যদি আমি কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আমার পক্ষে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু আমার প্রকৃতি চিরদিনই নিরতিশয় আত্মম্ভরী। তাহাদের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কহিলাম, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহই নাই যে, আমার সঙ্গে যাইতে পারে? রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার, আমরা অলক্ষিত ভাবে চিত্তুর শিবিরে উপস্থিত হইতে পারিব। আমরা গোপনে থাকিয়া কান পাতিয়া শুনিব, সেখানে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। সত্যই যদি আমরা ধরা পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই পলায়ন করিতে পারিব। সে জন্য সময়ের অভাব হইবে না।"

কেহই কোন কথা কহিল না। কেবলমাত্র পীর খাঁ বলিল, "আমি যাইব।" অন্যান্য সকলে একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি পীর খাঁকে বলিলাম, "তুমি ঠিক আমার ভ্রাতার মত কথা বলিয়াছ। তোমার প্রকৃতই সাহস আছে। তোমরা সকলেই ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, আমরা আসিতেছি।

এই বলিয়া পীর খাঁ ও আমি বাহির হইলাম। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিবির হইতে বাহির হইয়া আমরা চিত্তুর শিবির-সন্নিধানে উপনীত হইলাম। সে স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে। নিকটে কেহই ছিল না। আমরা দূর হইতে দেখিলাম, এক ক্ষীণ আলোকের নিকট বসিয়া তিনজন লোক গভীর ভাবে কি আলোচনা করিতেছে। আমরা তাঁবুর কানাতে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

চিত্তু বলিতেছে, "আজব ব্যাপার! এই প্রকারে খাঁকে হত্যা করিল? তুমি বলিতেছ, সে নিজেই ইহা করিয়াছে?"

হিদায়ৎ খাঁর কণ্ঠস্বরও আমি বেশ জানিতাম। সে বলিল, "হাঁ, সে নিজেই করিয়াছে। যদি মিথ্যা হয়, আমাকে মারিয়া ফেলিবেন। আমি অবশ্য হত্যা করিবার সময় স্বচক্ষে দেখি নাই। উহারা তাহাকে মদ খাওয়াইয়া একেবারে মাতাল করিয়াছিল। ঘোড়াটিকে দূরে লইয়া গিয়া আমির আলি নিজে বধ করিয়াছে।"

চিত্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সত্য কথা! আমার আর অবিশ্বাস

নাই। আমি গফুর খাঁকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। অন্যান্য লোককে কি প্রকারে হত্যা করিল?"

হিদায়ৎ কহিল, "সে সমস্ত লোক তেমন বিখ্যাত নহে; আমি তাহাদের সকলের নাম জানি না। কেবল একজনকে জানি; তাহাকে হত্যা করিতে উহাদের খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। লোকটা খুব বলিষ্ঠ ছিল, তাহার নাম হবীবউল্লা। সে আপনার অধীনেই কার্য্য করিত।"

চিত্তু কহিল "হাঁ, হাঁ, তাহাকে আমি খুব চিনিতাম। লোকটা খুব দক্ষ ও সাহসী ছিল। তাহাকেও আমির আলি হত্যা করিয়াছে?"

"হাঁ নবাব সাহেব! আমির আলি তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। মতি ও পীর খাঁ তাহাকে ধরিয়াছিল, নতুবা কিছুতেই পারিত না। তিন রাত্রি পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। সেইদিনই আমার মনে হয়, আপনাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিই, কিন্তু আমি সামান্য লোক, আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে? তাহার উপর আপনি আমির আলিকে ভালবাসেন। ভাবিলাম তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না!"

চিত্তু উঠিয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে কপালে হাত দিয়া (আমি আমার ছুরিকার সাহায্যে তাঁবুর বস্ত্রে একটি গর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহার ভিতর দিয়া সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম) বলিল, "সত্য! সত্য! সত্যই আমির আলির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না। আমির আলি এত দয়ালু, এত সদাশয়, আমার অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন ভাবে বক্তৃতা করিত যে তাহার কথায় আমাকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইয়াছে। সে যে একজন ঠগী, এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়?"

হিদায়ৎ বলিল, "কিন্তু নবাব সাহেব! এ কথা সমস্তই সত্য। আমি পীরুকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। সেই আমাকে আপনাদের দলে তাহাদের জমাদারের অধীন করিয়া লইয়া আসে। তাহারা যে ঠগী, তাহা আমি জানিতাম। আমাদের দেশের রাজার নিকট আমির আলি ও তাহার পিতার অত্যন্ত সম্মান। খাঁর হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত তাহারা ঠগীবৃত্তি করে নাই, তাহার পর হইতে নিয়মিত ভাবে কার্য্য চালাইয়াছে। আপনি তাহাদিগকে ধরিলেই আমার কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন। গফুর খাঁর তরবারিখানি এখন পীর খাঁ ব্যবহার করিতেছে।"

"চিত্তু কহিল, "ইহা অবশ্য খুব ভাল প্রমাণ হইবে। তুমি যখন উপায় বলিয়া দিয়াছ, তখন তোমাকেই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।" অতঃপর অন্য লোকটির মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "তুমি অশ্বারোহী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ?"

সে লোকটি বলিল, "হাঁ পঞ্চাশ জন লোক প্রস্তুত।"

চিত্তু কাতর কণ্ঠে বলিল, "ওঃ আমির আলি! তুমি আমাকে ভয়ানক বঞ্চনা

করিয়াছ। তোমার ওই সরল মুখ দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, তুমি একজন বঞ্চক? হিদায়ৎ খাঁ! যাও তাহাদিগকে ডাকিয়া আন! তুমি যে পুরস্কার চাহিয়াছ, তাহাই পাইবে। পীর খাঁর ঘোড়ার জিন তোমাকে দিব।"

দুর্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতক অভিবাদন করিয়া কহিল, "হাঁ, উহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" তাহাদের এই গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু আর কাল বিলম্ব করা চলে না। আমরা নিঃশব্দে প্রস্থান করিলাম। আমরা ভাবিলাম বেশ পলাইতে পারিব। আমরা জানিতাম না যে, পিণ্ডারী অশ্বারোহী-গণ তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যেমন ঘোড়া ছুটাইয়াছি, অমনি তাহাদের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। চারিদিকে যে কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি আমার গতিরোধ করিয়াছিল, তাহাকে আমি বিনাশ করিলাম। পীর খাঁও আমার অনুরূপ সফলতা লাভ করিল। আমি সামান্য আঘাত পাইলাম বটে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। সবেগে অশ্বচালনা করিয়া পলায়ন করিলাম। অন্ধকার আমাদের সহায়তা করিল।

বহু দূর যাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে আমাদের দলের আরও কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। আমরা স্থির করিলাম যে, এখন উত্তর দিকে যাইতে হইবে, কিছু দূর যাইয়া কোনও গ্রামের নিকটে বিশ্রাম করিতে হইবে; দলের অন্যান্য যাহারা পলাইয়া আসিতে পারিয়াছে, তাহারা তাহা হইলে আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। পিণ্ডারীরা তখনও চীৎকার করিতেছিল ও বন্দুকের আওয়াজ করিতেছিল, কিন্তু আমাদের অনুসরণ হইতে যে ক্ষান্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, আমরা পলাইয়া আসিলে অন্ধকারে ভুলক্রমে তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া অনেকে মারা পড়িয়াছে। যাহারা আমার নিকট দাঁড়াইয়াছিল, আমি সাহস করিয়া তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতেছিলাম না। আমি অন্ধকারে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই, তাহারাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা প্রায় একঘণ্টা কাল তথায় অপেক্ষা করিলাম। পিণ্ডারীদের শিবিরে কোলাহল ক্রমশঃ থামিয়া গেল। তাহাদের শিবিরে স্থানে স্থানে প্রহরীদিগের আলো জ্বলিতেছিল; তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে, বিস্তৃত প্রান্তর জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার পর সমস্তই নীরব। আমরা যে গ্রামের উপান্তে বসিলাম, সে গ্রামেও জনপ্রাণী নাই, ইহার এক অংশ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; গৃহদাহের অগ্নি এখনও স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নহে, এই ভাবিয়া আমি মৃদুস্বরে কহিলাম, "পীর খাঁ! আমরা কয়জন আসিয়াছি?"

পীর খাঁ কহিল, "এগার জন। বাকি লোক সম্ভবতঃ মারা পড়িয়াছে!"

আমি বলিলাম, "ভগবানের ইচ্ছায় তাহারা যেন মারা পড়িয়াই থাকে। যুদ্ধ করিতে করিতে তরবারির আঘাতে জীবনত্যাগ করা অতি সহজ, কিন্তু উহারা যদি ধরিতে পারে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর নিপীড়ন করিবে! কে কে আসে নাই? মতিরাম আসিয়াছে?"

"না, মীর সাহেব! আমি স্বচক্ষে মতিরামকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি; তাহার মস্তকে যে আঘাত করে, তাহাকে আমি আঘাত করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই।"

মতিকে আমি ভ্রাতার মত স্নেহ করিতাম। এই শোকসংবাদে সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি কহিলাম, "আর কে কে আসিতে পারে নাই? আচ্ছা, যাহারা আসিয়াছে তাহারা আপন আপন নাম বল।"

তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম বলিল। দেখা গেল যে, গয়াস্ খাঁ, রামদীন সিং, নজর আলি ও মতিরাম, আমাদের দলের এই চারিজন প্রধান লোক মারা পড়িয়াছে; তদ্ব্যতীত সহিস, ভৃত্য সকলেই পিণ্ডারী শিবির হইতে আসিতে পারে নাই। অবশ্য কাহার অদৃষ্টে কি হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না।

আমি বলিলাম, "দেখ, এখানে বসিয়া থাকা নিতান্ত অনর্থক। এখন যত শীঘ্র শীঘ্র পারি ঝালোন যাওয়া যাউক। সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া আর কেহ ফিরিয়া আইসে কিনা দেখা যাইবে। যাহারা না ফিরিবে, তাহাদের পারলৌকিক কার্য্য যথারীতি করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে যাহা আনিয়াছি তাহাতেই সকলে যে সন্তুষ্ট, এই কথাটা আমাকে শপথ করিয়া বল।"

সকলেই একস্বরে বলিল, "আমরা শপথ করিতেছি।"

আমি কহিলাম, "এখন আমি সন্তুষ্ট হইলাম, এইবার চল যাত্রা করি। দিবালোক প্রকাশ হইলে আমাদিগকে সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই প্রদেশের বনপথ সমস্তই আমাদের পরিচিত। সেদিক দিয়া আমরা অনায়াসেই হুসঙ্গাবাদ পঁহুছিতে পারিব। সেখানে একবার যাইতে পারিলে আর ভয় নাই।"

পীর খাঁ কহিল, "তবে চলুন।"

আমরা বিষণ্নচিত্তে নীরবে কয়েকদিন ধরিয়া চলিলাম। যতদূর পর্য্যন্ত নাগপুর রাজ্যের সীমানা, ততদূর পর্য্যন্ত আমাদের কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমরা রাজসৈনিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতাম ও কহিতাম যে, কোনও গোপনীয় কার্য্য সাধন করিবার জন্য আমরা যাইতেছি। অনেক স্থানেই লোকে আমাদের সন্দেহ করিয়াছিল ও নানারূপ প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার প্রভাবে তাহাদের সন্দেহ দূর করিয়া নিরাপদে ক্ষুদ্র

দল লইয়া চলিলাম। নর্ম্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আমাদের দুর্ভাবনা দূরীভূত হইল। অতঃপর নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া চলিলাম।

পর্য্যটনক্লেশ সহ্য করিতে আমরা ও আমাদের অশ্বগুলি নিতান্ত অভ্যস্ত। প্রত্যহ পনর ক্রোশ, কুড়ি ক্রোশ হিসাবে চলিয়া শীঘ্রই বাড়ী পঁহুছিলাম। এত কষ্ট ও সঙ্কটের পর যখন ঝালোনের উপান্তবর্ত্তী অরণ্যানী আমার নয়নপথে পতিত হইল। তখন আমি ভগবানের অশেষ ধন্যবাদ করিলাম এবার আর পূর্ব্ব হইতে আগমন-সংবাদ দিতে পার নাই। পথে কোথায়ও বিশ্রাম করিবারও অবসর হয় নাই। আমার সঙ্গে সহিস বা ভৃত্য নাই, একাকী গৃহদ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময়, পর্য্যটনক্লেশে দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন, দারুণ সূর্য্যতাপে শরীর ঘর্ম্মাক্ত। এই অল্পদিন বাড়ী হইতে গিয়াছি, কিন্তু বন্ধুগণের এই দুর্দ্দশার জন্য ঐকান্তিক মনস্তাপে দেহের এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, আমার মনে হইল, আমি দশবৎসরকাল বাড়ী-ছাড়া। আমার আকৃতি এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, আমার ভৃত্যগণ প্রথমে আমাকে চিনিতেই পারে নাই। আমি পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলেই অগ্রে আজিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পর জলপান করিলাম।

সন্ধ্যাকালে আমি ও আমার সঙ্গীগণ একত্র হইয়া যাহা কিছু আনিয়াছিলাম সমস্ত স্তূপাকারে সাজাইলাম। উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রা ও মণিমুক্তাসমূহ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একছড়া অতি উৎকৃষ্ট মুক্তার মালা রাজাকে উপঢৌকন দিবার জন্য সরাইয়া রাখিয়া যাবতীয় ধন বন্ধুগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলাম। যাহারা আসিতে পারে নাই, তাহাদের কথা আমাদের মনে ছিল, তাহাদের অংশ আপাততঃ সরাইয়া রাখা হইল। পরে এই সমস্ত তাহাদের পরিবারবর্গকে প্রদান করা হয়।

বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিল। চিতু বা অন্য কোন পিণ্ডারী দলপতির সহিত মিলিত হইবার সংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। যদিও নাম লুকাইয়া পুনরায় অন্য দলে যাইতে পারিতাম, তথাপি তাহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আর তদ্ব্যতীত, আমার আপাততঃ অর্থেরও অসদ্ভাব ছিল না, কাজেই যাইলাম না। চিতুও খুব ধনবান ও যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল। মারহাট্টা-গণের আকস্মিক অভ্যুদয় নিবন্ধন তাহার ব্যবসায়ে ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণের সাহসিকতা ও কৌশলের বিরুদ্ধে চিতুর দল আর কিছুই করিতে পারিল না। ইউরোপীয়েরা মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া চিতুকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিতে সম্মত হইয়াছিল, চিতু তাহা গ্রহণ করে নাই। চিতু অত্যন্ত লুণ্ঠনপ্রিয় ও চঞ্চল স্বভাব, সে তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। তাহার দলে কতকগুলি লোক ছিল বটে, কিন্তু সে আর কিছু করিতে পারে নাই। তাহার পর, একে

একে তাহার অনুচরবৃন্দ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সকল আশা ফুরাইয়া গেল। সে একজন পলাতক আসামী হইয়া পড়িল। তাহার কষ্টের আর সীমা রহিল না। তাহাকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিল। আজ এখানে, কাল সেখানে, এই ভাবে পলায়ন করিতে করিতে আসীরগড়ের নিকটবর্ত্তী দুর্গে গভীর অরণ্যানীমধ্যে ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিল। সত্য কথা বলিতে কি, লোকটা বেশ সাহসী ও সুনিপুণ দলপতি ছিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসার প্রায় তিনমাস পরে আমি একদিন আমার বাটীর দেওয়ানখানায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, "একটি লোক শ্বেতবস্ত্রে সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করিয়া আমার সহিত কথা কহিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কিছুতেই ভিতরে আসিবে না, সে বলিতেছে যে, আপনি বাহিরে গেলেই তাহাকে চিনিতে পারিবেন।" তখন সন্ধ্যাকাল, আমি তরবারি লইয়া আমার ভৃত্যের সহিত বাহিরে আসিলাম। আমি লোকটিকে কিছুই চিনিতে না পারিয়া বলিলাম, "বন্ধু! কি উদ্দেশ্যে আগমন?" লোকটি আমার কথার উত্তর না দিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমার ভৃত্যকে সরাইয়া দিতে বলিল। ভৃত্য চলিয়া গেলে, লোকটি বলিল, "জমাদার! আমাকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম "হাঁ, এ কণ্ঠস্বর যে খুবই পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, একবার আলোকের দিকে এস দেখি, নতুবা চিনিতে পারিতেছি না।"

লোকটি বলিল "না, না, আমার এ বিকৃত মুর্ত্তি আর দেখাইতে চাহি না! আমি গয়াস্ খাঁ।"

আমি বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, "গয়াস্ খাঁ! গয়াস্ খাঁ! সে ত মরিয়া গিয়াছে।"

লোকটি বিষাদপুর্ণস্বরে বলিল, "তাহাই বটে; একটি আলো আনয়ন করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।"

আলো আনিয়া তাহার মুখের নিকট ধরিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। লোকটি গয়াস্ খাঁ ঠিক, কিন্তু কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু নিষ্প্রভ; দাড়ি জমিয়া জটা হইয়া গিয়াছে, কয়েকখানি অত্যন্ত মলিনবস্ত্র জড়ান রহিয়াছে। তাহার নাকটি একেবারে নাই, মুখের সহিত সমান করিয়া কাটিয়া লইয়াছে ও গালের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়াছে। পুর্ব্বে সমগ্রস্থানেই ভয়ানক ক্ষত হইয়াছিল। ক্ষত সারিয়া এখন এইরূপ হইয়াছে। মোটের উপর তাহার আকৃতি অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে।

আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম, "বন্ধু! তোমার এ দশা কে করিল? বল, বল, তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে!"

সে বলিল, "মীর সাহেব, আরও আছে!" এই বলিয়া গায়ের কাপড় খুলিল। দেখিলাম, তাহার হাত দুইখানির অগ্রভাগ একেবারে কাটিয়া লইয়াছে, সে-ক্ষত এখনও পরিষ্কাররূপে সারে নাই। অতঃপর সে মর্ম্মবেদনায় ও লজ্জায় ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

আমি তাহাকে অনেক সান্তনা করিলাম। তাহাকে স্নান করাইলাম, উত্তম পরিচ্ছদ পরাইলাম, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করাইয়া দিলাম, অতঃপর উত্তমরূপে তাহাকে খাওয়াইয়া তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

সে রাত্রি বড়ই উদ্বেগে যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে এক নিভৃত কক্ষে তাহার সহিত উপবেশন করিয়া গয়াস্ খাঁর মুখে আমাদের সঙ্গীগণের বিবরণ শ্রবণ করিলাম।

গয়াস্ খাঁ, বলিল "মীর সাহেব! আপনার অবশ্য সেই ভীষণ রাত্রির কথা সমস্তই মনে আছে। আমরা অশ্বচালনা করিয়া অতি অল্পদূর অগ্রসর হইতে হইতেই বিরুদ্ধ দল আমাদের আক্রমণ করিল। আপনারা অন্ধকারে শত্রু বিনাশ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু সংঘর্ষের প্রারম্ভেই একজন পিণ্ডারী তাহার বর্শার আঘাতে আমার পৃষ্ঠদেশ সাংঘাতিকরূপে আহত করে। সেই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমি অশ্ব হইতে পড়িয়া যাই। পিণ্ডারীরা আমাকে ধরিল, হস্তপদ বন্ধন করিল ও চিতুর শিবিরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। আমার পৃষ্ঠের ক্ষত বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিল, আমি সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্য কয়েকজন পিণ্ডারী মতিরামকে লইয়া আসিল। তাহার অবস্থা তখন একেবারে শোচনীয়, মস্তকে দারুণ প্রাণান্তকর আঘাত। নজর আলি ও রামদীন সিংকেও ধরিয়া আনিল, তাহাদের বেশী কিছু হয় নাই। হিদায়ৎ খাঁ সেই স্থানেই বসিয়াছিল। বিশ্বাস-ঘাতকের চক্ষু দুইটি জয়োল্লাসে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, সে আমার প্রতি আর চাহিতে পারে নাই।

চিতুর আদেশে সকলে নিস্তব্ধ হইলে চিতু উচ্চকণ্ঠে হিদায়ৎকে জিজ্ঞাসা করিল "এই সমস্ত লোকের মধ্যে তুমি কাহাকেও কি চেন?"

দুর্ব্বৃত্ত উত্তর করিল, "হাঁ নবাব সাহেব! আমি উহাদের চিনি।" এই বলিয়া সে আমাদের প্রত্যেককে দেখাইয়া আমাদের নাম বলিল।

চিতু জিজ্ঞাসা করিল, "উহাদের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে?"

হিদায়ৎ কহিল, "আমি বলি, ইহারা সকলে ঠগী দস্যু, নরঘাতক!— ইহারা গফুর খাঁ ও অন্যান্য চৌদ্দজন পিণ্ডারীকে হত্যা করিয়াছে। এ কথা তাহারা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

চিত্তু বলিল, "আচ্ছা উহাদের জমাদার যদি কথা কহিতে পারে, তবে এই অভিযোগের উত্তর প্রদান করুক।" মতিরাম আর তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, সে তখন সংজ্ঞাশূন্য, ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল।

আমি দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "এ অভিযোগের উত্তর আমি দিতেছি। আমি বলি, এ অভিযোগ মিথ্যা, একেবারে মিথ্যা! আমি বলি, যে পাষণ্ড এই অভিযোগ আনিয়াছে, সে ইহা প্রমাণ করুক। নবাব সাহেব! আমরা কি আপনার সৈন্যদলে বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করি নাই? আমরা কি সকলের অগ্রে বিপদের সম্মুখীন হই নাই? আমরা কি অত্যাচারের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারুণ্য ও সহৃদয়তা প্রকাশ করি নাই?"

কয়েকজন পিণ্ডারী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "উহার মুখে জুতার আঘাত কর; দুর্ব্বৃত্তকে মারিয়া ফেল।

চিত্তু সকলকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "তোমরা গোল করিও না। যে গোল করিবে, তাহার ভাল হইবে না বলিতেছি!"

অতঃপর আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমার আর যাহা বলিবার আছে, বল।"

আমি বলিলাম, "নবাব সাহেব! আর আমার কিছুই বলিবার নাই; আমি আপনার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করি।"

"সুবিচার নিশ্চয়ই পাইবে। আচ্ছা তোমাদের দলপতি পলায়ন করিল কেন?"

এই প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলাম। যাহা হউক, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তাকরতঃ দৃঢ়তর স্বরে কহিলাম, "দেখুন নবাব সাহেব! আমি একজন নগণ্য সৈনিক মাত্র। ভাল কথা বলিয়া যে আপনাকে সমস্ত ব্যাপার স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিব, সে শক্তি আমার নাই। আমাদের দলপতি যে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি অপরাধী বলিয়া পলায়ন করেন নাই। ঐ জঘন্য চরিত্র হিদায়ৎ খাঁ আমাদের দলে ছিল, লুণ্ঠনের সময় উহার যাহা ন্যায়সঙ্গত অংশ, তাহা উহাকে দেওয়া হইত; কিন্তু তাহাতে উহার সন্তোষ হইত না, সে আরও অধিক চাহিত। এই জন্য উহার সহিত আমাদের বিরোধ। বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পাপিষ্ঠ আমাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে, ও কি করে, কোথায় যায়, ইত্যাদি জানিবার জন্য উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিতাম। ক্রমশঃ দেখিলাম, ও ব্যক্তি আপনার একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল। আমাদের মনে বড়ই সন্দেহ হইল। অদ্য সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, পাপিষ্ঠ আপনার শিবিরে আসিল। আমি গিয়া এই কথা জমাদার সাহেবকে বলিলাম। তিনি ও পীর খাঁ শিবিরের দিকে গোপনে আসিলেন। তাঁহারা বাহির হইতে শুনিলেন যে, দুষ্ট আপনার নিকট আমাদের নামে ঠগীবৃত্তি ও

নরহত্যা অভিযোগ করিতেছে। এই শুনিয়া আমরা সকলেই পলায়নের উদ্যোগ করিলাম। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, কোনপ্রকারে অতি কষ্টে অশ্বে আরোহণ করিলাম। তাহার পর, আপনাদের সহিত সংঘর্ষ। আমাদের দলপতি এ অবস্থায় আর আপনার সমক্ষে আসিয়া কি করিবেন? তিনি যেরূপ লোক, তাহাতে এই কলঙ্কই তাঁহার পক্ষে অসহ্য। এ প্রকার দুর্নাম সহ্য করা অপেক্ষা আত্মহত্যা তাঁহার পক্ষে বরণীয় বলিয়া প্রতীত হইল। আর আমি অধিক কিছু জানি না। এখন আপনার যাহা বিধান হয়, তাহাই করুন।"

আমি যাহা বলিলাম, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া চিত্তু ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে হিদায়ৎ খাঁকে কহিল, "দেখ এইবার তুমি তোমার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ কর; নতুবা তোমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে।"

হিদায়ৎ বলিল, "আচ্ছা উহাদের তরবারিসমূহ এই স্থানে আনয়ন করা যাউক। পীর খাঁর নিকট গফুরের তরবারি ছিল, সে ত পলায়ন করিয়াছে; এখন ইহাদের মধ্যে ঐ রামদীনের নিকট যে তরবারিখানি আছে, উহা একজন পিণ্ডারীর। এই দুই দিন হইল সেই পিণ্ডারীকে উহারা হত্যা করিয়াছে। উহাদের জিনের ভিতর অন্বেষণ করিলে অন্যান্য অনেক দ্রব্যও পাওয়া যাইবে।"

জনতার মধ্য হইতে একজন পিণ্ডারী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "তরবারিগুলি আমাকে দেখাও। এই দুই দিন হইল আমার ভাইকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমরা অনেক অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে পাই নাই।"

তরবারিগুলি আনীত হইল। হায় মীর সাহেব! সে কথা আর কি করিয়া বলিব? রামদীনের নিকট যে তরবারিখানি ছিল, সেখানি দেখিবামাত্র ঐ পিণ্ডারী তাহার ভ্রাতার তরবারি বলিয়া চিনিতে পারিল ও শোকে দুঃখে হায় হায় করিয়া চিত্তুর নিকট আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করিল।

চিত্তু বলিল, "তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ত প্রতিপন্ন হইল, এখন তুমি কি বলিতে চাও?"

রামদীন অস্পষ্টভাবে কি বলিল, সে কথা আর কেহ শুনিল না।

হিদায়ৎ খাঁ পুনরায় চিত্তুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আপনি বিশ্বাসী লোক বাছিয়া আমার সঙ্গে দিন। এই লোকটির ভ্রাতা যেখানে সমাহিত হইয়াছে আমি তাহাদের সেখানে লইয়া যাইতেছি; শুধু তাহাকে নহে, যদি পথ পর্য্যটনে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে আমি একে একে সমস্ত নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ, এমন কি গফুর খাঁর পর্য্যন্ত, আমি কবর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দিতে পারি।"

চিত্তু একেবারে শিহরিয়া উঠিল ও কহিল, "সমস্ত কথাই সত্য; হায় অদৃষ্ট!

এই সমস্ত অসীম সাহসিক লোক যদি সমরক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণত্যাগ কারত, তাহা হইলে আমার কোনই আক্ষেপ থাকিত না, কিন্তু তাহা ত হইল না। ইহারা কিনা নীচ ঠগী দস্যুগণের হস্তে নিহত হইল? আচ্ছা, এইবার জিনগুলি লইয়া এস দেখি।"

অবস্থা আরও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া পড়িল। নজর আলির জিনখানি বড়ই প্রাচীন ও জীর্ণ, শেষবারে আমরা যে পিণ্ডারীকে হত্যা করি, তাহারই নিকট সেখানি পাওয়া গিয়াছিল। নিহত পিণ্ডারীর ভ্রাতা তাহা চিনিয়া ফেলিল ও কাঁদিতে লাগিল। জিনের ভিতরে পিণ্ডারীগণের নিকট গৃহীত দ্রব্যাদিও বাহির হইয়া পড়িল। আমার কোমরে সেই লোকটির 'হুমিয়ানা' জড়ান ছিল। আমি পারস্য অক্ষর চিনি না, উহাতে পারস্য অক্ষরে ঐ নিহত পিণ্ডারীর নাম লিখিত ছিল। ইহাও ধরা পড়িয়া গেল। আমি তখন মনে মনে 'লা-ইল্লা ইল্-উল্লামহম্মদ, রসলূল্লা' জপ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম।

যদিও সমস্তই প্রমাণীকৃত হইল, তথাপি একবার শেষ চেষ্টা স্বরূপে কহিলাম, "নবাব সাহেব! আর অদৃষ্টের সহিত অনর্থক যুদ্ধ করিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা যদি সচ্চরিত্র ও মহাসাধু ও হইতাম, তাহা হইলেও এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইত। আর অস্বীকার করিব না; সত্যই আমরা ঠগী। আমরা ভবানীর অনুচর, মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিব। আপনার আদেশে আমাদের মৃত্যু অবধারিত। আমরা ত মরিব, কিন্তু ঐ দুর্বৃত্ত হিদায়ৎ খাঁই বা কোন পুণ্যফলে বাঁচিবে? সে লোভপরবশ হইয়া অধিক অর্থ চাহিয়াছিল, আমরা তাহা দিহে স্বীকার করি নাই, এইজন্য সে শপথ ভঙ্গ করিয়া নিমকহারামী করিয়া আমাদিগকে ধরাইয়া দিল। হিদায়ৎ কি ঠগী নহে? সে কি বাল্যকাল হইতে আমাদের দলে শত শত নিরীহ পথিকের প্রাণসংহার করে নাই? এ কথা ও অস্বীকার করিতে পারিবে না। উহার প্রতি চাহিয়া দেখুন, ভীরুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীর কাঁপিতেছে, ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন আমার কথা সত্য। ও ব্যক্তি যদি সৎলোকই হইবে, তাহা হইলে যখন আমরা প্রথম নরহত্যা করিলাম, তখন আমাদিগকে কেন ধরাইয়া দিল না? কেন সেই মৃতদেহের সম্মুখে আপনাদের ডাকিয়া লইয়া গেল না? সে যদি উহা করিত, তাহা হইলে গফুর খাঁর পর আর কেহ বিনষ্ট হইত না। এইবার উহার অভিসন্ধি বুঝিতেছেন। ও ব্যক্তি অধিক অংশ চাহিয়াছিল, পায় নাই, সেইজন্য এই কার্য্য করিল। আমাদের যদি প্রাণদণ্ড হয়, তাহা হইলে উহার কখনই বাঁচিয়া থাকা উচিত নহে। সে ঠগী, সে ভীরু, সে বিশ্বাসঘাতক।"

হিদায়ৎ খাঁ তখন ভয়ে ও ক্রোধে নির্ব্বাকপ্রায় হইল। সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী! আমি কখনও ফাঁস পরাইয়া নরহত্যা করি নাই।"

আমি চিত্তুকে বলিলাম, "সত্য কথা ; ও ব্যক্তি ভয়ানক কাপুরুষ। নবাব সাহেব! উহার কথা হইতেই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেছেন।"

চিত্তু হিদায়ৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "পাপিষ্ঠ! তুই উহাদের অপেক্ষাও নীচ। উহারা সাহসী ও বীর। তুই ভীরু কাপুরুষ, তোরও মস্তক ছেদন করা হইবে।"

হিদায়ৎ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কাতর স্বরে জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহার কথা কে শুনে! তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া একজন পিণ্ডারী তাহার শিরচ্ছেদ করিল।

অনন্তর চিত্তু আমাদের দিকে চাহিয়া কহিল "তোমরা ভয় পাও নাই? তোমাদেরও মৃত্যু আসিতেছে।"

আমরা সমস্বরে কহিলাম, "না, আমরা ভয় পাই নাই; মৃত্যু ত নিশ্চয়ই হইবে, তাহার জন্য আর ভয় কি?"

চিত্তু অন্য একজন দলপতিকে কহিল, "দেখ ইহারা মৃত্যুকে ভয় করেনা; ইহাদের অন্য ব্যবস্থা কর। এই দুর্বৃত্তদিগের হাত ও নাসিকা কাটিয়া আমাকে দাও।"

মীর সাহেব! তাহার কথামত কার্য্য হইল। আমাদের দলের মধ্যে এই বিষাদপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য কেবলমাত্র আমিই জীবিত রহিলাম, আর সকলে সেই দারুণ যাতনায় জীবন ত্যাগ করিল। এই প্রকারে তাহারা আমাদের হস্ত উত্তপ্ত তৈলের মধ্যে ডুবাইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিল; ভাবিয়াছিল, জঙ্গলের মধ্যে দারুণ যন্ত্রনায় আমরা জীবন ত্যাগ করিব। নজর আলি ও রামদীন রক্তস্রাবের দুইদিনের মধ্যে মরিয়া গেল। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতাম, সকলকে বলিতাম, পিণ্ডারীরা আমাদের এই অবস্থা করিয়াছে; দয়া করিয়া যে যাহা দিত, তাহাই খাইতাম। এই প্রকারে দু' একক্রোশ করিয়া চলিয়া আমি পরিশেষে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

তাহার এই আত্মকাহিনী শ্রবণে আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইলাম। অনেক চিকিৎসায় ক্ষতগুলি আরোগ্য লাভ করিল। সে প্রায় এক বৎসর আমার আশ্রয়ে জীবিত ছিল, তাহার পর তাহার মৃত্যু হয়।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বোম্বাই ঠগী

তিন বৎসরকাল বাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। আমি ও আমার পিতা রাজার বিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিলাম; অন্ততপক্ষে আমরা এইরূপ বিবেচনা করিতাম। রাজা সর্ব্বদাই সদয় ও মিষ্ট ব্যবহারে আমাদের তুষ্ট করিত। আমাদের জমিদারীর কাজ বেশ সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল, দিন দিন তাহার উন্নতিই হইতেছিল। আমাদের হস্তে অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। রাজা ও প্রজা সকলেই আমাদের ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট। খাজনা কখনও বাকি পড়েনা, প্রজাদের সহিত ব্যবহার যেমন উদার, তেমনি অমায়িক। দূর দূরান্তর হইতে অনেক লোক আসিয়া আমাদের জমিদারীর মধ্যে বাস করিতে লাগিল। আমাদের বেশ সুন্দর আয়, আমরা সুখেই বাস করি। এই শান্তিময় জীবন কিন্তু আমার নিকট কেমন অলস ও অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। আমি স্বভাবতঃই অতি চঞ্চল। ভিন্ন ভিন্ন ঠগী সম্প্রদায় বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যায়, তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী আমি বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া শুনি। যাহারা ফিরিয়া আইসে, তাহারা কতইনা গর্ব্বের সহিত তাহাদের সফলতাপূর্ণ ইতিহাস কীর্ত্তন করে। এই সমস্ত শুনিতে শুনিতে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, জীবনটা নিতান্ত বিফলেই যাইতেছে, আবার সাহসী অনুচর সঙ্গে লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হই, আবার দেশে দেশে আতঙ্ক বিস্তার করি।

গণেশ জমাদারের সহিত আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। আমাদের এই শান্তিময় সুখের জীবন সে অত্যন্ত হিংসার চক্ষে দেখিত। আমাদের ন্যায় সাংসারিক অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। রাজকর্ম্মচারীদিগকে ও রাজাকে অনেক উপঢৌকন দিল, কিন্তু রাজ সরকারে একটি কর্ম্মও সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহার আকৃতিতে এমন একটা ভয়ানক কিছু ছিল যে, কেহই তাহাকে ভালবাসিতে পারিত না।

একদিন নিরাশ হৃদয়ে আমাদের নিকট আগমন করিয়া সে রাজার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অনেক নিন্দা করিল। পরিশেষে কহিল যে, লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। আমি যাহাতে তাহার সঙ্গী হই, তজ্জন্য সে অনেক চেষ্টা করিল, অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইল, নানারূপে মিনতি করিল, লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইলে এবারে কত ধনরত্ন প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহা উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা করিল। আমি পরিশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

আমার মধ্যে মধ্যে বিদেশ যাওয়ার জন্য বিচ্ছেদ, আজিমার অনেকটা সহিয়া

গিয়াছে, এবার আর সে অধিক আপত্তি করিল না। সে জানিত, আমি বৎসর বৎসর ব্যবসায় উপলক্ষে এইরূপ বাহির হইয়া থাকি।

আমার অধীনে পুনরায় কার্য্য করিতে পাইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমার যাবতীয় পূর্ব্ব সঙ্গীগণ ঝালোন হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী আমাদের মিলন স্থানে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। গণেশের দলে একশতের অধিক লোক ছিল। বিজয়াদশমীর দিনে সর্ব্বসমেত তিনশতের অধিক ঠগী আসিয়া মিলিত হইল। লোকগুলি সকলেই বিশেষরূপে সুনিপুণ, এমন দল আর কখনও বাহির হয় নাই। সকলের সম্মুখে আমাদের সাম্প্রদায়িক আচারসমূহ অনুষ্ঠিত হইল। এতগুলি লোককে অধীন দেখিয়া আমার মনে বড়ই গর্ব্বের উদয় হইল। পিতা আমার সহিত মিলন স্থানে আসিয়াছিল, তাঁহারও পূর্ব্ব তেজ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। আমি পিতাকে কিছুদূর সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলাম, তিনি সম্মত হইলেন।

অনেকে বলিল, এবার একটা নূতন দেশের দিকে যাওয়া হউক, এবার রাজপুতানার মধ্য দিয়া গুজরাট প্রদেশে যাওয়া যাইবে। সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব আলোচিত হইল, বড়ই মতভেদ উপস্থিত হইল। অনেকে বলিল, সগর ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর যাওয়া, আমাদের সেই পুরাতন রাস্তাই ভাল। কিছুই মীমাংসিত না হওয়ায় মীমাংসাটা ভবানীর ইঙ্গিতের উপর রাখা হইল। ভবানীর ইঙ্গিত অনুসারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করাই সাব্যস্ত হইল। সুতরাং আমরা আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত পথেই অগ্রসর হইলাম। এই পথের প্রত্যেক স্থানই আমাদের সুপরিচিত, কোথায় লোক পাওয়া যায়, কোথায় হত্যা করা যায়, প্রভৃতি কিছুই আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে।

আমরা সগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। আমাদের যেরূপ বৃহৎ দল, তাহার তুলনায় কার্য্য তেমন কিছু হইল না, কেবলমাত্র চৌদ্দজন পথিকের প্রাণসংহার করা হইল, লাভ অতি সামান্যই হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন রাত্রিতে আমি আমার পিতা ও অন্য কয়জন ঠগী আমাদের শিবিরে বসিয়া আছি, এমন সময় সহসা 'একারিয়া' শুনিতে পাইলাম। ঠগীদের নিকট এই শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও অশুভব্যঞ্জক। প্রথম প্রহরের মধ্যে শৃগাল কণ্ঠের হ্রস্ব ও তীক্ষ্ণ স্বরের নাম 'একারিয়া'। এই শব্দের মধ্যে কেমন একটা ভীতি ও বিষাদ বিজড়িত আছে। এই শব্দে ঠগীদিগের চিত্ত একেবারে ভবিষ্যভয়ের সম্ভাবনায় বিচলিত হইয়া উঠে। শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল, সভয়ে ও সচকিত ভাবে আমরা পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিলাম। কাহারও মুখে কথা নাই, সেই শব্দের প্রতি মনোযোগ করিয়া রহিলাম। এই শব্দ যদি পুনরুচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ অবস্থা অতীব শোচনীয় ও বিপদ নিতান্ত আসন্ন জানিতে

হইবে। আবার সেই শব্দ; আবার আমরা সেই হ্রস্ব ও তীক্ষ্ণ শিবাকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আর চিন্তা করিবার সময় নাই, আমরা সকলেই চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

পিতা কহিলেন, "আমাদিগকে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এবারে ভবানীর শুভ ইচ্ছা নাই; বিপদ অবশ্যম্ভাবী। মোট কথা, আর অগ্রসর হওয়া হইবে না। তোমরা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, রাত্রি প্রভাতে আমাদের যে দিকে যাইতে হইবে, শব্দটা সেই দিক দিয়াই আসিল।"

সকলেই সম্মতি জানাইল ও ফিরিয়া যাইতে চাহিল। আমি কিন্তু স্থির করিতে পারিলাম না যে, একটি সামান্য শৃগালের কণ্ঠস্বরের উপর এই তিন শত সাহসী বীরপুরুষের সঙ্কল্প কেন নির্ভর করিবে। আমি সাহস করিয়া সকলকে বলিলাম যে, আমাদের বোধ হয় ভুল হইতেছে। যদিই বা ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের অগ্রসর হওয়াই উচিত, কারণ প্রথম ইঙ্গিত বেশ শুভ-কর হইয়াছিল। আমি পিতাকে আরও বলিলাম, "আচ্ছা প্রথমে কি ইঙ্গিত শুভকর হয় নাই?

পিতা বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই সত্য। কিন্তু এরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া নিতান্ত বাতুলতা মাত্র।

অন্যান্য ঠগীরাও এই 'একারিয়া' শুনিতে পাইয়াছিল। অনেকে গোলমাল করিতে করিতে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বলিল, হয় দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক, নয় ঝালোনে ফিরিয়া যাওয়া হউক।

এ ক্ষেত্রে আমি কোন কথা বলিলে, তাহা একেবারে বিফল হইবে। কুসংস্কার-জাত বিভীষিকায় দলের সকলের চিত্তই আচ্ছন্ন, আমি নীরব রহিলাম। তৎক্ষণাৎ আমাদের শিবির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তখন রাত্রি অনেক, কাজেই কয়েক ক্রোশ মাত্র ফিরিয়া গেলাম; পথে আর কোন শুভেচ্ছাদ্যোতক ইঙ্গিত পাওয়া গেলনা। ভগ্নোৎসাহে, নিরাশ-হৃদয়ে, ক্লান্তভাবে আমরা ঝালোনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এই ঘটনার পর বাড়ীতে বসিয়া এক মাস কাটিয়া গেল। একবার যখন লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হওয়ার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, তখন আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, পুনরায় লোকজন সংগ্রহ করিয়া ভবানীর ইঙ্গিত গ্রহণ করা গেল। এবার ইঙ্গিতসমূহ শুভেচ্ছাদ্যোতক হইল। আমি একান্ত চিত্তে ভবানীর নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেন পূর্ব্ববারের মত অশুভ লক্ষণ দেখিয়া বিফলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে না হয়। এবার ভবানীর ইঙ্গিত অনুসারে আমাদের পশ্চিম দিকে যাত্রা করা সাব্যস্ত হইল। আমরা জানিতাম যে, বোম্বাই ও ইন্দোরের মধ্যে এবং মালবদেশের অধিকাংশ পথেই অনেক টাকা কড়ি ও জিনিস পত্র লইয়া পথিকগণ প্রায়ই গতায়াত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে একবার অনেক ধনরত্ন

পাইয়াছিলাম। এবারও মনে হইল, অনেক লাভ হইবে। আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। আমার ও পীর খাঁর অধীনে এক শত কুড়ি জন ঠগী চলিল। গণেশ আমাদের সঙ্গে থাকিল না, অন্য পথে অগ্রসর হইল। সে কোনদিকে গেল, তাহাও আমি ঠিক জানিতাম না। এই লোকটাকে দেখিলে আমার কেমন মনে ঘৃণা হইত। কেন যে এমন হইত, তাহা বলিতে পারি না। এইভাব গোপন করিবার জন্য আমাকে খুব চেষ্টা করিতে হইত।

এবার আমরা অনেক দূরপথে যাত্রা করিব। পিতা এ পর্য্যটন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না, কাজেই তিনি বাড়ীতে রহিলেন। আমরা লুণ্ঠনের চেষ্টায় বোম্বাই অভিমুখে চলিলাম। বোম্বাই পর্য্যন্ত পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছু ঘটে নাই। বহুদিন হইতে বোম্বাই সহরের নাম শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ফিরিঙ্গি-দিগের জাহাজ অসীম অকূল সমুদ্রের উপর দিয়া বোম্বাই সহরে আসিয়া থাকে। সমুদ্র কখন দেখি নাই। এই সমস্ত দেখিবার জন্য আমার মনে বহুদিন হইতে কৌতূহল ছিল। অবশ্য পথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমরা একেবারে অলস ভাবে যাইতেছিলাম। আমরা সর্ব্বসমেত একত্রিশজন পথিকের প্রাণসংহার করি। ভবানীর ইঙ্গিত বিরুদ্ধগামী হওয়ায় কয়েকজন পথিককে ছাড়িয়া দিতেও হইল। পরিশেষে আমরা যখন বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলাম, তখন আমাদের নিকট নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা ছিল, সুতরাং আমরা বেশ ভদ্রভাবেই বাস করিতে লাগিলাম। বোম্বাই সহরে দুর্গ হইতে কাছে এক বাজারে আমরা বাসা লইলাম। পাছে আমরা ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমরা একত্রে থাকিতাম না ; তবে সর্ব্বদাই পরস্পরের সংবাদ লইতাম। এমন ভাবে থাকিতাম যে, দরকার হইলে আমরা মুহূর্ত্তের সংবাদে একত্রে সমবেত হইয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিব। এতদ্ব্যতীত একটি আড্ডাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। টানা নামক নগরে পথিকগণ প্রায়ই বিশ্রাম করিয়া থাকে, আমরা সেই নগরে আমাদের মিলন-স্থান নির্দ্দেশ করিলাম।

তদনন্তর আমি সমুদ্র দেখিলাম। প্রত্যহই সমুদ্রকূলে যাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার উদার বিশালতার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। দুর্গের সম্মুখে এক তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শয়ন করিয়া সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া এক স্বপ্নময় উল্লাসের আবেগে প্রত্যহই বিভোর হইয়া যাইতাম।

আমাদের বোম্বাই নগরে উপস্থিত হওয়ার প্রায় সাতদিন পরে একদিন সমুদ্র-তটে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের এই কর্ম্মহীন অলস জীবনের কথা চিন্তা করিতেছি ; ভাবিতেছি এখানে কিছু হইল না, কিছু হইবারও সম্ভাবনা নাই, সুতরাং রাত্রি প্রভাতে এ নগর পরিত্যাগ করাই ব্যবস্থেয়, এমন সময়ে একজন প্রাচীন ভদ্রলোক আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

"সেলাম আলেকম ! তোমাকে দেখিয়া বিদেশী লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি হিন্দুস্থানের লোক। আমি দুই দিন হইতে দেখিতেছি তুমি এই স্থানে আসিয়া সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া থাক ; তুমি পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখ নাই বুঝি ?"

আমি উত্তর করিলাম "না কখনও দেখি নাই ; আমার বাড়ী সমুদ্র হইতে বহুদূরে। এই অসীম জলরাশি একেবারে আকাশের সঙ্গে মিশিয়াছে, বিদেশীর চক্ষে এ দৃশ্য অতীব মহান, অতীব বিস্ময়কর।"

আগন্তুক কহিল "তোমার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে সঙ্গীতের ন্যায় সুধাবর্ষণ করিতেছে। আমারও হিন্দুস্থানে বাড়ী ; আমার দেশের অনেক লোকের সঙ্গেই এখানে মধ্যে মধ্যে কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার জন্মভূমির কথা যেমন স্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে, এমন ত আর কখনও হয় নাই। তোমার কোন গ্রামে বাড়ী জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

আমি উত্তর করিলাম "পূর্ব্বে আমাদের বাস সিন্দেসী পরগনার মধ্যে মার্নে নামক গ্রামে ছিল, এখন আমরা ঝালোনে বাস করি।"

আগন্তুক বিস্ময়ের সহিত কহিল, "মার্নে !" তাহার পর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মৃদু করিয়া কহিল "ওঃ এইবার আমার স্মরণ হইয়াছে, এই গ্রামখানি সিন্ধিয়ার রাজ্যের সীমায় নহে ? এ গ্রামখানি ত সিন্ধিয়ারই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

আমি বলিলাম "না, এখন আর নহে। সিন্ধিয়া এ গ্রাম এখন ফিরিঙ্গিদের দিয়াছে।"

এ কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আগন্তুক কহিল "তুমি সমুদ্র দেখিতে বড়ই ভালবাস দেখিতেছি ; তুমি কখনও সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছ ? ঐ যে সব জাহাজ ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে, তুমি কখনও জাহাজ দেখিয়াছ ?"

আমি উত্তর করিলাম "না ; কখনও যাই নাই ; অনেকবার মনে হইয়াছিল, কিন্তু ছোট নৌকাগুলি যেরূপ দুলিতে দুলিতে যায়, তাহাতে আর সাহস হইল না। আর তাহা ছাড়া আমি বিদেশী লোক, আমাকে নৌকাতেই বা কে উঠিতে দিবে ?"

লোকটি বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ? আমার আজ আর কিছু কাজ কর্ম্ম নাই, এস না সমুদ্রের উপর দুইজনে একটু বেড়াইয়া আসি ?"

আমি আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলাম। তথা হইতে উভয়ে এক প্রস্তরনির্ম্মিত বাঁধে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই বাঁধটি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

যে লোকটির সহিত এত শীঘ্র শীঘ্র এতটা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলাম, সে লোকটি যে কে, তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। বন্দরে যত পেয়াদা ছিল, সকলেই এই

ভদ্রলোকটিকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল। নৌকার নাবিকগণ আমাদিগকে নৌকায় উঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

লোকটা একখানি নৌকা বাছিয়া লইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা উভয়ে নৌকারোহণে সমুদ্রের মধ্যে চলিলাম। আমার বাস্তবিকই বড় ভয় হইতে লাগিল। তরঙ্গাঘাতে এই একবার উপরে উঠিতেছি, এই একবার নীচে নামিয়া যাইতেছি। আমার মনে হইতে লাগিল, এই তরঙ্গ বুঝি আমাদের মাথার উপর পড়িবে। কিছুক্ষণ পরে নৌকাখানি অনুকূল পবনে নাচিতে নাচিতে তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আমি আমার বন্ধুকে তাহার অযাচিত অনুগ্রহের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সে আমাকে বলিল, "মীর সাহেব! তোমার সহিত আমার আরও কিছু কথা আছে। আমার বোধ হয়, পুর্ব্বে আমি যাহা করিতাম এবং এখনও সুবিধামত যাহা করিয়া থাকি, তুমিও তাহাই।"

আমি চকিত নয়নে তাহার প্রতি চাহিলাম, ভাবিলাম লোকটা কি ঠগী? আমি আমাদের সঙ্কেত মত তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম "আলি সাহেব ভাই সেলাম।"

সে উত্তর করিল "সেলাম আলেকাম।" আমি বুঝিলাম লোকটা নিশ্চয় ঠগী।

অতঃপর সে কহিল "ওঃ, এই কথা আমি বহুদিন শুনি নাই। এই কথা শুনিলে অনেক পুর্ব্ব কথা মনে পড়িয়া যায়, 'তর্পণী'র গুড়ের কথা স্মরণ হয়।"

আমি বলিলাম "তাহা হইলে আপনিও ইহা খাইয়াছেন দেখিতেছি।"

লোকটি উত্তর করিল, "নিশ্চয়।"

আমি বলিলাম, "বাঃ! হঠাৎ একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল দেখিতেছি; কিন্তু আপনি কে তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না।"

সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখনও সোভান খাঁ জমাদারের নাম শুন নাই? তুমি বলিলে তোমার বাড়ী মার্গে; সেখানকার লোক সম্ভবতঃ এখনও আমাকে স্মরণ করে।"

আমি উত্তর করিলাম, হাঁ, হাঁ; আপনার নাম শুনিয়াছি। আপনাকে যাহারা জানে, তাহাদের বিশ্বাস, আপনার মৃত্যু হইয়াছে, আপনি এখানে এত সম্মান প্রতিপত্তি কি প্রকারে করিলেন?"

"সে সমস্ত কথা ইহার পর বলিব; এখন আমি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমার বন্ধু ইস্‌মাইল জমাদার কি জীবিত আছে?"

"তিনি ত আমার পিতা। তিনি ভাল আছেন।"

"শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলাম; তিনি তোমার পিতা? আমি যখন চলিয়া আসিলাম, তখন তাহার বিবাহই হয় নাই। আচ্ছা হুসেন কেমন আছে?"

"এই দুই বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে ;"

অতঃপর লোকটি আমাকে আরও অনেকের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার পর বলিল, "তোমরা এখানে কয়জন লোক আসিয়াছ ?"

আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলে সে আমাদের সংখ্যা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। তদনন্তর কহিল, "ভাল কথা ; তোমরা যখন এখানে আসিয়াছ, তখন তোমাদের কিছু কাজ জুটাইয়া দিতে না পারিলে বড়ই অন্যায় হইবে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালককাল হইতেই আমি একজন ঠগী। আমার পিতা, পিতামহও এই ঠগীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে ইন্দোরবাসী একজন সওদাগরের ভৃত্য হইয়া আমি বোম্বাই নগরে আসি। স্থানটি আমার বেশ পছন্দ হওয়ায় আমি ইংরাজের অধীনে এক পেয়াদাগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করি। তাহারা বড়ই ভৃত্যবৎসল ; আমিও খুব বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়াছি। এখন আমি একজন জমাদার। পূর্ব্বে আমি ঠগী দলে জমাদার ছিলাম, সে কার্য্য ছাড়িয়া কেন চলিয়া আসি, তাহা কি কিছু শুনিয়াছ ?"

আমি কহিলাম "না, সে কথা কিছুই শুনি নাই।"

সে বলিল, "আমি নিতান্ত মূর্খের মত অকারণ তোমার পিতার সহিত কলহ করি। আমরা সেবার একত্রে লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, তোমার পিতা সকল কার্য্যেই কিছু বেশী মাত্রায় অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছে। তখন উভয়েরই তরুণ বয়স, রক্ত উষ্ণ। কথায় কথায় কলহ হওয়ায় একদিন দুইজনেই নিষ্কাষিত তরবারি বাহির করিলাম। তোমার পিতা আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। ভয় হইল, তিনি হয় ত আমাকে এই অন্যায় কার্য্যের জন্য বিনাশ করিবেন। এই ভয়ে আমি দল ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম ও ইন্দোরের পথে সেই সওদাগরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। তাই বলিয়া আমি ঠগী ব্যবসায় পরিত্যাগ করি নাই। যখনই সুবিধা হইয়াছে, তখনই এ কার্য্য করিয়াছি। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। নিজে অবশ্য কিছু করিতে পারি না, তবে অন্যান্য ঠগীদিগের সাক্ষাৎ পাইলে তাহাদিগকে উৎসাহিত করি এবং সময়ে সময়ে সাহায্যও করিয়া থাকি। হিন্দুস্থানের ঠগীদিগের সহিত এখানে আর বড় একটা সাক্ষাৎ হয়না তবে তুমি যখন আসিয়াছ, তখন তোমার জন্য নিশ্চয়ই কিছু করিয়া দিতে হইবে। আর এখানে সাহেব মহলে আমার মান সম্ভ্রমও খুব বেশী, সকলেই আমাকে খুব সচ্চরিত্র লোক বলিয়া জানে।"

"আপনার আকৃতি দেখিয়া ও আপনার কথা শুনিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

আমি আরও এক সপ্তাহ তথায় রহিলাম। পথে যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিল! সোভান খাঁ আশা দিয়াছিল যে সংবাদ

দিবে, কিন্তু কোনই সংবাদ দিল না ; আমারও আর বোম্বাই ভাল লাগিতেছিল না। অনেক দিন কাটিয়া গেল, বর্ষা পড়িবার পুর্ব্বে ঝালোনে ফিরিয়া যাইতে পারিব কি না, সেই ভাবনা উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে সোভান খাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলাম যে, আমাদের টাকাকড়ি ফুরাইয়া আসিতেছে, সুতরাং আপনি যদি কোন সংবাদ দিতে না পারেন, তাহা হইলে দুইদিনের মধ্যে এখান হইতে চলিয়া যাইব।

সোভান খাঁ কহিল "এখনও তোমাদের জন্য কোন সুবিধাজনক সংবাদ পাই নাই। এই মাত্র শুনিয়াছি যে, ইন্দোরের একজন ধনাঢ্য বণিক দেশে প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাঠাইতেছে। শুনিয়াছি, কয়েকজন রোকারিয়া ভাড়া করা হইয়াছে। তবে এই টাকা সমস্ত হুণ্ডি কি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা, তাহা আমি বিশেষ কিছু সংবাদ পাই নাই। এই সমস্ত সংবাদ পাইতে এখনও তিন দিন লাগিবে। তোমাদের যদি নিতান্তই অর্থাভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে আপাততঃ এক হাজার টাকা লইয়া যাইতে পার। তোমাদের টাকা হইলে শতকরা মাসিক তিন টাকা হার সুদ দিয়া শোধ করিলেই হইবে। তুমি আমার পুরাতন বন্ধুর পুত্র, তোমাকে আমার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই।"

আমি উত্তর করিলাম "আপনার এই অনুগ্রহ প্রদর্শনে নিতান্তই বাধিত হইলাম। টাকার যত অভাব হইয়াছে বলিলাম, এখনও তত অভাব হয় নাই। এখনও দলের প্রত্যেকের নিকট বিশ তিরিশ টাকা করিয়া আছে ; তবে সহরের খরচ, শীঘ্রই এ টাকা ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা বলিয়া ভয় পাইয়াছি। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমাদের একটা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবেন।"

সে উত্তর করিল, "নিশ্চয় ; নিশ্চয় ; এক সপ্তাহের পুর্ব্বেই সংবাদ পাইবে। কাল সন্ধ্যায় নমাজের পর আসিও, বুনিজের খবর পাইবে।"

তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় মনে মনে কহিলাম, "সুদ-খোর পাজি! ঠগী হইয়া ঠগীর নিকট সুদ চাহে!" অতঃপর দক্ষিণাপথের এক ঠগী জমাদারের কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যে, এই দুর্বৃত্ত ঠগীগণের নিকট হইতে খুব অধিক অংশ আদায় করে, না দিলে ধরাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়। অন্যান্য কথার পর জমাদার কহিল, এইরূপ উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের কার্য্য চলে না। সে যে সমস্ত মূল্যবান বুনিজ জুটাইয়া দেয়, আমরা নিজেদের চেষ্টায় তাহা কখনই সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। তাহার কয়জন বেতনভোগী চর আছে, তাহাদের নিকট হইতে সে সংবাদ পায়। বড় বড় শ্রেষ্ঠীদিগের সহিত তাহার পরিচয়, সাহেব মহলেও তাহার খুব প্রতিপত্তি।"

আমি বলিলাম "ইহার অবশ্য ইহাতে খুবই লাভ হয়।"

জমাদার কহিল "হাঁ, তাহা হয়। তবে কি করি? সে আছে বলিয়া বিপদের ভয় নাই; এই জন্যই তাহার তোষামোদ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা; সে কখনও কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে?"

জমাদার কহিল "হাঁ, দু' একটা গল্প শুনিয়াছি বটে; তথাপি কি করিব? তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে এদেশে আমাদের কার্য্যই চলিবার উপায় নাই।"

সে লোকটি চলিয়া গেলে আমি পীর খাঁকে কহিলাম, "সোভান খাঁ আর কি করিতে পারে?"

পীর খাঁ কহিল "এই সব লোককে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে নাই। এই প্রকারের লোক সর্ব্বত্রই আছে। তাহারা কখন জমিদার, কখন গ্রামের পেটেল, কখন ফকির, কখন হোটেলওয়ালা, কখন গোঁসাই, কখন সওদাগর, কখন ভৃত্য, কখন মুৎসুদ্দি, নানা বেশে নানাস্থানে এই সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। অথচ ইহাদের সাহায্য ব্যতীত চলিবার উপায় নাই।"

আমি কহিলাম, "আমি উহাদের কখনও বিশ্বাস করিনা।"

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সোভান খাঁর নিকট উপস্থিত হইলে সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আমাকে কহিল, "তোমার বুনিজ পাইয়াছি; তোমরা প্রস্তুত?"

"হাঁ, আমরা ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত।"

"আচ্ছা তবে শুন। ঠিক দুই লক্ষ টাকা। কেবল দশ হাজার টাকার হুণ্ডি, বাকি টাকার স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা আর মণিমুক্তা। এখন অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের অংশের কথাটা হইয়া যাওয়া উচিত।"

আমি কহিলাম, "আপনি বলুন; যুক্তিযুক্ত কথা যাহা বলিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

সে বলিল, "তুমি আমার পুরাতন বন্ধুর পুত্র, অন্য লোকের নিকট আমি তিন ভাগের একভাগ লইয়া থাকি। তোমার নিকট অধিক লইব না; তুমি এক-পঞ্চমাংশ দিও, তাহা হইলেই হইবে। তুমি সম্মত?"

আমি কহিলাম, "আনন্দের সহিত সম্মত। আমি টাকা লইয়া ঝালোনে গিয়া একখানা হুণ্ডি কিনিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

সে বলিল "বেশ কথা; তুমি অতি সজ্জন। এখন তোমার নামের মোহরাঙ্কিত একটা লেখা পড়া হওয়া দরকার। এ অবশ্য কিছু নয়, তবে কি জান, কাজকর্ম্ম বেশ ব্যবস্থামত করিতেই আমি ভালবাসি।"

আমি তাহার এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। আমি তাহার মুখাকৃতি দর্শনে আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিলাম ও কহিলাম "আচ্ছা লিখিবার সরঞ্জাম আনয়ন করুন, আমি আপনার কথামত কার্য্য করিতেছি!"

যথারীতি লেখা পড়া হইয়া গেল।

তদনন্তর বৃদ্ধ কহিল মীর সাহেব! এইবার সমস্ত কথা শুন। এই টাকার সঙ্গে পনের জন রোকারিয়া আছে, তিনটি উষ্ট্র আছে। তাহারা সৈনিকের ছদ্মবেশে পুণা হইতে ইন্দোর যাইতেছে। কল্য তাহারা এখান হইতে গিয়াছে। পুণা হইতে তাহারা নাসিক যাইবে। সেইখানে তোমাদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে। তোমাদের যাহাতে সন্দেহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই একখানি ছাড়পত্র আনিয়াছি। ইহা পারস্য ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। ইহাতে ইংরাজ কর্ম্মচারীর মোহর আছে। ইহাতে লেখা আছে যে, কাশীর হরিদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠীর তোমরা লোক; তুমি ফতে মহম্মদ এই নামে আত্মপরিচয় দিও। তোমরা এখন নাসিকে যাও। সেখানে চারিদিন অপেক্ষা করিও। পঞ্চম দিনে তোমাদের বুনিজ গিয়া উপস্থিত হইবে। সোভান খাঁর কথা মনে রাখিও, শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিও, আমি আরও শিকারের চেষ্টায় রহিলাম।

শিষ্টাচার ও মিষ্ট কথায় বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া মনে করিলাম যে পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সোভান খাঁকে এক কড়িও দেওয়া হইবে না। পীর খাঁ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এ টাকা কিছুতেই দেওয়া হইবে না।"

পরদিন যাত্রা করিলাম। এই ছাড়পত্রের সাহায্যে আমাদের বড়ই উপকার হইল, যে দেখিল, সেই সম্মান করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ঠগী ও ডাকু

নাসিকে উপনীত হওয়ার পর চতুর্থ দিনে পীর খাঁ আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল "জয়, ভবানীর জয়! সোভান খাঁ সত্য কথাই বলিয়াছে; তাহারা আসিয়া উপস্থিত।"

"ঠিক তাহারাই ত?"

পীর খাঁ উত্তর করিল "নিশ্চয়, নিশ্চয়। সোভান খাঁর নিকট যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে; আপনি আসুন না, দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাহারা নিশ্চয়ই সেই সব লোক। তাহারা যে রোকারিয়া, তাহা

আমি পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না জানিলেও বলিতে পারিতাম। রোকারিয়াদের লক্ষণ তাহাদের সমস্তই আছে।"

আমরা শীঘ্রই গাত্রোত্থান করিলাম। পরামর্শমত নগর হইতে বাহিরে গিয়া চারিদিক প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় অপরদিকের তোরণ-পথে নগরে প্রবেশ করিলাম ও বাজারে আসিয়া আমাদের নূতন বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পথিকদিগের মধ্যে আলাপ পরিচয় হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। রোকারিয়াগণ যে স্থানে ছিল, আমি ঠিক তাহার পার্শ্বেই একখানি ঘর ভাড়া করিলাম ও অনতিবিলম্বে রোকারিয়াগণের জমাদারের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

লোকটার নাম নারায়ণ দাস, দীর্ঘাকৃতি ও খুব বলিষ্ঠ, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন। বিশাল গুম্ফ, মস্তকে পাগড়ি; দেখিলেই মনে হয় যেমন চতুর, তেমনি ক্ষিপ্র। তাহার আকৃতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ভাবিলাম, এবার বেশ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়া গিয়াছে! সামান্য কৌশলে ইহাকে বশীভূত করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, যে কোন প্রকারে পারা যায়, ইহাকে করায়ত্ত করিতে হইবে। সে আলাপ পরিচয় করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিল না। পরস্পর যথারীতি অভিবাদন প্রত্যভিবাদন হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল। কথায় কথায় আমি তাহাকে পুণার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, "সে কথা আর বলিয়া কাজ নাই। বাজীরাও-এর কাণ্ড অতি আশ্চর্য্য। কিরকির যুদ্ধের সময় কাপুরুষ যদি সৈন্যদলের মাথায় দাঁড়াইত, তাহা হইলে ফিরিঙ্গিরা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত।"

আমি কহিলাম "আপনি কি মনে করেন যে, এই কার্য্য করা বাজীরাওএর উচিত ছিল?"

"নিশ্চয়ই উচিত ছিল। ফিরিঙ্গিদের আমরা কি জানি? যতদিন তাহারা বোম্বাইয়ের দুর্গ লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, ততদিন বেশ ছিল। আমি দেখিতেছি, বোম্বাই-এর দুর্গের বাহিরে তাহাদের এক সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও ছিল না। আর এখন দেখুন, তাহারা দিন দিন কেমন অগ্রসর হইতেছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য বিধ্বস্ত, ফিরিঙ্গিরা প্রায়ই সমস্ত দখল করিতেছে!"

আমি কহিলাম "জমাদার! আমার ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে আমি কর্ম্ম করিতাম, তাহা ছাড়িয়া দিয়াছি; এখন মহাজনদের জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষক হইয়া যাই। এই কার্য্যে আমার বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন হয়। এই কাশী হইতে আসিলাম, আমাদের সওদাগরের আরও জিনিস আসিবে, সেই সমস্তের সঙ্গে যাইব।"

জমাদার কহিল "ওঃ, আপনি এই ব্যবসায় করেন? অবশ্য সঙ্গে অধিক লোক জন থাকিলে এ ব্যবসায় অতি উত্তম, কিন্তু অধিক লোক-বল না থাকিলে বড়ই

কঠিন, পদে পদে বিপদ। আমি অবশ্য নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, কারণ আমিও ঐ ব্যবসায়ী। আমার অদৃষ্টে অবশ্য কখনও কোন বিঘ্ন হয় নাই। আমার ভাইটিও এ ব্যবসায় করিত। এই নাসিক ও ইন্দোরের মধ্যে পথে দস্যুহস্তে তাহার মৃত্যু হয়। বুরহানপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সে সংবাদ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু তাহার পরের সংবাদ আর কিছুই পাই নাই।"

আমি বলিলাম, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! রাস্তায় দস্যুতস্করের এমন ভয়, এ কথা ত আমি কখনও শুনি নাই। তবে আমি এখন সাহেবলোকদের আশ্রিত, আমার তত ভাবনা নাই! আর এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত দেশ তাহারা অধিকার করিবে, তাহা হইলেই আর দস্যুতস্করের ভয় থাকিবে না।"

"আপনি ফিরিঙ্গিদের আশ্রিত কি রকম? এই না আপনি বলিলেন যে, আপনি সওদাগরের লোক?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ আমি সওদাগরেরই লোক, তবে পথে যাহাতে কোন বিপদ না হয়, সেই জন্য সোভান খাঁ বলিয়া সওদাগরদিগের একজন বন্ধু আমাকে ফিরিঙ্গিদের একখানি ছাড়পত্র দিয়াছে। সে বলিয়া দিয়াছে যে, এই ছাড়পত্র দেখাইলে পথে সকলেই সম্মান করিবে।" এই বলিয়া আমি সযত্নরক্ষিত ছাড়পত্রখানি বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলাম।

"মীর সাহেব! তুমি খুব ভাগ্যবান লোক, বিশেষতঃ সোভান খাঁর সহিত যখন তোমাদের পরিচয় রহিয়াছে, তখন ত আর কথাই নাই। সোভান খাঁ বড় ভাল লোক, তাহার প্রতিপত্তিও খুব। আমার সহিত তাঁহার বহুদিনের পরিচয়। আমার তিনি বড়ই হিতৈষী বন্ধু, কাজকর্ম্মের অভাব হইলে তিনি প্রায়ই কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করিয়া দেন। আপনি কোথায় কোথায় কার্য্য করিয়াছেন?"

"আপনি এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। আমি যাহার অধীনে কার্য্য করিয়াছি, তাহার কথা সকলেই গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে; তদ্ব্যতীত আমার পূর্ব্বের কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে বর্ত্তমান কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।"

জমাদার বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "চিত্তুর অধীনে নাকি? এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! আপনি তামাসা করিতেছেন না ত?"

"না, না, আমি তামাসা করিব কেন? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার অনুমান সত্য। তবে এ সকল কথা আমি কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না।"

"আমাকে আপনার ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা রোকারিয়া, আমাদের পেটের কথা কিছুতেই বাহির হয় না, তাহা ত জানেন। শুনিয়াছি, চিত্তু নাকি মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া ফিরিঙ্গিদের রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল।"

"অবশ্য নিজের কার্য্য নিজমুখে বলা ভাল নহে। তাহা হইলেও জমাদার সাহেব, আপনাকে আমি সমস্ত কথা বলিব।"

"না, না, মীর সাহেব। ইহাতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। আর পিণ্ডারীদের দলে দেশের অনেক ভাল ভাল লোক ছিল। প্রথম তাহারা যখন নিমোয়ারে মিলিত হয়, তখন তাহাদের মত সাহসী সৈন্যদল আর ছিল না।"

"আপনি কি সেখানে ছিলেন?" "হাঁ ছিলাম। আমি ইন্দোর ও উজ্জয়িনী হইতে কিছু ধন সম্পত্তি নিমোয়ারের মহাজনদিগের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে পিণ্ডারীদের সমস্ত উদ্‌যোগ দেখিলাম। ভগবানের নামে বলিতেছি, তাহাদের দল দেখিয়া আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমার যদি একটি ভাল অশ্ব থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের দলে মিশিয়া যাইতাম। শুনিয়াছি নাকি লুণ্ঠনযাত্রার শেষে প্রত্যেক অশ্বারোহীর ঘোড়ার জিন্ স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় পুর্ণ হইয়া গিয়াছিল।"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আমাদের অদৃষ্টে বেশ লাভ হইয়াছিল, বিশেষতঃ প্রথমবারের ত কথাই নাই; দ্বিতীয়বার লুণ্ঠনযাত্রার পুর্ব্বে আপনি যদি নিমোয়ার গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নাম সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন। সেবার আমার খুব সুনাম হইয়াছিল। প্রথমবারে আমার তত সম্মান ছিল না; তবে ভাল তরবারি চালনা করিতে পারি বলিয়া চিত্তু খুব ভালবাসিত।"

লোকটি উত্তর করিল, "তবে বোধ হয় আপনার নাম শুনিয়াছি; আচ্ছা আপনি কি সাইয়দ আমির আলি? যাহার পদ ছিল ঠিক গফুর খাঁর নীচে?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি; অবশ্য এখন আর আমার সে পদগৌরব নাই; আর চিরদিন কাহারই বা পদগৌরব সমান থাকে না? চিত্তু মারা পড়িয়াছে, গফুর খাঁ সহসা অন্তর্হিত, শুনিয়াছি সে হায়দরাবাদ গিয়াছে, সাইয়েদ ভীকু যে কোথায়, তাহা ভগবানই জানেন। সেখ তুল্লা এখনও এলিচপুর ও বুরহানপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে। যে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সেই পুরস্কার পাইবে।

জমাদার উত্তর করিল "হাঁ, চিত্তুর পরিণাম বড় শোচনীয় হইয়াছিল। তাহার মত লোকের এত দুর্দ্দশা হওয়া ভাল হয় নাই। আচ্ছা, শুনিয়াছি সাহেবরা নাকি তাহাকে জায়গীর দিতে চাহিয়াছিল, সে তাহা লয় নাই। এ কথা কি সত্য?"

আমি বলিলাম "আমিও এইরূপ শুনিয়াছি। সে যেমন মুর্খ, তাই এমন প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ফিরিঙ্গিদিগকে তাড়াইবে। মনে করিয়াছিল, মারহাট্টারা ফিরিঙ্গিদের পরাস্ত করিবে। একবার মারহাট্টারা জয়লাভ করিলে সে তাহার পনর হাজার অশ্বারোহী লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিবে এবং তাহাদের আশ্রয়ে একজন প্রধান সেনাপতি হইয়া পড়িবে। অবশ্য

মারহাট্টারা যদি বিজয়লাভ করিত, তাহা হইলে আমিও তাহাদের দলে মিশিতাম; কিন্তু যাহা হইবার নহে, তাহা কি কখন হয়?"

লোকটি উত্তর করিল, "এ বড় আশ্চর্য্য ইতিহাস! আমরা ভিতরকার কথা এত কিছুই জানিতাম না! এখন যাহাই হউক, মীর সাহেব, আমাদের আপাততঃ পৃথক্ হইয়া প্রয়োজন নাই। আমি ইন্দোর যাইতেছি, আপনারও সেই দিক দিয়া যাওয়াই সুবিধা। আমি আপনার দলের সঙ্গেই যাইব, কারণ আপনার দলে অনেক লোক। এই সিন্ধেয়া রাজ্যের জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে রাস্তা, আমি আমার এই সামান্য কয়জন লোক লইয়া সে রাস্তায় যাইতে মোটেই ভরসা করি না।

আমি বলিলাম, "এ'ত অতি সুখের কথা; অবশ্য আমার নিকট অধিক কিছু নাই, মাত্র দুই তিন হাজার টাকা আছে। আর, যাহারা লইতে আসিবে, তাহারা টাকা যত পাইবে প্রহার তদপেক্ষা অনেক অধিক পাইবে।"

জমাদার উত্তর করিল "আমাদের নিকটে উহা অপেক্ষাও কম টাকা আছে। যাহা আছে, তাহাতে এই লোকজনের আর এই উষ্ট্রগুলির আহার কোনরূপে চলিতে পারে। তবে আমি যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী নহি, আর আপনার মত আমার ভাল অশ্বও নাই যে, বিপদে পড়িলে পলায়ন করিব।"

সে যাহা বলিল, তাহা যে একেবারে মিথ্যা, তাহার তল্পিতল্পা দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিলাম। গোপনে পীর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম ও আমরা উভয়ে কিছুক্ষণ খুব আনন্দে হাস্য করিলাম।

পীর খাঁ কহিল, "মীর সাহেব! আপনার এই কৃশ দেহের সহিত, উহার বলিষ্ঠ দেহ যখন তুলনা করি, তখন আমার মনে বড়ই ভয় হয়; সন্দেহ হয়, আপনি উহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন না!"

আমি হাস্য করিয়া কহিলাম, "খাঁ সাহেবের সমস্ত লোককে পূর্ব্বে মারিয়াছি, তাহাদের তুলনায় এ ব্যক্তি পতঙ্গ মাত্র। বুরহানপুরের নিকট আমরা যে রোকারিয়াকে হত্যা করিয়াছিলাম, এ ব্যক্তি তাহার ভাই, সুতরাং যে প্রকারেই হউক, আমি ইহাকে স্বহস্তে বধ করিবই। সহস্র সহস্র নূতন কার্য্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইলেও আমি উহাকে ছাড়িব না।"

পীর খাঁ উত্তর করিল, "দেখুন, উহাদের ইন্দোরের কাছাকাছি লইয়া গিয়া বধ করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে আমরাও বাড়ীর কাছাকাছি গিয়া পড়িব।

আমি বলিলাম, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই যুক্তিযুক্ত। আমি ভাবিতেছিলাম, বুরহানপুরের নিকটে উহাদিগকে বধ করিয়া একেবারে পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইব, তাহা হইলে আর আমাদের কোনরূপে অনুসৃত হইবার ভয় থাকিবে না।

পীর খাঁ উত্তর করিল, "কিন্তু জানেন সেখ দুল্লা তাহার দলবল লইয়া লুণ্ঠনে

বাহির হইয়াছে, এরূপ করিলে সে আবার আমাদিগকে লুণ্ঠন করিবে। ওরূপ ব্যবস্থা কিছুতেই হইবে না। সে যদি আমাদের ধরিতে পারে, তাহা হইলে সেবার চিত্তু আমাদের দলের লোকগুলিকে যেমন করিয়াছিল, এ ব্যক্তি আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ করিবে।”

আমি ভয়চকিত স্বরে কহিলাম, “এরূপ বিপদ হইতে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাব।”

পর্য্যটনের কথা আর আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণ, ধূলিময় পথ, কদর্য্য আহারীয় এবং সর্ব্ববিধ অসুবিধা সঙ্গে লইয়া আমরা চলিলাম। পথে কোনরূপ নূতন কার্য্য পাওয়া যায় নাই, কেবল স্থানে স্থানে আমাদের দুই একটী সামান্য দ্রব্য চুরি গিয়াছিল। আমাদের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে আমরা গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতাম না, গ্রামের বাহিরে বৃক্ষমূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাত্রিযাপন করিতাম। রোকারিয়াগণ আমাদের কথামত গ্রামের বাহিরে আমাদের সঙ্গে থাকিত, তবে তাহাদের নিয়মমত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিছুতেই পথে বাহির হইত না। আমার দলের লোকগুলি সকলেই খুব ভদ্র ব্যবহার করিত। তাহাদের ভাষা শুনিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না; অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দেখিলে সকলেই মনে করিত, ইহারা কাশীওয়ালা ও ভোজপুরী। সকলেই অত্যন্ত নিরীহ ও সরলচিত্ত এইরূপ ভাব দেখাইত। কুড়ি দিন ধরিয়া তাহাদের সহিত একত্রে চলিলাম। তাহারা তাহাদের জীবন কাহিনী বর্ণনা করিত; আমরাও আমাদের অনেক কথা তাহাদিগকে বলিতাম। সন্ধ্যাকালে শিবিরে গানবাজনা হইত। এই প্রকারে তাহাদের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইল।

ইন্দোর আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। রোকারিয়াদিগের দলপতি আমাকে জানাইল যে, আগামী কল্য তাহারা তিরিশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিবে। আমি দেখিলাম যে, আমাদের লোকগুলি তাহাদের সহিত এত পথ হাঁটিয়া উঠিতে পারিবে না; সুতরাং পীর খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, “পীর খাঁ! আর বিলম্ব করা চলিতেছে না; কল্য রাত্রিতেই উহাদিগকে বধ করিতে হইবে।”

পরদিন রাত্রিকালে এক সুবৃহৎ তিন্তিড়ি বৃক্ষের নিম্নে আমরা শিবির সন্নিবেশ করিয়া একত্রে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সকলেই কথা কহিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, সকলেরই হৃদয় যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আমাদের দলের লোকগুলি ভাবিতেছিল, এইবার রোকারিয়াদিগকে বধ করিয়া উহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা যাইবে; আর রোকারিয়াগণ ভাবিতেছিল, পথের যে অংশে ভয়, সে অংশ উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে, আর বিপদের সম্ভাবনা নাই।

রোকারিয়াদিগের জমাদার আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “মীর সাহেব,

ঐ দেখুন চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন। ঐ চন্দ্র যখন বৃক্ষের মস্তকে আসিবেন, তখন আমরা আপনাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আপনার সহিত একত্রে যে কি সুখেই আসা গিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? আপনাদের নিকট শিবির স্থাপনার একটি নূতন কৌশল শিক্ষা করিলাম। ভবিষ্যতে আমরাও এইরূপে শিবির স্থাপনা করিব। আজ সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্না, আপনারা শয্যা-ত্যাগ করিতে করিতে আমরা প্রায় কুড়ি ক্রোশ পথ চলিয়া যাইব।"

আমি দেখিলাম, ঠগীরা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক রোকারিয়ার পশ্চাতে চারিজন করিয়া বলিষ্ঠ ঠগী। আমার ভয় হইল, পাছে রোকারিয়াগণ কোনরূপ সন্দেহ করে।

ক্রমশঃ রোকারিয়াগণের বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, তাহারা সকলে গাত্রোত্থান করিলে আমি কহিলাম, "ওকি! ভাই নারায়ণ দাস! বন্ধুভাবে আলিঙ্গনাদি করিয়া তবে বিদায় হইব।"

আমরা উভয়ে আলিঙ্গন করিলাম, অন্যান্য সকলে আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমার সমীপে অসিতেছিল, এমন সময়ে আমি ঝির্নি দিলাম, সজোরে বলিয়া উঠিলাম "পান লে আও।"

যথামত কার্য্য হইল। আমার রুমালে জমাদারের দেহ ভূপাতিত হইল, দুই একজন আর্ত্তনাদ করিল বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্য বেশ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

আমি কবর-খননকারীদিগকে বলিলাম, "আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ কর। উষ্ট্রগুলি প্রস্তুত, পরবর্ত্তী গ্রামে 'গুড়' কিনিয়া রাতারাতি কুড়ি ক্রোশ পথ চলিয়া যাইতে হইবে।"

দেহ হইতে বস্ত্রাদি খুলিয়া লওয়া হইল, সকলেরই কোমরে কিছু কিছু টাকা ছিল, সেগুলিও গ্রহণ করা হইল। কবর সমাধা হইলে আমরা টাকাকড়ি গণনা করিবার জন্য আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পরবর্ত্তী গ্রামে গুড় কিনিয়া রাত্রি প্রভাত হইতে হইতে সত্যই আমরা কুড়ি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম।

ইন্দোর দক্ষিণ দিকে রাখিয়া এক নূতন পথ অবলম্বনে আমরা দেহালপুর নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দিনে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক বলিয়া আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া নিরাপদে ঝালোনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথে কেবল-মাত্র আমাদের একটি আশঙ্কা হইয়াছিল। হোল্কার রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাজস্ব কর্ম্মচারী আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা এমন ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল যে, ইংরাজদিগের ছাড়পত্র সঙ্গে না থাকিলে সেদিন আমাদের পরিত্রাণ থাকিত না। যাহা হউক, শুল্ক স্বরূপে তাহাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া তাহার নিকট একখানি নূতন ছাড়পত্র লইয়া তথা হইতে বিদায় হইলাম। বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি আমাকে স্নেহভরে চুম্বন

ও আলিঙ্গন করিলেন। গণেশ জমাদারের নিকট তিনি মুক্তকণ্ঠে আমার অজস্র প্রশংসা করিলেন। গণেশ আমার এইরূপ আশাতীত কৃতকার্য্যতায় তুষ্ট হওয়া ত দূরের কথা, মনে মনে তাহার অত্যন্ত ঈর্ষা হইল, এটুকু আমি বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম। এবার আমি যে পরিমান অর্থ আনিয়াছি, এত অর্থ কেহই কখন আনিতে পারে নাই। পূর্ব্বকালে দুইজন ঠগী দলপতি খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের নাম ঝোরা নায়েক ও কুদুক্ বানোয়ারী। সকলে আমার নাম এই দুইজন বিশ্রুতকীর্ত্তি ঠগী দলপতির সহিত এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পথে আসিবার সময় বাহাদুরগড় নামক স্থানে একটি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা আমাদের চিরপ্রচলিত প্রথামত নগরের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। গভীর রাত্রি হইলে সহসা দেখিলাম, একদল লোক আমাদের শিবিরাভিমুখে আসিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই বুঝিলাম, ইহারা ঠগী। ভাবিলাম ঠগী হইয়া এত রাত্রিতে কেন আসিতেছে। অতঃপর পীর খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "ইহারা কে বলিতে পার? দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহারা ঠগী, কিন্তু এরা ঠগী হইয়া এত রাত্রিতে বাহির হইল কেন?

পীর খাঁ উত্তর করিল "বোধ হয় কোন প্রকারে দল ছাড়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আচ্ছা দেখিয়া আসিতেছি।"

আমি বলিলাম "দেখ, উহারা যদি সত্যই ঠগী হয়, আর উহাদের সহিত যদি তোমার পরিচয় থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আইস। আমরা যে অর্থরাশি পাইয়াছি, তাহা যেন তাহারা বিন্দুমাত্রও জানিতে না পারে।"

পীর খাঁ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল "আমি কি মূর্খ যে উহাদিগকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব?"

পীর খাঁ আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল ও অল্পক্ষণ পরে ঐ নূতন দলের দলপতিকে লইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল। লোকগুলি যদি সত্যই আমাদের অপরিচিত হয়, তাহা হইলে আমার মুখ স্পষ্টভাবে দেখিতে না পাওয়াই সঙ্গত, এই জন্য আমি তাঁবুর মধ্যে বসিয়া মুখখানি রুমালের দ্বারা আংশিকরূপে আবৃত করিলাম।

লোকটি শিবিরের মধ্যে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল, আমিও প্রতি-অভিবাদন করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বন্ধু তোমার নাম কি? তুমি কি কর?"

"আমার নাম প্রায় সকলেই জানে। শুধু জানে না, আমাকে সকলে ভয়ও করে। আমার নাম লাল খাঁ, লোকে আমাকে লালু বলিয়া ডাকে।"

"আমি অবশ্য তোমার নাম কখনও শুনি নাই; অতএব আমাকে তোমার বিশেষ পরিচয় প্রদান কর।"

"আমরা পথে যাহা কিছু পাই, তাহাই গ্রহণ করি, ইহাই আমাদের ব্যবসায়।"

"তোমরা কি পিণ্ডারী?"

"না, আমরা ডাকু।"

আমি হাস্য করিতে করিতে কহিলাম "ওঃ তবে আরও ভয়ঙ্কর! তোমরা কি 'দেহলি' হইতে আসিতেছ?"

"ওঃ, তবে আপনি জানেন দেখিতেছি? আপনাদের শিবির দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি, আপনারা ঠগী। যাহা হউক, আমরা যখন প্রায়ই সমব্যবসায়ী, তখন আর আমাদের কলহ করিয়া প্রয়োজন নাই।"

"তবে তোমরা কি চাও?"

"অন্য কিছুই চাহিনা, রাত্রিতে থাকিবার জন্য সামান্য আশ্রয় চাই।"

"আশ্রয় ও আহার দুই তোমরা পাইবে। তবে আমরা এখানে অধিকক্ষণ থাকিব না। চন্দ্রোদয় হইলেই আমরা শিবির তুলিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিব। তোমরা এখন কোথায় যাইতেছ?"

"আমরা হায়দ্রাবাদের অভিমুখে যাইতেছি; লোকে জানে, এ সময়ে ডাকুরা পথে বাহির হয় না; এইজন্যই আমরা বাহির হইয়াছি। আমরা ভূপাল ও বুরহান্‌পুর হইয়া বর্ষাশেষে নাগপুরের রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

"এবার কেমন বুনিজ পাইতেছ?" (এই বুনিজ কথাটা আমাদের উভয় দলেই প্রচলিত।)

"মাঝামাঝি এক রকম পাওয়া যাইতেছে; বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই।"

"তোমরা যে পথে যাইতেছ, আমার বিশ্বাস ভগবানের ইচ্ছায় সে পথে তোমাদের ভালই হইবে। আমার বন্ধুগণ এখন তোমাদের সেবা করিবে, আমার শরীর অসুস্থ, আমাকে মার্জ্জনা করিও।"

লোকটি অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল "আপনি যদি এই পথেই যাইতেন, তাহা হইলে আমরা এক যোগে কার্য্য করিতে পারিতাম।"

আমি লোকটির সহিত এমন কৃত্রিম স্বরে কথা কহিয়াছিলাম যে, যদি বা সে অন্য সময়ে আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলেও কিছুতেই চিনিতে পারিবে না। এইভাবে আত্মগোপন করার আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সমস্ত ডাকু অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন তাহাদিগকে আমাদের ফাঁদে ধরিলে কেমন হয়? এই লোকগুলি অত্যন্ত সাহসিক বটে, কিন্তু বুদ্ধি বড়ই অল্প।"

পিতা উত্তর করিলেন "সেকথা আমি কিছু বলিতে পারি না। তুমি উহাদিগকে যতটা নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচনা কর, উহারা তত নির্ব্বোধ নহে। আমি উহাদের জানি; উহাদের কয়েকজনকে হত্যাও করিয়াছি। কার্য্যকালে দেখিতে পাইবে, উহারা খুব ধূর্ত্ত। একবার উহারা ঠগীদের সহিত যাইতে যাইতে যেমন জানিতে পারিল ইহারা ঠগী ; অমনি দল ছাড়িয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহার আর স্থিরতা নাই। অবশ্য তুমি যে প্রস্তাব করিতেছ, সে প্রস্তাব বেশ লাভকর। দেখ, যদি পার।"

গণেশ তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল "চল, আমিও যাই। আমি মীর সাহেবের সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিতে বহুদিন হইতেই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। মীর সাহেবের উপর ভবানীর কৃপায় আমার অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন হইতে পারে।"

আমি বলিলাম "আমি ত আর নূতন বিদ্যা কিছু জানিনা। এক মিষ্টভাষায় সকলের সহিত আলাপ করা, আর দলের লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করা, ইহা ছাড়া আমার অন্য গুণ কিছুই নাই।"

গণেশকে সকলেই বলিত যে, তাহার এই দুইটি গুণ নাই। আমার কথায় সে রুষ্ট হইল। কথায় কথায় তাহার সহিত আমার কলহের পর্য্যন্ত উপক্রম হইল। যাহা হউক, পিতার মধ্যস্থতায় কথা আর অধিক দূর গড়াইল না। গণেশ পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "না, ইস্‌মাইল! এত গর্ব্ব ভাল নয়। ইহার ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এখানে যদি আর কেহ না থাকিত, তাহা হইলে কাহার কত বীরত্ব এইখানেই তাহা পরীক্ষিত হইয়া যাইত।"

যাহা হউক, গণেশ চলিয়া গেল ; আমরাও এই ডাকুদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম।—গতবার লুণ্ঠনযাত্রায় আশাতীত-রূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করায় ভবানীর ইঙ্গিতসমূহে আমার নিরতিশয় বিশ্বাস হইয়াছিল, অবশ্য এ বিশ্বাস এখনও অভিজ্ঞতা দ্বারা দৃঢ়কৃত হয় নাই। সে অভিজ্ঞতার কথা যথা সময়ে বর্ণনা করিব।

এইবার সোভান্ খাঁর কথা। পিতার নিকট সমস্ত কথা বর্ণনা করিলাম। সোভান্ খাঁর নাম শুনিবামাত্র তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন ও কহিলেন "সেই পাষণ্ড! সে এখন এত অর্থ ও এত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে? তাহার কথা বলি। আমরা উভয়ে একসঙ্গে জমাদার ছিলাম। আমি তাহাকে চিরদিনই ঘৃণা করিতাম, দলেও তাহার অত্যন্ত দুর্ণাম ছিল। লোকটা অত্যন্ত ভীরু, ফাঁসিদারের কার্য্য মোটেই করিতে পারিত না, তবে পথিককে ভুলাইয়া আনিতে সে খুব নিপুণ ছিল। একবার আমরা প্রকাণ্ড দল লইয়া বাহির হইয়াছিলাম! জয়পুরের নিকটে একদল পথিকের প্রাণ সংহার করি! অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়। সোভান্ খাঁ তাহার ভাগে অনেক মণি মুক্তা পায়। সে বলে যে, সে ইন্দোরে সেই সমস্ত

বিক্রয় করিতে যাইবে। আমি তাহার নিকট কিছু টাকা পাইতাম; আমি তাহাকে বলিলাম যে, ঐ টাকার বিনিময়ে আমাকে মণি মুক্তা দাও; আমার স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন। রাত্রিতে এই সমস্ত কথা হয়। সে বলে যে রাত্রি প্রভাত হইলে সে আমার কথামত কার্য্য করিবে। সে সেই রাত্রিতেই পলায়ন করিল, তাহার পর আর তাহার কোনও খবর পাই নাই; এই এতকাল পরে তোমার নিকট শুনিলাম। লোকটা যেরূপ অকৃতজ্ঞ, তাহাতে আমার মতে উহাকে এক কপর্দ্দকও দেওয়া উচিত নহে।”

পিতার কথামত সোভন খাঁকে একেবারে বঞ্চনা করা হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শিশুর ধর্ম্মভাব ও পুরাতন পাপী

বিজয়া দশমীর পর আমি পুনরায় লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইব, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইবামাত্র, দলে দলে ঠগী আসিয়া আমার অধীনে সমবেত হইতে লাগিল। তখন ঠগী সম্প্রদায়ে আমার অসামান্য সম্ভ্রম। এত লোক আসিয়া পড়িল যে, আমি সকলকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাছিয়া বাছিয়া লোক লইতে লাগিলাম। যাহাদিগকে খুব সাহসী ও চতুর বলিয়া জানিতাম, কেবলমাত্র তাহাদিগকে লইলাম, অন্য লোককে বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। এবার দলের মধ্যে অনেকগুলি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ঠগী লইলাম; এই প্রকার লোকের অভাব আমি অনেক সময়েই অনুভব করিয়াছি। সন্ধ্যাকালে পথিকগণের সহিত একত্রে বসিয়া গীত ও বাদ্যের দ্বারা তাহাদিগকে যেমন মুগ্ধ ও বশীভূত করিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এ বৎসর দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব অত্যন্ত কম, দেশে চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমরা প্রকাণ্ড দল বাঁধিলাম, মনে আশা হইতে লাগিল এবার পথে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী লোক বাহির হইবে এবং আমাদের এবার বিশেষরূপ লাভ হইবে। আমার পিতা বয়সে প্রাচীন এবং দেখিতেও খুব সম্ভ্রান্ত। ভাবিয়া দেখিলাম যে, পিতাকে সঙ্গে লইতে পারিলে আমাদের দলের গাম্ভীর্য্য খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পিতার নিকট একথা নিবেদন করিলাম।

ঝালোনের রাজাকেও আমি কোনরূপ অবহেলা করি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে

প্রায়ই তাহার দরবারে যাইতাম, রাজাও আমার সহিত খুব সৌজন্যপ্রকাশ ও সদয় ব্যবহার করিত। রাজা যে আমাকে এতাদৃশ সমাদর করিত, তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের পরামর্শমত আমাদের পরে অনেক ঠগী ঐ রাজার রাজ্যের মধ্যে বাস করিয়াছে, তাহারা উৎকোচ স্বরূপে বৎসর বৎসর রাজাকে যে কর দেয়, তাহাতে রাজার আয়ও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গতবারে আমি রাজাকে অধিক কিছু দিই নাই। তাহাকে বলিয়াছিলাম, এবার অধিক উপার্জ্জন হয় নাই; আমি বোম্বাই হইতে দুই শত টাকায় একটি বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম, সেই বন্দুকটি ও রোকারিয়াগণের নিকট হইতে অপহৃত একগাছি মুক্তার মালা রাজাকে উপহার স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলাম। রাজা অবশ্য আমাকে কিছু বলিল না, মুখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করিল। পরে বুঝিলাম, তাহার এই সন্তোষ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির সাময়িক শান্তভাব মাত্র।

আমার পিতা, গণেশ, পীর খাঁ ও তিনশতের উপর ঠগী আমরা যথারীতি ঝালোন হইতে যাত্রা করিলাম। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম যে, আমরা নিজামের লোক, কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছিলাম, এখন আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদের সংখ্যা যেরূপ অধিক, তাহাতে এই প্রকারের পরিচয় প্রদান ব্যতিরেকে আমাদের অন্য উপায় ছিলনা।

পীর খাঁর সঙ্গে তাহার একটি ভাগিনেয় ছিল। ছেলেটির বয়স দশ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর; অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান। আমরা সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। আমি তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব বলিয়া অনেক সময়ে পীর খাঁকে বলিয়াছি। তাহাকে অনেকবার বলিয়াছি যে, আমার একটি পুত্র ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন এই বালকটিকে তৎস্থানীয় করিতে পারিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়। পীর খাঁ আমার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। বলিত যে, এই বালকটি পিতৃহীন, আমি নিজেই তাহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিব।

আমি এই বালকটিকে একটি ক্ষুদ্র ও তেজস্বী টাট্টু ঘোড়া দিয়াছিলাম। সে তাহাতে আরোহণ করিয়া দলের পশ্চাতে আসিত এবং নানারূপ বালকসুলভ কৌতুকে আমাদের সকলের মনোরঞ্জন করিত। একদিন চারিজন পথিক আমাদের হস্তে পতিত হয়। দলের যে সমস্ত লোক পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগকে আমি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম যেন বালকটিকে দলের পশ্চাতে অত্যন্ত সতর্কভাবে ধরিয়া রাখা হয়, সে যেন কিছুতেই হত্যার সময়ে দলের সম্মুখে আমাদের নিকট আসিতে না পারে।

আমি ঝির্ণি দিয়াছি, পথিক চারিজন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এমন সময়ে আলম খাঁ নামক পীর খাঁর সেই ভাগিনেয় সজোরে অশ্বচালনা করিয়া তথায়

উপস্থিত হইল। সে পশ্চাতে ছিল, এখন আমাদের নিকটে আসিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রথমে সে উল্লাসের সহিত আনন্দধ্বনি করিল। কিন্তু আমরা যাহা করিলাম, সে যখন তাহা দর্শন করিল। তখন তাহার মুখমণ্ডল যে বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তাহা একেবারে অবর্ণনীয়। তাহার চক্ষু দুইটি একেবারে স্থির হইয়া গেল, সে বিস্ময়ে ও দুঃখে হাঁ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে বালক অজ্ঞান হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

আমি ও পীর খাঁ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিবার সময় আমি পীর খাঁকে বলিলাম, "তুমি উহাকে কিছু বল; তোমার কথা শুনিলে উহার জ্ঞান হইতে পারে।"

পীর খাঁ ভীতি-কাতরস্বরে পুনঃ পুনঃ বালককে ডাকিতে লাগিল, পীরের আস্তানায় কত সিন্নি মানত করিল, কিন্তু বালকের মুখে আর কথা নাই। অন্যান্য ঠগীরা তখন নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইল। নিকটেই একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল, আমি তথা হইতে কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া বালকের মুখে ও চক্ষুতে প্রদান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে পীর খাঁ ও অন্যান্য সকলের চিন্তা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল, বালক কথা কহিল।

সর্ব্বপ্রথমেই বালক অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল "মামা। আমি কোথায়? আমি কি দেখিলাম?"

পীর খাঁ উত্তর করিল "কোথায়? কৈ কিছু ত হয় নাই? তুমি খুব অধিক জোরে অশ্বচালনা করিয়াছ বলিয়াই অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছ।"

বালক কহিল "না, না, আমি পড়িয়া যাই নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম! ওঃ কি ভয়ানক! ঐ তাহাদের কাতর চক্ষুর করুণা দৃষ্টি! ওঃ, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমাকেও মারিয়া ফেল।"

তখনও আমাদের সম্মুখে একটী মৃতদেহ পড়িয়াছিল। বালক যখন পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টি কহিল, তখন সে সত্য সত্যই সেই দেহটি দেখিতে পাইয়াছিল। বালক কহিল "ওঃ, উহার দেহ সরাইয়া ফেল; উহাকে ওখান হইতে লইয়া যাও।"

আমার আদেশ বলে মৃতদেহ তথা হইতে শীঘ্র শীঘ্র অপসৃত হইল। বালকটির অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। পীর খাঁ রোদন করিতে লাগিল। আমরা সকলে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন এই প্রকারে নদীতীরে বসিয়া রহিলাম, মধ্যে মধ্যে বালকের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়, আর অমনি চমকিতভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ক্রমশঃ তাহার আর্ত্তনাদের স্বর ক্ষীণতর হইয়া উঠিল। সন্ধ্যামুখে এই নিষ্কলঙ্ক শিশুর স্বর্গীয় আত্মা সংসারের এই সমস্ত পাপপূর্ণ বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিতে অসম্মত হইয়া স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিল।

পীর খাঁর হৃদয়ভেদী কাতর ক্রন্দনে আমার চক্ষু দুইটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া

আসিল। আমাদের দলের অন্যান্য লোক আমাদিগকে নদীতীরে রাখিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে; আমি ও পীর খাঁ বালকের মৃতদেহ লইয়া অশ্বারোহণে শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই শোক-সংবাদে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল, কারণ দলের সমস্ত লোকই বালকটিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। নিকটে একটি কবর খনন করিয়া বালকের মৃতদেহ যথারীতি সমাহিত করা হইল।

রাত্রিকালে আমি আমার শিবিরাভ্যন্তরে নিদ্রা যাইতেছি, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এমন সময় পীর খাঁ সহসা আমার কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীর খাঁ অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, "মীর সাহেব; আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখন আর তাহা নহি। এতদিন যাহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি, কিন্তু এ কার্য্য আর করিব না। আমার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর প্রাণে বল নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই; আর আমি এ কার্য্যের উপযুক্ত নহি। অতএব আমাকে এক্ষণে বিদায় প্রদান করুন। আল্লার ইচ্ছায় আমার জীবন অদ্য অন্য পথে ধাবিত হইয়াছে, এখন নীরবে বসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ আল্লার নামে যাপন করিব।"

আমি দেখিলাম তাহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য তর্ক করা একেবারেই বিফল। আল্লার ইহাই ইচ্ছা, ইহাই নিয়তি; আমি আর আপত্তি করিয়া কি করিব?

আমি কহিলাম "পীর খাঁ! তবে তুমি যাও। প্রার্থনা করি, তোমার জীবনের অবশিষ্টাংশ যেন বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হয়। বহুদিন আমরা সোদর-স্নেহে একত্রে কার্য্য করিয়াছি, আজ তোমাকে বিদায় দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

পীর খাঁ কথার উত্তর দিতে পারিল না, কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার চক্ষু হইতে গড়াইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। এই অবস্থায় আমার নিকট সে বিদায় লইয়া ঝালোনে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু আমাদের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা লুণ্ঠনযাত্রার পর ঝালোনে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, পীর খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। বুঝিলাম, মনঃকষ্টই তাহার এই মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

আমাদের দলের মধ্যে পীর খাঁর সহিত আমার সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ভাব ছিল, তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, এখন যে কথা বলিতেছি, সেই কথাই বলিয়া যাই। এই বালকের অকাল মৃত্যুতে আমাদের দলের সকলেরই চিত্ত কয়েক দিন অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও গুরুভারাক্রান্ত রহিল। যাহা হউক, এভাব অধিক দিন রহিল না; কয়েকদিনের মধ্যে আমরা পুনরায় নূতন উৎসাহে ও উল্লাসে শিকারান্বেষণে ধাবিত হইলাম। কিছুদূর যাইতে যাইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একজন ধনাঢ্য মুন্সি আমাদের অগ্রে নাগপুরে যাইতেছে। আমরা সবেগে পর্য্যটন করিয়া মুন্সির সঙ্গ লইলাম।

দেখিলাম, মুন্সির দলে অনেক লোক, দুইখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাঁবু, অনেকগুলি অশ্ব, কয়েকটি উষ্ট্র, একখানি পাল্কী, তাহার বাহক ; তদ্ব্যতীত ভৃত্য ও প্রহরী। আমাদের দল যদি এত বৃহৎ না হইত, তাহা হইলে আমরা এরূপ লোকের আশা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতাম। যাহা হউক, আমাদের দল খুব বৃহৎ থাকায় আমরা ভবানীর ইঙ্গিত গ্রহণ করিলাম ; দেখিলাম তাহা আশাপ্রদ। আর বিলম্ব না করিয়া মুন্সির যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করার পরামর্শ হইল।

আমরা উপর্য্যুপরি দুইদিন মুন্সির শিবিরের সন্নিধানে আমাদের শিবির সন্নিবেশ করিলাম। ফলে পরিচয় ও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমরা সম্ভ্রান্ত লোক, এই কথা অবগত হইলে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর মুন্সি আমার পিতাকে ও আমাকে তাহার শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইল। আমরাও তদনুসারে তাহার সন্নিধানে গমন করিলাম। মুন্সি ইউরোপীয়গণের অধীনে কার্য্য করিত, জেনারেল ডভেটনের অধীনে জাল্‌নায় কর্ম্ম করিয়াছিল। মুন্সি আমাদিগকে কহিল যে, এখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইজন্য সে ছুটি লইয়া তাহার স্বদেশে হিন্দুস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে। আমরা নানারূপ কথোপকথনে ও অত্যন্ত আনন্দে তাহার সহিত সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলাম। লোকটি অনেক সংবাদ রাখে ও সুবক্তা। সে ফিরিঙ্গিদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। আমাদের মনে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে অনেক কুসংস্কার ছিল, তাহার কথায় তৎসমুদায় অনেক পরিমাণে অপসৃত হইল। আমার দু'একটি প্রশ্ন শুনিয়া মুন্সি খুব হাস্য করিয়াছিল। আমি একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুন্সিজি ! ভগবান যখন মনুষ্যকে অঙ্গুলি দিয়াছেন, তখন সেই অঙ্গুলির সদ্ব্যবহার না করিয়া ফিরিঙ্গিরা ছুরি ও কাঁটা চামচে দিয়া কেন খায় ?"

পিতা বলিলেন "হাঁ মুন্সিজি ! আমি তাহাই ভাবি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। আচ্ছা কেন বলুন দেখি ? আপনি অবশ্যই ইহার কারণ জানেন, আপনি বহুদিন উহাদের সহিত একত্র ছিলেন।"

মুন্সি আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমিই অগ্রে বল। পূর্ব্বে তোমার কথা শুনি, তাহার পর ইহার উত্তর দিব।"

আমি উত্তর করিলাম "আমি অনেক ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, ফিরিঙ্গিদের নখের মধ্যে বিষ আছে, সেইজন্যই তাহারা হাত দিয়া খায় না। আমার কথা শুনিয়া মুন্সি হো হো করিয়া সকৌতুকে এমন হাসিয়া উঠিল যে, আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। যবনিকার অন্তরালে মুন্সির পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছিল, আমার কথায় তাহারা পর্য্যন্ত হাসিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, "মীর সাহেব ! এ সমস্ত মিথ্যা কথা। উহাদের বর্ণ শ্বেত আর মুখ লাল বলিয়া কি মনে করেন যে, উহাদের রক্তমাংস ভিন্ন রকমের। উহারা আহারের সময় কাঁটা চামচে ব্যবহার করে, তাহার কারণ এই যে, উহারা

সর্ব্বদাই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চায়। আর এই প্রকারে আহার করা উহাদের দেশাচার। আবার উহাদের রন্ধনের প্রথাও অন্য রকমের। মনে করুন, উহারা অর্দ্ধেকটা মেষ বিখণ্ড না করিয়া একেবারে রন্ধন করিল। এখন ছুরি না হইলে কি প্রকারে খাইবে?"

আমি কহিলাম, "আমার এই অজ্ঞতার জন্য সত্যই আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় কথা হইল যে, আমরা একত্রে পর্য্যটন করিব ও এক সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করা যাইবে। আমরা ভাবিলাম, আর কিছুদূর গমন করিলেই আমরা যে সমস্ত গ্রামে উপস্থিত হইব, তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আমাদের পরিচিত, সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে আমাদের কার্য্য শেষ করিতে পারিব। দেশের সর্ব্বত্রই আমাদের এই প্রকার পরিচিত লোক আছে, কেহ ফকীর, কেহ দোকানদার, কেহবা জমিদার; তাহারা সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ নিজামের রাজ্যে আমাদিগের এই প্রকারের বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনেক জমিদার মাসিক বেতন দিয়া অনেক ঠগীকে নিজের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে, সময়ে সময়ে তাহারা এই সমস্ত ঠগীকে রাস্তায় প্রেরণ করে।

যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ 'বিষেণী' নামক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামের পেটেল আমাদের অন্তরঙ্গ লোক। আমরা তাহাকে মধ্যে মধ্যে দশ বিশ টাকা দিয়া থাকি। সে আমাদের কার্য্য গোপন রাখে এবং অনেক সময়ে পথিকগণ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে গ্রামে নানারূপ ভয় আছে এইরূপ কথা বলিয়া গ্রামের বাহিরে আমাদের শিবির সন্নিধানে প্রেরণ করে। আমি পেটেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন হস্তে তাহার মস্তকে একটি মূল্যবান পাগড়ি পরাইয়া দিলাম ও নগদ কুড়ি টাকা প্রদান করিলাম। পেটেল এইরূপ অপ্রত্যাশিত আদর দেখিয়া কহিল, "কি মীর সাহেব! এবার খুব ভাল বুনিজ্ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন বুঝি?"

আমি উত্তর করিলাম "কিছু না, কিছু না। এ অঞ্চলে অনেক দিন আসি নাই, তোমার সহিত বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, পাছে তুমি মনে কর যে, তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, এইজন্যই এই সামান্য উপহার।"

কিছুদিন পুর্ব্বে এই পেটেল আমাকে একটী বিলাতী বন্দুক ক্রয় করিবার জন্য একজন ঠগী দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি তদনুসারে তাহাকে বোম্বাই নগরে ক্রীত একটী বন্দুক দিলাম। বন্দুকটি পাইয়া সে অত্যন্ত প্রীত হইল।

লোকটি অত্যন্ত চতুর। আমাদের নিকট যে কোন মূল্যবান বুনিজ্ আছে, এ কথা অস্বীকার করিলেও, তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। যখন দেখিলাম, সে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাহাকে আমি আমাদের পুরাতন চুক্তির কথা

বলিলাম। সে আমার কথার উত্তরে কহিল, "তবে কি জানেন মীর সাহেব! এখন দিনকাল বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আর আমাদের পুর্ব্বেকার মনিব নাই। এখন এ গ্রাম সাহেব লোকদের অধিকৃত।"

আমি কহিলাম "তাহাতে আর কি হইল পেটেলজি?"

"হয় নাই কিছু! তবে ঐ সব অশ্বারোহী দেখিলেন না?"

"কোন অশ্বারোহী?"

"ঐ যে ছয়জন অশ্বারোহী, আর একজন দফাদার। আমাদের এই গ্রামের বড়ই দুর্ণাম আছে। সকলেই জানে, এই গ্রামে অনেক দস্যু তস্কর আছে। সেই জন্য পথিকদের রক্ষা করিতে এখানে এই কয়জন প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে।"

"দফাদার কি রকম বল দেখি?"

"একজন হিন্দু ভোজপুরী; তাহার নাম হিতা সিং। তাহার দলের লোক-গুলিও তাহার স্বদেশবাসী।"

"ভোজপুরী? তাহা হইলে তাহারাও ঠগী। ভোজপুরী আবার কেহ সৎলোক আছে না কি?"

"না, না, মীর সাহেব! তাহারা ঠগী নহে। আমি তাহাদের সঙ্কেত বাক্য বলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তবে হিতা সিংকে দলে ভিড়াইতে পারা যায়।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়; সে কোথায়?"

"তাহাকে ডাকিয়া আনিব?"

"হাঁ, হাঁ; তাহাকে ডাকিয়া আন। যদি সে আমাদের সহিত মিষ্ট কথায় মিশিতে না চাহে, তাহা হইলে ভয় দেখাইব; যদি তাহাতেও না হয়, তবে উহারা মোটে ছয়জন, আর আমরা তিন শত জন, সুতরাং কি হইবে বুঝিতেই পারিতেছেন?"

"যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। তবে আমার প্রার্থনা, উহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন না আর আমার একটা সুনাম আছে, সেটাও আপনাদের বিবেচনা করা উচিত। যদি সাহেবরা শুনিতে পায় যে, উহাদের উপর অত্যাচার হইয়াছে, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

"তোমার আর কি হইবে? তুমিও ঠগী হইয়া আমাদের দলে ভিড়িয়া যাও না কেন? যাহা হউক পেটেলজি হিতা সিংকে শীঘ্র শীঘ্র ডাকিয়া আন।"

পেটেলজি কিছুক্ষণের জন্য আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল ও দফাদারকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। দফাদারকে দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম যে, লোকটি প্রথম শ্রেণীর পাপী। যথারীতি অভিবাদনের পর আমি একেবারে কাজের কথা পাড়িয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম, "দফাদার সাহেব! আমরা যে কে, তাহা অবশ্য তুমি বুঝিতে পারিতেছ।"

দফাদার মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জানাইল। আমি কহিলাম, "তবে আমাদের উদ্দেশ্য কি, তাহাও অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ?"

দফাদার কহিল "কিছু কিছু। তবে সমস্ত কি করিয়া জানিব?"

আমি উত্তর করিলাম "ঠিক কথা। আমিও ঠিক তাহাই চাই। তোমাকে কিছু জানিতে হইবে না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলিতে হইবে না। দেখ, আমার কথা শুন। গ্রামে গিয়া স্বস্থানে বিশ্রাম কর। পৃথিবী যদি ভাঙ্গিয়া যায়, হস্তক্ষেপ করিও না, বাড়ীর বাহির হইও না। এজন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে। আর যদি আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে বড় বিপদে পড়িবে। তোমরা সবে সাতজন, আর আমরা তিনশত লোক। বড় সহজ কথা নহে।"

দফাদার উত্তর করিল "না, না; আমি তেমন মূর্খ নহি। আপনারা যাহা ইচ্ছা করুন, আমরা কেহই কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিব না।"

"সকলেই তোমরা এক মতে কথা গোপন করিতে পারিবে ত?"

"হাঁ, হাঁ; নিশ্চয়ই পারিব। তবে আমাদের সকলকেই পুরস্কার দিতে হইবে।

"নিশ্চয়, পুরস্কার পাইবে বৈ কি। তবে আমাদের যেমন লাভ হইবে, তোমরা সেইরূপ পুরস্কার পাইবে।"

"এই দুই শত টাকা দিলেই হইবে। এ অবশ্য আপনাদের পক্ষে অধিক নহে।"

আমি কহিলাম "দফাদার সাহেব! তবে এই চুক্তি হইল, আর পেটেলজি ইহার সাক্ষী রহিল। আর এক কথা, যদি লাট সাহেবও তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেও যেন ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ করিও না।"

"না, না; এরূপ কার্য্য আমি অনেক করিয়াছি, আমাকে আর কিছু শিখাইতে হইবে না।"

ইতোমধ্যে পেটেলজি ও দফাদার, সাহেবদের তুষ্ট করিবার জন্য এবং নিজেরা যে খুব সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, একদল নিরীহ গোন্দ জাতীয় লোককে তস্কর বলিয়া চালান দিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সুবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মনে মনে খুব হাসিলাম।

দ্বি চ ত্বা রিং শ প রি চ্ছে দ

গণেশের পৈশাচিকতা

পেটেলের সহিত একত্রে আমাদের বাসার দিকে যাইতে যাইতে আমি তাহাকে কহিলাম "এই দফাদার লোকটি বেশ ভাল। আমরা যেরূপ লোক চাই, এ ব্যক্তি ঠিক সেইরূপ লোক।"

পেটেল উত্তর করিল "ও ব্যক্তি অনেকদিন হইতেই আপনাদের ন্যায় ঠগীদলকে খুঁজিতেছিল। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কখন প্রকাশ্যভাবে কথাবার্ত্তা হয় নাই, তবে তাহার এইরূপ মনোভাব আমার নিকট অনেক সময়েই জ্ঞাপন করিয়াছে। আমার সন্দেহ হয় যে, এইরূপ উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়াই সে এই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। আপনারা যদি উহাকে বিশেষ-ভাবে অর্থ দান করেন, তাহা হইলে ও ব্যক্তি চিরদিনই আপনাদের সহায়তা করিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি উহাকে এবার যে টাকা দিতে স্বীকার করিলাম, উহা কি যথেষ্ট নহে ?"

সে উত্তর করিল "নিশ্চয়ই যথেষ্ট। আপনি যে উহার প্রস্তাবে এক কথায় সম্মত হইবেন, তাহা সে আশাও করে নাই।"

আমি বলিলাম "উহাকে যাহা দেওয়া হইবে, উহার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট।"

সে কহিল "তবে মীর সাহেব! আমাকে ভুলিয়া যাইতেছেন দেখিতেছি।"

"না না তোমাকে দেওয়া হইবে বৈ কি ?"

"কত দিবেন ? আমার টাকার বড়ই দরকার ; খাজনা বাকি পড়িয়াছে। আমার বড়ই কষ্টে চলিতেছে।"

"তিরিশ টাকা।"

"আমি হাত জোর করিয়া বলিতেছি, আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিন। আমি যে কি দুরবস্থায় পড়িয়াছি, তাহা আপনি জানেন না। আমার টাকা ধার করিবারও উপায় নাই। আল্লার ইচ্ছায়, আমার উদ্ধারের জন্য আপনি এই অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি একেবারে দিতে না পারেন, তাহা হইলে এখন ঋণস্বরূপ দিতে পারেন।"

আমি বলিলাম "বেশ, তোমাকে তাহাই দেওয়া হইবে। তবে একটি কথা আছে। আমরা কয়েকজন ডাকুকে খুঁজিতেছি। তাহারা হায়দ্রাবাদ গিয়াছে। আমরা অবশ্য তাহাদেরই সন্ধানে যাইব। তুমি যদি তাহাদের সন্ধান পাও, তাহা হইলে দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠাইয়া আমাদিগকে সংবাদ দিও।"

"বেশ ত ; আমি আমার পুত্রদের পাঠাইয়া দিব ; সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। পেটেল চলিয়া যাওয়ার পর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মুন্সির সহিত তাহার স্ত্রী ও একটি চারি বৎসর বয়স্ক সুন্দর বালক আছে। তাহার স্ত্রীকে ত মারিতেই হইবে, তদ্ব্যতীত উপায় নাই। তবে এই বালকটিকে মারা হইবে না, ইহাকে আমি পোষ্যপুত্রভাবে গ্রহণ করিব। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে গণেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে বলিল "আমি স্থানটির চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছি। মুন্সির তাঁবুর পার্শ্বে একটি গর্ত্ত আছে, সেটি একটি প্রাচীন কূপ। আমাদের আর কষ্ট করিয়া কবর খনন করিতে হইবে না। কূপের পার্শ্বে অনেক মাটিও আছে, সুতরাং আমাদের অনেক পরিশ্রম লাঘব হইবে।"

আমি বলিলাম "কবর-খননকারীরা সে স্থানটি দেখিয়াছে ?"

"হাঁ, আমি ভবানীকে তাহা দেখাইয়াছি। সেও বলে যে, ইহা একটি প্রাচীন ও অত্যন্ত গভীর কূপ।"

"আচ্ছা গণেশ ! এখন কিরূপ ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি ?"

"তাহার আর কি ? তাঁবুর ভিতরের ভার যদি আপনি লইতে পারেন, তাহা হইলে বাহিরের সমস্ত ভার আমার রহিল। আপনি বেশ মিষ্ট কথা কহিতে পারেন, আর মুন্সি ত একাই থাকে। আমিও নিকটে থাকিব, যদি প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইতে পারিব। তবে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।"

"আমারও সেইরূপ মনে হয়। সহিস, উষ্ট্ররক্ষক প্রভৃতি কেহই যেন পলাইতে না পারে। উহারা অনেকগুলি আছে।"

"তাহারা সর্ব্বসমেত ষোল জন ; আমি উহাদের সংখ্যা গণনা করিয়াছি।"

"না, সর্ব্ব সমেত আঠার জন।"

"বেশ ত ; সন্ধ্যা হইতে উহাদের ঘিরিয়া বসিয়া থাকিব। উহারা মনোযোগের সহিত সকলেই গান শুনিবে, সেই সময়ে কার্য্য শেষ করা যাইবে। রাত্রিও অন্ধকার ; সুতরাং আমাদের সকল দিকেই সুবিধা।

অতঃপর আমি গণেশকে গ্রামের দফাদারগণের কথা বলিলাম। গণেশ হিতা সিংকে জানে। সে বলিল যে, বাঙ্গলা দেশে লুণ্ঠনযাত্রায় গমন করিয়া আরা নগরে তাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। গণেশ কহিল, "একবার এক হত্যার অপরাধে আমি ধরা পড়ি, সেবার নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড হইত। এই হিতা সিং কালেক্টর সাহেবের নিকট শপথ করিয়া বলে যে, "আমি গণেশকে জানি, এ ব্যক্তি সচ্চরিত্র।" হিতা সিংএর এই শপথের ফলে আমার মুক্তি হয়। হিতা সিং বেশ

ভাল লোক, তবে পয়সা কড়ি ভালরূপ না পাইলে অবশ্য নহে। যাহা হউক, আপনি তাহাকে যে টাকা দিয়াছেন, তাহাতে সে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে।"

ক্রমশঃ সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ও আমার পিতা উভয়ে মুন্সির তাঁবুতে গমন করিলাম। মুন্সি তখন তাহার বালক পুত্রটিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল। আমি বালকটির সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে ভাবিতে লাগিলাম, এই বালকটিকে আমি কতই না ভালবাসিব, আজিমা ইহাকে পাইলে নিশ্চয়ই নিজের পুত্রের মত স্নেহ করিবে। কন্যাটি ত আর অধিক দিন আমাদের গৃহে থাকিবে না, বিবাহ হইলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। আমি বালকটিকে আদর করিয়া ডাকিলাম। সে আসিয়া আমার ক্রোড়ে বসিল। আমি তাহাকে নানারূপে আদর করিতে লাগিলাম।

মুন্সি আমাকে কহিল "তোমার পুত্রাদি কি?" আমি বলিলাম, "একটিমাত্র কন্যা আছে। একটি পুত্র ছিল, আল্লা তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন।"

মুন্সি কহিল, "ভগবানের ইচ্ছা, নিয়তির বিধানের বিরুদ্ধে কিছু হইবার উপায় নাই। আমার এই একটি পুত্র। সন্তান হইবার আশাই ছিলনা। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে এই একটি পুত্র হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভগবান উহাকে সুখে রাখুন, চিরজীবী করুন।"

বাহির হইতে সহসা একটি লোক আমাকে সংবাদ দিয়া গেল। আমি মুন্সিকে ডাকিয়া কহিলাম, "মুন্সিজি! আমাদের দলের কয়েকজন লোকের গান শুনিতে আপনি বড় ভালবাসেন বলিয়া আজ আপনাদের আনন্দ বিধান করিবার জন্য তাহারা এক সামান্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। এ অনেকটা বহুরূপীদের মত। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে তাহারা এখানে আসিয়া অভিনয় আরম্ভ করে।"

মুন্সি সানন্দে বলিয়া উঠিল "অতি উত্তম কথা; তাহাদের আসিতে বলুন। দেখুন মীর সাহেব! আপনাদের সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে পথে বড়ই কষ্ট হইত। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আপনাদের সঙ্গ পাইয়াছি।"

আমাদের দলের ছয় জন বলিষ্ঠ লোক আসিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়াছিল, আর চারিজন খেয়ালমত পরিচ্ছদ পরিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সেতার ও তব্‌লা। তাহারা প্রথমে গোঁসাই সাজিয়া নাচিতে লাগিল ও হাস্যোদ্দীপকভাবে গান করিতে লাগিল। তাহারা এই সমস্ত যে কোথায় শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ বেশ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিল। মুন্সির বালক পুত্র তাহাদের অভিনয় ও বিচিত্র ভঙ্গী দর্শন করিয়া খুব প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল। মুন্সির শিবিরের এক দিক উন্মুক্ত, এই অংশ দিয়া শিবিরাভ্যন্তরের অভিনয় বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইল।

মুন্সির দলের সমস্ত লোক এই তামাসা দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া সমবেত হইল। আমি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, মুন্সির দলের এই সমস্ত লোকের প্রত্যেকের ঠিক পশ্চাতে একজন করিয়া ঠগী রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত তাহার চারিদিকে আরও তিন জন করিয়া বিদ্যমান। সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া আমি ঝির্ণি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে একজন ঠগী আসিয়া আমাকে একবার বাহিরে যাইবার জন্য ডাকিল। আমি তদনুসারে বাহিরে গমন করিলাম। দেখিলাম গণেশ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে আমাকে দেখিবামাত্র ভীতকম্পিতস্বরে কহিল, "মীর সাহেব। সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! ফিরিঙ্গিরা আমাদের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত।"

"ফিরিঙ্গি ?"

"হাঁ। কি করা যায় ? এ মূল্যবান বুনিজ ত হাতছাড়া হয় দেখিতেছি। মুন্সি ত তাহাদের দেখিলে তাহাদের দলে মিশিয়া পড়িবে। তখন আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।"

"তুমি কি তাহাদের দেখিয়াছ ?"

"না, তাহাদের কাহাকেও দেখি নাই ; তাহাদের লোক দেখিয়াছি। এক সারি উষ্ট্র লইয়া একদল লাল সিপাহী আসিয়াছে।

"তাহারা কোথায় ?"

"এই, গ্রামের মধ্যে গেল। তাহারা আমাদের নিকট এই স্থানটি চাহিতেছিল। আমি বলিলাম যে, এ স্থান আমি দিতে পারিব না। মুন্সি একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক, তাঁহাকে বিরক্ত করা হইবে না ; আর গ্রামের অপর সীমান্তেও থাকিবার মত অনেক স্থান আছে।"

"তবে ভয় করিও না। কার্য্য এখনই শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। আমি এখনই ঝির্ণি দিব। যদি ঐ সব লস্করের মধ্যে কেহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এ দিকে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাদেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিও। আমার ভয় নাই। পেটেল আমাদের পক্ষে আছে, হিতা সিং আমাদের পক্ষে আছে। গোলযোগ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যদি দরকার হয়, তাহা হইলে আমার পিতা মুন্সি সাজিয়া বসিবেন, সে জন্য ভয় নাই।"

"শীঘ্র শীঘ্র তবে কার্য্য সারিয়া ফেলুন। সমস্ত যতক্ষণ সমাধা না হয়, ততক্ষণ আমার উদ্বেগ কমিবে না।"

আমি আমার হস্তস্থিত রুমাল লইয়া অযত্নে ক্রীড়া করিতে করিতে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মুন্সি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

আমি কহিলাম "ব্যাপার কিছুই নয়। কয়েকজন সাহেব আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের লস্করেরা এই স্থানেই তাঁবু খাটাইতে চাহে, আমি তাহাদের

বলিয়া কহিয়া গ্রামের অপর প্রান্তে পাঠাইয়া দিয়া আসিলাম। উহাদের সৈনিক দল নাকি কল্য এখানে আসিয়া পড়িবে।"

মুন্সি কহিল "বেশ ভাল কথা, আমার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল। আমি তাহা হইলে কল্য হইতে আপনাদের নিকট বিদায় লইয়া উহাদের সহিত যাইতে পারিব। যাহা হয় কল্য হইবে। এই আমোদে আর বাধা প্রদান করিয়া প্রয়োজন নাই।"

আবার গান আরম্ভ হইল। মুন্সি তাঁবুর এক কোণে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। আমি দেখিলাম বড়ই বিপদ, তাহার পশ্চাতে যাইবার উপায় নাই। আমার ইতস্ততঃ করিবার কারণ বুঝিতে পারিয়া একজন ঠগী মুন্সি্কে কহিল "আপনি এখান হইতে একটু সরিয়া বসুন।"

মুন্সি কহিল "কেন? এখানে কি উহাদের অভিনয়ের কিছু হইবে?"

লোকটি উত্তর করিল "বোধ হয়।"

মুন্সি যেমন সরিয়াছে, আমি অমনি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলাম "পান লে আও।" মুহূর্ত্তমধ্যে মুন্সির মৃতদেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল।

মুন্সির পত্নী যবনিকার অন্তরাল হইতে এই দারুণ দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার শিশু পুত্রটিকে কোলে লইয়া একেবারে পাগলিনীর মত ঘটনা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহার ক্রোড় হইতে বালকটীকে কাড়িয়া লইয়া শিবিরের বাহিরে পলায়ন করিলাম। তখনও শিবিরের মধ্যে অভিনয় ও সঙ্গীত পূর্ব্ববৎ উচ্চশব্দে চলিতেছিল। আমার পিতা গিয়া মুন্সির আসনে উপবেশন করিয়াছেন। বালকটি ভয়ানক কাতরভাবে রোদন করিতেছিল, আমি তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। মৃতদেহগুলি উত্তমরূপে প্রোথিত হইল কিনা, তাহা জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইলাম। সেই জন্য আমি এই রোরুদ্যমানা শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সেই কূপের সন্নিধানে গমন করিলাম। আমি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া কবরখননকারীগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলাম। গণেশ আমাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিল "একি মীর সাহেব! আপনি কি এ বালকটীকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন? দিন, দিন, আমি উহার রোদন চিরদিনের মত থামাইয়া দিতেছি।"

আমি কহিলাম "না, না; এই ছেলে আমার নিজস্ব। তোমরা টাকাকড়ি সমস্তই লও, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু এ শিশুকে আমি কিছুতেই হত্যা করিতে দিব না। আমার একটি পুত্র মারা গিয়াছে জান না? এমন একটি ছেলেকে বেশ পোষ্যপুত্র লওয়া যাইবে।" গণেশ কহিল "পাগল, পাগল। মীর সাহেব! তুমি এত মূর্খ?"

"দেখ গোলযোগ করিও না। এ নিতান্তই শিশু; আমি যে ইহার পিতা নহি, বা আমার স্ত্রী যে ইহার মাতা নহে, তাহা সে কখনই বুঝিতে পারিবে না।"

গণেশ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিল "একেবারে মূর্খ! আমি একবার একটি শিশুকে না মারিয়া ভয়ানক ঠকিয়াছি। আর কখনও ছাড়িব না, আমি ভবানীর কুঠার স্পর্শ করিয়া এইরূপ শপথ করিয়াছি।"

"তুমি শপথ করিয়াছ, তাহাতে আমার কি? আমি এ শিশুকে কিছুতেই হত্যা করিতে দিব না।" এই কথা বলিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া যাইতে-ছিলাম। গণেশ আমার হাত চাপিয়া ধরিল। আমি বলিলাম "আমাকে ছাড়িয়া দাও।" এই বলিয়া আমি আমার ছোরাখানি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, "দেখ আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমার বিপদ হইবে।"

গণেশ কহিল "বালক! তুমি একেবারে পাগল! ছোরার ভয় অন্য লোককে দেখাইও, গণেশ তোমাকে বেশ জানে। দেখ, শিশুটিকে দাও; এই শিশুর চিৎকারে সিপাহিরা ভয়ানক সন্দেহ করিবে।"

আমি দেখিলাম, আমার নিকট তরবারিও নাই, ছোরাও নাই; সুতরাং নিরুপায় হইয়া ভদ্র ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "গণেশ! তোমার কি একেবারেই দয়ামায়া নাই? এই বালককে দেখিয়া কি তোমার একেবারেই দয়া হইতেছে না? তুমি কোন প্রাণে ইহাকে হত্যা করিবে?"

আমি তাহাকে যে সময় এই কয়টি কথা বলিতেছিলাম, সে সময়ে কিছু অসতর্ক ছিলাম। গণেশ সুযোগ বুঝিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে শিশুটিকে আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া বিদ্যুৎবেগে কূপাভিমুখে পলায়ন করিল, আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই সে শিশুটিকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমার দয়ামায়া নাই। এখন যাও মীর সাহেব! বসিয়া বসিয়া তোমার খেলার পুতুলের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন কর।"

কূপ তখন মৃত্তিকাদ্বারা পুর্ণ করা হইতেছিল, আমি কূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম আর উপায় নাই। তখন গণেশের দিকে চাহিয়া ঘৃণাপুর্ণ স্বরে কহিলাম, "পাষণ্ড কুক্কুর! এই কার্য্যের জন্য তোমাকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কি বলিব আমার নিকট তরবারি নাই, নতুবা এখনই তোমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতাম।"

গণেশ আমার কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত রুষ্ট হইল। সে কহিল, "আমাকে এ ভয় দেখান নিতান্তই অনর্থক। তুমি মূর্খ, তুমি বালক! তাই এই দাম্ভিক বাচালতায় গণেশ জমাদারকে ভয় দেখাইতেছ।"

তখন আর কিছু করিতে পারিলাম না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম এই পাষাণহৃদয় পিশাচকে ইহার জন্য শীঘ্রই শাস্তি দিতে হইবে। সমস্ত কথা পিতাকে

ও আমার তিনজন বিশ্বস্ত সহচরকে কহিলাম। আমার সহচরগণ আমার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র গণেশকে আক্রমণ করিতে সম্মত হইল।

সে রাত্রি আমরা সেই স্থানেই রহিলাম। শিবিকাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দলবদ্ধ ভাবে যখন ফিরিঙ্গিদের শিবিরশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার পিতা মুন্সির স্থান অধিকার করিয়া চলিলেন। ফিরিঙ্গিদের শিবির আমাদের শিবিরের এত নিকটে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, অথচ আমরা যখন হত্যা করি, তখন যে গোলযোগ হইয়াছিল, তাহারা কেন যে শুনিতে পায় নাই, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। আমরা অবশ্য খুব সতর্কভাবে কার্য্য সমাধা করিয়াছিলাম। ভিতরে বাজনা বাজিতেছিল, খুব জোরে গান হইতেছিল, তদ্ব্যতীত মুন্সির দুইটি অশ্ব মাঠে ছাড়িয়া দিয়া কয়েকজন ঠগী খুব হৈ হৈ শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছিল, সুতরাং নর-হত্যার গোলমাল বাহির হইতে শুনা যায় নাই। মোট কথা, আমরা সমস্ত কার্য্য এরূপ নিপুণতার সহিত সমাধা করিলাম যে, কেহই কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। আমরা যে সময়ে এই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলাম, সে সময়ে পেটেল ও দফাদার সিপাহীদিগের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সুতরাং তাহাদের মনোযোগ আমাদের প্রতি একেবারেই হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা পুনর্ব্বার পর্য্যটনে বাহির হইলাম। মুন্সিকে হত্যা করায় আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হইল না। সর্ব্বসমেত তিন হাজার টাকা পাওয়া গেল। এখন আমরা ডাকুদের সন্ধান করিতে লাগিলাম। তাহাদের সাক্ষাৎ না পাইলে আমাদের লাভের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

আমরা তথা হইতে নাগপুর গমন করিলাম। তথায় মুন্সির উষ্ট্র ও অশ্বাদি বিক্রয় করা হইল। এইস্থানে আমাদের দল দুইভাগে বিভক্ত হইল। একদল ইমাম্ বক্স নামক জমাদারের অধীনে আমাদের সেই প্রাচীন রাস্তা ধরিয়া অমরাবতীর দিকে যাত্রা করিল। তাহারা বেরারের উপত্যকার মধ্য দিয়া খান্দেশ ও বুর্হানপুর গমন করিবে, এইরূপ স্থির হইল। আমরা দ্বিতীয় দল লইয়া চারি দিন নাগপুরে থাকিয়া যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার সেই রাস্তা ধরিয়া ফিরিলাম।

কিছুদূর আসিতে আসিতেই ডাকুদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমাদের গুপ্তচরেরা পূর্ব্বেই আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল। কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, সেজন্য আমরা নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলাম। পিতা বলিলেন, "এবার আমি একাই 'সথা'র কার্য্য করিব। আমি হিন্দু রাজপুত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিব। আমার প্রকৃত নাম বলিলে তাহারা হয়ত চিনিয়া ফেলিবে।

আমি উহাদের বলিব যে, আমি হায়দরাবাদ হইতে আসিতেছি। তোমরা দেখিবে যে, যদিও আমি প্রাচীন হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাচীন ব্যবসায় বিস্মৃত হই নাই।”

এই উদ্দেশ্যে তিলক কাটিয়া পিতা হিন্দু সাজিলেন এবং দুইজন লোক সঙ্গে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বড়ই উদ্বিগ্ন ভাবে পিতার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, হয়তো তিনি অকৃতকার্য্য হইবেন। গণেশের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। সে আমাকে বলিল “উনি কখনও অকৃতকার্য্য হন না। ভবানীর উহার উপর অশেষ কৃপা।”

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু পিতা তখনও ফিরিলেন না। আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলাম। অল্পদূরেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে কহিলাম “আপনি এত বিলম্ব করিলেন। আমি যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আর কি বলিব। এখন কি সংবাদ বলুন ?”

পিতা বলিলেন “তাহাদের ধরিয়াছি।”

“কি করিয়া কি হইল বলুন ?”

“বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই।। দেখিলাম একজন ডাকু আমার পরিচিত। যাহা হউক, সে আমাকে চিনিতে পারে নাই। ডাকুদের দলপতির নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলাম। আমাকে বলিল যে, সে ইংরাজের কর্ম্মচারী, এখন ছুটি লইয়া হিন্দুস্থান যাইতেছে। আমি বলিলাম যে, আমিও একজন ইংরাজের কর্ম্মচারী, এখন জালনা হইতে আসিতেছি, আমি মদের মাশুল আদায় করি। আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল, স্থির হইল একত্রে পথ পর্য্যটন করিব। দেখ আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। উহাদের মধ্যে যে সমস্ত ইঙ্গিত হইল, তাহা হইতে আমি বেশ বুঝিলাম যে, উহারা আমাদের বেশ উৎকৃষ্ট বুনিজ্ মনে করিয়াছে। আমরা যদি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে উহারাই আমাদের আক্রমণ করিবে।

আমি বলিলাম “এ কার্য্য সাধন করিতে বেশ ভাল লোকই চাই ; আমি নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।”

গণেশ বলিল, “আমিও একজন ফাঁসিদার হইতে প্রস্তুত আছি। আমি কখনও ডাকু মারি নাই ! তাহারা কি খুব বলিষ্ঠ ?”

পিতা বলিলেন “তাহারা খুবই বলিষ্ঠ, তবে তাহারা সকলেই খুব ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। সুতরাং আমরা যদি বেশ নিপুণতার সহিত অগ্রসর হই, তাহা হইলে তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিবে না।”

আমি বলিলাম "আমার মতে তরবারি হস্তে উহাদিগকে আক্রমণ করাই শ্রেয়স্কর।"

পিতা বলিলেন "না, না, তাহা করিতে হইবে না। আমি বলি যে, প্রথমে আমরা উহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিব। অস্ত্র শস্ত্র অবশ্য প্রস্তুত থাকিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত ব্যবহার করা যাইবে।"

সকলে পরামর্শ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থাই স্থিরীকৃত করিল। রাত্রি প্রভাতে যখন ডাকুগণ আমাদের সহিত মিলিত হইল, তখন আমরা গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া উপনীত হইলাম। তাহারা সংখ্যায় পঁচিশ জন! সকলেরই মস্তকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি, আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং দেহ বেশ বলিষ্ঠ। তাহাদের সঙ্গে তেরটি টাট্টু ঘোড়া, সমস্তগুলিই গুরুভারাক্রান্ত। প্রত্যেক ডাকুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন করিয়া লোক যাইতেছিল। ঘোড়াগুলি খুব ধীরে ধীরে ও অতি কষ্টে যাইতেছিল। এইজন্য তাহারা একসঙ্গে ছিল না। আমি ভাবিলাম, আমাদের পক্ষে ইহা সুবিধা। তাহারা একত্রে দলবদ্ধ ভাবে যাইলে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করা আমাদের পক্ষে কিছু কঠিন হইত।

পিতা তাহাদিগকে তদবস্থা দেখিয়া আমাদের কহিলেন, "দেখ যদি বুঝিতে পার যে, উহারা দুই তিন জন করিয়া দল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া উহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করিও। উহারা যদিও কিছু প্রকাশ করিতেছে না, তথাপি উহারা যে আমাদের চিনিতে পারিয়াছে, তাহা নিশ্চিত।"

আমরা একত্রে পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম। আমি কিছুদূর অশ্বারোহণে গমন করার পর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম ও ডাকুদিগের দলপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম। সে ব্যক্তি অবশ্য আমাকে চিনিতে পারে নাই এবং খুব গম্ভীরভাবে ঠগীদলের সহিত তাহার কি প্রকারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতেছিল। গল্প করিয়া বলিতেছিল যে, একবার ঠগীদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা ঠগীদের বধ করিয়া তাহাদের কয়েক সহস্র টাকা কাড়িয়া লইয়াছিল।

আমি তাহার এই সমস্ত মিথ্যাকথা শ্রবণ করিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিলাম। সে আমাকে কহিল "মীর সাহেব! এই সমস্ত ঠগী বড়ই পাপিষ্ঠ। উহাদের মত দুর্বৃত্ত আর ত্রিভুবনে নাই। আমি অনেক ঠগীদলের সংবাদ পাইয়াছি। সাহেব লোকদের এইবার সমস্ত কথা জানাইব। একবার একজন ঠগী আমাকে বলিয়াছে যে, তাহাদের বাড়ী ঝালোন। আমি সেই দিকেই যাইতেছি। আমি ঝালোনে গিয়া তথাকার রাজাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব, তাহা হইলে রাজা নিশ্চয়ই আমাকে পুরস্কার দিবে!"

আমি ভাবিলাম, আগে ঝালোনে যাও, তাহার পর রাজাকে বলিবে।

লোকটি হাসিতে হাসিতে বলিল "লোকে বলে ঠগীরা বড়ই চতুর, কিন্তু আমি ত একবার তাহাদের বঞ্চনা করিয়াছি। তাহারা মহামূর্খ। নিরীহ ও অসহায় পথিকদিগকে বধ করাই তাহাদের ব্যবসায়। তাহাদের জমাদার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছিল, আমি যেন আর তাহাকে চিনিতে পারিব না! আমি বোধ হয় তাহাকে হাজার লোকের মধ্যে চিনিয়া বাহির করিতে পারি। আমার সঙ্গে কি চতুরতা খাটে?"

আমি বলিলাম "সে ত ঠিক কথা; আচ্ছা সে লোকটি কেমন, তাহা জানিয়া রাখা ভাল; ভবিষ্যতে বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমাকে প্রায়ই পর্য্যটন করিতে হয়। আপনি নাকি তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিলেন?"

সে উত্তর করিল "হাঁ, উহাদের সংখ্যা আমাদের সংখ্যার তিনগুণ ছিল। তাহাতে কি হয়? রাত্রিকালে একত্রে থাকিয়া শেষ রাত্রিতে উহাদের আক্রমণ করিলাম। কে যে কোথায় পলাইল, তাহার স্থিরতা নাই। অনেককে মারিয়া ফেলিলাম; যাহারা পালাইল, তাহাদের মধ্যে উহাদের জমাদার একজন। তাহার পর উহাদের টাকা কড়ি সমস্তই আত্মসাৎ করিলাম!"

কিছুদূর যাইতে যাইতে আমরা দুইটি বৃহৎ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম। লোকের বিশ্বাস, এই গাছ দুইটিতে প্রেত বাস করে, এই জন্য পথিকগণ এই গাছের শাখায় এক এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই স্থানটিই তাহাদের ভিল। একে একে তাহারা অশ্বের পশ্চাদ্দেশ পরিত্যাগ করতঃ একত্রে সমবেত হইতে লাগিল। আমরা যদি আর অপেক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভীষণ বিপদ হইত। পিতা ইহা বুঝিলেন। আমি রুমাল বাহির করিবামাত্র তিনি ঝির্ণি দিলেন। এগার জন ডাকুর মৃতদেহ মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপতিত হইল। উহাদের দলপতির আমার রুমালেই মৃত্যু হইল। রুমাল লাগাইবার সময় আমি উহার কর্ণমূলে বলিলাম যে, আমিই আমির আলি, সেই ঠগীদিগের জমাদার। অবশিষ্ট ডাকুদিগকে তরবারির সাহায্যে হত্যা করা হইল। তাহাদের দেহগুলি বনমধ্যে ফেলিয়া দিয়া আমরা পরম উল্লাসে চলিলাম। তাহাদের টাট্টু গুলির ভার নামাইয়া দেখা গেল যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকায় প্রায় তের হাজার টাকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই ভাবে সেহোরা নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে পর একজন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা অবশ্য ভীত হই নাই। তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল। অনেক পথিক নিরাপদে যাইতে পারিবে বলিয়া এই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। আমরা ভাবিলাম, ইহাদের দলে

মিশিয়া পথিকদিগকে ভুলাইয়া অন্যপথে লইয়া যাইতে হইবে। পাছে আমাদের বড় দল দেখিয়া কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, এইজন্য আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। একদলে পিতা আর আমি রহিলাম। আর একদল গণেশ জমাদারের অধীনে রহিল। আমরা পথিকের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম যে, এইভাবে সৈন্যদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়ায় আমাদের ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে। প্রথমতঃ ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে, দ্বিতীয়তঃ খাদ্যদ্রব্যের বড় অধিক কষ্ট হইতেছে। সকল কথা আর আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া প্রয়োজন নাই। এই ভাবে আমরা উনত্রিশ জন পথিককে ভুলাইয়া অন্য রাস্তা দিয়া লইয়া গেলাম ও সুবিধামত তাহাদিগকে বধ করিলাম। এই দলের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিল। এই কার্য্যটি রাত্রিকালে যখন সমাধা হয়, তখন চন্দ্রদেব বড়ই উজ্জ্বলভাবে কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন। এই দলের মধ্যে একটি বালককে আমি বিনাশ করি নাই। গণেশ সঙ্গে ছিল না, কাজেই আমার এই কার্য্যে কেহ কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই। বালকটি যদিও হিন্দু, তথাপি তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে আমি মনস্থ করিলাম। এই বালকের মাতাকে যখন মারিয়া ফেলা হয়, তখন তাহার মৃতদেহ হইতে এই বালকটিকে উঠাইয়া আনিতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সে অত্যন্ত কাতরভাবে চিৎকার করিতে লাগিল। আমি তাহার গাত্রে যেমন হাত দিতে যাই, অমনি সে আমাকে লাথি মারে, কামড়াইয়া দেয়, গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমি ভাবিলাম, মৃতদেহ অপসৃত হইলে বালক শান্ত হইবে। কিন্তু তাহাও হইল না। মৃতদেহ অপসৃত হইলে বালক আরও ভীষণতর ভাব ধারণ করিল। বালকের ব্যবহারে আমি বড়ই উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম। আমি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া আমি যাহা করিলাম, তাহা স্মরণ করিতে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাধ্য হইয়া বালককে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ বন মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ প্রস্থান করিলাম।

এই ঘটনার দুই দিন পরে দেখিলাম যে, একদল অশ্বারোহী সবেগে আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আমার মনে কেমন সন্দেহের উদয় হইল। আমাদের দলের লোকগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যাইতেছিল, আমি তাহাদের দলবদ্ধ করিয়া দৃঢ়সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলিতে লাগিলাম। অশ্বারোহীরা পশ্চাৎ হইতে অত্যন্ত কদর্য্য ভাষায় আমাদিগকে গালাগালি করিতেছিল। অশ্বারোহীদের সংখ্যা চল্লিশ। আমি যদি ঠগী দলের অধিনেতা না হইতাম, তাহা হইলে ঠগীরা নিশ্চয়ই পলায়ন করিত। আমি তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম যে, সে স্থান হইতে অল্প দূরে একখানি গ্রাম আছে, সেই গ্রামের পেটেল আমাদের

একজন অন্তরঙ্গ লোক ; সুতরাং একবারে সে গ্রামে উপস্থিত হইতে পারিলে আর আমাদের কোনই ভয় নাই। আমি স্থির করিলাম যে, এই অশ্বারোহীগণ নিশ্চয়ই পিণ্ডারী! আমি আমার দলের লোকগুলিকে বন্দুক ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলাম।

তাহারা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে আমি তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "তোমরা শত্রু না মিত্র ? যদি মিত্র হও, আরও পশ্চাতে যাও ; যদি শত্রু হও তবে সাবধান।"

অশ্বারোহীদিগের দলপতি তাহাদের দলের সমস্ত লোককে থামাইয়া কহিল, "তোমাদের দলপতি কে ? তাহারই সহিত আমি কথা কহিতে চাই।"

আমি বলিলাম "আমিই দলপতি। একাকী দল হইতে বাহির হইয়া আইস, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি তোমাদের অন্য কেহ অগ্রবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে গুলি চালাইব।"

অতঃপর আমার দলের লোকগুলিকে বলিলাম, "যদি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পাও, তাহা হইলে অবিলম্বে গুলি চালাইও।"

এই বলিয়া আমি অশ্বারোহীদিগের দলপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। অশ্বারোহীদিগের দলপতি আমাকে কহিল, "আমাদের ঠাকুর আমাদের পাঠাইয়াছেন। অবশ্য কেন পাঠাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আমার মতে আপনি একবার তাঁহার নিকট আসুন। অধিক কিছু নহে, সামান্য জরিমানা আদায় করিয়া তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি রাজপুত, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার কথা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নহে।"

আমি উত্তর করিলাম "আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি না, তোমার প্রভুকেও বিশ্বাস করি না। তোমরা পিণ্ডারী, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

সে আর কথা না বলিয়া আমার উপর তরবারি চালনা করিল। সে ব্যক্তি নিতান্ত মূর্খ। ঠগী যে তরবারির ব্যবহার জানে, ইহা সে জানিত না। ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

তাহার পর উভয় দলে রীতিমত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। আমি যখন পিণ্ডারী-দিগের দলে ছিলাম, সে সময়ে যাহারা আমার সহচর ছিল, অদ্য যদি তাহারা সঙ্গে থাকিত, তাহা হইলে এই চল্লিশজন পিণ্ডারীকে আমরা একেবারে বিনাকষ্টে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিতাম। আমাদের দলের একজন অশ্বারোহী গুরুতররূপে আহত হইল। অশ্বারোহীগণ ব্যাপার অসুবিধাজনক বুঝিয়া দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু পলায়ন করিল না। আমরা সবেগে গমন করিয়া সেই গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের পেটেল আমাদের আশ্রয় প্রদান করিল। অশ্বারোহীগণ আমরা গ্রামে প্রবেশ করার পর আর একবার আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু গ্রামবাসি-

গণ আমাদের আনুকূল্য করায়, তাহারা আর কিছুই করিতে পারিল না এবং একে একে পলায়ন করিল। এই প্রকারে আমাদের সাহায্য করার জন্য পেটেল আমাদের নিকট এক হাজার টাকা চাহিল। এত টাকা দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, আমি পিণ্ডারীদিগের মত গ্রাম ধ্বংস করিবার কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু আমার পিতা পেটেলের প্রার্থিত অর্থ তাহাকে প্রদান করিলেন।

এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের এই সমস্ত কার্য্য দেশমধ্যে প্রচারিত হইলেও সৌভাগ্যক্রমে কেহই আমাদিগকে পথে কোনরূপ উৎপীড়ন করে নাই। পরে লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, এই সমস্ত অশ্বারোহী আমাদিগের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ঠাকুর তাহার কর্ম্মচারী-গণের উপর ভয়ানক রুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে এবং ঠগীদিগের উপর তাহার ভয়ানক জাতক্রোধ হইয়াছে। এই ক্রোধের ফলে, এই ঘটনার পর, সে অনেকগুলি ঠগীকে হত্যা করিয়াছে, এমন কথাও শুনিয়াছি।

আমরা পুর্ব্বদিন যেস্থানে পথিকগণকে হত্যা করি, আমাদের চলিয়া আসার পর সেই পথে কয়েকজন পশুপালক যাইতেছিল। বালকটির মৃতদেহ সহসা তাহাদিগের নয়নপথে পতিত হয়। ফলে অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত পথিকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। গ্রামের শাসনকর্ত্তার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হয়, শীঘ্রই কথাটা দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

আমরা আপাততঃ নিরাপদে আমাদের গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিলাম। এবার গণেশের অদৃষ্টেও বেশ লাভ হইল। সে একদল পথিককে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, এই দলের মধ্যে একজন জমাদার ছিল, তাহার একটি বাহু নাই। আমাদের শাস্ত্রানুসারে কোনও লোক অঙ্গহীন হইলে তাহাকে হত্যা করার বিধি নাই। গণেশ এই জমাদারকে হত্যা করিবার সময় যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

গণেশ কহিল "দলের অধিকাংশ লোকই বলিল যে, এ ব্যক্তি যখন অঙ্গহীন, তখন ভবানীর নিকট ইহাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে না। আমি কিছু চিন্তা করিয়া বলিলাম যে, ভগবান ইহাকে অঙ্গহীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, মানুষেই ইহাকে অঙ্গহীন করিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তিকে হত্যা করিবামাত্র এ ইহার সেই প্রাচীন পুর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইবে। জমাদারের দুইটি যুবতী কন্যা ছিল। দলের দু' একজন লোক তাহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিলাম ও এই সমস্ত লোককে খুব তিরস্কার করিলাম।"

এইবার আমরা কিঞ্চিৎ ভাবনায় পড়িলাম। কোন পথে যাওয়া যায়, তাহাই আলোচ্য। সগরে আসিয়া ভবানীর ইঙ্গিত দেখা হইল। তাহাতে উত্তর দিকে

গমন আদিষ্ট হওয়ায় আমরা সগর হইতে সদর রাস্তা ধরিয়া সেরোন্‌জি অভিমুখে চলিলাম। পিতা কিন্তু ঝালোনে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের দল যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে লোকের সন্দেহ হওয়াই সম্ভব। দেশে ইউরোপীয়গণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘাটিতে ঘাটিতে আমাদের যত প্রশ্ন করিত, এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে অনেক পথিকদলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, কাজেই দেশমধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। আমরা তদনুসারে দুই দলে বিভক্ত হইলাম। স্থানে স্থানে রাজকর্ম্মচারীগণকে কিছু কিছু উৎকোচও দিতে হইয়াছিল। পথে অবশ্য আমরা একেবারে কর্ম্মহীন ছিলাম না; দুই একজন করিয়া পথিক প্রায়ই আমাদের হস্তে মারা পড়িত। ক্রমে ক্রমে আমরা হোল্‌কার রাজ্যের অন্তর্ভূত একলেরা নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলাম। পথিক ভুলাইবার জন্য আমাদের দলের যে সমস্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, একদল লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহারা এইস্থান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে গমন করিবে।

এই সমস্ত পথিককে আমাদের প্রেরিত লোকগুলি বুঝাইয়াছিল যে, এখন পথে বড়ই বিপদ, ঠগীরা চারিদিক ঘুরিতেছে, অল্প লোক লইয়া পথে বাহির হওয়া এখনকার দিনে কিছুতেই নিরাপদ নহে। সন্ধ্যার সময় উহাদের দলের দুইজন লোক আমার সহিত পরিচয় করিবার জন্য আসিল। আমিও তাহাদিগকে ঐ সমস্ত ভয় দেখাইলাম। আমার কথার উত্তরে উহাদের মধ্যে একজন কহিল, হাঁ, মহাশয় আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আমি অবশ্য কখনও ঠগী দেখি নাই। তাহারা যে এ অঞ্চলে আছে, তাহাও আমি জানি না। আমার শ্বশুর ঠগী দস্যুর হস্তে মারা পড়েন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি প্রকার? বড়ই দুঃখের কথা ত? আপনি এ বিষয়ে আর কিছু জানেন?"

সে উত্তর করিল "না, আমি নিজে বেশী কিছু জানিনা, লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি, কেবল তাহাই জানি। আমি তখন নিতান্ত বালক, গ্রামে যাহারা প্রাচীন লোক, তাহারা সমস্তই জানে। তাহারা এ বিষয়ে প্রায়ই গল্প করিয়া থাকে। আমার স্ত্রীর যিনি পালক পিতা, তাঁহার নিকট আপনাকে লইয়া যাই চলুন; তিনি আপনাকে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বলিবেন। তিনি এই সমস্ত কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন।"

ঠগীদের গল্প অন্য লোকের মুখে শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমি আমি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার সঙ্গে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। আমি গ্রামের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতে

লাগিলাম, ততই আমার মনে হইতে লাগিল, এই সমস্ত দৃশ্য যেন আমার কত কালের পরিচিত। একটি বাগানের মধ্যে এক ফকীরের কুটির দেখিয়া আমি একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলাম। ফকিরকে দেখিয়া আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল, এ ব্যক্তি আমার সুপরিচিত, ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কোন সময়ে এ ব্যক্তি আমার নিতান্ত আত্মীয় স্থলাভিষিক্ত ছিল। বাজার, মস্‌জিদ্‌, কোটালের চৌকি, শিবের মন্দির সমস্তই যেন পরিচিত। মনে হইতে লাগিল, যেন এই অল্পদিন হইল এ সমস্ত দেখিয়াছি, অথচ কিছুই বুঝিতে পরিলাম না।

সম্মুখে একখানি গৃহ। গৃহখানি দেখিয়া আমি একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। গৃহের মধ্যে যে বৃদ্ধ বসিয়াছিল, তাহাকে আমি চিনি। আমি যে উহার নাম পর্য্যন্ত জানি। একি! ইহার নাম যে রহিম খাঁ। যাহা হউক, এ ফতে মহম্মদ্‌ খাঁ নামে আমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিল। আমি আমার মনোভাব গোপন করিয়া রাখিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হইতে লাগিল, এ সমস্ত বুঝি মতিভ্রম। দেশ পর্য্যটন করিতে কখন হয়ত এই গ্রামে আসিয়াছিলাম, হয়ত এই গ্রামে দুই চারি দিন বাস করিয়া গিয়াছি, সেই জন্যই এরূপ মনে হইতেছে। যাহা হউক, যে লোকটি আমাকে লইয়া আসিল, সে ঐ বৃদ্ধকে ঠগীদস্যু পীর খাঁর গল্প আমার নিকট আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

ত্রি চ ত্বা রিং শ প রি চ্ছে দ

ভ্রাতার ভগিনী-হত্যা

বৃদ্ধ ব্যক্তি অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত আমাকে অভিবাদন করিল। উভয়ে একত্রে উপবেশন করিলে তামাকু সেবন করিতে করিতে সে যে বালিকাটিকে পোষ্যপুত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পিতা কি প্রকারে ঠগীদস্যুদলের হস্তে নিহত হয়, তাহা আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিল। পূর্ব্ব ব্যক্তির নিকট এই গল্প যেরূপ শুনিয়াছিলাম, বৃদ্ধও প্রায় সেইরূপই বর্ণনা করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই সমস্ত ঠগী দস্যু কে? অনেক ঠগীদলের লুণ্ঠনযাত্রার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু এ বিবরণ ত কখনও শুনি নাই,

বিশেষতঃ এ কার্য্যের মধ্যে ঠগীদিগের বিশেষ নিপুণতাও রহিয়াছে। মনে মনে স্থির করিলাম যে, বাড়ী ফিরিয়া পিতাকে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি সম্ভবতঃ এ ব্যাপার অবগত আছেন। গল্পের উপসংহারে অবগত হইলাম যে, নিহত ব্যক্তির শিশু পুত্রকে ঠগীরা বিনাশ করে নাই। আমি ভাবিলাম, সে শিশুই বা কে ? আপনা হইতে হঠাৎ একবার আমার মনে হইল, আমিই হয়ত সেই বালক। বৃদ্ধকে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা এই ঠগীদিগের বা এই বালকের কথা তাহার পর আর কিছুই জানেন না ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল "না, আর কিছুই কখন শুনি নাই। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেই বালকটি যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে মীর সাহেব সে ঠিক আপনারই সমবয়সী।" তাহার পর বৃদ্ধ তীক্ষ্ণভাবে আমাকে দেখিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমাকে যেন চিনি চিনি মনে হইতেছে, তুমিই সেই বালক নও ত?"

সত্য বলিতে কি, তাহার এই উক্তিতে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া কহিলাম "না, না; আমার পিতা জীবিত আছেন, মাতার অবশ্য মৃত্যু হইয়াছে। আর তদ্ব্যতীত আমরা সৈয়দ, আপনি যাহাদের কথা বলিলেন, তাঁহারা ত পাঠান।"

বৃদ্ধ যেন হতাশ হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল ও কহিল "না, তাহা হইলে আমার অনুমান ঠিক নহে। তবে সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। যাহা হউক মীর সাহেব! বৃদ্ধের ভ্রান্তি মার্জ্জনা করিবেন। ঐ দেখুন, সেই বালিকার পুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ বালক ঠিক উহার মাতার মত। বলুন দেখি, সাদৃশ্য কি খুব অধিক নহে ?"

আমি কহিলাম "আচ্ছা আপনি নাকি বলিলেন যে, ঐ বালিকার নিকট কি একটা দৈবশক্তিসম্পন্ন স্বর্ণমুদ্রা আছে ?"

বৃদ্ধ বলিল "হাঁ একটি আছে। আমি অনেক মাদুলি ও কবচ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অব্যর্থ রক্ষা কবচ আর কখনও দেখি নাই। ইহা সঙ্গে থাকিলে কোনও ভয়ের কারণ নাই।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, এই স্বর্ণমুদ্রাটী অধিকার করিয়া আজিমাকে উপহার দিব। অতঃপর বৃদ্ধের সহিত কল্য প্রত্যুষে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাতে এই যাত্রীদলের সহিত মিলিত হইলাম, ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছয় জন। প্রথম দিন পথের মধ্যে সুবিধামত স্থান পাওয়া গেল না। পরদিন রাত্রিকালে আমরা এক জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। পূর্ব্ব হইতে আমাদের কবরখননকারীরা স্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি সেই বৃদ্ধের সহিত একত্রে পদব্রজে যাইতেছিলাম। সমস্তই প্রস্তুত, এমন সময়ে আমরা একটি শশক দেখিতে পাইলাম। ঠগীদিগের

পক্ষে শশক দর্শন বড়ই অলক্ষণ। আমাদের দলের অন্যান্য যাহারা এই শশকটিকে দেখিয়াছিল, তাহারা বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িল। কেহ কেহ এই কার্য্য হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইতে বলিল। আমি তখন লক্ষণ অলক্ষণে খুব বেশী বিশ্বাস করিতাম না, কাজেই আমি পশ্চাৎপদ হইলাম না। সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঝির্ণি প্রদান করিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল। আমি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই দৈবশক্তিবিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রাটি গ্রহণ করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সমীপে গমন করিলাম। আমি রমণীর কণ্ঠ হইতে রেশমী ফিতায় বাঁধা সেই স্বর্ণমুদ্রা জোর করিয়া কাড়িয়া লইলাম। তাহার পর সেই রমণীর মৃত্যুবিবর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে ভাবিলাম, কি সুন্দর! যাহা হউক, সেই মুখ আমার হৃদয়পটে একেবারে চিরকালের মত অঙ্কিত হইয়া গেল সেই মুখের স্মৃতি উত্তরকালে কোটি বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় আমার চিত্তকে দংশন করিয়াছে। আমার জীবনের সকল আশা, অনুতাপের দারুণ দাবানলে দগ্ধ করিয়াছে।

মনে হইল, দলের অন্যান্য লোকের আর এ মুখ দেখিয়া প্রয়োজন নাই। তাহারা এই দেহ সমাহিত করিবার সময় ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চয়ই নানারূপ অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথা বলিবে। আমার পক্ষে তাহা একেবারে অসহ্য। ইতোমধ্যে গোপাল নামক একজন ঠগী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম "দেখ এই মৃতদেহটির গাত্রবস্ত্র উন্মোচিত করিও না, ঠিক এই ভাবে সম্মানের সহিত ইহার দেহ সমাহিত করিও! ইহা আমার কঠিন আদেশ জানিও, যেন অন্যথা না হয়।" এই কার্য্যে অতি সামান্য উপার্জ্জন হইল। আমি এই স্বর্ণমুদ্রাটিকে অত্যন্ত যত্নের সহিত নিজের নিকটে রাখিলাম। মনে হইল, ইহাই আমার পরম লাভ।

ইহার পর আমার লুণ্ঠন-পিপাসা অনেক পরিমাণে উপশান্ত হইল। সংগ্রহ করিলে অনেক পথিক বিনাশ করিতে পারা যাইত, আমি কিন্তু সে বিষয়ে আর চেষ্টা করিলাম না। নিতান্ত যে দুই একজন আপনা হইতে আমাদের দলে আসিয়া মিশিল, কেবলমাত্র তাহাদেরই হত্যা করিলাম। মলের রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া আমাদের পরামর্শ হইল, এখন কোন্ দিকে যাওয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিল যে, উত্তরাভিমুখে আগ্রা পর্য্যন্ত যাওয়া যাউক, তথা হইতে ঝালোনে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে। এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম না। অনেকেই আমার মতে মত দিল। সুতরাং আমি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "দেখ বন্ধুগণ! উত্তরাভিমুখে গেলেই যে উপার্জ্জন হইবে, আর গৃহাভিমুখে গেলে হইবে না, এমন কোন কথা নাই। সকল পথেই পথিকগণ গতায়াত করিয়া থাকে। আমির আলির প্রতি ভাগ্যদেবী চিরকালই খুব প্রসন্ন, ভবানীর ইঙ্গিত মত বেশ সতর্ক-ভাবে চলিতে চলিতে এখনও অনেক উপার্জ্জন হইতে পারে।"

আমার কথায় সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহিত ঝালোন অভিমুখে যাত্রা করিল। কয়েকদিন পর্য্যটন করার পর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত তিয়ারী নামক এক নগরে আসিয়া আমরা শিবির সন্নিবেশ করিলাম। বুনিজের সন্ধানে এইস্থানে আমরা দুইদিন রহিলাম। এই স্থান হইতে বাহির হইলে আর বুনিজ পাইবার মত স্থান নাই, এই জন্য আমি মনে একরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এখান হইতে কিছু নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিতে হইবে। দলের সমস্ত লোক প্রাণপণশক্তিতে 'বুনিজ'-এর সন্ধান করিয়া কিছুই পাইল না। তখন আমি অতি উত্তম পরিচ্ছদে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং নগরে বাহির হইলাম। দুইবার অশ্বারোহণে সমগ্র বাজার পরিভ্রমণ করিলাম, কিছুই সুবিধা দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে দেখিলাম, একখানি গৃহের অলিন্দে তিনজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান একত্রে বসিয়া রহিয়াছে। আমি অশ্ব লইয়া তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া মুক্তা রত্ন প্রভৃতি কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিলাম।"

তিন জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সত্য সত্যই ক্রয় করিবেন, না এ সহরে মূল্যবান দ্রব্যাদি কেমন পাওয়া যায়, তাহাই জানিবার জন্য দেখিতে চাহিতেছেন ?"

আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম "একি মহাশয়! আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ, প্রাচীন লোকের সহিত কি আমি উপহাস করিতে পারি ? সত্য সত্যই আমার কয়েকটি দ্রব্যের প্রয়োজন।"

বৃদ্ধ বলিল, "যখন আপনাকে ক্রয় করিতেই হইবে, তখন এই যে সেখ নাসিরুদ্দিন রহিয়াছেন, ইহার সঙ্গে ইহার বাড়ীতে যাইলে আপনি আপনার প্রয়োজনমত দ্রব্য পাইবেন।"

আমি আপাততঃ তাহাদের মজ্‌লিসে বসিলাম। তাহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি সৈয়দ বলিয়া নিজের পরিচয় দিলাম ও কহিলাম যে, আমি সালাবৎ খাঁর অধীনে সৈনিক বিভাগে বহুদিন কার্য্য করিয়াছি।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে কহিলাম "আমার নিবাস ঝালোন্। সালাবৎ খাঁ তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ফেলিতেছেন, আমার ন্যায় অশ্বারোহী সৈনিকের তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করার আর সুবিধা নাই। এখন আমি ঝালোনের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতেছি। রাজা বড়ই মহৎ লোক। তাঁহারই একটি কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইয়া দৌলত রাওএর নিকট গমন করিয়াছিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় তথায় নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিয়া এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেই রত্নবণিকের সহিত তাহার গৃহে গমন করিলাম। তাহার গৃহ দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, লোকটি বেশ ধনাঢ্য। সে আমাকে বাহিরে বসাইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভিতর বাড়ীতে গমন করিল। আমি তদবসরে

ভাবিতে লাগিলাম, কি প্রকারে এই বণিককে ভুলাইয়া হস্তগত করিতে পারা যায়।

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ব্বিদ্ ঠগী

অল্পক্ষণ পরেই গৃহস্বামী অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার এক হস্তে একটি বাক্স, আর অপর হস্তে একটি সুন্দর বালককে হস্তে ধরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিতেছিল। বালকটি তাহার প্রথম পুত্র, তাহাকে আমার নিকট পরিচিত করাইয়া দিল। বালকটির বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর, দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি বুদ্ধিমান। আমি সওদাগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "আল্লা আপনার উপর বিশেষরূপেই সন্তুষ্ট। সাহেবজাদা, আপনার ঠিকই উপযুক্ত পুত্র। আমার একটি পুত্র ছিল, এতদিন থাকিলে ঠিক এত বড়ই হইত। কিন্তু কি করিব? আল্লার ইচ্ছা। আল্লা অকালে সে স্বর্গের পুষ্প স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। এখন আমার গৃহ শূন্য। যাউক সে কথা, আর বলিয়া কি হইবে? আপনার আর পুত্র কন্যা কি?"

সওদাগর উত্তর করিল "আরও তিনটি পুত্র। দেখুন, সংসারে মান সম্ভ্রম, ধন জন, পুত্র ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। আপনার দুঃখ করার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি। আপনার অল্প বয়স, আল্লার নিকট সরলমনে প্রার্থনা করুন, ধর্ম্মশীল সৈয়দের প্রার্থনা আল্লা কখন অপূর্ণ রাখেন না।"

আমি ক্ষেদপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলাম, "না, সে আশা আর নাই। আমার একটি কন্যা আছে। যাহা কিছু জীবনের সুখ সেই কন্যাটিকে লইয়া; শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে। তাহারই বিবাহের জন্য দুই একটি মুক্তা, হীরক প্রভৃতি প্রয়োজন।"

সওদাগর হস্তস্থিত ক্ষুদ্র পেটিকা উদ্ঘাটন করত আমাকে অনেক মূল্যবান রত্ন ও মুক্তা দেখাইয়া কহিল, "দেখুন, এই সমস্ত দ্রব্য একেবারে পুণা হইতে আমদানী। এমন সব দ্রব্য রাজা রাজড়ার ঘরেও নাই।"

আমি দ্রব্যসম্ভার দর্শন করিয়া নিরতিশয় মুগ্ধ হইলাম ও কহিলাম "দ্রব্যগুলি খুবই সুন্দর, তবে আমার মত দরিদ্র সৈনিকের পক্ষে এ সমস্ত ক্রয় করা সম্ভব

কিনা, তাহাই ভাবিতেছি। দেখুন এ সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া আর আমি কি করিব? তিনশত টাকার মধ্যে হয়, এমন দ্রব্য যদি কিছু থাকে, তাহাই দেখান।"

বণিক বাছিয়া বাছিয়া একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিল। আমি ঠিক এই প্রকারের জিনিসই খুঁজিতেছিলাম, দরদস্তুর লইয়া বিশেষ গোলযোগ হয় নাই, শীঘ্রই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল। তখনও উজ্জ্বল রত্নহারসমূহ আমার পুরোভাগে শোভা পাইতেছিল। আমি পুর্ব্বাপেক্ষা স্নুন্দর একগাছি মালা উত্তোলন করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলাম "আহা আমাদের রাজা যদি এই রত্নহার একবার মাত্র দেখিতে পাইতেন!"

বণিক উত্তর করিল "তাহা হইলে তিনি কি ইহা ক্রয় করিতেন মনে করেন?"

আমি বলিলাম "নিঃসন্দেহরূপে ক্রয় করিতেন। কারণ আমি ঝালোন হইতে বাহির হইবার পুর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে, মূল্যবান রত্নমালা ও মুক্তাহার ক্রয় করিবার জন্য রাজা দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা নানাস্থান হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু কেহ কোনরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সন্ধান আনিতে পারিল না। একদিন তিনি সুরাটে লোক পাঠাইবার কথা বলিতেছিলেন।"

বণিক কিছুকাল আপন মনে চিন্তা করিয়া কহিল "আপনার কি মনে হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই এই হার ক্রয় করিবেন?

আমি বলিলাম "নিশ্চয়। তাঁহার কন্যার বিবাহ, এইরূপ হার না হইলেই নহে।"

সওদাগর রত্নমালা হস্তে গ্রহণ করিয়া কহিল "এ গাছি খুবই স্নুন্দর কি বলেন? আপনি যদি ইহা ক্রয় করিতেন, তাহা হইলে ছয় হাজারের মধ্যে দিতে পারিতাম। তবে রাজা রাজ্‌ড়া খরিদ্দার হইলে আট হাজার টাকার এক পয়সাও কম নহে।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, ভাল কথাই হইয়াছে। আমি একটি কথা বলি, শ্রবণ করুন। পুর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, আমি একজন দরিদ্র লোক। কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইবে, তজ্জন্য অত্যন্ত বিব্রত। আপনি যদি এই সমস্ত দ্রব্য ঝালোনে লইয়া যান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে। আমি যদি আপনাকে সাহায্য করিয়া ঝালোনে লইয়া যাই ও এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিই, তাহা হইলে আপনি আমাকে কি দিতে পারেন? আপনি ত এই মালার জন্য তিন শত টাকা পাইবেন, ঐ টাকাটা ছাড়িয়া দিতে পারেন? যদি পারেন, বলুন, সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। দেখুন ইহাতে আপনার বিশেষ সুবিধা, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।"

সওদাগর কহিল, "তাইত, ঝালোন,—সে অনেক দূর। যদি মালা বিক্রয়ই হয়, তাহা হইলে টাকা লইয়া কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিব? দস্যুরা এই রত্নমালা বিক্রয়ের সন্ধান পাইবে এবং পথে নিশ্চয়ই আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

আমি উত্তর করিলাম "সে জন্য চিন্তা করিবেন না। রাজা ফিরিয়া আসিবার সময় নিশ্চয়ই সঙ্গে লোক দিবেন। অবশ্য যদি আপনার যাইতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।"

সওদাগর কহিল "আচ্ছা, একজন জ্যোতির্বিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করি।"

আমি উত্তর করিলাম "না, না! এ সমস্ত কার্য্যে আর জ্যোতিষিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে রাজার সিপাহি ও আমার নিজের লোক লইয়া প্রায় পঞ্চাশ জন রহিয়াছে, ভয়ের কারণ মোটেই নাই। আবার আপনিই বলিতেছেন যে, রত্নহার দুই বৎসরকাল আপনার নিকট পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ উপযুক্ত ক্রেতা পাইতেছেন না, সুতরাং আমার মতে আপনার যাওয়াই উচিত।"

সওদাগরের পুত্র সওদাগরকে কহিল "হাঁ, হাঁ, পিতঃ! মীর সাহেব ঠিক কথাই বলিতেছেন; আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; অনেক নূতন নূতন দেশ দেখা যাইবে। তুমি ত আমাকে অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছ যে, এইবার যখন বিদেশে যাইবে, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।"

সওদাগর কহিল "আমার সত্যই যাইতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। মীর সাহেব! তুমি বলিলে আট হাজার টাকাই পাওয়া যাইবে, আর এই প্রকারে বিদেশে না গেলে এখানে বসিয়া বসিয়া যে, ইহা বিক্রীত হইবে, এমন সম্ভাবনাও ত দেখি না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইহা একজন পিণ্ডারীর নিকট ক্রয় করিয়াছিলাম সে লোকটা দোস্ত মহম্মদের নিকটই হউক, আর চিতু সর্দ্দারের অধীনেই হউক, কার্য্য করিত। এই মালা সে বরাবর তাহার নিজের নিকট রাখিয়াছিল। তাহার পর ফিরিঙ্গিরা যখন পিণ্ডারী দমন করিয়া ফেলিল, তখন সে অর্থাভাবে এই মালা বিক্রয় করে।"

আমি বলিলাম "তাহা হইলে আপনি ইহা খুব সুলভেই পাইয়াছেন?"

সওদাগর উত্তর করিল "হাঁ, খুব দুর্ম্মূল্য হয় নাই। দায়ে পড়িয়া জিনিস বিক্রয় করিলে প্রায়ই কিছু সস্তায় ছাড়িতে হয়। তাহা হইলেও যে ব্যক্তি আমার নিকট ইহা আট হাজার টাকায় কিনিবে, সেও খুব সস্তাতেই পাইবে। আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। মধবাজি সিন্ধিয়াকে আমি ইহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্রব্য দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু এখন আর এ সমস্ত দ্রব্য কে ক্রয় করিবে? কাজেই সমস্ত দ্রব্য ঘরে মজুত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।"

আমি বলিলাম "দেখুন সেথজি! সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া আমার এই মত যে, আমার সঙ্গেই আপনার ঝালোনে যাওয়া কর্ত্তব্য।

সেথজি কহিল "হাঁ, মীর সাহেব! আমার সংকল্প স্থির, তবে গৃহিণীগণকে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া একমাসের মত বিদেশ-যাত্রারূপ একটা বড় প্রস্তাবে

ত সম্মত হওয়া যায় না। আপনি এইমাত্র বলিতেছিলেন নয় যে, চৌকিতে একবার কোটালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন? আমি বলি কি আপনি আপাততঃ কোটালের নিকট হইতে ফিরিয়া আসুন, আমিও ইত্যবসরে গৃহিণী-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া আসি।"

আমি কহিলাম "যাহা হয় করুন। আমার আর ইহাতে স্বার্থ কি। এই বলিয়া আমি তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। এক জন ঠগী দূর হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "এ লোকটি বুনিজ্?"

আমি উত্তর করিলাম "এখন চুপ কর। টোপ ধরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বড়্শি বিঁধিতে পারি নাই।"

কোতোয়ালের নিকট আমার অবশ্য কোনই কার্য্য ছিল না। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দলের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলাম এবং কাহাকে কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে যথাবিধি উপদেশ দিলাম। লালু আমাদের দলের প্রধান লোক। সে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "মীর সাহেব! আপনি একেবারে অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিতেছি। পথে বাহির হইয়া পড়ুন, অদৃষ্টে থাকে অনেক 'বুনিজ' মিলিবে। বাড়ী হইতে লোককে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া কি সহজ কথা? তাহার পর আপনি এইমাত্র উহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন, আবার যাইবেন। আপনি অনেক লোক লইয়া সহরের বাহিরে শিবির করিয়া এই দুই দিন রহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অনেকে দেখিয়াছে। সওদাগর অবশ্য দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছে। সে না হয় আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল, কিন্তু উহার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি ত আছে, তাহারা উহাকে যাইতে দিবে কেন? তাহারা নিশ্চয়ই উহাকে নিরস্ত করিবে।"

আমি লালুকে কহিলাম "দেখ দেখ, এ সমস্ত ভয় তোমাকে করিতে হইবে না। এ সমস্ত ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব। তুমি খুব চতুর, তোমার উপর একটি কার্য্যের ভার দিই। তুমি আমার সঙ্গে এস, লুকাইয়া সওদাগরের বাড়ীর নিকটে বসিয়া থাকিবে। যদি দেখ সওদাগরের কোন ভৃত্য জ্যোতির্বিদের বাড়ী যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ করিও; সঙ্গে টাকা লইও। জ্যোতির্বিদকে টাকা খাওয়াইয়া তাহার দ্বারা সওদাগরকে ব্যবস্থা দেওয়াইতে হইবে যে, কল্য, প্রভাতে যাত্রার পক্ষে অতি শুভদিন, ইহার পর আর শুভদিন নাই। এ কার্য্যটি করিতে পারিবে ত?"

লালু হাসিতে হাসিতে বলিল "এ কার্য্য খুব করিতে পারিব।"

লালুর সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া, স্বয়ং ছদ্মবেশ ধারণ করত লালুকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিলাম। লালুকে সওদাগরের বাড়ীর নিকটে

গোপনে রাখিয়া, ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে তাহাকে তিন শত টাকা দিয়া মুক্তার মালা লইলাম, তাহার পর কাজের কথার প্রসঙ্গ উঠিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সেখজি! আপনি যাইতেছেন, না আবার মত বদলাইয়া গেল ?"

সেখজি উত্তর করিল "না, আমার মত মোটেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই, আমার যাইতে খুবই ইচ্ছা। জেনানা মহলে গিয়া যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, তখন অবশ্য আপত্তি কেহই কোনরূপ করে নাই; তবে সকলেই একবাক্যে বলিল যে, একটা শুভদিন দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হওয়াই উচিত। তাহাদের অনেক প্রকারে বুঝাইলাম, কিন্তু এ আপত্তি কিছুতেই খণ্ডন হইল না। আমি কি করি, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও দশটি টাকা দিয়া একজন ভৃত্যকে এখানকার যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কল্য দিন ভাল নহে। দেখুন মীর সাহেব! আপনি কল্যকার দিন এখানে থাকুন, পরের দিন সম্ভবতঃ শুভ হইবে। কি বলেন ?"

আমি উত্তর করিলাম "না, না, আমার আর থাকা হইবে না। এই তিন দিন কাল আমি এখানে অকারণ বসিয়া রহিলাম। আর থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। জানেন সেখজি! আমাদের সময়ের দাম খুব বেশী। রাজা আমার এই বিলম্বের জন্য নিশ্চয়ই মনে মনে রুষ্ট হইতেছেন। আপনি আসুন আর নাই আসুন, আমাকে ত কল্য যাইতেই হইবে। আপনি যদি না আসেন, তাহাতে আপনারই ক্ষতি, আমার আর কি ? তবে আপনি একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ভদ্রলোক, পথে আপনার সঙ্গে বেশ সুখে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতে পারিতাম, আমার এইমাত্র লাভ।"

লোকটা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে মনে করিয়াছিল যে, আমি তাহার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সম্মত হইব ও কল্য এখানে থাকিয়া পরদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে আমাকে কহিল "মীর সাহেব! আপনার সহিত কি চুক্তি হইয়াছে, আপনার অবশ্য স্মরণ আছে। আমি আপনাকে দুইশত দিতে চাহিয়াছিলাম। আপনি যদি একদিন অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আরও একশত টাকা দিব। আপনি এই মাত্র বলিলেন যে, আপনার অবস্থা বেশ সচ্ছল নহে। অবশ্য একশত টাকা পাইলে এই কন্যাদায়ের সময় আপনার যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে।"

আমি বলিলাম "না সেখজি! তাহা হইবার নহে। একশত টাকা ত অতি সামান্য, এক হাজার টাকা দিলেও আমি কল্য এখানে থাকিতে পারিব না।"

সেখজি কহিল, "দেখুন মীর সাহেব! জ্যোতির্ব্বিদের কথায় আমার তত বিশ্বাস নাই। তবে কি জানেন, আমার স্ত্রীগণ, আমি জ্যোতির্ব্বিদের কথা না শুনিয়া আপনার সহিত যাত্রা করি, তাহা হইলে তাহারা চারিজনেই, আমার উপর নিরতিশয় রুষ্ট হইবে। সে বড় সহজ কথা হইবে না।"

দেখিতে দেখিতে সান্ধ্য উপাসনার সময় হইল। আমরা উভয়ে গালিচা পাতিয়া একত্রে উপাসনা করিলাম। উপাসনার পর আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, লালু জ্যোতির্ব্বিদের সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিবে। দেখা যাউক, তাহার দৌত্যের ফলে কি হয়?

আমরা একত্রে বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি, আমি উজ্জ্বল ভাষায় সওদাগরের নিকট বর্ণনা করিতেছি যে, ঝালোনে গেলে রাজা তাহাকে কতই আদরে অভ্যর্থনা করিবে, এমন সময়ে বাহির হইতে একজন লোক সওদাগরকে ডাকিল। আমার হৃদয় আপনা হইতে নাচিয়া উঠিল। আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই সেই জ্যোতির্ব্বিদ অথবা তাহার লোক আসিয়াছে।

আমি গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন আংশিকরূপে শ্রবণ করিলাম। তাহাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। কিছুক্ষণ পরে সওদাগর ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মীর সাহেব! বড়ই সুসংবাদ। ব্রাহ্মণ বলিয়া গেল, কল্য খুব শুভদিন, কল্য যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রথমবারে গণনায় ভুল হইয়াছিল।"

আমি কহিলাম "তবে ভালই হইয়াছে, আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। আপনি যাত্রার উদ্‌যোগ করুন। সওদাগর কহিল "মীর সাহেব! আমি আপনার কথামতই কার্য্য করিব। ভৃত্য সঙ্গে লইব না। একজন সহিস হইলেই যথেষ্ট। পথে অধিক আড়ম্বর করিয়া না যাওয়াই শ্রেয়ঃ।"

আমি বলিলাম "দেখুন, তাহা হইলে প্রভাতী তারা উঠিতে উঠিতে আপনি আমাদের শিবিরে যাইবেন, অধিক বিলম্ব করিবেন না।

সওদাগর আমার কথায় সম্মত হইলে আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের শিবিরে গমন করিলাম। লালু কি প্রকারে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল "সওদাগরের বাড়ী হইতে একজন ভৃত্য বাহির হইল। তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, লোকটা মাতাল। তাহাকে মদের দোকান কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে মদের দোকানে আমাকে লইয়া গেল। আমি তাহাকে মদ খাওয়াইয়া সমস্ত সংবাদ— মায় জ্যোতির্ব্বিদের নাম ধাম প্রভৃতি— জানিয়া লইলাম। তাহার পর কি জানেন? অতি আশ্চর্য্য কথা, শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। মন্দিরে জ্যোতির্ব্বিদের নিকট গমন করিলাম। সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আমাকে দেখিল। বাহিরে অন্যান্য লোক ছিল,

আমাকে সে সঙ্গে করিয়া নিভৃত কক্ষে লইয়া গেল। সেখানে সে আমাদের দলের সঙ্কেত করিল। দেখিলাম, লোকটা ঠগী। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানিলাম, সে আমাদের দলভুক্ত বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত। কাশীতে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ পড়িয়া ব্যবসায়ের অনুরোধে এ দেশে আসিয়াছে। আর সমস্ত কথা কি বলিব? তাহাকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। সে আরও কিছু চাহে। আমাকে বলিল যে, আরও এক শত টাকা দিতে হইবে। আমি বলিলাম যে, আমাদের দল অত্যন্ত বৃহৎ, কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; তোমার যাহা ন্যায্য ভাগ হয়, তাহা হুণ্ডি করিয়া লোকদ্বারা পাঠাইয়া দিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লোকটা সন্তুষ্ট হইয়াছে ত? বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ত?"

লালু উত্তর করিল "বিন্ধ্যাচলের পুরোহিতগণ কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করে না।"

আমি বলিলাম "ব্রাহ্মণ অনেক কার্য্য করিয়াছে, আমার একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

লালু বলিল "না, না, আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজন নাই। আবার আপনি মন্দিরে গেলে সেখানে কোন ক্রমে কোন কথা যদি বিন্দুমাত্রও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে।"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ

চারি দিন অতীত হইয়া গেল, সওদাগর আমাদের সঙ্গে পর্য্যটন করিতেছে। তাহার সঙ্গে লোকজন ছিল না। আমরা যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে বধ করিতে পারিতাম। অগ্রসর হইতে হইতে একটি শশক আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে মনে হাস্য করিলাম, ভাবিলাম কি আশ্চর্য্য কুসংস্কার! এই সামান্য জন্তু দৈবক্রমে সম্মুখে উপস্থিত হইলে সাহসী ঠগী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিবে না। এই অহেতুকী ভীতি বংশপরম্পরায় ঠগী সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে।

সওদাগর ও তাহার ভৃত্যকে হত্যা করিতে কোনও কষ্ট হয় নাই। সে কথা

আর কি বর্ণনা করিব ? সওদাগরকে হত্যা করিয়া আমাদের যথেষ্ট লাভ হইল। পরবর্ত্তী গ্রামে গিয়া আমরা গুড় খাইলাম। সওদাগরের পেটারি খুলিয়া দেখিলাম সেই পূর্ব্বকথিত রত্নহার ব্যতীত সে বিক্রয় করিবার জন্য আরও অনেকগুলি মূল্যবান প্রস্তর লইয়া আসিয়াছিল। সমস্তগুলির মূল্য পঁচিশ হাজার টাকার কম হইবে না। এইবার যথেষ্ট উপার্জ্জন হইয়াছে, পথে আর বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন, এই ভাবিয়া আমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজিমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলাম। আমাদের বাটীর সমস্তই কুশল, আনন্দের আর সীমা নাই। কিন্তু গণেশের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। লোক মুখে শুনিলাম, সে পূর্ব্বদিকে বরাবর কাশী গিয়াছিল। তাহার পর সে কোথায় গেল, কি হইল, এ সমস্ত সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই। গণেশের উপর চিরদিনই আমার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, সুতরাং তাহার অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া আমি কখনই দুঃখিত হই নাই।

হঠাৎ একজন ইংরাজ ঝালোনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপনে রাজার সহিত তাহার অনেক পরামর্শ হইল। কি কথা হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমরা অনুসন্ধান করিয়া এই পর্য্যন্ত অবগত হইলাম যে, ইংরাজদের সহিত রাজার সন্ধি হইল, রাজা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইংরাজ ঝালোন হইতে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আমরা তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। আমার কন্যার বিবাহ হইবে, বাড়ীতে উৎসব, আনন্দের আর সীমা নাই। একদিন দিবা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় রাজার একজন হরকরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজদরবারে কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য আমার ও আমার পিতার ডাক পড়িয়াছে। আমি হরকরাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমাদের বাড়ীতে কন্যার বিবাহ, আমরা সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত, এ সময়ে রাজদরবারে যাইতে হইলে কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হরকরাকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া আমরা হরকরার সহিত রাজদরবারে গমন করিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আমাদিগকে দেওয়ানখানায় লইয়া যাওয়া হইল। রাজা দরবারে বসিয়াছেন, মুৎসুদ্দিগণ ও সৈন্যগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান। দ্বারদেশে পাদুকা রাখিয়া আমরা দরবারে প্রবেশ করিলাম। যথাবিহিত অভিবাদন করিতে করিতে রাজগদীর অভিমুখী হইতেছি, এমন সময়ে সহসা অনেকগুলি লোক ভয়ানক ভিড় করিয়া আমাদের উপর পতিত হইল ও আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল। তাহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য আমি অবশ্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনেকগুলি প্রহরী

আমাকে চাপিয়া ধরিল, আমার মাথার পাগড়ি কাড়িয়া লইল এবং হাত দুখানি এত জোরে বাঁধিল যে, আমার মনে হইল, বোধ হয় অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। পরিশেষে আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি ভাবিলাম, আমার সময় উপস্থিত, ভাগ্যদেবী এতকাল পরে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আর বৃথা অনুশোচনা করিয়া কি করিব? ভবানীর ও আল্লার এইরূপ ইচ্ছা। তাঁহাদের ইচ্ছার গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারে?

আমি নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিলে রাজা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"আমির আলি! তোমার নামে এসব কি কথা শুনিতেছি? তুমি নাকি একজন ঠগী, একজন নরঘাতক দস্যু? ঝালোনে আমরা সকলে তোমাকে একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর বলিয়া জানি, অথচ তোমার নামে এ সমস্ত কি অপবাদ? নীরব রহিলে কেন? তোমার নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ কর।"

আমি উত্তর করিলাম "রাজন্! আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা জানি না। আমি কি সকলের সহিত এবং আপনার সহিত বিশেষ ভদ্রভাবে চিরকাল ব্যবহার করি নাই? আমি যে সমস্ত গ্রাম ইজারা লইয়াছি, আমার সুব্যবহারে সেই সমস্ত গ্রামে দারুণ দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তে অতুলনীয় সমৃদ্ধি কি উপস্থিত হয় নাই। এই দরবারে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কেহ কি বলিতে পারে যে, আমি কখনই তাহাদের সহিত কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, অথবা তাহারে নিকট বঞ্চনা করিয়া একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করিয়াছি? রাজন্! এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। অতএব আমি ও আমার পিতা অদ্য কি কারণে আমাদের উৎসবানন্দময় গৃহ হইতে এখানে আনীত হইয়াছি?"

রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে অভিযুক্ত করিতেছি না। আমি যাহা শুনিতেছি, তাহা কি মিথ্যা, একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু তোমার ও তোমার বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষী উপস্থিত।" অতঃপর একজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাক্ষীদিগকে লইয়া আইস। একে একে তাহারা আসামীদের সম্মুখে নিজ নিজ বক্তব্য বলুক। এ বিষয়ে আমরা গুপ্তভাবে কিছু করিতে চাহি না।"

কিছুক্ষণের জন্য সভাস্থল নীরব হইল, শত শত চক্ষু আমাদের উপর নিবদ্ধ। আমি পিতার প্রতি চাহিলাম, এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা দেখিলাম। তিনি আমার প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা একেবারে নিরাশব্যঞ্জক, তাঁহার উৎসাহ একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই বুঝিলাম, তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য যে লোকটি আসিতেছে, উদ্‌গ্রীবভাবে তাহার প্রতি চাহিলাম। তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলাম, আর আশা নাই। আমি এ পর্য্যন্ত তাহার নাম উল্লেখ করি নাই। সে ব্যক্তির সহিত প্রথম হইতেই আমাদের সম্বন্ধ। প্রথমে সে গুপ্তচরের কার্য্য করিত, তাহার পর অনেকক্ষেত্রে ফাঁসিদারের কার্য্যও করিয়াছে। তাহার নাম সুরজ্। আমার প্রথম যাবতীয় লুণ্ঠন-যাত্রাতেই সে আমার সঙ্গে ছিল। আমি ঠগী হইবার পুর্ব্বে সে বহুদিন পিতার অধীনেও কর্ম্ম করিয়াছিল, সুতরাং সে ব্যক্তি আমার জীবনের সমস্ত কথাই জানিত। আমার পিণ্ডারী হওয়ার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা, সে একটির পর আর একটি আনুপুর্ব্বিক ও যথার্থভাবে বর্ণনা করিল। আমরা যে সমস্ত স্থানে পথিকদিগের মৃতদেহ প্রোথিত করিয়াছি, সে সেই সমস্ত স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাহিল। আমরা কোন্ বারে কত টাকা পাইয়াছি, তাহা সমস্তই বর্ণনা করিল। উপসংহারে কহিল যে, আমি ও আমার পিতা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঠগী দলপতি, আমরা দুইশত তিনশত লোক লইয়া লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হই।" অতঃ-পর পিতাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কটু কথা বলিল। রাজা তাহার মুখে এই সমস্ত কটু কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, "দেখ, আমার একজন প্রজাকে অকারণ এরূপ কদর্য্য ভাষায় গালাগালি করিও না।" অতঃপর পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দেখ, তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, বল, ভয় করিও না।"

পিতা বলিলেন "ভয়? ভয় কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না। এই ঝালোনের মধ্যে যশোবন্ত মল্ সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে আহ্বান করা উচিত।"

রাজা দূতকে ডাকিয়া বলিল "যশোবন্ত মল্‌কে ডাকিয়া আন।"

একজন লোক সংবাদ দিল, "যশোবন্ত মল্ মারা গিয়াছে।"

এই সংবাদে পিতা কিছু বিচলিত হইলেন। প্রথম সাক্ষী কহিল "এইবার বোধিকে আহ্বান করা যাউক।"

বোধির নাম শুনিয়া আমার বড়ই ভয় হইল। আমার মনে ভয় হইল, তবে আর আশা নাই। রাজার আদেশে বোধি আসিয়া উপস্থিত হইল। পাপিষ্ঠের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। সে এই অবস্থায় দরবার মধ্যে উপস্থিত হইয়া বন্দীভাবে অবস্থিত আমাদের দুইজনকে দেখিল। সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বোধি আমাদিগের বড়ই বিশ্বস্ত অনুচর ছিল ও কবরখননকারীর কার্য্য করিত। পিতা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সে কেমন করিয়া দারুণ অকৃতজ্ঞ ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এই চিন্তায় যেন নিরতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িল। রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, তুমি একজন মহাপাপী। তুমি সত্য কথা বলিবে বলিয়া তোমাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি

দেওয়া হইয়াছে। তুমি নিজেও যে সমস্ত নর-হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে, তাহাও অকপটে বিবৃত কর। ইংরাজেরা এই জন্য তোমাকে প্রাণভিক্ষা দিয়াছে। এখন তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। তুমি যদি তোমার অঙ্গীকার পালন কর, তবেই তোমার মঙ্গল, নতুবা ইংরাজেরা জীবন ভিক্ষা দিলেও আমি তোমাকে হত্যা করিব। তোমাকে হস্তীর পদতলে পেষণ করা হইবে।" এই বলিয়া হস্তী আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর রাজা তাহাকে বলিলেন, "দেখ, তুমি সত্য কথা বলিও, আমি তোমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করি যে, এই নগরের ধনাঢ্য যশোবন্ত মলের মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জান ?"

সভাস্থ সকলে ঔৎসুক্যে মুখব্যাদন করিয়া রহিল। পিতা সাতিশয় উদ্বেগের সহিত সাক্ষীর প্রতি চাহিলেন। পিতা সাক্ষীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমার যাহা বক্তব্য বলিয়া ফেল।"

রাজা রুক্ষস্বরে পিতাকে চুপ করিতে আদেশ করিলেন। বোধি আর কিছু-তেই কথা কহিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে কহিল "মহারাজ ! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।"

প্রথম সাক্ষী কহিল "এ ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিতেছে। যশোবন্ত মলের হত্যার সময় এ ব্যক্তি ইস্‌মাইল জমাদারের সহিত উপস্থিত ছিল।"

রাজা বোধিকে বলিলেন "দেখ, বোধি ! তুমি সমস্তই শুনিতেছ। তুমি যখন সত্য কথা বলিলে না, তখন তোমার মৃত্যুও অবধারিত। তবুও আমি তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য সময় দিলাম।"

পিতার মুখাকৃতি বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে বোধি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কহিল "যশোবন্ত মল সত্যই মারা গিয়াছে, আমি স্বহস্তে তাহার কবর খনন করিয়াছি।"

রাজা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "হায় ভগবান্ ! হায় সীতারাম ! যশোবন্ত মল মারা গিয়াছে।" অতঃপর আত্মসংবরণ করিয়া কহিল "আচ্ছা, তাহার পর কি জান, শীঘ্র শীঘ্র বল। দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণাকে যদি ভয় কর, তবে কোন কথা গোপন করিও না।"

বোধি বলিতে আরম্ভ করিল "যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইস্‌মাইল মনে করিল যে, যশোবন্ত যদি আমাদের দলের সমস্ত লোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে ভয় পাইবে। এই জন্য দলের এক অংশ স্থানান্তরে প্রেরণ করিল। অতঃপর যশোবন্তকে আমাদের শিবিরে আহার করিয়া নিদ্রা যাইবার জন্য ইস্‌মাইল নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সে আমাদের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কবর খনন কার্য্য শেষ হইয়া গেল। সূর্য্যাস্তের একঘণ্টা পরে যশোবন্ত আমাদের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যশোবন্ত ও তাহার দুইজন ভৃত্য নিহত হইল। আমরা তাহাদিগকে প্রোথিত করিলাম।"

রাজা বলিলেন "যথেষ্ট, যথেষ্ট! আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

প্রথম সাক্ষী কহিল "রাজা বাহাদুর! যদি আপনি আরও প্রমাণ চাহেন, তাহা হইলে আমি আনিয়া দিতে পারি। আচ্ছা জমাদারের হস্তে যে অঙ্গুরীয় রহিয়াছে, উহা দর্শন করিলেই আপনি চিনিতে পারিবেন, উহা কাহার?"

আমার হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইল। আমার পিতার অঙ্গুলি হইতে সেই হীরকাঙ্গুরীয় জোর করিয়া খুলিয়া লওয়া হইল। সভাস্থ সকলেই অঙ্গুরীয়কে পরীক্ষা করিল। একজন সওদাগর সভার মধ্যে হীরকাঙ্গুরীয়কে দেখিয়া বলিল যে, ইহা যশোবন্ত মলের, তদ্ব্যতীত যশোবন্ত মলের নাম ইহার উপর খোদিত ছিল।

রাজা পুনর্ব্বার কহিল "যথেষ্ট হইয়াছে! আমি নিজে ইহা চিনি। আর প্রমাণ প্রয়োজন নাই; পাপিষ্ঠকে লইয়া যাও, হস্তীর সহিত সহর ঘুরাইয়া আন ও রাষ্ট্র করিয়া দাও যে, দুর্ব্বৃত্ত একজন ঠগী দস্যু।"

রাজার পার্শ্বে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বসিয়াছিল। রাজা তাহাকে 'মীরসাহেব' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছিল। সে ব্যক্তি ইংরাজের কর্ম্মচারী। সে বলিল, "আচ্ছা, ইস্‌মাইল কি বলে আমাদের শ্রবণ করা প্রয়োজন।"

রাজা পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দুর্ব্বৃত্ত! তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া ফেল।"

পিতার অভিমানপূর্ণ হৃদয়ের দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, মৃত্যু অনিবার্য্য। যতক্ষণ জীবনের আশা ছিল, ততক্ষণ তাঁহার মুখে ভয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল। আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে দারুণ বিকৃতভাব দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মনে হইতেছিল যে, পিতা বুঝি কাতরস্বরে অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিবেন, কিন্তু পিতা তাহা করিলেন না। তিনি নিজের অতীত কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া যেন বিশেষরূপ গৌরব বোধ করিয়া উদ্ধতভাবে কহিলেন, "হাঁ, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে মিথ্যা কথা বলিয়া এ জিহ্বা কলুষিত করিতে চাহি না। আমি যশোবন্ত মলকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি, কারণ সে এই রাজারই মত পাপাশয় ছিল। সে ঠগীদিগকে নিযুক্ত করিত, তাহাদের অর্থ অপহরণ করিত, অথচ ঠগীদিগকে কিছুই দিত না। আমি শত শত লোককে হত্যা করিয়াছি। আল্লা এই সমস্ত লোককে আমার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি; কিন্তু এই যশোবন্ত মলকে বধ করিয়া যে আত্মপ্রসাদ পাইয়াছি, এমন আর কখনও পাই নাই। রাজা! তুমিও যশোবন্তের সহিত সমান অপরাধে অপরাধী, তুমি সমস্ত কথাই জান। আমি আমার জীবনের জন্য আদৌ ভীত নহি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জীবনে আমার আর প্রয়োজন নাই। জীবনের যাহা সুখ, তাহা চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবন ভারস্বরূপ। অল্প দিনের মধ্যেই স্বভাবের প্রেরণায় এ দেহের পতন যখন

অবশ্যম্ভাবী, তখন মৃত্যুকে আমি কেন ভয় করিব ? কিন্তু রাজা ! তুমি যে আজ আমাকে হত্যা করিতেছ, এজন্য ভবানীর নিকট তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। আমার অন্তিম অভিশাপ তোমার মস্তকের উপর রহিল। তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, আমার অর্থ অপহরণ করিয়াছ, আমি নরহত্যা করিয়া যে অর্থ পাইয়াছি, তুমি বরাবর তাহার অংশ লইয়াছ, আমাদের ইতিহাস তুমি সমস্তই জান, এজন্য আল্লা তোমার বিচার করিবেন। জাহান্নায় তোমার শাস্তি হইবে। তোমার যাহাতে উপযুক্ত শাস্তি হয়, ভবানী তাহার ব্যবস্থা করিবেন !"

রাজা অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে কহিল, "পাপিষ্ঠের মুখে পাদুকাঘাত কর, উহাকে শাস্তি দাও ! মিথ্যাবাদীকে এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে লইয়া যাও !"

প্রহরীরা আসিয়া আমাদের দুইজনকেই টানিয়া লইয়া চলিল। আমি আত্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চারিদিকে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইতেছে, আমি একবার পিতার সমীপস্থ হইলাম ও তাঁহাকে কহিলাম "পিতঃ ! আমাকে কিছু বলিবেন না ?"

পিতার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "পুত্র ! বিশ্বাসী ঠগীর জন্য পরলোকে যে স্বর্গের ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মরণ কর। সেখানে অনন্ত যৌবন, অফুরন্ত সুখ। আর এক কথা, তুমি আমার পুত্র নহ, তবে তোমাকে চিরদিন পুত্রভাবে পালন করিয়াছি, পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছি। আল্লা এখন তোমাকে রক্ষা করিলেই আমি সুখী।"

সৈন্যগণ আসিয়া পিতার মুখে আঘাত করিল ও টানিয়া লইয়া চলিল। পিতা আমাদের 'রামাসী' ভাষায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রতিশোধ ! রাজার কথা ইংরাজদের নিকট সমস্ত বলিও, এই রাজার অবস্থা যেদিন আমার মত হইবে, সেইদিন আমার আত্মা স্বর্গে বসিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিবে !"

পিতা আর কিছু বলিলেন না। সৈনিকগণ আমাকে তথায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল। পিতার অন্তিম দশা আমি তথায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে বাধ্য হইলাম। তাহারা পিতার কটিদেশে দড়ি বাঁধিয়া হস্তীর পদে ঐ দড়ি বাঁধিয়া দিল। হাত-দুখানি পিছমোড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। পিতা কল্‌মা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মাহুত অঙ্কুশাঘাতে হস্তী চালাইয়া দিল। শীঘ্রই পিতার মৃত্যু হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঝালোনের রাজার কুষ্ঠরোগে মৃত্যু হয়। ঠগীরা বলে যে, এই কার্য্যের জন্য ভবানী ইহজন্মে তাহার এই দণ্ডবিধান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাসন ও স্ত্রী-বিয়োগ

পিতাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া আমার মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা সর্ব্বথা অবর্ণনীয়। সহস্র প্রকারের চিন্তা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল, পরিশেষে আমি একরূপ পাগল হইয়া পড়িলাম। এখন আমার প্রথম চিন্তা, পিতার এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। হায়! একবার যদি কোন প্রকারে ছাড়া পাইতাম! আমি যদিও তখন নিরস্ত্র, তথাপি মনে হইতেছিল, একবার ছাড়া পাইলে নিমেষের মধ্যে রাজার গলায় ফাঁসি লাগাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারি। আমি আত্মোদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। আমি যতই চেষ্টা করি, সৈনিকগণ ততই দৃঢ় ও সতর্কভাবে আমাকে চাপিয়া ধরে। পরিশেষে আমার বন্ধন এত দৃঢ় হইয়া পড়িল যে, অসহ্য বেদনায় আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি প্রহরীগণকে অনুনয় করিয়া কহিলাম যে, আমাকে দরবার হইতে লইয়া যাওয়া হউক। তদনুসারে তাহারা আমাকে দরবার হইতে লইয়া গিয়া কারাগারমধ্যে এক ভীষণ গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। হস্তের বন্ধন অবশ্য মোচন করিয়া দিল।

হায় আল্লা! সেদিন যে আমার কিরূপে অতিবাহিত হইল, তাহা আর কি প্রকারে বলিব?

আমি পিঞ্জরের মধ্যে অবরুদ্ধ, শত শত লোক আমাকে দেখিতে আসিল, তাহারা কত প্রকারে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে বন্য জন্তুর ন্যায় গণ্য করিয়া নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যাহারা আমাকে দেখিলে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া, পথ ছাড়িয়া পার্শ্বে দাঁড়াইত, তাহারা আজ আমাকে অতীব কদর্য্য ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। অনেক সময়েই আমার মনে হইত, এক দিন আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে। এতদিন যাহা স্বপ্নের ন্যায় সময়ে সময়ে মনে উদয় হইত, অদ্য তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। আল্লা! আল্লা! আমি উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলাম। আজিমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলাম। যাহারা আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে আমি কাতরস্বরে আজিমার নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনাদান করিতে বলিলাম। তাহারা আমার এই কথায় উপহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে লাগিলাম! হায়! আমার মুখে আজিমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর তাহারা তাহার এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার উদ্দেশে কত অশ্রাব্য কথা বলিতে লাগিল। আমি বিফলে অশ্রু রুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমি যতই চেষ্টা করি, অশ্রু ততই প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়। ক্রমে ক্রমে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, লোকজন সমস্ত চলিয়া গেল, চারিদিক নির্জন, পিঞ্জর-মধ্যে আমি একাকী। নিদ্রাগত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু হতভাগ্যের উপর নিদ্রাদেবীও অপ্রসন্না। কোথায় আজিমার উষ্ণ বক্ষে সুখ-শয়নে রাত্রিযাপন, আর কোথায় এই অন্ধকারপূর্ণ কারাগারমধ্যে ইন্দুর, টিক্‌টিকি প্রভৃতির ঘৃণিত সাহচর্য্য! অনিদ্রায় ও অকথ্য মনোবেদনায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাত্রিপ্রভাতে যথারীতি উপাসনা করিলাম। বড়ই পিপাসা পাইয়াছিল, জল চাহিলাম, কেহই এক বিন্দু জল দিল না। দিবালোক প্রকাশিত হইবা-মাত্র কারাগারের অঙ্গনে আবার সহস্র সহস্র দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার সকলে আমাকে কটুবাক্যে উপহাস করিতে লাগিল। আমি একেবারে নীরব হইয়া রহিলাম। রুমালে মুখ ঢাকিয়া আমি একধারে বসিয়া রহিলাম, বহিঃস্থিত জনমণ্ডলীর উপর আদৌ দৃষ্টিপাত করিলাম না। এক-একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে লাগিলাম, আমার দুঃখে একজনেরও হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়াছে কি না। কিন্তু বিফল সে অন্বেষণ! সকলেই আমার পরিচিত, কিন্তু একটি লোকও করুণা-কোমল চক্ষে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, সকলেই আমার দুঃখে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে বলিয়া মনে হইল!

সমস্তদিন কাটিয়া গেল। এক কণা খাদ্য, কি এক বিন্দু পানীয় জল পাইলাম না। তখন গ্রীষ্মকাল; আমি শৈশব হইতেই নানারূপ বিলাসে অভ্যস্ত। গ্রীষ্মের দিনে আজিমা কত প্রকারের সরবৎ প্রস্তুত করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। হায়! সেই আমি অদ্য সমস্তদিন এক বিন্দু পানীয় জল পাইলাম না। বুঝিয়াই দেখুন, সে কি ভয়ানক কষ্ট! কত লোককে আমার দুঃখের কথা বলিলাম, আমার সে করুণ স্বরে পাষাণও গলিয়া যাইত, কিন্তু মানব-হৃদয় অবস্থাবিশেষে একেবারে অবিচলিত! দিন শেষ হইল, রাত্রি আসিল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, এই ভাবেই কি আমাকে হত্যা করা হইবে! হায়, তাহা হইলে পিতা ত আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাগ্যবান! তিনি এক ঘণ্টা মাত্র ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এ সমস্ত যন্ত্রণার কথা আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? রাত্রি প্রভাত হইল, সুস্নিগ্ধ উষানিল আমার উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিল। আমার তখন ক্ষুধা ছিল না, দারুণ পিপাসায় আমার পাকস্থলী পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একজন লোক আসিল, তাহার নিকট আমি কাতর স্বরে জল চাহিলাম। সে আমার কথা শুনিল না, চলিয়া গেল। আর একজন আসিল, তাহাকেও চাহিলাম, সেও আমার কথা শুনিল না, চলিয়া গেল। পরিশেষে যে ব্যক্তি আসিল, সে

আমার বিশেষরূপে পরিচিত, আমি তাহাকে বহুদিন অন্নদান করিয়া পালন করিয়াছি, চিরদিনই তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আমি জল চাহিলে সে সভয়ে আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, "মীর সাহেব! বড়ই কঠিন কথা। রাজার হুকুম, যে-কেহ আপনাকে জল অথবা খাদ্যদ্রব্য দিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

আমি পুনরায় তাহাকে যুক্তকরে সামান্যমাত্র জল দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। লোকটির অন্তঃকরণ বিচলিত হইল এবং সে একটি মৃত্তিকাপাত্রে পানীয় জল আনিয়া দিল। আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই; জলটুকু পান করিয়া আমি স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া গেল যে, রাত্রিকালে সে আমার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য ও তৎসহ আমার বাটীর সংবাদ আনিয়া দিবে।

দিনমান একরূপে কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে পুনর্ব্বার অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। তখনও আমার মনে আশা ছিল। আমার মনে হইতেছিল যে, সে লোকটি আমাকে বঞ্চনা করিবে না। দারুণ উদ্বেগের সহিত তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। একখানি কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লোকটি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও কয়েকখানি রুটি আনিয়াছিল, আমি তাহা আহার করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোলাম নবী! আমার বাটীর সংবাদ কি কিছু আনিতে পারিয়াছ?"

লোকটি মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "মীর সাহেব! আমি বড়ই মন্দ সংবাদ আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তাহা আমি বুঝিয়াছি, তবুও বল; আজিমার মৃত্যু হইয়াছে — এই সংবাদ যদি আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হই।"

লোকটি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, "আপনি যাহা চাহেন ঠিক তাহাই হইয়াছে, আজিমা মারা গিয়াছে।"

"আর আমার কন্যা?"

"একজন মোল্লা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। এই মোল্লা আপনার স্ত্রীর অন্তিম-কার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়াছেন।"

"আমার বাড়ীর কথা কি বলিতেছ?"

"আপনার বাড়ী নাই। রাজার সৈনিকগণ আপনার বাটী লুণ্ঠন করিয়াছে। শুনিলাম, এই লুণ্ঠনে রাজার আশাতিরিক্ত লাভ হইয়াছে। আপনার স্ত্রী ও কন্যাকে তাহারা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। আপনার পিতার মৃত্যু ও আপনাদের বন্দী হওয়ার কারণ শ্রবণ করার পর আজিমা আর কাহারও সহিত কথা কহে নাই। কাষ্ঠপুত্তলিকার মত বসিয়া ছিল, তাহার পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি কহিলাম "তুমি বেশ সংবাদ দিয়াছ, তুমি এখন চলিয়া যাইতে পার।"

লোকটি চলিয়া গেলে আমি চিন্তাসমুদ্রে মগ্ন হইলাম। ভাবিলাম, বেশ হইয়াছে, আজিমা মারা গিয়াছে। আমার আজিমা— আমার প্রিয়তমা আজিমা— আর ইহ-সংসারে নাই! যে আজিমার কথায় আমি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিতে পারিতাম, সে আজিমা আজ নাই! ওহো! আমি তাহাকে প্রাণের সহিত কিরূপই না ভালবাসিতাম। মানবে এত ভালবাসিতে পারে না। জীবনে এ ভালবাসা একবারের অধিক দুইবার আসিতে পারে না। যাহা হউক, সে মারা গিয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছিল আমি একজন ঠগী দস্যু, এই কারণেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক, জীবিত থাকিয়া দস্যুপত্নী বলিয়া লোকাপবাদ সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইয়াছে। যদি সে জীবিত থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতাম না; সে পবিত্রচরিত্রা, সুশীলা, পতিব্রতা। আর আমি— সুতরাং ভালই হইয়াছে। আল্লার কৃপায়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে!

পরদিন হইতে রাজার আদেশে আমি সামান্য পরিমাণ আহার পাইতে লাগিলাম। এই প্রকারে তিন মাস কাটিয়া গেল। আমার মনে হইল যেন তিন বৎসর কাটিয়া গেল! আমার শরীর তখন অত্যন্ত শীর্ণ।

তিন মাস পরে এক দিন রাজপ্রহরীরা আমাকে দরবারে লইয়া গেল। দেখিলাম, রাজা বসিয়া রহিয়াছে। রাজাকে দেখিয়া আমার সমস্ত শরীর একেবারে জ্বলিয়া গেল। আর কেনই বা জ্বলিয়া না যাইবে? এই রাজা প্রত্যেক লুণ্ঠন-যাত্রার পর আমাদিগের নিকট হইতে নিয়মিত অংশ পাইয়াছে, বরাবর আমাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অত্যন্ত উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়াছে, পরিশেষে আমার বহু বৎসরের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, আমাকেও হত্যা করিবে! এতদপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হইতে পারে? পিতার কথা মনে পড়িল। তিনি কি আমার পিতা? কিন্তু শেষ সময়ে তিনিই বলিয়া গেলেন যে, তিনি আমার জন্মদাতা পিতা নহেন। কিন্তু সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? যিনি আমাকে আজীবন পুত্রভাবে পালন করিয়াছেন, যাঁহাকে আমি পিতা বলিয়া জানিতাম, তিনিই কেবলমাত্র আমার পিতার পরিচয় জানিতেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তখন আর আমার জীবনের প্রথম রহস্য নির্ণীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমি কে, আমার জন্মদাতা পিতা কে, সে সমস্ত সংবাদই বা জানিয়া কি হইবে? আমি এখন সংসারে একাকী, আপন বলিতে আর কেহই নাই। একটি কন্যা আছে। শুনিয়াছি ধর্ম্মাত্মা মোল্লা তাহাকে যত্নে লালন পালন করিতেছেন। অবশ্য তাহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে, এবং তাহার পর সে আমাকে ভুলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সে যেন চিরদিন সুখে থাকে।

আমি রাজার দরবারে আসিলাম, আমি এখন একেবারে বন্ধুহীন। সভায় যে সমস্ত লোক বসিয়া ছিল, তাহারা সকলেই একদিন আমার নিকট অনুগ্রহ পাইয়া নানা প্রকারে আমার তোষামোদ করিয়াছে। আর আজ তাহারা সকলেই নীরব, আমার পক্ষাবলম্বন করিয়া একটিমাত্রও কথা কহে এমন মনুষ্য নাই! রাজা আমাকে কহিল, "আমির আলি! আমির আলি আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতাম, আমি তোমাকে সচ্চরিত্র ও একজন ধনাঢ্য সওদাগর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ! শুধু আমাকে নহে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়াছ। তুমি একজন ঠগীদস্যু, তুমি একজন নরঘাতক! দেখ এখনও আমি তোমার মৃত্যু ইচ্ছা করি না। তুমি যাহার শিক্ষায় ও প্ররোচনায় জীবনের সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া এই লোকহিংসাকর ভীষণ ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অতি ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করা হইয়াছে। দেখ আমির আলি! সত্য কথা বল, তুমি সমস্তই জান। যদিও আমি ইচ্ছা করিনা যে, তুমি প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হও, তথাপি লোকে যাহাতে তোমাকে দেখিলে চিনিতে পারে, তজ্জন্য তোমার ললাটে চিহ্ন প্রদান প্রয়োজন।" এই বলিয়া রাজা প্রহরীগণকে আদেশ করিল। তাহারা আমাকে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে শোয়াইল, আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তাহারা আমার হস্তপদ জোর করিয়া ধরিয়া একটি উত্তপ্ত পয়সা দিয়া আমার কপালে দাগ করিয়া দিল। সে যে কি কষ্ট, তাহা আর কি বলিব! সে কেবল শারীরিক যন্ত্রণা নহে, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাও। লোকসমাজে যেখানে যাইব, সেইখানেই আমি দস্যু বলিয়া পরিচিত হইব, তদপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

অতঃপর রাজা আদেশ করিল, "উহাকে লইয়া যাও, আমার রাজ্যের সীমান্তে গিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আইস।" অতঃপর আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, "দেখ আমি তোমাকে জীবনভিক্ষা দিলাম। যে শাস্তি পাইলে, তাহা হইতে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও, পাপপথে যাইও না। আর এক কথা, ইহার পর যদি কখনও ঝালোন্ রাজ্যের কোন গ্রামে বা নগরে কেহ তোমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তোমার পিতার মত তোমারও মৃত্যু অবধারিত।"

এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজা দরবার হইতে চলিয়া গেল। প্রহরীরা আমাকে দুইদিন কাল হাঁটাইয়া ঝালোন্ রাজ্যের সীমায় লইয়া গেল। সেখানে তাহারা আমার হস্তপদের বন্ধন মোচন করিয়া হাতে দুইটি টাকা দিল ও ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিল। এখন আবার সমগ্র জগৎ আমার সম্মুখে উন্মুক্ত। তখনও কপালে বেদনা ছিল। আমি আমার শিরস্ত্রাণ এমন করিয়া বাঁধিলাম, যেন কেহ আমার কপালের দাগ দেখিতে না পায়। তখনও ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল। যন্ত্রণা সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি, কিছুই জানি না। ক্রমশঃ

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। আমিও আশ্রয়ের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে দুইটি টাকা ছিল, একটি টাকা ভাঙ্গাইয়া এক হোটেলওয়ালার নিকট তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিলাম। রাত্রিতে সেই স্থানেই ঘুমাইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীর বেশ সুস্থ হইল। মনে বল আসিল, আমার মনে হইল যে, আমি আমির আলি। সেই গ্রাম হইতে যখন অন্যত্র গমন করিতেছিলাম, তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু আমার ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া আমাকে শান্তিদান করিতেছিল। আমি এখন স্বাধীন, অতীতের সমস্ত কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া আনন্দে চলিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে, অদৃষ্ট-লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? কিছুদূর অগ্রসর হইতে হইতে এক বন্য গর্দ্দভ আমার দক্ষিণ দিকে ডাকিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম লক্ষণ শুভ। প্রাণে যে কি আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? আমি সজোরে ভবানীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "মাতঃ! আপনার সঙ্কেত পাইয়াছি, আমিও প্রস্তুত। আমি পাপ করিয়াছিলাম, আপনার সঙ্কেত অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, তাহার ফল ফলিয়াছে, তজ্জন্য দণ্ডিত হইয়াছি। আমি আপনার আদেশ কিছুতেই অবজ্ঞা করিব না। অতএব প্রার্থনা করি, যদি আপনার আমার প্রতি সত্যই কৃপা থাকে, তবে থিবাউ ও পিল্‌হাউ আদেশ করুন।" ভবানীর কৃপা হইল। আমি উভয় প্রকার সঙ্কেত ধ্বনিই শুনিতে পাইলাম। বামে ও দক্ষিণে উভয় দিকেই এই শব্দ শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, ভবানী আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন, আমি আবার একজন ঠগী।

তখনও আমার কোমরে রুমাল বাঁধা ছিল, আমি রুমালখানি বাহির করিলাম। তখন আমার সঙ্গে একটি টাকা ও কয়েকটি পয়সামাত্র ছিল। পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, এই জন্য ভাবিলাম, পুনরায় লোক জুটাইয়া ঠগীদল গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

পথে চলিয়াছি। সমস্ত প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, কোন পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় একটি বৃক্ষমূলে বিষণ্ণচিত্তে শয়ন করিলাম। নিদ্রা আসিতেছে, এমন সময়ে একজন মুসলমান আসিয়া আমার গাত্রে হস্ত দিয়া আমাকে জাগাইল। আমি উঠিয়া শিষ্টভাবে তাহাকে অভিবাদন করিলাম! দুইজনের মধ্যে বেশ পরিচয় হইয়া গেল। লোকটির নিকট কিছু খাদ্য ছিল, সে তাহা বাহির করিল। আমি ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি দেখিয়া সে আমাকে কিছু খাদ্য দিল। আমি প্রাতঃকাল হইতে কিছুই আহার করি নাই। সুতরাং বেশ পরিতৃপ্তির সহিত তাহার প্রদত্ত সে আহারীয় ভোজন করিলাম। লোকটি আহারান্তে আমার নিকট তাহার বস্ত্রাদি রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কূপে জল আনিতে গেল। আমি তদবসরে ভাবিলাম লোকটিকে 'বুনিজ' করিতে হইবে।

লোকটি ফিরিয়া আসিয়া যখন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিল, আমি সেই সময়ে তাহার গলদেশে রুমাল লাগাইলাম। অতঃপর তাহার মৃতদেহ সেই কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম, তাহার পাদুকা ও বস্ত্রাদি কূপের সিঁড়ির নিকট রাখিয়া দিলাম। কারণ, লোকে দেখিলে মনে করিবে যে, লোকটি কূপে স্নান করিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। লোকটির একখানি তরবারি ও ঢাল ছিল, তাহা লইলাম, তাহার নিকট চল্লিশটি টাকা ছিল। ভাবিলাম, আমি একাকী, এখন যদি অবশ্য শিকার নাও পাই, তাহা হইলে দুই তিন মাস ইহাতে চলিবে। পরবর্ত্তী গ্রামে গিয়া গুড় কিনিয়া তর্পণীর যজ্ঞ করিলাম। এখন আমার চেষ্টা হইল, আরও ঠগী সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার দল বাঁধা।

ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার তীরবর্ত্তী কাল্‌পি নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। একদিন প্রাতঃকালে এক পানওয়ালার দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময়ে কয়েকজন লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত কথা কহিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহারা ছত্রপুরে যাইতেছে। আমি জানিতাম যে, ছত্রপুরে অনেক ঠগীর বাস। অতঃপর সে লোকগুলিকে কহিলাম, আমিও ছত্রপুরে যাইব, সেখানে যাইবার পথঘাট কিছুই জানিনা।

লোকগুলি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "আপনাকে সৈনিক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা সওদাগর। আপনি যখন পথ চেনেন না, তখন আমাদের সঙ্গে অনায়াসেই যাইতে পারেন, তবে আমরা এখন বরাবর ছত্রপুরে যাইব না। আমরা বান্দা হইয়া ঘুরিয়া যাইব, সেখানে আমাদের দুই একদিন বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। বিলম্বে যদি আপনার কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে যাইতে পারেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বান্দা নামক স্থানেও অনেক ঠগীর বাস। অতএব আমি সওদাগরের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। সন্ধ্যাকালেই তাহাদের সহিত পর্য্যটনে বাহির হইয়া কয়েকদিনে বান্দা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে সওদাগরদিগের কয়েকদিন থাকিবার কথা। আমি ঠগী-অন্বেষণে বাহির হইলাম। সন্ধ্যাকালে নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রহমৎ নামক গণেশের দলভুক্ত একজন ঠগীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে সে আমাকে চিনিতে পারে নাই, পরে পরিচয় হইলে আমি আমার দুঃখের কথা তাহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। গণেশের সম্বন্ধে সে আমাকে জানাইল যে গণেশ এক্ষণে বিপদাপন্ন, সামান্য দুই একজন অনুচর সহ নগরের নিকট সম্ভবতঃ পর্য্যটন করিতেছে। ক্রমশঃ তাহার সহিত কাজের কথা হইল। আমি যে একদল সওদাগরের সহিত যাইতেছি, সে কথা তাহাকে বলিলাম। সে আমাকে বলিল যে, সে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আটজন ঠগী সংগ্রহ করিতে পারে। অতঃপর কহিল, দেখুন, এখন

দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ; আর বোধ হয় ঠগীবৃত্তি চলিবে না। বর্ষাশেষে আমরা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি।" যাহা হউক, রহমৎ কল্য সন্ধ্যার মধ্যে পনের জন লোক সংগ্রহ করিতে স্বীকার করিলে আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন লোক পাইলাম। তাহারা একজন উপযুক্ত দলপতি খুঁজিতেছিল। আমার নাম ঠগীসম্প্রদায়ে বিশেষরূপে পরিচিত, সুতরাং আমাকে দলপতিরূপে লাভ করিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রহমৎ আমার সহিত সমস্ত ঠগীর পরিচয় করাইয়া দিল। আমি কাহার কিরূপ শক্তি, কাহার দ্বারা কতটুকু কার্য্য হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইলাম।

আমাদের পরামর্শ হইয়া গেল। স্থির হইল যে, এখান হইতে দুইটি বিশ্রাম-স্থানের পরে একখানি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে উহারা পুর্ব্বে যাইবে। আমি সওদাগরদিগের সহিত সেই গ্রামে উপনীত হইলে তাহারা আমাদের সহিত মিলিত হইবে। সেই গ্রামের বাহিরে অনতিদূরে তাহাদের পরিচিত একটি 'ভিল' আছে, সেই স্থানে কার্য্য সমাধা করা হইবে।

আমি যথারীতি ভবানীর ইঙ্গিত প্রভৃতি গ্রহণ করিলাম। কি আনন্দ! আবার উৎসবযাত্রা আরম্ভ হইল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যু ও মানুষ

নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আমরা সওদাগরগণকে বিনাশ করিলাম। তাহারা দলে নয় জন ছিল, আর আমরা ছিলাম সতের জন, সুতরাং আমরা এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিলাম। পথ পর্য্যটন করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃ ঝালোনের সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমার ঝালোন যাইবার বড়ই ইচ্ছা ও একটি বিশেষ অভিপ্রায় ছিল, যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন একবার ঝালোন যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। আমার অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, ঝালোনে একটি গুপ্তস্থানে আমার কিছু টাকাকড়ি প্রোথিত ছিল। যে মোল্লা আমার কন্যাকে পালন করিতেছে, তাহাকে এই ধনভাণ্ডার দিয়া আসাই আমার উদ্দেশ্য।

রহমৎ আমার সহিত গমন করিতে চাহিল, সুতরাং আমরা উভয় দলের

অন্যান্য লোককে কাল্‌পিতে গিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঝালোন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যদি আমাকে কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে মৃত্যু একেবারে অবধারিত, এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা উভয়ে সন্ন্যাসী সাজিলাম। সমস্ত শরীরে ভস্ম মাখিলাম, মাথায় জটা প্রস্তুত করিলাম; নগরে প্রবেশ করিবার সময়, বিশেষতঃ আমার বাসগৃহের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়, আমার মনে যে কি প্রকারের ভাবসমূহ উদিত হইতেছিল, তাহা আর কি বলিব? নগরের মধ্য দিয়া গমনকরতঃ অপরদিকের নগরতোরণের সন্নিধানে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম। আমার ধনভাণ্ডার এই স্থানটির অতীব নিকটে প্রোথিত ছিল।

সন্ধ্যার পর কবরস্থানের মধ্যে যে স্থানে আমার ধনভাণ্ডার প্রোথিত ছিল, তথায় গমন করিলাম। কি কি দ্রব্য রাখিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে ছিল না। উত্তোলন করিয়া দেখিলাম, ত্রিশটি আস্‌রফি, দুই খণ্ড স্বর্ণ, দুইগাছি মূল্যবান মুক্তাহার, কয়েকটি রত্ন ও কয়েকখণ্ড মূল্যবান প্রস্তর রহিয়াছে। মূল্যবান প্রস্তর কয়টি নিজে সঙ্গে করিয়া লইলাম, কারণ তখন মনে করিতেছিলাম যে, ঠগী-ব্যবসা চালাইব ও সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায় করিব। ধনভাণ্ডার লইয়া অন্ধকারে মোল্লার বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। মোল্লা তখন বারান্দায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আমি পারস্য ভাষায় খুব জোরে ভগবানের মহিমাসূচক এক বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র, মোল্লার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। তিনি বলিলেন, "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হইয়াও অসময়ে মুসলমান মোল্লার বাড়ীতে কেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "মোল্লাজি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমি আপনাকে বেশ উত্তমরূপেই জানি। আমি সম্প্রতি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না।"

মোল্লা উত্তর করিলেন, "না বন্ধু! আমি আপনাকে চিনিতে পারিলাম না; তবে আমি আপনার কোন কিছু উপকার করিতে পারি ত বলুন, আমি এখনই প্রস্তুত আছি। তবে আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হইয়া এ নগরে এত হিন্দুর বাস সত্ত্বেও আমার বাড়ীতে যে কেন আসিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি কহিলাম, "মোল্লাজি! আমি আপনাকে সমস্ত কথাই বলিব, কিন্তু গুপ্তস্থানের প্রয়োজন। এখানে আর কেহ নাই ত? আপনি ভয় করিবেন না, আমি আপনার নিকট সদুদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। আপনি আমাকে হিন্দু মনে করিতেছেন, কিন্তু আমি হিন্দু নহি; আমি মুসলমান, বিশেষ কারণবশতঃ আমাকে এই বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে।"

মোল্লা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! আমি আপনার কথায় অবিশ্বাস করিতেছি না। আমার আর কে কি অনিষ্ট করিবে? তবে আপনি যখন গোপনে আমার সহিত কথা কহিতে চাহিতেছ, তখন আমি বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া আসি।"

এই বলিয়া মোল্লা বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিলেন ও আমরা উভয়ে গোপনে সমাসীন হইলাম। আমি মোল্লাকে কহিলাম, "মোল্লাজি! আমাকে চিনিতে পারেন না?"

মোল্লা উত্তর করিলেন, "হাঁ, গলার স্বর কেমন যেন চেনা বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু ঠিক ত চিনিতে পারিতেছি না। তুমি কে বল দেখি?"

আমি কহিলাম, "আমার নাম এমন যে তাহা আর ঝালোনে উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। আপনি আমির আলিকে ভুলিয়া গিয়াছেন?"

মোল্লা একেবারে চকিতভাবে লাফাইয়া বিছানার একপ্রান্তে চলিয়া গেলেন ও কহিলেন, "সেই দুষ্ট কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত লোক আমার সম্মুখে!"

আমি কহিলাম, "হাঁ সত্যই আমি দুষ্ট ও কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু আপনার নিকট কোন অসদভিপ্রায়ে আসি নাই। আমার কন্যাটি আপনার গৃহে আছে। আপনি আমার স্ত্রীর প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাহাদেরই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার নিজের জন্য কিছু নহে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, আমার কন্যাটি ভাল আছে ত? সে জীবিত আছে কি না বলুন, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

মোল্লা উত্তর করিলেন "আমির আলি। তুমি একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছ দেখিতেছি। তুমি কি জান না যে কেহ যদি তোমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তোমার পিতার যাহা হইয়াছে, তোমারও ঠিক তাহাই হইবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ আমি সমস্তই জানি, আমি বিপদ জানিয়াও আসিয়াছি, কন্যাটির সংবাদ জানিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম, তাহা এখন ভাববেন না, এখন আমাকে দয়া করুন!"

মোল্লা বলিলেন, "হতভাগ্য! তুমি যে সব পাপাচরণ করিয়াছ, তাহার ফল ফলিল। সে সমস্ত অতীত কথা আর বলিয়া প্রয়োজন নাই। তোমার কন্যা ভাল আছে। সে তোমার জন্য ও তাহার মাতার জন্য অনেক সময়ে রোদন করে। আল্লার কৃপায় তোমার স্ত্রীকে আর এ সমস্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইল না, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি কহিলাম, "ধন্য ভগবান! তবে আমার কন্যা ভাল আছে এবং আমায় স্মরণ করে?"

মোল্লা বলিলেন, "হাঁ মীর সাহেব! সে তোমার কথা প্রায়ই বলিয়া থাকে। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, তোমার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "ভালই করিয়াছেন। আপনার এই সদাশয়তার পুরস্কার আল্লা দিবেন। আমি সামান্য লোক, আমি আর আপনার কি করিতে পারি? আমি আপনার নিকট যাহা প্রস্তাব করিতে চাহি, আপনি তাহাতে সম্মত হইবেন বলুন? এই একটি মাত্র প্রস্তাব। আর কখনও আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

মোল্লা বলিলেন "আমির আলি! কি বলিবে বল, আমি পূর্ব্বে হইতে কিছু প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না। তুমি সহস্র সহস্র লোককে বঞ্চনা করিয়াছ, আর এ বৃদ্ধ মোল্লাকে কেন?"

আমি বলিলাম, "তবে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথা বলি। বহুদিন পুর্ব্বে আমি এই নগরের এক স্থানে সামান্য ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহা পাইয়াছি। অতি সামান্য টাকা, তবে আমার তাহাতে কিছু প্রয়োজন নাই! আমি ইহা আপনার হস্তে অর্পণ করিতে চাই। এই অর্থ হইতে আমার কন্যার ভরণপোষণ ও বিবাহ হইবে।"

মোল্লা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, "তোমার নরহত্যা করা টাকা! সে টাকা আমার ঘরে কিছুতেই প্রবেশ করিবে না! তুমি উহা লইয়া যাও। ঐ টাকায় বরং তোমার সৎপথে জীবন ধারণ করিবার উপায় হইবে।"

আমি বলিলাম "না, না, এ টাকা নরহত্যার টাকা নহে। এ টাকা আমার স্ত্রীর। তিনি দক্ষিণাপথ হইতে উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, দস্যুবৃত্তির দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ আমি আমার কন্যাকে দিতেছি না।"

মোল্লা আমার হস্তে কোরাণ দিয়া বলিলেন, "তুমি এই ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ করিয়া শপথ কর দেখি?" আমি তদনুরূপ করিলাম। কথাটা মিথ্যা, তথাপি কন্যার মঙ্গলের জন্য বাধ্য হইয়া এইরূপ করিলাম।

শপথ করার পর মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইবার আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?"

মোল্লা উত্তর করিলেন, "হাঁ, এইবার সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার কথামত আমি কার্য্য করিতে প্রস্তুত। তুমি টাকাকড়ি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "না, এখনও আমি টাকাকড়ি আনি নাই। তবে এখনি গিয়া লইয়া আসিতেছি। আমি একাকী আসিব, দ্বারে আসিয়া কাসিব, সেই শব্দ পাইয়া আপনি দ্বার খুলিয়া দিবেন।"

আমি দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং সত্তর টাকাকড়ি আনিয়া মোল্লার হস্তে প্রদান করিলাম।

মোল্লা আমাকে কহিলেন, "মীর সাহেব! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর অতীত কথা স্মরণ করিবেন না। অতঃপর ধর্ম্মপথে থাকিয়া আল্লার নাম করিতে থাকুন!"

আমি কহিলাম, "মোল্লাজি! আমাকে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে। আমি কি একবার আমার কন্যাটিকে দেখিতে পাই না? একবার মাত্র দেখিতে পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।"

মোল্লা বলিলেন, "মীর সাহেব! সে এখন বাটীর ভিতর পাড়ার দুই একটি মেয়ের সহিত খেলা করিতেছে। সে তোমায় দেখিতে পাইলে বড়ই অনর্থ হইবে। যদি একবার আসিয়া তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া যাও, তাহা হইলে হইতে পারে।"

মোল্লার কথামত দূর হইতে আমার বালিকা কন্যাকে দর্শন করিলাম। কাতরভাবে ভগবানের নিকট তাহার কুশল প্রার্থনা করিয়া চলিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে একবার অন্ধকারে আমার পূর্ব্ব বাসভবনের দ্বারদেশে উপবেশন করিলাম। অতীতের সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল, আর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমি দরদর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়াছিলাম। সহসা চৈতন্য হইল, আর বিলম্ব করিলাম না, সত্তর তথা হইতে গাত্রোত্থানকরতঃ আমার সঙ্গীর সহিত মিলিত হইলাম।

যথাসময়ে আমরা কাল্‌পিতে উপনীত হইয়া আমাদের দলভুক্ত অন্যান্য লোকের সহিত মিলিত হইলাম। এখন কোনদিকে যাওয়া যাইবে, কি প্রকারে কার্য্য করা যাইবে, এই বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর আপাততঃ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া লক্ষ্ণৌনগরে গমন করাই স্থির হইল।

সঙ্গে যে অর্থ ছিল, তাহার সাহায্যে লক্ষ্ণৌনগরে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আমার নিকট কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তর ছিল। আমি তৎসমুদয় লইয়া একটি সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম, তাহাতেও কিছু কিছু হইতে লাগিল। আমি আমাদের নিজেদের অঞ্চল ছাড়িয়া এতদূর আসিয়া বড়ই ভুল করিয়াছিলাম। আমি যদি দক্ষিণাপথে যাইতাম, তাহা হইলেও বেশ হইত। এই লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের পথঘাট আমার অপরিচিত। পরিশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে, পূর্ব্বে একবার হায়দরাবাদে যেভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা গিয়াছিল, এবারেও সেই উপায় আরম্ভ করা হউক। বৃহৎ সহরে আমাদিগকে কেহই চিনিত না। আমরা নগরের এক নগণ্য পল্লীতে বাস করিতাম। সুতরাং দুই মাস আমাদের ব্যবসায় বড়ই সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। প্রায় ত্রিশজন লোককে হত্যা করিলাম, অর্থও অনেক উপার্জ্জন হইল। এই সমস্ত লোক পথিক, ইহাদিগকে সরাই হইতে ভুলাইয়া আনা হইয়াছিল। আমি সরাই রক্ষকগণকে উৎকোচদানে বশীভূত

করিলাম, তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে লাগিল, সুতরাং আমাদিগের ব্যবসায় বেশ সুন্দররূপেই চলিতে লাগিল।

একদিন আমরা ষোলজন ঠগী নগর হইতে সাতজন পথিককে ভুলাইয়া লইয়া চলিলাম। সেদিন শুক্রবার, ঠগী-ব্যবসায়ের পক্ষে বড়ই অশুভ দিন। আমাদের দলের মধ্যে একজন নূতন ঠগী জুটিয়াছিল, এ ব্যক্তির বাস মর্ণে। পূর্ব্বে আমার পিতার অধীনে সে কার্য্য করিয়াছিল, আমাকে অতি শৈশবে দেখিয়াছিল। হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে সে আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারে ও আমাদের দলভুক্ত হয়। এই পথিক কয়জনকে আমরা নগর হইতে লইয়া চলিলাম। চারি ক্রোশ দূরে আমাদের সুপরিচিত ভীল, তথায় তাহাদের গলায় ফাঁসি পড়াইয়া দিলাম। এই স্থানে প্রায় প্রত্যহ নরহত্যা করিয়া আমাদের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। দূরে দূত স্থাপনা করা হয় নাই। একদল অশ্বারোহী আমাদের নিকটে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা আমাদের কার্য্যের মধ্যেই ধরা পড়িলাম।

আমাদের মধ্যে নয়জন ধরা পড়িল। অবশিষ্ট কয়জন ভাগ্যবান, তাহারা পলায়ন করিল। আমাদের পিছমোড়া করিয়া বাঁধা হইল, এবং বন্দীভাবে নগরের মধ্যে লইয়া চলিল। অধিবাসীগণ বিস্ময় ও ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। মৃতদেহগুলিও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীত হইল। দুইজন পথিকের তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাহারা সমস্ত কথা বলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কাজীর নিকটে আমাদের বিচার হইয়া গেল, আমরা আপাততঃ কারাগারে অবরুদ্ধ হইলাম। আমিও পূর্ব্বকথিত প্রাচীন ঠগী-কারাগারের একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষে অবরুদ্ধ হইলাম। শুনিলাম, এইভাবে আমাদিগকে এখানে কতদিন যে থাকিতে হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কারাবাস

আবার কারারুদ্ধ হইলাম। অবশ্য ঝালোনের কারাবাসের ন্যায় এ কারাবাস যন্ত্রণাদায়ক নহে। কারাকক্ষটি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তবুও কারাগার! চিত্ত ও দেহ উভয়েরই অবরোধস্থান! আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, আমার প্রাণদণ্ড হইবে, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ঠগী

ব্যবসায়ে প্রথম যৌবন হইতে কত শত বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছি, সুতরাং মরিতে হইবে বলিয়া মনে একেবারেই ভয় হইল না। আমি ও আমার বন্ধু একত্রে বসিয়া রহিলাম, বন্ধুর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সে বয়সে বৃদ্ধ, মৃত্যুকে তাহার বড়ই ভয়, জীবনের প্রতি তাহার কেন যে এত মমতা, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সংসারে তাহার কখনও কোন বন্ধন ছিল না, তথাপি তাহার বাঁচিয়া থাকিতে সাধ! আমার একদিন বড়ই সুখকর বন্ধন ছিল, আজ আর তাহার কিছুই নাই, সুতরাং জীবনে আমার কোনই মাধুর্য্য নাই।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহের পর আমরা সমস্তই জানিতে পারিলাম। শুনিলাম, আমাদের দলের সাতজনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাহারা পথিকদের ফাঁসি লাগাইবার সময়ে ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ কিছুই ছিল না। যে দুইজন সওদাগর জীবিত ছিল, তাহারা তেমন সাক্ষ্য দিতে পারিল না যে, আমাদিগকে নরহত্যা কার্য্যে তাহারা দেখিয়াছে। যে সমস্ত অশ্বারোহী আমাদিগকে ধরিয়াছিল, তাহারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিল যে, আমরা নরঘাতকদিগের দলে ছিলাম, অন্য কিছুই তাহারা দেখে নাই। এই সমস্ত প্রমাণের ফলে আমরা হয় ত অব্যাহতি পাইতাম, কিন্তু তাহা হইল না। যাহাদের ফাঁসি হইল, তাহাদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত কথা স্বীকার করিল। এই ব্যক্তির সাক্ষ্য আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড়াইল। বিচারে আদেশ হইল যে, আমাদের দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই কঠোর আদেশ শ্রবণে আমি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। অসহ্য যন্ত্রণাকর মৃত্যুও আমি আনন্দে বরণ করিতে পারিতাম, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই হীন কারাগারের মধ্যে বদ্ধ থাকা, বড়ই ভয়ঙ্কর, একেবারে অসহ্য। আমার বিশ্বাস হইল না; মনকে বুঝাইতে লাগিলাম যে, ইহা মিথ্যা। কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। কারারক্ষকগণ আমার নিকট আসিলে তাহাদিগকে মিনতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলাম, "আমাকে মারিয়া ফেল, শূলে দাও, ফাঁসি দাও, তোপের মুখে উড়াইয়া দাও, আমার কোন দুঃখ নাই, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এই জীবনব্যাপী কারাবাস আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। লোকে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। আমার বন্ধুর অবস্থাও আমার মতন হইল, আমরা উভয়ে একত্রে রহিলাম। আমার চঞ্চলা প্রকৃতি আমার মানস নেত্রের সম্মুখে আশার মোহিনী ছলনা বিস্তার করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমার একস্থানে কিছু টাকা গোপনে লুক্কায়িত আছে, এই টাকা উৎকোচ দান করিয়া কারারক্ষককে বশীভূত করতঃ আমি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিতে পারিব।

কারাগারের প্রহরীগণের মধ্যে একজন যুবক ছিল। সে ব্যক্তির প্রকৃতি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কোমল ও মধুর। সে আমাদের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার করিত। সে যেদিন খাদ্য আনিয়া দিত, সেদিন দেখিতাম খাদ্য প্রচুর ও উৎকৃষ্ট; সে যেদিন পানীয় জল আনিয়া দিত, সেদিন দেখিতাম জল শীতল ও নির্ম্মল।

লোকটি অনেক সময়ে আসিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য বলিত, যদিও আজীবন কারাদণ্ড আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহার পুর্ব্বেই আমরা মুক্তি পাইব। উদাহরণস্বরূপে সে অনেক আসামীর কথা উল্লেখ করিত। সে আমাদের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করাইয়া দিত ও অন্যান্য সহস্র প্রকারে সাহায্য করিত।

আমি আমার বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য এই লোকটির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। পরদিন সেই ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট আসিল, আমি তাহাকে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য অনুগ্রহপুর্ব্বক একবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার অনুরোধ মত আসিলেন ও আমাদের কক্ষের দ্বারদেশে লৌহদণ্ডের পার্শ্বে একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া বসিলেন।

তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে কিছু বলিতে চাও, আমি তোমার কথামত আসিয়াছি, কি বলিবে বল?"

আমি বলিলাম, "মীর সাহেব! (কারণ লোকটি সৈয়দ, তাহা আমি তাহার সহিত পরিচয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম) আমি যে প্রস্তাব করিব, তাহাতে আপনারও উপকার আছে।"

"বল কি বলিবে?"

"সংক্ষেপে বলি, আমাদের পরিত্রাণের জন্য আপনাকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

"ইহা একেবারে অসম্ভব।

"অসম্ভব জগতে কিছুই নহে; হৃদয়ে সাহস ও বাহুতে শক্তি থাকিলে সমস্তই করা যায়। আপনি যদি আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আপনি পারিবেন। আপনি যদি বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমার এক লুক্কায়িত স্থান আছে, আমি সে স্থান বলিয়া দিলে আপনি তাহা আনিতে পারেন। আপনি যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে সেই টাকার অর্দ্ধেক আপনার।

"কত টাকা আছে?"

"পাঁচ শত টাকার কিছু অধিক; ইহার অর্দ্ধেক আপনার।"

"কিন্তু কি প্রকারে যাইবে? এখান হইতে যদি ছাড়িয়াই দেওয়া হয়, তাহা হইলেও অনেকগুলি দ্বার পার হইয়া যাইতে হইবে।"

"সে ভার আমার।"

"আচ্ছা অদ্য ভাবিয়া দেখি, কল্য ঠিক এইরূপ সময়ে আবার এই স্থানে আসিব।"

পরদিন যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সে বলিল, "আমি সম্মত, কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা, অতএব টাকাটা আমি পূর্ব্বে চাই।"

আমি যে কবর স্থানে টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহাকে সেই স্থানটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলাম। পরিশেষে বলিলাম, "আপনি কল্য আসিবার সময় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও দুইটি উখা লইয়া আসিবেন।"

সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চলিয়া গেল। পরদিন যথাসময়ে আসিয়া আমাদের প্রার্থিত দ্রব্য দিয়া গেল। সে যে টাকা পাইয়াছে, সে সংবাদও পাইলাম। আমরা কারাগার হইতে বাহির হইলে সে আমাদিগকে অর্দ্ধেক টাকা দিতে স্বীকার করিল। রাত্রির প্রহরীর ব্যবস্থা জানিয়া লইলাম। শুনিলাম রাত্রি দ্বি-প্রহরে কেবল একজন মাত্র প্রহরী জাগিয়া থাকে। আমি বলিলাম, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, কারাগারের বাহির হইব, নতুবা জীবন ত্যাগ করিব। আজীবন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে বরণীয়। আমার সঙ্গীও আমার মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করিল। অতঃপর আমাদের কারারক্ষক বন্ধু চলিয়া গেল। আমরা দুইজনে সেদিন সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিলাম। এমন করিয়া রাখিলাম যে, কক্ষের এক দিকের লৌহদণ্ড একটু জোরে চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, হস্তপদের লৌহশৃঙ্খলের অবস্থাও অনুরূপ করিলাম। প্রাতঃকালে আমরা কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। প্রাণে বড়ই আশা হইতে লাগিল যে, আমরা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিব। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব, কি করিব, এই সমস্ত কথাবার্ত্তায় প্রাতঃকাল অতীত হইয়া গেল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সহসা চাহিয়া দেখিলাম যে, কারাগারের দারোগা এক দল প্রহরী লইয়া আমাদেরই অভিমুখে আসিতেছে। তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাদের কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। আমাদের বাহিরে বাহির করার পর দারোগা উপহাসপূর্ণ স্বরে কহিল, "অদ্য যখন রাত্রিতে উখা ব্যবহার করিবে, তখন লৌহে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ঘৃত দিও।" আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না।

আমরা ধরা পড়িলাম, উখা দুইটি বাহির হইল। আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আমরা ইহা কোথায় পাইয়াছি। আমি বলিলাম ইহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের সঙ্গে ছিল। যাহা হউক, দারোগা আমাদিগকে আরও দৃঢ়তর শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া, অতীব ভয়ঙ্কর কারাকক্ষে আবদ্ধ করিল। সকল আশা ফুরাইল। বুঝিলাম, এই স্থানেই জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত হইবে।

আমার বন্ধু আমার পার্শ্বের কক্ষে আবদ্ধ। আমি সহস্রবার মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু ভবানী আমির আলিকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সহিত এই সময়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইত। আমি জীবনে যাহা দেখিয়াছি, যাহা করিয়াছি, সমস্তই তাহাকে বলিতাম। সেও আমাকে সমস্ত কথা বলিত। একদিন কথায় কথায় পিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সেই শেষ কথা আমার স্মরণ হইল। আমি বৃদ্ধ ঠগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখ, পিতা আমাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি আমার জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। কথাটা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আচ্ছা, তুমি কি এ বিষয়ে কিছু জান ?"

বৃদ্ধ ঠগী কহিল, "কেন মীর সাহেব! তুমি কি এ বিষয়ে কিছুই জান না? তোমার পিতা তোমাকে কিছুই বলেন নাই? বোধ হয় তিনি সাহস করিয়া তোমাকে আর সে কথা বলিতে পারে নাই!"

আমি কহিলাম "সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই, ইহার অর্থ কি ? কথাটা খুলিয়া বল।"

"আমি সমস্তই জানি মীর সাহেব! ইস্‌মাইল তোমার জন্মদাতা পিতা নহেন। তোমার কথা আরও দুই একজন জানে, গণেশও সমস্ত জানে।"

আমি কহিলাম "গণেশ ? আমার বরাবরই মনে হয় যে, গণেশ যেন আমার সম্বন্ধে কিছু জানে। আমি যেন তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি। সমস্ত কথাটা যেন মনে পড়ি পড়ি করিয়া পড়ে না। যাহা হউক তুমি আমাকে সমস্ত কথা বল।"

বৃদ্ধ কহিল "আমির আলি! সে অনেক কথা, তবে চেষ্টা করিয়া আমার যতটা মনে পড়ে, তোমাকে বলিতেছি। তবে প্রথম কথাটা এমনই যে, তুমি যদি ঠগী না হইতে, তাহা হইলে শ্রবণমাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে।"

আমার হৃদয় একেবারে কেমন উদাস হইয়া পড়িল। আমি কহিলাম, "আমার পিতামাতাকে বোধ হয় হত্যা করা হইয়াছিল? কখন কখন আমার এইরূপ মনে হইয়াছে, কিন্তু কখনও কিছু স্থিররূপে মনে করিতে পারি নাই।"

"মীর সাহেব! তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। তবে আমার কথা শ্রবণ কর। আমার একে একে সমস্ত কথাই মনে পড়িতেছে। তোমার পালক পিতা ইস্‌মাইল সর্ব্বপ্রথমে হুসেন জমাদারের নিকট ঠগীব্রতে দীক্ষিত হয়। হুসেনকে তোমার বোধ হয় মনে পড়ে? দেহলির নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে ইস্‌মাইল যেদিন সর্ব্বপ্রথম আমাদের দলভুক্ত হয়, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। আমার বয়স তখন অত্যন্ত অল্প, হুসেন আমাদের দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফাঁসিদার ছিল।"

আমি কহিলাম, "পিতার ইতিহাস আমি সমস্তই জানি, তিনি আমার নিকট সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ ঠগী কহিল, "তবে আর সে সমস্ত কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রয়োজন নাই। সময়ে ইস্‌মাইল তাহার সাহসিকতা ও চতুরতার দ্বারা হুসেনের উপরে উঠিয়

পড়িল। তখন সে ত্রিশজন ঠগীর দলপতি। এই সময়ের কথাই আমাকে বলিতে হইবে। মালবপ্রদেশের অন্তঃপাতী একলেরা নামক গ্রামের বাহিরে এক বৃক্ষকুঞ্জে আমরা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছি, তখন বর্ষাকাল, আমাদের উপর ভাগ্যদেবী কিছু অপ্রসন্ন, আমরা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বুনিজের সন্ধান করিতেছিলাম।

"ইস্‌মাইল ও গণেশ বাজারে গিয়াছিল। তাহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে, এক দল পথিক ইন্দোরাভিমুখে যাইতেছে, উহাদের কিছু অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। এই পথিকদলে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার স্ত্রী, একটি বালক, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর কয়েকজন প্রহরী। ভদ্রলোকটি অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন শিবিকায়। ইহারাই তোমার পিতামাতা, মীর সাহেব।"

আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম, "তুমি বলিয়া যাও, আমার সুপ্তস্মৃতি তোমার কথায় যেন জাগিয়া উঠিতেছে।"

বৃদ্ধ ঠগী কহিল, "তোমার পিতামাতা বাজারে আসিয়া উপনীত হওয়ার পর ইস্‌মাইল ও গণেশ তোমার পিতার সহিত পরিচয় করে। শুনিয়াছি, ইস্‌মাইল প্রথমে তোমার হস্তে মিঠাই দেয়, তাহার পর গ্রামের কয়েকটা দুষ্ট বালকের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করে। প্রথমে তোমার মাতার সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পর তোমার পিতার সহিত পরিচয় হয়। তোমার পিতা ঠগীদের দলে মিশিলেন, ক্রমশঃ ইস্‌মাইলের প্ররোচনায় তাঁহার সঙ্গী প্রহরীগণকে বিদায় করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইস্‌মাইল অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তোমার সহিত তাহার বড়ই ভাব হইল। সেও তোমাকে খুব ভালবাসিত, আর তুমিও তাহাকে খুব ভালবাসিতে। ইস্‌মাইল তোমাকে তাহার অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া লইয়া যাইত। এই প্রকারে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বধ করিলাম। আমি ঐ বৃদ্ধকে হত্যা করি, গণেশ তোমার মাতাকে এবং ইস্‌মাইল সম্ভবতঃ তোমার পিতাকে বধ করে। বিনাশ করিবার সময় তুমি দূরে ছিলে। তুমি ভয়ে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে। আমার মনে হইয়াছিল যে, তুমি মরিয়া গিয়াছ। যাহা হউক, তোমার মৃত্যু হয় নাই, গণেশ তোমার গলদেশে রুমাল লাগাইয়াছিল এবং প্রায় মারিয়াই ফেলিয়াছিল; এমন সময়ে ইস্‌মাইল গিয়া তাহার কার্য্যে বাধা প্রদান করিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এইজন্য ভয়ানক কলহ হয়, এমনকি তাহারা তরবারি পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছিল। পরিশেষে ইসমাইলের কথাই থাকিল। যে স্থানে মৃতদেহগুলি পড়িয়া ছিল, ইস্‌মাইল তোমাকে তথায় লইয়া গেল। তুমি তোমার মাতার মৃতদেহ দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে, কিছুতেই আর তোমাকে সেখান হইতে আনিতে পারা যায় না, পরিশেষে তোমার মূর্চ্ছা হইল। সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ইস্‌মাইল তোমাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া গেল।

"তুমি তখন অত্যন্ত ক্ষীণকায় ছিলে। তুমি যে কি প্রকারে বাঁচিলে, তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই মারা যাইবে। কিছুদূর গিয়া আমি এক গ্রাম হইতে তোমার জন্য কিছু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনি, এখানে আবার গণেশের সহিত তোমার পিতার কলহ হয়। গণেশ কহিল যে, এই বালকের বয়স হইয়াছে, ইহাকে পোষ্যপুত্র লওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে, এই সমস্ত কথা ইহার মনে থাকিবে। তুমি সে সময়ে নানারূপ কদর্য্য ভাষায় গণেশকে গালাগালি করিতেছিলে। ফলে এমন হইল যে, গণেশ ও ইস্‌মাইল উভয়েই তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। আমরা উভয়কেই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করি।

"আমি তোমাকে ঘটনাস্থল হইতে কিছুদূরে লইয়া যাই। তোমার ঘাড়ে তখনও ভয়ঙ্কর বেদনা। ইস্‌মাইল তোমাকে কিঞ্চিৎ আফিং খাওয়াইল। তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে। তখন আমরা পুনর্ব্বার পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম।

"এই ঘটনার পর হইতে ইস্‌মাইল ও গণেশের আর কখনও সদ্ভাব হয় নাই। বহুকাল তাহারা দুইজনে আর এক সঙ্গে লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হয় নাই। শেষে শুনিয়াছি, তোমার শেষ লুণ্ঠন-যাত্রার সময় না কি তাহারা আবার একত্র হইয়াছিল। ইদানীং বাহিরে তাহাদের সদ্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনের মিল আর কখনও হয় নাই।

"ইস্‌মাইল তোমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহার স্ত্রী ছিল, কিন্তু পুত্রাদি ছিল না। ক্রমে ক্রমে ইস্‌মাইল তোমাকে কেমন পুত্রাধিক স্নেহ করিত, তাহা ত তুমি বেশ জান। তোমার একটি ভগিনী ছিল। তোমার পিতা ইন্দোর যাইবার সময়ে তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আইসে। ইস্‌মাইল অনেক সময়েই দুঃখ করিয়া বলিত যে, সেই কন্যাটিকেও যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।"

আমার ভগিনীর কথা শুনিয়া আমার প্রাণে এক দারুণ আশঙ্কা ও ভীষণ যন্ত্রণার উদয় হইল। আমি উত্তর করিলাম, "আমার ভগিনী!"

বৃদ্ধ ঠগী উত্তর করিল, "হাঁ মীর সাহেব! তোমার ভগিনী। ইস্‌মাইলের নিকট শুনিয়াছি, সে একলেরা গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করে।"

আমি তখন একেবারে সংজ্ঞাশূন্য; ক্ষোভে, যন্ত্রণায় ও অনুতাপে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, এখনও আমি কেন জীবিত রহিয়াছি? আকাশ হইতে সহস্র বজ্র আমার মস্তকে কেন পতিত হইতেছে না? এই যন্ত্রণা আমার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়া গেল, আমার ভগিনীর মৃত্যু-বিবর্ণ মুখখানি নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল। তাহার পর মর্ম্মন্তুদ অনুতাপে ও মনঃকষ্টে যে কতদিন কাটিয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না।

এই কারাগারে বাস করার চতুর্থ বৎসরে আমার সঙ্গীর মৃত্যু হইল। সাত বৎসর এই ভাবেই রহিলাম। কারাগারের এতদিন যিনি দারোগা ছিলেন, তাঁহার হয় মৃত্যু হইল, নয় তিনি বদলি হইলেন। তাঁহার পদে যে ব্যক্তি আসিল, সে সেই অন্ধকারময় নির্জ্জন গুহা হইতে আমাকে বাহির করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থানে আনয়ন করিল। আমি অনেক দিনের পর মনুষ্যের মুখ দেখিয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম। এইভাবে বার বৎসর কাটিয়া গেল, প্রাচীন নবাবের মৃত্যু হইল। নূতন নবাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া— যাহাদের যাবজ্জীবন কারাবাস, তাহাদের অনেককে ছাড়িয়া দিলেন। আমি মুক্তি পাইলাম। দারোগা আমাকে একটি সামান্য পরিচ্ছদ ও পাঁচটি টাকা দিয়া বলিয়া দিল, "দেখ মীর সাহেব! পুনর্ব্বার যেন তোমার প্রাচীন ব্যবসায় আরম্ভ করিও না। এখন তোমার বয়স হইয়াছে, যৌবনের উদ্দাম ভাব এখন আর নাই, এখন শান্তভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিও, ধর্ম্মের পথে থাকিলে এখনও তোমার সকল দিকে মঙ্গল হইবে।"

আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নগরের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। রাত্রিকালে এক হোটেলওয়ালার দোকানে আহার করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলাম। দীর্ঘকালের পর এই স্বাধীনভাবে রাত্রিযাপন যে কিরূপ সুখকর বোধ হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাহির হইলাম। কোথায় যাইব কিছুই জানি না, পৃথিবীর সমস্ত স্থান আমার পক্ষে সমান। জীবন বড়ই শূন্যময় মনে হইল, আপনার বলিতে চরাচরে আর কেহই নাই। মনে হইল যে, যদি কোন প্রকারে বুন্দেলখণ্ডে যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রাচীন দলের লোক দুই চারিজনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব।

পথে একজন ফকিরকে কিছু অর্থ দিয়া তাহার নিকট এক ফকিরের পরিচ্ছদ সংগ্রহকরতঃ ফকির সাজিলাম। নূতন পরিচ্ছদে আমার বেশ সুবিধা হইল, আহারের সংস্থান করিবার জন্য আর ভাবিতে হইল না। সর্ব্বত্রই ভিক্ষা মিলিতে লাগিল। এইভাবে ভিক্ষা করিতে করিতে ঝালোনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জেল দারোগা আমাকে যে পাঁচটি টাকা দিয়াছিল, তাহার একটি পয়সাও কমে নাই। ঝালোনে উপস্থিত হইয়া একেবারে বরাবর সেই প্রাচীন মোল্লার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কন্যাটির সংবাদ পাইবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না। মোল্লার বাড়ীতে এখন অন্য লোকে বাস করে, সে মোল্লার সংবাদ কিছুই জানে না। সে এই পর্য্যন্ত বলিল যে, বৃদ্ধ মোল্লা 'দেহলি' চলিয়া গিয়াছে। আমি কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারও সে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না।

তথা হইতে প্রস্থান করত এক পূর্ব্ব পরিচিত ফকিরের নিকট চলিলাম। এই ফকির আমার সমৃদ্ধির সময় আমার নিকট বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইত।

এই ফকির একটি বাগানের মধ্যে বাস করিত। আমি যখন ঝালোন হইতে চলিয়া যাই, তখনই ফকির বৃদ্ধ হইয়াছিল। এখন সে একেবারে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি সেই ফকিরের সহিত বাগানে রহিলাম। মনে হইল, যদি কোনও ঠগীদল ঝালোন হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি তাহাদের দলে মিশিতে পারিব। কয়েক-দিন পরে আমি ফকিরকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। ফকির আমার দুঃখে যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করিল। এই ফকিরের সহিত ঠগীদলের যোগ ছিল। তাহার মুখে নূতন ঠগীদলের সংবাদ লইতে লাগিলাম। সে ফিরিঙ্গিয়া নামক একজন নূতন ঠগী দলপতির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল যে, সে ব্যক্তিই এক্ষণে ঠগী-দিগের দলপতি। আমি ফিরিঙ্গিয়াকে জানিতাম তবে তখন সে নিতান্ত বালক ছিল। প্রায় চারি মাস কাল এই ফকিরের সহিত রহিলাম, আমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতাম, তাহাতে আমাদের দুইজনের বেশ দিনপাত হইত।

যাহা হউক, এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে আর থাকিতে পারিলাম না। নূতন লুণ্ঠন-যাত্রার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এখন যদিও যৌবনসুলভ উৎসাহ ছিল না, তথাপি হৃদয় একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত মানব জাতিই এখন আমার শত্রু, সমস্ত মানব জাতির প্রতি আমার প্রতিহিংসানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। এখনও আমি বৃদ্ধ হই নাই, দীর্ঘকাল কারাগারে থাকিয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল, এখন অনেক পরিমাণে সারিয়াছে। আমি ঝালোনে বসিয়া থাকিয়া ঠগীদলের সহিত মিলিতে পারিলাম না। এই জন্য সে জ্যোতির্বিদ্ ঠগীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তিয়ারি অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বহুদিন পরে সেই জ্যোতির্বিদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। পথে আসিতে আসিতে নূতন নূতন অগ্নিকুণ্ডের নিদর্শন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বড় বড় ঠগীদল লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইয়াছে। জ্যোতির্বিদ আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত হইয়া গেল ; বলিল যে "আমরা মনে করিয়াছি, আপনার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে, রামদীন নামক একজন ঠগী জমাদার কুড়ি জন অনুচরের সহিত গতকল্য এই দিক দিয়া গিয়াছে। সে আমাকে একখানি পত্র দিল এবং তাহাদের দলে আমার বিশেষ আদর হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিল। আমি রামদীনের সহিত মিলিত হইলাম। সকলেই আমাকে বিশেষরূপে সম্মান করিল। রামদীন আমাকে তাহার অধীনে না রাখিয়া তাহার সমান পদস্থ করিল।

আর নরহত্যার কথা বর্ণনা করিয়া আপনার ক্লান্তি উৎপাদন করিতে চাহি না। আমরা কোম্পানীর রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য ধরিয়া চলিলাম ; বুরহানপুর ও নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী ওঙ্কারনাথের মন্দির প্রভৃতি অতিক্রম করিলাম। শেষোক্ত স্থানে একদল তীর্থযাত্রী আমাদিগের হস্তে পতিত হয়। তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অনেক লাভ হয়। আমি নিজের অংশে চারি শত টাকা

পাইলাম। রামদীন ক্রমে ক্রমে আমাকে ঈর্ষার চোখে দেখিতে লাগিল। আমার প্রভুত্ব তাহার সহ্য হইত না, অথচ দলের লোক আমার আদেশই অধিক পালন করিত। পুনঃপুনঃ কলহ হওয়ায় আমি তাহার দল পরিত্যাগ করিলাম। মনস্থ করিলাম যে, দক্ষিণাপথে নিজামের রাজ্যে প্রবেশ করিব। সেখানে ঠগী-ব্যবসায় এখনও বেশ উত্তমরূপে চলিতেছে, এইরূপ সংবাদ পাইয়াছিলাম।

পথে চলিতে চলিতে পুনরায় সগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় গণেশ ও তাহার ক্ষুদ্র দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। গণেশকে দেখিবামাত্র যদিও আমার চিত্তে বিষম ঘৃণা ও জাতক্রোধ উদয় হইল, তথাপি উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির অনুরোধে অতি কষ্টে তাহা দমন করিলাম। গণেশের দলের মধ্যে আমার পুর্ব্বপরিচিত একজন সুনিপুণ ঠগী ছিল। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে, দলের অনেক লোকই গণেশের উপর তুষ্ট নহে। আমি তাহার পরামর্শ মত গণেশের দল হইতে কয়েকজন লোককে বাছিয়া লইয়া নিজে আবার এক দল গঠন করিলাম। পথে চলিতে চলিতে আরও লোক জুটিতে লাগিল। কয়েক মাসের মধ্যে আমার দলে পুনরায় চল্লিশ জন লোক জুটিল। হিন্দিয়া নামক গ্রামের সন্নিকটে এক সুনিবিড় অরণ্যানী-সমাবৃত স্থানে আমরা বাসস্থান স্থাপন করিলাম।

দুই বৎসর চলিয়া গেল। আবার ব্যবসায় বেশ চলিতে লাগিল। অনেক টাকা-কড়ি জমিয়া গেল। আবার দেশের লোক সকলে আমির আলির নাম অবগত হইল, আবার আমার নামে দেশমধ্যে দারুণ বিভীষিকা বিস্তৃত হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর আমি আমার কন্যার সন্ধান পাইলাম। এখন আমার মনে হইতে লাগিল যে, আর একবার মাত্র লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইব। কোন প্রকারে কয়েক সহস্র টাকা একবার সঞ্চয় করিতে পারিলে, সেই টাকা কন্যাকে দিয়া আসিব ও চিরকালের জন্য ঠগী-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিব।

এইবার স্থির হইল, কলিকাতা অঞ্চলে যাত্রা করা যাইবে। ভবানীর ইঙ্গিত লওয়া হইল। ইঙ্গিত খুব শুভ, আমাদের আর উল্লাসের সীমা নাই, বড়ই উৎসাহের সহিত আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। পুর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ইংরাজেরা আমাকে ধরাইয়া দিলে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবে, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছে। আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না, বরং এই সংবাদে আমার আনন্দ উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আমি মনে মনে বড় একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইল আমি আবার দেশ-বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি, আবার আমার নামে চারিদিকে বিভীষিকা বিস্তৃত হইয়াছে।

আমরা বড়ই সতর্কভাবে চলিতেছিলাম, সর্ব্বদা বুনিজের সন্ধান করি নাই। এইরূপে সগরের সন্নিকটে উপনীত হইলাম।

উপসংহার

একদিন অত্যন্ত ক্লান্তিকর দিবসব্যাপী পথপর্য্যটনের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে সগরের সন্নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলাম। এ স্থান হইতে সগর অত্যন্ত নিকটে বলিয়া আমরা এক উন্মুক্ত নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রভাতে নগর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। পুর্ব্বে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভয় হইতেছিল, এখন মনে বড় আশা ও আনন্দ হইতে লাগিল। ভাবিলাম আর কি, ভয় কাটিয়া গিয়াছে। পুর্ব্ব হইতেই দলভুক্ত দুইজন বিশ্বাসঘাতক গোপনে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহা আর কি প্রকারে জানিব ?

ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র নদের সমীপবর্ত্তী হইয়া আমরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত হস্তমুখ প্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্তভাবে আমার অস্ত্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার দলের দুইজন লোক আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি অস্ত্র লইতে পারিলাম না সৈন্যদল আমাকে মাটিতে ফেলিয়া আমার হস্তপদ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। দলের কয়েকজন লোক অস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু বিশাল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না। দুই একজন মাত্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

আমি বন্দী হইলাম। মনে বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমার হস্তে অস্ত্র ছিল না, নতুবা আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও এ যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতাম। যাহারা আমাদের বন্দী করিল, তাহারা নানাপ্রকারে আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। আমি আর কি বলিব ? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত রোষে কেবল ফুলিতে লাগিলাম। ইহার পুর্ব্বে আমি দুইবার বন্দী হইয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমার পরিত্রাণলাভের আশা ছিল; এবার ইউরোপীয়দিগের হস্তে পড়িয়াছি। আমি স্থির বুঝিলাম যে, এবার আর উদ্ধার নাই, এবার ফাঁসি অনিবার্য্য।

সৈন্যগণসহ যন্ত্রপুত্তলিকার মত চলিয়াছি। তখন আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য বলিলেও হয়। প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া আমি ঠগী-বিচারক ইংরাজ কর্ম্ম-চারীর সম্মুখে নীত হইলাম। বিচারক খুব উন্নতদেহ ও সম্ভ্রান্ত, তিনি আমার প্রতি এমন দৃষ্টিতে চাহিলেন যে, আমি ঠিক বুঝিলাম, আমার মৃত্যু আসন্ন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার নাম জমাদার আমির আলি ? তুমি এখন আমাদের করায়ত্ত। তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, তাহা কি তুমি কিছু জান ?" তাঁহার পার্শ্বে একজন কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমির আলির বিপক্ষে যে সমস্ত অভিযোগ তাহা পড়িয়া শুনাও।"

কর্ম্মচারী পারস্ত ভাষায় লিখিত একতাড়া কাগজ লইয়া, আমি এ পর্য্যন্ত যত নরহত্যা ও দস্যুতা করিয়াছি, সমস্ত একে একে পাঠ করিল। আমি দেখিলাম, সমস্ত কথাই সত্য, আমার অতীত জীবন অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কেবল দুই একটি ঘটনা বাদ পড়িয়াছে। তথাপি আমি সাহস করিয়া দাঁড়াইলাম ও কহিলাম, "সাহেব! এ সমস্ত কার্য্য যে আমি করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি? লোকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তোমাদের প্রশংসা করে, অতএব প্রমাণ ব্যতিরেকে এই সমস্ত পাপকার্য্য যে আমি সাধন করিয়াছি, এমন কথা কেন বলিতেছ?"

দেখিতে দেখিতে আমার একজন প্রাচীন সহচর আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতার মৃত্যুর ঠিক পুর্ব্বে আমরা যে লুণ্ঠন-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম, এ ব্যক্তি তাহাতে আমাদের সঙ্গে ছিল। সে ব্যক্তি একে একে আমার দস্যুতা ও নরহত্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিত, সমস্তই বর্ণনা করিল। আমি তাহার কথায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। কেবলমাত্র বলিলাম, "তুমিও ত এ সমস্ত পাপে পাপী! আর গণেশ যখন মুন্সির শিশু-পুত্রকে বধ করে, তখন তুমিই ত গণেশকে সাহায্য করিয়াছিলে, আমি বরং সেই বালককে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

উপস্থিত জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, "ও যে পাপী, তাহা ত স্বীকার করিয়াছে।" কর্ম্মচারী বলিল, "আমির আলি! তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছ? তুমি যে একজন ঠগী, তাহা স্বীকার করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "যাহা বলিয়াছি, তাহা ফিরাইবার আর উপায় নাই; আর কোন কথা বলিব না!" এই বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

অতঃপর তাহারা আমার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আমাকে এক নির্জ্জন কারাগারে ফেলিয়া দিল।

এই প্রকারে কিছুদিন চলিয়া গেল। ঠগী-আদালতে যে মুন্সিকে দেখিয়াছিলাম, সেই মুন্সি কয়েকজন পেয়াদা ও দুইজন সরকারী-পক্ষ অবলম্বনকারী দস্যু সঙ্গে করিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কর্ম্মচারী কহিল, "আমির আলি! সাহেব বাহাদুর আমাদিগকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে কি হইবে, তাহা তোমাকে জানাইবার জন্যই আমরা আসিয়াছি।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমার পুর্ব্বে অনেক ঠগীর ফাঁসি হইয়াছে, আমারও তাহাই হইবে; ইহা ত আমার জানাই আছে। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।"

মুন্সি কহিল, "তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। তোমার বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ, তাহাতে ফাঁসিই একরূপ অবধারিত। যদি কোন প্রকারে ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া যাও, তাহা হইলেও কালাপানি হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি নাই।"

আমি বলিলাম, "মুন্সি সাহেব! আপনার কথা সাহেব লোকেরা খুব শুনেন। আমার যাহাতে ফাঁসি হয়, আপনি চেষ্টা করিয়া তাহাই করুন।"

সঙ্গে একজন জমাদার ছিল, সে কহিল, "মীর সাহেব! ফাঁসিই বা যাইবে কেন? আর কালাপানিই বা যাইবে কেন? তোমার জীবনমৃত্যু এখন তোমার হস্তে। এই দেখ, এই দুইজন ঠগী সরকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেমন সুখে আছে, তুমিও উহাদের পদানুসরণ করিতে পার।

আমি সগর্ব্বে উত্তর করিলাম, "কি! আমির আলি নিজের দলের লোককে ধরাইয়া দিবে?"

মুন্সি কহিল, "গর্ব্ব প্রকাশ করিও না; যাহা বলিয়াছি, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর দাও।"

যে দুইজন সরকারী-পক্ষাবলম্বনকারী সাক্ষী সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা এক-বাক্যে কহিল, "আমির আলি! মূর্খের মত নিজের জীবন নষ্ট করিও না, এই সর্ত্তে রাজি হও।"

আমি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলাম। আমার জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে বলিবে যে, নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এবং দুইবেলা দুটি খাইতে পাইবার লোভে আমির আলি বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ব্বক তাহার দলের লোকেদের ধরাইয়া দিল। এ অপযশ যে একেবারে অসহ্য! না, আমাকে মরিতেই হইবে। অতঃপর মুন্সি ও তাহার সঙ্গীগণকে বলিলাম, "আপনারা চলিয়া যাউন। আপনাদের প্রভুকে বলিবেন যে, আমির আলি মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহার প্রাণ লজ্জাজনক বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার মত হীন নহে!"

তাহারা চলিয়া গেলে আমার মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চিত মরিতে হইবে। মৃত্যুকে আমার প্রথমে ভয় হয় নাই, ভাবিলাম মৃত্যুর পর আমার পিতার সহিত ও আমার প্রিয়তমা আজিমার সহিত স্বর্গরাজ্যে মিলিত হইব। মৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে আরও নানা-রূপ ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম মরিব, কিন্তু মানুষের মত নহে, যোদ্ধা বীরের মত নহে,—চোরের মত মরিব, মৃত্যুকালে সহস্র চক্ষু ঘৃণার সহিত আমার প্রতি চাহিয়া রহিবে। ফাঁসির মৃত্যু আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এ প্রকার হীন মৃত্যু অসহ্য। বহুদিন ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছি। কল্য আমার বিচার হইবে, এক দিকে হয় মৃত্যু, নয় কালাপানি, আর অন্যদিকে মুন্সির কথা। কি করি, তাহাই ভাবিতেছি। সহসা গণেশের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। গণেশের প্রতিশোধ লইতে হইবে। ইংরাজেরা তাহাকে ধরিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক কথা! গণেশকে ধরাইয়া দিতে হইবে। আমার সঙ্কল্প স্থির হইল। অতঃপর

মুন্সিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মুন্সি আমার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে জানাইলাম যে, আমি সরকার-পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত।

মুন্সি আমার কথায় উত্তর করিল, "এইবার তুমি ঠিক বুদ্ধিমান লোকের মত কথা বলিয়াছ। তুমি এখন যে কার্য্য গ্রহণ করিলে, যদি বিশ্বস্ততার সহিত তাহা পালন কর, তাহা হইলে তোমার অবস্থায় তোমার প্রতি যতটুকু সুবিচার হওয়া সম্ভব তাহা হইবে।

আমি বলিলাম, "আমি সম্মত আছি, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন? আমি যখন এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রাণপণ যত্নেও বিশ্বস্ততার সহিত নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য পালন করিব।"

আমার হস্তপদের শৃঙ্খল খুলিয়া দেওয়া হইল। যাহাতে দৌড়াইয়া পলাইতে না পারি, তজ্জন্য একটি সামান্য শৃঙ্খল আমার পদে বাঁধিয়া রাখা হইল। এই অবস্থায় আমি ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট আনীত হইলাম।

ইংরাজ কর্ম্মচারী মুন্সির মুখে সমস্ত অবগত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গণেশের কিছু জান?" আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ সাহেব বাহাদুর, তাহার বিষয় আমি সমস্তই জানি। আপনারা তাহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, অথচ আপনারা জানেন না যে, সে এখন সগর হইতে কয়েক ক্রোশের মধ্যেই আছে।"

সাহেব কহিলেন, "আমার লোক লইয়া তুমি তাহাকে ধরাইয়া দিতে পার? মনে রাখিও, তোমার উপর এই প্রথম কার্য্যের ভার দিতেছি, তোমাকে এই কার্য্যে তোমার সমগ্র কৌশল ও পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে হইবে। গণেশ বড়ই চতুর, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারি নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "এ কার্য্যের ভার আমিই গ্রহণ করিব। আমি যে বন্দী হইয়াছি, ইহা সে জানে না। আপনি যদি আমাকে ছয় জন লোক দেন, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া লইয়া যাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাহাকে ও হিম্মৎকে ধরাইয়া দিব।"

কর্ম্মচারী কহিলেন, "হিম্মৎকেও ধরাইয়া দিতে পারিবে? সেও অতি দুরন্ত!"

আমি বলিলাম "তাহা হইলে আর বিলম্ব করা হইবে না আর এক কথা আমার অস্ত্র চাই।"

কর্ম্মচারী কহিলেন "অসম্ভব! তুমি যেমন ভাবে আছ, ঠিক সেই ভাবেই থাকিবে! তুমি হাতিয়ার পাইলে আমার লোকগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পার।"

আমি সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম ও কহিলাম "আমাকে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করা, সে আপনার ইচ্ছা। আমির আলি মিথ্যাবাদী নহে। সে যখন যে কার্য্য করিবে বলে, তাহাতে কোনরূপ শঠতা করে না। যদি বিশ্বাস

করেন, দ্বিগুণ উৎসাহে আপনার হইয়া কার্য্য করিব। আর যদি অবিশ্বাস করেন, আমিও আপনাকে অবিশ্বাস করিব।”

কর্ম্মচারী কহিলেন “তুমি ঠিক সাহসী বীরপুরুষের মত কথা কহিতেছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করিলাম, তুমি অস্ত্র পাইবে।”

ছয় জন লোক লইয়া বাহির হইলাম; তাহাদিগের পরিচ্ছদে ধূলা মাখাইয়া মলিন করিয়া দিলাম। এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে ঐ সৈন্য ছয়জনের প্রধান ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সে এখন কোথায় আছে?”

আমি উত্তর করিলাম “ঐ যে গ্রাম দেখা যাইতেছে, ঐ গ্রামের পেটেলের বাড়ীতে সন্ন্যাসী সাজিয়া সে বাস করিতেছে।” লোকটি উত্তর করিল “গঙ্গা! গঙ্গা! আমি যে তবে তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি আমাদের ঠিক লইয়া যাইবে ত?”

আমি বলিলাম “দেখ গণেশের উপর আমার দারুণ জাতক্রোধ আছে, সে আমার মাতৃঘাতক।”

আমরা নিশীথ কালে গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমি পাঁচ জনকে দূরে রাখিয়া একজনকে লইয়া পেটেলের গৃহাভিমুখে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া আমি ডাকিলাম “যশোবন্ত, যশোবন্ত। শীঘ্র উঠ। আমি কে বুঝিয়াছ ত?” আমি রামাসী ভাষায় কথা কহিলাম, সেও রামাসীতে উত্তর দিল “তুমি কে চিনিতে পারিলাম না।

“তোমার বন্ধু আমির আলি। গণেশ কোথায়?

“নিদ্রিত তাহাকে কেন?”

“হিম্মৎ কোথায়?”

“সেও নিদ্রিত। তুমি কোথা হইতে? আমরা ভাবিতেছি, তুমি কলিকাতায় গিয়াছ।”

তাহা হয় নাই। গণেশকে শীঘ্র শীঘ্র জাগাইয়া দাও, হাতে কাজ আছে। রাত্র প্রভাত হইতে হইতে শেষ করিতে হইবে।”

“বুঝিয়াছি বুনিজ আছে।”

“ঠিক বুঝিয়াছ, আর বিলম্ব করিও না; গণেশকে জাগাইয়া দাও।”

গণেশ জাগ্রত হইয়া আমাকে ডাকিয়া কহিল “আমির আলি! তুমি হঠাৎ যে?”

আমি বলিলাম “তুমি প্রস্তুত আছ ত?”

“কোথায় যাইতে হইবে?”

“অতি নিকটে, আমি আগুন আনিবার জন্য ছল করিয়া আসিয়াছি। তাহারা গলির মধ্যে আছে।”

"তোমার সঙ্গে কে ?"

।"

"রামাসি জানে ?"

"এখনও জানে না। নূতন ব্রতী, তবে বড়ই দক্ষ। আর হিম্মৎ কোথায় ?"

"তাহাকেও আনিতেছি।"

গণেশ ও হিম্মৎ সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিল। আমি বলিলাম "শীঘ্র শীঘ্র।"

তাহাদের দুইজনকে সৈন্যগণের নিকটে লইয়া গিয়া গণেশকে এমন জোড়ে ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়িয়া গেল। সৈন্যেরা প্রস্তুত ছিল, তাহাদের মুখে কাপড় দিয়া হাতে পায়ে বাঁধিয়া ফেলিল। সমস্ত রাত্রি এই প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া চলিলাম। প্রাতঃকালে গণেশের মুখের কাপড় খুলিয়া দেওয়া হইলে সে বলিল, "আমির আলি! তুমি তাহা হইলে প্রতিশোধ তুলিয়াছ? আমার অভিশাপে তোমার জীবন নরকে পরিণত হউক। তুমি ভবানীর উপাসক হইয়া অন্য একজন ভবানীর উপাসককে ধরাইয়া দিলে বলিয়া, তাঁহার অভিশাপ তোমার সমস্ত পরলোক বিষময় করিবে।"

আমি বলিলাম "তথাস্তু তুমি ঠিক গণেশের মত কথাই বলিয়াছ। তুমি মাতৃঘাতক সে ঋণ এখনও শোধ হয় নাই।"

গণেশ কহিল "সে মূর্খ ইস্‌মাইল না থাকিলে সে দিন তোমাকেও হত্যা করিতাম। সে মূর্খ তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে। তুমিও শীঘ্রই ভোগ করিবে।"

আমি কহিলাম "তুমি আর সে দিন দেখিতে পাইবে না। তবে তুমি যেদিন কুকুরের মত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবে, আমি সেদিন বড়ই খুসি হইব।"

সৈন্যগণের দলপতি আমাদিগকে কলহ করিতে নিষেধ করিল। আমি বলিলাম, "আমি কি চুপ করিব? ও ব্যক্তি আমার মাতাকে হত্যা করিয়াছে, সেই জন্য আমাকে আমার ভগিনী-হত্যা করিতে হইয়াছে।"

আমরা সগরে উপনীত হইলাম। গণেশকে পাইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীর যে আনন্দ, তাহা অবর্ণনীয়।

সেই দিন হইতে ইংরাজগণ আমাকে যত্ন করিতে লাগিল। তাঁহাদের সেই বিশ্বাস আমার উপর এখনও অবিচলিত।

গণেশের বিচারে আমি প্রধান সাক্ষী। অন্যান্য লোকের সাক্ষ্যে আমার কথার সতত্যা দৃঢ়ীকৃত হইল। গণেশের ফাঁসির আদেশ হইল।

ফাঁসির পুর্ব্বে গণেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপহাসবাণে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য আমার প্রাণে বড়ই ইচ্ছা ছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারী আমার প্রতি-হিংসাপরায়ণ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, গণেশের সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। তাহার ফাঁসির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম, সেও আমার প্রতি